



ভারতীয় বনৌষধি

(সচিত্র)

তৃতীয় খণ্ড

[শিল্প ও সরবরাহ-সচিব মাননীয়
ডক্টর শ্রীশ্যামাপ্রসাদ মুখোপাধ্যায়,
এম. এ., বি. এল., ডি. লিট., এল-এল. ডি., ব্যারিষ্টার-এট-ল
মহোদয়-লিখিত ভূমিকা-সহিত]

ডক্টর শ্রীকালীপদ বিশ্বাস,

এম. এ., ডি. এস-সি. (এডিন.), এক. আর. এস. ই., এক. এন. আই.

হপারিটেণ্টেণ্ট, রয়েল বোটানিক গার্ডেন, কলিকাতা এবং উদ্ভিদবিজ্ঞানের
অনারারী অধ্যাপক, কলিকাতা বিশ্ববিদ্যালয়

ও

শ্রী এককড়ি ঘোষ,

রয়েল বোটানিক গার্ডেন পুস্তকাগারের কৃতপূজ্য কণ্ঠচাৰী

0.80 C. L.
221/3
Vol-3.



কলিকাতা বিশ্ববিদ্যালয়

১২০২

মূল্য—৮ (ছয় টাকা)



BCU 2809

2064769

PRINTED IN INDIA

PRINTED AND PUBLISHED BY SURENDRANATH KAMJILAL,
SUPERINTENDENT (OFFO.), CALCUTTA UNIVERSITY PRESS,
45, HARDA ROAD, BALLYGUNGE, CALCUTTA.

1754B—July, 1952—os.

Genus—JUSTICIA Linn.

451. J. Gendarusa Linn. f. (জগৎমদন)

Fig.—Rheede, Hort. Mal., ix, t. 42; Kirtikar & Basu, Ind. Med. Pl., t. 724.

Ref.—F. B. I., iv, 532; Roxb., F. 1., i, 728; B. P., ii, 818; Watt, iv, Pt. ii, 557; Prain, H. H., 258.

জগৎমদন—সমগ্র বঙ্গদেশে দেখা যায়, বিশেষতঃ হুগলী, হাওড়া, ২৪-পরগনা, বর্তমান প্রকৃতি স্থানে জঙ্গলের ধারে ও বেড়ায় দেখা যায়; কোন কোন স্থানে চাষ হয়। মার্কটাবান ও টেনাসরিমের জঙ্গলে প্রচুর জন্মে।

বিশিষ্ট নাম—স. নীলনিগুণ্ডী; বা. জগৎমদন, মামলক; হি. উরি-সম্বালু; তে. নাগা-বাতিলা; তা. কাকনচ-চি।

ব্যবহার্য অংশ—পত্র এবং তৈল।

বর্ণনা—বর্ষজীবী ছোট গুল্মজাতীয় উদ্ভিদ। কাণ্ড ২-৪ ফুট, কাণ্ডের চারি পার্শ্বে লম্বা ও চাপা দাগ আছে। গাছের অগ্রভাগ একটু মোটা, স্থল ও বেড়ানে রংএর লোমযুক্ত। পত্র ৪-৬ ইঞ্চি লম্বা, বৃহৎদেশ ও অগ্রভাগ ক্রমশঃ সরু হইয়াছে। পত্রের কিনারা কণ্ঠিত ও উত্থল একা স্থল লোমযুক্ত। পত্রের শিরার নিম্নে বেড়ানে রংএর দাগ আছে। পত্রবৃত্ত $\frac{1}{2}$ ইঞ্চি। ফুল ছোট, স্বেত অথবা লাল বর্ণ, ইহাতে অতি সূত্র লাল দাগ আছে। পাপড়ি $\frac{1}{2}$ ইঞ্চি লম্বা, তরবারির আকৃতি, স্থল লোমযুক্ত। পুষ্পনল $\frac{1}{2}$ ইঞ্চি। বীজকোষ $\frac{1}{2}$ ইঞ্চি, স্থল লোমযুক্ত, কোষে ৪টি বীজ থাকে। Trimen বলেন, ইহার ফল প্রায় দেখা যায় না। পত্রে মনোহর গন্ধ আছে। আরও দুই প্রকার নিগুণ্ডী আছে—উহার নাম Vitex Negundo এবং V. trifolia; উহা Verbenaceae Order ভুক্ত। এপ্রিল-মে মাসে ইহার ফুল ও বর্ষার প্রারম্ভে ফল হয়।

ঔষধার্থে ব্যবহার—পত্রের রস সরিষার তৈলের সহিত খাইলে হাঁপানি রোগের বমন হয় এবং ইহার পাতার জলে গ্ৰান করিলে বাত আরাম হয় (Rheede)।

নিগুণ্ডী বমনকারক ও বালকদের পেটবেদনার অতিশয় ফলপ্রসূ। ইহার পত্রের কাণ্ড পুরাতন বাতে হিতকর (Ainslie)। ইহার রসায়ন শক্তিও বিদ্যমান আছে। পত্র হইতে প্রস্তুত তৈলে পাঁচড়া আরাম হয় এবং পিষ্ট রস খাইলে অর্ধশিরশূল (আধকশালে মাথাব্যথা) ও মূত্রের পক্ষাঘাত আরাম হয় (Watt)।

পত্রের টাটকা রস কর্ণে প্রদান করিলে কান বেদনা এবং মাথার বে দিকে আধকশালে হইয়াছে সেই দিকের নাকে লইলে উহা আরাম হয়। (Fig. 451.)

432. *J. diffusa* Willd. (শীতলাশুভা)

Fig.—Wight, Ic., t. 1339; Kirtikar & Basu, Ind. Med. Pl., t. 725; Rhonde, Hort. Mal., x, t. 94; Ann. Jard. Bot. Britz., xxiv, t. 22, Fig. 19.

Ref.—F. B. I., iv, 538; Roeh., F. I., i, 133; B. P., ii, 818.

জন্মস্থান—ছোটনাগপুর, বেহার।

বিভিন্ন নাম—বাং—খাতি, শীতলাশুভা।

ব্যবহার্য অংশ—শাৰ।

বৰ্ণনা—জন্মজাতীয় উদ্ভিদ। বসন্তকালে বহু পরিমাণে দেখা যায়। ইহার বীৰ্যই হইতে শিকড় বাহির হয়। কাণ্ডে দুগুণের অংশে; শাৰ লম্বাকৃতি, অংশে মোটা, দুগুণ লম্বাকৃতি। শাৰ ২-১২ ইঞ্চি, মিলের শাৰ কিতাবি অংশ। ফুল ছোট, ফিকে বেগুনে, ফুল নরম, লম্বা ও সরল। ফুলের মীঠের পাতার পাড় লাল বাগ অংশে, ফুল ছোট বহু উদ্ভাবিত হয়। বীজকোষ ২ ইঞ্চি। বসন্ত প্রারম্ভ হইতে শীতকাল পর্যন্ত ফুল ও ফলের সময়।

ঔষধার্থে ব্যবহার—ফুলের সময় এই গাছ লম্বা কড়া উদ্ভিত। গাছের ও ফুলের গন্ধ অস্বীকৃত। *Ainslie* বলেন, ইহার পাতা বগড়াইয়া চক্ষে চল দিলে চক্ষের আবেগতা ও চক্ষু ইয়া অস্বাভাব হয় (*Dymock*, iii, 49)। (Fig. 432.)

Genus—RHINACANTHUS Nees.

433. *R. communis* Nees. (শলকজুই)

Fig.—Rhonde, Hort. Mal., ix, t. 69; Bot. Mag., t. 225; Kirtikar & Basu, Ind. Med. Pl., t. 71613.

Ref.—F. B. I., iv, 541; B. P., 819.

জন্মস্থান—উড়িষ্যা, ছোটনাগপুর, ছাতিগড়ের বিখ্যাত, বঙ্গদেশের সুন্দর পাণ্ডা গাছ। শরীরের উপরী, বসন্তকালে ও বসন্তকালের বাগানে আছে।

বিভিন্ন নাম—স. বৃন্দিকেশ্বরী; বা. বি. জুইলোনে, শলকজুই; অ. চৈ. মাপাখোজি।

ব্যবহার্য অংশ—শাৰ।

বৰ্ণনা—শাৰাধিশিষ্ট গাছ। কাণ্ড হইতে উদ্ভা ফিকে দুগুণের বাহির হয়। শাৰ ৫-৬ ইঞ্চি লম্বা, ২-১২ ইঞ্চি চক্কর। শাৰের কিনারা (সীমেলান)। অগ্রভাগে জন্ম লক। শাৰদ্ব ২ ইঞ্চি, ফুল জন্মদ্ব হয়। বসন্তকালে ১৬ ইঞ্চি, দুগুণের ১ ইঞ্চি লম্বা। বীজকোষে ৪টি বীজ আছে, ইহার মোটা লম্বা, মিলের এক পোলাকার। ফিলের হইতে এতল মাল পর্যন্ত ফুল ও ফলের সময়।



ଶୈବଧାର୍ଯ୍ୟେ ବ୍ୟବହାର—ବେଦର ଟାଣିବା ନିକଟରୁ ଏ ଧାର୍ଯ୍ୟା ଯେଉଁଠି ବୁଦ୍ଧର ଜ୍ଞାନର ପରିଚିତ ଧାର୍ଯ୍ୟ
କରିଲେ ସବୁ ଡ଼ାଲି ଆହାର ହେବ । ବେଦର ଶୈବ ସବୁ ଡ଼ାଲିର ଧାର୍ଯ୍ୟ ହିସାବରୁ (Aisaville) ।

শিখড়ের স্থান উপভোগ্যের অসীম ; উহাও হেউচানীঃ বাক্যবোধঃ *Dischiae's* (ইন্ড
ব্রহ্ম (Dymock, iii, 55) ।

সিদ্ধান্তের পরিচালক ইহার কার্যক্ষেত্রে শক্তি আছে। যদিও ইহার শিকড় দ্বারা পিতৃ-
করিয়া আইনার ব্যবস্থা মেন (Murray)।

(Fig. 45B)

Genus—**ECBOLIUM** Kunze.

454. E. Linneanum Kurz. (५५२१६)

Fig.—Rhode, Hort. Mal., II, t. 20, Bot. Mag., 1847; Wright, loc.
t. 468.

Ref.—F. B. I., iv, 544; Reeb., F. I., 114; B. P., ii, 816; Fries,
H. H., 258.

জাফাঙ্গানি—যথঃ ৯ শুল্কবহ ; হাঙ্গারী, হাঙ্গার, বর্ধমান প্রভৃতি জেলায় অকালের দ্বারা
কর পরিচালনা আছে ।

निर्दिष्ट माप—ए. ७ डि. वृत्ताकार पात्र, पैरार्थे त्रि।

जानकारी का आन्ध्र—निकट ।

ବର୍ଣ୍ଣନା—ପ୍ରାୟତଃ ଉଚ୍ଚିତ, ୧-୩ ଫିଟ ଉଚ୍ଚ, ଗନ୍ଧର ବା ଆସର ଉଚ୍ଚ ହୁଏ । କାନ୍ଥର ଉପର ଭିତେ ପ୍ରସଙ୍ଗ ହୁଏ । ମୂଳ ୫-୯ ଇଞ୍ଚ ଲମ୍ବ, ତ୍ରିଭୁଜାକାର, କୋଣେ ଲୋମହୃଦ୍ । ଗୋଟି ଗୁଳି, ମୁନାବତ୍ତ ୧-୧.୫ ଇଞ୍ଚ ଲମ୍ବ, ଗୁମ୍ଫାଯୁକ୍ତ ; ମୁନାବତ୍ତ ୧.୫ ଇଞ୍ଚ । ଗୁମ୍ଫାର ଡାକ୍ତିରେ ଶିଳାବର୍ଣ୍ଣ ଅଥବା ଶିଳାକ ଲମ୍ବୁବର୍ଣ୍ଣ । Dr. Hooker ଯାହାର ଦୁଇ ଗୁମ୍ଫାର ଆକାରହୃଦ୍ ଶିଳାବର୍ଣ୍ଣ ଅଥବା ଶିଳା କିମ୍ବା ସେନ୍ଦେର । ଶିଳାକୋଷ ଲୋମହୃଦ୍, ଶିଳା ସେନ୍ଦେର । ଗୋଟିଏର ଗୁମ୍ଫାରେ କେବଳ ଗୋଟିଏ ଗୁଳି ବା ଗୁମ୍ଫାର ଲମ୍ବ ।

लेखार्थ सुलभताक—वेदादि विषय समुदाहरण न पोषाक, पाण्डुराज कव (Dharmadhar)

Dr. Rhonda वाइन, मध्य पाक प्रांत काशीर हह : अर्ध पाक प्राकीयक कणन कवित्त
 वैशाख प्राई कवित्त कवित्त पाक हह कवित्त कवित्त पाक : (Fig. 454.)

Genus—*RUNGIA* Nees.

455. *R. parviflora* Nees (পিণ্ডি)

Fig.—Bedd., Ic., Pl. Ind. Orient., 266 ; Kirtikar & Basu, Ind. Med. Pl., t. 729.

Ref.—F. B. I., iv, 550 ; Roxb., F. I., i, 133 ; B. P., ii, 821 ; Prain, H. H., 259.

জন্মস্থান—ভারতের স্থানে স্থানে, বঙ্গদেশে ও ছোটনাগপুরে দেখা যায়।

বিভিন্ন নাম—সং. পিণ্ডি ; সামতাল—বীরলোপদ-আরক ; তে. পিণ্ডিকুণ্ড ; তা. পুনকপুণ্ড।

ব্যবহার্য অংশ—পত্র।

বর্ণনা—বর্ষজীবী নরম গুল্ম। পত্র ২½-৪ ইঞ্চি, লম্বাকৃতি, পত্রের বৃন্তদেশ ক্ষয়প্রাপ্ত, হৃদয় লোমযুক্ত। পুষ্পদণ্ড ছোট, ½ ইঞ্চি, চেপ্টা। পাপড়ি লম্বাকৃতি ; পুষ্পস্তবক ½ ইঞ্চি, ছোট। ফুল শ্বেতবর্ণ, উহাতে নিম্নদিকে নীলের ভোরা আছে। বীজকোষ ½ ইঞ্চি, বীজ ছোট। ফলে সচরাচর ৪টি বীজ থাকে। সাধারণতঃ শীতের সময় ফুল ও ফল হইয়া থাকে।

ঔষধার্থে ব্যবহার—ইহার নূতন পত্ররস শাস্তিকর এবং বালকদের বসন্ত হইলে প্রদত্ত হয়, মাত্রা ছোট চামচের এক চামচে দিবসে দুইবার ব্যবহার্য। আঘাত জনিত বেদনায় ইহার পাতার রসে ঘ্রণার উপশম হয় (Ainslie)। (Fig. 455.)

Genus—*PERISTROPHE* Nees.

456. *P. bicalyculata* Nees. (নাসভাগ)

Fig.—Lam., Ill., t. 12, Fig. 2 ; Kirtikar & Basu, Ind. Med. Pl., t. 730.

Ref.—F. B. I., iv, 554 ; Roxb., F. I., i, 126 ; B. P., ii, 820 ; Prain, H. H., 259 ; Dalz & Gibs, Bomb. Fl., 197.

জন্মস্থান—চট্টগ্রাম, বেহার, উত্তর পূর্ব বঙ্গদেশ, মৈমনসিংহ, হুগলী, হাওড়া, ২৪-পরগনা, গঙ্গানদীর কিনারায শুষ্ক পতিত স্থানে পাওয়া যায়।

বিভিন্ন নাম—বা. নাসভাগ ; হি. অত্রিলাল ; তে. চেবির।

ব্যবহার্য অংশ—সমগ্র উদ্ভিদ।

বর্ণনা—সরল বিস্তৃত গুল্ম, লোমযুক্ত। পত্র ২-১ ইঞ্চি, ডিম্বাকৃতি, অগ্রভাগ সর। বোটা ½ ইঞ্চি। পুষ্পদণ্ডের পত্র ৬-৮ ইঞ্চি, লম্বাকৃতি ও সর। পুষ্পস্তবক ৬-৮ ইঞ্চি ; বীজকোষ ৬-৮ ইঞ্চি ; বীজ ছোট ছোট অনেক হয়। শীতকালে ফুল ও ফল হয়।

ঔষধার্থে ব্যবহার—Dr. Rheede বলেন, সমগ্র গাছটা পেষণ করিয়া জলের সহিত পান করিলে বিষাক্ত সর্পের বিষ নষ্ট হয়। ডাক্তার সখারাম অর্জুন তাঁহার লিপিত Bombay Drugs নামক পুস্তকে ইহার গুণ *Fumaria parviflora* (বনগুলকা) তুল্য বলিয়া লিখিয়াছেন এবং ইহা বনগুলকার স্থানে প্রয়োগ করা যাইতে পারে বলিয়া উল্লেখ করিয়াছেন ইহার তিক্ততা বনগুলকা অপেক্ষা কম। (Fig. 456.)

LXXVIII. VERBENACEAE

Genus—CLERODENDRON Linn.

457. *C. infortunatum* Gaertn. (ঘেঁটু)

Fig.—Rheede, Hort. Mal., ii, t. 25; Bot. Mag., t. 1805; Lamk., Ill., t. 544.

Ref.—F. B. I., iv, 594; Roxb., F. I., iii, 59; B. P., ii, 835; Prain, H. H., 261.

জন্মস্থান—ছোটনাগপুর, বেহার, বঙ্গদেশ, চট্টগ্রাম, ব্রহ্মদেশ, হগলী, হাওড়া, বইমান, ২৪-পরগনা, বাকুড়া প্রভৃতি জেলায় পতিত অমিতে ও অঙ্গলের ধারে জন্মে।

বিভিন্ন নাম—সং. ঘণ্টাকর্ণ; বা. বেঁটু, ভাঁট; হি. ভাঁট; সামতাল—আরবারি।

ব্যবহার্য অংশ—ত্বক ও পত্র।

বর্ণনা—গুল্মজাতীয় উদ্ভিদ, ৪ ফুট উচ্চ; কখন কখন অধিক উচ্চ হয়। গাছগুলি পীতবর্ণ অথবা শ্বেতবর্ণ লোমযুক্ত আবৃত। পত্র ৪-৮ ইঞ্চি লম্বা, হৃৎপিণ্ডাকৃতি অথবা ডিম্বাকৃতি, অগ্রভাগ ক্রমশঃ সরু; বোটা ১-৪ ইঞ্চি লম্বা। পুষ্পগু ৬-১২ ইঞ্চি লম্বা ও বহু শাখাবিশিষ্ট, উপরের পত্র লালবর্ণ। ফুলের বহির্কাস ৬ ইঞ্চি ও বর্গিত। অস্থঃস্ববক কোমল লোমযুক্ত, শ্বেতবর্ণ ও দীর্ঘ লালবর্ণ। ফলের ব্যাস ৬ ইঞ্চি, চেপ্টা ও কৃষ্ণবর্ণ। Lindl., Bot. Reg., t. 19এ যে চিত্র আছে উহার ফুলের রং অতিশয় লালবর্ণ; সচরাচর যে সফল ঘেঁটুগাছ বাগানে দেখা যায় উহার ফুল শ্বেতবর্ণ বা দীর্ঘ লালবর্ণ (U. N. Kanjilal)। শীতের শেষে ফুল ও গ্রীষ্মকালে ফল হয়।

ঔষধার্থে ব্যবহার—Dr. Rheede বলেন, ইহার পত্র কুমিনাশক এবং মূল ঘোলের সহিত ব্যবহার করিলে পেট বেদনা ও ঘন ঘন ভুক্তপ্রবাহ ভেদ আরাম হয়।

Dr. Bholanath Basu বলেন, ইহা চিরন্তন পরিবর্তে ব্যবহার করা যাইতে পারে (Pharm. Ind.)। পাতার পিষ্ট রস দারক, কুমিনাশক, তিক্ত ও বলকারক। ইহার এস মলদ্বার দিয়া পিচকারী দিলে ছোট ছোট কুমি নাশ হয় (Thornton)।

Dr. U. C. Dutt ইহার সংস্কৃত নাম ভাণ্ডিরা বলিয়া উল্লেখ করিয়াছেন, কিন্তু রাজনিঘণ্ট পুস্তকে এই নাম দেখা যায় না।

টোটকা খেঁটুপাতার রস বলকারক ও ম্যালেরিয়া জ্বর নাশক (K. L. Dey)। (Fig. 457.)

458. C. Siphonanthus R. Br. (বামুনহাটী)

Fig.—Burm., Fl. Ind., 136, t. 43, Figs. 1 & 2 ; Wight, Ill., t. 173 ; Kirtikar & Basu, Ind. Med. Pl., t. 747.

Ref.—F. B. I., iv, 595 ; Roxb., F. I., iii, 67 ; B. P., ii, 836 ; Watt, II, Pt. II, 375 ; Prain, H. H., 261.

জন্মস্থান—কুমায়ুন, দক্ষিণ ভারত, বঙ্গদেশ, হুগলী, হাওড়া, ২৪-পরগনা, বর্ধমান, বাঁকুড়া জেলায় পতিত জমিতে ও জঙ্গলের কিনারায় স্থানে স্থানে জন্মে।

বিভিন্ন নাম—সং. ব্রহ্মযতিক, ভাগী ; বা. বামুনহাটী ; হি. বারাপী।

ব্যবহার্য অংশ—মূল ও পত্র। মাত্রা—চূর্ণ ১-৪ আনা, কাথ ৫-১০ তোলা।

বর্ণনা—মূখ্য লোমযুক্ত গুল্ম, ৪-৮ ফুট লম্বা। ইহার কাণ্ডের অভ্যন্তর ভাগ ফাঁপা, পত্র কাণ্ডের অগ্রভাগে চতুর্দিকে ৩-৫টি জন্মে। পত্র ৬-৯ ইঞ্চি লম্বা, ১-১½ ইঞ্চি চওড়া। বোটা ½ ইঞ্চি। ফুল স্বেতবর্ণ, একটু স্নান হইলে পীতবর্ণ হয়। পুষ্পগু ২-১৮ ইঞ্চি লম্বা ; বহির্কাস ½ ইঞ্চি, কৃষ্ণবর্ণ অথবা লালবর্ণ ; অন্তঃস্তবক লোমযুক্ত ও স্বেতবর্ণ। কলে শাঁস আছে, গোলাকার ৫ ভাগে বিভক্ত, প্রত্যেক ভাগে মটরের ত্রায় বীজ থাকে। বর্ষার সময়ে ফুল হয় ও বর্ষার পরে ফল পাকে।

ঔষধার্থে ব্যবহার—ইহার মূল হাঁপানি, সন্ধি ও গাল গলা ফুলায় হিতকর (Watt)। কাষ্ঠ ঔষৎ তিক্ত ও ধারক। আঠা উপদংশজনিত বাতে হিতকর (Baden-Powell)। বামুনহাটীর পত্র ও শাখার নরম অগ্রভাগের রস দিয়া যে ঘৃত প্রস্তুত হয় উহা নারাকা প্রভৃতি চর্মরোগ আরাম করে। ইহার কাষ্ঠ খণ্ড খণ্ড কাটিয়া সূতার মালার ত্রায় গাঁথিয়া ছেলের গলায় পরাইয়া দিলে ডাইনী ঝাইতে পারে না, এবং ইহা কোমরে বাঁধা থাকিলে ক্ষত প্রেত ধরিতে পারে না বলিয়া এ দেশীয় লোকের বিশ্বাস আছে (Dr. Thornton)। ইহার শিকড় আদার সহিত পেথন করিয়া গরম জলের সহিত পান করিলে হাঁপানি আরাম হয়। বামুনহাটী বক্ষঃপ্রদাহের একটি উৎকৃষ্ট ঔষধ।

হিকাখাসী শিবেষ্টাগী সবিখামুঞ্চবারিণা।

নাগরং যু সিতা ভাগী সৌবর্জলসমযিতম্ ॥ চক্রদন্তঃ

ভাগীর শিকড়ের কাথ, দশমূল, হরীতকী, মাতগুড় এবং তেজপাত, এলাচ ও দারুচিনি দ্বারা প্রস্তুত ঘৃত হাঁপানি নিবারক।

অগ্নিমন্ত্রভবা মূলঃ পিষ্টং পীতক সর্পিষা ।

শীতপিত্তোদর্ধকোটান্ সপ্তাহাদেব নাশয়েৎ ॥ চক্রদত্তঃ

বামুনহাটীর মূলের ত্বক, শুঁঠ চূর্ণের সহিত গরম জলে দিয়া শান করিলে কাসি আরাম হয় (চরক) ।

মধু ও গব্যামৃতযোগে ইহার মূলের ত্বক সেবন করিলে শ্বাসরোগ আরাম হয় (চরক) ।

ইহার মূলের ত্বক চাউল ধোয়া জলের সহিত পেষণ করিয়া গণ্ডমালায় প্রলেপ দিলে উহা আরাম হয় (চক্রদত্ত) ।

মূলের ত্বক যবের কাথে শিখিয়া কুরণ্ডে প্রলেপ দিলে কুরণ্ড উপশম করে । (Fig. 458.)

459. *C. phlomides* Linn. (বাতগ্রী)

Fig.—Wight, Ic., t. 1473 ; Kirtikar & Basu, Ind. Med. Pl., t. 744 ; Wight, Ic., Pl. Ind. Or., iv, t. 1473 ; Dalz. & Gibs., Bomb. Fl., t. 200.

Ref.—F. B. I., iv, 590 ; Roxb., F. I., iii, 57 ; B. P., ii, 835 ; Brandis, For. Fl., 363 ; Talbot, For. Fl. Bomb., ii, 358.

জন্মস্থান—উড়িষ্যা, ছোটনাগপুর, বেহার ।

বিভিন্ন নাম—সং. বাতগ্রী ; বা. বাতগ্র ; তা. বাতমাকদকী ; তে. তেলেকীতিলক ।

ব্যবহার্য অংশ—শিকড় ও পত্র ।

বর্ণনা—৩. ফুট উচ্চ গাছ, কোমল লোমযুক্ত । পত্র ছোট, ১২-২২ ইঞ্চি লম্বা, ডিম্বাকৃতি, বিষম চতুর্ভুজের ভায়ে, প্রান্তদেহ কণ্ঠিত । ফুলের বহির্কোষ ২ ইঞ্চি, ডিম্বাকৃতি, অগ্রভাগ সূক্ষ্ম । বোটা ২-১ ইঞ্চি ; ফুল খেতবর্ণ অথবা গাঢ় লালবর্ণ, সৌগন্ধযুক্ত । ফল শীসযুক্ত, শুষ্ক, ৬-২ ইঞ্চি লম্বা । গাছের ছাল ধূসরবর্ণ, পাতলা, মসৃণ, কাষ্ঠ ধূসরবর্ণ । সেপ্টেম্বর হইতে মার্চ মাস পর্য্যন্ত ফুল ও ফলের সময় ।

ঔষধার্থে ব্যবহার—মূল তিক্ত ও বলকারক ; হাম ও তড়কায়ে ইহা বেশ ফলপ্রসূ (S. Arjun) ।

পাতার রস উপদংশ নাশক (Ainslie) ।

ইহা শোথ নিবারক এবং গো-মহিষাদির কুমিরোগে ও শেটফাঁপায় ব্যবহৃত হয় (Campbell) । (Fig. 459.)

Genus—LANTANA L.

460. *L. Camara* L. (গুয়ে গের্দা)

Fig.—Lamarek, Ill., iii. t. 540, Fig. 1 (1797); Boiss. Atlas Pl. Jard., t. 226 (1896).

Ref.—F. B. I., iv. 562; B. P., ii, 825; Voigt, H. S., 472; Prain, H. H., 259.

জন্মস্থান—ইহা আমেরিকা দেশীয় গাছ; মধ্য ও পশ্চিম বঙ্গ, হুগলী, হাওড়া ও ২৪-পরগনা জেলার বেড়া ও জঙ্গলের ধারে প্রচুর জন্মে।

বিভিন্ন নাম—বা. গুয়ে গের্দা।

ব্যবহার্য অংশ—পত্র।

বর্ণনা—ঘনসন্নিবদ্ধ শক্ত ডাঁটাবিশিষ্ট গুল্ম, শাখার একদিকে বক্র কাটা আছে। পত্র ডিম্বাকৃতি, অগ্রভাগ সরু। ফুল ছোট, গাছের অগ্রভাগে থাকে, দেখিতে সূন্দর, লাল ও লেবু রংবিশিষ্ট। বহির্কাস ছোট, পুষ্পনল নরম, পাপড়ি বিস্তৃত। টাটকা বীজে Albumin নাই। বর্ষার পর হইতে শীতকাল পর্য্যন্ত ফুল ও ফলের সময়।

ঔষধার্থে ব্যবহার—মেক্সিকো দেশে ইহার পত্র যবের সহিত সিদ্ধ করিয়া স্ত্রীলোকদের প্রসব হইবার সময় প্রয়োগ করে। ইহার আর একটি জাতি আছে, তাহা অতীর্ণে ব্যবহার হয়। (Fig. 460.)

Genus—CALLICARPA Linn.

461. *C. arborea* Roxb. (বরমাল্লা)

Fig.—Kirtikar & Basu, Ind. Med. Pl., t. 732A.

Ref.—F. B. I., iv, 567; Roxb., F. I., i, 390; B. P., ii, 827.

জন্মস্থান—ছোটনাগপুর, বেহার, উত্তর বঙ্গ, শ্রীহট্ট ও চট্টগ্রাম।

বিভিন্ন নাম—বা. বরমাল্লা, বরমালা; সামতাল—দমকটকৈ; কুমাঘুন—সিওয়ালি।

ব্যবহার্য অংশ—ত্বক্।

বর্ণনা—৩০-৪০ ফুট উচ্চ গাছ, পুষ্পগুচ্ছ পত্রের নীচে ঢাকা থাকে। ছাল দৃশ্যে ধূসরবর্ণ, কাঠ ধূসরবর্ণ ও খেতবর্ণ, কাঠ খুব শক্ত নহে। পত্র ডিম্বাকৃতি, সূক্ষ্ম লোমযুক্ত, ১২ ইঞ্চি লম্বা, ৬ ইঞ্চি চওড়া। শাখা ১-১½ ইঞ্চি লম্বা, পত্রের শিরা ৮-১২টি হয়। পুষ্পদণ্ডে ৩-৪টি শাখা হয়, ১-২ ইঞ্চি লম্বা। ফুল ফিকে বেগুনে ও সৌগন্দ্যময়। ফলের ব্যাস ½ ইঞ্চি, বেগুনে,

রংবিশিষ্ট ও কৃষ্ণবর্ণ। সাধারণতঃ গ্রীষ্মকালে ফুল ও বর্ষার পবে ফল হয় ; কখনও কখনও অল্প সময়েও ফুল ও ফল দেখা যায়।

ঔষধার্থে ব্যবহার—ইহার ছাল সৌগন্ধযুক্ত, তিক্ত ; ইহার কাথ পাঁচড়া নিবারক। ইহা বলকারক ও পেটকাঁপা নিবারক (Watt.)। (Fig. 461.)

462. *C. lanata* L. (মসন্দার)

Fig.—Wight, Ill., t. 173b, Fig. 5 ; Ic., t. 1480.

Ref.—F. B. I., iv, 567 ; Brandis, For. Fl., 368.

জন্মস্থান—দাক্ষিণাত্য ; উত্তর ও দক্ষিণ সরকার।

বিভিন্ন নাম—মসন্দারী, মসন্দার।

ব্যবহার্য অংশ—পত্র।

বর্ণনা—৩০-৪০ ফুট উচ্চ গাছ, শাখা মোটা ও গোলাকার। পত্র ৬-২ ইঞ্চি, ডিম্বাকৃতি, ঘন লোমাবৃত, বৃন্তদেশ গোলাকার, অগ্রভাগ সরু, উপরিভাগ উজ্জল সবুজবর্ণ, নিম্নদিক ধেত অথবা পীতবর্ণ লোমাবৃত। বোটা ১-২ ইঞ্চি, গোলাকার, শক্ত লোমাবৃত। ফুল ফিকে লালবর্ণ, ফুলের বোটা ছোট, শুষ্কবহু ; পুষ্পনল ১ ইঞ্চি লম্বা, বহু। ফল ১ ইঞ্চি, গোলাকার উজ্জল কৃষ্ণবর্ণ। শীতের সময় ফুল ও ফল হয়।

ঔষধার্থে ব্যবহার—সংস্কৃত ঋষুর্কেন গ্রন্থে এই গাছের উল্লেখ দেখা যায় না। Dr. Rheede বলেন, ইহার পত্র ছুঁলে সিদ্ধ করিয়া মুখ ধোত করিলে মুখের ব্যা আরাম হয়। ইহার ছালের শিকড় জলে সিদ্ধ করিয়া কাথ প্রস্তুত করিয়া সেবন করিলে জ্বরের উদ্ভাপ, পিত্তজনিত উদ্বেগ এবং পিত্তপ্রকোপ নিবারিত হয়। Dr. Ainslie বলেন যে মালয়দেশীয় লোকেরা ইহাকে মূত্রকর বলিয়া ব্যবহার করে। ইহার শিকড়, পত্র ও বৃক্ সিংহলের লোকেরা চর্মরোগে ব্যবহার করে (Trimen)। (Fig. 462.)

Genus—TECTONA Linn. f.

463. *T. grandis* Linn. f. (সেগুণ)

Fig.—Roxb., Cor. Pl., i, 10, t. 6 ; Rheede, Hort. Mal., ix, t. 27 ; Bedd., Fl. Sylv., t. 260 ; Kirtikar & Basu, Ind. Med. Pl., t. 735.

Ref.—F. B. I., iv, 570 ; Roxb, Fl. I., i, 600 ; B. P., ii, 929 ; Prain, H. H., 260.

জন্মস্থান—মধ্যভারত, দাক্ষিণাত্য, ব্রহ্মদেশ, উড়িষ্যা, বঙ্গদেশ, হুগলী, হাওড়া, বর্তমান, ২৪-পরগনার বাগানে ও রাস্তার ধারে রোপণ করে। বোটানিক গার্ডেন, শিবপুরে বহু গাছ আছে।

বিস্তারিত নাম—সং. সাক; বা. সেগুন; তা. টেকুটেক; তে. টেকু; Eng. Teak wood.

ব্যবহার্য অংশ—কাঠ।

বর্ণনা—বড় গাছ, ৮০-১২০ ফুট উচ্চ হয়। বসন্তে পাতা পড়িয়া যায়। পত্র প্রায় ১২ ইঞ্চি লম্বা হয়; ডিম্বাকৃতি, স্থানে স্থানে বসা, অগ্রভাগ সরু, উপরিভাগ কর্কশ, নিম্নভাগ ধূসর বর্ণ অথবা পীতভা লোমাবৃত। প্রধান শিরা ৮-১০ ছোড়া। ফুল ছোট, অনেক হয়। পুষ্পগুণ্ডে বহু শাখা হয়, উহা ১-৩ ফুট লম্বা। ফুলের বহির্কোষ $\frac{1}{2}$ ইঞ্চি, হৃদয় লোমযুক্ত, পাপড়ি $\frac{1}{2}$ ইঞ্চি। পুষ্পস্তবক শ্বেতবর্ণ লোমযুক্ত, ৪ ভাগে বিভক্ত। ফলের ব্যাস $\frac{3}{4}$ ইঞ্চি, ৪ ভাগে বিভক্ত। ফলের আচ্ছাদন নরম লোমাবৃত। বর্ষার সময় ফুল ও শীতের সময় ফল হয়।

ঔষধার্থে ব্যবহার—সেগুন কাঠের গুঁড় মাথায় প্রলেপ দিলে মাথাধরা আরাম হয় ও আঘাত জনিত ফুলায় প্রলেপ দিলে উহার রক্ত সরাইয়া দেয়। ইহা সেবন করিলে অমরোগে পেটজ্বালা নিবারণ হয়। ইহা কুমিনাশক। সেগুন বীজের তৈল মাথায় মাখিলে কেশ বৃদ্ধি হয় ও গায়ে মাখিলে চুলকানি আরাম হয়। কাঠের ছাই চক্ষের পাতায় প্রলেপ দিলে দৃষ্টিশক্তি বাড়াইয়া দেয়। সেগুন ফুল মূত্রকর; Dr. Gibson বলেন, ইহার বীজেরও এই গুণ বর্তমান আছে (Dymock, iii, 61)।

বর্ষাদেশে ইহার কাঠ হইতে নিষ্কাশিত তৈল বার্বিশের কাজে ব্যবহার করে।

ককন দেশে ইহার Tar ঘায়ে ব্যবহৃত হয় (Jour. Asiat. Soc. Bengal, i, 170)। Dr. Rheede বলেন, ইহার কচি পাতা হইতে বেগুণে রং প্রস্তুত হয়। সেগুনের Tar কোন কাঠে বা কোন দ্রব্যে লাগাইলে উহাতে উই ধরে না (Dymock)। (Fig. 468.)

Genus—PREMNA Linn.

464. *P. integrifolia* Linn (ভূতভৈরবী)

Fig.—Wight, Ic., t. 1469; Kirtikar & Basu, Ind. Med. Pl., t. 736.

Ref.—F. B. I., iv, 574; Roxb., F. I., iii, 81; B. P., ii, 830; Watt, iv, 570; Prain, H. H., 261; Kurz, For. Fl., ii, 263.

জন্মস্থান—হুমায়ুন; ভারতের সমুদ্রতীরবর্তী স্থান, বোম্বাই, ত্রিহট্ট; বোটানিক গার্ডেন, শিবপুর।

বিভিন্ন নাম—সং. গণিকারিকা, অগ্নিমধু; বা. দৃততৈরবী, গণিয়ারী; তা. মূরি; তে. ঘেবু-নেলী।

ব্যবহার্য অংশ—পত্র, শিকড় ও ত্বক। মাত্রা ৫-১০ তোলা।

বর্ণনা—সবুজপত্রাচ্ছাদিত কণ্টকময় উদ্ভিদ, ১০-২০ ফুট উচ্চ। ছাল পাতলা, ফিকে পীতবর্ণ, কাষ্ঠ ফিকে ধূসরবর্ণ। পত্র ৩-৪ ইঞ্চি লম্বা, ডিম্বাকৃতি, বৃহৎদেশ গোলাকার, কিনারা কণ্ঠিত। পুষ্পগুণ্ডে ঘন ঘন ফুল হয়। ফুল ছোট, কোমল লোমযুক্ত, ফিকে পীতভ সর্ববর্ণ। পুষ্পের ৪টি, দুইটি বড় ও দুইটি ছোট। ফল $\frac{1}{2}$ ইঞ্চি; বীজ মটর কলায়ের মত। তৈয়াট ও আষাঢ় মাসে ফুল হয়, ভাদ্র মাসে ফল শাকে।

ঔষধার্থে ব্যবহার—সংস্কৃত লেখকগণ ইহার মূল দশমূল পাচনের একটি মসলা বলিয়া গণনা করিয়াছেন। ইহার শিকড় তিক্ত, পাকস্থলীর দোষ নিবারক, জ্বরনাশক, সর্বাঙ্গীন শোথ নিবারক ও আমবাতে হিতকর। পত্রের রস ক্রিমিনাশক। Rheede বলেন, ইহার পত্রের কাথ পেটকাণা নিবারক, শিরকের কাথ বলকারক। ইহার পত্র গোলমরিচের সহিত বাটিয়া খাইলে সর্দি ও জ্বর আরাম হয়। সমগ্র গাছের কাথ বাত ও স্নায়বিক দৌর্যলানাশক (Atkinson)। ইহার শাখা ও পত্র একত্রে পেষণ করিয়া কাথ প্রস্তুত করিয়া সেই কাথে বাত-স্থান দোত করিলে উহা শীঘ্র আরাম হয়। ইহার মূল ও ছালের কাথ ইন্ডুমেহে হিতকর। মূলের ত্বক্ গব্যঘূতের সহিত ১ সপ্তাহ ব্যবহার করিলে শীতপিত্ত আরাম হয়। ইহার মূলের ত্বকে শিলাজতু প্রক্ষেপ দিয়া পান করিলে অতিমূল ব্যক্তি কুশ হয়। (Fig. 464.)

465. *P. herbacea* Roxb. (ভুঁইজাম)

Fig.—Griff, Ic., t. 447; Kirtikar & Basu, Ind. Med. Pl., t. 738A.

Ref.—F. B. I., iv, 581; Roxb., F. I., iii, 80; B. P., ii, 831.

জন্মস্থান—পশ্চিমবঙ্গ, বেহার, ছোটনাগপুর, উত্তর বঙ্গ, কুমায়ুন ও ভূপালে জন্মে।

বিভিন্ন নাম—সং. ভূমিজম্বু; বা. ভুঁইজাম; সামতাল—কাদামেট; তে. নলানিরেহু।

ব্যবহার্য অংশ—মূল।

বর্ণনা—গুঁড়িহীন গুল্ম। পুষ্পিত শাখা ১-৪ ইঞ্চি। পত্র ৪ ইঞ্চি লম্বা, ২-৩ ইঞ্চি চওড়া, লোমযুক্ত, শিরা ৫টি। পুষ্পগুণ্ড ১-১½ ইঞ্চি; পুষ্পস্তবক $\frac{1}{2}$ ইঞ্চি, সবুজের আভাযুক্ত স্বেতবর্ণ, গলায় লোম আছে। ফলের ব্যাস $\frac{1}{2}$ ইঞ্চি, গোলাকার, পাকিলে কৃষ্ণবর্ণ হয়। শিকড় কাকের শালকের মত মোটা, ইহাতে শক্ত শক্ত গাঁইট আছে + গ্রীষ্মকালে ফুল ও বর্ষার সময়ে ফল হয়।

ঔষধার্থে ব্যবহার—সামতালেরা ইহার শিকড় বাতে ব্যবহার করে (Rev. A. Campbell)। *Clerodendron serratum* গাছের সহিত অনেকটা সাদৃশ্য আছে, ভারতের বহু

স্থানে *C. serratum* গাছকে ভূঁইজাম বলে। *C. serratum* গাছের শিকড় কতক পরিমাণে খেতবর্ণ, উহার ব্যাস ১ ইঞ্চির অধিক হয় না। ইহার শিকড়ের রস ও আদার রস গরম জলের সহিত ব্যবহার করিলে হাঁপানি আরাম হয়। (Fig. 465.)

Genus—VITEX Linn.

466. V. Negundo Linn. (নিশিন্দা)

Fig.—Wight, Ic., t. 519 ; Rheede, Hort. Mal., ii, t. 12 ; Kirtikar & Basu, Ind. Med. Pl., t. 12.

Ref.—F. B. I., iv, 580 ; Roxb., F. I., iii, 70 ; B. P., ii, 833 ; Watt, vi, Pt. iv, 250 ; Prain, H. H., 261.

জন্মস্থান—সমগ্র ভারতবর্ষ, ছোটনাগপুর, বেহার, হুন্দরবন, উত্তরবঙ্গ, হুগলী, হাওড়া, বর্ধমান, বাঁকুড়া জেলার জঙ্গলের ধারে ও বেড়ায় জন্মে ; হুন্দরবনের পশ্চিমাংশে প্রচুর জন্মে।

বিভিন্ন নাম—সং. নিগুণ্ডী ; বা. নিশিন্দা ; তা. নচ্চী ; তে. সিন্দুবাবাম্।

ব্যবহার্য অংশ—পত্র, মূল ; মাত্রা, পত্ররস ১-২ তোলা ; মূলত্বক, ১-৪ আনা।

বর্ণনা—ছোট গুল্মজাতীয় উদ্ভিদ, ৩ ফুট উচ্চ, ইহার পত্র শরৎকালে পড়িয়া যায়। উদ্ভিদ অতিশয় সৌগন্ধযুক্ত। পত্র ও পুষ্পদণ্ড খেত ও ধূসর বর্ণ, লোমাবৃত। ত্বক পাতলা, ধূসরবর্ণ, কাষ্ঠ ধূসরের আভাযুক্ত খেতবর্ণ। পত্রিকা ৩-৫টি হয়, সাধারণতঃ ত্রিপত্রিকাবিশিষ্ট। পত্রিকা লম্বাকৃতি, ১-৫ ইঞ্চি লম্বা ও ৬-১৬ ইঞ্চি চওড়া, নিম্নে ধূসরবর্ণ লোম আছে। ফুল ছোট, পুষ্পদণ্ড ১২ ইঞ্চি লম্বা। বহির্কাস ১/২-১ ইঞ্চি, ৫টি দাঁতযুক্ত। পুংকেশর ৪টি ; গর্ভাশয় ২-৪টি ঘরবিশিষ্ট। ফলে শাঁস আছে, ব্যাস ৬-৮ ইঞ্চি, গোলাকার, পাকিলে কৃষ্ণবর্ণ ; ফলে সচরাচর ৪টি বিভাগ আছে। বৎসরের প্রায় সকল সময়েই ফুল ও ফল হয়।

নিষেদুকারের মতে নিগুণ্ডী ২ প্রকার, কর্তরীনিগুণ্ডী ও বননিগুণ্ডী। প্রথমোক্তটির পত্র অরহর পত্রের জায়, পত্রের নিম্নভাগ খেতবর্ণ, ফুল বেগুনে, ফিকে নীলবর্ণ অথবা নীলাভ খেতবর্ণ। অপরাপর সংস্কৃত লেখকেরাও নিগুণ্ডী দুই প্রকার বলিয়া বর্ণনা করিয়াছেন ; একটিকে *Vitex trifolia* অথবা সংস্কৃতে সিন্দুবাব বলে, ইহার ফুল ফিকে নীলবর্ণ এবং ফল নীলবর্ণ।

ঔষধার্থে ব্যবহার—নিশিন্দার শিকড় বলকারক, রোগনিবারক ও জ্বরনাশক। পত্র সৌগন্ধযুক্ত, বলকারক ও কৃমিনাশক। পত্রের কাথ গোলমরিচের সহিত পান করিলে সন্দিজ্বর, মস্তকভার ও কানে তাল লাগা আরাম হয়। বালিসের মধ্যে ইহার পত্র দিয়া শয়ন করিলে মাথাধরা ভাল হয়। পত্রের রস কতের পোকা নাশ করে ও পুঁজ বাহির করিয়া দেয়। পাতার রসের তৈল কতের শোথ আরাম করিয়া দেয় (Dutta, Hind. Med. M. d., 219)।

সমূলপত্রাং নিগুণীং পীড়য়িত্বা রসেন তু ।
 তেন সিদ্ধঃ সমঃ তৈলম্ নাড়ীত্বৈরুণাপহম্ ॥
 হিতঃপামাপচীনাঙ্ক পানাত্যজ্ঞান নাবনৈঃ
 বিবিধেষু চ ফোটেযু তথা সর্কর্যণেষু চ । চক্রবর্ত্তঃ

Dr. Fleming বলেন যে, ইহার পত্র দাক্ষিণ গের্টে বাতের জ্বলা কমাইয়া দেয় এবং গনোরিয়াজনিত অঙ্গপ্রত্যঙ্গের গাঁইট ফোলায় হিতকর । মহীশূর দেশের লোকেরা জ্বর, শ্লেষ্মা এবং বাতরোগে ইহার ভাপরা লয় । Dr. Roxburgh বলেন, ইহার পাতার কাথে স্থান করিলে স্ত্রীলোকদের স্থতিকার রোগ নিরাময় হয় । Ainslie বলেন, মুসলমান বৈজ্ঞানিক ইহার শুক পাতার ধূম (তামাকের ছায়) ব্যবহার করিলে মাথাধরা ও সন্ধি জ্বর আরাম হয় বলিয়া নির্দেশ দেন । ইহার শুক ফল কুমিনাশক (Pharm. Ind., iii, 74) ।

কঙ্কনদেশে ইহার পত্রের রস, তুলসীপত্র ও কেতুরিয়া (*Eclipta alba*) পাতার রস, এবং ঘোঘান একত্রে ভিজাইয়া তৎপরে উত্তমরূপে বাটিয়া ৬ আনা পরিমাণ বাতে ব্যবহার হয় ।

ইহার রস ২ তোলা পরিমাণ ঘৃত এবং গোলমরিচ যোগে ২ তোলা গোমুত্রের সহিত প্রত্যহ প্রাতে ব্যবহার করিলে দাক্ষিণ গ্রীহা বৃদ্ধি আরাম হয় (Dymock) ।

পত্র অল্প ঘৃতের সহিত মিশাইয়া প্রলেপ দিলে ফোড়া আরাম হয় (চরক) ।

নীল নিশিন্দা পাতার রসে প্রস্তুত তিল তৈল কুষ্ঠ, ত্রণ ও বাতরোগে পান ও মর্দনার্থে ব্যবহার হয় । নিশিন্দা পাতার রসে পক ঘৃত কফনাশক । ইহার পাতার রস সৈন্ধব লবণ, ঝুল ও পুণ্ড্রাতন গুড়ের সহিত পক তিল তৈল মধুর সহিত কানে দিলে কানের পু জ্বর আরাম হয় । ইহার মূল, ফল ও পত্রের রস গব্যঘৃতে পাক করিয়া সেই ঘৃত পান করিলে ক্ষারোগী আরাম হইয়া দিব্যকাস্তি প্রাপ্ত হয় । (Fig. 466.)

467. *V. trifolia* Linn. f. (নীলনিশিন্দা)

Fig.—Bot. Mag., t. 2187 ; Kirtikar & Basu, Ind. Med. Pl., t. 740B ; Rumph., Herb. Amb., iv, t. 18.

Ref.—F. B. I., iv, 583 ; Roxb., F. I., iii, 69 ; B. P., ii, 833 ; Prain, H. H., 161.

জন্মস্থান—মধ্য ও পূর্ব বঙ্গ, চট্টগ্রাম, দক্ষিণ ভারত, অফ্রিকা ; হগলী, হাওড়া, বর্ধমান ও বাঁকুড়া ।

বিভিন্ন নাম—সং. সিন্দুবার, নীলনিগুণী ; বা. নীল নিশিন্দা ; তে. বর্তিমা ; তা. নিবহুকী ।

ব্যবহার্য অংশ—পত্র, মূল ।

বর্ণনা—ছোট গুল্ম-জাতীয় উদ্ভিদ, ত্রিপত্রযুক্ত, কাণ্ডে নরম লোম আছে। পত্রিকা ছোট, সৌগন্ধযুক্ত, ১-৩ ইঞ্চি, ডিম্বাকৃতি, লম্বা। বোটা ১ ইঞ্চি লম্বা, পুষ্পদণ্ড সরল, খেত লোম দ্বারা আবৃত, ১-৪ ইঞ্চি লম্বা। ফুল ক্রিকে নীলবর্ণ। ফল কৃষ্ণবর্ণ, ব্যাস $\frac{1}{2}$ ইঞ্চি। তামিল দেশে ২ প্রকার নিশিন্দাকে পুং ও স্ত্রী বলিয়া বর্ণনা করিয়াছে; উভয়বিধ নিশিন্দাই তাহারা ঔষধে ব্যবহার করে। শীতের শেষে ফুল ও ফল হয়।

ঔষধার্থে ব্যবহার—উভয়বিধ নিশিন্দার গুণ একই। নিশিন্দা মূত্রকর, স্নায়ুদণ্ডের ও মস্তিষ্কের যন্ত্রণা নিবারক ও প্রথম রক্ত নিঃসারক। ইহার কাণ্ডে গ্নান করিলে বা সৈক দিলে Beri-beri আরাম হয় ও পায়ের হাতের জ্বালা কমিয়া যায়। ইহা Beri-beri রোগের একটা চমৎকার ও মূল্যবান ঔষধ।

ইহার পত্র স্ত্রীলোকদের প্রসবের পর ব্যারামে হিতকর। ইহা পিত্তের সাম্যাবস্থা আনয়ন করে ও ক্ষুধা বৃদ্ধি করে, বড় গ্ৰীহা ও বাতে মালিশ দিলে উহা আরাম হয়।

নিশিন্দা পাতার গুঁড়া সবিরাম জ্বর নিবারক। ইহার ফুল মধুর সহিত খাইলে বমন এবং পিপাসার সহিত জ্বর আরাম হয়। ইহার ফল কতুনাশ রোগের পক্ষে হিতকর।

ক্ষণাধারী সর্পের বিষ আরাম করিবার জন্য মূলের ত্বক্ পেষণ করিয়া শীতল জলের সহিত রোগীকে পান করাইবে (চরক)।

ইহার পত্র ঘূতের সহিত ভাজিয়া খাইলে রক্তপিত্ত আরাম হয়। পত্রের কাণ্ড পিপুল যোগে পান করিলে কফ ও জ্বর আরাম হয় (ভাবপ্রকাশ)।

Vitex peduncularis Wall নামে এক জাতীয় নিশিন্দা Balck water জ্বরে বিশেষ ফলপ্রসূ বলিয়া অহুমিত হয়। Assam অঞ্চলে ইহার রস উক্ত রোগে সচরাচর ব্যবহৃত হয়। রাজাবাহাদুর মনিলাল সিংহরায় ইহার ব্যবহারে বিশেষ ফল পাইয়া একটি পুস্তিকা লিখিয়া ইহার বহুল প্রচারের জন্য চেষ্টা করিতেছেন। Chopra সাহেব কিন্তু এই ঔষধের বিশেষ গুণ সম্বন্ধে সন্দেহ করেন। (Fig. 467.)

Genus—GMELINA Linn.

468. *G. arborea* Roxb. (গামার)

Fig.—Kirtikar & Basu, Ind. Med. Pl., t. 739; Wight, Ic., t. 1470; Rheede, Hort. Mal., i, t. 41.

Ref.—F. B. I., iv, 581; Roxb., F. I., iii, 84; B. P., ii, 828; Prain, H. H., 260.

জন্মস্থান—ছোটনাগপুর, পশ্চিম ও মধ্যবঙ্গ, চট্টগ্রাম; বোটানিক গার্ডেন, শিবপুর। বগলী জেলার গোঘাট অঞ্চলে দেখা যায়; বঁকুড়া জেলায় প্রচুর গাছ আছে।

বিভিন্ন নাম—সং. গাম্ভারী ; বা. গামার ; তা. গুমাди ; তে. পন্নগোমকু।

ব্যবহার্য অংশ—পত্র রস, মূল।

বর্ণনা—কাটাশূন্য গাছ, ৫০-৬০ ফুট উচ্চ ; গ্রীষ্মকালে পাতা পড়িয়া যায়। পত্রের বৃহদংশ হৃৎপিণ্ডাকৃতি। নূতন পাতার সহিত ফুল হয়। পত্র ২ ইঞ্চি লম্বা, ৬ ইঞ্চি চওড়া, লোমযুক্ত, বোটা ৩ ইঞ্চি। ফল ১ ইঞ্চি, গোলাকার, ডিম্বাকৃতি, ফলে ২-১টা বীজ হয়। ফল পাকিলে লেবুর ও পীতবর্ণবিশিষ্ট হয়। ইহা দশমূল পাচনের একটি মসলা। শীতের পরে ফুল এবং ডিম্বাষ্ট ও আষাঢ় মাসে ফল হয়।

ঔষধার্থে ব্যবহার—হিন্দু বৈদ্যশাস্ত্র মতে ইহা কতের পুঁজ নির্গত করিয়া দেয় ও পোকা নষ্ট করে। ইহার শিকড় তিক্ত, জ্বরনাশক ও ধারক। গামার সর্দিনাশক এবং বাত ও অজীর্ণে ব্যবহার হয়। ইহার কুমিনাশ করিবার শক্তি আছে (Watt)।

ইহার নূতন ও কোমল পাতার রস গনোরিয়ার জ্বালা নিবারণ করে ও সর্দি নাশ করে (Dymock)। (Fig. 468.)

Genus—AVICENNIA Linn.

469. A. officinalis Linn. (বীনা)

Fig.—Rheede, Hort. Mal., iv, t. 45 ; Wight, Ic., t. 1481 ; Kirtikar & Basu, Ind. Med. Pl., 748.

Ref.—F. B. I., iv, 604 ; Roxb., F. I., iii, 88 ; B. P., ii, 838 ; Watt, i, Pt. ii, 360 ; Kurz., For. Fl., ii, 276.

জন্মস্থান—হুম্মরবন, চট্টগ্রাম।

বিভিন্ন নাম—বা. হি. বীনা ; তে. নাপ্পামাড়া ; সিদ্ধু—তিস্বার।

ব্যবহার্য অংশ—ত্বক, পত্র ও বীজ।

বর্ণনা—গুল্মজাতীয় উদ্ভিদ, ২৫ ফুট উচ্চ হয়। পত্র ৩২ × ১২ ইঞ্চি। পত্রের বৃহদংশ ক্রমশঃ সর, নিম্নভাগে হৃৎ লোম আছে। বোটা ১ ইঞ্চি, বহির্কাস ১ ইঞ্চি, কোমল লোমযুক্ত। পুষ্পনল ১ ইঞ্চি, পাপড়ি ডিম্বাকৃতি, ৪টা কিম্বা ৫টা, সকলগুলি সমান নহে। পুষ্পকেশর ৪টা, পুষ্পনলের গলায় থাকে। ফল ১ ইঞ্চি ও চেষ্টা। গর্ভাশয় ৪ ভাগে বিভক্ত। ফলে বীজ একটি থাকে, বীজ পাকিবার পূর্বেই বীজ হইতে গাছ বাহির হয়। ইউরোপে ইহাকে *Ocimum magnum* (large-leaved) ও *O. parvum* (small-leaved) বলে। বর্ষার সময়ে ফুল ও ফল হয়।

ঔষধার্থে ব্যবহার—ইহার শিকড় রসায়ন, অপক বীজ ফোড়া ফাটাইবার জন্য পুলটিশরূপে ব্যবহার হয়। মাল্ভাক দেশে ইহা বসন্ত রোগে ব্যবহার হয়। ইহার শিকড় ও ছাল উগ্র (Watt, i, 336)।

ইহা উত্তেজক, কৃমিনাশক ; ইহার বীজ পিত্তনাশক। গাছের রস নষ্ট লইলে হাঁচি হয় ও মস্তক বেশ পরিকার থাকে। (Fig. 469.)

LXXIX. LABIATAE.

Genus—OCIMUM Linn.

470. *O. sanctum* Linn. (তুলসী, কৃষ্ণতুলসী)

Fig.—Kirtikar & Basu, Ind. Med. Pl., t. 751.

Ref.—F. B. I., iv, 609 ; Roxb., F. I., iii, 14 ; B. P., ii, 843 ; Prain, H. H., 261.

জন্মান্ধান—সমগ্র ভারতবর্ষ ; প্রায় সকল স্থানে পাওয়া যায়।

বিভিন্ন নাম—সং. মঞ্জরিকা, হরসা ; বা. ভা. তুলসী, কৃষ্ণতুলসী ; তে. গাঙ্গারাকেট্ট ; Eng. Holy Basil.

ব্যবহার্য অংশ—পত্র, শিকড় ও রস।

বর্ণনা—সৌগন্ধযুক্ত, গুল্মজাতীয় উদ্ভিদ, ১-২ ফুট উচ্চ ; কাণ্ড কখন কখন কাঠের মত শক্ত ও কোমল লোমাবৃত। শাখাগুলি উপরিভাগে সরল ও বিস্তৃত। পত্র ১-১½ ইঞ্চি লম্বা, অগ্রভাগ মোটা, বৃহদংশ ক্রমশঃ সর ; বোটা ½-১ ইঞ্চি লম্বা। পত্রের কিনারা করাতের দ্বারা বর্জিত। পুষ্পদণ্ড নরম, ৬-৮ ইঞ্চি লম্বা। বহির্কাস নরম ; পুষ্পনল ছোট, কখন কখন বহির্কাস অপেক্ষা বড় হয়। বীজ চেপ্টা, মসৃণ ও ফিকে লালবর্ণ। শীতের সময় ফুল ও ফল হয়।

ঔষধার্থে ব্যবহার—পত্র সর্দিনিবারক ; ইহার রস দেশীয় ডাক্তারেরা সর্দি ও বক্ষঃপ্রদাহে ব্যবহার করেন। পত্র রস উদরাময় নিবারক ও শিশুদের পিত্তজনিত দোষে হিতকর। ইহার পাতার রস নষ্ট লইলে নাসা রোগ আরাম হয়। শুক পত্রের খুঁড়া পিঁশাশ রোগে হিতকর। শিকড়ের কাথ ম্যালেরিয়া জ্বরে হিতকর, ইহা অতিশয় ঘর্মকর। ইহার বীজ শক্তিকর, মূত্রবৃদ্ধ ও জননযন্ত্রের রোগ নিবারক। পত্রের রস কানে দিলে কান বেদনা আরাম হয়। ইহা কর্ণরোগের একটা উত্তম ঔষধ। এই তুলসী দেবর্চনার জন্য ঘরে ঘরে রোপণ করে। কোন স্থানে বোলতা কামড়াইলে ইহার রস দিলে জ্বালার উপশম হয়। মূল জ্বরনাশক। তুলসীর বীজ সর্পবিষ নাশক বলিয়া কেহ কেহ নির্দেশ করেন।

ইহা ম্যালেরিয়া নাশক। অধিক পরিমাণে এই গাছ বাড়ীতে থাকিলে মশা তাড়াইয়া দেয়। পাতার কাথ ম্যালেরিয়া নাশক ও বালকদের পাকশয়িক পীড়া ও বহুসংস্কীয় পীড়ায় হিতকর। ইহার রস লেবুর রস সংযোগে ব্যবহার করিলে ক্রমি আরাম হয়। শুষ্ক তুলসী গাছের কাথ (১-১০ ভাগ) সর্দি, শ্বস্ম, বক্ষঃপ্রদাহ এবং উদরাময়ে হিতকর। তুলসী, ফটিকাণী, ভূমিফল (Premna herbacea), গুলঞ্চ, আদার সমপরিমাণ কাথ দুই তোলা সেবন করিলে সর্দি ও ফুসফুস সংস্কীয় যাবতীয় পীড়া আরোগ্য হয়।

তুলসী পাতার কাথ, এলাচগুঁড়া এবং ১ তোলা পরিমাণ সালেমিছরী পান করিলে ধাতুপুষ্টি সাধিত হয়; ইহা ইন্দ্রিয়ের উত্তেজক। এক তোলা পরিমাণ তুলসীর রস প্রত্যহ প্রাতে সেবন করিলে, পুরাতন জ্বর, রক্ত অর্শ, রক্ত আমাশয় এবং অজীর্ণ আরাম হয়। পাতার রস বালকদের পেটবেদনা নিবারক। এক তোলা রস ১ তোলা গোলমরিচের সহিত পান করিলে সর্দিজনিত জ্বর ও অবিরাম জ্বর আরাম হয়। তুলসী পাতার টাটকা রস, মধু, আদা ও পেঁয়াজ রসের সহিত পান করিলে সর্দি উঠিয়া যায় এবং ইহা সর্দি ও হাঁপানির পক্ষে হিতকর। তুলসীপাতা, কুলের আঁটা এবং মিছরী প্রত্যেকটি ৩ আনা এবং গোলমরিচ ১ আনা পরিমাণ লইয়া ছোট কুলের কায় বটিকা প্রস্তুত করিয়া সেবন করিলে বমন নিবারণ হয়।

তুলসী বীজ ৫, অহিফেনের টেব্লী ৪, আলকুশী ৩, গোকুর ৫, তালমুলী ৪ এবং চিনি ৬ ভাগ লইয়া ইহার গুঁড়া ২০ গ্রেণ মাত্রায় সেবন করিলে ইন্দ্রিয়-শৈথিল্য আরাম হয়। বীজ গোছুন্ডের সহিত পান করিলে বালকদের বমন ও উদরাময় আরাম হয়। মাত্রা ১ বৎসরের বালকের জন্য ২-৩ গ্রেণ দিবসে ৩৪ বার সেবা। (Fig. 470.)

471. *O. gratissimum* Linn. (রামতুলসী)

Fig.—Rheede, Hort. Mal., x, t. 86; Jacq., Ic. Pl. Rar., iii, t. 495.

Ref.—F. B. I., iv, 608; Roxb., F. L., iii, 17; B. P., ii, 843; Dalz. & Gibs., Bomb. Pl., 202; Prain, H. H., 262.

জন্মস্থান—সমগ্র ভারতবর্ষ, বঙ্গদেশ, চট্টগ্রাম, নেপাল; ভারতে চাষ হয়। আদিম বাসস্থান দক্ষিণপূর্ব এশিয়া।

বিস্তৃত নাম—সং. ফণিজ্জক; বা. হি. রামতুলসী, বনতুলসী; তা. ইলুমিক-চামতুলসী; তে. নিম্মাতুলসী; Eng. Shrubby Basil.

ব্যবহার্য অংশ—পত্র, রস ও বীজ।

বর্ণনা—সৌগন্ধযুক্ত গুল্ম ৪-৮ ফুট উচ্চ, বহুশাখাপ্রশাখাশিষ্ট, কাণ্ড কাঠবৎ। পত্র ২-৪ ইঞ্চি, ডিম্বাকৃতি ও কর্ণিত। বোটা ১-২ ইঞ্চি, পুষ্পসত্তা সরল ও সরম, চতুর্দিকে বিস্তৃত। বহির্কোষ কোমল লোমযুক্ত, ১ ইঞ্চি লম্বা। পাশড়ি ১ ইঞ্চি লম্বা ও ফিকে পীতবর্ণ।

ফল ছোট, গোলাকার ও চেপ্টা। এই তুলসী বঙ্গদেশে বহুপরিমাণে দেখা যায়, বর্ষা ও শীতকালে ইহার ফুল হয়। শীতকালে বীজ পাকে।

ঔষধার্থে ব্যবহার—এই তুলসীপাতার রস জলের সহিত সেবন করিলে গনোরিয়া রোগে হিতকর। ইহা বালকদের মুখের ঘায়ে বিশেষ হিতকর। বাত ও শঙ্কাঘাত রোগে ইহার ধূম বিশেষ হিতকর। ইহার পাতার কাথ দ্বন্দ্বভঙ্গ রোগে বড়ই উপকার করে। ইহা মাথা ধরা ও আয়বিক রোগে প্রদত্ত হয় (Dr. S. Arjun)। শরীরের কোন স্থান বাতের দ্বারা আক্রান্ত হইলে ইহার রস আক্রান্ত স্থানে লেপন করিলে বাত আরাম হয় (বঙ্গসেন)। ইহার রস বোলতা ও ভীমরুলের বিষনাশক। ইহার বীজ ওঁড়া করিয়া মধুর সহিত বালক-নিগর্কে খাওয়াইলে বমন নিবারণ হয়। আর এক প্রকার তুলসী আছে উহাকে বাঙ্গালায় শুভাল তুলসী বা দুলাল তুলসী বলে; উহার বৈজ্ঞানিক নাম *O. carvophyllatum* Roxb. এবং সংস্কৃত নাম মরুবক ও হুমুখ বা বনবর্করিকা; ইহার দুইটি Var. আছে, একটা খেত ও অপরটা কৃষ্ণবর্ণ; ইহার পত্র অতিশয় সৌগন্ধযুক্ত। Sir George Birdwood বলেন যে বঙ্গেতে যখন মশক সংশনে বহুলোক ম্যালেরিয়া রোগগ্রস্ত হয়, ঐ সময়ে একজন দেশীয় মহাজনের কথামত বাংঘের Victoria Gardenএর চতুর্দিকে তুলসী গাছ রোপণ করা হয়। ইহাতে উক্ত বাগানে মশা ও ম্যালেরিয়া জ্বর একেবারে কমিয়া যায়। মশা হইতে যে ম্যালেরিয়া জ্বর হয় তাহা সেই সময় জানা ছিল না। ইহাতে প্রমাণ হইতেছে যে বাড়ীর চতুর্দিকে এই তুলসীর গাছ রোপণ করিলে ম্যালেরিয়া উৎপাদনকারী মশক কমিয়া যায়। বিছানার নিকট তুলসী ডাল রাখিয়া দিলে কিংবা তুলসী গাছ পোড়াইলে ঘরে মশা আসিতে পারে না। *O. Sanctum* কিংবা *O. Basilicum* তুলসীই প্রশস্ত। (Fig. 471.)

472. *O. Basilicum* Linn. (বাবুইতুলসী)

Fig.—Wight, Ic., t. 8680; Kirtikar & Basu, Ind. Med. Pl., t. 756 A.

Ref.—F. B. I., iv, 608; Roxb., F. I., iii, 17; B. P., ii, 843; Prain, H. H., 262.

জন্মস্থান—সমগ্র বঙ্গদেশ, পঞ্জাব; হুগলী, হাওড়া, বর্ধমান, বাঁকুড়া, বাগানে ও জঙ্গলে দেখা যায়। আদিম বাসস্থান দক্ষিণপূর্ব এশিয়া।

বিভিন্ন নাম—সং. বিবতুলসী, বর্কর; বা. বাবুইতুলসী; হি. সাবজা; তা. পাচ্চাই; তে. কস্তুরেছ; মালাবার—রামতুলসী; Eng. Sweet Basil.

ব্যবহার্য অংশ—পত্র, বীজ ও রস।

বর্ণনা—দুই ফুট উচ্চ গুল্মাভ্যাতীয় উদ্ভিদ, কোমল লোমযুক্ত, কাণ্ড ও শাখা সবুজবর্ণ, কখন কখন দীর্ঘ বেগুনে রংবিশিষ্ট। পত্র ১-৩ ইঞ্চি লম্বা, ত্রিভুজাকৃতি, দাঁতযুক্ত ও সৌগন্ধময়। পুষ্পস্তবক ৬-৮ ইঞ্চি লম্বা, স্বেত অথবা বেগুনে। ফল ১ ইঞ্চি, কৃষ্ণবর্ণ। ইহার আরও দুইটা Var. আছে, (1) *O. purpurascens* Benth., (2) *O. thyrsiflora* Benth. (Roxb. F. L., iii, 115). শীতকালে ফুল ও ফল হয়।

ঔষধার্থে ব্যবহার—বাবুইকুলসীর সংস্কৃত নাম বর্কর। বম্বে বাজারে *Salba* বলিয়া এই গাছ বিক্রয় হয়। এই গাছ বম্বে দেশীয় মুসলমানেরা প্রত্যেক শুক্রবারে কবরের উপর প্রদান করে। ইহার বীজ তিজাইলে হাড়তড়ে দেয়ায়; ইহা গনোরিয়া, উদরাময় ও প্রাচীন রক্তআমাশয় রোগে হিতকর। পাতার রস কুমিনাশক এবং পাতা শেযণ করিয়া লাগাইলে বিছার কামড়াইবার জ্বর যন্ত্রণা ও বিছার বিষ দূর হয়। ইহার বীজ ও ফুল উত্তেজক, মূত্রকর এবং শিথলকর। ইহা ঘর্ম ও সন্ধি নিবারক। ইহার বীজ জলের সহিত সেবন করিলে প্রসবাত্তিক বেদনা আরাম হয়। (Fig. 472.)

Genus—COLEUS Lour.

473. *C. aromaticus* Benth. (পাথরচূর)

Fig.—Wight, Ill., ii, t. 175; Bot. Reg., t. 1520.

Ref.—F. B. I., iv, 625; B. P., ii, 847; Roxb., F. L., iii, 22; Prain, H. H., 262.

জন্মস্থান—ভারতের অনেক বাগানে চাষ হয়। আদিম জন্মস্থান মলক্কা দ্বীপপুঞ্জ; হুগলী, বর্ধমান ও ২৪-পরগনার বাগানে দেখা যায়; শিবপুর বোটানিক গার্ডেনে বড়বটতলা ঘাইবার রাস্তার দারে ও জঙ্গলে এই গাছ দেখা যায়। আধুনিক নামকরণানুসারে এই গাছের নাম এক্ষণে *C. amboinicus* Lour হওয়া উচিত।

বিভিন্ন নাম—সং. হি. শাযাণভেদী; বা. পাথরচূর; তে. কপূরবল্লী।

ব্যবহার্য অংশ—পত্র।

বর্ণনা—বর্ষজীবী বা বহুবর্ষজীবী অতি সৌগন্ধযুক্ত উদ্ভিদ, নিম্নভাগ ঝোপের দ্বারা, শক্ত লোমযুক্ত। কাণ্ড ১-৩ ফুট ও নরম। পত্র ১-২ ইঞ্চি, ত্রিভুজাকৃতি, বৃহদংশে হৃৎপিণ্ডাকৃতি, কিনারা কণ্ডিত। ফুলের পাপড়ি ৬ ইঞ্চি, বহুভাগে বিভক্ত। পুষ্পস্তবক ফিকে বেগুনে, নল ছোট, গলা চেপ্টা, উপরিভাগ ছোট, সমগ্র গাছের গন্ধ অতিশয় প্রীতিপ্রদ। শীতের পবে ফুল ও গ্রীষ্মকালে ফল হয়।

ঔষধার্থে ব্যবহার—এই গাছ বেদনা নিবারক, হাঁপানি ও পুরাতন সর্দিতে বিশেষ ফলপ্রসূ। পত্রের সমস্ত অংশ অতিশয় শৌণ্ডিকযুক্ত, ইহা কটী ও মাখনের সহিত সচরাচর ব্যবহৃত হয়। দক্ষিণাত্যে ইহার পাতা বাটিয়া কচুরি প্রস্তুত করিয়া খায় (Roxb., F. I., iii, ২২)। দেশীয় বৈদ্যেরা ইহার রস অন্ন ও পেটবেদনায় ব্যবহার করিতে উপদেশ দেন। ইহার পাতা বাটিয়া বিছা প্রতৃতির বিষে প্রদান করিলে দৃষ্ণার উপশম হয়। Dr. Wight বলেন যে ইহা একটা তেজস্কর উগ্র ঔষধ, ইহা পেটফাঁপা নিবারক এবং বালকদের পেট বেদনায় প্রদত্ত হয়, রস চিনির সহিত সেব্য। ইহার মাদকতা শক্তি আছে। একটা ইউরোপীয় ভদ্র মহিলা ইহা সেবন করিয়া দুরারোগ্য অজীর্ণ হইতে আরাম লাভ করেন, কিন্তু মাদকতার জন্য তিনি ইহা ত্যাগ করেন। সংস্কৃত লেখকেরা বলেন যে ইহার মূত্রযন্ত্রের উপর কার্যকর শক্তি আছে, এই কারণে ইহা প্রস্রাব সম্বন্ধীয় রোগে ও জননযন্ত্র হইতে নির্গত স্রাবে হিতকর (W. C. Dutt)। সিংহলদ্বীপে ইহা পশুচিকিৎসায় ব্যবহৃত হয় (Trimen)। ইহা হাঁপানি, পুরাতন সর্দি ও অশ্বার রোগে বিশেষ ফলপ্রসূ। (Fig. 473.)

Genus--MENTHA Linn.

474. *M. viridis* Linn. (পুদিনা)

Fig.—Kirtikar & Basu, Ind. Med. Pl., t. 756B.; Woodville, Med. Bot., iii, t. 170 (1793); Bentley & Trim., Med. Pl., iii, t. 202 (1875).

Ref.—F. B. I., iv, 647; Linnaea, xii, t. 6.

জন্মস্থান—ইউরোপ ও পশ্চিম এশিয়ার গাছ। কাস্মীর, সিন্ধুদেশ ও বঙ্গদেশে চাষ হয়।

বিভিন্ন নাম—বা. পুদিনা; হি. তে. মালাবার; Eng. Spear-mint.

ব্যবহার্য অংশ—সমগ্র গাছ, তৈল।

বর্ণনা—বর্ষজীবী গাছ, ইহার গন্ধ অতিশয় উগ্র। ইহার পাতা ছোট কিনারা করা তের আয় কণ্ঠিত; পুষ্পসমূহ নরম, বহির্কাস লোমযুক্ত, পুষ্পস্তবকের মধ্যে থাকে। এই গাছের চাষ হয়। এই জাতীর আরও কয়েক প্রকার গাছ আছে, তন্মধ্যে *M. sylvestris* Linn. (F. B. I. iv, 647), *M. arvensis* Linn., *M. incana* Willd. এইগুলি প্রধান। ভারতবর্ষে জাত পুদিনার ফুল হয় না।

ঔষধার্থে ব্যবহার—শুকগাছ পেটফাঁপা নিবারক, মূত্রকর এবং উত্তেজক। ইহা কামলা রোগ নিবারক ও শুষ্ক গাছের শুঁড়া দস্তরোগ নিবারক। টাটকা ফলের গন্ধ মূর্ছানাশক (Dr. Emerson)। ইহা মধ্যে মধ্যে সেবন করিলে বমন নিবারণ হয়। টাটকা গাছের চাটুনি বঙ্গদেশে অধিক পরিমাণে ব্যবহৃত হয়। (Rai Kanai Lal Dey Bahadur). (Fig. 474.)

475. *M. piperita* Linn. (পিপারমেন্ট)

Fig.—Kirtikar & Basu, Ind. Med. Pl., t. 757A ; E. B., 10, t. 687.

Ref.—F. B. I., iv, 647 ; Voigt, H. S., 453.

জন্মস্থান—সমগ্র ভারতের বাগানে চাষ হয় ; ইউরোপ, এশিয়া ও মিসরে বহু পরিমাণে চাষ হয় ।

বিশিষ্ট নাম—বা. হি. পুদিনা, পিপারমেন্ট ; Eng. Marsh-mint ; Peppermint.

ব্যবহার্য অংশ—সমগ্র উদ্ভিদ ।

বর্ণনা—বহুবর্ষজীবী উগ্র গন্ধবিশিষ্ট ঔষধি । পত্র ১-৪ ইঞ্চি, বৃন্তদেশ সরু অথবা মোটা ; পত্রের বিনাড়া করাতেব ছায়া দাঁতযুক্ত, উপরিভাগ মসৃণ, নীচের শিবা শশময়, ডিম্বাকৃতি অথবা লম্বাকৃতি । পুষ্পদণ্ডের অগ্রভাগে ফুল হয় । ফুল শরু লোমাবৃত ছোট ও বেগুনে । বহির্কাস লালবর্ণ । শীতের সময় ফুল ও ফল হয় ।

ঔষধার্থে ব্যবহার—ইহার পত্র হইতে এক প্রকার volatile oil নির্গত হয়, ইহাকে *Oleum mentha* বলে । ইহা উত্তেজক, পেটকাঁপা নিবারক, সাধারণতঃ ইহা মাথাধরা, বাত প্রভৃতিতে ব্যবহার হয় । ইহার পাতার ছেঁচা রস (১ : ১০) কিংবা তৈল বমন, পাকায়িক বেদনা, কলেরা, উদরাময় এবং পেটকাঁপায় বড়ই হিতকর । ইহা ক্ষতুনাশ, উৎকাশি এবং বক্ষঃপ্রদাহে হিতকর । ইহার স্রাব ক্ষয়কাশের প্রতিষেধক এবং তৈল মাথাইহা দিলে গালগলা ফুলা আরাম হয় । এই তৈল দাঁত বেদনা নিবারক ।

আয়ুর্কৌম মতে ইহার পত্র উগ্র উত্তেজক ও ঘর্মকর (Stewart) । বীজ হইতে নিষ্কাশিত তৈল সামতালেরা ঔষধে ব্যবহার করে । ইহার টাটকা রস পাচড়া নিবারক । ইহার ফুলের সিরাপ সর্দি ও শ্লেষ্মা নিবারক ।

বিষম জ্বরে মরিচ চূর্ণের সহিত ইহার পাতার রস হিতকর (ভাবপ্রকাশ) । (Fig. 475.)

Genus—SALVIA Linn.

476. *S. plebeia* R. Br. (ভুতুলসী)

Fig.—Kirtikar & Basu, Ind. Med. Pl., t. 764A.

Ref.—F. B. I., iv, 655 ; Roxb., F. I., i, 115 ; B. P., ii, 859 ; Prain, H. H., 264.

জন্মস্থান—বঙ্গদেশের বাগানে ও মাঠে সচরাচর দেখা যায় ; শিবপুর বোটানিক গার্ডেনে স্থানে স্থানে এই গাছ দেখা যায় ।

বিশিষ্ট নাম—বা. ভুতুলসী ।

ব্যবহার্য অংশ—বীজ ।

বর্ণনা—বর্ষজীবী শুল্ক, কাণ্ড সরল, ২-১৮ ইঞ্চি । পুষ্প শুষ্কবস্তুভাবে জন্মে । পত্র লম্বা, ও কিনারা কণ্ঠিত, পত্রের উভয় দিক ক্রমশঃ সরু । ফুল ছোট, কখন কখন $\frac{1}{2}$ ইঞ্চি লম্বা ২য়, দেখিতে খেতবর্ণ, পুষ্পদণ্ডে ঘনভাবে জন্মে । বহির্কাস $\frac{1}{2}$ ইঞ্চি, ঘণ্টার দ্বায় আকৃতি । পুষ্পকেশর খেতবর্ণ ও ছোট । বীজ ছোট, $\frac{1}{4}$ ইঞ্চি লম্বা । শীতের শেষে ফুল ও ফল হয় ।

ঔষধার্থে ব্যবহার—বীজ গনোরিয়া ও বাধক রোগে হিতকর (Stewart) । বধে দেশে ইহার বীজ সম্ভোগ ইচ্ছা বাড়াইবার জন্য ব্যবহার করে (Dymock) । (Fig. 476.)

Genus—ANISOMELES R. Br.

477. *A. ovata* R. Br. (গোবরা)

Fig.—Kirtikar & Basu, Ind. Med. Pl., t. 769 ; Wight, Ic. Ind. Or., iii, 865 (1843-45).

Ref.—F. B. I., iv, 672 ; Roxb., F. I., iii, 2 ; B. P., ii, 858 ; Prain, H. H., 263.

জন্মস্থান—বঙ্গদেশের পতিত জমিতে ও জঙ্গলের ধারে সচরাচর দেখা যায় । শিবপুর বোটানিক গার্ডেনে বহু গাছ আছে । করমণ্ডল, বধে, সিকিম (মার্জিলিং জেলায়), নেপাল দেশে জন্মে । আধুনিক নামকরণানুসারে এক্ষণে এই গাছের নাম *A. indica* O. ktz. হওয়া উচিত ।

বিভিন্ন নাম—বা. গোবরা ।

ব্যবহার্য অংশ—সমগ্র গাছ ও তৈল ।

বর্ণনা—বর্ষজীবী উদ্ভিদ, ৩-৬ ফুট উচ্চ, কাণ্ড শক্ত চতুর্কোণ কাঠময় ও কোমল লোমযুক্ত । পত্র ১২-০ ইঞ্চি, ডিম্বাকৃতি, অগ্রভাগ সরু, বিনারা কণ্ঠিত, বীটা ১ ইঞ্চি কোমলযুক্ত । ফুলের বীটা ছোট, শুষ্কবস্তু, গোলাকার । পুষ্পকেশর ৪টি অসমান । ফল $\frac{1}{2}$ ইঞ্চি, চিকণ । ফুল খেতবর্ণ, নিম্নের অংশ লালের আভাযুক্ত বেগুনে । পাতায় কর্পূরের দ্বায় গন্ধ আছে । গাছ দেখিতে অনেকটা সোমরাজ গাছের দ্বায় । শীতের আগে ফুল ও শীতের সময় ফল হয় ।

ঔষধার্থে ব্যবহার—ইহা হইতে নিষ্কাশিত তৈল জননবহুরোগে ব্যবহৃত হয় (Pharm. Ind.) । ইহার বীজ পেটের ব্যথা নিবারক, ধারক ও বলকারক । (Fig. 477.)

Genus—LEUCAS R. Br.

478. *L. linifolia* Spreng. (হলকসা)

Fig.—Jacq., Ic. Pl. Rar., i, 11, t. 3 ; Rhump., Herb. Amb., vi, t. 16 ; Fig. 1 ; Kirtikar & Basu, Ind. Med. Pl., t. 776.

Ref.—F. B. I., iv, 699 ; Roxb., F. I., iii, 9 ; B. P., ii, 856 ; Prain, H. H., 263.

জন্মস্থান—সমগ্র বঙ্গদেশের পতিত জমি ও চাষক্ষেত্রে জন্মে।

বিভিন্ন নাম—১. ভ্রোণপুষ্প, দণ্ডকলস ; ২. হলকসা, ঘলঘসে ; তে. পুয়াপ্পাতোদী ; তা. তুখারী।

ব্যবহার্য অংশ—সমগ্র উদ্ভিদ।

বর্ণনা—বর্ষজীবী ঘন পত্রবিশিষ্ট উদ্ভিদ, কাণ্ড ২-৩ ফুট উচ্চ হয়। পত্র ২-৪ ইঞ্চি, অগ্রভাগ সরু, কিনারা কব্জিত। বোটা $\frac{1}{2}$ ইঞ্চি, গাছের অগ্রভাগে ফুল হয়। বহির্কাস ফিকে, নিম্নভাগে থাকে, স্থল লোমবুক্ষ, মুখ বক্র, সঙ্কুচিত। এই গাছ সচরাচর উচ্চ জমিতে ও গ্রামের বাস্তার ধারে ও জঙ্গলের কিনারায় দেখা যায়। ইহার আর ২টি জাতি আছে, যথা (১) *L. aspera* Spreng (দেবভ্রোণ), (২) *L. Zeylanica* R. Br. (কুতুখা) ; এইগুলির গুণ প্রায়ই এক, এই কারণে আর ভিন্নভাবে লেখা হইল না। ঘলঘসার বহির্কাস ছোট বাতীর দ্বারা বলিয়া ইহাকে ভ্রোণপুষ্প বলে। শীতের সময় ইহার ফুল ও ফল হয়।

ঔষধার্থে ব্যবহার—নির্বন্ধকারের মতে ইহা স্নেহাদ্র, উগ্র, পিত্ত ও বায়ুর শান্তিকারক এবং কামলা রোগে ব্যবহার্য। ইহা কৃমি ও শ্লেষ্মা নাশক, উত্তেজক ও ঘর্ষকারক।

ইহার রস ১ ভাগ, মধু ২ ভাগ এবং কিছু লোহাণা একত্র মিশ্রিত করিয়া সেবন করিলে সর্দি আরাম হয়। Dr. Rheede বলেন যে *L. aspera* জাতীর ঘলঘসা স্বল্পরকঃ রোগে ব্যবহার হয়। ঘলঘসা জাতীয় গাছগুলি পাঁচড়ার ঔষধ। ইহার পাতার রস নাকে নস্ত লইলে সর্পবিষ নষ্ট হয়। ইহা মাথাধরা ও সর্দির পক্ষে হিতকর। এই পাতার রস দিলে কোন গাছে পোকা ধরিতে পারে না, অধিকন্তু পোকা মরিয়া যায়। ইহার পাতা ভাঙিয়া লবণ যোগে খাইলে জ্বর নাশ হয় (Duthie)।

সর্বদষ্ট ব্যক্তিকে প্রথমে $\frac{1}{2}$ ছটাক প্রমাণ ঘলঘসার রস খাওয়াইতে হয়, তৎপরে ইহার রস পাছের তলায় ও ঘাঘের মুখে মাখাইতে হয় এবং সঙ্গে সঙ্গে ইহার রস লইয়া নাকে নস্ত লইতে হয়। ইহার ফলে রোগী একেবারে আরাম হয়। (Fig. 478.)

479. *L. cephalotes* Spreng. (বড় ঘলঘসা)

Fig.—Wight., Ic., t. 337 ; Kirtikar & Basu, Ind. Med., Pl., 773.

Ref.—F. B. I., iv, 689 ; Roxb., F. I., iii, 10 ; B. P., ii, 856 ; Prain, H. H., 263.

জন্মস্থান—পট্টাব, বঙ্গদেশ এবং পার্শ্ববর্তী প্রদেশের ৪০০০ ফুট উচ্চ পর্য্যন্ত স্থানে জন্মে। বঙ্গদেশে বহু পরিমাণে জন্মে।

বিভিন্ন নাম—সং. দণ্ডকলস; বা. বড় হলকসা; হি. ধূরপিশাক; তে. তুমুই; সামতাল—আনদিয়া-ধূরপ-আরক; মা. কেদারি-তুম্ব।

ব্যবহার্য অংশ—সমগ্র গাছ, পত্র ও ফুল। মাত্রা, রস ½ তোলা।

বর্ণনা—লম্বা শক্ত বর্ষজীবী উদ্ভিদ। কাণ্ড ২-৩ ফুট। পত্র কোমল লোমযুক্ত, ২-৪ ইঞ্চি, বোটা ছোট, ডিম্বাকৃতি, পত্রের কিনারা কণ্ঠিত; পুষ্পগুচ্ছের ব্যাস ১-২ ইঞ্চি, অত্যন্ত বৃহৎ ও গোলাকার। ফুল ১ ইঞ্চি, সূত্র লোমযুক্ত খেতবর্ণ। শীতকালে ফুল হয়, গ্রীষ্মকালে গাছ মরিয়া যায়। বর্ষায় বৃষ্টি হইলে শত শত গাছ বাহির হয়।

ঔষধার্থে ব্যবহার—ইহা উত্তেজক ও ধর্মকর। (Fig. 479.)

Genus—LALLEMANTIA Fich & Mey

480. *L. Royleana* Benth. (তোকমারি)

Fig.—Kirtikar & Basu, Ind. Med. Pl., t. 766C.

Ref.—F. B. I., iv, 667; Boiss., Fl. Orient., iv, 674; Birdwood, Bomb. Pl., 62; Stewart, Punjab Pl., 168; Atkinson, Him. Dist., 315.

জন্মস্থান—পঞ্জাব, লাহোরের পশ্চিম ভাগে প্রচুর জন্মে ও চাষ হয়।

বিভিন্ন নাম—বা. তোকমারি, তোপমারি; হি. তুখমালদা; পঞ্জাব—বালুগু।

ব্যবহার্য অংশ—বীজ।

বর্ণনা—বর্ষজীবী সরল উদ্ভিদ, ৬-১৮ ইঞ্চি লম্বা; কাণ্ড হইতে বহু শাখাপ্রশাখা বাহির হয়। পত্র ২-১ ইঞ্চি; বৃত্তদেশ হৃৎপিণ্ডাকৃতি। পুষ্পগুচ্ছের উপরিভাগে শুষ্কবদ্ধ বহু পুষ্প হয়। ফুলের বোটা ক্ষুদ্র; ফুলের বহির্কাস ৬ ইঞ্চি, সোজা ও ঘনসন্নিবিষ্ট। ফল ১/৪ ইঞ্চি, লক্ষ্য ও মন্থণ। মার্চ-এপ্রিল মাসে ফুল ও ফল হয়।

ঔষধার্থে ব্যবহার—বীজ শাস্তিকর। ভলে দিলে হৃৎহৃৎ ও আঠার মত হয় বলিয়া ইহা অনেক প্রকার পানীয় দ্রব্য ও ঔষধে ব্যবহার হয়। প্রসাবে জ্বালা, আটকাইয়া প্রসাব হওয়া প্রভৃতি রোগে তোকমারি ভিজাইয়া উহার জল পান করিলে বেশ উপকার হয়। তোকমারি ভলে ভিজাইয়া ফোড়ায় পটি দিলে উহা বসিয়া বা কাটিয়া যায়। (Fig. 480.)

LXXX. PLANTAGINACEAE

Genus—PLANTAGO Linn.

481. *P. ovata* Forsk. (ইসপগুল)

Fig.—Bentl. & Trim., Med. Bot., t. 211; Kirtikar & Basu, Ind. Med. Pl., t. 782A.

Ref.—F. B. I., iv, 707 ; Roxb., F. I., i, 404 ; Dymock, iii, 126.

জন্মস্থান—পাঞ্জাব, মুলতান, সিদ্ধেশ প্রভৃতি স্থানে চাষ হয়। আদিম বাসস্থান বেলুচিস্থান, আফগানিস্থান, আরব, মিসর।

বিভিন্ন নাম—বা. হি. পা. ইসপগুল ; সিদ্ধ—স্পানগার ; Eng. Spogel seed.

ব্যবহার্য অংশ—বীজ। শীতকষায় ১-৩ ছটাক ; কাথ ৫-১০ তোলা।

বর্ণনা—বর্ষজীবী উদ্ভিদ, ঘন শক্ত লোমযুক্ত। পত্র লম্বা কুণ্ডলার ন্যায়, ৩-২ ইঞ্চি, পাতায় ৩টি শিরা আছে, দূরে দূরে দাঁতযুক্ত। পুষ্পদণ্ডের মস্তক ২-২½ ইঞ্চি গোলাকার ; পুষ্পদণ্ডক ডিম্বাকৃতি, সূক্ষ্ম লোমযুক্ত। বীজকোষ ২ বর বিশিষ্ট, প্রত্যেক বরে ১টি বীজ থাকে। জুলাই মাসে ইহার ফুল ও ফল হয়।

ঔষধার্থে ব্যবহার—ইসপগুল স্নিগ্ধকর ও মুত্রবিরেচক। ইহার বীজ জ্বর, সর্দি ও শুক্রস্রব্দীয় রোগে হিতকর। উদরাময় ও রক্ত আমাশয় রোগে ইহা প্রধানতঃ ব্যবহার হয়। জলে ভিজাইলে ইহা বেশ পুলটিসের কাজ করে। ইসপগুলের দানা অথবা কর্ণের দ্বারা বালিয়া পারসিক ভাষায় ইহাকে ইসপগুল বলে। ইহার বীজ ভিজাইলে তোকমারির দ্বারা আঠার মত হয়। ইহার বীজে অল্প ধারকতা শক্তি আছে বালিয়া দেশীয় ও ইউরোপীয় বৈজ্ঞানিক বালকদিগের পুরাতন উদরাময় রোগে যখন অপর ঔষধে কোন ফল হয় না তখন ইহা ব্যবহার করিতে বলেন (Bentl. & Trim.)।

ইসপগুল ধারক, বাত ও স্নেহনাশক, কফ ও পিত্তনাশক, রক্ত আমাশয় ও আমনাশক, বস্তি-শোধক, প্রমেহ নাশক। ইহার শীতকষায় সচরাচর এই রোগে প্রয়োগ হয়। ইহা গুড়া করিয়া গরম জলে এক রাত্রি ভিজাইয়া রাখিলে শীতকষায় প্রস্তুত হয়, শীতকষায়ে উহার গুণ ৬ গুণ বৃদ্ধি হয়। Dr. Edgeworth বলেন ইহা মুলতানে চাষ হয় কিন্তু Dr. Stewart বলেন ইহা পাঞ্জাবে চাষ হয় না। (Fig. 481)

LXXXI. NYCTAGINEAE.

Genus—BOERHAAVIA Linn.

482. *B. repens* Linn. (পুনর্নবা)

Fig.—Wight, Ic., t. 874 ; Rheede, Hort. Mal., vii, t. 56.

Ref.—F. B. I., iv, 709 ; Dymock, iii, 130 ; B. P., ii, 862 ; Prain, H. H., 254.

জন্মস্থান—ভারতের সর্বত্র জন্মে, বঙ্গদেশের বহুস্থানে পতিত জমিতে বর্ষাকালে প্রচুর জন্মে। সচরাচর শীতল স্থানে ও সারের গাদায় দেখা যায়।

বিভিন্ন নাম—স. বা. পুনর্নবা ; হি. গাদাপুর্না ; তা. স্বকুক্রাট্টি ; তে. আতাতাসামিনী ।

ব্যবহার্য অংশ—সমগ্র গাছ ও শিকড় । মাত্রা, রস ১-২ তোলা ; কাথ, ৫-১০ তোলা ; মূলের রস ৪-৮ আনা ।

বর্ণনা—পুনর্নবার প্রধানতঃ ৩টা Var. আছে ; তন্মধ্যে Var. diffusaকে প্রকৃত পুনর্নবা (B. P., ii, 863 ; F. B. I., iv, 709) বলে ; Var. procumbens ইহার নামও পুনর্নবা, ইহা সচরাচর মধ্য ও পূর্ব বঙ্গে দেখা যায় । পুনর্নবার গুণ সবগুলিরই সমান, তবে যেত পুনর্নবার গুণ বৈদ্যশাস্ত্রে অধিক বলিয়া উল্লিখিত আছে । ঘনশাখাযুক্ত লতানে গাছ, শিকড় মোটা, মূল শিকড় শক্ত ও কাঠের মত । লতা ২-৩ ফুট লম্বা, নরম মাটিতে ছড়াইয়া পড়ে, পাতা পুরু, অগ্রভাগ মোটা । প্রত্যেক শাখায় ছোড়া ছোড়া পাতা হয়, ইহা ১-২ ইঞ্চি লম্বা, ডিম্বাকৃতি, লম্বা অথবা গোলাকার, হৃদয় লোমযুক্ত ; গোড়ার পাতা গোলাকার অথবা হৃৎপিণ্ডাকৃতি । পুষ্প লোমযুক্ত, পুষ্পকেশর ২-৩টি, বিস্তৃত ; ফল ২ ইঞ্চি লম্বা ও গোলাকার । ইহার বীজ নটে শাকের বীজের ন্যায় । ফুল শ্বেতবর্ণ, রৌদ্রে লতা শুকাইয়া গেলেও ইহার মূল থাকে এবং পুনরায় বর্ষায় গজাইয়া উঠে । রক্তপুনর্নবার ডাঁটা লালবর্ণ ও ফুল লালবর্ণ হয় ; ইহার লতা অধিক দূর বিস্তৃত হয় ; শ্বেতপুনর্নবার রস হইতে একটু তিক্ত । শীতের সময় পুনর্নবার ফুল ও ফল হয় ।

ঔষধার্থে ব্যবহার—কামলা, উদরী, সর্কাদীন শোথ, অল্পমূত্র ও আভ্যন্তরিক প্রদাহে ইহা প্রয়োগ হয় । ইহা শোথ রোগের একটি প্রধান ঔষধ, এই কারণে ইহার আর একটি নাম শোথায়ি । ইহার শিকড়ের কাথ এবং চিরেতা শুঁড়া ও আদা সর্কাদীন শোথের বিশেষ ঔষধ ।

ভূনিখ বিশ্বকল্লং অগ্ৰীষা পেয়ঃ পুনর্নবাকাথঃ ।

অপহরতি নিয়তমাশু শোথঃ সর্কাদজং নৃণাম্ ॥

পুনর্নবাষ্টক—পুনর্নবা শিকড়, নিমের শিকড়, পটল পত্র, আদা, কটকী, হরিতকী, গুলক, দারুহরিদ্রার কাঠ প্রত্যেক ১ তোলা, ৩২ তোলা জলে সিদ্ধ করিয়া ৮ তোলা থাকিতে নামাইবে ; এই কাথ সর্কাদীন শোথে, উদরী, সর্দি এবং কখন কখন কষ্টকর শ্বাসে ব্যবহার হয় ।

ইহার শিকড়ের কাথ, লবঙ্গ, দারুচিনি, এলাচ প্রভৃতির সহিত তৈল প্রস্তুত করিয়া গায়ে মাখিলে সর্কাদীন শোথ আরাম হয়, ইহাকে পুনর্নবা তৈল বলে ।

পুনর্নবানিষপটোলশুষ্ঠীতিক্তামৃতাদার্যভয়াকষায়ঃ ।

সর্কাদশোথোদর কাশশূলখাসাশ্বিতং পাণ্ডুগদং নিহন্তি ॥ চক্রদত্তঃ

গোয়াদেশে ইহার কাথ, গনোরিয়া রোগে মূত্রকর বলিয়া এবং বঙ্গেপ্রদেশে শোথ রোগে বহুপরিমাণে ব্যবহৃত হয় (Dymock) ।

ইহার শিকড় পশ্চিমভারতীয় স্বীপে গনোরিয়া রোগের ঔষধরূপে ব্যবহৃত হয়। ইপানিতে বৃক্ক সর্দি বসিলে ইহার মূল সেবনে উপকার হয়। ইহা গ্লেমা-নিঃসারক; কয়েকটি রোগীকে ইহার কাথ, রস ও গুঁড়া দিয়া বিশেষ ফল পাওয়া গিয়াছে (Asstt. Sur. B. M. Chatterjee)।

Dr. Lall Mohon Ghose পরীক্ষা করিয়া দেখিয়াছেন যে ইহার মূত্রাশয়ের উপর ক্রিয়া আছে এবং অপর ঔষধের সহিত সেবন করিলে যকৃতের উপর বিশেষ কাজ করে (Food & Drugs, 1910; 80)। ইহা অধিক পরিমাণে মূত্র বাড়াইয়া দেয় বলিয়া যাবতীয় গনোরিয়া রোগে ব্যবহৃত হয়। হৃদযন্ত্রের দুর্বলতার জন্য শোথে ইহা একটা কলপ্রদ ঔষধ। ইহা মূত্রাশয়ের মধ্য দিয়া রক্ত চলাচল করাইবার পক্ষে অতি উৎকৃষ্ট ঔষধ। শোথ রোগে ইহা মূত্র বৃদ্ধি করাইয়া শোথের উপশম করে।

দধির সরের সহিত পুনর্নবা মূল পেয়ণ করিয়া কুষ্ঠে মিলে কুষ্ঠ আরাম হয়। (চরক)

শোথরোগগ্রস্ত রোগী পুনর্নবা কাথ, মূলের রস এবং আদা একত্রে এক মাস সেবন করিলে ও দুগ্ধ অল্পপান স্বরূপ ব্যবহার করিলে শোথ আরাম হয়।

পুনর্নবা মূল মধুর সহিত সেবন করিলে ইন্দুরের বিষ নষ্ট হয়।

শ্বেতপুনর্নবা মূল ধূতুরা বীজের সহিত সেবন করিলে কুকুর বিষ নষ্ট হয়।

পুনর্নবা মূলের ত্বক্ উপযুক্ত মাত্রায় গব্যামৃতের সহিত পেয়ণ করিয়া তিন মাস হইবে এক বৎসর সেবন করিলে কৃশ ব্যক্তি বেশ বলবান ও শক্তিশালী হয়।

নিম্নাহীন ব্যক্তি পুনর্নবা শাক খাইলে বেশ নিম্নালাভ করে।

পুনর্নবা মূল দুগ্ধ পেয়ণ করিয়া পানের সহিত খাইলে ২ দিন অন্তর জ্বর আরাম হয়।

পুনর্নবা শাক আমবাতগ্রস্ত রোগীকে খাওয়াইলে আমবাত আরাম হয়। উত্তেজিত হইলে এবং পূঁথ ও রক্ত থাকিলে পুনর্নবা কাথ পান করিলে শীঘ্র আরাম হয়। (Fig. 482.)

Genus—PISONIA Linn.

483. *P. aculeata* Linn. (বাঘ আঁচড়া)

Fig.—Wight, Ic., t. 1763-64; Bedd., Sylv., Madr., 175, t. 22, Fig. 3; Kirtikar & Basu, Ind. Med. Pl., t. 784.

Ref.—F. B. I., iv, 711; Roxb., F. I., ii, 217; B. P., ii, 864; Watt, v, Pt. I, 264; Prain, H. H., 264.

জন্মস্থান—দাক্ষিণাত্য, উড়িষ্যা, হুগলী, হাওড়া, বর্ডমান, ২৪-পরগনা, বন জঙ্গলের ধারে দেখা যায়।

বিভিন্ন নাম—বা. বাঘ আঁচড়া; উড়িষ্যা—হাতী-অঙ্কুশ; তে. কদী; তা. কারুইলু।

ব্যবহার্য অংশ—ছাল ও পাতা।

বর্ণনা—কাটাদুল লতানে বা কুলুঙ্গিত লতা। নূতন ডাল এবং পুষ্পও কোমল এবং দারাল কাটা দ্বারা আবৃত। ছাল ফিকে দূসরবর্ণ ও পাতলা, কাঠ ফিকে দূসরবর্ণ ও নরম। পত্র ২-৩ ইঞ্চি, মাথা মোটা, বৃদ্ধ লোমযুক্ত, অকর্ষিত, পত্রবৃন্ত $\frac{1}{2}$ - $\frac{1}{4}$ ইঞ্চি লম্বা। ফুল সবুজের আভ্যন্তরীণ বেষ্টবর্ণ, ঘন ঘন আছে। পুষ্পকেশর ৭-৮টি, স্ত্রীপুষ্প গোলাকার দাঁতযুক্ত। ফল লম্বা $\frac{1}{2}$ - $\frac{1}{4}$ ইঞ্চি, ৫টি শিরাবিশিষ্ট। শীতের শেষে ফুল ও ফল হয়।

ঔষধার্থে ব্যবহার—ইহার ত্বক ও পত্র বাতের বেদনায় দিলে বেদনা আরাম হয় ও ফুলা কমিয়া আইসে। ইহার রস গোলমরিচের সহিত ও অপরাপর সৌগন্ধ দ্রব্যের সহিত বালকদিগকে সেবন করিতে দিলে তাহাদের ফুসফুস খটিত রোগ আরাম হয় (Watt)। (Fig. 483.)

Genus—MIRABILIS Linn.

484. M. Jalapa Linn. (কৃষ্ণকেলি)

Fig.—Bot. Mag., t. 371 ; Rheede, Hort. Mal., x, t. 75.

Ref.—B. P., ii, 862 ; Dymock, iii, 132 ; Prain, H. H., 264 ; Voigt., H. S., 328.

জন্মস্থান—আদিম বাসস্থান আমেরিকা ; বহুদেশে বিশেষতঃ হংকী, হাওড়া, ২৪-পরগনা, বর্তমান ও বাকুড়ার বহু গাছ বাগানে ও বসতবাড়িতে রোপণ করে।

বিভিন্ন নাম—বা. কৃষ্ণকেলি ; হি. গুলাকাস ; তা. পাখারাচী ; তে. বাখারাচী ; Eng. Four-o'clock flower.

ব্যবহার্য অংশ—পাতা ও শিকড়।

বর্ণনা—এই গাছ বেত, পীত, লাল, লাল ও বেত, লাল ও পীত বর্ণ ভেদে ৫ প্রকার। ১৫২৬ খৃঃ পোর্টুগীজেরা পশ্চিম ভারতীয় দ্বীপ হইতে এই গাছ ভারতে আনিয়ন করে। এই গাছকে সন্ধ্যাকলি কিংবা সন্ধ্যাকুল বলে। পারস্য ভাষায় ইহাকে Gul-A'bas বলে। এই ফুল পারস্যবাসীদের প্রিয় এবং বাড়ী সাজাইবার জন্য রোপণ করে। গাছের শিকড় গোলাকার ও লম্বা, অভ্যন্তর বেষ্টবর্ণ ও ইষৎ সবুজবর্ণ ; পুরাতন শিকড় শুকাইলে শক্ত হয়, নূতন শিকড় চামড়ার মত। পত্র বেধিতে অনেকটা পানের ছায়া। পত্র ২-২ $\frac{1}{2}$ ইঞ্চি লম্বা, বৃদ্ধদেশে দুইপিণ্ডাকৃতি, অগ্রভাগ ক্রমশঃ সরু ; বৃন্ত ১-১ $\frac{1}{2}$ ইঞ্চি। ফুলের পাপড়ি অবিভক্ত, ক্রান্তদেশ কর্ণিত। পুষ্পল ১ ইঞ্চি লম্বা, পাপড়ি ৪-৫টি। বীজ কৃষ্ণবর্ণ, একটো খেবড়ো, অনেকটা গোলমরিচের ছায়া। গ্রীষ্ম ও বর্ষাকালে ফুল ও ফল হয়।

ঔষধার্থে ব্যবহার—এই বীজ জ্বালাপের দ্বারা কাজ করে। ইহার পাতা জলে সিদ্ধ করিয়া বাগী ও কোড়া পাকাইতে ব্যবহার হয়। বীজ গোলমরিচের সহিত ভেজাল দিয়া থাকে। শিকড় মুত্রবিরেচক। কখনকালে ইহার শুকনা শিকড় চূর্ণ হুতে ভাঙ্গিয়া চূর্ণের সহিত শরীরের পুষ্টিসাধনের জন্য ব্যবহার করে এবং শিকড় সিদ্ধ করিয়া তরকারীর দ্বারা খাইলে অর্শ আরাম হয়। শিকড়ের মণ্ড অনেক দ্বাৰা ব্যবহার করে। (Fig. 484.)

LXXXII. AMARANTACEAE

Genus—*ACHYRANTHES* Linn.

485. *A. aspera* Linn. (আপাঙ)

Fig.—Wight, Ic., t. 1780 ; Kirtikar & Basu, Ind. Med. Pl., t. 193.

Ref.—F. B. I., iv, 730 ; Roxb., F. I., i, 674 ; B. P., ii, 895 ; Prain, H. H., 266.

জন্মস্থান—ভারতের সর্বত্র পাওয়া যায় ; হুগলী, হাওড়া, ২৪-পরগনা, বাঁকুড়া, বর্ধমান।

বিভিন্ন নাম—স. অপামার্গ, ময়ুরক, ধরমজরী ; বা. আপাঙ ; হি. চিরচিটা ; তা. নাজুরিবি ; তে. অপামার্গান্। Eng. Chaff tree.

ব্যবহার্য অংশ—শাখা, পত্র, বীজ ও মূল। মাত্রা, পাতার রস ১ তোলা, কাষ ১ চটাক, মূল ১-২ তোলা, বীজচূর্ণ ১ তোলা।

বর্ণনা—বর্ষাকালী উদ্ভিদ, কাণ্ড ১-২ ফুট ঝড়ানো ভাবে জন্মে ; শাখা বহুবিকৃত, শাখার অগ্রভাগ মোটা। পত্র অতি অল্প হয়, ত্রিভুজাকৃতি, গোলাকার, ৩-৫ ইঞ্চি লম্বা, ২-৩ ইঞ্চি বিস্তৃত, বৃদ্ধদেশ ও অগ্রভাগ ক্রমশঃ সরু, কোমল লোমযুক্ত। পুষ্পদণ্ডে অনেক ফুল হয়। ফুল সবুজের আভাযুক্ত খেতবর্ণ। পুষ্পকেশর ৪টি, ফল ছোট, লম্বাকৃতি, মসৃণ, দুসরবর্ণ। ফল শক্ত ও পক্ষযুক্ত, ফলের গায়ে কাপড় লাগিলে ফল কাপড়ে আটকাইয়া যায় বা কোন শীতকালে উহার নিকট দিয়া বাইলে উহাদের গায়ে ফল লাগিয়া যায়। জৈষ্ঠের শেষে ইহা অঙ্কুরিত হয়। ফুল শীতকালে জন্মে, গ্রীষ্মে ফল শুক হইয়া মাটিতে পতিত হয়।

ইহার আরও ৩টি ভাতি আছে। লাল আপাঙের পত্র লাল দাগ থাকে, ফল চেন্দা ও চকুচোণ। Var. *A. rubro-fusca* ইহার পাতার অগ্রভাগ সরু, ত্রিভুজাকৃতি, দুসরবর্ণ (Wight, Ic., t. 1778) ; Var. *A. porphyristachys*, এই গাছ একটু বৃহৎ, ৫-৬ ফুট, শাখাগুলি ঘনসজ্জিবদ্ধ, পত্র ৩-১০ ইঞ্চি, কোমল লোমযুক্ত, ইহার পুষ্পদণ্ড নরম (Wall, Cat. 6925) ; Var. *A. argentea*, পত্র খেতবর্ণ, নিম্নের পত্র শশময় (Thwaites Enum. 249)।

রক্ত আপাতের শাখা লালবর্ণ, ইহার ফুল লাল ও বেগুনে বং বিশিষ্ট ও ময়ূরের গলার ন্যায়, এইজন্য ইহার আর একটি নাম ময়ূরক, ফল নিয়ে কুলিয়া থাকে, ফলের ভিতর ধূসরবর্ণ ত্রিক্ত বীজ থাকে। আপাত ব্রণ নাশ করে বলিয়া ইহার আর এক নাম “কিনীহি” এবং পুষ্পদণ্ড এবড়ো খেবড়ো বলিয়া ইহাকে ধরমজ্ঞানী বলে।

ঔষধার্থে ব্যবহার—ইহা অতিশয় উষ্ণ ও দারক এবং শোথ, অর্শ, ফোড়া ও চর্মরোগে ব্যবহার হয়। বীজ ও পত্র বমনকারক, কুকুর ও সর্প বিষে ব্যবহৃত হয় (T. N. Mukherjee)। শুক গাছ বালকদের পেট বেদনায় ও গণোরিয়া রোগে ব্যবহৃত হয়। ইহার পুষ্পদণ্ড বিছার ঘম স্বরূপ। আপাতের ছাইয়ে অধিক পরিমাণ Potash বিদ্যমান আছে, এই কারণে ইহা অনেক ঔষধে ব্যবহার হয়। তিল তৈল ও আপাতের ছাই যোগে তৈল কর্ণরোগের একটি উৎকৃষ্ট ঔষধ। অনেক ইউরোপীয় চিকিৎসক ইহার কাণ মুদ্রকর বলিয়া প্রশংসা করেন। Dr. Cornish বলেন ইহা শোথ রোগে হিতকর। Dr. Turner ইহাকে সর্পবিষে হিতকর বলেন (Pharm. Ind.)।

ইহার ছাই ইপানিতে ব্যবহার হয়। পুষ্পদণ্ড হইতে বাটকা প্রস্তুত করিয়া অল্প চিনি যোগে সেবন করিলে ক্ষিপ্ত কুকুরের বিষ নষ্ট হয় (Balfour)।

ইহা তিষ্টিরিয়া ও প্রাণবিক রোগে হিতকর। আপাতের বীজ হইতে যে তণ্ডুল বাহির হয় তাহার নস্ত লইলে নাসিকা হইতে প্রচুর প্রেমা নির্গত হইয়া জর কমিয়া আইসে (চরক)।

চাউল খোয়া জলের সহিত আপাত মূল প্রত্যাহ মধুসহ সেবন করিলে অর্শ আরাম হয় (ভৃক্ষত)।

কোন স্থান কাটিয়া গেলে আপাত পাতার রস সেই স্থানে দিলে রক্ত পড়া বন্ধ হইয়া যায়।

তামার পায়ে দহির জলের সহিত কিকিং সৈন্ধবলবণ দিয়া উহাতে আপাত ঘর্ষণ করিয়া চক্ষে দিলে চক্ষু উঠা আরাম হয়।

অপামার্গ মূল, জলে পেষণ করিয়া উহা পান করিলে বিষচিকা আরাম হয় (ভাবপ্রকাশ)।

অপামার্গের মূল চাউল খোয়া জলে পেষণ করিয়া পান করিলে রক্ত অর্শ একেবারে সারিয়া যায় (শাঙ্গধর)।

অপামার্গ ও কাকজজ্বার (Leea aquata) কাণ পান করিলে নিদ্রাহীন ব্যক্তির নিদ্রা হয় (হারীত)।

মূল, শাখা ও পত্রের সহিত অপামার্গ ৬ ছটাক, ৫ ছটাক জলে ১৫ মিনিট সিদ্ধ করিয়া অর্ধ ছটাক হইতে এক ছটাক দিবসে ৩ বার সেবন করিলে প্রস্রাব হইয়া শোথ রোগ কমিয়া যায় (Pharm. Ind.)।

যজুর্কোষে কথিত আছে যে ইন্দ্রদেব নমুচি নামক দৈত্যকে সংহার করিয়াছিলেন। ঐ দৈত্যের মস্তক হইতে আপাত গাছ হয়। ইহার সাহায্যে তিনি অপরাপর দৈত্যকে সংহার

করেন বলিয়া এই গাছের বিশেষ খ্যাতি আছে। অনেকে অস্থমার করেন যে আপাত গাছ ছোঁয়াইলে বিছা, সর্প প্রভৃতি জন্ত পক্ষাবাতগ্রস্ত হইয়া আর নড়িতে পারে না। নরক চতুর্দশীর দিন (দেওয়ালীর প্রথম দিন) প্রাতে গ্নান করিবার পর আপাত গাছ গায়ে বুলাইয়া দেয়, ইহাতে সাধুস্বর শরীর বেশ ভাল থাকে বলিয়া কথিত আছে। (Fig. 485.)

Genus—AERUA Forsk.

486. *A. lanata* Juss. (চায়া)

Fig.—Wight, Ic., t. 723; Rheede, Hort. Mal., x, t. 29; Kirtikar & Basu, Ind. Med. Pl., t. 792.

Ref.—F. B. I., iv, 728; Roxb., F. I., i, 676; B. P., ii, 874; Prain, H. H., 266.

জন্মস্থান—সিন্ধুদেশ হইতে বঙ্গদেশ ও বর্ধা, মালদ্বাজ, প্রেসিডেন্সি; বঙ্গদেশের পশ্চিম অধিতে সচরাচর দেখা যায়। হুগলী, হাওড়া, ২৪-পরগনা জেলায় আছে।

বিভিন্ন নাম—বা. চায়া; সিদ্ধ—জারী; শাজাব—তুই-কুমান; হাফিগাত্য—কুলকেজার; তে. পিণ্ডিকাণ্ড।

ব্যবহার্য অংশ—ফল, বীজ, শিকড়।

বর্ণনা—বর্ষজীবী সাধারণ গুল্ম, গোড়া কাঠের মত শক্ত, কাণ্ড খাড়া অথবা মাটিতে গড়াইয়া আছে; শাখা নরম, গোলাকার, তুলার মত লোমযুক্ত, বহু প্রশাখাবিশিষ্ট ৬-১০ ইঞ্চি লম্বা। পত্র ২-১ ইঞ্চি, পশমময়। পুষ্পও ১-২ ইঞ্চি। ফুল ছোট, বোটা ছোট, উভয় লিঙ্গবিশিষ্ট, সবুজের আভাযুক্ত খেতবর্ণ। শীতের শেষে ফুল ও ফল হয়।

ঔষধার্থে ব্যবহার—ইহার ফুল অনেক ঔষধে ব্যবহার হয়। শিকড় মাখা ধরিলে প্রস্রাব হয়। মালাবার দেশের লোক ইহা শিষ্টকর বলিয়া ব্যবহার করে। ইহা অতিশয় দুঃকর ও আর্সেনিক বিষের প্রতিষেধক।

উত্তর ভারতে ইহার ফুল ও ফল “তুই-কুমান” বলিয়া বিক্রয় করে। ইহার গুণ আপাত গাছের তুল্য। ফুল অতিশয় নরম, সিন্ধুদেশে ইহার ফুল বালিসে ও গহিতে তুলার দ্বায় দেয় (Dymock)। (Fig. 486.)

Genus—ALTERNANTHERA Forsk.

487. *A. sessilis* R. Br. (সান্টি)

Fig.—Rheede, Hort. Mal., x, t. 11; Rhumph., vi, t. 15, Fig. 1; Kirtikar & Basu, Ind. Med. Pl., t. 794.

Ref.—F. B. I., iv, 731 ; B. P., ii, 875 ; Roxb., F. I., i, 674 ; Prain, H. H., 267.

জন্মস্থান—বঙ্গদেশের সর্বত্র পাওয়া যায় ; হুগলী, হাওড়া, ২৪-পরগনা, বর্ধমান জেলার পতিত জমি, রাস্তার কিনারা ও প্রায় সর্বত্র দেখা যায়।

বিভিন্ন নাম—বা. সান্টি।

ব্যবহার্য অংশ—সমগ্র উদ্ভিদ।

বর্ণনা—গড়ানে গুল্মজাতীয় উদ্ভিদ, ৬-১৮ ইঞ্চি পরিমাণ হয়। কাণ্ডের গাঁইট হইতে শিকড় বাহির হয়। পত্র বৃহৎ ছোট, সরু, পত্র লম্বাকৃতি ১-৩ ইঞ্চি, অগ্রভাগ মোটা। ফুল ছোট, শ্বেতবর্ণ ; পুষ্পকেশর ২টি, মিলিত ; স্ত্রীকেশর দণ্ড অতিশয় ছোট। ফল শুষ্ক, চেপ্টা ও একটা আবরণ দ্বারা আবৃত, ইহাতে একটা বীজ থাকে। বর্ষা হইতে শীতকাল পর্য্যন্ত ফুল ও ফলের সময়।

ঔষধার্থে ব্যবহার—ইহা সেবন করিলে প্রসূতির স্তনের দুগ্ধ বাড়ে। চক্ষুরোগে দ্রৌত স্বরূপ ব্যবহার হয়। (Fig. 487.)

Genus—CELOSIA Linn.

488. *C. argentea* Linn. (শ্বেতমূর্গা)

Fig.—Wight, Ic., t. 1767 ; Rheede, Hort. Mal., x, t. 28 & 29 ; Kirtikar & Basu, Ind. Med. Pl., t. 786.

Ref.—F. B. I., iv, 714 ; Roxb., F. I., i, 678 ; B. P., ii, 167 ; Prain, H. H., 265.

জন্মস্থান—পাঞ্জাব, বঙ্গদেশের বহু বাগানে আপনা আপনি জন্মে। আদিম বাসস্থান, দক্ষিণ পূর্ব এশিয়া ; হুগলী, হাওড়া, ২৪-পরগনা, বোটানিক গার্ডেন, শিবপুর।

বিভিন্ন নাম—বা. শ্বেতমূর্গা, শ্বেতমোরগ ফুল ; হি. সফেদ মূর্গা ; তে. গুণ্ডু ; মারাঠী—কুণ্ডু।

ব্যবহার্য অংশ—বীজ।

বর্ণনা—বর্ষজীবী গাছ, ১-৩ ফুট উচ্চ, শক্ত। পত্র ১-৬ অগ্রভাগ সরু। পুষ্পদণ্ড এক একটা হয় কিংবা একসঙ্গে অনেক হয়, ১-৮ ইঞ্চি লম্বা ১-১ ইঞ্চি বিস্তৃত ; ফুল শ্বেতবর্ণ, শাখার উপরিভাগ মোরগের মস্তকের ফুলের ন্যায় গুল্মবৎ। বীজ নটেশাবের বীজের মত কৃষ্ণবর্ণ। শীতের সময় ফুল ও ফল হয়।

ঔষধার্থে ব্যবহার—ইহার বীজ উদরাময়ের একটি ফলপ্রসূ ঔষধ। Rev. A. Campbell বলেন যে সামতালেরা ইহা হইতে এক প্রকার ভেষজ তৈল বাহির করে। ইহার বীজ ১ তোলা এবং মিছরি ১ তোলা, একবাটি দুধের সহিত প্রত্যহ সেবন করিলে উৎকৃষ্ট রসায়নের কাজ করে (Dymock)। (Fig. 488.)

489. *C. cristata* Linn. (লালমুর্গা)

Fig.—Bot. Reg., t. 1834; Lamk., Ill., t. 168; Kirtikar & Basu, Ind. Med. Pl., t. 787.

Ref.—F. B. I., iv, 715; Roxb., F. I., i, 679; B. P., ii, 867; Prain, H. H., 265.

জন্মস্থান—বঙ্গদেশ ও কান্দীবে বাহারের গাছরূপে চাষ হয়। হুগলী, হাওড়া, ২৪-পরগনা, বাঁকুড়া, বর্ধমান জেলায় বাগানে চাষ করে, বিশেষতঃ সামতালেরা প্রায়ই গৃহপ্রান্তরের নিকট রোপণ করে।

বিভিন্ন নাম—সং. মূর্গাশিখা; বা. লালমুর্গা, মোরগফুল; হি. লালমুর্গা।

ব্যবহার্য অংশ—ফুল ও বীজ।

বর্ণনা—বর্ষজীবী সরল উদ্ভিদ, সূক্ষ্ম লোমযুক্ত ও লম্বা শাখাবিশিষ্ট। পত্র ২ ইঞ্চি লম্বা ৩ ইঞ্চি চওড়া হয়। ফুল ছোট; পুষ্পও গোলাকার, অতিশয় শক্ত। ফুল ঘনসম্মিষ্ট, ৬-৮ ইঞ্চি। বীজ কৃষ্ণবর্ণ, গোলাকার নটে বীজের মত। শীতকালে ফুল ও ফল হয়।

ঔষধার্থে ব্যবহার—ইহার ফুল ধারক ও উদরাময় নিবারক এবং অতিরিক্ত রক্তস্রাবে হিতকর (Stewart)। ইহার বীজ স্নিগ্ধকর এবং যক্ষণাদায়ক প্রস্রাব, সর্দি ও রক্ত আমাশয়ে ব্যবহার হয় (Dutta)। (Fig. 489.)

Genus—AMARANTUS Linn.

490. *A. spinosus* Linn. (কাঁটানটে)

Fig.—Wight, Ic., t. 573; Kirtikar & Basu, Ind. Med. Pl., t. 788.

Ref.—F. B. I., iv, 718; Roxb., F. I., iii, 611; B. P., ii, 869; Prain, H. H., 265.

জন্মস্থান—বঙ্গদেশ ও মালাবার দেশে প্রচুর জন্মে, হুগলী, হাওড়া, ২৪-পরগনা, বর্ধমান, বাঁকুড়া প্রভৃতি জেলায় পতিত অকর্ষিত স্থানে ও রাস্তার ধারে দেখা যায়।

বিভিন্ন নাম—সং. মারিষ; বা. কাঁটানটে; হি. কাঁটিয়ার; শামতাল—জাহম আরক; তে. এরা-মুলু-গোরক; তা. মুলুক্কিয়াই।

ব্যবহার্য অংশ—সমগ্র উদ্ভিদ।

বর্ণনা—বর্ষজীবী সূক্ষ্ম লোমযুক্ত গুল্ম। কাণ্ড ১-২ ফুট, শক্ত গাঁইটযুক্ত ও কণ্টকময়। কাণ্ডে অনেক ডাল হয়। প্রত্যেক গাঁইট হইতে প্রশাখা বাহির হয়। ইহার পুষ্পদণ্ড দীর্ঘ, পত্র ক্ষুদ্র, পত্রের অগ্রভাগ ক্রমশ সরু, পুষ্পদণ্ড পুচ্ছাকৃতি। ফুলের বোটা ক্ষুদ্র, ফুল ফিকে সবুজবর্ণ গুচ্ছবদ্ধ; স্ত্রী পুষ্প অপেক্ষা পুং পুষ্প অধিক হয়। পুংকেশর ৫টি বিস্তারিত। গর্ভাশয় কোমল লোমযুক্ত ও সরু। স্ত্রীকেশর ২টি, লম্বা বিস্তৃত ও লোমযুক্ত। ফুল বড় ইঞ্চি লম্বা। বীজের ব্যাস ৩/৪ ইঞ্চি, কৃষ্ণবর্ণ ও উজ্জ্বল। গাছ প্রথমে সবুজবর্ণ তৎপরে লাল ও বেগুনে রং বিশিষ্ট দেখায়। বর্ষার পরে ফুল ও ফল হয়।

ঔষধার্থে ব্যবহার—ইহা শিথলকর ও নৃত্যবৃত্তিকর। ইহার শিকড় অতিবহুঃ, প্রদর ও গনোরিয়া রোগে হিতকর। কাটানটে পেটবেদনার এষটি উৎকৃষ্ট ঔষধ। ইহার পাতার পুলটিস বেঙ্গল ফারমাকোপিয়ায় ব্যবহৃত হয়। Pharm. Ind. লেখক ইহাকে শিথলকর বলিয়া বর্ণনা করিয়াছেন।

কাটানটে ফোড়া ও বাগীতে দিলে ফোড়া ও বাগী ফাটিয়া যায়। ইহার শিকড় গনোরিয়া ও কাউর রোগে বিশেষ হিতকর। ইহা গনোরিয়ার ধাতুস্রাব এবং লিঙ্গের উত্তেজনা, জ্বালা ও টনটনানি কমাইয়া দেয় (Dymock, iii, 138)। সমগ্র গাছটি সর্পবিষ নাশক; কথিত আছে ইহা চাউলের খুদের সহিত বা চাউলের সহিত গাভীকে খাইতে দিলে গাভীর দুগ্ধ বাড়ে। কাটানটের ছাই পাঁচড়ার পক্ষে হিতকর। ইহার মূলচূর্ণ নথকুনীতে দিলে নথকুনী আরাম হয়। (Fig. 490.)

491. *A. tristis* Linn. (চাঁপানটে)

Fig.—Wight, Ic., t. 512, 719.

Ref.—F. B. I., iv, 721; Roxb., F. I., iii, 602; B. P., ii, 870; Prain, H. H., 265.

জন্মস্থান—বেহার, ত্রিহত ও বঙ্গদেশের সর্বত্র চাষ হয়।

বিভিন্ন নাম—সং. তওলীয়; বা. চাঁপানটে, লালনটে।

ব্যবহার্য অংশ—সমগ্র উদ্ভিদ।

বর্ণনা—বর্ষজীবী শাক, মাটিতে গড়াইয়া অথবা খাড়া হইয়া জন্মে। পত্র ছোট, লম্বাকৃতি, মাথা মোটা, গুচ্ছবদ্ধ কয়েকটি ফুল হয়। ইহাতে অধিক সংখ্যক পুংপুষ্প আছে। শাখা কীণকায়, ইহাতে কাঁটা নাই। নটে দুই রকম আছে—একটির ডাঁটা কাটানটের তায়, অপরটির ডাঁটা স্থানে স্থানে লালবর্ণ। আর একপ্রকার নটে জলের দ্বারা জন্মে, উহাকে জলতওলীয় বা

ককট কহে, উহার ফুল শ্বেতবর্ণ এবং গাঁইট হইতে শিকড় বাহির হয়। উহার বাঙ্গালা নাম কাঁচড়াদাম বা কেশরদাম, লাতিন নাম *Jussieuia repens* Linn. (২৬২ নং গাছ দেখ)। আরও কয়েক প্রকার নটে আছে, উহাদের বাঙ্গালা ও লাতিন নাম ভিন্ন ভিন্ন, তবে উহাদের বিশেষ পার্থক্য নাই, যেমন বাঁশপাতা নটে (*A. lanceolatus*); লাল বাঁশপাতা নটে (*A. atropurpureus*); গোবরা নটে (*A. lividus*); সাদা নটে (*A. Blitum* Linn. Var. *oleracea*); লাল শাক (*A. gangeticus* Linn.)। আবার কতকগুলি নটে আপনা আপনি জন্মে, উহাদের চাষ হয় না, যেমন টুনটুনি নটে (*A. fasciatus* Roxb.); চিরু নটে (*A. polygamus* Linn.); ঘেঁটি নটে (*A. tenuifolus* Willd.); বন নটে (*A. Viridis* Linn.); (*Vide* Prain, Hooghly, Howrah and 24-Pergannas, p. 265)। বর্ষার পরে নটে গাছের ফুল ও ফল হয়।

ঔষধার্থে ব্যবহার—ইহার রস ও কক রক্তপিত্তে হিতকর এবং রসে বিষদোষ নাশ করে। চাপানটের মূল মধুর সহিত পিষিয়া চাউল ধোওয়া জলসহ সেবন করিলে প্রদর রোগ নষ্ট হয় (চরক)।

চাপানটের মূল মধুর সহিত বাইলে ইন্দুরের বিষ নষ্ট হয় (বৃহস্পতি)।

চাউল ধোয়া জলে পিষিয়া চাপানটের মূল চিনি ও মধুর সহিত বাইলে অতিসার আরাম হয় (চক্রদত্ত)।

জন্ম, দাড়ি, পানিফল, পাঠা (আকনাদি) ও কাচড়ার পাতা উপরি উপরি সাজাইয়া তাহার উপর একটা কাঁচা বেল রাখিয়া উপযুক্ত জল দিয়া পাক করিবে, বাসী হইলে ঐ বেল সমভাগ পুরাতন গুড় ও অল্প শুঁঠুর্ন যোগে খাইয়া পরে বেল সিদ্ধ জল পান করিবে, ইহাতে গ্রহণী রোগ আরাম হয়।

জন্মদাড়িষ্মপাট পাঠাককটপল্লবৈঃ।

পক পথ্যুযিতং বালবিষং সগুড়নাগরং।

হস্তিসর্কানাতীসারান্ গ্রহণীমতিহস্তরাং। চক্রদত্তঃ

রক্তপিত্ত রোগে চাপানটের শাক বাইলে উহা কমিয়া যায়। চাপানটের মূল পেদন করিয়া গরম জলের সহিত বাইলে বমন হইয়া বিষদোষ কমিয়া যায়।

তণ্ডলীয়ক মূলানি পিষ্টা চোক্ষেণ বারিণা।

পীতঃ পীতবিষং হস্তি বমনে লাঘব ভবেৎ। ভাবপ্রকাশঃ

নখকুনীতে চাপানটের মূল পেদন করিয়া লাগাইলে বেদনা কমিয়া যায়।

তণ্ডলীয়ক মূলশ্চ চূর্ণং পুতিনখাপহম্। (বঙ্গসেনঃ)

অপরূপের নটের গুণ প্রায় সমান। (Fig. 491.)

LXXXIII. CHENOPODIACEAE

Genus—CHENOPODIUM Linn.

492. *C. album* Linn. (বেতোশাক)

Fig.—Kirtikar & Basu, Ind. Med. Pl., t. 793A ; Bull. Herb. Boiss. Ser., II, iv, t. 5 ; Fig 1 (1904).

Ref.—F. B. I., v, 6 ; Roxb., F. I., ii, 58 ; B. P., ii, 879 ; Prain, H. H., 267.

জন্মস্থান—পাঞ্জাব, হিমালয় প্রদেশের ৪৫০০ ফুট উচ্চ পর্যন্ত স্থানে এবং বাঙ্গলা দেশের হুগলী, হাওড়া প্রভৃতি জেলায় বাগানে ও আলুর জমিতে চাষে।

বিভিন্ন নাম—সং. বাস্তক ; বা. বেতোশাক ; হি. বড় বধায়া ; সামতাল—চাকবং ; গুজরাট—টাকো।

ব্যবহার্য অংশ—সমগ্র গাছ। মাত্রা, ১ হইতে ২ তোলা।

বর্ণনা—গুম্বাচী উদ্ভিদ ১ হইতে ৩ ফুট উচ্চ হয়। পত্র বর্জিত, মূল শিরা হইতে দুইদিকে শিরা আছে। পুষ্পগুলি লম্বা, প্রত্যেক গাঁইটে ফুল হয়। শীতকালে ফুল ও ফল হয়।

ঔষধার্থে ব্যবহার—ছাগহৃৎের সহিত বেতোশাকের রস পান করিলে অর্শের রক্তপড়া আরাম হয়। অতিসারে যখন বহু কষ্টে অল্প অল্প মল নির্গত হয় ও বৃদ্ধি হয় তখন ইহার রস দধি ও দাড়িঘের রসের সহিত তিল তৈল যোগে পাক করিয়া সেবন করিলে বিশেষ ফল পাওয়া যায় (চরক)।

ইহার শাক তিল তৈলযোগে পাক করিয়া লবণযোগে খাইলে উষ্ণকান্ত আরাম হয় (চরক)।

বেতোশাক খারক, ইহা প্রীহা ও পিত্তজনিত রোগে হিতকর।

C. purpurascens Ham., ইহাকে বাঙ্গলায় লাল বেতোশাক বলে। ইহার গুণ বেতোশাকের সমান (F. B. I., v, 3)। (Fig. 492.)

493. *C. ambrosioides* Linn. (চন্দন বেতো)

Fig.—Kirtikar & Basu, Ind. Med. Pl., t. 796 ; Wight, Ic., t. 1786.

Ref.—F. B. I., v, 4 ; B. P., ii, 879 ; Prain, H. H., 267.

জন্মস্থান—বঙ্গদেশে সর্বত্র পতিত জমিতে পাওয়া যায়। আদিম বাসস্থান আমেরিকা।

বিভিন্ন নাম—বা. চন্দন বেতো।

ব্যবহার্য অংশ—সমগ্র গাছ।

বর্ণনা—লম্বা ও বহু শাখাবিশিষ্ট শৌণকযুক্ত ও কোমল লোমযুক্ত গুল্ম। পত্র লম্বাকৃতি, মাথা সরু ও দাঁতযুক্ত, পাতার বোটা ছোট। গুচ্ছবদ্ধ ফুল হয়। বীজ মন্থন উজ্জল। শীতকালে ফুল ও ফল হয়।

ঔষধার্থে ব্যবহার—ইহা হইতে এক প্রকার তৈল বাহির হয় উহা বলকারক ও আক্ষেপ নিবারক। ইহার কৃমিনাশ করিবার শক্তি আছে। ইহা স্নায়বিক রোগে ব্যবহার হয়। ইহার পিষ্টে রস খাইতে হয় (Watt, ii, 267)। (Fig. 493.)

Genus—SPINACIA Linn.

494. *S. oleracea* Linn. (পালং শাক)

Fig.—Wight, Ic., t. 818; Kirtikar & Basu, Ind. Med. Pl., t. 798.

Ref.—F. B. I., v, 6; Roxb., F. I., iii, 77; B. P., ii, 879; Prain, H. H., 267.

জন্মস্থান—বঙ্গদেশে সর্বত্র বাগানে ও ক্ষেত্রে চাষ হয়। ইহার আদিম বাসস্থান আফ্রিকা।

বিভিন্ন নাম—বা. পালং শাক; হি. পালক; তা. ভেজালি-কিরাই; তে. দামনা বাকালি।

ব্যবহার্য অংশ—বীজ ও সমগ্র গাছ।

বর্ণনা—বর্ষজীবী গুল্ম। পত্র ডিম্বাকৃতি, লম্বা ও বিস্তৃত, মস্তক মোটা, পুংপুষ্প পুষ্পদণ্ডের অগ্রভাগে থাকে। স্ত্রীপুষ্প লম্বা। পুষ্পের ৪টি। বীজকোষ পাতলা, ভিতরে ধূসরবর্ণ বীজ থাকে; বীজের শাঁস স্বেতবর্ণ। ফুল ফাল্গুন ও চৈত্র মাসে পড়িয়া যায়।

ঔষধার্থে ব্যবহার—ইহার বীজ ধারক ও শ্লিষ্টকর, ইহা বৃক্ক বৃদ্ধি ও কামলা রোগে ব্যবহার হয়। বীজের তৈল অতিশয় ঘন। কাঁচা গাছ মূত্রযন্ত্রের রোগে হিতকর। (Fig. 494.)

Genus—BASELLA Linn.

495. *B. rubra* Linn. (পুঁই শাক)

Fig.—Rheede, Hort. Mal., vi, t. 24; Wight, Ic., t. 876; Kirtikar & Basu, Ind. Med. Pl., t. 802.

Ref.—F. B. I., v, 20; Roxb., F. I., ii, 104; B. P., ii, 882; Prain, H. H., 268.

জন্মস্থান—ভারতের সর্বত্র চাষ হয়। হুগলী ও হাওড়া জেলায় জমিতে চাষ করে।

বিভিন্ন নাম—সং. উপোদকী; বা. পুঁই শাক; হি. পোছুকা শাক; তা. সিবাগু-বাসলা-কিরি; তে. আল্লা-বৎসল।

ব্যবহার্য অংশ—পাতা এবং সমগ্র গাছ ও শিকড়।

বর্ণনা—বহু শাখাবিশিষ্ট চিকণ লোমযুক্ত শাসে পরিপূর্ণ লতা। পাতা বিস্তৃত, ডিম্বাকৃতি, বৃহৎদেশ হৃৎপিণ্ডাকৃতি ও গোলাকার, ২ হইতে ৭ ইঞ্চি ব্যাসবিশিষ্ট। পুষ্পদণ্ড ১ হইতে ৬ ইঞ্চি লম্বা, নত ও শাখাবিশিষ্ট। ফুল খেত ও লালবর্ণ, ফল মটরের ছায়া, পাকিলে বেগুনে রংবিশিষ্ট হয়। ইহাদের অনেকগুলি জাতি আছে, কাহারও ডাঁটা লাল কাহারও বা খেতবর্ণ, এই দুই জাতি পুঁইই জমিতে চাষ হয়। আর এক প্রকার পুঁই আছে উহা জঙ্গলের ধারে আপনা-আপনি জন্মে, ইহার নাম ঈরা, বাঙ্গালায় ইহাকে রক্ত পুঁই বলে। *B. lucida* Linn. এবং *B. cordifolia* Lamk. এই দুইটা পুঁইয়ের চাষ হয় এবং ক্রমে ক্রমে ইহাদের উন্নতির চেষ্টা হইতেছে (F. B. I. v, 20)। শীতের সময় পুঁইএর ফুল ও ফল হয়।

ঔষধার্থে ব্যবহার—ইহার পাতার রস বালকদিগের সন্ধিতে ব্যবহার হয় (Drury)। ইহা শিথলকর, মূত্রকর এবং গনোরিয়া ও লিঙ্গপ্রদাহে ব্যবহৃত হয় (Watt, i, 404)।

অর্শরোগীর অতিশয় রক্তস্রাব হইলে পুঁই শাক ও কুল ঘোলের সহিত সিদ্ধ করিয়া খাওয়াইলে উপকার হয়। পুঁই শাক দধি ও দাড়িমসহ সিদ্ধ করিয়া শ্বেহজ্বরের সহিত ভোজন করিলে অতিশয় আরাম হয় (চরক)।

কোন স্থানে পীড়কা কিম্বা (আব) হইলে উহাতে পুঁই শাকের রস মাখাইয়া পুঁইপাতা বাধিয়া দিলে পীড়কা আরাম হয় (বঙ্গসেন), এমন কি শ্রীপদে (গোদে) উহা প্রদান করিলে গোদ আরাম হয় (হুশ্রুত)। হুশ্রুত পুঁইশাকের নিম্নলিখিত গুণ বর্ণনা করিয়াছেন—

মধুরামধুরাপাকে ভেদিনীশ্লেষবর্জনী।

দ্বাগুপাকরসা বুঢ়া বাতপিত্তমদাপহা।

উপোদিকা সদা শিথ্বা বল্যা শ্লেষাকরী হিমা। (Fig. 495.)

LXXXIV. POLYGONACEAE

Genus—RHEUM Wall.

496. R. emodi Wall. (রেবান্দচিনি)

Fig.—Kirtikar & Basu, Ind. Med. Pl., t. 813A; Bot. Mag., t. 3508.

Ref.—F. B. I., v, 56; Nees & Eberm., Med. Pharm. Bot., i, 455.

জন্মস্থান—হিমালয় প্রদেশ, নেপাল, সিকিম ও সিমলা ।

বিভিন্ন নাম—বা. হি. রেবান্দিচিনি ; পারস্ত—রেভান্দ-ভিন্দি ; তা. তেরিয়াটু ; তে. নিট্টরিবল-চিরি ; কন্ন—নাট-বেভা-চিনি ।

ব্যবহার্য অংশ—শিকড় ।

বর্ণনা—ওষধি তরু, কাণ্ড অতিশয় মোটা ও দৃঢ়, লম্বা শাখাবিশিষ্ট ও পত্রময় ; ৫-৬ ফুট উচ্চ, সবুজ এবং ধূসরবর্ণ । শিকড় অতিশয় দৃঢ় ও মোটা । পত্র দেখিতে অনেকটা অশ্বথ পত্রের স্থায় কোমল, মাত্র চওড়ায় একটু কম ; পত্রবৃন্ত ১২-১৮ ইঞ্চি, অতিশয় শক্ত । পত্রের বৃন্তদেশ জংপিণ্ডাকৃতি, ৫-৭টি শিরাবিশিষ্ট । ফুল দেখিতে অনেকটা আকন্দের কুঁড়ি অথবা বেঁটে লঙ্কার স্থায়, কেবলমাত্র একটা শিরা আছে । ফুলের পাপড়ি ৫টি আছে । ফুলের ব্যাস ৬ ইঞ্চি । ফল ২ ইঞ্চি লম্বা, বেগুনে রংবিশিষ্ট । কয়েক জাতীয় Rheum হিমালয় প্রদেশে নেপাল সিকিম কমাযুন প্রভৃতি স্থানে দেখা যায়, তন্মধ্যে R. spiciforme Royle (F. B. I., v, 55) ; R. Moorcroftianum Royle (F. B. I., v, 56) ; R. acumina- tum Hook. f. & Thom. (F. B. I., v, 57) ; R. Webbium Royle (F. B. I., v, 57) এইগুলি প্রধান ; ইহাদিগকে সাধারণতঃ ভারতীয় রেবান্দিচিনি বলা হয় । R. Webbium Royle গাছ ১-৬ ফুট উচ্চ হয়, কাণ্ডে বহু শাখাপ্রশাখা ও পত্র আছে । পত্র ৪ ইঞ্চি হইতে ২ ফুট ব্যাসবিশিষ্ট ; পত্র লম্বা ও বৃন্তদেশ জংপিণ্ডাকৃতি, ৫-৭টি শিরা আছে । পুষ্পদণ্ড লম্বা, ইহার চারিদিকে ফুল হয়, ফুলের রং ফিকে পীতবর্ণ, R. Emodi গাছের ফুল অপেক্ষা ক্ষুদ্র । ফলের ব্যাস ৬ ইঞ্চি, দেখিতে উভয় দিকে Vএর স্থায় আকৃতিবিশিষ্ট । জুলাই-আগষ্ট মাসে রেবান্দের ফুল ও ফল হয় ।

ঔষধার্থে ব্যবহার—উপরোক্ত জাতীয় রেবান্দিচিনির শিকড়কে হিমালয় প্রদেশীয় Rhubarb বলে । R. emodir শিকড় মোচড়ান বা পাকান, খাঁজকাটা ও লম্বাকৃতি, উভয় দিক বক্রভাবে কণ্ঠিত, প্রায় ৪ ইঞ্চি লম্বা ও ১২ ইঞ্চি গোলাকার, গাঢ় ধূসরবর্ণ, তিক্ত এবং কিরকিরে, স্পঞ্জের মত, সহজে গুঁড়া করা যায় না, গুঁড়ার রং ফিকে ধূসর ও পীতভ । R. Webbium হইতে যে Rhubarb পাওয়া যায় উহা গাঢ় ধূসরবর্ণ, অতিশয় তিক্ত ও উগ্র গন্ধবিশিষ্ট । Prof. Royle এবং Twining সাহেব Diseases of Bengal, vol. i, 220 নামক পুস্তকে ইহার অতিশয় ফলপ্রসূ বলিয়া বর্ণনা করিয়াছেন । Twining সাহেব বলেন যে ইহা বিদেশীয় রেবান্দিচিনি অপেক্ষা পাকাশয়িক পীড়ায় অধিক ফলপ্রসূ । অনেক চিকিৎসক বলেন যে বাজারের দেশীয় রেবান্দিচিনি বিদেশীয় Rhubarb অপেক্ষা হীনবীৰ্য্য । কারণ খারাপগুলিই বাজারে চালান আসে । Dr. Hugh Cleghorn (Madras Quart. Med. Journ. 1862, vol. v, 464) পরীক্ষা দ্বারা স্থির করিয়াছেন যে দেশীয় রেবান্দিচিনির টাটকা শিকড় কুশিয়া দেশীয় Rhubarbএর সমান । যদি বেশ

যত্নের সহিত চাষ করা যায় তাহা হইলে তুরস্ক ও চীন দেশীয় রেবান্দচিনির ত্রায় গুণসম্পন্ন ঔষধ হিমালয় প্রদেশীয় গাছ হইতে পাওয়া যাইতে পারে।

ইহা পেটের দোষ নিবারক এবং শ্লেষ্মা নিবারক; ইহার সূক্ষ্ম বুদ্ধি করিবার শক্তি আছে। সামান্য উদরাময়ে ইহা ব্যবহার্য। ইহা জ্বর ও প্রদাহিত জ্বরে ব্যবহার্য নহে। অপরাপর শাস্তিকর ঔষধের সহিত মিলে ইহা অক্লীর্ণ আরাম করে। সাধারণতঃ ইহা বৃদ্ধ ও বালকদের পক্ষে বিশেষ হিতকর। আদার সহিত বটিকা প্রস্তুত করিয়া সেবন করিলে অগ্নিবৃদ্ধি করে। মাত্রা ৫-১০ গ্রেণ পরিমাণ। রেবান্দ যোগে অনেক মিশ্রিত ঔষধ প্রস্তুত হয়। Grey Powder-এর সহিত মিশ্রিত করিয়া ব্যবহার করিলে বালকদের দাঁত উঠিবার কালীন উদরাময় এবং পুরাতন রক্ত আমাশয়, কামলারোগ, সর্দি প্রভৃতি আরাম হয়। ইহা Sodium bicarbonate অথবা Magnesia যোগে ব্যবহার করিলে বালকদের বদহজমজনিত উদরাময় আরাম হয়। টম্যাটোর মত রেবান্দ, বাতরোগী অথবা সন্ধ্যাস রোগগ্রস্ত ব্যক্তির ব্যবহার করা উচিত নহে।

চীনদেশ হইতে যে রেবান্দচিনি আমদানী হয় উহার নাম *Rheum officinale* Baillon। এই গাছ চীনদেশে জন্মে ও চাষ হয়। *Rheum palmatum* Linn. গাছও এই গাছের সমগুণবিশিষ্ট; ইহাকে রুশিয়াদেশীয় রেবান্দচিনি বলে। Col. Prejevalsky ১৮৭২-৭৩ খ্রীষ্টাব্দে এই গাছ চীনের উত্তর পশ্চিম দিকে Kansu জেলায় দেখিতে পান। এই গাছ তথায় ১০,০০০ ফুট উচ্চ বনভূমিতে জন্মে, সচরাচর ইহা পীতনদীর উৎপত্তি স্থানে জন্মে। ইহার জুন মাসে ফুল হয় এবং আগষ্টের শেষ ভাগে ফল পাকিয়া থাকে। চীনদেশীয় লোকেরা সেপ্টেম্বর ও অক্টোবর মাসে মাটি হইতে ইহার মূল তুলিয়া থাকে; মূলের উপরিভাগের ছাল ছাড়াইয়া খণ্ড খণ্ড করিয়া কাটে ও ছায়ায় শুষ্ক করে। শিকড় ৮-১০ বৎসরের হইলে তবে পরিপক্ব ও ব্যবহারোপযোগী হয়। (Fig. 496.)

Genus—RUMEX Linn.

497. *R. maritimus* Linn. (বনপালং)

Fig.—Fl. Don., 1208; Kirtikar & Basu, Ind. Med. Pl., t. 815 B.

Ref.—F. B. I., v, 59; F. I., ii, 208; B. P., ii, 888; Prain, H. H., 269.

জন্মস্থান—উত্তর, মধ্য ও পূর্ববঙ্গ, হগলী, হাওড়া, ২৪-পরগনা ও বর্ধমান জেলায় জলাভূমিতে সাধারণতঃ দেখা যায়। আসাম, কাছাড় ও গিলেটে এই গাছ জন্মে।

বিভিন্ন নাম—বা. হি. বনপালং; Eng. Indian Sorrel.

ব্যবহার্য অংশ—বীজ ও পত্র।

বর্ণনা—সরল বর্ষজীবী উদ্ভিদ, ১-৪ ফুট উচ্চ হয়; কাণ্ড শিরাবিশিষ্ট। পত্র ৩-১০ ইঞ্চি লম্বা, বোটা ও অগ্রভাগ সরু। প্রত্যেক গাঁইট হইতে পুষ্প গুচ্ছবদ্ধভাবে হয়। ফুল উভয়-লিঙ্গবিশিষ্ট। পুংকেশর ৬টি। ফলের আবরণী খোলা, কতকগুলি আবীর আবদ্ধ থাকে, পাকিবার সময়ে পীতের আভাযুক্ত ধূসরবর্ণ, মন্থণ, কিনারা সরু। অগ্রভাগ বড়সীর দ্বারা অল্প বক্র। বীজ অভ্যন্তরের পাপড়ির ভিতরে থাকে, আকারে সূক্ষ্মকোণী। শীতের শেষে ফুল ও ফল হয়।

ঔষধার্থে ব্যবহার—ইহা শিথলকর, পত্র দগ্ধস্থানে দিলে পোড়া বা আরাম হয়। বীজকে বাজারে "Big Bond" বলে। ইহা রসায়নরূপে ব্যবহৃত হয় (Atkinson)। (Fig. 497.)

498. R. vesicarius Linn. (চুকপালং)

Fig.—Campd. Rum, 129, t. 3; Fig. 1-8; Kirtikar & Basu, Ind. Med. Pl., 815A.

Ref.—F. B. I., v. 61; Roxb., F. I., ii. 209; B. P., ii. 889; Dymock iii, 157; Prain, H. H., 269.

জন্মস্থান—বেহার, ত্রিহুং ও বঙ্গদেশে চাষ হয়; হুগলী, হাওড়া, ২৪-পরগনায় আলু-ক্ষেত্রে জন্মে।

বিভিন্ন নাম—সং. চুক, যাতবেদ্ধি, অন্নবেতস; বা. হি. চুকপালং; তে. হুকক-কুরাকু; তা. হুকান-কিরাই। Eng. Country Sorrel.

ব্যবহার্য অংশ—রস ও বীজ।

বর্ণনা—বর্ষজীবী গুল্ম, ৫-১২ ইঞ্চি উচ্চ হয়। পত্র স্থানে স্থানে অস্পষ্ট, ডিম্বাকৃতি, লম্বা, ৩-৫টি শিরাবিশিষ্ট, বক্রাকৃতি, ১-৩ ইঞ্চি লম্বা, অগ্রভাগ ক্রমশঃ সরু; বোটা লম্বা। পুষ্পদণ্ডের উভয় দিকে ফুল হয়। পুষ্পদণ্ডে পত্র নাই। ফলের ব্যাস ২ ইঞ্চি, খেত কিংবা লালবর্ণ। শীতের শেষে ফুল ও ফল হয়। বনৌষধি দর্পণে অন্নবেতসের বর্ণনা বাহা দেওয়া হইয়াছে তাহা সম্পূর্ণ ভুল।

ঔষধার্থে ব্যবহার—চুকপালং অতিশয় শিথলকর ও মূত্রকর (Ainslie)। ইহার রস দাঁতের বেদনা-নিবারক, বমন-নিবারক ও কৃধাবুদ্ধিকর। পেট গরম হইলে ইহার রস বাহ্যিক মাখাইলে উহা কমিষা যায় ও বীজ ভাঙ্গিয়া খাইলে রক্ত-আমাশয় নিবারিত হয়। ইহা বিছা, মোমাছি ও সর্পবিষের যন্ত্রণা-নিবারক এবং ইহা বিছার বিশেষ প্রতিষেধক ঔষধরূপে ব্যবহৃত হয়। ইহার মূল ঔষধে ব্যবহৃত হয় (Dymock)। (Fig. 498.)

LXXXV. ARISTOLOCHIACEAE

Genus—ARISTOLOCHIA Linn.

499. A. indica Linn. (ইশের মূল)

Fig.—Rheede, Hort. Mal., viii, t. 25 ; Wight, Ic., t. 1858 ; Kirtikar & Basu, Ind. Med. Pl., 820B.

Ref.—F. B. I., v. 75 ; Roxb., F. I., iii, 489 ; B. P., ii, 891 ; Prain, H. H., 269.

জন্মস্থান—নেপাল, দাক্ষিণাত্য, কঙ্কণ, চট্টগ্রাম, নিম্ববঙ্গ, পশ্চিমবঙ্গ, হুগলী, হাওড়া, বর্ধমান, ২৪-পরগনা, বাঁকুড়া জেলার রাস্তার ধারে, ঝুলে ও পতিত জমিতে সাধারণতঃ প্রচুর পাওয়া যায়।

বিভিন্ন নাম—সং. কদ্রজটা, অর্কমূল, সুনন্দা ; বা. হি. ইশের মূল ; সামতাল—ভেদী-জানেটেট ; তে. হুলাগবেলা ; তা. পেরু-মারিন্দু ; বঙ্গে—সাপাসন ; Eng. Indian Birthwort.

ব্যবহার্য অংশ—মূল, পত্র। মাত্রা, কাথ ৫-১০ তোলা, মূলচূর্ণ ১-১ আনা, পত্ররস ১-২ ড্রাম।

বর্ণনা—হৃদয় লোমবৃন্ত লতানে গুল্ম, মাটিতে গড়াইয়া জন্মে। কাণ্ডের গোড়া কাঠের মত শক্ত, শাখা নরম, পত্র লম্বা, ডিম্বাকৃতি, অগ্রভাগ সরু, বৃন্তদেশ মিলিত বা গোলাকার, গোড়ার শিরা ছোট ও সরু। বোটা ১-১ ইঞ্চি, অতিশয় অবনত। বহির্ভাগ সবুজের আভাযুক্ত খেতবর্ণ, গোড়া গোলাকার, পুষ্পনল সিঁদেলাকৃতি, অগ্রভাগ বক্র ও দ্বৈত ধূসরবর্ণ। ফুল ১-৩ ইঞ্চি। বীজকোষ ১-২ ইঞ্চি লম্বা, বাঁজকাটা। বীজ চেন্তা ত্রিকোণাকার ও পক্ষযুক্ত। বর্ষাকালে ফুল ও ফল হয়।

ঔষধার্থে ব্যবহার—ইহার শিকড় তিক্ত। দেশীয় বৈজ্ঞানিক ইহাকে উত্তেজক, অর-নাশক, বলকারক ও ঋতুকর বলিয়া বর্ণনা করেন। ইহা সবিরাম জ্বর ও অপরাপর রোগে ব্যবহৃত হয়। ইহা অজীর্ণ ও অন্নরোগে বিশেষ মূল্যবান (Asiat. Researches, vol. xi)। ইশের মূল পেটবেদনায় অতিশয় হিতকর (Dr. Gibson)। সর্পবিষের প্রতিষেধক বলিয়া প্রাচীন পোর্টুগীজেরা ইহাকে Raiyde Cobra নাম দিয়াছেন। ইহার পত্র ও পত্ররস মাদ্রাজ-দেশীয় কবিরাজেরা সর্পবিষে ব্যবহার করেন। কোন ইউরোপীয় ডাক্তার এ বিষয়ে এ পর্যন্ত পরীক্ষা করেন নাই, ইহার পরীক্ষা আবশ্যিক। বঙ্গে প্রেসিডেন্সীতে ইহা সচরাচর বালকদের পেটের পীড়ায় ব্যবহৃত হয়। কলেরা রোগে ইহা একটি উত্তেজক ঔষধ, পেটের উপর ইহার বাহ্যিক প্রয়োগ আবশ্যিক।

ইশের মূলের পাতার রস বালকদের সর্দিতে হিতকর, ইহা বমন করাইয়া সর্দি তুলিয়া দেয়, কিন্তু কোন প্রকার অবসাদ আনয়ন করে না (T. N. Mukherjee)।

ইশের মূল গর্ভপ্রাবে ব্যবহৃত হয়। শিশুর দাঁত উঠিবার সময়ে উদরাময়, পুরাতন জ্বর ও ওলাউঠায় হিতকর। শিশুর বুকে সর্দি বসিলে শূলবেদনায় ইহা অগুরুর সহিত প্রযুক্ত হয়।

ইশের মূলের কাথ কম্পজ্বর, মাথাধরা, পেটফাঁপা এবং মূত্রনাশে হিতকর (R. N. Khory, iii, 159)। (Fig. 499.)

500. A. bracteata Retz. (কিরামার)

Fig.—Kirtikar & Basu, Ind. Med. Pl., t. 820.

Ref.—F. B. I., v. 75 ; Roxb., F. I., iii, 490 ; B. P., ii, 890.

জন্মস্থান—দাক্ষিণাত্য, বৃন্দেলখণ্ড, সিন্ধুদেশ, পশ্চিম বেহার ; গঙ্গা ও যমুনার মধ্যবর্তী স্থান এবং পশ্চিমভারতে প্রচুর জন্মে।

বিভিন্ন নাম—সং. বা. ধূতপত্র, পাট্রিবঙ্গ ; হি. কিরামার ; তা. আজ-তিন-পাল্লা ; তে. কাদামারা ; উড়িয়া—পানিরি ; Eng. Birthwort.

ব্যবহার্য অংশ—সমগ্র উদ্ভিদ। রস ২-১ আউন্স, বীজের গুঁড়া ৩০-২০ গ্রেণ।

বর্ণনা—বহুবর্ষজীবী নরম লতানে উদ্ভিদ। শিকড় নরম ; ডাঁটা ও শাখাগুলি নরম, ১২-১৮ ইঞ্চি, সরল। পত্র ১২-৩ ইঞ্চি লম্বা ও বিস্তৃত, বৃহৎক্রমশঃ সূক্ষ্ম, অগ্রভাগ মোটা, পত্রের কিনারাগুলি চেপ্টা ও ঢেউখেলান। বোটা ১-১২ ইঞ্চি। পুষ্পদণ্ড ছোট, ইহার পত্র গোলাকার। ফুল একত্রে অনেক জন্মে। বহির্কাস ১-১২ ইঞ্চি, ফুলের গোড়া গোলাকার, পুষ্পনল গোলাকার, লম্বা, কিনারা গাঢ় বেগুণে ও লোমযুক্ত। বীজকোষ ১ ইঞ্চি লম্বা খাঁজযুক্ত। বীজ ত্রিকোণাকার, কৃৎপিণ্ডাকৃতি। বর্ষার পরে ফুল ও ফল হয়।

ঔষধার্থে ব্যবহার—গাছের প্রত্যেক অংশ তিক্ত ও বমনকারক। পেট কামড়ানির সহিত দান্ত হইলে দুইটি টাটকা পাতা জলের সহিত পেয়ণ করিয়া একবার সেবন করিলে ২৪ ঘণ্টার মধ্যে উহা আরাম হইয়া যায় (Roxb.)।

ইহার হিন্দুস্থানী নাম “কিরামার” অর্থাৎ কৃমিনাশক। পাতার রস ক্ষতস্থানে প্রদান করিলে ক্ষতের পোকা মরিয়া যায়। ইহা সবিরাম জ্বর নাশক (Dr. Gibson)।

ইহার প্রথম ঋতুকারকগুণ বিজ্ঞমান আছে। Dr. Newson বলেন, ইহার শুষ্ক শিকড় ১২ ড্রাম পরিমাণ গুঁড়া করিয়া অথবা ছেঁচিয়া খাওয়াইলে প্রীলোবদের প্রসব বেদনা বাড়াইয়া দেয় (Pharm. Ind., iii, 164)।

এই গাছ গুজরাটে প্রচুর জন্মে। ইহার মূল এবং পত্র অতিশয় তিক্ত। ইহা হইতে এক প্রকার পীতবর্ণ ও ঘন রস বাহির হয়, উহা জাল দেওয়া ছুঁদের সহিত মিশাইয়া উপদংশ রোগীকে সেবন করাইলে উহা সারিয়া যায়। ইহার সহিত অহিফেন দিলে গনোরিয়া আরাম হয়।

বঙ্গে দেশীয় ডাক্তারেরা ইহার সহিত, হিঙ্গল (*Barringtonia acutargula*) ও মালকানীর (*Celastrus paniculata*) বীজ মিশ্রিত করিয়া এক প্রকার মণ্ড বা বটিকা প্রস্তুত করে, উহা ম্যালেরিয়া জ্বরে হিতকর (Dymock)।

ইহার পাতা বালকদের নাভিতে প্রদান করিলে ও রস রেড়ির তৈলের সহিত সেবন করাইলে পেট বেদনা আরাম হয় (Dymock)।

ইউরোপীয় ডাক্তারেরা বলেন যে ইহার কুমিনাশক শক্তি আছে এবং গর্ভাশয়ের উপর ইহার ক্রিয়া থাকায় গর্ভ সঙ্কচিত করিয়া প্রসব বেদনা বাড়াইয়া দেয় (Watt, i, 314)। (Fig. 500.)

LXXXVI. PIPERACEAE

Genus—PIPER Linn.

501. *P. longum* Linn. (পিপুল)

Fig.—Bentl. & Trim., t. 244; Wight, Ic., t. 1928; Rheede, Hort. Mal., vii, t. 14.

Ref.—F. B. I., v, 83; Roxb., F. I., i, 156; B. P., ii, 893; Watt, vi, Pt. 1, 258; Prain, H. H., 270.

জন্মস্থান—উত্তর, পূর্ব ও মধ্যবঙ্গ, বেহার, আসাম, খাসিয়া পাহাড়; নেপাল, যাবা, ফিলিপাইন দ্বীপপুঞ্জ, হিমালয় পর্বতের পারদেশ; বঙ্গদেশে চাষ হয় ও হুগলী, হাওড়া, ২৪-পরগনা, বর্ধমান, বাঁকুড়া প্রভৃতি জেলার জঙ্গলে ও নদীর ধারে জন্মে।

বিভিন্ন নাম—সং. পিপলী, কণামূল; বা. তে. পিপুল; হি. পিপুলমূল; তা. টিপিলি।
Eng. Long pepper.

ব্যবহার্য অংশ—মূল, ফল, রস।

বর্ণনা—জতানে গাছ; অগ্রভাগ অতিশয় নরম, ইহার প্রশাখাগুলি অপর গাছে জড়াইয়া উঠে। নীচের পাতা ২-৩ ইঞ্চি লম্বা, ডিম্বাকৃতি, পত্র দেখিতে অনেকটা পান পাতার মত। পুষ্পগু সোজা ও উন্নত। ফুল একলিঙ্গবিশিষ্ট। পুষ্পগু, ১-৩ ইঞ্চি, ত্রীপুষ্প ৬-৮ ইঞ্চি লম্বা। ফলের ব্যাস ১-২ ইঞ্চি লম্বা। ফল পাকিলে লালবর্ণ হয়। পত্রের ঠোঁট শিরা

আছে বলিয়া গোলমরিচ গাছ হইতে বিশেষ পার্থক্য লক্ষিত হয়। বর্ষাকালে ফুল ও শরৎকালে ফল হয়।

ঔষধার্থে ব্যবহার—গোলমরিচের কাণ্ড ইহা উত্তেজক ও পেটকাঁপা নিবারক। পিপুলচূর্ণ ৪ আনা, মরিচ ও আদা প্রত্যেক ২ আনা, Arok (*Salvadora persica* Garcin.) ২০ আউন্স ৭ দিন ভিজাইবার পর উহার জল ১ ড্রাম পরিমাণ দিবসে ২৩ বার সেবন করিলে বেরীবেরী আরাম হয়। ইহা বেরীবেরীর একটি উৎকৃষ্ট ঔষধ। পিপুলের মূল তিক্ত, উষ্ণ। পেটের দোষ নিবারক ও হজমকারক। শিকড়ের পিষ্টরস ত্রিবাঙ্গুর বেশে প্রসবের পর ফুল পড়িবার জন্য ব্যবহৃত হয় (Pharm. Indica)।

তিনটি পিপুলের পিষ্টরস প্রথম দিন, তৎপরে প্রত্যেক দিন ৩টি করিয়া বাড়াইয়া ক্রমাগত ১০ দিন সেবন করিবার পর ঔষধ একেবারে বন্ধ করিতে হইবে। এই প্রকার ২০ দিন সেবন করিলে একটি উৎকৃষ্ট রসায়ন ঔষধ সেবন করা হয়। ইহাতে পুরাতন কাশি, প্রীহারুন্নি ও অপরাপর পেটের দোষ আরোগ্য হয়।

পিপুল, আদা, সরিষার তৈল, ছানার জল এবং ছানা একত্রে মিশাইয়া একটি মলম প্রস্তুত হয়, ইহাতে পক্ষাঘাত ও কটিশূল আরাম হয়।

পিপুল ভাজিয়া মধুর সহিত সেবন করিলে বাত আরাম হয়। নৈঋত লবণ ২ তোলা, পিপুল ১ তোলা ও গোলমরিচ ১২ তোলা একত্রে গুঁড়া করিয়া সেবন করিলে পেট বেদনা আরাম হয়।

মুসলমান বৈজ্ঞান্য বলেন ইহা বক্র ও প্রীহা দোষ দূর করে এবং হজমশক্তি বাড়াইয়া দেয়। ইহা রসায়ন, মূত্রকর ও ধাতুকর।

পিপুলের মূল ও পিপুল বাত, কটিবেদনা ও অপরাপর এইরূপ রোগে প্রস্তুত হয়। বিদ্যাক্ত সর্পে কামড়াইলে ইহার মলম দিলে বিষ নষ্ট হয় (Dymock, iii, 176)। বঙ্গদেশে পিপুলের চাষ হয়, পিপুল পাকিলে প্রত্যহ সংগ্রহ করিয়া রৌদ্রে শুক করিয়া বাজারে বিক্রয় হয়। পিপুল রাতকানা রোগে হিতকর। পিপুলের মূল কাটিয়া বেশ শুক করিয়া বাজারে বিক্রয় হয়, ইহার মূল্য অধিক। বঙ্গে এবং দক্ষিণ ভারতে জাত পিপুল বঙ্গদেশীয় পিপুল অপেক্ষা উৎকৃষ্ট।

পিপুল কুষ্ঠ, গনোরিয়া, অর্শ ও প্রীহা রোগে হিতকর। পিপুল, পিপুল মূল, আদা, গোলমরিচ সমপরিমাণে মিশ্রিত করিয়া খাইলে, সর্দি কফ ও জ্বর রোগ আরাম হয়।

পিপুলের মূল ছাগীর মুত্রে পেষণ করিয়া পান করিলে কৃমি আরাম হয়। পিপুলের কড় তিল তৈলে ভাজিয়া মিছরীর সহিত কুলথ কলাইয়ের কাথে ভিজাইয়া পান করিলে কফজনিত কাশ আরাম হয় (বাগ্ভট)।

মধুর সহিত পিপুল চূর্ণ পান করিলে স্নেহাজনিত জ্বর আরাম হয়। মরিচ ও পিপুল-মূল দুই সহ সেবন করিলে গ্রীলোকমিগের স্তম্ভ বন্ধিত হয় (হারীত)।

বাসক পাতার পিপুল চূর্ণ সাতবার ভাবনা দিয়া মধু সহ সেবন করিলে রক্তপিত্ত আরাম হয় (চক্রদত্ত)।

গোমুত্রের সহিত পিপুলের কঙ্ক পান করিলে উষ্ণস্তম্ভ আরাম হয়; মধুর সহিত পিপুল চূর্ণ পান করিলে অন্নপিত্ত আরাম হয় (চক্রদত্ত)। ছুড়ের সহিত পিপুল চূর্ণ পান করিলে শীতলা অল্পে অল্পে কমিয়া যায় (ভাবপ্রকাশ)।

গুড়ের সহিত পিপুল চূর্ণ পান করিলে নিদ্রাহীন ব্যক্তির গাঢ় নিদ্রা হয় (বঙ্গসেন)। পায়ানভেদীর (*Coleus aromaticus* Bth.) সহিত পিপুলের প্রলেপ দিলে শুনে অধিক ছুড় হয় (R. N. Khori, iii, 519)।

মধুনা পিপুলীচূর্ণং লিহেৎ কাশজ্বরপহম্।

হিকাখাসঃ হরং কণ্ঠ্যঃ শ্রীহৃৎ বালকোচিতাঃ। (ভাবপ্রকাশ)

পিপুলী পিপুলিমূলং মরীচং বিশ্বভেষজং

শিবেৎ মুত্রেণ মতিমান্ কফজে দ্রবসকয়ে। (ভাবপ্রকাশ) (Fig. 501.)

502. Piper Betle Linn. (পান)

Fig.—Wight, Ic., t. 2926; Bot. Mag., t. 3132; Rheede, Hort. Mal., t. 15.

Ref.—F. B. I., v, 85; Roxb., F. I., i, 158; B. P., ii, 893; Watt, vi, Pt. 1, 287.

জন্মস্থান—সমগ্র বঙ্গদেশ এবং সমগ্র ভারতে চাষ হয়। হুগলী, হাওড়া ও ২৪-পরগনায় প্রচুর চাষ হয়।

বিভিন্ন নাম—বা. পান; সং. তাম্বুল; তা. বেত্তিলী; তে. তামাল-পাকু।

ব্যবহায্য অংশ—পত্র। মাত্রা ২ হইতে ২ তোলা।

বর্ণনা—লতানে গাছ, ডাঁটা শক্ত। পাতা ৩ হইতে ৮ ইঞ্চি লম্বা, ডিম্বাকৃতি, অগ্রভাগ সরু, বৃত্তদেশে স্থাপিতাকৃতি; বোটা ২ হইতে ২ ইঞ্চি। পুষ্পদণ্ড ৩ হইতে ৬ ইঞ্চি, দ্বী-পুষ্পদণ্ড আরও লম্বা। ফলের ব্যাস ৬-৮ ইঞ্চি, শীসযুক্ত। ইহার অনেক গাছ দ্বীজাতীয় আছে (Brandis)। মার্চ হইতে মে মাস পর্যন্ত ইহার ফুল ও ফল হইয়া থাকে। অনেক রকমের পান আছে, যথা—বাক্সালা পান, ছাঁচি পান, মিঠে পান, কর্পূরগন্ধযুক্ত মিঠে পান, ইত্যাদি। এই সব পানের আশ্বাদও বিভিন্ন প্রকার, এবং গুণেরও একটু পার্থক্য আছে।

ঔষধার্থে ব্যবহার—বৈজ্ঞ মতে ইহার দশটি গুণ আছে। ইহা অন্ন, তিক্ত, উত্তেজক, মিঠে, লবণাক্ত, ধারক, বাতঘ্ন, স্লেষ্মা, কৃমি ও দুর্গন্ধনাশক। পান খাইলে মুখ পরিষ্কার হয়। ইহা কামোদ্দীপক এবং উত্তেজক। কথিত আছে, পান স্বর্গ হইতে অর্জুন চুরি করিয়া আনেন

এবং নিষ্কের বাগানে রোপণ করেন। প্রাচীন বৈজ্ঞানিকের মতে প্রাতঃকালে আহারের পর এবং রাত্রিতে শুইবার সময় পান খাইতে হয়। সুশ্রুত বলেন, ইহা উত্তেজক, পেটকাপা নিবারক ও ধারক। পান গলার স্বর উন্নত করে ও মুখের দুর্গন্ধ নষ্ট করে। ইহার রস অপরাপর ঔষধের অম্লপান রূপে ব্যবহার হয়। পানের বোটার রেড়ীর তৈল মাখাইয়া বালকদের মলদ্বারে প্রবেশ করাইলে কোষ্ঠবদ্ধতা দূর হয়। পান কপালে দিলে মাথাধরা আরাম হয়, ফোড়ায় দিলে ফোড়া বসিয়া যায় এবং স্তনে দিলে দুগ্ধ কমিয়া যায়। পান হইতে নিকাশিত তৈল গলাফুলা এবং সর্দিতে হিতকর, ইহার ফল মধুর সহিত খাইলে সর্দি আরাম হয়। ইহার শিকড় খাইলে স্ত্রীলোকদিগের আর সন্তান হয় না। চক্ষে কোন প্রকার দ্রবণ হইলে পানের রস দিলে দ্রবণ লঘব হয়। পানের রস চক্ষে দিলে রাতকানা আরাম হয় (B. D. Basu)।

সাতটা পান পেষণ করিয়া কিছু সৈন্ধব লবণ যোগে গরম জলের সহিত পান করিলে স্রীপদ (গোদ) আরাম হয়। পানের তৈল কফজ পীড়া, স্বরদ্রব ও শ্বাসনালীর প্রবাহে হিতকর। একবিম্ব পানের তৈলের অভাবে চারিটা পানের রস দেওয়া যাইতে পারে (Dymock, iii, 186)। পানের ভিতর একটু জল লইয়া অল্প আগুনের উপর ধরিয়া গরম করিয়া তিনবার খাইলে গলার বেদনা কমিয়া যায়।

প্রসূতির স্তনে পান স্থাপন করিলে ফুলা নষ্ট হইয়া দুগ্ধস্রাব কমিয়া যায়। পানের পাতা ক্ষত স্থানে দিলে ক্ষত শুকাইয়া যায়। (Fig. 502.)

503. *Piper nigrum* Linn. (গোলমরিচ)

Fig.—Bot. Mag., t. 3139; Benth. and Trim., t. 245.

Ref.—F. B. I., v, 90; Roxb. F. I., i, 150; B. P., ii, 893; Watt, VI, Part I, 260.

জন্মস্থান—সমগ্র ভারতে চাষ হয়।

বিভিন্ন নাম—বা. গোলমরিচ; হি. কালমরিচ; সা. মরিচ; তা. মিলাণ্ড; তে. মিরিয়ালু; Eng. Black-pepper।

ব্যবহার্য অংশ—বীজ ও ফল। মাত্রা ২-২ আনা।

বর্ণনা—মোট লতানে গাছ, শাখার গাঁইটে শিকড় হয়। পত্রের শিরা ৫টি; ৫-৭ ইঞ্চি লম্বা এবং ২-৫ ইঞ্চি চওড়া, ডিম্বাকৃতি, পত্রের বৃহৎদেশ সন্ধ ও গোলাকার; বোটা ২-১২ ইঞ্চি মোটা। পটল গাছের স্থায় মরিচের লতার কোনটীতে পুংপুষ্প কোনটীতে স্ত্রীপুষ্প থাকে, একটা লতায় কদাচ ২ প্রকার ফুল থাকে। স্ত্রীপুষ্পের পুষ্পদণ্ডের পত্র ছোট। ফুল একলিঙ্গ বিশিষ্ট, পুংপুষ্পে দুইটা পুষ্পরেণু বহন করে। ইহার ফুল দেখিতে স্থান্য নহে, বায়ুর দ্বারা ইহাদের মিলন-কার্য্য হয়, এইজন্য যে দিক হইতে বায়ু প্রবাহিত হয় সেই দিকে পুংলতা এবং তাহার পর স্ত্রীলতা রোপণ করিলে গর্ভাধান-কার্য্য বেশ ভাল হয়। ফল গোলাকার,

বোটা ছোট, ফল পাকিলে লালবর্ণ হয়, শ্বাস অতিশয় পাতলা। গ্রীষ্ম ও বর্ষাকালে ফুল ও ফল হয়।

ঔষধার্থে ব্যবহার—মরিচ মালাবার দেশে বহুকাল হইতে চাষ হয়। ইহা অবিরাম জ্বর, রক্ত অর্শ, অম্ব, সর্দি, গনোরিয়া ও পেটকাপায় ব্যবহার হয়। মরিচ চূর্ণের সহিত পিপুল ও আদা খাইলে অম্বরোগে উপকার পাওয়া যায়।

গোলমরিচ বাহ্যিক প্রলেপ দিলে চামড়া লালবর্ণ হয়। কঠিন অবিরাম জ্বরে ও পেট কাপার সহিত অম্বরোগে হিন্দুবা খেত ও কৃষ্ণবর্ণ মরিচ ব্যবহার করে। একসের জলে এক চামচে মরিচ সিদ্ধ করিয়া একপোয়া থাকিতে যে কাথ হয় সেই কাথ সমস্ত রাত্রি শীতল জলে রাখিয়া প্রাতে ৭ দিন খাইলে অম্বরোগ নিবারণ হয়।

গোলমরিচ মূত্রকর, ঋতু উৎপাদক। বোলতা ও ভিমরুল কামড়াইলে গোলমরিচ উত্তেজক রূপে ব্যবহার করিলে যক্ষণা কমিয়া যায়। গোলমরিচ ও পেঁয়াজ বাটিয়া কেশে লাগাইলে কেশ বৃদ্ধি হয়। দধিতে মরিচ ঘর্ষণ করিয়া সেই দধির অঞ্জন লইলে রাতকানা আরাম হয় (বাগ্‌ভট্ট)। ঘৃত, চিনি ও মধুর সহিত গোলমরিচ লেহন করিলে কাশ আরাম হয় (চরক)। মরিচ চূর্ণের সহিত ঘৃত ভক্ষণ করিলে ঘৃত বেশ পরিপাক হয় (ভাবপ্রকাশ)। মধু ও অশ্বের লালার সহিত মরিচ ঘষিয়া চক্ষে অঞ্জন দিলে অতিনিদ্রা দূর হয়। পীনস রোগে পুরাতন গুড় ও দধির সহিত মরিচ চূর্ণ পান করিবে (ভাবপ্রকাশ)। মাহুঘের লালার সহিত মরিচ চূর্ণ ঘর্ষণ করিয়া নেত্রে অঞ্জন দিলে নষ্টনিদ্রা ব্যক্তির নিদ্রা আসিয়া থাকে (বহুসেন)। বিষাক্ত কীটে দংশন করিলে ভিনিগারের সহিত মরিচ চূর্ণ দিয়া দষ্টস্থানে প্রলেপ দিলে উপকার পাওয়া যায়। শোথগ্রস্ত শিশুকে নবনীতের সহিত মরিচ চূর্ণ খাওয়াইলে শোথ আরাম হয়।

গোলমরিচ বিষদোষ নাশক, দীপনীয় এবং কুমিনাশক। সজ্জগ্রহতা স্ত্রীলোককে ঘৃণের সহিত মরিচ চূর্ণ সেবন করাইলে গায়ে বদনা ও স্ফটিকা দোষ নষ্ট হইয়া প্রসূতি শীঘ্র সবল হয়।

ইহার ফুলের রস চিনির সহিত খাইলে পিপাসা, শারীরিক বেদনা ও অলসতা দূর হয়। মরিচ অধিক মাত্রায় সেবন করিলে মূত্রবৃদ্ধি, মূত্রবস্তুর উত্তেজনা, বমন ও পেট বেদনা আরাম হয়। ইহা গনোরিয়া, অর্শ ও শুক্রমেহ রোগে বিশেষ হিতকর। (Fig. 503).

504. Piper Cubebe Linn. (কাবাবচিনি)

Fig.—Bentl. & Trim., t. 243.

Ref.—Dymock, iii, 180.

জন্মস্থান—যাবা ও মলুকস দ্বীপপুঞ্জ।

বিভিন্ন নাম—সং. কঙ্কোলক; হি. শীতলচিনি; পারস্ত, বা. কাবাবচিনি; তা. বিলমি-লাফু; তে. টোকা-মিরিয়ালু; Eng. Cubebs.

ব্যবহার্য অংশ—ফল; মাত্রা ২-৮ খানা; তৈল, ৫-২০ ফোটা।

বর্ণনা—যাবা দেশীয় বৃক্ষারোহী গুল্ম, কাণ্ড বক। পত্র শাখার বিপরীত দিকে অবুগ্ধ ভাবে জন্মে। পত্র ৬ ইঞ্চি লম্বা, ডিম্বাকৃতি, অগ্রভাগ সরু ও বৃত্তদেশ ক্রমশ সরু; বৃত্ত মোটা, পাতায় বহু শিরা আছে। ফুল একলিঙ্গ বিশিষ্ট ছোট, ফুলের বোটা ক্ষুদ্র, পুষ্পদণ্ডে ঘন ঘন ফুল হয়। পুষ্পদণ্ড নরম ১ ইঞ্চি লম্বা, স্ত্রীপুষ্পদণ্ড আরও ক্ষুদ্র, পুরু মাংসল। পুষ্পের বহির্কাস নাই, পুষ্পের ২০টি। স্ত্রীপুষ্পেরও বহির্কাস নাই, স্তম্ভ লোমযুক্ত। ফল গোলাকার মস্তক ১ ইঞ্চি লম্বা। কাবাব চিনি দেখিতে গোলমরিচের মত, তবে কাবাবচিনির বোটা লম্বা, বোটা ফলে লাগিয়া থাকে, গোলমরিচের তাহা থাকে না; ইহার উপরের আচ্ছাদন (খোসা) অতিশয় কৌকড়ান। অগষ্ট ও সেপ্টেম্বর মাসে ফুল ও ফল হয়।

ঔষধার্থে ব্যবহার—কাবাবচিনি উগ্র, জ্বরনাশক ও বলকারক। ইহা প্রধানতঃ মুখের ক্ষতে ব্যবহার হয়। শ্বস্ম রোগ ও যকৃতের ক্রিয়ায় ব্যাঘাত হইলে কাবাবচিনি ব্যবহৃত হয়। ইহা একটা মূত্রকর ঔষধ। পাথরী রোগে কাবাবচিনি ব্যবহার করিলে উহা ক্রমে ক্রমে কমিয়া যায়। Ibn Sina বলেন যে কাবাবচিনি সন্তোষ-ইচ্ছা বাড়াইয়া দেয়।

মদন পাল ইহাকে Katuka-kola অর্থাৎ ঝাল মরিচ বলেন। মুসলমান বৈজ্ঞানিক ইহার ইন্দ্রিয়ের উত্তেজক গুণের জন্য Hab-el-arus (হ্যাবেল আরাস) অর্থাৎ Bridegroom's berry বলেন।

ইহার মূত্র ও জনন যন্ত্রের উপর ক্রিয়া আছে (Pharm. Ind.).

ইহা তিক্ত, উষ্ণ, লঘু, কটিকর, হৃদরোগনাশক, কফ, পিত্ত ও বাতনাশক, মুখের দুর্গন্ধ নাশক, অগ্নিবর্ধক ও পাচক (ভাবপ্রকাশ)। কাবাবচিনি শ্বেতপ্রদর, মূত্রনাশ ও অর্শরোগে হিতকর। ইহা উত্তেজক বলিয়া মূত্রযন্ত্রের পীড়া ও কফ রোগে ব্যবহার হয়। কাবাবচিনির তৈল গোলাপ জলের সহিত মাখায় দিলে মাথা ধরা আরাম হয়। ইহা উপদংশ জনিত ক্ষতে প্রদান করিলে ক্ষত আরাম হয় (R. M. Khory, 517)।

গনোরিয়া, প্রদর, মেহ, শ্বেতপ্রদর ও বক্ষপ্রদাহ রোগে ইহার গুঁড়া ব্যবহার করিলে উপকার পাওয়া যায়। পুরাতন রক্তক্ষর্শ ও স্নায়বীয় রোগে বেশ ফল পাওয়া যায়। ইহার তৈল উত্তেজক ও পেটকাঁপা নিবারক। (Fig. 504.)

505. Piper chaba Hunter (চৈ)

Fig.—Wight, Ic., t. 1927; Miq. Ill. Pip., t. 34; Kirtikar & Basu, Ind. Med. Pl., t. 822.

Ref.—F. B. I., V, 83; Roxb., F. I., i, 158; B. P., ii, 93; Prain., H. H., 270.

জন্মস্থান—আদিম জন্মস্থান মালয় দ্বীপপুঞ্জ, ভারতে এবং বঙ্গদেশে চাষ হয়। হুগলী ও হাওড়া জেলার স্থানে স্থানে জন্মে। ফরিদপুর ও খুলনা জেলায় বহু পরিমাণে জন্মে।

বিভিন্ন নাম—বা. চৈ ; হি. চব ; সং. চবিকা ; গুজ. চবক ; তে. সেবামু।

ব্যবহার্য অংশ—কাণ্ড, মূল ও ফল।

বর্ণনা—লতানে বর্ষজীবী ও বহুবর্ষজীবী উদ্ভিদ; মূল হইতে গাছ বাহির হয়। শাখা শক্ত, শুকাইলে ফিকে রংবিশিষ্ট হয়। শাখার গাঁটগুলি ক্ষীত। ইহার পাতা পান অপেক্ষা ক্ষুদ্র, মেপিতে পান পাতার ছায়। বোটা পান অপেক্ষা ক্ষুদ্র। পত্র ৫-৭ ইঞ্চি লম্বা, ২½-৩½ ইঞ্চি চওড়া, উপর দিক উজ্জ্বল, তিন হইতে পাঁচটি শিরা আছে, বোটা ½-১ ইঞ্চি। পুষ্প ও শাখা প্রশাখা বিশিষ্ট। ইহাতে অনেক ফল হয়, ফলের ব্যাস ১ ইঞ্চি, ফল পিপুল অপেক্ষা লম্বা ও মোটা। সমগ্র গাছটা কাল। ইহার ফলকে কেহ কেহ গজপিপ্পলী বলে। বর্ষার শেষে ইহার ফুল ও ফল হইয়া থাকে।

চবিকায়ঃ ফলঃ প্রায়েঃ কথিতা গজপিপ্পলী।

ঔষধার্থে ব্যবহার—ইহা মরিচ ও পিপুলের ছায় গুণবিশিষ্ট, উত্তেজক ও পেটকাপা নিবারক। ইহার অর্শ হইতে রক্তস্রাব নিবারণ করিবার শক্তি আছে। সন্ধি, কাশি, স্বরভঞ্জে অপরাপর ঔষধের সহিত চৈ ব্যবহৃত হয় (Dutta, Hindu Met. Med., 245)। ইহার মূল সিদ্ধ করিয়া খায়। ফল উত্তেজক, সন্ধি-নিবারক, পেটকাপা-নিবারক এবং সন্ধি-নিঃসারক। (Fig. 505.)

LXXXVII. MYRISTICAE

Genus—MYRISTICA Linn.

506. *M. fragrans* Houtt. (জৈত্রী)

Fig.—Bentl. & Trim., iii, t. 218 ; Bot. Mag., t. 2756 and 2757.

Ref.—F. B. I., v, 102 ; Roxb., F. I., iii, 843 ; Roxb., Cor., Pl., iii, 267 ; Dymock, iii, 192.

জন্মস্থান—মালয় উপদ্বীপ, পিনাং, মালয় দ্বীপপুঞ্জ, দক্ষিণ ভারত।

বিভিন্ন নাম—হি. বা. জাম্বফল, জৈত্রী ; সং. জাতিফল, জাতীপত্রী, জম্বী ; তে. জাইকেয় ; তা. জাদীপত্রী ; Eng. Nutmeg।

ব্যবহার্য অংশ—বীজ এবং ফল।

বর্ণনা—বড় গাছ, সরলভাবে উঠে, শাখাগুলি অবনত। পত্র চামড়ার ন্যায় শক্ত, লম্বাকৃতি, বৃহৎমিশ্র সূত্র, পাতার উপরিভাগ গাঢ় সবুজবর্ণ, নিম্নভাগ ফিকে পীত ধূসরবর্ণ, পাকা পাতা লাল ধূসরবর্ণ, শিরা নীচে থাকে; বোটা $\frac{1}{2}$ - $\frac{1}{3}$ ইঞ্চি লম্বা। পুষ্পদণ্ড ১-২ ইঞ্চি, ফুল $\frac{1}{2}$ ইঞ্চি লম্বা, ছোট গন্ধপূর্ণ ও পীতবর্ণ। পুষ্পকেশর লম্বা ৬-১০ ইঞ্চি। ফল গোলাকার একটু লম্বা, $\frac{1}{2}$ ইঞ্চি হইতে ৩ ইঞ্চি লম্বা, দেখিতে ছোট কাসপাতির ন্যায়। গায়ে লম্বা লম্বা দাগ আছে। খোসা $\frac{1}{2}$ ইঞ্চি পুরু, দেখিতে পীতের আভাযুক্ত খেতবর্ণ। উপরের আভরণ অতিশয় শক্ত। ফলে শাঁস আছে। বীজ $\frac{1}{2}$ ইঞ্চি লম্বা ডিম্বাকৃতি। ফল পাকিলে আপনাআপনি ফাটিয়া যায় এবং জৈত্রী বাহির হয়। লোকে জৈত্রী অংশ বাহির করিয়া ফলের বীজ বাজারে বিক্রয় করে, ইহাকে জায়ফল বলে। বর্ষার আগে ফুল ও পরে ফল হয়।

ঔষধার্থে ব্যবহার—সংস্কৃত বৈদ্যদিগের মতে ইহা উষ্ণ, পরিপাককারক, কৃমি, সন্ধি ও পেটকাঁপা নিবারক (স্থলত-)।

মুসলমান বৈদ্যেরা বলেন, ইহা উত্তেজক, হৃদয়কারক, বলকারক ও রসায়ন। ইহা কলেরার ন্যায় উদরাময়, প্রীহা ও যকৃৎ রোগে ব্যবহার হয়। ইহার মণ্ড মাখায় দিলে মাথাধরা ও অপরাপর স্নায়বিক রোগ নাশ করে, চক্ষের উপর প্রলেপ দিলে চক্ষের জ্যোতি বাড়াইয়া দেয়। ইহা হইতে নিষ্কাশিত তৈলকে জৈত্রী তৈল বলে। গাছের ছাল ধারক, উদরাময় ও রক্ত আমাশয়ে হিতকর।

জাতিফলের তিনটি ভাগ আছে, প্রথমতঃ ফলের খোলা, দ্বিতীয়তঃ ফল ফাটিয়া যাইলে বীজের গাত্রে নানা ভাগে বিভক্ত একপ্রকার নরম দ্রব্য (fleshy Aril) দেখিতে পাওয়া যায়, ইহাকে জৈত্রী বলে। জৈত্রী পীতবর্ণ, টিপিলে ভাঙ্গিয়া যায়। ইহাতে মিষ্টান্ন প্রভৃতি খাওয়া য়া করে। ইহার তৃতীয় অংশটি ফলের বীজ, দেখিতে মুগীর ডিমের মত। আমবোয়ানা ও নিউগিনি দেশে ইহার চাষ হয়। পুংগাছ অপেক্ষা স্ত্রীগাছ সচরাচর অধিক দেখা যায়।

জায়ফলের তৈল অপর তৈলের সহিত মিশ্রিত করিয়া বাতে মালিস করিলে বাত আরাম হয় (R. N. Khor, iii, 524)। ইহা পেটকাঁপা নিবারক ও উত্তেজক। অধিক মাত্রা সেবন করিলে মত্ততা-আনয়ন করে ও কর্পূরের ন্যায় ক্ষতিকারক। জায়ফল মূহ উদরাময়, পেটকাঁপা, পেটবেদনা এবং অন্যান্য রোগে ব্যবহার হয়। (Fig. 506.)

LXXXVIII. LAURINEAE

Genus—CINNAMOMUM Bl.

507. C. tamala Fr. Nees (ভেজপাত)

Fig.—Wight, Ic., t. 140; Kirtikar & Basu, Ind. Med. Pl., t. 826.

Ref.—F. B. I., v, 128; Roxb., ii, 297; B. P., ii, 599; Prain., H. H.,

জন্মস্থান—আদিম জন্মস্থান পূর্ব হিমালয় প্রদেশ। ত্রিপুরা, উত্তরপূর্ব ও মধ্যবঙ্গে বাগানে রোপণ করে; হগলী হাওড়া প্রভৃতি জেলার অনেক বাগানে দেখা যায়। ব্রহ্মদেশ; থাইল্যান্ড; ইন্দোচীন।

বিভিন্ন নাম—বা. তেজপাতা; হি. তালিশপাতর, শিলকাষ্ঠি; তা. তে. তালিশপত্রী।

ব্যবহার্য অংশ—পত্র ও ছাল।

বর্ণনা—মাঝারি, উগ্র গন্ধ বিশিষ্ট গাছ। কাষ্ঠ লালের আভাযুক্ত ধূসরবর্ণ। পত্র ৪-৫ ইঞ্চি লম্বা, হৃদয় লোমযুক্ত, তিনটি শিরাবিশিষ্ট। পত্র ডালের দুইদিকে একটির পর আর একটি হয়, বোটা $\frac{1}{2}$ ইঞ্চি লম্বা, কচি পাতা লালবর্ণ। ফুলের ব্যাস $\frac{1}{2}$ ইঞ্চি। পুংকেশর নয়টি, ছয়টি বাহিরে থাকে, তিনটি ভিতরে থাকে। ফল পাকিলে কৃষ্ণবর্ণ হয়। ইহা $\frac{1}{2}$ ইঞ্চি লম্বা। Cassia Cinnamon or C. Lignea এই গাছ হইতে পাওয়া যায়। ইহার ফুলকে Cassia Buds বলে। ডাক্তার Kurz বলেন, ইহার শিকড়ের ছাল প্রকৃত দারুচিনির তুল্য। ইহার শিকড়ের ছাল দারুচিনির সহিত ভেজাল দিয়া থাকে। ডাক্তার Gamble বলেন, এই গাছের ছাল বাজারে (Taj) তাজ বলিয়া বিক্রয় হয়। মার্চ এপ্রেল মাসে ইহার ফুল ও ফল হয়।

ঔষধার্থে ব্যবহার—পঞ্জাবদেশে ইহার পাতা উত্তেজক বলিয়া বাতে ও পুরাতন উদরাময়ে ব্যবহার হয়। ইহার ছাল গনোরিয়া নাশক। প্রসবের পর শ্রাব বন্ধ হইলে ইহার কাথ কিম্বা গুঁড়া সেবন করাইলে বিশেষ ফল পাওয়া যায়। ইহাতে শ্রাব নির্গত হইয়া শরীরের মানি কাটিয়া যায় (Watt)। তেজপাতা, দারুচিনি এবং এলাচ এই তিনটিকে ত্রিজাত বলে। ইহাদের যোগে অনেক সুগন্ধি ঔষধ প্রস্তুত হয়। (Fig. 507.)

508. C. Zeylanicum Bl. (দারুচিনি)

Fig.—Wight, Ic., t. 123, 129, 134; Bot. Mag., t. 1636; Kirtikar & Basu, Ind. Med., Pl. t. 830A.

Ref.—F. B. I., v, 131; Roxb., F. I., ii, 295; B. P., ii, 899; Kurz, For. Fl. ii, 287.

জন্মস্থান—লঙ্কাদ্বীপের বনে বহু পরিমাণে জন্মে, ব্রহ্মদেশের টেনাসিরিমের জঙ্গলে দেখা যায়; ব্রহ্মদেশের কোন কোন বাগানে রোপণ করে, শিবপুর বোটানিক গার্ডেনে দারুচিনির গাছ আছে।

বিভিন্ন নাম—বা. হি. দারুচিনি; তা. কারুয়া; তে. সানলিফু; বখা—লুলেঙ্গ কাইয়া।

ব্যবহার্য অংশ—ছাল। মাত্রা—চূর্ণ, ১-৪ খানা; কাথ, ১-৪ তোঃ।

বর্ণনা—ইহার আদিম জন্মস্থান সিংহল দ্বীপ। ছাল ধূসরবর্ণ, খসখসে, $\frac{1}{2}$ - $\frac{3}{4}$ ইঞ্চি পুরু।

কাঠ ফিকে লালবর্ণ, অতিশয় শক্ত নহে। পত্র শাখার বিপরীত দিকে হয়, চম্বৎ, সূক্ষ্মলোম-যুক্ত, উপরিভাগ উজ্জ্বল, শিরা ৩-৫টা আছে। কচি পাতা গোলাপী রংবিশিষ্ট। ফুল ধূসরবর্ণ, পশমের মত, ইহার ব্যাস ৬-৮ ইঞ্চি। ফল গাঢ় বেগুনে রং বিশিষ্ট, ৬-১ ইঞ্চি লম্বা। বসন্তকালে ইহার ফুল ও ফল হয়।

দারুচিনির গার্হস্থ্য ঔষধ—দারুচিনির গুঁড়া ১ ড্রাম, হরিতকী ৪ ড্রাম, জল ৪ আউন্স একত্রে মিশ্রিত করিয়া ১০ মিনিট সিদ্ধ করিলে একটি উত্তেজক ঔষধ প্রস্তুত হয়।

গুঁড়া দারুচিনি ১ ড্রাম, খদির ৩ ড্রাম, গরম জল ১০ আউন্স লইয়া, খদির ও দারুচিনি ২ ঘণ্টা ভিজাইবার পর ছাকিয়া ২ চামচ দিবসে ৩ বার সেবন করিলে উদরাময় আরাম হয়।

গুঁঠ ১০ গ্রেণ, দারুচিনি ১০ গ্রেণ, বড় এলাচ ১০ গ্রেণ একত্রে গুঁড়া করিয়া আহারের পূর্বে সেবন করিলে অজীর্ণ ও পেটকাঁপা আরাম হয়।

দারুচিনি ১ ড্রাম, লবঙ্গ ১০ গ্রেণ, আদা ৩০ গ্রেণ এইগুলি একত্রে জলে ১০ মিনিট সিদ্ধ করিবার পর, ২ আউন্স মাত্রায় ৩ ঘণ্টা অন্তর সেবন করিলে ইনফ্লুয়েন্সার আরাম হয়।

দারুচিনি ১ ড্রাম, মৌরী ৬ ড্রাম, যষ্টিমধু কিসমিস প্রত্যেক ১ ড্রাম, মিষ্ট বাদাম (*Prunus amygdalus var amara*) ৩ ড্রাম, তিক্ত বাদাম (*P. amygdalus var dulcis*) ১ ড্রাম, চিনি ১ ড্রাম; এইগুলি গুঁড়াইয়া এক একটি ৫ গ্রেণ বটিকা প্রস্তুত করিতে হইবে। ঐ বটিকা দিবসে কয়েকবার সেবন করিলে সর্দি আরাম হয়।

ইহার ছাল *British Pharmacopoeia*তে ব্যবহৃত হয়। *Taj* কিংবা *Kalfah* কিংবা ভারতীয় দারুচিনি প্রধানতঃ *C. Tamala*, *C. iners* এবং *C. nitidum* গাছের ছাল হইতে সংগৃহীত হয়। ইহা *C. Zeylanica* অপেক্ষা নিকৃষ্ট। *C. Tamala* হিমালয় প্রদেশে এবং শেখোক্ত দুইটা দাক্ষিণাত্যে জন্মে। সিংহলের দারুচিনি চীন দেশীয় দারুচিনি অপেক্ষা উৎকৃষ্ট। সিংহলের দারুচিনি দেখিতে পীতভ, তাম্রবর্ণ ও পাতলা। চীন দেশীয় দারুচিনি ভাঙ্গিলে মড় মড় শব্দ হয়, ইহার স্বাদ মিষ্ট ও ঝাল। ভারতীয় দারুচিনি কৃষ্ণবর্ণ ও মোটা, ইহার গন্ধ অতিশয় তীব্র।

ঔষধার্থে ব্যবহার—ভারতীয় দারুচিনি কটু, তিক্ত ও ঝাড়া, কফ ও কণ্ডুনাশক। ইহা আমাশয় রোগে প্রযোজ্য এবং কৃমিনাশক, কফ ও গুরু বৃদ্ধিকর। দারুচিনির তৈল আক্ষেপ, বমন, দন্তরোগ ও দন্তশূল নিবারণ করে। ইহা ধারক ও রক্তস্রাবকারী।

দারুচিনি বলকারক ও উত্তেজক ঔষধ। ইহার ছাল ও পত্র সৌগন্ধযুক্ত, ইহা হইতে তৈল নিষ্কাশিত হয়। গাছের ছাল তুলিয়া বোত্রে দিলে কৌকড়াইয়া যায় ও দারুচিনি হয়, ইহা ৬ ইঞ্চি পুরু। সিংহলের নিগধু নামক স্থানের দারুচিনি অতিশয় উৎকৃষ্ট। দারুচিনি অপরাপর ঔষধের সহিত উত্তেজক ঔষধরূপে ব্যবহৃত হয়। চাখড়ির (*Chalk*) যোগে ইহার ধারকতা শক্তি বৃদ্ধিত হইয়া উদরাময় রোগ আরাম করে। (Fig. 508.)

509. C. Camphora Nees (কপূর)

Fig.—Bentl. & Trim., t. 2:2; Wight, Ic., t. 1818.

Ref.—F. B. I., v. 134; B. P., ii, 899; Watt, ii, Pt. i, 317; Dymock, iii, 199; Prain, H. H., 270.

জন্মস্থান—আদিম জন্মস্থান চীনদেশ ও জাপান; বঙ্গদেশের কোন কোন বাগানে চাষ হয়। শিবপুর বোটানিক গার্ডেনে অনেক গাছ আছে।

বিভিন্ন নাম—বা. কপূর; হি. পারশ্র, আরম কফুর; তা. তে. কপূরস।

ব্যবহার্য অংশ—কপূর, কপূর তৈল।

বর্ণনা—কপূর গাছ ৩০-৪০ ফুট উচ্চ হয়। পত্র ডালের বিপরীত দিকে মুগ্ধ অথবা অমুগ্ধভাবে জন্মে, সাধারণতঃ ৩টা শিরা বিশিষ্ট। ফুল ছোট, উভয় লিঙ্গবিশিষ্ট। স্ত্রীপুষ্প সাধারণতঃ অপেক্ষাকৃত বড় হয়; পুংকেশর ২টা। ফুলের রং ফিকে সবুজের আভাযুক্ত পীতবর্ণ। ফল জামের মত, বীজ পাতলা খোলায় থাকে। মার্চ ও এপ্রেল মাসে ফুল ও ফল হয়। বিস্তৃত কপূর আমাদের দেশে অতি অল্প থাকে। বোম্বাই অঞ্চলে এই অধিস্তৃত কপূর শোধন করিয়া লয়। জাপান হইতে যে কপূর আসে উহা বৃহৎ ও চারকোণা, ইহা ইউরোপীয় কপূরের তুল্য। কপূর জাপান হইতে চীন দেশ হইয়া ভারতে আমদানী হয়। এক একটা কপূর গাছ হইতে ৪৫ সের কপূর জন্মে। পক কপূর ডাল ও পাতা শুকিলে কপূরের মত গন্ধ পাওয়া যায়।

ঔষধার্থে ব্যবহার—সংস্কৃত লেখকদের মতে কপূর দুই প্রকার, পক ও অপক। এক প্রকার উত্তাপ দিয়া ও অপর প্রকার বিনা উত্তাপে প্রস্তুত হয়, ইহাদের মধ্যে অপক কপূরই উৎকৃষ্ট। অপক কপূর সম্ভবতঃ বোর্নিও দ্বীপ হইতে Shorea Camphorifera Roxb. গাছ হইতে এবং পক কপূর চীন দেশ হইতে C. Camphora গাছের কাষ্ঠ হইতে প্রস্তুত হয়।

কপূর হইতে এক প্রকার তৈল প্রস্তুত হয়, উহাকে কপূর তৈল বলে। ইহা বোর্নিও দেশের কপূর গাছ হইতে প্রস্তুত হয়। কপূর উদ্ভেজক, পেটকাঁপানিবারক এবং কামোত্তেজক। ইহা জ্বর, উদরাময়, ধূম্রভঙ্গ, সর্দি ও চক্ষুরোগে হিতকর। কপূর হইতে কপূর রস প্রস্তুত হয়। হিন্দুল, অহির্ফেন, কপূর, মুখা, কুরচী বীজ, জাহফল এইগুলি সমপরিমাণ লইয়া ৪ গ্রেণ বটিকা প্রস্তুত করিয়া জলের সহিত সেবন করিলে উদরাময় আরাম হয়।

হিন্দুলমহিফেনঞ্চ মুস্তকেদ্রব্যং তথা।

জাতীফলঞ্চ কপূরম্ সর্দং সমম্ভ দত্ততঃ ॥

জলেন বটিকা কার্য্যা হিঙ্গকাপরিমাণতঃ।

জ্বরাতিসারিণে চৈব তথাতিসাররোগিণে ॥

গ্রহণীয়ত্বপ্রকারে চ রক্তাতিসার উদগে

অত্র কেচিৎ টঙ্গনমপ্যেকভাগমিচ্ছন্তি। রসরত্নাবলী

কপূর বটের আঠার সহিত বাটিয়া চক্ষে অঞ্জন দিলে শুষ্কদোষ আরাম হয় (বঙ্গসেন) ।

কোন স্থান কাটিয়া গেলে, কপূরচূর্ণ গব্যদুগ্ধ সহ পেয়ণ করিয়া ক্ষতস্থানে তৎক্ষণাৎ লাগাইয়া কাপড় দিয়া বঁধিয়া দিলে ব্যথা কমিয়া যায় । কাণচটা হইলে ঐস্থানে গোময়ের পুঁটুলী দ্বারা স্বেদ দিয়া, ছাগলমূত্রে কপূরচূর্ণ পেয়ণ করিয়া প্রলেপ দিলে উক্ত রোগ আরাম হয় (চক্রদত্ত) । কপূর অতিশয় বৃষ্ণ (ভাবপ্রকাশ) ।

কপূর সেবন করিলে স্ত্রীসম্ভোগস্পৃহা বৰ্দ্ধিত হয়, কিন্তু ইহা বেশীদিন ব্যবহার করিলে জননেদ্রিয়ার অবসাদ আসে । ইহা সেবন করিলে গর্ভাশয়ের উত্তেজনা হয় এবং রক্তস্রাব বৃদ্ধি হয় । অধিক পরিমাণে কপূর ব্যবহার করিলে পাকস্থলীর ও অন্ত্রের প্রদাহ হয় এবং বিষ ভক্ষণের লক্ষণ প্রকাশ পায় । কপূরের মাত্রা বৃদ্ধি হইলে অনেক সময়ে মাহুষ মৃত্যুমুখে পতিত হইতে পারে । কপূরের দ্বারা ক্ষত দৌত করিলে উহা শীঘ্র ভাল হইয়া যায় এবং ক্ষত ব্যক্তি শীঘ্র সারিয়া উঠে । পৃষ্ঠের বাত, গঁটে বাত, পেশীর বেদনায় অলিভ তৈল ৪ ভাগ ও কপূর ১ ভাগ মর্দন করিলে ঐগুলি একেবারে আরাম হইয়া যায় (R. N. Khory, 526) ।

কপূরের একটা ছোট বটিকা জননেদ্রিয়ার প্রবেশ করাইয়া দিলে পুনঃ পুনঃ প্রস্রাবের বেগ কমিয়া আসে ও মেহ আরাম হয় ।

মেহস্রাববোধনেৰ্বা মুখক্ৰান্তাস্তরে শনৈঃ ।

ঘনসারযুতাং বর্দ্ধিকারয়েন্মূত্রনিগ্রহে ॥ ভাবপ্রকাশ

কপূরের কাষ্ঠ খণ্ড খণ্ড কাটিয়া চোষাইয়া লইলে কপূর পাওয়া যায় । তৎপরে ইহা শোধন করিয়া লইলেই ব্যবহারোপযোগী কপূর প্রস্তুত হয় । (Fig. 509.)

Genus—CASSYTHA Linn.

510. C. filiformis Linn. (আকাশবেল)

Fig.—Rheede, Hort. Mal., vii, t. 44.

Ref.—F. B. I., v, 188 ; Roxb. F. I., ii, 314 ; B. P. ii, 904 ; Dymock, iii, 216.

জন্মস্থান—বিহার, ছোটনাগপুর, চট্টগ্রাম, পশ্চিমবঙ্গ, হুন্দরবন, হুগলী, হাওড়া ও শিবপুর বোটানিক গার্ডেনে দেখা যায় ।

বিভিন্ন নাম—বা. আকাশবেল ; সং. আকাশবল্লী ।

ব্যবহার্য অংশ—সমগ্র গাছ ।

বর্ণনা—সব বৃক্ষারোহী লতা ; ইহার কতকগুলি শিকড় আছে, উহার দ্বারা আশ্রিত গাছ হইতে রস টানিয়া বর্দ্ধিত হয় । ডাটা অতিশয় শক্ত ও গোলাকার, শাখা প্রশাখা অনেক হয়,

উহার দ্বারা আশ্রিত গাছকে জড়াইয়া ধরে। পুষ্পদণ্ড ২-২ ইঞ্চি, ফল সূক্ষ্ম লোমযুক্ত মটরের জায় গোলাকার। এই লতাকে স্বর্ণলতা বলিয়া লোকের ভ্রম হয় কিন্তু *Cuscuta reflexa* Roxb. গাছকে আলোকলতা বা স্বর্ণলতা বলে। এই গাছ *Convolvulaceae* গণ (family) হুক্ত। (এই পুস্তকের ৪০২ নং গাছ দ্রষ্টব্য।) ইহা সাধারণতঃ কুল, বাসক, সেগড়া ও বট প্রভৃতি গাছে জন্মে। বৎসরের প্রায় সকল সময়েই আকাশবেলের ফুল ও ফল হয়।

ঔষধার্থে ব্যবহার—এই গাছ বলকারক ও জরনাশক। ইহার শুক্রক্ষরণের শক্তি আছে। মরিসস ঘীণে ইহার কাথ পাকস্থলীর রোগ ও গণ্ডমালা রোগে ব্যবহার হয়। গাছের গুঁড়া তিল তৈলের সহিত কেশে লাগাইলে কেশ শক্ত হয়। ইহার রস তিসির তৈলের সহিত কেশে লাগাইলে কেশ বৃদ্ধি হয়। (Fig. 510.)

Genus—LITSAEA Lamk.

511. *L. sebifera* Pers. (কুকুরচিতে)

Fig.—Roxb., Cor. Pl., ii, 25, t. 147 ; Bot. Reg., t. 898.

Ref.—F. B. I., v, 157 ; Roxb., F. I., iii, 823 ; B. P., ii, 902 ; Watt, v, Pt. 1, 83 ; Prain., H. H., 270.

বিভিন্ন নাম—বা. কুকুরচিতে ; হি. গক্সীজাউর ; তা. মেদালাকতি ; তে. মেদা।

ব্যবহার্য অংশ—ছাল।

বর্ণনা—চিরসবুজ পত্রাচ্ছাদিত বৃক্ষ, ২০-৪০ ফুট উচ্চ, পত্র ৩-৬ ইঞ্চি লম্বা, সূক্ষ্ম লোমযুক্ত নিম্নভাগে কোমল লোম আছে। ছাল ১ ইঞ্চি পুরু ধূসরবর্ণ, কাঠ উজ্জল ও ধূসরবর্ণ। শাখা ও পুষ্পদণ্ডে কোমল লোম আছে। পত্রের শিরা ১০-১২ জোড়া। বৃন্ত ২ হইতে ২ ইঞ্চি লম্বা। ফুল ক্ষুদ্র ক্ষুদ্র গুচ্ছবদ্ধ, ২ ইঞ্চি ; ফুটিবার পূর্বে খেত কিংবা দৈব পীতবর্ণ দেখা যায়। পুষ্পবৃন্ত ২-৩ ইঞ্চি লম্বা। পুষ্পকেশর ২-২০টি হয়। ফলের ব্যাস ২ ইঞ্চি, মটরের জায় গোলাকার। মে জুন মাসে ফুল হয় এবং বর্ষাকালে ফল জন্মে। এই গাছের আরও দুইটি জাতি আছে, যথা—*Var. glabraria* Hook. f. (F. B. I., V, 158 ; B. P. ii, 902), ইহার পাতা বেশী বড়, ডগাটি বেশী সরু ; এবং *Var. tomentosa* Hook f. (F. B. I., V, 1585), ইহার শাখা ঘন ও নরম, পাতা লম্বা অগ্রভাগ সরু।

ঔষধার্থে ব্যবহার—ইহার আঠা এবং ছাল একটা বিখ্যাত ঔষধ। ইহা শিথলকর মুহুধারক, উদরাময় ও রক্ত আমাশয় রোগে ব্যবহার হয়। Dr. Irvine বলেন যে ইহা একটা কামোদ্দীপক ঔষধ ; ইহার টার্টিকা গুঁড়া জলে কিংবা দুগ্ধে গুলিয়া প্রলেপ দিলে ভ্রম স্থানের বেদনা নিবারণ হয় এবং ক্ষত স্থানে বাধিয়া দিলে ক্ষত শীঘ্র সারিয়া যায়। বিছা ও বোলতা কামড়াইলে সেই স্থানে ইহা দিলে জ্বালা ও ফুলা কমিয়া যায়। ইহার ফল হইতে নিষ্কাশিত তৈল বাতের

পক্ষে হিতকর। এই গাছের পাতার গন্ধ অতি মনোহর। ইহার দেশীয় নাম “মবদালকরী”। কোন হিন্দু বৈদ্যশাস্ত্রে ইহার বর্ণনা নাই কিন্তু দেশীয় নাম দেখিয়া ইহাকে আয়ুর্বেদীয় মেদার স্থানে ব্যবহার করা যাইতে পারে। মেদা অষ্টবর্গের মধ্যে একটি গাছ। মারহাট্টা দেশীয় কৃষকেরা ইহার ফলকে দেখিতে মরিচের ছায় বলিয়া “মিরি” বলিয়া থাকে। এই গাছের বীজ তৈলময়। ইহা হইতে এক প্রকার খেত চর্মির মত পদার্থ বাহির হয়। (Fig. 511.)

512. *L. polyantha* Juss. (বড় কুকুরচিতে)

Fig.—Roxb., Cor. Pl., ii, 26, t. 148, Brand., For. Fl., 3807, t. 45.

Ref.—F. B. I., v, 162 ; Roxb., F. I., iii, 821 ; B. P., ii, 903 ; Watt, v, P. I., 182 ; Prain, H. H., 271.

জন্মান্তরান—সমগ্র বঙ্গদেশে বনের মধ্যে এবং গ্রামের কিনারায় জঙ্গলে সাধারণতঃ দেখা যায়।

বিভিন্ন নাম—বা. বড় কুকুরচিতে ; হি. মেদা ; তা. নর-মাম্বী-নর ; মারহাট্টা—রণখা।

বর্ণনা—মধ্যম আকৃতি চিরসবুজ পত্রাচ্ছাদিত বৃক্ষ। ছাল ঘন দূসরবর্ণ, মসৃণ, কর্কের মত। গাছ ২০-৪০ ফুট উচ্চ হয়। শাখাগুলি মোটা। পত্র ১-২ ইঞ্চি ; নিচেকার শিরাগুলি শক্ত, ৪-১০ ছোড়া হয়। বোটা ২-১ ইঞ্চি। পুষ্পগুচ্ছ নরম, দূসরবর্ণ ও কোমল লোমযুক্ত। ফুল ৫-৬ ইঞ্চি। পুংকেশর ৭-১০টি থাকে। ফল ২ ইঞ্চি, গোলাকার, ছোট, বোটার থাকে। জুলাই ও আগষ্ট মাসে ফুল ও পরে ফল হয়।

ঔষধার্থে ব্যবহার—ইহার ছাল ধারক ও মিষ্ট। পার্শ্বীয় লোকেরা ইহা উদরাময় রোগে ব্যবহার করে। Dr. Stewart বলেন ইহার ছাল উত্তেজক। ইহা টাটকা ছেঁচিয়া কিম্বা শুক ছাল দুধের সহিত মিশ্রিত করিয়া ভগ্ন স্থানের বেদনায় দিলে বেদনা কমিয়া যায়, অতিরিক্ত কাঙ্ক্ষকর করিয়া গায়ে বেদনা হইলে এবং পশুদিগের কোন স্থান কাটিয়া বা ছিঁড়িয়া যাইলে ইহা লাগাইলে আরাম হইয়া যায়। ইহার বীজ হইতে একপ্রকার তৈল বাহির হয়, সেই তৈল *L. sebifera* তৈলের সমগুণবিশিষ্ট। (Fig. 512.)

LXXXIX. THYMELAEACEAE

Genus—AQUILARIA Lamk.

513. *A. Agallocha* Roxb. (অগুরু)

Fig.—Royle, Ill., t. 36, Fig. 1 ; Roxb. & Coleb., in Trans. Lin. Soc., xxi, t. 21 ; Kirtikar & Basu, Ind. Med. Pl., 836B.

Ref.—F. B. I., v, 199. F. I., ii, 922 ; B. P., ii, 902, Dymock, iii, 217.

জন্মস্থান—হিমালয়ের পূর্বে, ভূটান, ব্রহ্মদেশ, থাইল্যান্ড, টিপারা, মালয় উপদ্বীপ, আসাম, মণিপুর, চট্টগ্রাম, মারগুই, সুমাত্রা।

বিভিন্ন নাম—বা. অগুরু, অগুরু; স. অগুরু; তে. অগুই; তা. আগলি চন্দ; Eng. Aloe Wood.

ব্যবহার্য অংশ—সমগ্র গাছ। মাত্রা কাঠের গুড়া ১-২ আনা, জ্বাখ ৫-১০ তোলা, তৈল ৩০-৬০ ফোঁটা।

বর্ণনা—চিরসবুজ পত্রাচ্ছাদিত লম্বা গাছ, ছাল পাতলা খসখসে, ভিতরের ছাল ভাল করিয়া পাট করিলে পার্চমেন্ট কাগজের ন্যায় হয়। প্রাচীন আসাম দেশীয় রাজারা ইহাতে লিখিতেন। কাঠ খেতবর্ণ ও নরম, টাটকা কাটিলে বেশ গন্ধ বাহির হয়। পুরাতন গাছের ভিতরের কাঠ কৃষ্ণবর্ণ। ইহা হইতে মধুর ন্যায় গন্ধ বাহির হয়। ইহা Eagle wood বলিয়া বাজারে বিক্রয় হয়। পত্র কাণ্ডের উভয় দিকে কুণ্ডভাবে জন্মে, ২-৩ ইঞ্চি লম্বা পাতলা, উজ্জল চামড়ার ন্যায়, অগ্রভাগ সরু, ইহার অনেকগুলি সমান্তরাল শিরা আছে। বোটা ১ ইঞ্চি। ফুল খেতবর্ণ, পুষ্পদণ্ডে অনেকগুলি ফুল হয়। পাপড়ি অবনত, ১ ইঞ্চি লম্বা। ফল ১-২ ইঞ্চি লম্বা, বহির্কাস ফলে লাগিয়া থাকে, ফল মথমলের ন্যায় নরম। ভাল অগুরু কাঠ কৃষ্ণবর্ণ, শক্ত এবং ভারী, জলে ডুবিয়া যায়; যে কাঠ জলে ডুবে না তাহা খারাপ। ইহার কাঠ হইতে বেড়াইবার ছড়ি প্রস্তুত হয়। শ্রীহট্টে এই গাছ বেশী পরিমাণে জন্মে। আসামে বহুকাল হইতে অগুরু গাছ আছে। কালিদাস রঘুদিক্খয় বর্ণনে লিখিয়াছেন:—

চক্ৰস্পর্শীর্গলৌহিত্যে তস্মিন্ প্রাগ্জ্যোতিষেশ্বরঃ।

তদগজালানতাং প্রাপ্তৈঃ সহ কালাগুরুক্রমৈঃ। রঘুবংশ, চতুর্থ সর্গ

রাজনিঘণ্টুতে অগুরু চার প্রকার—কৃষ্ণাগুরু (আসামে), কাষ্ঠাগুরু (পীতবর্ণ), দাহাগুরু (গুজ্বরে), মদলাগুরু (কেন্দারে) পাওয়া যায়। কৃষ্ণাগুরু উৎকৃষ্ট, যে অগুরু কাঠ জলে ডুবিয়া যায়, তাহা চর্কণ করিলে দাঁতে জড়াইয়া যায়, তাহা বঁধা ও তিক্ত, পেয়ণ করিলে যে কাঠ গুঁড়া হইয়া যায় এবং তাহার গন্ধ মনোহর, তাহা পোড়াইলে গন্ধ বাহির হয় তাহাই উৎকৃষ্ট। শ্রীহট্টের ভাল অগুরুর নাম “ঘড়কী”। অগুরুর ইংরাজি নাম Aloe wood। অগুরুর ধূপ দেবমন্দিরে ব্যবহারের জন্য বাজারে বিক্রয় হয়। অগুরু কাঠ জলে সিদ্ধ করিয়া সেই জল পরিষ্কৃত করিয়া অগুরু আতর প্রস্তুত হয়। ইহা ভারতের বহু লোকে ব্যবহার করে। অগুরু সৌগন্ধ কাঠ দ্বারা গহনার বাক্স প্রভৃতি প্রস্তুত হয়।

পুরাতন অগুরু গাছের কাঠের মধ্যে এক প্রকার Fungus হয়। উক্ত Fungus Enzyme এর সাহায্যে বাবলার আঠার মতন আঠা (gum or resin) উৎপাদন করে। এই আঠাই (gum) অগুরু এবং ইহা হইতেই উৎকৃষ্ট হৃগন্ধি প্রস্তুত হয়। Dr. S. R. Bose

এই বিষয়ে গবেষণা করিয়া ইহার তথ্য আবিষ্কার করিয়াছেন ও injection করিয়া উক্ত Fungus অণুর গাছে লাগাইয়া অণুর-gum প্রচুর পরিমাণে উৎপাদনের চেষ্টা করিতেছেন।

অণুর কাষ্ঠের ধূনা মোমের দ্বারা গলিয়া যায় এবং ইহা হইতে মনোহর গন্ধ বাহির হয়। Dr. Royle বলেন যে অণুর কাষ্ঠ হইতে মনোহর গন্ধ বাহির হয় এবং ইহা A. Agallocha গাছ হইতে উৎপন্ন। Gamble সাহেব বলেন ইহার ব্রহ্মদেশীয় নাম Akyan। ইহা দক্ষিণ টেনাসিরিম এবং মারগুই দ্বীপপুঞ্জের বনে প্রচুর পরিমাণে জন্মে। জুন মাসে ইহার ফুল ও আগষ্ট মাসে ইহার ফল হয়।

ঔষধার্থে ব্যবহার—অণুর অতিশয় উত্তেজক। ইহা গেষ্টে বাত ও বাতে ব্যবহার হয়। অণুর অতিশয় সৌগন্ধযুক্ত, ইহা মাথাধরা, স্নায়বিক দৌরুলা, পক্ষঘাত ও বমন নিবারণ করে। ইহার কাথ জ্বরে পিপাসা দূর করে। অণুর তৈল সৌগন্ধযুক্ত, ইহা ঔষধে ব্যবহার হয়। ইহার কাষ্ঠের গুঁড়া লাগাইলে কাপড়ে পোকা ধরে না। অণুর ১০-৬০ গ্রেণ মাত্রায় ব্যবহার করিলে বলকারক ঔষধের কাজ করে। সংস্কৃত বৈজ্ঞানিকের মতে অণুর উষ্ণ, বমন নিবারক, নাসিকা, কর্ণ ও চক্ষুরোগ নাশক। সূত্রত বলেন যে অণুর, গুণগুণ, ধনে, ঘব, শেত সারিষা, নিম্বপত্র এইগুলি মিশাইয়া মণ্ডের মত প্রস্তুত করিয়া লাগাইলে ক্ষত আরাম হয়। অণুর ধূম বেদনা নিবারক। ক্ষত স্থানে লাগাইলে ক্ষত শীঘ্র সারিয়া উঠে।

মধুর সহিত কৃষ্ণ অণুর সেবন করাইলে হিকা আরাম হয়। (চরক)

অণুর তৈল কুষ্ঠ ও নানাবিধ চর্মরোগে লাগাইলে উহা সারিয়া যায়। (সূত্রত)

মধুর সহিত অণুর কাষ্ঠের গুঁড়া সেবন করিলে কাস আরাম হয়। (বাগ্ভট)

ককের বেদনা ও শিরোরোগে ত্রাণের সহিত অণুর প্রলেপ দিলে বিশেষ ফল হয় (Met. Med. Ind., ii, 535)।

শিংশপাণ্ডুরসারসেহাদক্ষকুষ্ঠকিটিমেঘ। (সূত্রত) (Fig. 513.)

XC. ELAEAGNACEAE

Genus—ELAEAGNUS Linn.

514. E. latifolia Linn. (গুয়ারা)

Fig.—Brand., For. Fl., 390, t. 46; Wight, Ic., t. 1856.

Ref.—F. B. I., v, 202; Roxb., F. I., i, 440; B. P., ii, 908.

জন্মস্থান—উত্তর ও পূর্ববঙ্গ, চট্টগ্রাম, কুমায়ুন, সিকিম, ভুটান, খামিয়া পাহাড় ও কুমিল্লা।

বিভিন্ন নাম—বা. গুয়ারা; হি. কুকি; কুমায়ুন—মৌজহানলা।

ব্যবহার্য অংশ—ফুল ও ফল।

বর্ণনা—ইতস্ততঃ বিক্ষিপ্ত গুল্মজাতীয় উদ্ভিদ। কখন কখন কাণ্ডের ব্যাস ৬ ইঞ্চি হয়, ইহাতে কাটা আছে। পত্র ৪-৫ ইঞ্চি, পাতলা ও চামড়ার তায় শক্ত, পত্রের অগ্রভাগ মোটা কিংবা সরু, পত্রের নিম্নভাগ শ্বেতবর্ণ অথবা ফিকে লালবর্ণ; বোটা ১-১½ ইঞ্চি। ফুল অনেক হয়। ফল, ১-১½ ইঞ্চি লম্বা ও শাঁসযুক্ত। Dr. Roxburgh বলেন ইহার ফুল শ্বেতবর্ণ এবং ফিকে পীতবর্ণ, সম্ভবতঃ পরিবর্তনশীল। শীতকালে ফুল হয়, গ্রীষ্মকালে ফল পাকে।

ঔষধার্থে ব্যবহার—ইহার ফুল ধারক ও হৃদযন্ত্রের উপর ক্রিয়াশীল বলিয়া সিন্ধুদেশে ব্যবহার হয় (Stewart)। Dr. Griffith বলেন ইহার ফল ধারক ও উগ্র বলিয়া কাশ্মীরে ব্যবহার হয়। আফগানিস্থানের ঋষি অধিবাসীরা ইহার ফল বাইয়া থাকে। ফুল পড়াব ও সিন্ধুদেশে উত্তেজক ও ধারক ঔষধরূপে ব্যবহৃত হয়। (Fig. 514.)

XCI. LORANTHACEAE.

Genus—LORANTHUS Linn.

515. *L. globus* Roxb. (ছোট মান্দা)

Fig.—Blume, Fl. Jav., t. 17; Rheede, Hort. Mal., x, t. 5.

Ref.—F. B. I., v, 220; Roxb., F. I., i, 550; B. P., ii, 912; Prain, H. H., 271.

জন্মস্থান—সমগ্র বঙ্গদেশ, কাছাড় ও খাসিয়া পাহাড়ে ভুয়ে, হগলী, হাংড়া হেলায় বট গাছের উপর দেখা যায়। আধুনিক নামকরণানুসারে ইহাকে এক্ষণে *Macrosolen cochinchinensis* (Lour) Van Teigh. বলা বিধেয়।

বিভিন্ন নাম—বা. ছোট মান্দা।

ব্যবহার্য অংশ—ত্বক।

বর্ণনা—ইহা একপ্রকার পরগাছা, অনেক গাছের শাখায় ভয়ে, শৃঙ্খলোন্মুক্ত। ফুল শৃঙ্খলোন্মুক্ত; সবুজের আভাযুক্ত, লেবু রং বিশিষ্ট। পুষ্পদণ্ড ১-১½ ইঞ্চি লম্বা; পুষ্পনল লম্বা, চেন্টা, সরু লম্বাকৃতি ও লালবর্ণ। ফল গোলাকার। Dr. Kurz ও Clarke বলেন যে পুষ্পনল সবুজের আভাযুক্ত লেবু রং বিশিষ্ট, ইহাতে পীতের দাগ আছে। ডিসেম্বর হইতে মার্চ মাস অবধি ফুল ও মার্চ হইতে এপ্রিল পর্যন্ত ফল হয়।

ঔষধার্থে ব্যবহার—পরবর্তী *L. longiflorus* দেখ। (Fig. 515.)

516. *L. longiflorus* Desv. (বড় মান্দা)

Fig.—Wight, Ic., t. 302; Roxb., Cor. Pl., t. 139.

Ref.—F. B. I., v, 214; Roxb., F. I., i, 548; F. I., ii, 185.

জন্মস্থান—সমগ্র বঙ্গদেশে ও আসামে অনেক দেখা যায়।

বিভিন্ন নাম—বা. বড় মান্দা।

ব্যবহার্য অংশ—বৃক।

বর্ণনা—কোপযুক্ত পরগাছা, শাখা মৃদু এবং ফিকে ধূসরবর্ণ। পত্র ৩-১০ ইঞ্চি লম্বা এবং ২-৫ ইঞ্চি চওড়া, সব পাতা সমান নহে। বোটা শক্ত $\frac{1}{2}$ - $\frac{1}{3}$ ইঞ্চি। পুষ্পদণ্ড ১-৪ ইঞ্চি এক একটা হয়, মোটা ও নরম লোমযুক্ত। ফুল গাঢ় লালবর্ণ কিংবা লাল ও সবুজ মিশ্রিত। ফল $\frac{1}{2}$ ইঞ্চি মৃদু। ডিসেম্বর হইতে মার্চ মাস অবধি ফুল ও মার্চ হইতে এপ্রিল মাসে ফল হয়। যখন ফুল হয় তখন প্রায়ই গাছে পাতা থাকে না।

ঔষধার্থে ব্যবহার—ইহার ছাল কতে এবং ঋতু সঞ্চীর্ণ পীড়ায় হিতকর। ইহা ক্ষয়কাশ, হাঁপানি ও মস্তকবিকৃতি রোগে ব্যবহার হয়। ইহার ছাল রংএর কার্যে ব্যবহার হয় (Forest Flora, Kanjilal). (Fig. 516.)

XCII. SANTALACEAE

Genus—SANTALUM Linn.

517. S. album Linn. (চন্দন)

Fig.—Benth. & Trim., t. 292; Bedd., Fl. Sylv., t. 256.

Ref.—F. B. I., v, 231; Roxb., F. I., i, 442; B. P., ii, 914; Dymock, iii, 232.

জন্মস্থান—দক্ষিণ ভারত, মহীশূর, কোইম্বাটোর এবং সালাম হইতে মাদুরা পর্যন্ত স্থানে, নীলগিরি প্রদেশে এবং ২০০০ হইতে ৩০০০ ফুট উচ্চ, শুষ্ক এবং অশুষ্ক স্থানে জন্মে।

বিভিন্ন নাম—বা., সং. চন্দন; কা. চন্দনামাবেন; তে. গন্ধপুচেকা; তি. সফেদচন্দন।

ব্যবহার্য অংশ—কাষ্ঠ ও পরিষ্কৃত তৈল। মাত্রা $\frac{1}{2}$ -১ আনা; তৈল ৫-১৫ ফোঁটা।

বর্ণনা—চিরসবুজ পত্রাচ্ছাদিত, সূক্ষ্ম লোমযুক্ত বৃক, ৩০-৪০ ফুট উচ্চ। ছাল গাঢ় ধূসরবর্ণ অথবা প্রায় কৃষ্ণবর্ণ, বস্তুসে, লম্বা ভাগে কাটা কাটা দাগ আছে। ভিতরের ছাল লালবর্ণ, কাষ্ঠ শক্ত ও তৈলময়। বাহিরের কাষ্ঠ খেতবর্ণ ও গন্ধশূন্য, ভিতরের কাষ্ঠ ধূসরবর্ণ ও অতিশয় সৌগন্ধযুক্ত। পত্র ডিম্বাকৃতি সূক ও লম্বা, পত্রের বিস্তার $1\frac{1}{2}$ - $2\frac{1}{2}$ ইঞ্চি। বোটা $\frac{1}{2}$ ইঞ্চি। ফুল ধূসরের আভাযুক্ত বেগুণে রংবিশিষ্ট। পুষ্পকেশর ৪টি, উহা পাপড়ি বলিয়া ভ্রম হয়। ফল গোলাকার, ইহার ব্যাস $\frac{1}{2}$ ইঞ্চি, পাকা ফল কৃষ্ণবর্ণ উপরের আবরণ শক্ত। সংস্কৃত লেখকগণের মতে চন্দন দুই প্রকার—ঐহারা কৃষ্ণবর্ণ ভিতরের কাষ্ঠকে পীতচন্দন ও হালুকা কাষ্ঠকে “শ্রীখণ্ড” বা খেতচন্দন বলেন। খৃঃ পূঃ ৫০০ শতাব্দীতে নিকর গ্রন্থে চন্দনের উল্লেখ

আছে। রামায়ণ ও মহাভারতের অনেক স্থানে চন্দনের বর্ণনা দেখা যায়। চন্দনের মধ্যে খেত-চন্দনই উৎকৃষ্ট ও মূল্যবান। মলয় পর্বতের নিকট যে স্থানে চন্দন গাছ হয় উহার নাম ভদ্রশ্রী, "ভদ্রশ্রীমলয়জম্ব"। তেজগর ও উর্করা জমির চন্দন অপেক্ষা পাহাড়ের উপরকার কাঁকরযুক্ত মৃত্তিকার চন্দন গাছে উৎকৃষ্ট ও উহা হইতে অধিক পরিমাণ তৈল উৎপন্ন হয়। চন্দন গাছ ৫০ বৎসরের পূর্বে পকতা প্রাপ্ত হয় না। খেতচন্দনের আরও ৫টি নাম আছে—যথা, স্কন্ধর, বর্কর, তৈলপর্ণ, বেট্ট ও গোণীষ; ইহাদের কাষ্ঠ ও গাছ একই, কেবল উৎপত্তিস্থান ভেদে পৃথক পৃথক নাম হইয়াছে।

চন্দনের পত্র চওড়া অপেক্ষা লম্বায় বৃহৎ, অগ্রভাগ মোটা। ফুল অনেক জন্মে, রং ফিকে পীতবর্ণ, পরে বেগুনে রংবিশিষ্ট হয়। ফল গোল ও মসৃণ, পাকিলে কৃষ্ণবর্ণ ধারণ করে। ইহার পত্র, ডক ও ফুলে কোন প্রকার গন্ধ নাই। মহীশূর দেশে বহু চন্দন গাছ জন্মে। চন্দন গাছের কাণ্ড অপেক্ষা মূলে অধিক তৈল থাকে। মহীশূর হইতে চন্দন ভারতের ভিন্ন ভিন্ন স্থানে ও ইউরোপে প্রেরিত হয়। একমণ চন্দন কাষ্ঠ হইতে অর্দ্ধপোয়া হইতে একপোয়া তৈল পাওয়া যায়। চন্দন হইতে চূয়া তৈয়ারী হয়। উড়িষ্যা দেশে চূয়া পানের সহিত ব্যবহার করে। নব্য Botanistগণ খেতচন্দনের উপরের খেত কাষ্ঠকে খেতচন্দন এবং ভিতরের পীতভ কাষ্ঠকে পীতচন্দন নামে অভিহিত করেন। আমরা যে রক্তচন্দন ব্যবহার করি উহা ধনস্তরিনিধিটু মতে কুচন্দন ও ইহার লাতিন নাম *Adenanthera pavonina* Linn.; এই গাছ *Leguminosae* Family ভুক্ত। উহার বাঙ্গলা নাম রক্তস ও ইহা পূর্বে বস্তাদি রক্তন কার্যে ব্যবহৃত হইত। এক্ষণে উহা অস্থলেপনে ব্যবহার হয়। আসল রক্তচন্দনের লাতিন নাম *Pterocarpus santalinus* Linn.। এই গাছও *Leguminosae* Family ভুক্ত। ইহা দক্ষিণ ভারতে কুড়াপা ও উত্তর আর্কটে প্রধানতঃ দেখা যায়। শিবপুর বোটানিক গার্ডেনে এই ত্রিবিধ গাছই রোপণ করা আছে। বর্ষা হইতে শীত কাল পর্যন্ত ফুল ও পরে ফল হয়।

ঔষধার্থে ব্যবহার—সংস্কৃত বৈদ্যেরা চন্দনকে তিক্ত, শাস্তিকর, ধারক ও পৈত্তিক জরে হিতকর বলিয়া বর্ণনা করিয়াছেন। চন্দন হিন্দুদের সকল রকম পূজায় ব্যবহৃত হয়। অবস্থাপন্ন লোকে শবদাহ কার্যে চন্দনকাষ্ঠ ব্যবহার করেন। Mukhzan লেখক, চন্দনকে স্নিগ্ধকর, অরনাশক, বলকারক ও ধারক বলিয়া বর্ণনা করিয়াছেন। তিনি পৈত্তিক জরে ইহার খেতবর্ণ আরক ব্যবহার করিতে উপদেশ দিয়াছেন। Ainslie বলেন যে পিষ্ট চন্দন দুগ্ধ মিশ্রিত করিয়া পান করিলে গনোরিয়া আরাম হয়। Dr. Rumphius বলেন যে আশোয়ানায় ইহা গনোরিয়া রোগে ব্যবহার হয়। কখন দেশে চন্দনের তৈল, লবঙ্গ ও বংশ-লোচনের সহিত পান করিলে গনোরিয়া আরাম হয়। কোন স্থানে ফোকা হইলে লেবুর রস, চন্দন তৈল ও বর্পূর একত্রে মিশাইয়া ফোকার উপর লাগাইলে উহার প্রদাহ কমিয়া যায়। অবিরাম জরে চন্দন জরের প্রকোপ কমাইয়া ক্ষুদ্রাত্মের মৃদুতা আনয়ন করে। চন্দনের তৈল

৩০-৪০ মিনিম দিবসে ৩ বার সেবন করিলে গনোরিয়া আরাম হয়। Dr. Anderson বলেন ইহা একটা নিদ্রোষ ঔষধ। বেশী মাত্রায় সেবন করিলে ৪৮ ঘণ্টার মধ্যে রোগের উপশম হয়। ইহা কাবাবচিনি অপেক্ষা অধিক গুণশালী; গত ৫ বৎসর তিনি এই ঔষধ দিয়া অনেক রোগীকে আরোগ্য করিয়াছেন। চন্দন কাষ্ঠের মধ্যস্থলের কাষ্ঠ ও শিকড় হইতে চন্দন তৈল প্রস্তুত হয়। চন্দন ধারক; পিত্তপ্রকোপে, বমনে, জ্বরে, পিপাসায় এবং শরীর উত্তপ্ত হইলে ইহা ব্যবহার হয়।

পিত্তকৃতে বিসর্পে লেপাবিধেয়াঃ সঘৃতাশুশীতাঃ।

প্রদেহা পরিষেকাশ্চ চন্দনৈর্বা প্রশস্ততে ॥ (চরুদত্ত)

চন্দন কাষ্ঠের পেখিত জল, চিনি, মধু ও চাউলের জল একত্রে সেবন করিলে রক্ত আমাশয়, পিপাসা এবং শরীরের উত্তাপ দূর হয়।

পীতং মধুদিতায়ুক্তং চন্দনং তত্বলাদুনা।

রক্তাতীসারদ্বিস্রুতপিত্ততৃড়দাহনমহুৎ ॥ (ভাবপ্রকাশ)

শুষ্ঠ ও শ্বেতচন্দনের কাথ পান করিলে রক্ত অর্শ আরাম হয়। শুনভুজ্ঞে ঘর্ষণ করিয়া শ্বেতচন্দনের নশ্র লইলে হিকা আরাম হয়। আমলকীর রসে কুচন্দন (*Adenanthera pavonina*) পান করিলে বমন নিবৃত্তি পায় (চরক)। ঋতুকালীন চর্গাক্ষয়িত্ত্র আব হইলে বা অপরাপর আর্ন্তব দোষ থাকিলে শ্বেতচন্দনের কাথ পান করিলে রোগ সারিয়া যায়। অনেকে মনে করেন চন্দনের তৈলে গর্ভনিবোধ শক্তি আছে।

অর্জুন ছাল ও শ্বেতচন্দনের কাথ পান করিলে শুক্রমেহ আরাম হয় (শুশ্রুত)। হামের পূর্বে পিষ্ট শ্বেতচন্দন হেলেকার রসের সহিত পান করিলে হাম আরাম হয়। শ্বেতচন্দন চূর্ণ দিয়া শিশুর নাভি পূরণ করিয়া গিলে নাভিপাকা আরাম হয় (বঙ্গসেন)।

চন্দনের তৈল ধারক, মুত্রকর ও কফনিঃসারক। ইহার তৈল দাক্ষিণি ও বংশলোচনের সহিত পান করিলে গনোরিয়া, কাশ, মুত্রাশয় ও বৃক্ক প্রদাহ আরাম হয়। চন্দনের প্রলেপ দিলে অনেক সময় ফোড়া ফাটিয়া যায় ও প্রদাহ আরাম হয়। (Fig. 517.)

XCIH. EUPHORBIACEAE

Genus—ACALYPHA Linn.

518. A. indica Linn. (মুক্তকুরি)

Fig.—Wight, Ic., t. 877; Rheede, Hort. Mal. x. t. 81; Kirtikar & Basu, Ind. Med. Pl., t. 874.

Ref.—F. B. I., v, 416; Roxb., F. L., iii, 675; B. P., ii, 948; Watt, ii, Pt. 2, 615; Dymock., iii, 291; Prain, H. H., 276.

জন্মস্থান—বঙ্গদেশ; রাস্তার ধারে বাগানে ও পতিত ভূমিতে জন্মে।

বিভিন্ন নাম—বা. মুক্তবুরি, মুক্তবয়ী; হি. খোকালী; তা. কুম্বাইমেনী; তে. কুম্বাইচেট্টু।

ব্যবহার্য অংশ—সমগ্র গাছ। কোমল শাখা ও পত্র চূর্ণ ১-৩ আনা; পাতার রস অর্ধ চামচ; মূলের শীতকষায় (১ ভাগ ঔষধ, ২ ভাগ জল) ১-২ কাঁচা; কাথ ২-৬ তোলা; অরিষ্ট (১ ভাগ ঔষধ, ২ ভাগ স্পিরিট) ৩০-৬০ বিন্দু।

বর্ণনা—বর্ষজীবী ১-৩ ফুট উচ্চ গুল্ম। পত্র ১২-৩ ইঞ্চি, ডিম্বাকৃতি বৃন্তদেশ ক্রমশঃ সর, প্রান্তভাগ করাতের দ্বায়ে কণ্ঠিত, পত্রের মস্তণ লোম আছে, দেখিতে ফিকে সবুজবর্ণ; পাতার বোটা পাতা অপেক্ষা লম্বা ও নরম। ফুলের বোটা ফুল অপেক্ষা ছোট ও সবুজবর্ণ, পুষ্পকেশর ৮টি, স্ত্রীকেশর এক একটা থাকে। ফল ক্ষুদ্র তিন অংশে বিভক্ত অতি সূক্ষ্মভাবে খাঁজ কাটা। বীজকোষ ছোট একটা বীজ বিশিষ্ট, বীজ গোলাকার তীক্ষ্ণ ও মস্তণ। বৎসরে সকল সময়ে ফুল ও ফল হয়। এই গাছের আর একটা নাম হরিতত্তুরী।

ঔষধার্থে ব্যবহার—ইহার রস তৈলের সহিত মালিস করিলে বাত, এবং লিঙ্গে লাগাইলে লিঙ্গমণি প্রদাহ ও উহার ফোটক আরাম হয়। ইহার শিকড় গরম জলে বাটিয়া সেবন করিলে মুত্ৰ বিরোধকের কার্য্য করে। কাথ কর্ণবেদনায় হিতকর। ইহার রস তিল তৈল দিয়া ব্যবহার করিলে প্রাণাহিক ফুলা ও অর্শ আরাম হয়। শুক পাতার গুঁড়ো বালকদিগের কৃমি আরাম করে। পাতার রস ও কচি ডাল অল্প পরিমাণ নিষ্ক তৈলের সহিত বালকদিগের দিহ্বায় লাগাইলে দান্ত পরিষ্কার হইয়া থাকে। ইহার রস বালকদিগের একটা বমনকারক ঔষধ। ইপিকাকের দ্বায়ে ইহার পাকষলের উপর ক্রিয়া আছে এবং ফুসফুস ঘটিত শ্রাব বাহির করিবার ক্ষমতা আছে (মাত্রা ছেঁচা রস বালকের পক্ষে চা-চামচের এক চামচ)।

Dr. Ross বলেন ইহা সর্দিশ্রাবহারক এবং Conegax তুল্য। তিনি বালকদিগের ফুসফুস প্রদাহে ইহা ব্যবহার করিতে বলেন। ইহার আঠায় একষণ্ড বস্ত্র ভিজাইয়া নাসিকা-রন্ধ্রে প্রবেশ করাইলে নাক দিয়া রক্ত বাহির হইয়া মাথাধরা আরাম করে। ইহা হাঁপানি ও শ্বাসনালীর প্রদাহে বিশেষ হিতকর। মুক্তবুরি ফুসফুস প্রদাহ, হাঁপানি ও নিউমোনিয়ার একটি মূল্যবান ঔষধ। ইহার পত্র হরিতত্তুর সহিত মিশাইয়া খাইলে কৃমি নাশ হয় এবং পাঁচড়ার প্রলেপ দিলে পাঁচড়া আরাম হয়। মুক্তবুরির রস তৈলে মাড়িয়া বাতে লাগাইলে বাত আরাম হয়। উপদংশ জনিত ক্ষতে পাতার প্রলেপ দিলে ক্ষত আরাম হয়। ইহা সর্পদংশনে যন্ত্রণা কমাইয়া দেয় (Drury)।

মুসলমান বৈজ্ঞানিক উগ্গাদ বোগের প্রথম অবস্থায় ইহা ব্যবহার করিতে বলেন। টাটকা রস ১ আউন্স এবং লবণ (chloride of sodium) ৬ গ্রেণ একত্রে মিশাইয়া প্রত্যহ প্রাতে দুই নাকে প্রবেশ করাইয়া শীতল জলে গুলন করাইলে উগ্গাদকতা সারিয়া যায়। তাঁহারা বলেন এই ঔষধ দেওয়ায় মাথা হইতে স্নেহ বাহির হইয়া রোগ আরামের পক্ষে বিশেষ সুবিধা করিয়া

দেয়। টাটকা গাছের ১-১ আউন্স রস বমনকারক, কফনাশক ও কুমিষ। মুক্তকুরির রস রক্তনের সহিত শিশুদিগকে খাওয়াইলে উহাদের কুমি পড়িয়া যায়। ইহার পাতা বাটিয়া প্রলেপ দিলে বিছা প্রভৃতি দংশন জনিত বেদনা নিবৃত্তি পায়। মুক্তবর্ষী ফুসফুসের টিউবারকুলোসিস, যুগ্মডীকাসি, খাস ও শিশুর খাসনালীর প্রবাহে হিতকর। (Fig. 518.)

Genus—ALEURITES Linn.

519. A. moluccana Willd. (আখরোট)

Fig.—Kirtikar & Basu, Ind. Med. Pl., t. 869.

Ref.—F. B. I., v, 384 ; Roxb., F. I., iii, 629 ; B. P., ii, 942 ; Prain, H. H., 275.

জন্মস্থান—ভারতের অনেক স্থানে দেখা যায়। বঙ্গদেশের বাগানে রোপণ করে। ইহার আদিম জন্মস্থান পাপুয়া দ্বীপে। শিবপুর বোটানিক গার্ডেনে আছে।

বিভিন্ন নাম—হি., বা. আখরোট ; সং. আখসোটা ; তা. আখরোটুকোটাই ; তে. নাটুআখরোটুভিটু ; Eng. Walnut.

ব্যবহার্য অংশ—তৈল।

বর্ণনা—চিরসবুজ পত্রাচ্ছাদিত বৃক্ষ ৪০-৬০ ফুট উচ্চ হয়। ইহা একগুণে উষ্ণপ্রধান ও নাতিশীতোষ্ণ প্রদেশে চাষ হইতেছে। পত্র ত্রিভুজাকৃতি অথবা ত্রিকোণাকার, ৪-১২ ইঞ্চি লম্বা। ফুল শ্বেতবর্ণ, বহির্কাস মাখমের স্তায় কোমল, ফুলের পাপড়ি পাঁচটি, ১ ইঞ্চি লম্বা। ফলের ব্যাস ২-২½ ইঞ্চি ; বীজ অতিশয় তৈলময়। বসন্তকালে ফুল ও পরে ফল হয়।

ঔষধার্থে ব্যবহার—আখরোট বীজের তৈল মুত্র বিরেচক। ইহা প্রায় রেড়ির তৈলের সমান কিন্তু গন্ধ ও স্বাদে রেড়ির তৈল অপেক্ষা উত্তম (Dymock, iii, 279)। সিংহলে ইহাকে kekuni তৈল বলে। ভারতবর্ষে ইহার তৈল ক্ষতে মালিশ করিতে ব্যবহার হয়। (Fig. 519.)

520. A. Fordii Hemsl. (টাক অইল বা টাক তৈল)

Fig.—Hook, Ic. Pl., xxix, t. 2801-2 (1906) ; Bull. Imp. Inst. London, xi, t. 9-13 (1913).

Ref.—Wilson, Veg. West China (Publ. Arn. Arb. no. 2), 117-20 (1911) ; W. S. Dept. Agric. Bur. Pl. Indust. Circ. no. 108, t. 1-3 (1913) ; Trop. Agriculturist, vol. LXXV, no. 1, p. 38-39 (1930) ; Wilson, Natural. W. China, ii, 64.

জন্মস্থান—আদি বাসস্থান চীন ও জাপান, চীনের নেকৌ বন্দর হইতে বহু পরিমাণে এই টাক বীজ ও তৈল ইউরোপে রপ্তানি হয়। শিবপুর বোটানিক গার্ডেনে আছে।

বিস্তারিত নাম—বা. টাঙ্গ তৈল। Eng. Tung oil.

ব্যবহার্য অংশ—তৈল।

বর্ণনা—মাঝারী গাছ, পত্রদণ্ডের উভয়দিকে পর্যায়ক্রমে পত্র জন্মে, পত্র অনেকটা ছাশিঙাকৃতি। শীতের পর ঝরিয়া পড়ে। ফুল একলিঙ্গ বিশিষ্ট, বহির্কাস ২-৩টা, পাপড়ি ৫টা, পুংকেশর ৪-২০টা। ফুল দেখিতে আপেলের মত একটু স্ফুটাত্মক। প্রত্যেক ফলে ৩-৫টা বীজ থাকে; দেখিতে ব্রাজীল দেশীয় বাদামের মত। ফল পাকিলে ৩ ভাগে বিভক্ত হইয়া ফাটিয়া যায় ও বীজ পড়িয়া যায়, এইজন্য ফাটিবার পূর্বে সংগ্রহ করিতে হয়। বীজের আচ্ছাদন মোটা ও বাদামের মত শক্ত। এই জাতীয় পাঁচটি গাছ আছে—যেমন, *A. moluccana*, *A. trisperma*, *A. cordata*, *A. montana* ও *A. Fordii*। শেষোক্ত দুইটা হইতেই উৎকৃষ্ট তৈল বাহির হয়। এই গাছ জলবসা-জমিতে জন্মে না, ভাল চটান জমিতে হয়। গাছগুলি বীজ হইতে অথবা কৃত্রিম অংশ হইতে উৎপন্ন হয়। তিন বৎসর হইতে ছয় বৎসরের মধ্যে ফল উৎপাদন করে। গাছ অতি শীঘ্র শীঘ্র বাড়িয়া থাকে এবং উচ্চে ১৫-৩০ ফুট পর্যন্ত হয়। এপ্রেল মাসে প্রচুর ফুল হয়, ফুল দেখিতে শ্বেতবর্ণ এবং লাল ও পীতের দাগ আছে। সেপ্টেম্বর ও অক্টোবর মাসে ফল পাকে। এই গাছ ভারতের বিশেষতঃ পূর্বোত্তর অংশে ও উত্তর বর্মার বহু স্থানে ও আসামের ডেরাঙ্গ নামক স্থানে বাগমারি চা বাগানে চাষের চেষ্টা হইতেছে।

ঔষধার্থে ব্যবহার—এই গাছের তৈল ক্ষত আরাম করিবার জন্য ও পাঁচড়া রোগে বিশেষ ব্যবহার্য। টাঙ্গ গাছের বীজ চীন দেশীয় লোকেরা ইন্দুর মারিবার জন্য ব্যবহার করে এবং ইহার বমনকারক গুণ বিদ্যমান আছে। বর্তমানে টাঙ্গ তৈলের আদর ক্রমেই বাড়িয়া যাইতেছে। এই তৈল হইতে অতি উত্তম বার্পিশ তৈয়ারী হয়; এই তৈল দিয়া কাঠ পালিশ হয় বলিয়া ইহার আর একটা নাম Chinese wood oil। এই তৈল সাধারণে যে বার্পিশ প্রস্তুত হয় উহা শীঘ্র শুক হইয়া যায় এবং অপর যত প্রকার তৈল আছে তাহা অপেক্ষা উৎকৃষ্ট। কাঠে লাগাইয়া দিলে উহার উপরিভাগে একটা পাতলা চকচকে পরদা পড়ে এবং এই বার্পিশে কাঠে জল প্রবেশ করিতে পারে না ও উহার রং বহুদিন স্থায়ী হয়। জাহাজের গায়ে রং করার জন্য এবং অয়েলরপ, গ্যাটারপ্রফ ইত্যাদি তৈয়ারীতেও ইহা প্রচুর পরিমাণে ব্যবহার হয়। ইহার চাষ ভারতে করা বিশেষ প্রয়োজন ও লাভজনক হইবার সম্ভাবনা। (Fig. 520.)

Genus—BALIOSPERMUM Blume

521. *B. axillare* Blume (হাফুন)

Fig.—Wight, Ic., t. 1885; Rheede, Hort. Mal., x., t. 76; Kirtikar & Basu, Ind. Med. Pl., t. 879.

Ref.—F. B. I., v, 461 ; Roxb., F. I., iii, 682 ; B. P., ii, 946 ; Dymock, iii, 311 ; Prain, H. H., 276. আধুনিক নামকরণানুসারে ইহাকে এক্ষণে B. montanum Muell & Arg. বলা বিধেয়।

জন্মস্থান—ছোটনাগপুর, বেহার, ত্রিহত, উত্তরবঙ্গ, চট্টগ্রাম, হুগলী জেলার গোদাট অঞ্চলে জন্মে ; দক্ষিণ ভারত ; ব্রহ্মদেশ।

বিভিন্ন নাম—বা. হি. হাফুন, দস্তী ; সং. দস্তী ; তে. কন্দ আমালাম, নাগদস্তী।

ব্যবহার্য অংশ—বীজ, পত্র ; মূলের কক, ১-৪ আনা ; বীজ ১-২টী।

বর্ণনা—গুল্মজাতীয় উদ্ভিদ ; ইহার শিকড় হইতে গাছ বাহির হয়। পত্র চর্ম্মের ন্যায় শক্ত, আকৃতিতে সমস্ত পত্র সমান নহে। উপরের পত্র ২-৩ ইঞ্চি লম্বা, নীচের পত্র ৬-১২ ইঞ্চি লম্বা ও পত্র ৩-৫টী বিভাগ আছে, কিনারা দাঁতযুক্ত। বোটা ২-৬ ইঞ্চি লম্বা। ফুল পুষ্পদণ্ডে দ্বৈসাবেসি ভাবে হয়। পুং ও স্ত্রীপুষ্প পৃথক পৃথক পুষ্পদণ্ডে থাকে। গাছের গোড়ার দিকে সবগুলি পুষ্পপুং ও কয়েকটি স্ত্রীপুষ্প থাকে। পুষ্পপুং ও স্ত্রীপুষ্পদণ্ড অপেক্ষা বৃহৎ। পুষ্পকেশর প্রায় ১৫টী থাকে। স্ত্রীপুষ্পের মস্তক মুক্ত, $\frac{1}{2}$ ইঞ্চি ব্যাস বিশিষ্ট। ফল নিম্নে ঝুলিয়া থাকে, ৩ ভাগে চিহ্নিত হৃদয় লোমযুক্ত। বীজকোষ $\frac{3}{4}$ ইঞ্চি লম্বা, পশ্চিমময়। বীজ $\frac{3}{4}$ ইঞ্চি লম্বা ও মন্থণ, প্রত্যেক ফলে ৩টী থাকে। দস্তী দুই প্রকার, লঘুদস্তী ও দীর্ঘদস্তী। লঘুদস্তীর পত্র ডুমুর পাতার ন্যায় এবং দীর্ঘদস্তীর পত্র বেড়ি গাছের পাতার ন্যায়। ইহার সংস্কৃত নাম দস্তী, নাগদস্তী ও দস্তিমূলিকা। ইহার ফুল ফাল্গুন-চৈত্র মাসে হয়।

ঔষধার্থে ব্যবহার—আয়ুর্বেদ মতে ইহার মূল বিরেচক। ইহার বীজ বাজারে দস্তী বীজ বা জয়পাল বীজ বলিয়া বিক্রয় হয়।

Dr. Roxburgh বলেন দস্তীর বীজ বিরেচক। জলের সহিত ১টী বীজ ঝাইলে কোষ্ঠ পরিষ্কার হয়। দান্ত বন্ধ করিতে হইলে আর ঔষধ খাওয়া উচিত নহে। দস্তী সমমাত্রায় বিরেচক, অধিক মাত্রায় Narcotic বিষযুক্ত। দস্তী কখন কখন জয়পালের সহিত ব্যবহার হয়।

দস্তী তৈল বাতে মালিশ করিলে বাত আরাম হয়। দস্তীর শিকড় শোথ, সর্পাঙ্গীন শোথ ও কামলা রোগে প্রয়োগ হয়। পাতার কাথ হাঁপানি রোগ নিবারক।

চারি পল দস্তীমূলের রস, দ্রুত ১ পল, অপক দস্তী ফলের কক দ্বারা যথাবিধি শাক করা দ্রুত পান করিলে স্রীহা, পাণ্ডু ও শোথ আরাম হয়। দস্তীমূলের ছালে পুরাতন ইক্ষু গুড় মিশাইয়া শীতল জলের সহিত পান করিলে কামলা রোগ আরাম হয়। দস্তী ভেদক ও কুমিনাশক। দস্তী ও হরীতকী যোগে দস্তী হরীতকী নামক আয়ুর্বেদীয় ঔষধ প্রস্তুত হয়। ইহা স্রীহা, শূল, গুল্ম, অর্শ, হৃদরোগ, পাণ্ডু, কুষ্ঠ ও বিষমজ্বরে বিশেষ হিতকর। দস্তী হরীতকী প্রস্তুত করিতে হইলে ২৫টী উৎকৃষ্ট হরিতকী একখণ্ড বস্ত্রে বাধিতে হইবে, অনন্তর ২০০ তোলা দস্তী ও ২০০ তোলা ত্রিফল ৬৪ সের জলে সিদ্ধ করিতে হইবে, অবশেষ ৮ সের। এইগুলি

চাকিয়া যে কাথ হইবে উহাতে ২০০ তোলা পুরাতন গুড় মিশ্রিত করিয়া অগ্নিতে জাল দিয়া আঠার মত করিবে। এই মিশ্রিত দ্রব্যে ত্রিফলমূলের চূর্ণ ৩২ তোলা, পিপুল ৮ তোলা, শুঠ ৮ তোলা সংযোগ করিয়া বেশ নাড়িতে হইবে। যখন উহা শীতল হইবে তখন উহাতে ৩২ তোলা মধু, দারুচিনি ৮ তোলা, এলাচ ৮ তোলা, তেজপত্র ৮ তোলা, নাগেশ্বর ফুল ৮ তোলা দিয়া সন্দেশের মত করিবে। পূর্বে যে ২৫টি হরিতকী দেওয়া হইয়াছিল ঐগুলি ৩২ তোলা তিল তৈলে ভাজিয়া রাখিবে। যে মিষ্টান্ন হইল উহা ২ তোলা এবং হরিতকী ১টি প্রত্যহ প্রাতে ব্যবহাৰ্য্য। এই ঔষধ উপরোক্ত রোগে বিশেষ ফলপ্রসূ। (চক্রবর্ত্ত)

দস্তীর যোগে গুড়াষ্টক নামক কবিরাজী ঔষধ প্রস্তুত হয়। ইহা প্রস্তুত করিতে হইলে, দস্তী, ত্রিফল এবং চিতামূল, গোলমরিচ, পিপুল শুঠ এবং পিপুল মূল প্রত্যেকটি সমপরিমাণ লইয়া বেশ গুড়া করিতে হইবে। যে সমস্ত দ্রব্যগুলি দেওয়া হইল উহাদের সমান ওজনের গুড় উহাতে মিশ্রিত কর। মাত্রা এক তোলা প্রত্যহ প্রাতে সেবন করিলে পেটফাঁপা, শোথ, কামলা, অবরুদ্ধ শ্রাব প্রভৃতি রোগ আরাম হয়। (ভাবপ্রকাশ)

কোন স্থান কাটিয়া গেলে দস্তী পাতার রস দিলে রক্ত শ্রাব বন্ধ হয়। দস্তী পাতা রাখিয়া দিলে ক্ষত স্থানের পুঁথ পড়া বন্ধ করিয়া ক্ষত শীঘ্র আরাম করিয়া দেয়। দস্তী মূলের ত্বক পেষণ করিয়া পাকা ফোড়ায় দিলে উহা কাটিয়া যায়। (Fig. 521.)

Genus—CROTON Linn.

522. *C. tiglium* Linn. (জয়পাল)

Fig.—Kirtikar & Basu, Ind. Med. Pl., t. 872B; Benth. & Trim., t. 235; Rheede, Hort. Mal., ii, t. 33.

Ref.—F. B. I., v, 393; F. I., iii, 682; B. P., ii, 943; Dymock, iii, 281.

জন্মস্থান—সমগ্র ভারতে, বাগানে রোপণ করা হয়; বঙ্গদেশ, আসাম ও ত্রক্ষদেশ।

বিভিন্ন নাম—বা. জয়পাল; হি. জামালপোটা; সং. জয়পাল; তে. নেপালাবীতনা; তা. নারচালাম।

ব্যবহার্য্য অংশ—বীজ এবং তৈল। বীজ ১-২টি, মূল কক ১-৪ আনা।

বর্ণনা—চিরসবুজ পত্রাচ্ছাদিত, বৃক্ষ। পত্র ২-৪ ইঞ্চি, যখন শুষ্ক হয় তখন পীতের আভাবুক্ত। পত্র লম্বাকৃতি উহাতে দুই অথবা তিন জোড়া শিরা আছে। পত্রের শেফভাগে মন্থর কলাইয়ের অর্ধদৃশ আছে; পত্রের কিনারাগুলি ষড়্ভুজ, বোটা ১-২ ইঞ্চি; নরম, পুষ্পবৃন্ত দুই হইতে তিন ইঞ্চি। পুষ্প লোমযুক্ত, এক একটি হয়, ইহার পাপড়ি সৰু, কিনারাগুলি লোমযুক্ত। স্ত্রীপুষ্পের পাপড়ি শক্ত, লোমযুক্ত, গোড়ার পাপড়ি নাই; বীজকোষ ১-১ ইঞ্চি

লম্বা এবং সাদা, ডিম্বাকৃতি। বীজ $\frac{1}{2}$ - $\frac{3}{4}$ ইঞ্চি লম্বা, সামান্য মোটা এবং ফিকে। প্রাচীন আয়ুর্বেদ শাস্ত্রে জয়পালের উল্লেখ নাই। আধুনিক সংস্কৃত বৈজ্ঞানিক গ্রন্থে ইহার গুণ সম্বন্ধে বর্ণনা আছে। জয়পালের আর একটি সংস্কৃত নাম কনক ফল। গ্রীষ্মকালে ইহার ফল হয় ও শীতকালে ফল পাকে।

ঔষধার্থে ব্যবহার—জয়পালের তৈল $\frac{1}{2}$ - 1 মিনিম খাইলে অতিশয় দান্ত হয়। যে সকল রোগী গিলিতে পারে না তাহাদের জিহ্বার পশ্চাৎদিকে লাগাইয়া দিতে হয়। এই তৈল কুমিনাশক, কুমিনাশের জন্য রেড়ির তৈলের সহিত ব্যবহার হয়। জয়পাল বীজের প্রলেপ দিলে ত্বক লোহিত বর্ণ হয়। জয়পাল অর্দ্ধমাত্রা খাইলে প্রচুর জলের দ্বারা ভেদ হয় কিন্তু অধিক মাত্রা খাইলে অগ্নিস্থিত গ্রন্থির উত্তেজনা, পাকযন্ত্রের প্রদাহ, শৈথিল্য বিস্তার প্রদাহ হয়। অশস্যার, সংজ্ঞাহীনতা, পক্ষাঘাত ও কোষ্ঠবদ্ধ রোগে ব্যবহার হয়। পাকস্থলীর প্রদাহ কিম্বা কোন শরীরবস্তুর প্রদাহ থাকিলে ইহা খাওয়া উচিত নহে। যে রোগী রেচক ঔষধ খাইতে চাহে না তাহার জিহ্বায় কয়েক বিন্দু জয়পালের তৈল দিলে ফল লাভ হয়। ইহা কোষ্ঠবদ্ধ, কুমি, শোথ, দ্রীহা, যকৃৎ বিবৃদ্ধি, পেটফাঁপা, শূল, বাত ও পাথরী রোগে ব্যবহৃত হয়।

বীজের প্রলেপ দিলে বা তৈল মাখিলে মাথা বেদনা, পৃষ্ঠদণ্ডের পীড়া ও পুরাতন কাশ রোগ আরাম হয়। জয়পালের তৈল মালিস করিলে পুরাতন গাঁটে বাত, গর্তাশয়ের প্রদাহ ও গ্রন্থীর ক্ষীণতা আরাম হয়।

বিরেচক, জ্বরনাশক, কোষ্ঠবদ্ধ নিবারক, সর্সাদীন শোথ ও সর্দি নিবারক বলিয়া ইহার খ্যাতি আছে। ইহা পিত্ত ও শ্লেষ্মা নাশক। জয়পাল ছুড়ে সিদ্ধ করিয়া বাহিরের খোলা ফেলিয়া দিয়া শাঁস পৃথক করিতে হয়। জয়পাল বীজ নেপাল হইতে আসে, ইহা উত্তর পশ্চিম ভারত সীমানায় Dand নামে পরিচিত। মুসলমান বৈজ্ঞানিকের মতে জয়পাল বীজ বিরেচক, শ্লেষ্মা ও পিত্ত নাশক, ইহা শোথ ও বাতে প্রয়োগ হয়। ইহা আদার রসের সহিত বালকদিগকে খাওয়াইলে বালকদিগের ঘুংড়ীকাশি ভাল হয়। জয়পালের বীজের শাঁস বস্ত্রধও বাঁধিয়া গোবর জলে সিদ্ধ করিতে হয়, তৎপরে উহা গুঁড়া করিয়া দুই ভাগ খদির দিয়া এই মিশ্রিত প্রব্যে দুই গ্রৈণ পরিমাণ একটি একটি বটিকা কর; ইহা একটি উৎকৃষ্ট বিরেচক ঔষধ। (Fig. 522.)

Genus—CHROZOPHORA Neck.

523. *Chrozophora plicata* A. Juss (ক্ষুদিওকরা)

Fig.—Burm. Ind., t. 62, Fig. 1.

Ref.—F. B. I., v, 409; Roxb., F. I., iii, 681; B. P., ii, 944; Prain, H. H., 276.

জন্মস্থান—পহাৰ, বংগ, ত্ৰিবাঙ্কুৰ এবং সমগ্ৰ বঙ্গদেশের পুৰুরের কিনাৰায়, শস্ত্ৰক্ষেত্ৰে ও পতিত জমিতে জন্মে ।

বিভিন্ন নাম—বা. কুদিওকরা ; হি. শনবল্লী ; সং. প্যাণোনারী ; তে. গুৰুগুচেট্টু ; প. নীলকণ্ঠি ।

ব্যবহাৰ্য্য অংশ—শিকড়, পত্ৰ ও বীজ ।

বৰ্ণনা—দুই ফুট উচ্চ গুল্ম, পুৰুরের কিনাৰায় বা পতিত জমিতে জন্মে । পত্ৰ ২-৪ ইঞ্চি লম্বা, ডিম্বাকৃতি অথবা গোলাকাৰ, পূৰ্ব, ঋষসে, কৌকড়ান, ফিকে সবুজবৰ্ণ, উভয়দিকে লোম আছে, বোটা ১-২ ইঞ্চি লম্বা, পাতায় তিনটী বিভাগ (খাঁজ) আছে । পুষ্পের বহিৰ্ভাগ ১ ইঞ্চি লম্বা, পাপড়ি ছোট ছোট ; পুষ্পের ১৫টী, দুই থাকে জন্মে । স্ত্রীপুষ্পের বোটা ১ ইঞ্চি লম্বা, ত্ৰিকোণাকাৰ পাপড়ি ছোট ও সরু । ফলের ব্যাস ১ ইঞ্চি, ঘন লোমাকৃত, কণ্টকময় ফুল খেতবৰ্ণ । শীতকালে ফুল ও ফল হয় ।

ঔষধাৰ্থে ব্যবহাৰ—শিকড়ের ছাল বালকদিগের সন্দিতে দেওয়া হয় । বীজ বিৰেচক (Stewart) । ইহা কুষ্ঠৰোগের মূল্যবান ঔষধ (Drury) । সামতালেরা ইহাৰ শিকড় কৰমচাৰ শিকড়ের সহিত মিশাইয়া বেলেস্তাৰা দেয় (A. Campbell) । শুষ্ক পাতাৰ কাখে একটু সৰিষাৰ তৈল দিয়া ব্যবহাৰ কৰিলে কুষ্ঠৰোগ আৰাম হয় (Dymock, iii, 316) । (Fig. 523.)

Genus—EUPHORBIA Linn.

524. *Euphorbia antiquorum* Linn. (বাজবারণ)

Fig.—Wight, Ic., t. 897 ; Rheede, Hort. Mal., ii, t. 42 ; Kirtikar & Basu, Ind. Med. Pl., t. 851.

Ref.—F. B. I., v, 255 ; Roxb., F. I., ii, 468 ; B. P., ii, 923 ; Dymock, iii, 253 ; Prain, ii, 271.

জন্মস্থান—দক্ষিণ ভাৰত ও বঙ্গদেশের বহুস্থানে বেড়াৰ ব্যবহাৰ কৰে ।

বিভিন্ন নাম—বা. বাজবারণ, তেশিৰেমনসা, তেঁকাটাশিৰ ; হি. তিধাৰা ; সং বজ্জকণ্টক ; সাম. এতকেক ; তে. বনতাকেমেট্টু ; তা. তিৰিকালী ।

ব্যবহাৰ্য্য অংশ—শিকড়, শিকড়ের ছাল এবং আঠা ।

বৰ্ণনা—গাছ প্ৰায় ২৫ ফুট উচ্চ হয়, শাখা ৫-৬ ইঞ্চি, ত্ৰিকোণাকাৰ, সবুজ, স্থূল ও নরম, পাৰ্শ্বে ৩টী শিৰা ও শক্ত কাল ফাঁটা আছে ; কাণ্ড শক্ত, কখন কখন ২৩ ফুট উচ্চ হয়, ছাল পূৰ্ব, ঋষসে, চেউখেলান ও ধূসরবৰ্ণ, গাছে দুধের স্রাব আঠা আছে । সব গাছের পাতা হয় না ; কখন কখন নরম ছোট ছোট কতকটা গোলাকাৰ পাতা হয় ; তাহা শীত

পড়িয়া যায়। পাতায় শিরা নাই, বোটা ক্ষুদ্র। ফুল উভয়লিঙ্গবিশিষ্ট, প্রায় $\frac{1}{2}$ ইঞ্চি, সবুজের আভাযুক্ত পীতবর্ণ কিম্বা গাঢ় লালবর্ণ। ফল $\frac{1}{2}$ ইঞ্চি। প্রবাদ আছে, এই গাছ ছাদে রাখিলে বাড়ীতে বাজ পড়ে না, এইজন্য ইহার আর এক নাম বাজবারণ। গ্রীষ্মের প্রারম্ভে ফুল ও ফল হয়।

ঔষধার্থে ব্যবহার—ইহার শিকড় বাটিয়া বালকদিগের পেটে লেপন করিলে কৃমি আরাম হয়। শিকড়ের ছাল বিরেচক এবং কাণ্ডের কাথ বাতে ব্যবহার হয় (Rheede)। শাখার রস বিরেচক, ইহা কোমরের বেদনা, বাতের বেদনা ও দাঁতের বেদনায় ব্যবহার হয়। ইহার রস অতিশয় ভেদক, শোথ, স্নায়ুবিক রোগ এবং বম্বিরতায় প্রয়োগ হয় (Baden-Powell)। নিমেষ্টমতে ইহা ভেদক, হজমকারক ও তিক্ত, এবং কোষ্ঠবদ্ধতা, পেটকাপা, শোথ, বাত, প্রীহা, কুষ্ঠ এবং কামলা রোগে ব্যবহার হয়। ইহার ত্বকের ছায়ে আঠা ছোলায় ছাত্তুর সহিত ভাজিয়া বটিকা প্রস্তুত করিয়া খাইলে গনোরিয়া আরাম হয় (Dymock)। ইহার অপরাপর গুণ মনসাসিদ্ধের ছায়ে। (Fig. 524.)

525. *E. nerifolia* Linn. (মনসাসিদ্ধ)

Fig.—Rumph. Herb. Amb., iv, t. 40; Kirtikar & Basu, Ind. Med. Pl., 849.

Ref.—F. B. I., v, 255; Roxb., F. I., ii, 465; B. P., ii, 923; Dymock, iii, 253; Wall., Ill., Pt. 2, 297; Prain, H. H., 272.

জন্মস্থান—ভারতের বহুস্থানে, সিকিম, ভূটান এবং বঙ্গদেশে সচরাচর বেড়ায় রোপণ করে। ইহা হিন্দুদিগের একটি পবিত্র গাছ।

বিভিন্ন নাম—বা. মনসা; সং. বৃহি; হি. সিদ্ধ; বর্ম্মা—মোহঙ্গ; Eng. Common Dulkhedge.

ব্যবহার্য অংশ—ফুল, পাতা ও আঠা। মাত্রা পত্ররস ১-২ তোলা, শুষ্ক আঠা $\frac{1}{2}$ -১ আনা।

বর্ণনা—ছোট সোজা গাছ, সূক্ষ্ম লোম আছে। কাণ্ড ও শাখা কণ্টকময় ও গোলাকার; গাছের শাখা প্রসার, কাটা $\frac{1}{2}$ - $\frac{3}{4}$ ইঞ্চি লম্বা। পত্র ৬-১২ ইঞ্চি লম্বা, মোটা, শীতকালে পাতা পড়িয়া যায়। পাতার গোড়ার দিক ক্রমশঃ সরু, অগ্রভাগ ১-১ $\frac{1}{2}$ ইঞ্চি চওড়া, গোলাকার, বোটা ছোট। ফুল পীতের আভাযুক্ত, ছোট ও বোটার আবদ্ধ। বীজকোষ $\frac{1}{2}$ ইঞ্চি, বীজ চেপ্টা, কোমল লোমযুক্ত। বহু কাটাযুক্ত বড় মনসা গাছকে বৃহী বলে। সূতীক অল্প কণ্টকযুক্ত গাছকে মোহঙ্গ বলে। আর এক প্রকার মনসা আছে উহার পাতা প্রায় থাকে না। আরও কয়েক প্রকার মনসা আছে তাহার ব্যবহার বৈজ্ঞানিক নাই। বসন্তকালে ইহার ফুল ও ফল হইয়া থাকে।

ঔষধার্থে ব্যবহার—কথিত আছে, ইহার শিকড় সর্পবিষ নিবারক। পাতার রস হাপানির টান আরাম করে। হিন্দু বৈজ্ঞান্যে ইহার স্বেতবর্ণ আঠা বিরেচক। হরিতকী, পিপুল, ত্রিবৃন্দুল ইহার সহিত মিশাইয়া শোথ এবং বাতে প্রয়োগ হয়। পাতার রস কানের বেদনা আরাম করে এবং মূল বাটিয়া চক্ষে দিলে চক্ষু উঠা আরাম হয় (Watt)। ইহার রস শোথ, অবিরাম জ্বর আরাম করে, মাত্রা ২০ গ্রেণ। নিম্ন তৈলের সহিত মিশাইয়া বাহ্যিক প্রয়োগ করিলে পুরাতন বাত আরাম হয় (Met. Med. Ind., ii, 97)। মনসার রস লাগাইলে ঘাঘের পোকা মরিয়া যায়, কানে দিলে কান বেদনা আরাম হয়। ইহার রস মধু এবং সোহাগার সহিত অল্প মাত্রায় সেবন করিলে বুকের সর্দি উঠিয়া যায়। হলুদের গুঁড়া মনসা আঠায় মিশাইয়া অর্শে দিলে অর্শ আরাম হয়। দারুহরিদ্রার গুঁড়া, মনসা ও আকন্দ আঠায় ভিজাইয়া বাতি প্রস্তুত করতঃ ভগনদরে ও অপরাপর শোথ ঘায়ে প্রবেশ করাইলে উহা আরাম হইয়া যায়। আতপ চাউল মনসা আঠায় ভাবনা দিয়া তন্দুরা পিঠা তৈয়ারী করিয়া ভোজন করিলে উদরী রোগ আরাম হয় (চক্রদত্ত)। মনসার মূল চিবাঁইয়া দাঁতের মূলে দিলে দাঁতের পোকা পতিত হয়। মনসা পাতা আকন্দ পাতায় জড়াইয়া অগ্নারে দহ্য করতঃ একটু গরম থাকিতে কানে দিলে কান কটকটানি আরাম হয়।

অর্কপত্রপুটে দধি: স্নুহীপত্রভবোরস: ।

কঙ্কর পুরণাদেব কর্ণশূল নিবারণ: ॥

তাই তিন বৎসরের মনসা গাছ অস্ত্রের দ্বারা কাটিয়া শীতের শেষভাগে আঠা গ্রহণ করিতে হয়। মনসা আঠা অতি সাবধানে প্রয়োগ করা উচিত নতুবা নানাবিধ অনিষ্ট হইতে পারে। (Fig. 525.)

526. E. Tirucalli Linn. (জটালকা)

Fig.—Rheede, Hort. Mal., ii, t. 44; Kirtikar & Basu, Ind. Med. Pl., t. 849B.

Ref.—F. B. I., v, 254; Roxb., F. I., ii, 470; B. P., ii, 924; Wall., iii, Pt. 2, 301; Prain, H. H., 272.

জন্মস্থান—সিন্ধুদেশ, দাক্ষিণাত্য, ককন, গুজরাট ও বঙ্গদেশে সচরাচর দেখা যায়। আদিম বাসস্থান আফ্রিকা।

বিস্তৃষ্ট নাম—বা. জটালকা, লঙ্কাসিঁড়; হি. সেহন্দ; তা. তিরুকাল্লী; তে. জেমুহু।

ব্যবহার্য অংশ—আঠা ও ছাল; মাত্রা আঠা ১-৩ ফোঁটা।

বর্ণনা—এই গাছ আফ্রিকা হইতে ভারতবর্ষে আসিয়াছে। ইহা প্রায়ই বেড়ার ব্যবহৃত হয়। গাছ ১৫-২০ ফুট উচ্চ হয়, নরম মৃদু উজ্জল এবং সবুজবর্ণ শাখা প্রশাখা হয়। সুরু

পাতা গাছের অগ্রভাগে থাকে, কিন্তু গাছ বড় হইলে পাতা পড়িয়া যায়। ডাল শক্ত, পুরাতন গাছের কাঠ বেতবর্ণ ও শক্ত কাঠ হইতে বেশ বারুদের কয়লা হয়। গাছের গুড়ির বাস ৬-১০ ইঞ্চি, সবুজবর্ণ ও গোলাকার, পত্র নরম $\frac{1}{2}$ ইঞ্চি লম্বা। বীজকোষ $\frac{1}{2}$ ইঞ্চি লম্বা, গাঢ় ধূসরবর্ণ, তিনভাগে বিভক্ত, ফল চেপ্টা, বীজ গোলাকার ও মসৃণ। ফাল্গুন-চৈত্র মাসে ফুল ও ফল হয়।

ঔষধার্থে ব্যবহার—রস বিরেচক; বেদনায়ুক্ত স্থানে লাগাইলে বেদনা আরাম হয়। Dr. Rheede বলেন ইহার শিকড়ের কাথ পেটের বেদনায় ব্যবহৃত হয় এবং ছত্বের কায় আঠা মাখমের সহিত খাইলে কোষ্ঠ পরিষ্কার হয়। Dr. Rumphius বলেন যে কোন স্থান ভাঙ্গিয়া গেলে ইহার আঠা প্রদান করিলে বেদনা নিবারণ হয়; ইহার ১-৪ ফোঁটা আঠা গুড় কিম্বা ছোলার ছাতুর সহিত খাইলে জ্বোলাপের কার্য করে। জটালকা পুকুরের জলে দিলে মাছ মরিয়া যায় (Dymock)। জটালকার সাদা আঠা উপদংশ রোগ নাশ করে। Dr. J. Shortt বলেন যে তিনি উক্ত রোগে প্রাতে ও রাতে ৫ গ্রেণ হিসাবে ব্যবস্থা করিয়া বিশেষ ফল লাভ করিয়াছেন (Ph. Ind.)।

527. *E. pilulifera* Linn. (বড়কেরই)

Fig.—Burm. Thes. Zeyl., t. 104 & 105, fig. 1; Kirtikar & Basu., Ind. Med. Pl., t. 846A.

Ref.—F. B. I., v, 250; Roxb., F. I., ii, 472; B. I., ii, 925; Prain, H. H., 272; Dalz. & Gibs., Bomb. Fl., 227.

জন্মস্থান—ভারতবর্ষে উষ্ণপ্রধান দেশে এবং বঙ্গদেশে, বিশেষতঃ হুগলী, হাওড়া প্রভৃতি জেলায় শস্তক্ষেত্রে, বাগানে, পতিত জমিতে, রাস্তার ধারে ও রেল রাস্তার ধারে প্রায় সকল স্থানে দেখা যায়।

বিভিন্ন নাম—বা. বড়কেরই; হি. হুধি; সাম. পুখিতোয়া।

ব্যবহার্য অংশ—পাতা এবং রস।

বর্ণনা—বর্ষজীবী গাছ, ষাড়াভাবে ও অবনতভাবে জন্মে, শক্ত লোমযুক্ত কাণ্ড ১-২ ফুট। পত্র কাণ্ডের উভয়দিকে যুগ্মভাবে হয়। পত্র লম্বা ডিম্বাকৃতি, করাতের কায় দাঁতযুক্ত ১-২ ইঞ্চি ছোট, বৃন্ত ছোট, পত্রের শিরাগুলি স্পষ্ট দেখা যায়। পুষ্পবৃন্ত ছোট, ফুল $\frac{1}{2}$ ইঞ্চি, কোমল লোমযুক্ত; বীজকোষ $\frac{1}{2}$ ইঞ্চি লোমযুক্ত। বীজ ফিকে ধূসরবর্ণ, স্ফটিকোপী ও গোলাকার। শীতকালে ফুল ও ফল হয়।

ঔষধার্থে ব্যবহার—কথিত আছে ইহার হাঁপানি ও পুরাতন বক্ষঃপ্রদাহ আরাম করিবার শক্তি আছে। বড়কেরই ও ছোটকেরই, উভয় প্রকার কেরই রক্ত আমাশয় ও পেট

বেদনায় ব্যবহার হয়। বড়কেরই বালকদের কুমি, পেটের দোষ ও সন্ধিতে বিশেষ হিতকর। কখন কখন ইহা গনোরিয়া রোগে ব্যবহার হয় (S. Arjun)। সামন্তালের ইহার শিকড় বমন নিবারণের জন্য ব্যবহার করে। প্রসূতির স্তনদুগ্ধ কমিয়া গেলে ইহা ব্যবহার করিলে তাহাদের স্তনে প্রচুর পরিমাণে দুগ্ধ আনয়ন করে (Dymock)।

528. *E. microphylla* Heyne (ছোটকেরই)

Fig.—Journ. Coll. Science, Tokyo, xx, Art. 3, t. 5 ; Kirtikar & Basu, Ind. Med. Pl., t. 848B.

Ref.—F. B. I., v, 252 ; Roxb., F. I., ii, 473 ; B. P., ii, 925 ; Prain, H. H., 273.

জন্মস্থান—দক্ষিণ ভারত, বৃন্দলখণ্ড ও বঙ্গদেশের সর্বত্র দেখা যায়। হুগলী জেলার পশ্চিমভাগে প্রায়ই দেখা যায়।

বিভিন্ন নাম—বা. ছোটকেরই বা থিকুই ; সামন্তাল—হুথিয়াফুল।

ব্যবহার্য অংশ—সমগ্র গাছ।

বর্ণনা—বর্ষজীবী গুল্ম, সূক্ষ্ম লোমযুক্ত। ইহা মাটিতে গড়াইয়া কিংবা বিস্তৃত হইয়া জন্মে। কাণ্ড পত্রময়, নরম, বহুশাখাবিশিষ্ট, ৪-১০ ইঞ্চি লম্বা। পত্র ছোট $\frac{1}{2}$ - $\frac{3}{4}$ ইঞ্চি, লম্বাকৃতি, বৃন্তদেশ গোলাকার। কোন কোন পত্রে দীর্ঘ থাকে। পুষ্পবৃন্ত ক্ষুদ্র, ত্রিকোণাকার, পুষ্পদণ্ডের কচিপাতা, তরবারি আকৃতি। বীজকোষ ছোট বোটাঘ থাকে, ইহার ব্যাস $\frac{1}{8}$ ইঞ্চি। ফলে ছাল আছে, উহা সূক্ষ্ম লোমযুক্ত। বীজ মসৃণ, ঈষৎ নীলবর্ণ, আঠাযুক্ত। শীতের শেষে ফুল ও ফল হয়।

ঔষধার্থে ব্যবহার—ছোটনাগপুরে এই গাছের সহিত *Cryptolepis Buchanani* R. & S. করন্ট বা সামন্তালী উত্তরিহুদি গাছের সহিত মিশ্রিত করিয়া প্রসূতির স্তনদুগ্ধ বাড়াইবার জন্য প্রয়োগ করে (Rev. A. Campbell)।

529. *E. thymifolia* Burm. (শ্বেতকেরই)

Fig.—Rheede, Hort. Mal., x, t. 33 ; Kirtikar & Basu, Ind. Med. Pl., t. 847.

Ref.—F. B. I., v, 252 ; Roxb., F. I., ii, 473 ; B. P., ii, 925 ; Prain, H. H., 272.

জন্মস্থান—বঙ্গদেশে সাধারণতঃ মাঠের ধারে, বাগানে ও রাস্তার কিনারায় দেখা যায়।

বিভিন্ন নাম—বা. শ্বেতকেরই ; হি. ছোটহুদি।

ব্যবহার্য অংশ—সমগ্র উদ্ভিদ।

বর্ণনা—কোমল লোমযুক্ত, বহুশাখাবিশিষ্ট বর্ষজীবী গুল্ম; কাণ্ড, ৪-১২ ইঞ্চি, মাটিতে গড়াইয়া উঠে। পত্রের কিনারায় সূক্ষ্ম দাঁত আছে, $\frac{1}{2}$ ইঞ্চি লম্বা, পত্রের অগ্রভাগ মোটা ও গোলাকার, কাণ্ডে যুগ্ম পত্র হয়। পুষ্পদণ্ড ক্ষুদ্র ও সরল। স্ত্রীকেশর ছোট। বীজকোষ কোমল লোমযুক্ত, বীজ কৌকড়ান। গাছ দেখিতে তাম্রবর্ণ, পুষ্প বৎসরের সকল সময়েই থাকে।

ঔষধার্থে ব্যবহার—ইহার রস কিংবা গাছের গুঁড়া দষ্টস্থানে মস্তুর সহিত লাগাইলে বিষাক্ত সর্পের বিষ নষ্ট করে এবং ছত্বের সহিত ইহা পাইলে ভেদ ও বমন হইয়া সর্পবিষ শরীর হইতে বাহির করিয়া দেয়। ইহার গনোরিয়া রোগের শ্রাব নষ্ট করিবার শক্তি আছে। পত্র ও বীজ গুল্ম অবস্থায় সৌগন্ধযুক্ত এবং কামোত্তেজক। তামিল ডাক্তারেরা ইহা বালকদের কৃমি রোগে প্রয়োগ করেন, তাহার সাধারণতঃ খালিপেটে ছানার জলের সহিত ইহার গুঁড়া দ্বিভাগে সেবন করান।

ইহার পত্র যত্নে শুষ্ক করিলে চাষের মত হয় (Met. Med. Ind., ii, 75)। Dr. Irvine বলেন ইহা উত্তেজক ও মৃদু বিরেচক। ইহার পত্র কখন দেশে বড় কৃমি নাশে ব্যবহার হয়। Dr. O'Shaughnessy বলেন ইহা অতিশয় ভেদক। সামতালেরা ইহার শিকড় স্ত্রীলোকের বাধক বেগনার প্রদান করে (Dymock)।

Genus—JATROPHA Linn.

530. J. Curcas Linn. (বাগাভেরেন্দা)

Fig.—Jacq. Hort. Vind., iii, t. 63; Kirtikar & Basu, Ind. Med. Pl., i, 867 B.

Ref.—F. B. I., v, 383; Roxb., F. I., iii, 686; B. P., ii, 941; Dymock, iii, 274; Prain, H. H., 275.

জন্মস্থান—ইহার আদি জন্মস্থান দক্ষিণ আমেরিকা ব্রাজিলে; বঙ্গদেশের বহুস্থানে বেড়াই ব্যবহার করে।

দেশীয় নাম—বা. বাগাভেরেন্দা; হি. এরণ্ড; তা. কাট আমুনক; তে. নেপালাম; স. কানন এরণ্ড।

ব্যবহার্য অংশ—বীজ, শিকড়ের ছাল।

বর্ণনা—সবুজ পত্রাচ্ছাদিত উদ্ভিদ। কাণ্ড ৫-৬ ফুট, বহু শাখা প্রশাখা হয়। নূতন ডাল সূক্ষ্মলোমযুক্ত, আঠা সাবানের দ্বায়, জল দিয়া রগড়াইলে ফেনা হয়। ডাল ধূসরবর্ণ, মফণ, উজ্জল। গাছ একটু বড় হইলে পাতলা কাগজের দ্বায় ছাল উঠে। কাণ্ড খেতবর্ণ, চিত্রযুক্ত ও

নরম শোলায় ছায়। পত্র ৩ হইতে ৫ ভাগে অগভীর ভাবে খণ্ডিত। বৃহৎদেশ হৃৎপিণ্ডাকৃতি, ৪-৬ ইঞ্চি লম্বা; বোটা ৫-৯ ইঞ্চি লম্বা। ফুল পীতবর্ণ কিংবা পীতের আভাযুক্ত সবুজবর্ণ। পুষ্পগণ্ডে অনেক ফুল হয়। পুষ্পকেশর ১০টি, ২ থাকে জন্মে। স্ত্রীকেশরের মস্তক পীতবর্ণ কিংবা শুক হইলে ধূসরের আভাযুক্ত কৃষ্ণবর্ণ। ফল গোলাকার ঈষৎ লম্বা সবুজবর্ণ পরে কৃষ্ণবর্ণ ধারণ করে। বীজে তৈল আছে। গ্রীষ্মকালে ফুল ও ফল হয়। কাষ্ঠ হইতে বারুদের কয়লা হয়।

ঔষধার্থে ব্যবহার—বীজের তৈল বিরেচক এবং বমন কারক, ইহা পাঁচড়া প্রভৃতি রোগে ব্যবহার হয় (Gamble)। ইহার পাতলা তৈল পুরাতন বাতের পক্ষে হিতকর। ইহার পাতার কাথ শুনে দিলে শুনহুঙ্ক বৃদ্ধি হয় (Pharm. Ind.)। গোয়া দেশে ইহার শিকড়ের ছাল বাতের প্রলেপ দেয়। ইহার আঠা হিংএর সহিত এবং ছানার জলের সহিত ব্যবহার করিলে অজীর্ণ ও উদরাময় আরোগ্য হয় (Dymock)।

ইহার পাতা ও রেডিগাছের পাতার দুই উৎপাদনের জন্য ব্যবহার হয়। ভেরেণ্ডা আঠা খোস, পাঁচড়া ও চুলকানিতে এবং কাউর ঘায়ে দিলে বেশ ফল পাওয়া যায়।

531. *J. gossypifolia* Linn. (লালভেরেণ্ডা)

Fig.—Bot. Reg., t. 746; Jacq. Ic. t. 633; Kirtikar & Basu, Ind. Med. Pl., t.

Ref.—F. B. I., v, 383; B. P., ii, 941; Prain, H. H., 275; Dymock, Cook Fl. Bombay, ii, 597.

জন্মস্থান—ইহার আদি বাসস্থান আমেরিকা, বঙ্গদেশের জঙ্গলে রাস্তার ধারে ও পতিত জমিতে বহু পরিমাণে জন্মে।

বিভিন্ন নাম—বা. লালভেরেণ্ডা; সং. নিকুধ; তা. আদালয়; তে. নেলাফসিদা।

ব্যবহার্য অংশ—বীজ ও তৈল।

বর্ণনা—ছোট গুল্মজাতীয় গাছ, রাস্তার ধারে ও জঙ্গলের কিনারায় জন্মে। ইহার রস পীতের আভাযুক্ত। কাণ্ড ছোট ও শক্ত; পত্র ৩-৪ ইঞ্চি, ইহাতে ৩টি অগভীর খণ্ড আছে। বিভাগগুলি ডিম্বাকৃতি, স্থানে স্থানে অস্পষ্ট, অগ্রভাগ সরু, বৃহৎদেশ হৃৎপিণ্ডাকৃতি, কিনারা কন্বাতের দ্বারা কণ্ঠিত। বোটা ২-৩ ইঞ্চি লম্বা। ফুল সবুজের আভাযুক্ত পীতবর্ণ (Hodder), কিন্তু Dr. Dymock বলেন ফিকে লালবর্ণ। পুষ্পপত্র সবুজের আভাযুক্ত পীতবর্ণ, পুষ্পনল ছোট, পুষ্পকেশর ৮টি। স্ত্রীপুষ্পের বহিকীস গোড়ায় ৫ অংশে বিভক্ত, গর্ভাশয় স্থল লোমযুক্ত। ফল মসৃণ, গায়ে খাঁজ আছে। ফলের ব্যাস $\frac{1}{2}$ ইঞ্চি, প্রায় ৩

ভাগে বিভক্ত। বীজের আকৃতি ময়ূন, লম্বাকৃতি, উজ্জ্বল ও কৃষ্ণবর্ণ (Brandis and Gamble)। বর্ষাকালে ফুল ও ফল হয়।

ঔষধার্থে ব্যবহার—ইহার বীজের তৈল উত্তেজক, ইহা বাতে ও পক্ষাঘাতে ব্যবহার হয়। তৈল বিরেচক, ইহা ক্ষতশোধ, ক্ষতে, অতিশয় আঘাত জনিত বেদনা ও ক্রমিতে ব্যবহার হয়। ইহার শিকড় জলের সহিত বাটিয়া বালকদিগকে দিলে তাহাদের উদর বিবৃদ্ধি আরাম হয়। ইহা অতিশয় ভেদক এবং গলার গ্ৰাণ ফোলা আরাম করে। ইহার রস চক্ষে দিলে চক্ষের বাপ সা আরাম করে।

Genus—RICINUS Linn.

532. R. communis Linn. (গাবভেরেণ্ডা)

Fig.—Bent. & Trim., t. 237; Rheede, Hort. Mal., ii, t. 32; Kirtikar & Basu, Ind. Med. Pl., t. 878, Reichb. Hort. Bot. t. 153.

Ref.—F. B. I., v, 457; Roxb., F. I., iii, 689; B. P., ii, 952; Dymock, iii, 301; Prain, H. H., 277; Brandis, For. Fl., 453.

জন্মস্থান—ভারতের বহু স্থানে চাষ হয়; বঙ্গদেশে চাষ হয় ও পতিত জমিতে এবং রেল রাস্তার ধারে দেখা যায়।

বিভিন্ন নাম—বা. গাবভেরেণ্ডা, রেড়ি, সং. এরণ্ড; তে. আমুতাপুচেট্টু; তাম. আন আনাককাম চেদী। Eng. Castor oil plant।

ব্যবহার্য অংশ—মূল, ত্বক, পত্র, বীজ ও তৈল। মাত্রা—মূল ত্বক কক ১-২ তোঃ; মূলের কাথ ৫-১০ তোঃ; মূল রস ১-২ তোঃ; পত্র কক ১-২ তোঃ; পত্রের ছাই ১-২ তোঃ; বীজ শস্ত ২-৬ টা; তৈল ২-৪ তোঃ।

বর্ণনা—ছোট গুল্মজাতীয় উদ্ভিদ ৫-১২ ফুট উচ্চ হয়। পত্র সবুজ কিংবা লালের আভাযুক্ত, ১-২ ফুট। পত্র কতকটা হস্তাঙ্গুলিবৎ, পত্রের বিভাগগুলি লম্বা ও গোলাকার, অগ্রভাগ সরু। পত্রের বোঁটা ফাঁপা ৪-১২ ইঞ্চি। পুষ্পদণ্ড মোটা শাখা প্রশাখা বিশিষ্ট। পুষ্পপুষ্পের ব্যাস ২ ইঞ্চি, স্ত্রীপুষ্পের উপরে থাকে। পুষ্পকেশর অনেক আছে, স্ত্রীপুষ্পের বহিকেশর ২ ইঞ্চি লম্বা। গর্ভাশয় ৩টি পরদা বিশিষ্ট; স্ত্রীকেশর বিস্তৃত, গাঢ় লালবর্ণ। বীজকোষ গোলাকার, ২-১ ইঞ্চি লম্বা; বীজ লম্বা ময়ূন, মাংসল, খেতবর্ণের দাগবিশিষ্ট। ফলের গাত্র কণ্ডিত। বীজ দুসর ও কৃষ্ণবর্ণ। আর এক প্রকার ভেরেণ্ডা আছে, উহাকে রক্ত এরণ্ড বলে; উহার কাণ্ড লাল ও পত্র রক্তবর্ণ; উভয়ের গুণ এক। বৎসরের প্রায় সকল সময়েই ফুল ও ফল হয়।

ঔষধার্থে ব্যবহার—পরিভাষা অহুসারে ভেরেণ্ডা বীজের কাথ পান করিলে পিত্তোদর আরাম হয়। এরও পত্রের অস্ত্রবধূমদক্ষ ফার, ত্রিকটু তিল তৈল এবং পুরাতন গুড়ের সহিত খাইলে কাস আরাম হয় (চরক)। এরও পাতা গুতে ভাজিয়া সেবন করিলে রাতকানা আরাম হয় (বাগভট)। ইহার বীজের পায়স খাইলে কটিশূল ও গৃধ্রসী আরাম হয়। স্ট্রুট ও এরও মূলের কাথ হিং ও সচ্চল লবণযোগে পান করিলে স্তম্ভশূল আরাম হয় (ভাবপ্রকাশ)।

যষ্টিমধুর কাথের সহিত এরও তৈল পান করিলে পিত্তশূল শৈত্ত্বগুণ্য আরাম হয় (চক্রদত্ত)। এরও পত্রের পুট পকরস ও আদার রস সমভাগে লইয়া যষ্টিমধুর ককসহ পাক করিয়া তিল তৈল ও সৈন্ধব লবণ যোগ করিয়া অল্প গরম থাকিতে কর্ণ পূরণ করিয়া দিলে কর্ণশূল আরাম হয়। সৈন্ধব লবণযুক্ত এরও পত্রের রস চোখ উঠার পক্ষে হিতকর (বঙ্গসেন)। এরও তৈল, পেটফাণা, কোষ্ঠবদ্ধ, জ্বর, বাত, পুংজননেদ্রিয়ে প্রদাহ, বস্তি প্রদাহ, গনোরিয়া, অশ্মরী, মূত্রমার্গে সঙ্কোচজনক পীড়ায় হিতকর। আদার রসের সহিত পান করিলে তৎক্ষণাৎ শূল বেদনা কমিয়া যায়। রেড়ীর বীজের প্রলেপ দিলে ফোড়া শীঘ্র পাকিয়া উঠে এবং বাতের ফুলা কমিয়া যায়।

প্রসূত নারীর বদ্ধিত স্থনে ও বেদনাযুক্ত স্থনে গরম এরও পত্রের প্রলেপ দিলে এবং এরও পত্রের কাথ সেবন করিলে স্তন্যস্রাব করাইয়া ফুলা ও বেদনা কমিয়া যায়। গরম এরও পত্র বস্তিদেশে স্থাপন করিলে আর্ন্তব রক্তস্রাব বদ্ধিত হয়। এরও মূলের ছাল রসায়ন এবং পুরাতন গ্ৰীহা ও যকৃৎ বৃদ্ধি কমাইয়া দেয় (R. N. Khori, ii, 553)।

এরও পুরাতন স্নাত রোগে বিশেষ ফলপ্রসূ, এইজন্য ইহার অপর নাম “বাতারি”। ইহার শিকড় বাতে ও কটি-বাতে ব্যবহার্য। রেড়ীর তৈল বিরেচক, ইহা গোমূত্র অথবা আদার রস অথবা দশমূল পাচনের সহিত ব্যবহার্য।

দশমূলকষায়েণ পিবেদ্য নাগরাস্তসা।

কটিশূলেবু সর্কেবু তৈলমেরওসম্ভবম্। (চক্রদত্ত)

বীজ পরিষ্কার ও পেষণ করিয়া কাইয়ের মত হইলে জলে ও দুধে সিদ্ধ করিয়া পান করিলে কটি-বেদনা এবং গৃধ্রসী আরাম হয়।

বিশোষ্টপেরওবীজানি পিষ্টা ক্ষীরে বিপাচেয়েৎ।

তৎপায়সঃ কটিশূলে গৃধ্রস্তাং পরমৌষধম্।

রেড়ীর শিকড়ের কাথ বাত রোগ নাশক। ইহার ছাল পাতা এবং শিকড়ের কাথ জল ও ছাগ দুধের সহিত ব্যবহার করিলে নূতন বসন্তের উদ্ভব কমিয়া যায়। মুসলমান বৈজ্ঞানিক ইহার তৈল ভেদক, হাঁপানি নিবারক, পেটফাণা জনিত বেদনা, বাত, ফুলা, শোথ এবং

ক্ষতনাশ রোগে ব্যবহার করিতে নির্দেশ দেন। ইহার টাটকা রস অতিফেন এবং অপরাপর বিষ বমনের জন্য ব্যবহার হয়। শিকড়ের ছাল বমন কারক এবং চর্ম রোগ নিবারক (Dymock)। ইহার কাণ্ড জ্বীলোকের স্তম্ভ বৃদ্ধিকারক ও ক্ষতকর (Bently Trimen)।

Genus—PUTRANJIVA Wall.

533. P. Roxburghii Wall. (পুত্রজীব)

Fig.—Brand, For. Fl., 451. t. 53; Wight, Ic., t. 876; Rheede, Hort. Mal., vii, t. 59.

Ref.—F. B. I., v, 336; Roxb., F. I., iii, 766; B. P., ii, 937; Prain, H. H., 274; Dalz. & Gibs., Bomb. Fl., 236.

জন্মস্থান—করমগুল উপকূল, পাটনা, মুঙ্গেরের পার্শ্বীয় প্রদেশ, বঙ্গদেশের রাস্তার ধারে ও বাগানে রোপণ করে।

বিভিন্ন নাম—বা., সং. পুত্রজীব, ঘূনিফল; হি. জিয়াপুত; তা. কুরুপালী; তে. কাবরজুবী।

ব্যবহার্য অংশ—ছাল ও বীজ।

বর্ণনা—এই গাছ ৩০-৪০ ফুট উচ্চ হয়। কাণ্ড সরল, চারিদিকে অনেক ডালপালা হয়, সরু সরু ডালগুলি ঝুলিয়া পড়ে। পত্র ২-৩ ইঞ্চি লম্বা মাথা মোটা বা সরু, ফুল ছোট পীতবর্ণ, পুংপুষ্প পুষ্পদণ্ডে গুচ্ছবদ্ধ হয়। স্ত্রীপুষ্প এক একটি কিষা জোড়া জোড়া হয়। বৃন্ত ২-১ ইঞ্চি কোমল লোমযুক্ত। ফলে একটি বীজ থাকে, ফল দেখিতে বকুলের মত, গোলাকার; বীজ শ্বেতবর্ণ ও কুঞ্চিত। মার্চ ও এপ্রেল মাসে ফুল হয়। জানুয়ারী মাসে ফল পাকে।

ঔষধার্থে ব্যবহার—সংস্কৃত গ্রন্থে নিম্নলিখিত গুণ বর্ণিত আছে :—

পুত্রজীবো গর্ভকরো যষ্টিপুষ্পোহর্থসাধকঃ ।

পুত্রজীবো গুরুবৃহ্মো গর্ভদঃ শ্লেষ্মবাতহং ॥

স্বপ্নমূত্রমলোক্কোহিমঃ স্বাছ পটুঃ কটুঃ ।

প্রবাদ আছে যে ইহার আঁটা ছিঁড় কথিয়া বালকের গলায় ঝুলাইয়া দিলে ছেলে দীর্ঘজীবী হয়। ইহার বীজ রক্ত আমাশয় নাশক, উত্তেজক, উষ্ণবীৰ্য্যক ও বলকারক। শিকড় তিক্ত ও জ্বরনাশক। পাতার কাণ্ড চক্ষুরোগের দৌতকর ঔষধ রোগে ব্যবহার হয়। চীনদেশে ইহার বীজ মূত্রকর বলিয়া নির্দেশ দেন।

Genus—TRAGIA Linn.

534. *T. involucrata* Linn. (বিছুটী)

Fig.—Kirtikar & Basu, Ind. Med. Pl., t. 880.

Ref.—F. B. I., v, 465; Roxb., F. I., iii, 576; B. P., ii, 952; Watt, vi, Pt. 4, 471; Dymock, iii, 313; Prain, H. H., 277.

জন্মস্থান—বঙ্গদেশের সর্বত্র, পতিত জমি ও বেড়ার ধারে দেখা যায়।

বিভিন্ন নাম—বা. বিছুটী; হি. বারহস্ত; তে. তুলাখলি; তা. কানচুরি; সং. বৃশ্চিকাসা।

ব্যবহার্য অংশ—শিকড়।

বর্ণনা—বৃক্ষারোহী লতা অতিশয় ঘনশাখাবিশিষ্ট, ৪-৫ ফুট উচ্চ হয়। পত্র ডিম্বাকৃতি, অগ্রভাগ ক্রমশ সরু, উভয় দিকে পশমের দ্বায় শ্বেতবর্ণ লোম আছে, পত্রের বোটা $\frac{1}{2}$ - $\frac{3}{4}$ ইঞ্চি। পত্রের কিনারা কণ্ঠিত, লোমযুক্ত, ২-৪ ইঞ্চি লম্বা। পুষ্পদণ্ড ১-৪ ইঞ্চি লম্বা হয়। পুষ্পদণ্ড ঝাড়া এবং অনেক ফুল হয়। এই গাছে হাত দিলে চুলকাইয়া জ্বালা করে। লতার প্রত্যেক গাঁইট হইতে ফুল বাহির হয়। হকার সাহেব লিখিত 'ফ্লোরা ব্রিটিশ ইণ্ডিয়া' নামক পুস্তকে এই গাছ ৪ জাতি বলিয়া উক্ত হইয়াছে। প্রথমটিকে *T. involucrata* proper বলা হয় এবং অপর তিনটিকে উহার variety বলা হয়, যথা—Var. *cordata* Muell., ইহার পাতা চৌড়া, ডিম্বাকৃতি, বৃহৎদেশ হৃৎপিণ্ডাকৃতি, কিনারা মোটা মোটাভাবে কণ্ঠিত; আর এক প্রকার বিছুটী আছে, ইহা Var. *angustifolia*, ইহার পত্র সরু ঘাসের দ্বায় লম্বা, বৃহৎদেশ হৃৎপিণ্ডাকৃতি; এবং Var. *cannabina* Linn., ইহার পত্র দেখিতে তালপত্রের দ্বায়, ৩ অংশে বিভক্ত ও দাঁতযুক্ত। আর এক প্রকার লাল বিছুটী আছে, ইহার নাম *Fleurya interrupta* Gaud (F. B. I., v, 548; B. P. ii, 961; Prain, H. H., 278); ইহা *Urticaceae* order ভুক্ত।

ঔষধার্থে ব্যবহার—ইহার কাথ $\frac{1}{2}$ চামচে দিবসে ২ বার সেবন করিলে পুরাতন উপদংশ ঘটিত রোগ আরাম হয়। বিছুটীর শিকড় কুষ্ঠরোগে বাহ্যিক প্রয়োগ হয়। ইহার শিকড় আদার সহিত মাথায় দিলে মাথাবেদনা আরাম হয়। কখন দেশীয় লোকেরা ইহার শিকড় ঘাঘের পোকা মারিবার জন্য প্রলেপ দেয়। তুলসী পাতার রসের সহিত ইহার মূল বাটিয়া পাঁচড়ায় লাগাইলে পাঁচড়া আরাম হয় (Dymock)। ইহার ফল অল্প জলের সহিত টাকে রগড়াইলে ইন্দ্রলুপ্ত (টাক) আরাম হয়। বিছুটী ফল বাটিয়া ফোড়ায় প্রলেপ দিলে উহা শীঘ্র পাকিয়া যায়। Var. *T. cannabina*র শিকড় মূত্রকর ও ত্রিদোষ-নাশক। ইহার ছেঁচা রস $\frac{1}{2}$ চামচ দিবসে ২ বার সেবন করিলে জরের প্রকোপ কমিয়া যায়।

ইহার শিকড় বর্ষাকর, প্রবল জরে বধন হস্তপন বেদনা ও হস্ত ও পনের অগ্রভাগ শীতল হয় তখন শিকড়ের কাথ ২-৪ আউন্স সেবন করিলে জ্বর কমিয়া আইসে। ইহার শিকড় (১:১০) মিশাইয়া কাথ হয়, উহা ব্যবহার করিলে জ্বরের সহিত প্রাদাহিক কাশি আরাম হয়।

Genus—CLEISTANTHUS Hook, f.

535. *C. collinus* Benth. (গাররি)

Fig.—Roxb., Cor. Pl., ii, 37, t. 169; Kirtikar & Basu, Ind. Med. Pl., t. 856.

Ref.—F. B. I., v, 274; Roxb., F. I., iii, 732; B. P., ii, 928; Dymock, iii, 269.

জন্মস্থান—ভারতের শুষ্ক আবহাওয়াযুক্ত অঞ্চলে, সিমলা হইতে বেহার পর্য্যন্ত স্থানে, দাক্ষিণাত্যে বৃন্দেলখণ্ডে ও মধ্য ভারতে দেখা যায়।

বিভিন্ন নাম—হি. বা. গাররি; তা. ওয়াহুগু; তে. কাদিসেন-কসি; উড়িয়া—কারাশা; মধ্যভারত—গানারি।

ব্যবহার্য অংশ—ছাল ও পত্র।

বর্ণনা—গুল্মজাতীয় উদ্ভিদ বা ছোট গাছ। ছাল $\frac{1}{2}$ ইঞ্চি পুরু, প্রায় কৃষ্ণবর্ণ, ইহাতে ঈষৎ লালের দাগ আছে, ছাল বিদীর্ণ। কাষ্ঠ কৃষ্ণবর্ণ বা লালের আভাযুক্ত ধূসরবর্ণ, শক্ত ও অতিশয় ভারী। পত্র উজ্জল সবুজবর্ণ, চামড়ার মত, ডিম্বাকৃতি, $1\frac{1}{2}$ -৪ ইঞ্চি লম্বা, মস্তক মোটা, প্রায় গোলাকার। বৃন্ত $\frac{1}{2}$ ইঞ্চি, ফুল পীতাম্ব সবুজবর্ণ, ছোট পুষ্পদণ্ডে গুচ্ছবদ্ধ থাকে বীজকোষ $\frac{3}{4}$ ইঞ্চি, ইহাতে ৩টি বিভাগ আছে, কখন বা ৪টি থাকে, গাঢ় ধূসরবর্ণ, উজ্জল, শুষ্ক হইলে কঁকড়াইয়া যায়। বীজের ব্যাস $\frac{1}{2}$ ইঞ্চি, প্রত্যেক ফলে ৩টি থাকে। এপ্রেল-মে মাসে ফুল হয় এবং পরবর্তী মার্চ-এপ্রেল মাসে ফল হয়।

ঔষধার্থে ব্যবহার—ইহার শিকড় ও ফলের ছাল অতিশয় বিষাক্ত (O'Shaughnessy)। ছোটনাগপুরে ইহার ফল ও ছাল মৎস্ত মারিবার জন্য ব্যবহার করে। ইহার ছাল চর্মরোগে হিতকর। ইহার পত্র জলে ভিজাইয়া সেই জলে স্নান করিলে অতিরিক্ত মাথা বেদনা আরাম হয় (Rev. A. Campbell)। ইহার পত্র এবং ফলের অরিষ্ট পাকাক্ষয়িক ও আয়িক প্রদাহে বেশ কাজ করে।

Genus—MALLOTUS Lour

536. *M. philippinensis* Muell. (কমলাগুড়ি)

Fig.—Bentl. & Trim., t. 236; Kirtikar & Basu, Ind. Med. Pl., t. 875B; Roxb. Cor. Pl., ii, t. 38; Rheede, Hort. Mal., v, t. 21 & 24.

Ref.—F. B. I., v, 442; Roxb., F. I., iii, 827; B. P., ii, 950; Prain, H. H., 277; Watt, v, Pl. 1, 114; Dymock, iii, 296.

জন্মস্থান—সমগ্র বঙ্গদেশ; বর্মা, সিঙ্গাপুর, সিঙ্গেশ, সিংহল, চীন, মালয় দ্বীপপুঞ্জ, আফ্রিকা; বোটানিক গার্ডেন, শিবপুর।

বিভিন্ন নাম—বা. কমলাগুঁড়ি; সং. কম্পিলা, কম্পিলক; তা. কপিলাপেনী; তে. হনগুণ্ডী; হি. বসন্তগন্ধ; Eng. Kamala dye.

ব্যবহার্য অংশ—ফলের গুঁড়া, শিকড়। মাত্রা ২ আনা ১ তোলা।

বর্ণনা—সবুজ পত্রাচ্ছাদিত ২৫-৩০ ফুট উচ্চ বৃক্ষ। ইহার ছাল $\frac{1}{2}$ ইঞ্চি পুরু, ধূসরবর্ণ, ভিতরের কাঠ লালবর্ণ, কাটা কাটা দাগ আছে। কাঠ মৃদু ও শক্ত। কচি প্রশাখা, পুষ্পদণ্ড এবং পাকা পাতার নিম্নদিকে তুলার দ্বারা পদার্থে আবৃত; শাখা নরম। পত্র ৩-২ ইঞ্চি লম্বা, ডিম্বাকৃতি ও দাঁতযুক্ত। পত্র দেখিতে কতকটা ডুমুর পাতার দ্যায়, পত্রবৃন্তের নিকট ২টি গোলাকার গ্রন্থি আছে। পত্রের নিম্নদেশ লালবর্ণ শিরা দ্বারা আবৃত, পত্রের বৃদ্ধদেশ ক্রমশঃ সরু, ওটা শিরা আছে, বোটা ১-৩ ইঞ্চি। ফুল ছোট একলিঙ্গ বিশিষ্ট; পুষ্পদণ্ড গাঢ় লালবর্ণ; পাপড়ি গোলাকৃতি। স্ত্রীপুষ্প এক একটা হয়। ফল ছোট কুলের মত। ফল ও বীজকোষ তিন ভাগে বিভক্ত; ফল পাকিলে লাল কিংবা উজ্জ্বল লালবর্ণ গুঁড়ায় আবৃত হয়। বীজ গোলাকার, মৃদু ও কৃষ্ণবর্ণ। Sir Buchanan Hamilton বলেন যে এই গাছকে "Monkey face tree" বলে, কারণ বালকেরা ইহার ফল মুখে ধমিয়া মুখ লালবর্ণ করে। ইহার ফল লালবর্ণ বলিয়া ইহার আর একটি নাম রক্ত ফল। পাকা ফলের গায়ে রক্তবর্ণ যে পদার্থ থাকে উহাকে কমলাগুঁড়ি বলে; ইহা গন্ধশূন্য। কমলাগুঁড়ি লেবু রং বিশিষ্ট, রেশম রং করিতে ইহার ব্যবহার হয়। ফল হইতে যে গুঁড়া পাওয়া যায় উহাকে "কপিলী" বলে, ইহা অতি উৎকৃষ্ট, আর বৃক্ষের শাখা প্রভৃতি হইতে যে রং পাওয়া যায় উহাকেও "কপিলী" বলে। বিভিন্ন কম্পিলক প্রায় পাওয়া যায় না, ব্যবসায়ীরা ভেজাল দিয়া বাজারে বিক্রয় করে। জলে অঙ্গুলির অগ্রভাগ ডুবাইয়া কমলাগুঁড়ির গুঁড়া মাখাইয়া কাগজে রগড়াইলে যদি বস্ত্রিকা আকার ধারণ করে তবে উহা উৎকৃষ্ট বলিয়া জানিবে। ইহার ফুল সেপ্টেম্বর-নভেম্বর মাসে এবং ফল মার্চ-মে মাসে জন্মে।

ঔষধার্থে ব্যবহার—কমলা ৫, বরুণ ছাল (Crataeva religiosa) ৪, গোলাপের কুঁড়ি ৫, হরিতকী ৪ এবং সৈন্ধব লবণ ৪ ভাগ একত্রে গুঁড়া করিয়া ৩০-৪০ গ্রেণ মাত্রায় গুড়ের সহিত সেবন করিলে ক্রমি নাশ হয়।

কমলা, বিড়ঙ্গ, হরিতকী, যবক্ষার, সৈন্ধব লবণ সমভাগে লইয়া গুঁড়া, ১ ড্রাম মাত্রায় সেবন করিলে ক্ষিতার দ্বারা ক্রমি আরাম হয় (চক্রবর্ত্ত)।

কমলার গুঁড়া ৮ গুণ সরিষার তৈলের সহিত মিশাইয়া আক্রান্ত স্থানে প্রলেপ দিলে

দ্রুত, ছলি প্রভৃতি আরোগ্য হয়। মধুর সহিত কমলা ২ ড্রাম সেবন করিলে কিতাব ক্রমি মরিয়া যায়।

কমলার ফলের গুঁড়া হইতে যে চূর্ণ প্রস্তুত হয় উহা কুমিনাশক, বিষনাশক ও বিরেচক। ইহার সন্ধি দূর করিবার শক্তি আছে। নিষণ্টকারের মতে ইহা সন্ধি, পিত্ত, পাথরী ও কুমিনাশক। ইহার পত্র ধারক ও শান্তিকর। কমলার ফল পাকিলে আপনা আপনি ফাটিয়া যায়। Makhzan লেখক বলেন যে এক প্রকার কৃষ্ণবর্ণ কমলাগুঁড়ি আছে উহা Ethiopia দেশ হইতে ভারতে আইসে, ইহাকে "Habshi" বলে। ফিকে লাল জাতীয় কমলাগুঁড়িকে ভারতীয় কমলা বলে। Dr. Rheede বলেন যে ইহার পত্র, ফল এবং শিকড় মধুর সহিত সেবন করিলে বিষাক্ত জন্তুর দংশন জনিত বিষ নষ্ট হয়। ভারতীয় কমলাকে সাধারণত "Wars" বলে।

মধুর সহিত মাড়িয়া কমলাগুঁড়ি সেবন করিলে গুল্ম আরাম হয়। ইহার সহিত পক তৈল ত্রণে ও ক্ষতে দিলে ক্ষত পূরণ হইয়া যা শীঘ্র আরাম হয় (চরক)।

কমলাগুঁড়ি পিত্ত সাম্যাবস্থায় আনয়ন করে এবং শূলবৎ বেদনা নাশ করে। ইহা বমনকারক এইজন্ত উহা সেবন করিলে বমন হয়।

Genus—PHYLLANTHUS Linn.

537. *P. distichus* Muell. (নোয়াড়)

Fig.—Rheede, Hort. Mal., iii, t. 47 & 48; Lamk., Ill., ii, t. 757; Kirtikar & Basu, Ind. Med. Pl., t. 862A.

Ref.—F. B. I., v, 304; Roxb., F. I., iii, 672; B. P., ii, 936; Watt, vi, Pl. 1, 217.

জন্মস্থান—মালয় দ্বীপপুঞ্জ, মাদাগাস্কার এবং বঙ্গদেশের অনেক বাগানে ইহা রোপণ করে।

বিভিন্ন নাম—বা. নোয়াড়; হি. চালমেরী; তা. আকনেন্নী; তে. রাকা উসিরিকী।

ব্যবহার্য অংশ—বীজ, শিকড়, ফল।

বর্ণনা—২-৩ ফুট উচ্চ গাছ, বসন্তকালে ইহার পাতা পড়িয়া যায়। শাখা আঙ্গুলের মত মোটা, ছাল বন্ধুর, ধূসরবর্ণ; পত্রময় শাখা ১-২ ফুট। পত্র ত্রিভুজাকৃতি, নিম্নভাগ ফিকে, বৃন্তদেশ প্রায় গোলাকার। ফুল গুচ্ছবদ্ধ ১২ ইঞ্চি, কখন কখন উভয় লিঙ্গবিশিষ্ট। পুংকেশর বক্র, গর্ভাশয় ডিম্বাকৃতি। ফল গোলাকার, শাঁস অল্প। ফলে বীজ একটা থাকে, ইহাতে ৩৪টা বিভাগ আছে। মার্চ-এপ্রেল মাসে ফুল ও ফল হইয়া থাকে।

ঔষধার্থে ব্যবহার—ফল অম্ল ও ধারক। শিকড় অতিশয় বিরেচক ও বীজ সন্ধিনাশক।

538. P. Emblica Linn. (আমলকী)

Fig.—Brand., For. Fl., t. 621; Rheede, Hort. Mal., i, t. 38; Bedd., Fl. Syl., v, t. 258.

Ref.—F. B. I., v, 289; Roxb., F. I., iii, 671; B. P., ii, 1935; Watt, v, Pr. I., 270; Dymock, iii, 261; Prain, H. H., 274.

জন্মস্থান—ভারতবর্ষ এবং ব্রহ্মদেশের অরণ্যে আছে। বাকুড়া জেলার জঙ্গলে বহু পরিমাণে দেখা যায়। হগলী, হাওড়া প্রভৃতি স্থানে বাগানে রোপণ করে।

বিভিন্ন নাম—বা. আমলকী, আমলা; সং. আমলকম্, ধাত্রীফলম্; হি. আওনলা; তা. নেল্লীকাই; তে. উবীরিকী; Eng. Emblic myrobalan।

ব্যবহার্য অংশ—ফল, ছাল এবং ফুল। মাত্রা রস ২ তোলা, চূর্ণ ৪-৮ তোলা।

বর্ণনা—মাঝারি গাছ ২০-২৫ ফুট উচ্চ। ছাল ঠে ইকি পুরু, ফিকে ধূসরবর্ণ, ভিতরের কাঠ শক্ত ও লালবর্ণ। পত্রদণ্ড লম্বা, পত্রিকা পালকের মত দণ্ডের উভয়দিকে হয়, পক্ষাকার কোমল লোমযুক্ত ঠে-ই ইকি লম্বা, বোঁটা ক্ষুদ্র। ফুল ছোট সবুজের আভাযুক্ত পীতবর্ণ, লম্বা পুষ্পদণ্ড থাকে, পুষ্পকেশর তিনটি, স্ত্রীপুষ্প অল্প হয়, ইহার পাপড়ি পুষ্পপত্রের তুল্য। ফল ঠে-ই ইকি গোলাকার শাঁসযুক্ত, ফিকে পীতবর্ণ, পাকিলে কতকটা লালের আভাযুক্ত হয়, ফলের স্বাদ অম্ল, ফলে ৬টি বীজ থাকে। কাশীর আমলকী সর্ষাপেক্ষা উৎকৃষ্ট। ভাল আমলকীর গন্ধ গন্ধকের মত, ইহার আর একটি সংস্কৃত নাম ধাত্রীফল। আমলকীর পশ্চাৎভাগে পেয়ারার স্থায় ফুল থাকে, ফলের গাছ খাঁজকাটা, শুক আমলকী কোকড়ান, ঈষৎ কৃষ্ণবর্ণ, অল্প সৌগন্ধযুক্ত। বসন্তকালে ফুল হয়, শীতকালে ফল পাকে।

ঔষধার্থে ব্যবহার—আমলকীর টাটকা রস মূত্রকর ও মূত্র বিরেচক। আমলকী চামড়া পরিষ্কার করিবার জন্য ব্যবহার হয়। ইহা উদরাময় ও রক্ত-আমাশয় নাশক, হিন্দু কবিরাজেরা ইহার ফুল দারক ঔষধরূপে ব্যবহার করেন। (Ainslie, Met. Med. Ind., ii, 244)। ইহার টাটকা রস মধু ও হরিত্রার সহিত মিশাইয়া গনোরিয়া রোগে প্রদত্ত হয় (Dymock)। ইহার বীজের কাথ তিক্ত, বলকারক এবং পুরাতন রক্ত আমাশয়-নাশক। আমলকী ফলের সরবৎ মধু দিয়া খাইলে রোগীর বেশ বল হয়, ইহা মূত্রকর। আমলকী অনেক আয়ুর্বেদীয় ঔষধে ব্যবহার হয়।

আমলকীর গুঁড়া ৩২ তোলা, জারিত লৌহ ৩২ তোলা, যষ্টিমধু ১৬ তোলা, এইগুলি গুলক রসে ক্রমাগত সাতবার ভিজাইয়া ২০-৪০ গ্রেণ মাত্রায় সেবন করিলে কামলা, রক্তহীনতা ও অজীর্ণ রোগ আরাম করে। মুসলমান বৈজ্ঞানিক ইহাকে দারক, রক্তের সংশোধক ও ত্রিদোষ নাশক বলিয়া বর্ণনা করিয়াছেন (Dymock, iii, 261)। ইহার ফলের আঠা নূতন চক্ষুপ্রদাহে হিতকর।

আমলকী ভাঙ্গা, চিনি, মধু প্রত্যেক ৮ তোলা, জল ৪০ তোলা, একত্রে মিশ্রিত করিয়া কাপড়ে ছাকিয়া ব্যবহার করিলে পেটের বেদনা ও উদরাময় আরাম করে। দুই ড্রাম পরিমাণ আমলকীর পিষ্টক মধুর সহিত খাইলে গর্ভাশয় হইতে রক্তস্রাব আরাম হয়।

আমলকীর রস গব্য ঘূতের সহিত মিশ্রিত করিয়া খাইলে বিসর্পজ্বর আরাম হয়। যদি কোষ্ঠবদ্ধ থাকে তবে তেউড়ীর গুঁড়া মিশ্রিত করিয়া খাইতে হইবে।

আমলকী ও কয়েং বেলের রস পিপুল চূর্ণ ও মধুর সহিত খাইলে দারুণ হিকা আরাম হয়। পাকা আমলকীর বীজ পেষণ করিয়া চিনি ও মধুর সহিত খাইলে কিছা আমলকী চূর্ণ বা আমলকীর রস মধুর সহিত খাইলে শ্বেত প্রদর আরাম হয় (চরক)।

অধিক মাত্রায় আমলকীর রস পান করিলে মূত্রদোষ ও প্রস্রাবের জ্বালা দূর হয় (সুশ্রুত)।

আমলকী চূর্ণ দুই তোলা, দুগ্ধ অর্দ্ধ পোয়া, জল মেড় পোয়া, জল দিয়া দুগ্ধাবশেষ নামাইয়া উহাতে অর্দ্ধ তোলা গব্য ঘূত মিশ্রিত করিয়া পান করিলে কাশ আরাম হয় (বাগভট্ট)।

শুক আমলকী ঘূতে ভাজিয়া কাঁজিতে পেষণ পূর্বক মস্তকে প্রলেপ দিলে নাসিকা হইতে রক্তস্রাব আরাম হয় (চক্রদত্ত)।

আমলকী পেষণ করিয়া নাভির নিম্নদিকে প্রলেপ দিলে মূত্ররোগ আরাম হয়।

আমলক্যাশ্চ ককেন বস্তুভাগং প্রলেপয়েৎ

তেন প্রশাম্যতি ক্ষিপ্রং নিয়মানুত্রনিগ্রহঃ (ভাবপ্রকাশ)।

আমলকী চিনি ও ঘূত সহ পেষণ করিয়া মস্তকে লেপন করিলে মাথার খুসকী ও দজ্জ আরাম হয়। অতিশয় যন্ত্রণার সহিত রক্ত মিশ্রিত মূত্র বাহির হইলে ইন্ধুরস, কাঁচা আমলকীর রস সমভাগে মধুসহ পান করিলে সরক্ত মূত্ররুদ্ধ আরাম হয়। চক্ষু উঠিলে প্রথম অবস্থায় আমলকীর রস বিন্দু বিন্দু চক্ষুতে দিলে চক্ষু উঠা ও চক্ষুর যন্ত্রণা নিবারিত হয় ও চক্ষুর আরক্ততা কমিয়া যায় (বঙ্গসেন)। আমলকীর রস চিনির সহিত সেবন করিলে বোনি-প্রদাহ আরাম হয়। আমলকী হইতে কবিরাজী খণ্ডামলকী নামক ঔষধ প্রস্তুত হয়, ইহা অজীর্ণ, বমন এবং পাকাশয়ের যন্ত্রণা নিবারণ করিতে অষ্টমীতীয় ঔষধ।

আমলকী, চিতা, হরিতকী, পিপুল, এইগুলি সমভাগ লইয়া চূর্ণ করিয়া সেবন করিলে জ্বর নাশ করে। ইহা কটিকর, স্নেহায়, দীপক ও পাচক। ইহাকে আমলক্যাদি চূর্ণ বলে।

আমলকী, পদ্ম, কুড়, লাজ্বা ও বটের সুরি ইহাদিগের চূর্ণ মধুসহ গুটিকা প্রস্তুত করিয়া মুখে রাখিয়া সেবন করিলে অত্যন্ত পিপাসা ও প্রবল মুখশোথ প্রশমিত হয়।

বিড়ঙ্গ, গুঁঠ, পিপুল, হরিতকী, আমলকী, বহেড়া, বচ, গুলক, ভেলা ও শোধিত বিষ এইগুলি একত্রে মিশ্রিত করিয়া গোমূত্রে পেষণ করিয়া ১ রতি পরিমাণ বটিকা প্রস্তুত করিবে। আদার রস সহ ১ বটিকা সেবন করিলে অজীর্ণ ও গুল্ম, দুইটা বটিকা সেবন করিলে ওলাউঠা,

তিনটি বটিকা সেবন করিলে সর্পবিষ এবং চারিটি বটিকা সেবন করিলে সন্নিপাত জ্বর আরাম হয়। ইহার নাম সঞ্জীবনী বটিকা।

539. P. Niruri Linn. (ভুঁইআমলা)

Fig.—Kirtikar, Ind. Med. Pl., t. 861; Wight, Ic., t. 1894; Rheede, Hort. Mal., x, t. 15.

Ref.—F. B. I., v, 298; Roxb., F. I., iii, 659; B. P., ii, 936; Watt, vi, Pt. I, 222; Dymock, iii, 265.

বিভিন্ন নাম—বা. হি. ভুঁই আমলা, শ্বেতহাজরমনি; সং. ভূধাত্রী; তে. নেলা উসিরিকা; তা. ফিজকাই নেয়ী।

জন্মস্থান—ভারতবর্ষের গরমদেশে, পঞ্জাব, আসাম, বাঙ্গালা, ত্রিবাঙ্গুর, হগলী, হাবড়া জেলার চাষ ক্ষেত্রে এবং ভিজা জমিতে প্রায় সর্বত্র জন্মে।

ব্যবহার্য অংশ—পত্র, শিকড় ও বীজ। মাত্রা, সমগ্র গাছ চূর্ণ ২-৬ আনা।

বর্ণনা—বর্ষজীবী গুল্ম, ৬-১৮ ইঞ্চি উচ্চ। শাখা ঝাড়াভাবে বাহির হয়, উপরের শাখা শিরায়ুক্ত, উহাতে কোমল লোম আছে। পুংপুষ্প $\frac{1}{2}$ ইঞ্চি লম্বা ও গোলাকার। পুংকেশর তিনটি। পত্র আমলকী পত্র অপেক্ষা চওড়া, পাতার বোটা কোনটি লাল কোনটি শ্বেতবর্ণ, ফল অতিশয় ছোট $\frac{1}{2}$ - $\frac{1}{3}$ ইঞ্চি, চেপ্টা ও গোলাকার। ইহাতে তিনটি বিভাগ আছে। বীজ শ্বেতবর্ণ নরম, ফুল পীতবর্ণ, ইহার গাছ কতকটা বন নীলের গাছের মত। এই গাছ শরৎকালে বেশ দেখা যায়, ফুল বর্ষার শেষে ও পরে ফল হয়, ফল তিক্ত ও অম্ল।

ঔষধার্থে ব্যবহার—কচি পাতার রস রক্ত আমাশয় ও উদরাময় রোগে ব্যবহার হয়। কাণ্ডের রস সরিষার তৈল মিশ্রিত করিয়া চক্ষু প্রদাহে প্রযুক্ত হয়। ক্ষত, ঘা ও নখকুনিতে চাউল ধোয়া জলের সহিত ইহার পাতা ও শিকড়ের প্রলেপ দিলে আরাম হয় (Drury)। টাটকা শিকড় কামলা রোগের পক্ষে বিশেষ হিতকর; $\frac{1}{2}$ আউন্স পরিমাণ টাটকা শিকড়ের রস এক পিয়ালী দুধের সহিত প্রাতে ও সন্ধ্যাকালে মালিশ করিলে কামলা রোগ আরাম হয় (Roxb.)।

ইহা অতিশয় মূত্রকর বলিয়া শোথ, গনোরিয়া ও অপরাপর মূত্র ও জনন যন্ত্রের রোগে বহু পরিমাণে ব্যবহার হয়। ইহার শিকড় ও পাতার কাথ অতিশয় কটু, ইহা অবিরাম জ্বর নাশক। সমগ্র গাছের অরিষ্ট সবিরাম জ্বরে মীহা ও যকৃতের দোষে প্রয়োগ করিয়া বিশেষ ফল পাওয়া গিয়াছে (Dr. B. D. Basu)। পত্র ও শিকড়ের রস একটী উৎকৃষ্ট বলকারক ঔষধ।

মুসলমান বৈজ্ঞানিকের মতে ইহার দুধের দ্বারা আঠা ক্ষতের একটী বিখ্যাত ঔষধ। ইহার পাতা লবণের সহিত মিশ্রিত করিয়া ভর স্থানে প্রলেপ দিলে বেদনা আরাম হয়। ভূমি

আমলকীর মূলের রস চিনির সহিত পান করিলে বা নাকে নস্র লইলে হিকা আরাম হয় (চরক)। ইহার মূল, কাঁজি ও সৈন্ধব লবণ সহ তায় পাত্রে ঘষিয়া চক্কের পাতায় প্রলেপ দিলে চক্ষুর ব্যথা আরাম হয় (চক্রদত্ত)। ইহার বীজ চাউল ধোয়া জলে পেষণ করিয়া দুই তিন দিন সেবন করিলে রক্ত বা শ্বেত প্রদর আরাম হয়।

ভূম্যামলকীবীজস্ত পীতং ততুলবারিণা।

দিনদ্বয়দ্বয়েণৈব দ্বীরোগং নাশয়েৎ ধ্রুবম্ (বঙ্গসেন)।

540. *P. Urinaria* Linn. (হাজরমনি)

Fig.—Rheede, Hort. Mal., x, 16; Wight, Ic., t. 895, Fig. iv; Kirtikar & Basu, Ind. Med. Pl., t. 859B.

Ref.—F. B. I., v, 293; Roxb., F. I., iii, 660; B. P., ii, 935; Watt, vi, Pt. I, 224; Prain, H. H., 274.

জন্মস্থান—বঙ্গদেশের সর্বত্র, পঞ্জাব, আসাম, সিংহল, হগলী, হাবড়া জেলার পতিত চাষাবৃত্ত স্থানে সাধারণতঃ জন্মে।

বিভিন্ন নাম—হি. বা. হাজরমনি; সা. সাপনি; সং. তায়বলী।

ব্যবহার্য অংশ—সমগ্র গাছ।

বর্ণনা—বর্ষজীবী কিংবা অধিক দিন স্থায়ী গুল্ম, এই গাছ শীতকালে বেশী জন্মে। শাখাগুলি বক্র, অতিশয় জড়ানে। পত্র খুব ঘন ঘন হয়, নরম ও স্থূল লোমবৃত্ত, প্রশাখাগুলিতে পত্র পক্ষাকারে জন্মে। পত্রের বৃহৎদেশ গোলাকার, নিম্নভাগ শ্বেতবর্ণ। ফুল দ্বৈত পীতবর্ণ। ফুল অতিশয় ক্ষুদ্র; পুষ্পের পাপড়ি সবুজবর্ণ, ত্রীপুষ্পের পাপড়ি লম্বাকৃতি, ফুল ঠ ইঞ্চি, চেপ্টা। বীজ এবড়ো খেবড়ো। ইহার আর এক জাতি আছে, উগাকে "*P. Hookeri*" বলে; এই গাছ উপরোক্ত গাছ অপেক্ষা লম্বা ও বড় গাছ ১-১½ ফুট উচ্চ। এই গাছ Khasia পাহাড়ে অধিক দেখা যায়। সমস্ত বৎসর ধরিয়া ফুল হয়, বর্ষার শেষে ফুল ও শরতে ফল হয়।

ঔষধার্থে ব্যবহার—ইহার গুল্ম ভূঁই আমলারই মত, ছোটনাগপুরে এই গাছ নিম্ভ্রা হীনতায় ব্যবহার করে (A. Campbell)। শুক গাছের গুঁড়া কিংবা কাথ এক চামচে পরিমাণ খাইলে কামলা রোগ নাশ করে। Mir Muhamad Husain বলেন ইহার ত্বকের ত্রায় আঠা নালী ঘাঘের পক্ষে হিতকর। পাতা লবণের সহিত বাটিয়া লাগাইলে পাঁচড়া ও অপরাপর চর্মরোগ নাশ করে।

541. *P. reticulatus* Poir. (পানশিউলি)

Fig.—Wight, Ic., t. 894; Rheede, Hort. Mal., x, t. 15; Kirtikar & Basu, Ind. Med. Pl., v, 857.

Ref.—F. B. I., v, 288; Roxb., F. I., iii, 664; B. P., ii, 935; Dymock, iii, 264; Prain, H. H., 274.

জন্মস্থান—সিকুদেশ, বিহার, সিকিম, আসাম এবং সমগ্র বঙ্গদেশের বেড়া ও জঙ্গলের কিনারায় প্রচুর দেখিতে পাওয়া যায়।

বিভিন্ন নাম—হি. পানবুলি; বা. পানশিউলি; সং. কৃষ্ণ কাষোজী; তে. নেম্পাপুরুষ।

ব্যবহার্য অংশ—ছাল ও পাতা।

বর্ণনা—পাকান গুল্ম, ৮-১০ ফুট উচ্চ। ছাল পাতলা ও ধূসরবর্ণ, কাষ্ঠ ঈষৎ লালবর্ণ কিংবা ধূসরের আভাযুক্ত শ্বেতবর্ণ। গাছ জড়াইয়া অপর গাছে উঠে, শাখাপ্রশাখা বহু হয়। ইহাতে সূক্ষ্ম লোম আছে। পাতা ১-২ ইঞ্চি লম্বা, পাতার অগ্রভাগ সরু কিংবা মোটা, বোটা ২-৩ ইঞ্চি। পত্রের গোড়া হঠতে ফুল ও ফল হয়। পুষ্পদণ্ড ছোট ও শক্ত, ফুল গোলাপী, এক একটা কিংবা একসঙ্গে অনেক হয়। পুষ্পকেশর পাঁচটা, স্ত্রীপুষ্পের গর্ভাশয় ৫-১০ পর্দা বিশিষ্ট। ফল বেগুনে রংবিশিষ্ট, কাঁচা ফলের অধোদেশ গোলাপী, পাকিলে মিষ্ট হয়, চেন্টা ও গোলাকার। ফলের বীজ ৮-১৪টা হয়, ফল দেখিতে প্রায় আপেলের মত কিন্তু ক্ষুদ্র। এপ্রেল মাসে ফুল ও ফল হয়।

ঔষধার্থে ব্যবহার—পাতা মূত্রকর ও শাস্তিকারক। পাতার রস কখন কখন দেশে অনেক ঔষধে ব্যবহার হয়। ডালের কাথ দিনে দুইবার ৪ আউন্স পরিমাণ খাইলে জ্বর আরাম হয়। পাতার রস কর্ণুর ও কাবাবচিনি দিয়া বটিকা প্রস্তুত করিয়া মুখে চুষিয়া খাইলে দাঁতে রক্ত পড়া আরাম হয় (Dymock)।

Genus—TREWIA Linn.

542. *T. nudiflora* Linn. (পিটুলি)

Fig.—Rheede, Hort. Mal., i, t. 42; Wight, Ic., t. 870 and 871; Kirtikar & Basu, Ind. Med. Pl., 876.

Ref.—F. B. I., v, 423; Roxb., F. I., 837; B. P., ii, 948; Dymock, iii, 295; Prain, H. H., 277.

জন্মস্থান—আসাম, মালাকা দ্বীপপুঞ্জ, বঙ্গদেশের সর্বত্র দেখা যায়, হুগলী, হাবড়া জেলার জঙ্গলে এবং নদীর ধারে দেখা যায়।

বিভিন্ন নাম—বা. পিটুলি; সং. কুরঙ্গ।

ব্যবহার্য অংশ—মূল।

বর্ণনা—মাঝারী গাছ, ২৫-৩০ ফুট উচ্চ হয়, এক লিঙ্গ বিশিষ্ট। বসন্তকালে পাতা পড়িয়া যায়। পুষ্পদণ্ড ও পত্রপত্র সূক্ষ্ম লোমযুক্ত। পত্র ত্রিভাঙ্গুতি, ডালের উভয়দিকে হয়,

৫-৭ ইঞ্চি দীর্ঘ, বৃহৎমেশ কৃৎপিণ্ডাকৃতি, অগ্রভাগ ক্রমশঃ সরু, উপরিভাগ কোমল লোমযুক্ত, সবুজবর্ণ, পাতলা, তিনটা শিরাবিশিষ্ট। বোটা ২-৩ ইঞ্চি সূক্ষ্ম লোমযুক্ত। পুংপুষ্প ফিকে সবুজবর্ণ। নরম, লম্বমান দণ্ডে থাকে। স্ত্রীপুষ্প পীতবর্ণ, পুরু ও সোজা। ফল ২ ইঞ্চি, খসখসে, গোলাকার। বীজ দুসরবর্ণ, উপরের ছাল পুরু, প্রায় কাঠের মত। মার্চ মাসে ফুল হয় ও মে-জুন মাসে ফল পাকে।

ঔষধার্থে ব্যবহার—নিষকট মতে ইহা শাস্তিকর, পিত্ত ও স্লেষ্মা নাশক। শিকড় বাত ও গৌটেবাত নাশক। Dr. Rheede বলেন ইহার শিকড়ের কাথ পেটকাপা নিবারক এবং বাতে স্থানীয় মালিশ হয় (Pharm. Ind., iii, 275)।

Genus—SAPIUM

543. *S. sebiferum* Roxb. (মোমচীনা)

Fig.—Wilson, Arn. Arb. Exped. China 1910-11, t. 372; Britton, N. American Trees 601, Fig. 552; Wilson, Veg. W. China (Published Arn. Arb. No. 2), t. 467-69.

Ref.—F. B. I. v, 470; Roxb. F. I., iii, 693; B. P., ii, 954; Prain, H. H. 277.

জন্মস্থান—বঙ্গদেশের উত্তরাংশে, পিলভিট; অযোধ্যায় চাষ হয়, হুগলী, হাবড়া, ২৪-পরগণার গ্রাম্য জঙ্গলের ধারে জন্মে। আদিম জন্মস্থান চীনদেশ।

বিভিন্ন নাম—মোমচীনা।

ব্যবহার্য অংশ—বীজ বাতি প্রস্তুতের জন্য ব্যবহার হয়।

বর্ণনা—ছোট সূক্ষ্ম লোমযুক্ত উদ্ভিদ। কাঠ শক্ত, স্বেতবর্ণ। ছাল পুরু, মসৃণ, লালের আভাযুক্ত দুসরবর্ণ, পত্র দেখিতে অশ্বখ পাতার স্থায়। পত্র ১½-২ ইঞ্চি লম্বা, শিরা ৬-১০ ছোড়া, অতিশয় নরম, বোটা ½-১½ ইঞ্চি পত্রাগ্র সরু। পুষ্পদণ্ড ২-৪ ইঞ্চি, পুংপুষ্প গুল্লবদ্ধভাবে জন্মে, বহির্কাস বাটীর মত। স্ত্রীপুষ্প অধিক লম্বা ও দৃঢ়। ফল মটরের মত, প্রায় গোলাকার, একটু ছুঁচাল; বীজ গোলাকার, ইহা মোমের স্থায় পদার্থে আচ্ছাদিত। ফল কামরাজ্যের স্থায়, তিন শিরাবিশিষ্ট, ইহাতে ৩টা বীজ আছে। বর্ষার সময় ফুল ও শীতের সময় ফল হয়।

ঔষধার্থে ব্যবহার—ইহা হইতে বাতি তৈয়ারী হয় এবং ইহার নাম China Tallow Tree। এই গাছ চীন দেশজাত কিন্তু ভারতের উত্তরাংশে ও অপরাপর স্থানে বাতি প্রস্তুতের জন্য চাষ হয়। পত্র হইতে এক প্রকার কৃষ্ণবর্ণ রং প্রস্তুত হয়। ইহার কাঠ ঘরের আসবাব

তৈয়ারীর জন্য ব্যবহার হয়। মোমচীনা তৈল জালানীর জন্য এবং খইল সারের জন্য ব্যবহার হয়।

XCIIV. URTICACEAE

Genus—ARTOCARPUS Foast.

544. *A. integrifolia* Linn. (কাঁটাল)

Fig.—Theede, Hort. Mal., iii, t. 26-28; Bot. Mag., t. 2883-84; Wight, Ic., t. 578; Kirtikar & Basu, Ind. Med. Pl., 906.

Ref.—F. B. I. v, 541; Roxb., F. I., iii, 522; B. P., ii, 971; Watt, i, Pl. 2, 330; Dymock, iii, 355; Prain, H. H., 279.

জন্মস্থান—সমগ্র ভারতে চাষ হয় ও পশ্চিম ঘাটের পার্শ্বতীয় জঙ্গলে ৪০০০ ফুট উচ্চ স্থানে পর্য্যন্ত জন্মে। বঙ্গদেশের বহু স্থানে চাষ হয়।

বিভিন্ন নাম—বা. কাঁটাল; সং. পনস; সামতাল—কাঠার; তে., তা. পানস।

ব্যবহার্য অংশ—পত্র, শিকড় আঠা ও ফল।

বর্ণনা—সবুজ পত্রাচ্ছাদিত বড় গাছ, প্রায় ৬০ ফুট উচ্চ হয়। কাঁঠ উৎকৃষ্ট, মাঝারী রকমের শক্ত, উপরের কাঁঠ ফিকে, ভিতরের উজ্জল পীতবর্ণ। ছাল পুরু দ্রব কৃষ্ণবর্ণ, পুরাতন হইলে গায়ে ফাটা ফাটা দাগ হয়। ইহার আঠা পক্ষী ধরিবার ফাদে ব্যবহার করে। পত্র ৪-৮ ইঞ্চি, চামড়ার ন্যায় পুরু, এবং গাঢ় সবুজবর্ণ, অগ্রভাগ সরু, তিনটি শিরাবিশিষ্ট। পত্রের বৃন্তদেশ সরু, নিম্নভাগ বসবসে, পত্র শির' ৮ ছোড়া, বোঁটা ২-১ ইঞ্চি। পুংপুষ্পাবলী সমন্বিত পুষ্পদণ্ড গোলাকার, লম্বা ২-৬ ইঞ্চি। পুংপুষ্পদণ্ড পুষ্পাবলী পুংকেশর শুকাইয়া গেলে পড়িয়া যায়, স্ত্রীপুষ্পাবলী পুষ্পদণ্ড বৃহৎ ফলে পরিণত হয়। ফল ১২-৩০ ইঞ্চি লম্বা, ৬-১৮ ইঞ্চি মোটা। চারাগাছের শাখায় ফল হয়, পুরাতন গাছের গুঁড়িতেও ফল হয়। ফলের গাত্র কণ্টকময় ছালে আবৃত। বীজে তৈল আছে প্রায় ১ ইঞ্চি লম্বা। শাঁস কাঁচা ও পক অবস্থায় খায়। বীজ সিদ্ধ করিয়া অথবা ভাজিয়া খায়। অগ্রহায়ণ-পৌষ মাসে ফুল হয় ও জ্যৈষ্ঠ-আষাঢ় মাসে ফল পাকে।

ঔষধার্থে ব্যবহার—কোন স্থান বীচিবৎ ফুলিলে ইহার আঠা ব্যবহার করে। ফোড়া পাকাইবার জন্য ফোড়ার চতুর্দিকে লাগান হয়। কচি পাতা চর্মরোগে প্রযোজ্য। উদরাময় রোগে ইহার শিকড় বাটিয়া খাইলে উহা আরাম হয়। কাঁটাল পাতা সর্পবিষের প্রতিষেধক ঔষধ। অপক ফল দারক; পক ফল মুহুরিষেধক গুরুপাক, পুষ্টিকর। কাঁটাল পাতা খাইলে বমন হয়, এইজন্য অহিফেনের রোগীকে খাওয়াইয়া বমন করায়। ইহার শিকড় কোমরে বাধিলে একাশরা আরাম হয় বলিয়া কথিত আছে।

545. *A. Lakoocha* Roxb. (ডেলো)

Fig.—Wight, Ic., t. 681; Kirtikar & Basu, Ind. Med. Pl., t. 907.

Ref.—F. B. I., v, 543; Roxb., F. I., iii, 524; Watt, i, Pl. 2, 33; B. P., ii, 971; Prain, H. H., 279.

জন্মস্থান—সমগ্র বঙ্গদেশ, ব্রহ্মদেশ, কমায়ুন, হগলী, হাওড়া প্রভৃতি জেলার বাগানে রোপণ করে ও জন্মে জন্মে।

বিভিন্ন নাম—বা. ডেলো, মাদার; সং. ডাহ; হি. লাকুচ।

ব্যবহার্য অংশ—বীজ, আঠা।

বর্ণনা—২-২.৫ ফুট উচ্চ গাছ, বসন্তে পাতা পতিত হয়। ছাল খসখসে, কাঠ শক্ত, বাহিরের কাঠ স্বেতবর্ণ, ভিতরের কাঠ পীতবর্ণ, শক্ত, উজ্জল। পত্র ত্রিভুজাকৃতি ৩-১২ ইঞ্চি লম্বা, ২-৬ ইঞ্চি বিস্তৃত, অগ্রভাগ মোটা ও ক্রমশঃ সরু, বৃন্তদেশে হৃৎপিণ্ডাকৃতি, পত্রের কিনারা কবাতের ন্যায়। পত্র চন্দ্রবৎ ও খসখসে, শিরা ৮-১২ জোড়া। বোটা ২-১ ইঞ্চি। পুংপুষ্পের বোটা ছোট, পুংকেশর ১টি। স্ত্রীপুষ্পের বোটা ছোট ও মসৃণ। ফল লম্বাকৃতি ও গোলাকার, কখন কখন এবড়ো খেবড়ো, ২-৩ ইঞ্চি। ফল পাকিলে পীতবর্ণ হয়, খাইতে অম্ল। কাঁচা ফল অম্ল রাঁধিয়া খায়। বীজ লম্বা, গুরু চেষ্টা, ভিতরের শাঁস স্বেতবর্ণ, পাকিলে লালবর্ণ হয়। মার্চ মাসে ফুল হয়, আগষ্ট মাসে ফল পাকে।

ঔষধার্থে ব্যবহার—ইহার আঠা বিরেচক (Dymock)। ফল পক কিংবা কাঁচা রাঁধিয়া খায় (Talbot)। বঙ্গে রত্নগিরি নামক স্থানে ইহার তরকারী করিয়া খায় ও চাটনী করে।

Genus—CANNABIS Tourn.

546. *C. sativa* Linn. (গাঁজা)

Fig.—Rheede, Hort. Mal., x, t. 60 & 61; Benth. & Trim., t. 231; Kirtikar & Basu, Ind. Med. Pl., t. 888.

Ref.—F. B. I., v, 487; Roxb., F. I., iii, 772; B. P., ii, 960; Dymock, iii, 318; Prain, H. H., 278.

জন্মস্থান—উড়িষ্যা খুরদা রোড, রাজশাহী, কখন কখন দিনাজপুর জেলার নদীর ধারে জন্মে; ইহার আদিম জন্মস্থান সাইবিরিয়া; ইহা সাধারণের চাষ নিষিদ্ধ। হিমালয়ের পাদদেশে অরণ্যে জন্মে।

বিভিন্ন নাম—বা. গাঁজা, সিদ্ধি; সং. হি. ভাং; তা. গান্ধাইলাই; তে. কল্লম-খেট; Eng. Indian hemp.

ব্যবহার্য অংশ—পত্র, স্ত্রীপুষ্পের ফুলের অগ্রভাগ অথবা বীজ।

বর্ণনা—বর্ষজীবী উদ্ভিদ, ৪-৮ ফুট উচ্চ হয়। কাণ্ডের উভয়দিকে পত্র হয়। উপরের পত্রে তিনটি, নীচের পত্রে ৫-১১টি হস্তাঙ্গুলিৎ ভাগ আছে, কিনারা করাতের দাঁতের ন্যায়। ফুল সবুজবর্ণ, ছোট ও অবনত, এক লিঙ্গ বিশিষ্ট। পুংপুষ্প ছোট পুষ্পদণ্ডে থাকে, স্ত্রীপুষ্প পুষ্পদণ্ডের অগ্রভাগে ঘনভাবে জন্মে। পুংপুষ্পের পাপড়ি ৫টি, পুংকেশর ৫টি। স্ত্রীপুষ্পের গর্ভদণ্ড ছোট, স্ত্রীকেশর মধ্যে থাকে। ফল ও বীজ চেপ্টা। ফলের গায়ে কাঁটা কাঁটা আছে। এপ্রেল ও মে মাসে ইহার ফুল ও ফল হইয়া থাকে।

ঔষধার্থে ব্যবহার—ইহা আয়ুর্বেদে ও British Pharmacopoeiaতে গৃহীত হইয়াছে। কথিত আছে যে দেবতাগণ এই গাছের জন্ম দিয়াছেন। ইন্দ্র তাঁহার সহস্র চক্ষু ও সমস্ত রোগনাশক শক্তি এবং বৈত্যানাশক শক্তি দিয়াছেন। সিসিলি দ্বীপের কৃষকগণ স্ত্রীপুষ্প স্বামী বশ করিবার জন্ত ২৫ গাছা পশমের সূত্রদ্বারা Good Fridayর দিনে অগ্নি ধারণ করে। হিন্দুদের পুস্তকে লিখিত আছে যে গাঁজা গাছ সমুদ্র মন্থন কালে অমৃত হইতে উদ্ধৃত হইয়াছে। পর্কের দিনে হিন্দুরা সিদ্ধি ব্যবহার করিয়া থাকে। রাজনিঘণ্টকার ইহার নাম জয়া, চপলা এবং খাইয়া আনন্দ হয় বলিয়া তুরিতানন্দ নাম দিয়াছেন। ইহার দ্বারা ইন্দ্রিয়ার উত্তেজনা হয় বলিয়া ইহার আর একটি নাম হরিণী। সিদ্ধি হইলে ভাং ব্যবহার করিলে উপকার হয়। রাজবল্লভ বলেন যে সিদ্ধি খাইলে মাহুঘের আনন্দ, ভয়শূন্যতা ও কামোদ্বেগ হয়।

সিদ্ধি ক্রমাগত ব্যবহার করিলে, অজীর্ণ, ভয়শূন্যতা, রক্তনাশ ও ক্ষয়ভঙ্গ রোগ, শোথ ও বিবিধা আনয়ন করে। ভাং খাইয়া বিবক্রিয়া প্রকাশ পাইলে মাখন ও গরম জল খাওয়াইয়া বমন করাইলে বিবক্রিয়া নষ্ট হয়।

ভাং গাছের আঠা হইতে চরস প্রস্তুত হয়, ইহা তামাকের ন্যায় কল্কেতে সাজিয়া পান করে, আঠার সহিত স্ত্রীপুষ্প জটা বাধিয়া যায় ও উক্ত আঠা শুষ্ক জটা গাঁজারূপে অনেকে কলিকাতে সাজিয়া আগুনের সহিত ধূমপান করে বঙ্গদেশ অপেক্ষা হিমালয় প্রদেশের ভাং অধিক উগ্র।

Mirza Abdul Razzak বলেন যে ইহা অতিশয় পিত্ত নিঃসারক, কামোদ্বেগক, ক্রোধ বৃদ্ধিকর, দুগ্ধের সহিত অর্শে লাগাইলে অর্শের যন্ত্রণা নিবারণ করে এবং ১ ড্রাম পরিমাণ খাইলে গনোরিয়া রোগ আরাম হয়। গাঁজা গাছ কোন কোন দেশে (যেমন বাঙ্গালায়) সরকারের লাইসেন্স ব্যতীত চাষ করা নিষিদ্ধ।

Rumphius বলেন ইহার পাতার গুঁড়া উদরাময় নাশক। ইহা পেটের দোষ দূর করে এবং পিত্তনাশক।

Dr. O'Shaughnessy বলেন যে ভাং অধিক পরিমাণে দিলে এবং কয়েকদিন ইহার উপর নির্ভর করিয়া থাকিলে, জ্বাতি, বাত, বালকদের তড়কা ও কলেরা আরাম হয়।

কলেরা রোগে ইহা অহিফেনের সহিত তুলনা করা যাইতে পারে। কলেরার প্রথম অবস্থায় ইহা প্রয়োগ করিলে বেশ উপকার পাওয়া যায়। যখন অপর ঔষধে বিশেষ ফল হয় না তখন পুরাতন বাতে ইহা প্রয়োগ করিলে যত্না হইতে অব্যাহতি পাওয়া যায়।

Dr. J. S. Rennie বলেন যে ইহার অরিস্ট ১৫-২০ মিনিম মিনে ৩ বার সেবন করিলে রক্ত আমাশয় আরাম হয় (Watt)। গাঁজার তৈল ও বীজ মূত্রকর ও ওলাউঠা নাশক, ইহা দ্বারা গর্ভাশয় সঙ্কুচিত হয়। ইহা প্রসব যত্নের সময় আর্গটের দ্বারা কাজ করে কিন্তু ইহার শক্তি অধিকক্ষণ থাকে না।

বৃদ্ধ লোকদের রাত্রিতে হস্ত পদের বাতে বিশেষ উপকার করে। ইহা কষ্টকর শ্বাস ও হাঁপানি দূর করে।

গাঁজা প্রস্তুত করিতে হইলে ত্রীগাছের পুষ্পদণ্ড ৪৮ ঘণ্টা রৌদ্রে শুষ্ক করিয়া মাতুরে বিছাইয়া পদদলিত করিতে হয়, ইহাতে ফুল বেশ জমাট বাধিয়া থাকে; মধ্যে মধ্যে গাঁজাগুলি নাড়িয়া দিতে হয়। মাড়াইবার ফলে গাঁজা হইতে অনেক গুঁড়া বাহির হয়, ইহাকে chus কিংবা rora বলে, ইহার সহিত গাছের আঠা মিশাইলে চরস হয়। মধ্য এসিয়ায় গাঁজা গাছ আঁচড়াইয়া উহা হইতে আঠা বাহির করিয়া লয়, এই চরস শেখিতে ধূসরবর্ণ। সিদ্ধি গাছের শুষ্ক পাতাকে সিদ্ধি বলে; ত্রীগাছ হইতে গাঁজা ও চরস হয়। গাঁজা গাছ হইতে অধিক পরিমাণে আঠা ও ফুল পাইবার জন্য গাছের ডাল কাটিয়া দেয়।

সিদ্ধি কফ নাশক, অগ্নিবর্দ্ধক, কামোত্তেজক, বিস্মৃতিকা নাশক, রক্তস্রাব নিবারক, পাচক, পিত্তজনক ও জ্বাতক রোগ নাশক (ভাবপ্রকাশ)।

সিদ্ধির যোগে মদনানন্দ মোদক নামক মোদক প্রস্তুত করা হয়। ইহা সর্দি, উদরাময় ও ক্ষয়জনক রোগে প্রযুক্ত হয়। ইহার প্রস্তুত প্রণালী:—

সমান পরিমাণ হরিতকী, বহেড়া, আমলকী, আদা, পিপুল, গোলমরিচ, শুল্কী (Rhus succedanea), পাচক মূল (কুড়), ধনে, সৈন্ধব লবণ, শটী (Zedoary root), তালিশপত্র (Abies Webbinaa), কট ফলের শিকড়, নাগকেশর ফুল (Mesua ferrea), ঘোয়ান, বন ঘোয়ান (Seseli indicum), ঝট্টিমধু, মেথি, জিরা এবং কালজিরা; উক্ত দ্রব্যগুলির সমান ওজনের সিদ্ধির পাতা, ফুল ও বীজ মাখনে ভাজিয়া গুঁড়া কর, সিদ্ধির সমান ওজন চিনির রস প্রস্তুত কর, উক্ত রসে গুঁড়াগুলি মিশাইয়া মোদক প্রস্তুত কর; তৎপরে মধু, গুঁড়া তিল, লবঙ্গ, দারুচিনি, তেজপাতা ও কর্পূর প্রত্যেকটী ২ তোলা পরিমাণ লইয়া গুঁড়া কর ও উক্ত মোদকের সহিত মিশাও, এবং ইহা হইতে ৮০ গ্রেণ পরিমাণ এক একটী বটিকা প্রস্তুত কর। ইহা সর্করোগ নাশ করে। (সারকোশী)

সিদ্ধির যোগে জ্বালানল রস প্রস্তুত হয়। ইহার প্রস্তুত প্রণালী নিয়ে দেওয়া গেল:—

যবক্ষার (impure carbonate of potash), সোডা, সোহাগা, পারদ, গন্ধক, পিপুল, গোলমরিচ, চৈ ও আদা প্রত্যেকটী সমান পরিমাণ, তৎপরে উক্ত দ্রব্যগুলির সমান ওজনের

সিদ্ধিপাতা ভাজা, সিদ্ধি পত্রের ওজনের অর্ধেক পরিমাণ সজিনার শিকড় লইয়া গুঁড়াইয়া মিশ্রিত কর। মিশ্র দ্রব্য, টাটকা সিদ্ধিপাতার কাথ, সজিনা শিকড়ের কাথ ও রক্ত তিলের কাথের সহিত তিন দিন রৌদ্রে শুক করিতে হইবে। এইগুলি ভৃঙ্গরাজ (*Wedelia calendulacea*) রসে মিশাইয়া প্রত্যেকটী ১ ড্রাম বটিকা প্রস্তুত কর। এই বটিকা মধুর সহিত সেবন করিলে, অজীর্ণ, ক্ষুধানাশ, বমন ও বিবমিষা আরাম হয়।

ভাং হইতে জাতিফলাস্ত চূর্ণ প্রস্তুত হয়। ইহার প্রস্তুত প্রণালী নিয়ে দেওয়া গেল :—

জায়ফল, লবঙ্গ, দাকচিনি, ছোটএলাচ, তেজপত্র, নাগকেশর, কর্পূর, চন্দনকাঠ, তিল, বংশলোচন, টগরফুল (*Tabernaemontana coronaria*), হরিতকী, আমলকী, পিপুল, গোলমরিচ, গুঁঠ, তালিশপত্র, চিতামূল, জিরা, বিড়ঙ্গ, ইহার প্রত্যেকে সমভাগ, ইহাদের সমুদয়ের তুল্য সিদ্ধি এবং সমষ্টিচূর্ণের সমান চিনির সহিত সমস্ত দ্রব্য একত্র মিশ্রিত করিয়া মধুর সহিত ২০-৪০ গ্রেণ মাত্রায় পান করিবে। ইহাতে উদরাময়, গ্রহণী, কাশ, খাস, অরুচি, ঘা, বাতগেলা ও সন্ধি আরাম হয় (শার্দধর)।

Genus—FICUS Linn

547. *F. bengalensis* Linn. (বটগাছ)

Fig.—Wight, Ic., t. 1989; Rheede, Hort. Mal., i, t. 28; Kirtikar, Ind. Med. Pl., 893.

Ref.—F. B. I., v, 499; Roxb., F. I., iii, 539; B. P., ii, 989, Dymock, iii, 338; Prain, H. H., 279.

জন্মস্থান—সমগ্র ভারতে, হিমালয় প্রদেশের অরণ্যে ও বঙ্গদেশে প্রচুর জন্মে। রয়েল বোটানিক গার্ডেন শিবপুরে প্রায় ২০০ শত বর্ষের একটি অতিকায় বটবৃক্ষ আছে, ইহার প্রায় ৬০০ শতটি বুরি ইহার বিশাল শাখাপ্রশাখাকে ধরিয়া আছে।

বিভিন্ন নাম—বা. বট; হি. বারগাছ; তা. আলা; তে. পেদ্দিমারী; সং. ক্রোধোদ; Eng. Banyan tree.

ব্যবহার্য অংশ—বুরি, পত্র, শিকড়, ফল, কুঁড়ি ও আঠা। মাত্রা স্বক, কুঁড়ি ও বুরি ৪-৮ আনা।

বর্ণনা—অতিশয় বৃহৎ বৃক্ষ, শাখাগুলি বহুদূরবিস্তৃত, ইহার শাখা হইতে অবরোহ বা বুরি নামিয়া গাছকে বলবান ও বহুদূরবিস্তৃত করে। ছাল ১ ইঞ্চি পুরু, ধূসরের আভাযুক্ত, শ্বেতবর্ণ ও মসৃণ। কাঠ ধূসরবর্ণ, অতিশয় ভারী নহে। পত্র চিকণ, লোমহীন, মাখামোটা, পত্রের গোড়ায় শিরা ৩-৪টি, পত্র ৪-৮ ইঞ্চি চওড়া, বোটা ১-২ ইঞ্চি। ফল গোলাকার,

কোমল লোমযুক্ত, পাকিলে রক্তিমাবর্ণ হয়, ডুমুরের ফুল-ফলের মত আধারের ভিতর হয়। পুংকেশর এবং স্ত্রীকেশর সরু, সাবন্ধ থাকে, পরে সমস্ত ফুলের আধার খুল হইয়া পাকিয়া ফলে পরিণত হয়। গ্রীষ্মকালে ফল হয় ও বর্ষায় ফল পাকে।

ঔষধার্থে ব্যবহার—ইহার আঠা লাগাইলে বাত, কটিবাতের বেদনা আরাম হয়। কোন স্থান পুড়িয়া বা কাটিয়া গেলে ইহার আঠা লাগাইলে উপকার পাওয়া যায়; টাটকা আঠা দাঁতের মাড়িতে লাগাইলে দাঁতের বেদনা আরাম হয়।

বটছালের রস বলকারক এবং বহুমূত্র রোগের বিশেষ মহৌষধ। ইহার বীজ শান্তিকর এবং বলকারক। বটের পাতা গরম করিয়া পুলটিস দিলে ফোড়া কাটিয়া যায়। ইহার পাকা পাতা ভাতের সহিত মিশাইয়া কাথ করিয়া সেবন করিলে ঘর্ম উৎপন্ন হয়। পান্নাবে ইহার শিকড় গনোরিয়া রোগে ব্যবহার হয় এবং ইহা সার্সাপেলিলার ভাষ কাছ করে। ছোট ফেঁকড়ির রস রক্তোৎকাশ রোগে প্রযুক্ত হয়। বটের সুরির অগ্রভাগ অতিরিক্ত বমন নিবারক।

রোগীর মলত্যাগ কালে রক্ত নির্গত হইবার পর মল নির্গত হইলে বটের সুরি ও কুঁড়ির আঠার কাথ পান করিলে বিশেষ উপকার হয়, এই রোগকে অধোগ রক্তপিত্ত বলে। বট, উদ্ভূষর (যজ্ঞডুমুর) ও অশ্বখের কুটীত সুরি গরম জলে দিবারাত্র ভিজাইয়া, উক্ত জল পান করিবার পর যথাবিধি ঘৃত পাক করিবে; তৎপরে ইহার অর্দ্ধেক চিনি এবং $\frac{1}{2}$ মধু মিশ্রিত করিয়া লেহন করিলে মলত্যাগের পূর্বে ও পরে সত্ত্ব মল নির্গত হয় না (চরক)।

ব্রণ হইলে বটপত্রের প্রলেপ দিলে উগা বসিয়া যায়। কোমল বটপত্র পেষণ করিয়া মধুসেবন করিলে রক্তপিত্ত আরাম হয় (সুশ্রুত)। বটের সুরি পেষণ করিয়া চাউল খোয়া জলের সহিত সেবন করিলে অতিসার জনিত উদর বেদনা আরাম হয় (চরক)।

বটের কুঁড়ির কাথ ও কক সহ ঘৃত পাক করিয়া সেই ঘৃত সেবন করিলে রক্তপ্রদর আরাম হয়। মস্তুর কলাই ও বটের অশ্বর একত্রে পেষণ করিয়া প্রলেপ দিলে মেচেতা আরাম হয় (ভাবপ্রকাশ)।

বট বলকারক ও কষায়, ইহা গনোরিয়া ও গুরুক্ষীণতার প্রযুক্ত হয়। হাতের ও পায়ের চামড়া কাটিয়া গেলে বটের আঠা দিলে আরাম হয় (Dymock, iii, 335)।

অশ্বখ, বট, যজ্ঞডুমুর, পাকুড় এবং নিমের ছালকে পক বভল বলে। ইহা কত রোগের দৌতি স্বরূপ ব্যবহার হয় এবং ইহার ইন্ডেকেশন লইলে প্রদর রোগ আরাম হয়।

548. *F. religiosa* Linn. (অশ্বখ)

Fig.—Kirtikar & Basu, Ind. Med. Pl., t. 896A; Wight, Ic., t. 1367; Rheede, Hort. Mal., i, 27.

Ref.—F. B. I., v, 517; Roxb., F. I., iii, 547; B. P., ii, 980; Dymock, iii, 327; Prain, 'H., 280.

জন্মস্থান—হিমালয় প্রদেশ ও মধ্যভারতের অরণ্যে বহু পরিমাণে জন্মে; বঙ্গদেশের বনে জন্মে ও রাস্তার ধারে রোপণ করে।

বিভিন্ন নাম—বা. অশ্বথ; হি. পিপল; সামতাল—হেসাক; তে. রাগী; তা. অরক; সং. গজভক্ষ, কীর্ত্তম; Eng. Sacred fig.

ব্যবহার্য অংশ—পত্র, মুকুল, ছাল ও ফল। মাত্রা কাথ ২ পোয়া।

বর্ণনা—বহুশাখা শাখাবিশিষ্ট বড় গাছ, ছাল ধূসরবর্ণ, ২ ইঞ্চি পুরু, অধিকদিনের গাছ হইলে ছাল ফাটা ফাটা হয়; কাষ্ঠ ধূসরের আভাবুক্ত খেতবর্ণ। পত্র পাতলা চামড়ার মত, উপরিভাগ উজ্জল; পত্রবৃন্ত লম্বা, পত্রের অগ্রভাগ ক্রমশঃ সরু, বৃন্তদেশ হৃৎপিণ্ডাকৃতি, পত্রে ৫-৭টি শিরা আছে; পুষ্প অল্প হয়, ইহার বোটা ক্ষুদ্র ও ডালের গায়ে সংলগ্ন; স্ত্রীপুষ্পের বোটা ছোট। ফল গোলাকার, পাকিলে লালবর্ণ হয়। গ্রীষ্মকালে ফল হয় এবং বর্ষাকালে ফল পাকে।

ঔষধার্থে ব্যবহার—অশ্বথ ছাল ধারক, গনোরিয়া নাশক, ইহার ফোড়া পাকাইবার গুণ আছে। ফল মুত্র বিরেচক, ইহা পরিপাক ক্রিয়ার সাহায্য করে। বীজ স্নিগ্ধকর ও ত্রিদোষ নাশক। অশ্বথ গাছের পত্র ও কচি ডাল বিরেচক এবং রস চুলকনা ও পাঁচড়া আরাম করে।

শিকড়ের ছাল প্রাণাহিক জ্বলার লাগাইলে উহা কমাইয়া দেয় (Dr. Emerson)। ইহার শুষ্ক ফল গুঁড়া করিয়া ১৫ দিন জলে রাখিয়া থাইলে হাঁপানি আরাম হয় ও বক্ষা স্ত্রীলোকে সেবন করিলে পুত্রবতী হয়। টাটকা পোড়ান ছাল জলে ভিজাইয়া সেই জল খাইলে উগ্র ঘূড়ী কাশি আরাম হয় (Dr. Thornton)। কোন স্থান কাটিয়া গেলে ইহার রস বিশেষ উপকারী।

অশ্বথ ছালের গুঁড়া ভগন্দর রোগে প্রয়োগ করিলে রোগের উপশম হয়; ইহাতে বহু রোগী আরাম হইয়াছে।

অশ্বথ শিকড়ের ছাল গুঁড়া করিয়া মধুর সহিত মাড়িয়া খাইলে বালকদের মুখের ঘা আরাম হয়। ইহা পুরাতন ক্ষত ও ঘায়ে ছড়াইয়া দিলে ক্ষত ও ঘা পুরিয়া আইসে (চরক)।

অশ্বথ ছালের কাথ মধু দিয়া পান করিলে বাতরক্ত কমিয়া আইসে এবং ইহার পত্রে ত্রণ আচ্ছাদন করিলে উহা শীঘ্র সারিয়া যায়।

অশ্বথের ফল, মূলের ছাল এবং কুঁড়ির কাথ প্রস্তুত করিয়া মধু ও চিনি দিয়া পান করিলে বেশ বাজীকরণ হয় (হর্যত)।

অশ্বথফলমূলত্বক্ চুদ্বসিদ্ধং পয়ো নরঃ।

পীত্বা সশর্করাক্ষৌদ্রং কুলিঙ্গ ইব হৃদয়তি।

অশ্বথ ছাল অগ্নিতে দহ্য করিয়া যে অঙ্গার হইবে উহা জলে ভিজাইয়া সেই জল পান করিলে বমন নিবারণ হয়।

অশ্বখবলং শুকং দৃঢ়া নির্দীপিতং জলে ।

তন্তোয় পানমাত্রেণ বমন জয়তি দৃষ্টবান্ ॥

অশ্বখ পত্র দ্বারা প্রস্তুত ঠোঙ্গায় তৈল মাখাইয়া তপ্ত অন্ধারে পূর্ণ করিবে এবং যে তৈল ঠোঙ্গা হইতে চোয়াইয়া পড়িবে সেই তৈল কর্ণে দিলে কান কটকটানি আরাম হয় ।

শিশুর ঠোটে, জিহ্বায় এবং তালুতে কিংবা মুখের ভিতর ক্ষত বা খেতবর্ণ অন্ন অন্ন ঘা হইলে বা সাধারণ মুখের দ্বায়ে মধুর সহিত অশ্বখ ছাল চূর্ণ লাগাইলে উহা আরাম হয় (R. N. Khory, ii, 559) । (Fig. 548.)

549. *F. Rumphii* Blume (গয়ান্থ)

Fig.—Wight, Ic., t. 640 ; Brandis, For. Fl., 416, t. 48 ; King, Ficus 54, t. 673 ; Kirtikar & Basu, Ind. Med. Pl., t. 896B.

Ref.—F. B. I., v, 512 ; Roxb., Fl. Ind., iii, 548 ; B. P., ii, 980 ; Dymock, iii, 337 ; Prain, H. H., 280.

জন্মস্থান—বঙ্গদেশ, মধ্যভারত, হিমালয় প্রদেশ ; হুগলী, হাওড়া, ২৪-পরগনা ।

বিভিন্ন নাম—বা. গয়ান্থ ; সামতাল সুনামছোর ; হি. কাবরো ।

ব্যবহার্য অংশ—ফল ।

বর্ণনা—বড় গাছ ; পত্র ৪-৬ ইঞ্চি, শিরা ৩-৬ ছোড়া, বোটা ২½-৩½ ইঞ্চি লম্বা । পুংপুষ্প অন্ন হয়, শাখার গোড়ায় থাকে । পুংকেশর ১টি, গর্ভাশয় মসৃণ ও ডিম্বাকৃতি । বীজ ছোট, গোলাকার ও আঠাযুক্ত । গ্রীষ্মের প্রারম্ভে ফুল হয় ও বর্ষায় ফল পাকে ; কোন কোন গাছের ফল আরও দেরীতে পাকে ।

ঔষধার্থে ব্যবহার—সামতালেরা ইহার ফল ঔষধে ব্যবহার করে । কখন কখন ইহার রস কুমিরোগে ব্যবহার হয় । ইহার রসে হরিদ্রা, গোলমরিচ এবং ঘৃত যোগে মটরের ত্বায় বটিকা প্রস্তুত করিয়া থাইলে হাঁপানি রোগ আরাম হয় । ইহা বমনকারক । গয়ান্থের রস আকন্দ ফুলের সহিত আবদ্ধ পাত্রে দ্রব করিয়া ৪ রতি (৭½ গ্রেণ) পরিমাণ ছাই মধুসহ সেবন করিলে হাঁপানি আরাম হয় । (Fig. 549.)

550. *F. glomerata* Roxb. (যজ্ঞভৃঙ্গুর)

Fig.—Roxb., Cor. Pl., ii, t. 123 ; Wight, Ic., t. 667 ; Kirtikar, Ind. Med. Pl., t. 904.

Ref.—F. B. I., v, 535 ; Roxb., F. I., iii, 538 ; B. P., ii, 983 ; Dymock, iii, 338 ; Prain, H. H., 280.

জন্মস্থান—হিমালয় প্রদেশ, রাজপুতনা, শাসিয়া পাহাড়; ব্রহ্মদেশ; দাক্ষিণাত্য; ছোট নাগপুর, মধ্যপ্রদেশ, হুগলী ও হাওড়ার স্থানে স্থানে দেখা যায়।

বিভিন্ন নাম—বা. যজ্ঞ ডুম্বর, হি. পিপার; তা. খারসা; তে. রাইগা; সং. উত্থর; Eng. Cluster fig.

ব্যবহার্য অংশ—শিকড়ের ছাল, ফল, রস, মাংস।

বর্ণনা—৩-৪ ফুট উচ্চ গাছ; ছাল ঙ্গ ইকি পুরু, মসৃণ, লালের আভাযুক্ত ধূসরবর্ণ, গাছ ফাটা ফাটা, কাষ্ঠ ধূসরবর্ণ। পত্র ৪-৭ ইকি লম্বা, অগ্রভাগ ক্রমশঃ সরু, তিনটি শিরাবিশিষ্ট, বোটা ১-২ ইকি লম্বা। পুষ্পাধার ১ ইকি, দ্বি-বর্ণ লালবর্ণ, পুষ্প পুষ্পাধারের মুখের কাছে হয়; পাপড়ি তিন চারিটি স্পষ্টের মত; গর্ভাশয় গোলাকার। এই গাছ ডুম্বর গাছ অপেক্ষা বড়, পত্র ডুম্বরের তায় কর্কশ নহে, ফল অপেক্ষাকৃত বড়, পাকিলে লালবর্ণ হয়; ফলের ভিতর পোকা থাকে। যজ্ঞডুম্বর অতিশয় মিষ্ট। বসন্তকালে ইহার ফুল হয় ও বর্ষাকালে ফল পাকে।

ঔষধার্থে ব্যবহার—ইহার পত্র, ছাল ও ফল দেশীয় ঔষধে ব্যবহার হয়। ছাল ধারক, ইহা ক্ষত স্থানের দ্রুত কাঁচো ব্যবহার হয়। ব্যাঘ্র কিংবা বিড়ালে কামড়াইয়া বিষ হইলে ক্ষত স্থান হইতে বিষ নষ্ট করিবার জন্য ব্যবহার হয়। শিকড় রক্ত আমাশয়ে হিতকর এবং ইহার রস একটা বলকারক ঔষধ।

যজ্ঞডুম্বরের পত্র গুঁড়া করিয়া মধুর সহিত খাইলে পিত্তপ্রকোপ দূর হয়। ইহার পত্রের উপর যে Gall (অর্কুদ) হয়, উহা দুই ভিডাইয়া মধুর সহিত খাইলে বসন্ত রোগে বিশেষ উপকার হয় (Atkinson)।

যজ্ঞডুম্বর ধারক উত্তরাময় ও কুমিনাশক। ইহার দুইয়ের মত আঠা খাইলে অর্শ ও পেট বেদনা আরাম হয় এবং ইহার সহিত তিল তৈল মিশ্রিত করিয়া ব্যবহার করিলে দুই ব্রণ ও বিস্ফোটক আরাম হয়। পাকা ফলের রস মূত্রবর্জ রোগে হিতকর। ইহার ছাল গো-মহিষাদিকে খাওয়াইলে তাহাদের বসন্ত হয় না এবং ৪ তোলা মাত্রায় চিনি ও জীরার সহিত খাইলে গনোরিয়া আরাম হয়। পশুদের যখন বসন্ত হয় তখন ইহার ছাল পিঁয়াজের সহিত পিষিয়া এবং গুঁড়া করিয়া নারিকেল, মেথি এবং ভিনিগার দিয়া খাওয়াইলে বসন্ত আরাম হয়। গাছের মূল, শিকড় ও পাকা ফলের রস বহুমূত্র রোগে হিতকর।

যজ্ঞডুম্বরের ফলের রস পান করিলে রক্তপিত্ত আরাম হয় (সুশ্রুত)। ইহার ছাল নারীর স্তন্য দুই পেষণ করিয়া পান করিলে অগ্নিমান্দ্য দূরীভূত হয়।

নারীকীরেণ সংযুক্তাং পিবেন্দোড়ধরীঃ স্বেচম্।

যজ্ঞডুম্বরের রস মধুর সহিত পান করিলে প্রদর রোগ আরাম হয়।

পলাশ বীজ, যজ্ঞডুম্বরের ফল তিল তৈল সহ উত্তমরূপে পেষণ করিয়া মধু মিশ্রিত করিয়া ঘোনিতে প্রলেপ দিলে শিথিল ঘোনি দৃঢ় হয়।

পলাশোদ্রব ফলঃ তিল তৈল সমন্বিতম ।

মধুনা যোনিমালিন্ত গাতীকরণ যুক্তম্ (বঙ্গসেন) । (Fig. 550.)

551. *F. hispida* Linn. (কাকডুন্দুর)

Fig.—Wight, Ic., t. 1., 638 and 641 ; Griff., Ic. Pl. Asiat., t. 560 ; Kirtikar & Basu, Ind. Med. Pl., 900.

Ref.—F. B. I., v, 522 ; Roxb., F. I., iii, 561 ; B. P., ii, 981 ; Dymock, iii, 346 ; Prain, H. H., 280.

জন্মস্থান—বঙ্গদেশে সর্বত্র জন্মে । হিমালয় প্রদেশের চেনাব হইতে পূর্বদিকে ৩৫০০ ফুট উচ্চে ; মধ্য এবং দক্ষিণ ভারত ও ব্রহ্মদেশ ।

বিভিন্ন নাম—বা. কাকডুন্দুর ; হিঃ. তোতমিলা ; তে. বড়সামাদি ; সং. কাকডুন্দুরিকা ; Eng. Fig. tree.

ব্যবহার্য অংশ—ফল, বীজ এবং ছাল ।

বর্ণনা—ছোট গাছ । পত্র ৪-১২ ইঞ্চি লম্বা, বৃন্তদেশ গোলাকার, কতক পরিমাণে হৃৎপিণ্ডাকৃতি ; নিম্নভাগ সূক্ষ্ম লোমযুক্ত । বোটা ৬-১ ইঞ্চি, কোমল লোমযুক্ত । পুংকেশর ১১, স্ত্রীকেশর ৮৩ ছোট । বীজ চতুর্ভুজ ও লম্বা লোমাবৃত । ইহা যজ্ঞডুন্দুর অপেক্ষা ক্ষুদ্র, ফল পাকিলে হরিত্রা বর্ণ হয়, ডুমুরের পুষ্পদণ্ডের চারিদিকে অনেক ডুমুর গুচ্ছবদ্ধভাবে বিস্তৃত থাকে । এই গাছ শীঘ্র শীঘ্র বাড়িয়া থাকে ; ২-৩ বৎসরের মধ্যে ইহার ফল হয় । বঙ্গদেশে এই ডুন্দুর গাছের কচি ফল তরকারি করিয়া সচরাচর খাইয়া থাকে । গ্রীষ্মের প্রারম্ভ হইতে শরৎকাল পর্য্যন্ত ফুলের সময়, ফল পাকিতে তিন মাস সময় লাগে ।

ঔষধার্থে ব্যবহার—সংস্কৃত লেখকদের মতে এই ডুমুরের ফল খাইলে স্ত্রীলোকদের শুষ্ক দুগ্ধ বাড়িয়া থাকে, ইহার গর্ভের মধ্যে সন্তান রক্ষা করিবার শক্তি আছে (U. C. Dutt) ।

ডুন্দুরের মূলের ত্বক, ধূতুরাবীজ, (শোধিত) চাউল ধোয়া জলের সহিত পেষণ করিয়া পান করিলে কুহুর বিষ নষ্ট হয়, মাত্রা মূলের ত্বক চার আনা, ধূতুরা বীজ এক আনা ।

কাকোদ্রবমূলক দুস্তরফলকান্বিতম্ ।

পিবেন্তগুল তোয়েন সারমেয়বিষাপহম্ । (বঙ্গসেন)

বসে ও কখন বেশে ফলের গুঁড়া জলে সিদ্ধ করিয়া বাগীতে পুলটিস দেয় । ইহা খাওয়াইলে দুগ্ধবতী গাভীর দুগ্ধ ঘন হয় (Dymock) । Dr. Moodeen Sheriff বলেন ইহার ফল, বীজ এবং ছাল মূলাবান বমনকারক ঔষধরূপে ব্যবহার হয় । পক ফলের বীজই প্রশস্ত, ইহা শুক করিয়া বোতলে পুরিয়া রাখিতে হয় । মাত্রা ১ ড্রাম ; ৪টি কিংবা ৬টি পাকা

ফলের বীজের সমান। ইহার ছাল খাইলে বমন হয় ও অন্ন দান্ত হয়। মাত্রা ৪-৬ গ্রেণ, দিবসে ৩৪ বার। ইহার অর্ধ মাত্রা গ্রহণ করিলে বলকারক ও রোগ প্রতিষেধক ঔষধরূপে ব্যবহার হয় (Dymock, iii, 346)।

ডুমুরের আঠা বলাধান ও রসায়নার্থ ব্যবহার হয়। (Fig. 551.)

552. *F. heterophylla* Linn. (ঘটী শেওড়া)

Fig.—Wight, Ic., t. 661 & 659; Griff., Ic. Pl. Asiat., t. 557; Kirtikar & Basu, Ind. Med. Pl., t. 898.

Ref.—F. B. I., v, 518; Roxb., F. I., iii, 53; B. P., ii, 981; Prain, H. H., 280.

জন্মস্থান—বর্ষা, টেনাসরিম, ত্রিহত, উত্তর ও পূর্ব বঙ্গ; হুগলী, হাওড়া জেলার নিম্ন ভূমিতে স্থানে স্থানে জন্মে।

বিভিন্ন নাম—বা. ঘটী শেওড়া; সং. নহাডুমুর।

ব্যবহার্য অংশ—ডুমুরের তায়।

বর্ণনা—লতানে কোমল লোমযুক্ত গুল্ম। পত্র ২-৪ ইঞ্চি লম্বা, বৃত্তমুখ গোলাকার কিংবা হৃৎপিণ্ডাকৃতি; বোটা ২-২½ ইঞ্চি। ইহার শাখা ছোট, সরু ডালের অগ্রভাগ মাটিতে ঠেকিয়া থাকে। এই গাছ সচরাচর আর্দ্র ভূমিতে, নদীর কিনারায় এবং পুকুরের ধারে দেখা যায়। ফলের অগ্রভাগ মোটা ও গোলাকার; বোটার দিক ক্রমশঃ সরু। ফলের গায়ে ছোট ছোট অর্কদ আছে, আবণ্ডলি দেখিতে সরিষার তায়। ফল পাকিলে হরিদ্রাবর্ণ হয়। বীজ গোলাকার। শীতের শেষে ফুল হয়, বর্ষাকালে ফল পাকে।

552A। ইহার আর এক জাতি আছে ইহাকে Var. *scabrella* King বলে। ইহার বাঙ্গালা নাম বঙ্গম ডুমুর, পাতার বোটা ছোট ও সরু, পুষ্পবৃন্ত সরু (F. B. I. v, 519; B. P., ii, 981) এই গাছ উত্তরবঙ্গ, পূর্ববঙ্গ ও চট্টগ্রামে দেখা যায়।

552B। Var. *repens* King. ইহার আর একটি জাতি; ইহার বাঙ্গালা নাম ভুই ডুমুর, ইহার গাছ ভূমি সংলগ্ন থাকে, পত্রবৃন্ত লম্বা ও বিকৃত। এই গাছ জলের ধারে সচরাচর দেখা যায় ও উত্তরবঙ্গ, পূর্ববঙ্গ এবং চট্টগ্রামে জন্মে, ইহা লতাইয়া বৃদ্ধি পায়।

ঔষধার্থে ব্যবহার—ইহার গুণ অপরাপর ডুমুরের সমান বলিয়া আর পৃথক লিখিত হইল না। গাছের শিকড়ের রস পেট বেদনার উপশম করে। পাতার রস ছুষ্টের সহিত খাইলে রক্ত আমাশয় আরাম হয়। শিকড়ের ছাল অতিশয় তিক্ত, জলের সহিত মিশাইয়া খাইলে সর্দি, হাঁপানি ও অপরাপর বক্ষঃপ্রবাহ আরাম হয়। (Fig. 552.)

553. *F. Cunia* Ham. (জন্না ডুম্বুর)

Fig.—Wight, Ic., t. 648 & 649; Kirtikar & Basu, Ind. Med. Pl., t. 901.

Ref.—F. B. I., v, 523; Roxb., F. I., iii, 561; B. P., ii, 982.

জন্মস্থান—আসাম, খাসিয়া পাহাড়, চট্টগ্রাম, ভূটান; হিমালয় প্রদেশ, চিনাব হইতে পূর্বদিকে ৪০০০ ফুট উচ্চে দেখা যায়।

বিভিন্ন নাম—বা. জন্না ডুম্বুর; হি. খুরকুখ; সাম. হরপোদো; সং. নছাডুম্বুর।

ব্যবহার্য অংশ—ফল, শিকড়।

বর্ণনা—ছোট মাঝারী কতকটা লতানে গাছ, গাছের শাখা সরু, শাখা সবুজ পত্রাচ্ছাদিত, নূতন ফেঁকড়ী ও ডাল কোমল লোমযুক্ত। ছাল পুরু, দীর্ঘ লালবর্ণ। পত্র ৮-১০ ইঞ্চি লম্বা, ডালের বিপরীত দিকে পর্যায়ক্রমে জন্মে, শেওড়া পাতার তায়; কিনারা করাতের তায় কণ্ঠিত, নিম্নভাগ কোমল লোমযুক্ত। পত্রের উপশিরা সমান্তরাল। বোটা ১-৬ ইঞ্চি। ফল ডুম্বুরের মত প্রত্যেক ডালের গাঁইটে জন্মে; ফল হরিদবর্ণ, পাকিলে পীতবর্ণ হয়, ফলের গায়ে অর্ধবৃত্তাকারে, এই গাছ সচরাচর আর্দ্র স্থানে ও জলা ভূমিতে জন্মে। বৎসরের প্রায় সকল সময়েই ফল ও ফল হয়।

ঔষধার্থে ব্যবহার—ইহার ফলের কাথ পান করিলে কুষ্ঠ আরাম হয় (Rheede)। শিকড়ের রস ছুঁড়ে পাক করিয়া সেবন করিলে মূত্রনালীর রোগ আরাম হয় (Rev. A. Campbell)। ইহার ফল এবং ছালের কাথে কুষ্ঠ দৌত করিলে কুষ্ঠ আরাম হয়। (Fig. 553.)

554. *F. infectoria* Roxb. (পাকুড়)

Fig.—Wight, Ic., t. 655; King, Fic. 60, t. 75-79; Kirtikar & Basu, Ind. Med. Pl., t. 897.

Ref.—F. B. I., v, 515; Roxb., F. I., iii, 530; B. P., ii, 981; Prain, H. H., 280.

জন্মস্থান—উত্তরবঙ্গ, ত্রিহতা, ছোটনাগপুর, চট্টগ্রাম; হগলী, হাওড়া, বাকুড়া, বর্ধমান প্রভৃতি জেলায় জন্মে; বোটানিক গার্ডেন, শিবপুর।

বিভিন্ন নাম—বা. পাকুড়; সং. প্রক, পক্কা; হি. পিগখান; তা. পেপরি; তে. পসারি।

ব্যবহার্য অংশ—ছাল।

বর্ণনা—বড় ও বহুদূর-বিস্তৃত গাছ। ছাল ১ ইঞ্চি পুরু, সবুজের আভাযুক্ত, ধূসরবর্ণ, মসৃণ। কাণ্ড ধূসরবর্ণ। পত্র অথবা পত্রের তায় তবে চওড়ায় কম ও লম্বায় একটু বেশী। পত্র

৩-৬ ইঞ্চি লম্বা, পাতলা চর্মের মত, সূক্ষ্ম লোমযুক্ত, উজ্জল, ভিষাকৃতি, বৃন্তদেশ সৰু গোলাকার কিংবা জংপিণ্ডাকৃতি, শিরা ৪-১০ জোড়া। বোটা ১-৩ ইঞ্চি লম্বা, ফলের বোটা ছোট, মনে হয় যেন ডালে ফল ধরিয়াছে। পাকুড় দেখিতে অতি হালকা গাছ, ইহা অশ্বথ গাছের দ্বায় মনোহর। বর্ষার পরে ফুল হয় ও শীতের সময় ফল পাকে।

ঔষধার্থে ব্যবহার—ইহার টাটকা পাতার রস সচরাচর ঔষধের সহিত মৃত্যুঞ্জয়ের পীড়ায় ব্যবহার হয়। পাকুড়, অশ্বথ, বট, বজ্রভৃঙ্গ, ভৃঙ্গ প্রভৃতিকে পক্ক বকল বলে। ইহাদের কাথ দ্বিত কত ও প্রদর রোগের দোষি স্বরূপে ব্যবহার হয় (Watt)।

পাকুড়ের ছাল চূর্ণ মধুর সহিত পিও করিয়া ঘোনিতে ধারণ করিলে ঘোনিশ্রাব আরাম হয় (চরক)। রক্তপিত্ত রোগী পাকুড়ের পাতা শাকের দ্বায় ব্যবহার করিলে বিশেষ উপকার হয় (ভাবপ্রকাশ)। (Fig. 554.)

Genus—MORUS Linn.

555. *M. indica* Linn. (ভুঁত)

Fig.—Kirtikar & Basu, Ind. Med. Pl., t. 890.

Ref.—F. B. I., v, 492; Roxb., F. I., iii, 53; B. P., ii, 968; Prain, H. H., 279.

জন্মস্থান—আদি জন্মস্থান হিমালয় প্রদেশ; সিকিম ও উত্তর ভারতে বেশম পোকায় প্রচলিত হয়।

বিভিন্ন নাম—বা. ভুঁত; সং. শুল্ক; হি. তুতড়ী; তা. মুহ; তে. কাখালি চেষ্ট।
Eng. White mulberry.

ব্যবহার্য অংশ—শিকড়, ফল ও ছাল।

বর্ণনা—মাঝারী গাছ, লালের আভাযুক্ত কিংবা পাতের আভাযুক্ত ধূসরবর্ণ। পত্র ২-৫ ইঞ্চি লম্বা, ভিষাকৃতি, পত্রের বৃন্তদেশে ৩টা শিরা আছে, বোটা ১-১½ ইঞ্চি লম্বা। ফুল একলিঙ্গ বিশিষ্ট, স্ত্রীপুষ্পও ১-২ ইঞ্চি লম্বা গোলাকার। পুংপুষ্পও ১-২ ইঞ্চি লম্বা ও নরম। ফলের বৃন্ত ফল পাকিবীর সময় কৃষ্ণবর্ণ হয়। ইহার আর এক জাতি আছে উহাকে লাতিন ভাষায় *M. alba* বলে, ইহার অগ্রভাগ লম্বা এবং পত্র অধিক বস্ধসে। ভুঁত গাছের ফল লম্বা, গায়ে সৰু সৰু কাঁটা আছে, ফল পাকিলে লালবর্ণ হয়। শীতের সময় ফুল হয় ও বসন্তকালে ফল পাকে।

ঔষধার্থে ব্যবহার—ইহার ফল উত্তেজক ও মূত্রবিরেচক। ছাল ও শিকড় ক্রিমিনাশক। পত্রের কাথ স্বরভঙ্গ রোগ নিবারক। ফল পিপাসা নিবারক এবং জ্বর নাশক (Murray)। (Fig. 555.)

Genus—STREBLUS Lour.

556. S. asper Lour. (শেওড়া)

Fig.—Kirtikar & Basu, Ind. Med. Pl., t. 889.

Ref.—F. B. I., v, 489; Roxb., F. I., iii, 761; B. P., ii, 969; Prain, H. H., 279.

জন্মস্থান—বঙ্গদেশ, মধ্য ও দক্ষিণ ভারত, ত্রক্ষদেশ, আন্দামান দ্বীপপুঞ্জ, হুগলী ও হাওড়া প্রভৃতি জেলার অঙ্গলে ও বেড়ায় দেখা যায়।

বিভিন্ন নাম—বা. শেওড়া; সং. সখোটক; তা. পালপিরাই; তে. পাক্কি; হি. রুসা।

ব্যবহার্য অংশ—মূল, ছাল ও পাতার রস। মাত্রা মূলত্বক ১-৪ আনা; রস ১-২ তোলা।

বর্ণনা—চিরসবুজ পত্রাচ্ছাদিত ঘন ঘন গাঁইটযুক্ত গুল্ম; ১০-২০ ফুট উচ্চ হয়। ইহার ডালগুলি গাঁইটযুক্ত এবং ডাল প্রায় সোজা জন্মে না। ছাল $\frac{1}{2}$ ইঞ্চি পুরু, নরম ও দ্রবং ধূসর বর্ণ। কাণ্ড শেতবর্ণ। ইহার ত্বকের মত আঠা আছে, প্রশাখাগুলি শক্ত ও নরম লোমযুক্ত। পত্র ২সংখ্যে ২-৪ ইঞ্চি চৌড়া, বোটা অতিশয় ছোট $\frac{1}{2}$ ইঞ্চি লম্বা। ফুল একলিঙ্গ বিশিষ্ট। পুষ্প গোলাকার। পুষ্পকেশর ৪টি। স্ত্রীপুষ্প এক একটা হয়, ইহার ব্যাস $\frac{1}{2}$ ইঞ্চি লম্বা। ফল পীতবর্ণ, প্রত্যেক ফলে একটা বীজ থাকে। বীজ গোলাকার, ফলের শাঁস খাইতে মিষ্ট। মার্চ-এপ্রেল মাসে ফুল হয়, মে-জুন মাসে ফল পাকে।

ঔষধার্থে ব্যবহার—ইহার ত্বকের মত রস ধারক ও বিষনাশক। হাত পা ফাটিয়া গেলে ইহার আঠা লাগাইলে আরাম হইয়া যায়। ছালের কাথ জ্বর, আমাশয় ও উদরাময় রোগে ব্যবহার হয়। ইহার ডালে দাঁতন করিলে পাইওরিয়া রোগে বিশেষ উপকার হয়। ইহার শিকড় অপরিপক্ক ফোড়ায় লাগাইলে ফোড়া ফাটিয়া যায় ও ক্ষতের শোথ বসিয়া আইসে। কথিত আছে ইহা সর্পবিষের প্রতিষেধক ঔষধ।

নূতন শেওড়া গাছের ছালের রস ২ ফোঁটা, গব্য দুগ ৪ ফোঁটা লইয়া চিরেতার সহিত খাইলে উর্দ্ধ রক্তপিত্ত ও শ্বাস কাশ আরাম হয় (চরক)।

নূতন শেওড়া গাছের ছাল কাঁজির সহিত বাটিয়া খাইলে বাতজনিত শোথ আরাম হয় (চরক)।

শেওড়া ছাল জলে পেষণ করিয়া গোমূত্রের সহিত পান করিলে স্রীপদ (গোদ) আরাম হয় (বঙ্গসেন)। (Fig. 556.)

XCV. JUGLANDACEAE

Genus—JUGLANS Linn.

557. *J. regia* Linn. (আখরোট)

Fig.—Kirtikar & Basu, Ind. Med. Pl., t. 909A.

Ref.—F. B. I., v, 595; Roxb., F. L., iii, 631; Brandis, For. Fl., 497.

জন্মস্থান—হিমালয় প্রদেশের পশ্চিম ভাগ, সিকিম, খাসিয়া পাহাড়, কাশ্মীর প্রভৃতি স্থানে চাষ হয়।

বিভিন্ন নাম—বা. হি. আখরোট; কাশ্মীর আখার; লেপচা কনলা; তে. আখরোট; তা. আকরোট; Eng. Indian walnut।

ব্যবহার্য অংশ—ছাল।

বর্ণনা—সৌগন্ধযুক্ত মাঝারী গাছ। ছাল ধূসরবর্ণ, $\frac{1}{2}$ -২ ইঞ্চি পুরু। কাষ্ঠ ধূসরবর্ণ, কাল দাগ আছে, পত্র ৬-১২ ইঞ্চি; পত্রিকা ৫-১১ কিংবা ৭-৯ জোড়া, সম্মুখের পাতাটি বড় হয়। ফুল সবুজবর্ণ, পুং এবং স্ত্রীপুষ্প একগাছে হয়, পুংপুষ্প অনেক হয়, কুলিমা থাকে, ২-৫ ইঞ্চি লম্বা, পূর্ববর্তী বৎসরের ডালে হয়। ফল গোলাকার ২ ইঞ্চি লম্বা, সবুজ পুরু শাসযুক্ত কাষ্ঠের মত আবরণে আবৃত, দুইটা পরমা বিশিষ্ট বীজ থাকে। ফলে বীজ একটি থাকে। মার্চ-এপ্রিলে ফুল হয় ও অক্টোবর মাসে ফল পাকে।

ঔষধার্থে ব্যবহার—ইহার ছাল ধারক। (Fig. 557.)

XCVI. MYRICACEAE

Genus—MYRICA Linn.

558. *M. Nagi* Thunb. (কটফল)

Fig.—Wight, Ic., t. 764 & 765; Bot. Mag., t. 5727; Kirtikar & Basu, Ind. Med. Pl., 909B.

Ref.—F. B. I., v, 597; Man. Ind. Timb., 391; Roxb., F. L., iii, 765.

জন্মস্থান—খাসিয়া পাহাড়, ত্রিহট্ট, সিঙ্গাপুর, হিমালয় প্রদেশের ৬০০০ ফুট উচ্চে, ব্রহ্মদেশ।

বিভিন্ন নাম—বা. কটফল, কায়ছাল; সং. কটফল; তা. মাক দাম্পাতাই; তে. কাই দারিয়াম; হি. কায়ছাল; Eng. Bay berry.

ব্যবহার্য অংশ—ছাল। মাত্রা ত্বকচূর্ণ ১-৪ আনা।

বর্ণনা—বড় সৌগন্ধযুক্ত গাছ, ইহার পাতা শরৎকালে পড়িয়া যায়। ছাল ধূসরবর্ণ অথবা পিঙ্গলবর্ণ, ছালের গাত্রদেশে লম্বা লম্বা কাটা কাটা দাগ আছে। কাষ্ঠ বেগুনের আভাযুক্ত ধূসরবর্ণ এবং শক্ত। পত্র লম্বাকৃতি ৩-৫ ইঞ্চি; অগ্রভাগ সরু কিংবা মোটা; কচিপাতা কখন কখন ২-৮ ইঞ্চি হয়, কিনারা দাঁতযুক্ত। পুষ্পসমূহ ছোট, কোমল লোমযুক্ত। ফুল ছোট এগলিগ বিশিষ্ট। পুংপুষ্প ও স্ত্রীপুষ্প ভিন্ন ভিন্ন গাছে থাকে। পুংপুষ্প ১-১ ইঞ্চি লম্বা, দণ্ড বিড়ালের লেজের মত এক একটা হয় ও অবনত। স্ত্রীপুষ্প সোজা দণ্ডে থাকে, ১-১ ইঞ্চি লম্বা। ফল শাঁসযুক্ত, গোলাকার ১-১ ইঞ্চি, পাকিলে লালবর্ণ হয়। ফলের আঁটা কোকড়ান, একটু বড় ও লম্বা; কটফলের গাছের ছালকে কায়ছাল বলে, ইহা শক্ত ও ফিকে লালবর্ণ। কটফল কাটিলে মাদার ফলের ন্যায় উহার আঠায় হাত জড়াইয়া যায়। কটফলের ছাল পুরু, ফিকে লালবর্ণ, ইহার চূর্ণ ইটের গুঁড়ার মত, গন্ধ অতিশয় উগ্র, ইহার ফলের কাথ রক্তনের জগ্ন ব্যবহার হয়। কটফলের ফল জায়ফল অপেক্ষা বৃহৎ এবং জায়ফল অপেক্ষা ঝাল, কটফল জায়ফলের ন্যায় তৈলময় নহে। কঠিত কটফল স্পর্শ করিলে অঙ্গুলিতে জড়াইয়া যায়। শীতের প্রারম্ভে ফুল হয় ও গ্রীষ্মকালে ফল পাকে।

ঔষধার্থে ব্যবহার—ইহার ছাল কুমিনাশক, পত্র ধারক, বলকারক। কাথ কতের পক্ষে চমৎকার ঔষধ, কাশ ও বাতের পক্ষে হিতকর।

কটফলের সংস্কৃত নাম কুমুদ, কুষ্ঠীপাকী, ত্রীগণিকা। কটফল জ্বর, হাঁপানি, গনোরিয়া, অর্শ ও অপরাপর রোগে হিতকর। কটফল হইতে কটফল চূর্ণ ঔষধ তৈয়ারী হয়; শাখাধর বলেন কটফলের ছাল, মুখা, কটকী শিকড়, শঠা, কর্কটশৃঙ্গীর অর্কুদ (gall) এবং কুষ্ঠের শিকড় সমপরিমাণ লইয়া ইহাদের গুঁড়া আদা ও মধুর সহিত সেবন করিলে স্বরভঙ্গ, সর্দি ও হাঁপানি আরাম হয়।

কটফল ও রক্তচন্দন সমভাগ, চাউল ধোয়া জলের সহিত ও চিনিযোগে সেবন করিলে রক্তপিত্ত আরাম হয়। মধুর সহিত কটফল খাইলে উদরাময় আরাম হয় (চরক)।

গলার ভিতর কটফল চূর্ণ ধারণ করিলে গলগণ্ড আরাম হয় (চক্রদত্ত); ইহার ছালের গুঁড়া সর্দি ও মাথাধরায় নস্করূপে ব্যবহার হয় (U. C. Dutt)। মুসলমান হাকিমেরা বলেন যে এই ছাল ধারক, পেটফাঁপা নিবারক এবং বলকারক ঔষধ (Dr. Dymock)। ইহা সর্দি ও মাথাধরা আরাম করে; ইহার সহিত দারুচিনি দিলে পুরাতন সর্দি জ্বর ও অর্শ রোগ আরাম হয়। ভিনিগারের সহিত মিশাইয়া ইহা দাঁতের গোড়ায় লাগাইলে দাঁত শক্ত হয় ও দাঁত বেদনা আরাম হয়। ইহা হইতে প্রস্তুত তৈল কানে দিলে কান বেদনা আরাম হয়। ইহার কাথ হাঁপানি ও উদরাময় নাশক ও মূত্রকর। (Fig. 558.)

XCVII. CASUARINEAE

Genus—CASUARINA Forst.

559. *C. equisetifolia* Forst. (বিলাতী ঝাউ)

Fig.—Beddome, For. Man., t. 226 ; Kirtikar & Basu, Ind. Med. Pl., t. 910.

Ref.—F. B. I., v, 598 ; Roxb., F. I., iii, 519 ; B. P., ii, 985 ; Prain, H. H., 280.

জন্মান্ধান—চট্টগ্রাম সমুদ্রতীর, করমণ্ডল উপকূল, কানাড়া, বর্ষা, মালয় দ্বীপপুঞ্জ, হগলী, শিবপুর বোটানিক গার্ডেন, হাওড়া, ২৪-পরগণা, বর্ধমান জেলার বাগানে ও রাস্তার ধারে রোপণ করে।

বিভিন্ন নাম—বা. বিলাতী ঝাউ; তা. সাবু-পাটাই; তে. ইরঙা।

ব্যবহার্য অংশ—ছাল, পত্র, বীজ। মাত্রা কাঠের গুঁড়া ১-৪ আনা, তৈল ২-৪ বিন্দু।

বর্ণনা—২০-৬০ ফুট উচ্চ গাছ, গাছের শাখা গাঁইটযুক্ত। ফুল একলিঙ্গ বিশিষ্ট এবং একই গাছে জন্মে। পুষ্পদণ্ড ১ ইঞ্চি লম্বা, স্ত্রীপুষ্প ছোট। কখন কখন পুংপুষ্প ও স্ত্রীপুষ্প এক ডালে দেখা যায়। ফল শক্ত, গোলাকার, ১ ইঞ্চি। সচরাচর ইহা কবর স্থানে রোপণ করে। কাঠের বং লালবর্ণ, এই কারণে ইহাকে Red wood বলে। জালানির পক্ষে এই কাঠ উৎকৃষ্ট এবং মাত্রা উপকূলে জালানি কাঠের প্রচুর চাহ হয়। কখন কখন ঘরের খুঁটা প্রভৃতিতে ব্যবহার হয়। মে মাসে ফুল হয়। ফল পাকিতে প্রায় এক বৎসর লাগে।

ঔষধার্থে ব্যবহার—Dr. Rumphius বলেন বেরীবেরী রোগে ইহার ছালের কাখে রান করাইলে বিশেষ উপকার হয়। বীজের গুঁড়া মাথায় প্রলেপ দিলে মাথাধরা আরাম হয়। ইহার পিষ্টরস পুরাতন উদরাময় ও রক্ত আমাশয় রোগে হিতকর। (Fig. 559.)

XCVIII. CUPULIFERAE

Genus—BETULA Tourn.

560. *B. utilis* Don. (ভুজপত্র)

Fig.—Jacq. Voy., Bot., t. 158 ; Kirtikar & Basu, t. 911B, Brand, For. Fl., t. 56 ; Bull. Col. Agric. Tokyo, ii, t. 8, Fis. 13 & 14 (1895).

Ref.—F. B. I., v, 599 ; Brand, For. Fl., 437 ; Man. Ind. Timber, 372.

জন্মস্থান—হিমালয় প্রদেশ, সিকিম, ভূটান।

বিভিন্ন নাম—বা. সং. ভূজপত্র; নেপাল ফুসপাট; বঙ্গে ভোজপত্র।

ব্যবহার্য অংশ—ত্বক। মাত্রা ২-২ আনা; কাথ ৬-১০ তোলা।

বর্ণনা—মাঝারী গাছ, বসন্তে পাতা পড়িয়া যায়, কখন কখন ৪০-৫০ ফুট কিংবা ৬০ ফুট উচ্চ হয়। ছাল মন্থন, উজ্জল, লালের আভাযুক্ত শ্বেতবর্ণ, উপরের ছাল পুরু কাগজের মত। গাছের ছাল লম্বালম্বিভাবে ছাড়িয়া যায়। কাষ্ঠ শ্বেতবর্ণ, ইহাতে রক্তবর্ণ নাগ আছে। পত্র ২-৩ ইঞ্চি লম্বা, ত্রিভুজাকৃতি, অগ্রভাগ ও বৃন্তদেশ ক্রমশ সরু, পত্রের কিনারা করাতের দ্বারা দাঁতযুক্ত; শিরা ৪-১২ জোড়া, বোটা ২-৬ ইঞ্চি। পুষ্পপত্র ৩-৪ লম্বা, লোমযুক্ত, পুষ্পপত্র ৩-৪ ইঞ্চি লম্বা, ইহা শক্ত ১-২ ইঞ্চি লম্বা। বীজ সরু ও পক্ষযুক্ত। মে-জুন মাসে ফুল হয় ও সেপ্টেম্বর-অক্টোবর মাসে ফল পাকে। *B. Bhojpatra* Wall. ইহার আর একটি নাম (synonym)।

ঔষধার্থে ব্যবহার—ছালের কাথ কানের পুঁজ ও বিষাক্ত ক্ষত দৌত করিবার জন্য ব্যবহার হয় (U. C. Dutt)।

ছালের পিষ্টরস পেটকাঁপা নিবারক ও হিষ্টিরিয়া রোগে প্রস্তুত হয়। এই গাছের ভিতরের ছাল হইতে প্রাচীনকালে পুঁথি লেখা হইত। সম্রাট আকবরের রাজত্বকাল পর্যন্ত কাশ্মীর হইতে ভূজপত্র পুঁথি লিখিবার জন্য রপ্তানি হইত। ভূজপত্র হইতে বেশ কালী প্রস্তুত হয়। ইহা কটু, ত্রিদোষনাশক ও কষায়। ইহা কর্ণশূল রক্তপিত্ত ও বিষদোষ নাশক (রাজবল্লভ)।

এদেশে ময় ও কবচ লেখার জন্য ভূজপত্র ব্যবহার হয়। (Fig. 560.)

Genus—QUERCUS Linn.

561. *Q. infectoria* Oliver (মাজুফল)

Fig.—Bentl. Trimen., iv, t. 249; Oliver, Voy. Dans l'Emp., 6th, ii, 64; Atlas, ii, 1415.

Ref.—Journ. Horti. Soc. London, viii, 133; Cottage. Bot. Gard., xvi, 458 (1856).

জন্মস্থান—এশিয়া মাইনর, সিরিয়া, তুরস্ক, পারস্য; হিমালয়ের নানাস্থানে দেখা যায়।

বিভিন্ন নাম—বা. মাজুফল; তে. মাসিকায়; সং. মায়ফল; Eng. Oakgall.

ব্যবহার্য অংশ—Gall, মাত্রা ১২ আনা।

বর্ণনা—গুপ্তজাতীয় ছোট গাছ। শাখাগুলি বিকৃত। ছাল দীর্ঘ ২ ধূসরবর্ণ, নূতন প্রশাখাগুলি পশমের মত নরম। পাতার বোটা ২ ইঞ্চি লম্বা, পাতার কিনারাগুলি অগভীরভাবে বিভক্ত অথবা মোটা দাঁতের দ্বারা, পত্রের নিম্ন-শিরায লোম আছে। ফুল একলিঙ্গ বিশিষ্ট।

পুংপুষ্পের বৃন্ত ছোট একসঙ্গে দুই তিনটি হয়। পুংকেশর ৬-৮টি ঠিক ফুলের মধ্যস্থলে থাকে, স্ত্রীপুষ্পের গর্ভাশয় পুরু মাংসল ও তিনটি ঘর বিশিষ্ট। ফল গোলাকার, $\frac{1}{2}$ ইঞ্চি, পীতের আভাযুক্ত, লেবু রং বিশিষ্ট। ফলে বীজ একটা করিয়া হয়।

ঔষধার্থে ব্যবহার—এই গাছের অর্জুন (gall) পারশ্ব উপসাগর হইতে বসোরা দিয়া ভারতবর্ষে আমদানি হয়, এইজন্য ইহাকে বসোরা gall বলে। হিন্দু বৈজ্ঞানিক ইহাকে কৃষ্ণবর্ণ ও শ্বেতবর্ণ ভেদে দুইভাগে বিভাগ করিয়াছেন। দুই প্রকার অর্জুনই এক ব্যবস্থাপত্রে লিখিত হইয়াছে। মুসলমান বৈজ্ঞানিক কৃষ্ণবর্ণ অর্জুনকেই ভাল বলিয়া বিবেচনা করেন। আজকাল ইহা চামড়া পরিষ্কার করিবার জন্য ব্যবহৃত হয়। ইহা হইতে gallic acid প্রস্তুত হয়। ইহা পাচড়ায় লাগাইলে পাচড়া আরাম হয় এবং একেবারে চামড়া লইয়া উঠিয়া যায়। ইহা গলার ঘা, সর্দি ও জননবন্ত্র ও মূত্রবন্ত্রের পুরাতন শ্রাবে ব্যবহার হয়। ইহা অধিক পরিমাণে ব্যবহার করিলে বমন হয় ও অল্পমাত্রায় ব্যবহার করিলে অর্শের রক্ত জমাইয়া দেয়, তাহাতে আর রক্তস্রাব হয় না। ইহা Tarter emetic সেবন জনিত বিষক্রিয়া নষ্ট করে। যখন ইহা ব্যবহার করিতে হইবে তখন জোলাপ লইয়া ব্যবহার করিতে হয়। (Fig. 561.)

XCIX. SALICINEAE

Genus—SALIX Linn.

562. *S. tetrasperma* Roxb. (পানিজামা)

Fig.—Roxb., Cor. Pl., i, 66, t. 97; Kirtikar, Ind. Med. Pl., t. 915; Wight, Ic., t. 1954.

Ref.—F. B. I., v, 626; Roxb., Fl. L., iii, 573; B. P., ii, 989.

জন্মস্থান—হিমালয় প্রদেশের উপত্যকা, ৬০০০ ফুট উচ্চ স্থান পর্যন্ত আছে; ছোট-নাগপুর, বেহার, ত্রিহত ও উত্তরবঙ্গ।

বিভিন্ন নাম—বা. হি. পানিজামা; সং. বৃক্ষম; সামতাল গাদাসিংরিক; তা. অত্র-পালাই; তে. ইতিপালা।

ব্যবহার্য অংশ—ছাল।

বর্ণনা—গাছ ১৫-৫০ ফুট উচ্চ। গুঁড়ি শক্ত, ছাল খসখসে, কাঠ লালবর্ণ, নরম, পত্র বাহির হইবার সময় গাছে ফুল হয়। পত্র ৩-৬ ইঞ্চি, সূক্ষ্ম লোমযুক্ত ও লম্বা, ডিম্বাকৃতি, কিনারাগুলি দাঁতযুক্ত। পুংপুষ্প বিড়ালের লেজের মত, ২-৪ ইঞ্চি লম্বা। স্ত্রীপুষ্প ৩-৫ ইঞ্চি লম্বা, বীজকোষ লম্বা, কোমল লোমযুক্ত, একসঙ্গে ৩-৪টি থাকে। ফলে বীজ ৪-৬টি থাকে; ফল শক্ত ও ৫ ইঞ্চি লম্বা। মার্চ-এপ্রিল-মে মাসে ফুল ও সেপ্টেম্বর মাসে ফল হয়।

ঔষধার্থে ব্যবহার—ইহার ছাল জ্বরনাশক। (Fig. 562.)

C. CONIFERAE

Genus—PINUS Linn.

563. P. longifolia Roxb. (গন্ধবিরেজা)

Fig.—Royle, Ill., t. 85, Fig. 1; Griff, Ic., Plantarum. Asiat., t. 369 & 370; Kirtikar, Ind. Med. Pl., t. 926A & 926B; Biswas, "Living Conifers of the Indian Empire," Jour. Roy. As. Soc. of Bengal, Vol. xxvii, No 1, 1932.

Ref.—F. B. I., v, 652; Roxb., Fl. Ind., iii, 651; Dymock, iii, 378; Brandis, For. Fl., 506; Biswas, "Distribution of Wild Conifers etc", Jour. Asiat. Soc. Beng., Vol. xii, No 1, 1933.

জন্মস্থান—হিমালয় প্রদেশ অঞ্চলে ২০০০ হইতে ৪০০০ ফুট উচ্চে প্রচুর জন্মে। সমতল ভূমিতেও চাষ হয়। শিবপুর বোটানিক গার্ডেনেও দেখা যায়।

বিভিন্ন নাম—বা. গন্ধবিরেজা; হি. শং. সরল; তা. সরল দেবদ্রু; তে. দেবদারু-চেই।

ব্যবহার্য অংশ—ড্রু, আঠা ও তৈল। তৈল ১-৩ বিন্দু।

বর্ণনা—বড় গাছ ১০০ হইতে ১২০ ফুট উচ্চ হয়, বসন্তের পূর্বে পত্র পড়িয়া যায়। গুঁড়ির পরিধি প্রায় ১২ ফুট হয়। ছাল ১-২ ইঞ্চি পুরু, লালের আভাযুক্ত ধূসরবর্ণ, ভিতরে গাঢ় লালবর্ণ। বাহিরের কাষ্ঠ শ্বেতবর্ণ, ভিতরের ফিকে লালের আভাযুক্ত ধূসরবর্ণ। পত্র শূঁচের মত ৪-১২ ইঞ্চি লম্বা, গুল্মবদ্ধ ও অবনত। পুংপুষ্প ৩-৫ ইঞ্চি লম্বা। ফল (কোণ) কাষ্ঠময়, গোলাকার, বিদূত ও বক্র, এক একটা হয় কিংবা একত্রে গুল্মবদ্ধ হয়। বীজ লম্বাকৃতি ১-১ ইঞ্চি লম্বা অসমান, পাতলা। ফলে শাঁস আছে, ইহা বীজ অপেক্ষা অধিক লম্বা। মার্চ-এপ্রিল মাসে ফুল হয়, এক বৎসর পরে ফল পাকে।

ঔষধার্থে ব্যবহার—ভারতীয় লোক এই গাছ হইতে তাম্বিন প্রস্তুত করে, ইহার গুণ বিলাতী তাম্বিনের সমান। ইহার আঠা ফোড়া ও বাগি পাকাইবার জন্য বাহ্যিক প্রয়োগ হয়। ইহার কাষ্ঠ উত্তেজক ও ঘর্ষকর এবং শরীর জ্বালা করিলে ব্যবহার হয়। ইহা কফ ও সন্ধি নাশক। ইহার আঠা মূত্রথল ও জননযন্ত্রের মধ্যে কার্য করিয়া থাকে, হস্তরাং ইহা গনোরিয়া রোগে চমৎকার ঔষধ; মাত্রা ২৪ ঘণ্টার মধ্যে ৪ বার, ১-৩ ড্রাম প্রতি বারে ব্যবহার করিতে হয়। ইহা কফ নাশক, মূত্রবর্ধক ও শোথ নিবারক। ইহা ক্রমি ও বেদনা নাশক। (Fig. 563.)

Genus—ABIES Juss.

564. A. Webbiana Lindl. (তালিশপত্র)

Fig.—Ic., Pl. Asiat., t. 371.

Ref.—F. B. I., v, 654; Gamble, Man Ind. Timb., 408; Biswas, "Distri. of Conifers etc", Jour. Asiat. Soc. Bengal, Vol. xii, No. 1, 1933.

জন্মস্থান—পাহাড়ের সিকুনদীর তীরস্থ দেশ হইতে ভূটান পর্যন্ত পার্বত্য স্থানে ও সিকিম, হিমালয় প্রদেশে ৮০০০ হইতে ১২০০০ ফিট অবধি শীতপ্রধান স্থানে বহু জন্মে।

বিভিন্ন নাম—বা. তালিশপত্র; কাশ্মীর বুদার; নেপাল গোত্রিয়া; Eng. Silver fir.

ব্যবহার্য অংশ—পত্র; মাত্রা $\frac{1}{2}$ – $\frac{3}{4}$ আনা।

বর্ণনা—চিরসবুজ পত্রাচ্ছাদিত মোটা গাছ, ১৫০০–২০০ ফুট উচ্চ হয়; ইহার গুড়ি ৩০ ফুট, মোটা। পত্র পরিবর্তনশীল, মোটা সূচের মত, $\frac{1}{2}$ ইঞ্চি চওড়া ও উজ্জল; বোটা অতিশয় ছোট। পুংকেশবের ডাঁটা ছোট, এক একটা অথবা গুচ্ছবদ্ধ। ফল (কোণ) প্রায় ৬ ইঞ্চি লম্বা নীল, স্ত্রীপুষ্পের ডাঁটা ৪–৬ ইঞ্চি লম্বা। বীজ লম্বাকৃতি, গোলাকার, পক্ষযুক্ত $\frac{1}{2}$ – 1 ইঞ্চি লম্বা। ইহার আর একটি জাতি আছে তাহাকে Var. A. Pindraw (Brand, For. Fl., 528) বলে। ইহার পত্র একটু লম্বা, ২–৩ ইঞ্চি। এপ্রিল মাসে ফুল হয়। সেপ্টেম্বর মাসে ফল পাকে।

Dr. Ainslie এবং Mr. Gamble, Flacourtia catafractaকে তালিশপত্র বলিয়া নির্দেশ দেন। Babu T. N. Mukherjee তাঁহার Amsterdam Catalogueএ উক্ত বৃক্ষকে তালিশপত্র বলিয়া বর্ণনা করিয়াছেন।

Dr. Moodeen Sheriff, Cinnamomum Tamala neesকে তালিশপত্র বলিয়া নির্দেশ দেন। বর্তমানে কবিরাজেরা যে তালিশপত্র ব্যবহার করেন তাহা উপরোক্ত গাছ ভিন্ন আর কিছুই নহে।

ঔষধার্থে ব্যবহার—ইহার শুক পাতা পেটফাঁপা, সর্দি ও পেটের দোষ নিবারক, বলকারক, ধারক এবং ক্ষয়কাশ রোগে হিতকর, ইহা হাঁপানি, বক্ষপ্রদাহ ও মূত্রযন্ত্রের স্রাব নিবারক।

তালিশপত্র, গোলমরিচ, আদা, বংশলোচন, এলাচ, দারুচিনি এবং চিনি যোগে যে চূর্ণ হয় উহাকে তালিশাচু চূর্ণ বলে। উহা হাঁপানি ও আক্ষেপ নিবারক। তালিশপত্র অপরাপর অনেক ঔষধের মসলারূপে ব্যবহার হয়।

তালিশপত্রের রস স্বরভঙ্গ রোগে হিতকর। হাকিমেরা বলেন যে ইহার আঠা, গোলাপের তৈলের সহিত সেবন করিলে মত্ততা আনয়ন করে এবং উহা মাথায় বাহ্যিক প্রয়োগ করিলে মাথাধরা আরাম হয়।

পাতার টাটকা রস জ্বর নাশক, ইহা বালকদের দন্ত উদ্বেদকালীন জ্বর নিবারক। মাত্রা ৫–১০ ফোটা শুনহুয়ের সহিত সেব্য।

প্রস্রাবের পর বলকারক ঔষধরূপে বঙ্গদেশে তালিশপত্র ব্যবহার হয়।

বালুক পাতার রস ও তালিশপত্র চূর্ণ মধুযোগে পান করিলে স্বরভঙ্গ আরাম হয় (বাগভট্ট)।

তালিশপত্র আক্ষেপ নিবারক, ইহা দ্বারা কাশ, রক্তপিত্ত ও অপরাপর আক্ষেপ জনক পীড়া আরাম হয়।

তালীশং মরিচং শুষ্ঠী পিঙ্গলী বংশলোচনা ।
এক-দ্বি-ত্রি-চতুঃ পঞ্চকর্ষৈর্ভাগান্ প্রকল্পয়েৎ ॥
এলাতচোস্ত কর্ষাৰ্দ্ধং প্রত্যেকং ভাগমাচরেৎ ।
দ্বাত্রিংশং কর্ষতুলিতা প্রদেয়া শর্করা বৃধেঃ ॥
তালিশাণ্ডমিদং চূর্ণং পাচনং বোচনং শ্বতম্ ।
কাসথাসা জ্বরহরং ছদ্ম্যতীপারনাশনম্ ॥
শোষণানহরং শ্লীহগ্রহণীপাণ্ডুরোগজিৎ ।
পক্তাং বা শর্করাং চূর্ণং ক্ষিপেৎ স্ত্রাৎ গুটিকা ততঃ ॥ (শার্ঙ্গধর)

(Fig. 564.)

Genus—CEDRUS Loud.

565. C. Libani Barri. (দেবদারু)

Fig.—Griff., Ic., Pl. Asiat., t. 364; Kirtikar & Basu, Ind. Med. Pl., 928A & B; Biswas, Jour. Asiat. Soc. Bengal, Vol. xxviii, No. 1, 1932.

Ref.—F. B. I., v., 653; Brandis, For. Fl., 516; Roxb., F. I., iii, 651; Biswas, Jour. Asiat. Soc. Bengal, Vol. xii, No. 1, 1933.

জন্মস্থান—হিমালয় প্রদেশের কুমায়ুন হইতে পশ্চিম দিকে দেখা যায়। আফগানিস্থান ও উত্তর বেলুচিস্থানের পার্শ্বীয় প্রদেশেও জন্মে।

বিভিন্ন নাম—বা. দেবদারু; সং. দেবদ্রুম; Eng. Deodor.

ব্যবহার্য অংশ—কাষ্ঠ ও তৈল; যাত্রা কাষ্ঠ ১-৪ আনা, তৈল ২০-৪০ বিন্দু।

বর্ণনা—উচ্চ মোটা গাছ, প্রায় ২৫০ ফুট উচ্চ হয়, গুড়ির পরিধি প্রায় ৩৬ ফুট। এই গাছ প্রায় ৬০০ বৎসর জীবিত থাকে। ছাল পুরু, গাছে ফাটা ফাটা দাগ আছে। পত্র বর্জবতঃ সবুজবর্ণ, সরু এবং কিনারাগুলি তেউ খেলান। বীজ $\frac{1}{2}$ ইঞ্চি লম্বা। পুষ্প গুচ্ছবদ্ধ হয়, ইহা সবুজের আভাযুক্ত হরিদ্রাবর্ণ। ফল (কোণ) পাকিলে কৃষ্ণবর্ণ হয়, ফলে একটি বীজ থাকে। অক্টোবর মাসে ফুল হয় ও এক বৎসর পরে ফল পাকে। Hooker বলেন যে C. Deodara, C. Libani এবং C. Stalantia এই গাছগুলি প্রায় একই, অল্প পরিমাণে তফাৎ আছে, গুণ প্রায় সবগুলির সমান; এইজন্য উপরে কেবল C. Libani গাছের কথা

লেখা হইল। এই তিনটি গাছের ঔষধার্থে ব্যবহার একই রকম, বিশেষ প্রভেদ নাই। উত্তরপশ্চিম হিমাচলে C. Libani, var. Deodara Hk. f. প্রচুর পরিমাণে দেখা যায়।

দেবদারু দুই প্রকার—সিদ্ধ দেবদারু এবং কাঠ দেবদারু। সিদ্ধ দেবদারু পার্শ্বাতীয় প্রদেশে জন্মে আর কাঠ দেবদারু যত্র তত্র দেখা যায়। পর্য্যাদিতে সাজাইবার জন্য উহার ভালপালা ব্যবহার হয়; উহার scientific নাম *Polyalthia longifolia*, ইহা Anonaceae বর্গভুক্ত। সিদ্ধ দেবদারু কাঠ হইতে তৈল বাহির হয়, বৈজ্ঞানিকভাবে দেবদারু বলিতে এই দেবদারু অর্থাৎ সিদ্ধ দেবদারু বুঝায়, ইহার কাঠ ভারী।

ঔষধার্থে ব্যবহার—কাঠ পেটফাঁপা নিবারক, ঘর্ম্মকর, মূত্রকর, জ্বরনাশক, শোথ ও মূত্রবস্ত্রের রোগে ব্যবহার হয়। ইহা অপরাপর ঔষধের মসলাস্বরূপ প্রযুক্ত হয় (Dutta)।

এই গাছ হইতে একপ্রকার তৈল হয়, উহা দেশীয় কবিরাজেরা ক্ষতে, চর্ম্মরোগে ও পাঁচড়ায় ব্যবহার করে; ইহা কুষ্ঠরোগের একটি উৎকৃষ্ট ঔষধ। Dr. Gibson বলেন ইহা অধিক মাত্রায় ব্যবহার করিলে বেশ ফল পাওয়া যায়। Dr. Johnston বলেন যে দেবদারু তৈল ব্যবহার করিলে রোগের বৃদ্ধি কমিয়া কুষ্ঠ আরাম হয়। মাত্রা ১ ড্রাম।

ইহা সর্ব্ব সময়েই ঘর্ম্মকর, ১ ড্রাম খাইলে কখন কখন বমন হয় এবং কোন কোন ক্ষেত্রে ১ আউন্স বমন করায়। Dr. Johnston ঘর্ম্মরোগে ইহা ব্যবহার করিতে উপদেশ দেন। Dr. Royle বলেন যে দেবদারু পত্র এবং ছোট ছোট প্রশাখাগুলি বাজারে আনিয়া দেশীয় ঔষধের জন্য বিক্রয় হয় (Pharm. Ind.)।

ইহার কাঠ জলের সহিত শিলায় পেষণ করিয়া সেই পিষ্টদ্রব্য মাথায় লাগাইলে মাথাধরা আরাম হয় (Stewart)।

ইহার কাঠ তিক্ত, জ্বরনাশক এবং কোষ্ঠবদ্ধ ও অর্শ্বরোগে হিতকর।

দেবদারু কাঠ, সজিনার শিকড়, আপাং ও অখগন্ধার শিকড় গোমুত্রে পেষণ করিয়া সেবন করিলে জিহ্মি ও উদর শোথ আরাম হয়, ইহা অতিশয় মূত্রকর।

কোন কারণে বায়ু কুপিত হইয়া বুক ধড়ফড় করিলে দেবদারু ও শুঁঠ পেষণ করিয়া গরম জলের সহিত পান করিলে উহা শীঘ্র আরাম হয় (ভাবপ্রকাশ)।

দেবদারু চূর্ণ সরিষার তৈলের সহিত সেবন করিলে স্রীপদ আরাম হয় (বঙ্গমেন)। দেবদারু কাঠের কাথ পান করিলে হিকা ও শ্বাসরোগ আরাম হয় (চরক)।

দেবদারু তৈল রসায়ন। ইহার কাথ গনোরিয়া, উপদংশ, বাত ও আমবাত নাশক। বেদনাহীন শোথে হরিত্রা ও গুগগুল সহ দেবদারু কাঠের প্রলেপ দিলে শোথ আরাম হয়।

ইহা পুণ্ড্রনাশক, চর্ম্মরোগ ও কুষ্ঠরোগ নাশক (R. N. Khory, ii, 578)।

ইহার তৈল ঘোড়া ও পশুগণের পাদক্ষত (এসে) রোগ নাশক। (Fig. 565.)

CI. ORCHIDACEAE

Genus—DENDROBIUM Sw.

566. D. Macraei Lindl. (জীবন্তী)

Fig.—Xen. Orchid pl., t. 118; Kirtikar & Basu, Ind. Med. Pl., t. 933.

Ref.—F. B. I., v. 714; Dalz. & Gibs., Bomb. Fl., 260; Hook, Journ. Bot., iv. 292 (1852).

জন্মস্থান—সিকিম, হিমালয় প্রদেশ, খাসিয়া পাহাড়, ককন, নীলগিরি।

বিভিন্ন নাম—বা. জীবন্তী; সং. জীবনীষ।

বর্ণনা—এই পরগাছা জাম গাছেই বেশী জন্মে, ইহার শাখা অনেক হয়। কাণ্ড লম্বিত, অবনত ও গাঁইটযুক্ত, গাছের গোড়ায় ওলের ন্যায় গোলাকৃতি মূল দেখা যায়। পত্র লালবর্ণ, ফুল ১-১ ইঞ্চি লম্বা, শ্বেতবর্ণ, ফুলের বোটা ১-১ ইঞ্চি। ফুলের উপরিভাগ হরিদ্রাবর্ণ, ফুলে গন্ধ আছে। বর্ষার সময়ে ফুল ও পরে ফল হয়।

ঔষধার্থে ব্যবহার—সর্পনষ্ট ব্যক্তিকে জীবন্তী খাওয়াইয়া দিলে বিষক্রিয়া নষ্ট হয় (চরক)। জীবন্তী শাক ঘুতে ভাজিয়া খাইলে রাতকানা আরাম হয় (বাগ্‌ডট)। শুক্রক্‌ষ-জনিত দুর্বলতায় জীবন্তী অতি হিতকর। ইহা বায়ু, পিত্ত ও কফ-নাশক, অষ্টবর্গের মধ্যে যে জীবক গাছ আছে ইহা সে জীবক নহে। ইহার আর একটি নাম জীবনরক্ষক। (Fig. 566.)

Genus—VANDA Br.

567. V. Roxburghii Br. (রাঙ্গা)

Fig.—Bot. Reg., t. 506; Wight, Ic., t. 916; Kirtikar & Basu, Ind. Med. Pl., t. 931.

Ref.—F. B. I., vi. 52; Roxb., F. I., iii. 462; B. P., ii. 1021; Prain, H. H., 283.

জন্মস্থান—বঙ্গদেশ, বিহার, গুজরাট, ককন, ত্রিবাঙ্গুর।

বিভিন্ন নাম—বা. মান্দা; সং. রাঙ্গা, গন্ধ-নকুলি; সামতাল দারীবাঁকী।

ব্যবহার্য অংশ—মূল।

বর্ণনা—পরগাছা ও কাণ্ড ১-২ ফুট লম্বা; পত্র ৬-৮ ইঞ্চি লম্বা, সর। ফুলের পাপড়ি পীতের আভাযুক্ত সবুজবর্ণ কিংবা ঈষৎ নীলবর্ণ, কিনারা শ্বেতবর্ণ। এই গাছ বাংলাদেশে আম, পিয়ারা, জাম প্রভৃতি গাছের ডালে জন্মে। বর্ষাকালে ফুল ও ফল হয়।

ঔষধার্থে ব্যবহার—রাস্তার শিকড় বায়ুপুষ্টি, দড়ির ভাষ ঝুলিয়া থাকে অথবা কাণ্ডে লাগিয়া থাকে, ইহা সৌগন্ধযুক্ত, তিক্ত এবং বাতরোগে ব্যবহৃত হয়। ইহার তৈল অপরাপর ঔষধের সহিত বাতরোগে ও স্নায়বিক রোগে মালিশরূপে ব্যবহৃত হয় (Hindu Met. Med.)। ইহা উপদংশ রোগের দ্বিতীয় অবস্থায় প্রযুক্ত হয়। ছোটনাগপুরে ইহার পত্র বাটিয়া জ্বরের সময়ে শরীরে লেপন করে (Rev. Campbell)। (Fig. 567.)

Genus—SĀCCOLĀBIUM Bl.

568. *S. papillosum* Lindl. (রাস্তা)

Fig.—Bot. Reg., t. 1552; Kirtikar & Basu, Ind. Med. Pl., t. 932.

Ref.—Dymock, iii. 392; F. B. I., vi. 63; B. P., ii. 1022; Prain, H. H., 288.

জন্মস্থান—বঙ্গদেশ, হিমালয়ের নিম্নভূমি, আসাম, গঙ্গার বদ্বীপ, টেনাসরিম, চট্টগ্রাম, হৃন্দরবনে সচরাচর দেখা যায়।

বিভিন্ন নাম—বা. রাস্তা; সং. নাকুলি; সালামার রাস্তা।

ব্যবহার্য অংশ—মূল।

বর্ণনা—ইহার কাণ্ড ২।৩ ফুট, বহুশাখাবিশিষ্ট, শাখা অবনত, হংসের পালকের মত মোটা। পত্র ৪-৫ ইঞ্চি। ফুলের ব্যাস ৬ ইঞ্চি, গর্ভাশয় ছোট, বীজকোষ ১৬ ইঞ্চি। ফুল শরৎকালে হয়।

ঔষধার্থে ব্যবহার—ককণ দেশে ইহার মূল শাস্তিকর ঔষধরূপে ব্যবহার করে (Dymock)। ইহা বাতের একটি উৎকৃষ্ট ঔষধ এবং Sarsaparilla-র স্থানে সর্বসময়েই ব্যবহৃত হয়।

Dr. Dymock বলেন যে আয়ুর্বেদ-মতে প্রকৃত রাস্তাকে Helenium বলে এবং উহার পারস্তদেশীয় নাম রাস্তা। *Vanda Roxburghii* এবং *S. papillosum* এই দুইটি গাছের যে গুণ আছে আয়ুর্বেদোক্ত রাস্তার সহিত তাহার মিল হইতেছে না। এই গাছগুলিকে গন্ধমূল্য বলা যাইতে পারে না কারণ উহাতে কোন সৌগন্ধ নাই। অধুনা কবিরাজেরা উক্ত দুইটি গাছকে রাস্তা বলিয়া ব্যবহার করেন (Dutt, Met. Med., 258), দুই গাছের আকৃতি, শিকড় ও পত্র একই প্রকার কিন্তু উহাদের ফুল ও ফল ভিন্ন প্রকার। মোট কথা, এখন কবিরাজেরা বাহা রাস্তা বলিয়া ব্যবহার করেন প্রকৃতপক্ষে উহা আয়ুর্বেদোক্ত রাস্তা নহে।

রাস্তার কাণ্ড, গোলক, দেবদারু (*C. Lebani*) কাঠ, আশা ও গাব-ভেরেণ্ডার শিকড় পরিমাণমত প্রত্যেকের যোগে রাস্তা-পত্রক নামক ঔষধ প্রস্তুত হয়, উহা বাতের পক্ষে হিতকর। রাস্তা মহামাষ তৈল, মধ্যমনারায়ণ তৈল প্রভৃতির মসলারূপে ব্যবহৃত হয়। রাস্তার অপর

সংস্কৃত নাম বৃক্ষদানী বা বৃক্ষরহ। যে গাছে রাসা জন্মে উহার নামাঙ্কবাণী রাসার নাম হয়, যেমন আম গাছের রাসাকে আমরাসা বলে।

কঙ্কণ দেশে *S. Wightianum* Hook (Rheede, Hort. Mal., xii, t. 4) এবং *S. Praemosum* Hook (Rheede, xii, t. 4) এই দুইটি গাছকে রাসা বলে; মারহাট্টা-দেশীয় কৃষকেরা ইহাকে Kanbper বলে।

কলিকাতা ও বম্বের বাজারে যে রাসা বিক্রয় হয় উহা লম্বা-শাখাযুক্ত শিকড়, কতকটা সার্সাপেরিলার মত কিন্তু উহার রং গাঢ় ধূসরবর্ণ। শিকড় পাতলা, ইহাতে লম্বা লম্বা দাগ আছে। মূলের অভ্যন্তর-ভাগ কিকে ধূসরবর্ণ, শাঁসযুক্ত, তিক্ত ও কটু। বাহিরের কোষগুলি অপেক্ষাকৃত বড় ও লম্বা, এই কোষগুলি বায়ু হইতে জলীয় অংশ গ্রহণ করে বলিয়া ইহার নাম ভেলামেন (Velamen)।

বম্বেতে আর এক প্রকার রাসা বিক্রীত হয়, উহার মূল্য অধিক, মূল সরল ও কাকের পালকের তায়, অগ্রভাগ ক্রমশঃ সরু, স্তম্ভায় বীধিয়া ছোট ছোট বাণ্ডিল বিক্রীত হয়। এই শিকড় কিকে ধূসরবর্ণ, ছাল পুরু ও শক্ত, গুঁড়া করিলে একপ্রকার গন্ধ বাহির হয়, কতক পরিমাণে ইপিকাকুয়ানার তুল্য—ইহাকে Khadaki রাসা বলে।

নরহরি রাসা ত্রিবিধ বলিয়া উল্লেখ করিয়াছেন, যথা—

রাসা তু ত্রিবিধা প্রোক্তা মূলঃ পত্রং তৃণং তথা।

কিন্তু মূল রাসা যদি উপরোক্তগুলিকে ধরা যায় তবে পত্ররাসা ও তৃণরাসা কাহাকে বলে কোন পুস্তকে ইহার কিছু উল্লেখ দেখা যায় না।

বাতনাশক ঔষধের মধ্যে রাসা উৎকৃষ্ট। রাসা ৮ তোলা, বিস্তৃত গুগ্গুল ৪০ তোলা একত্রে গব্যঘৃত-যোগে বটিকা প্রস্তুত করিয়া পান করিলে গৃধ্রসী বাত আরাম হয় (চক্রবর্ত্ত)। (Fig. 568.)

Genus—EULOPHIA Br.

569. *E. campestris* Roxb. (সালেমমিশ্রি)

Fig.—Wight, Ic., t. 1666, Kirtikar & Basu, Ind. Med. Pl., t. 925.

Ref.—F. B. I., vi. 4; Roxb., F. L., iii. 467; B. P., ii. 1016; Journ. Lin. Soc., iii. 25; Dalz. & Gibs., Bomb. Fl., 265.

জন্মস্থান—ভারতের সমতল ভূমি, পাঞ্জাব হইতে অযোধ্যা; বঙ্গদেশ, চট্টগ্রাম, দাক্ষিণাত্য, ত্রিহট।

বিভিন্ন নাম—বা. হি. সালেমমিশ্রি; সামতাল—বগুতৈলী, গুজরাট সালুমমিশ্রি।

ব্যবহার্য অংশ—মূল।

বর্ণনা—ইহা দেখিতে শূঙ্গের তায় ও খাইতে মিষ্ট। গাছ ৮-১২ ইঞ্চি, ইহার গোড়া ওলের তায়, পত্রের অগ্রভাগ ক্রমশঃ সর। ফুল অনেক হয়, মূলদেশ হইতে পুষ্পদণ্ড বাহির হয়, উহা ১-৩ ফুট, শক্ত ও সোজা। ফুল বড় সবুজবর্ণ ও বেগুনে। মার্চ মাসে ফুল হয়।

Sir George Watt সাহেব বলেন যে বাজারে যে সালেমমিশ্রি বিক্রয় হয় তাহা উপরোক্ত গাছ হইতে এবং *E. nuda* Lindl. (Wight, Ic., t. 1690) ও *E. virens* Br. (Bot. Mag. t. 5579) গাছ হইতে সংগ্রহ হয়। সালেমমিশ্রি আবার আফগানিস্থান পারস্ত ও বোসারার পাহাড় হইতে অপর Genus ভুক্ত গাছ হইতে সংগ্রহ করে আবার নীলগিরি পাহাড় ও সিংহল হইতে কতকগুলি আমদানী হইয়া থাকে। ইউরোপের আর্মেনী হইতে যে সালেম উৎপন্ন হয় উহা *Orehis mascula* Linn. গাছ হইতে গ্রহণ করে। ফুল হইয়া যাইলে মূল উঠান হয় এবং দৃঢ় মূলগুলি ধৌত করিয়া যৌত্রে শুক করতঃ বাজারে বিক্রয় হয়।

Allium Macleanii Baker গাছ হইতেও অনেকে সালেমমিশ্রি গ্রহণ করে (Baker, Bot. Mag., t. 6707)। এই মিশ্রিকে বাদসাহী সালেম বলে। পঞ্জাবের *Asparagus adscendens* Roxb. (F. B. I., vi. 317) এবং দাক্ষিণাত্যের *A. racemosus* Willd. (F. B. I., vi. 316) গাছের মূলকে খেতমুল্লী বা শতমুল্লী এবং *Cureuligo orchioides* Gaertn. (F. B. I., vi. 279) গাছকে কৃষ্ণমুল্লী বা তালমুল্লী বলে। ইহা ছাড়া আলু হইতেও নকল সালেম প্রস্তুত করে, উহাকে বেনেয়তি সালেম বলে, ইহাও ভারতের বাজারে বহুপরিমাণে বিক্রয়ার্থ আমদানী হয়।

সাধারণ সালেম পারস্ত ও লিভান্ট নামক স্থান হইতে বস্তুর বাজারে আমদানী হয় (Watt, Commercial Products of India, 963)।

ঔষধার্থে ব্যবহার—সালেমমিশ্রি বলকারক, রসায়ন ও কামোত্তেজক। ইহা অতিশয় পুষ্টিকর ও ক্ষয়রোগে হিতকর। বম্বা, বহুমূত্র, মধুমেহ, পুরাতন উদরাময় ও রক্তপিত্তাতিসারে ইহার প্রয়োগ হয়। ইহার গুঁড়া ২-১ তোলা পরিমাণ ২-১ পোয়া দুগ্ধের সহিত সিদ্ধ করিয়া ব্যবহার করিতে হয়। (Fig. 569.)

CII SCITAMINACEAE,

Genus—ALPINIA Linn.

570. A. Galanga Sw. (কুলঞ্জন)

Fig.—Rumph., Ambo., v, t. 63; Ic., Pl. Asiat., t. 353; Kirtikar & Basu, Ind. Med. Pl., t. 949.

Ref.—F. B. I., vi. 253; Roxb., F. I., i. 59; B. P., ii. 1047; Prain H. H., 285.

জন্মস্থান—হুমাত্রা ও যান্ডা-দেশীয় গাছ ; এক্ষণে পূর্ববঙ্গ ও দক্ষিণ ভারতে চাষ হয়, হুগলী হাওড়া জেলার বাগানে রোপণ করে ।

বিভিন্ন নাম—বা. সং. হি. কুলঞ্জন ; তা. গেরারাকুই ; তে. পন্ন ভুঙ্গ রাষ্ট্রকম্ ।

ব্যবহার্য অংশ—মূল ।

বর্ণনা—গাছ মরিচা বাইলেও ইহার মূল বিস্তারিত থাকে । মূল আলুর মত ও সৌগন্ধযুক্ত । কাণ্ড পত্রময় ৬-৭ ফুট উচ্চ হয় । পত্র ১-২ ফুট লম্বা, ৪-৬ ইঞ্চি বিস্তৃত, উপর দিক মসৃণ, নিম্নদেশ হৃদয় গোমযুক্ত, ফুল ছোট, বহির্কাস ১ ইঞ্চি, সবুজের আভাযুক্ত খেতবর্ণ, ঈষৎ বক্র । ফল লেবুর ন্যায় লালবর্ণ, ঈষৎ গোলাকার, ব্যাস ১ ইঞ্চি । ইহার ফলকে *Galanga Cardamon* বলে । ইহা দেখিতে চেরীফলের ন্যায়, পত্রফল ১ ইঞ্চি লম্বা । কখন ফ্রাসপাতির মত হয় । বীজ ফিকে ধূসরবর্ণ, চেপ্টা, ত্রিকোণাকার সৌগন্ধযুক্ত । গ্রীষ্মকালে ফুল হয় ।

ঔষধার্থে ব্যবহার—ইহার গেঁড় সৌগন্ধযুক্ত, উগ্র ও তিক্ত, হেঁচারস জরবাত ও সন্ধিতে ব্যবহৃত হয় । কথিত আছে কুলঞ্জন থাইলে গলার স্বরের উন্নতি হয় । মূল পেটফাঁপা-নিবারক । Dr. Irvine বলেন ইহার গেঁড় অতিশয় তীব্র ও উত্তেজক, বীজের মাদকতা-শক্তি আছে ।

হাকিমেরা ইহা ধূস্রভঙ্গ, বক্ষঃপ্রদাহ ও অজীর্ণ রোগে ব্যবহৃত করেন । ইহা তুর্গন্ধনাশক ও বহুমূত্ররোগে ব্যবহৃত হয় । মহীশূর দেশে ইহা গৃহচিকিৎসার ঔষধরূপে ব্যবহৃত হয় । বুদ্ধ লোকদের সন্ধিজনিত বক্ষঃপ্রদাহে হিতকর (Sir Major John North) । ইহার শীকড় রাজনিঘণ্টের হৃগন্ধ বচ এবং ভাব-প্রকাশের মালাবার বচ ভিন্ন আর কিছুই নহে । শ্রামদেশীয় ও চীনদেশীয় আদ্য *A. Galanga* এর তুল্য । (Fig. 570.)

Genus—KAEMPFERIA Linn.

571. *K. angustifolia* Rose. (মধুনির্কীষা)

Fig.—Kirtikar & Basu, Ind. Med. Pl., t. 939.

Ref.—F. B. I., v. 219; Roxb., F. I., i. 17; B. P., ii. 1038.

জন্মস্থান—উত্তর বঙ্গ ।

বিভিন্ন নাম—বা. মধুনির্কীষা, কঙ্কনবুড়া ।

ব্যবহার্য অংশ—মূল ।

বর্ণনা—কাণ্ড-শূন্য গাছ । পত্র ৬-৮ ফুট লম্বা, পত্র উপর দিকে উন্নত, লম্বাকৃতি, ৬-৮ ইঞ্চি লম্বা ১ ইঞ্চি বিস্তৃত । ফুল অল্প হয়, দেখিতে খেতবর্ণ ; বহির্কাস ১ ইঞ্চি, পুংকেশর উপরিভাগে উন্নত, খেতবর্ণ, ১-৩৪ ইঞ্চি ; পুষ্পের মস্তক বিস্তৃত । গ্রীষ্মকালে ফুল ও পরে ফল হয় ।

ঔষধার্থে ব্যবহার—বঙ্গদেশীয় লোকে ইহার মূল গো-চিকিৎসায় ব্যবহার করে (Roxburgh). (Fig. 571.)

572. K. rotunda Linn. (ভূঁইটাপা)

Fig.—Rheede, Hort. Mal., xi. t. 9 ; Bot. Mag., t. 920 and 6054 ; Wight, Ic., t. 2029 ; Kirtikar & Basu, Ind. Med. Pl., t. 940.

Ref.—F. B. I., vi. 222 ; Roxb., Fl. Ind., i. 16 ; B. P., ii. 1038 ; Prain, H. H., 284.

জন্মস্থান—ছোটনাগপুর, পরেশনাথ পাহাড়, চট্টগ্রাম, সমগ্র ভারতে রোপণ করে ও চাষ হয় ; আদি বাসস্থান দক্ষিণ-পূর্ব এশিয়া ।

বিভিন্ন নাম—বা. ভূঁইটাপা ; সং. ভূমিচম্পক ; হি. চন্দ্রমুলা ; তে. কন্দাবাল ।

ব্যবহার্য অংশ—শীকড়, মূল ।

বর্ণনা—কাণ্ডহীন গুল্ম, পত্র ১২ ইঞ্চি লম্বা, ৩-৪ ইঞ্চি বিস্তৃত । মূল খেতবর্ণ, আলুর জায়, ১-২ ইঞ্চি লম্বা । ফুল লম্বা, গন্ধযুক্ত, খেতবর্ণ, গাঢ় পীতবর্ণ ও বেগুনে রংবিশিষ্ট । পুষ্পগুণ্ডের পত্র লম্বা, স্বগোল, বাহিরের পত্র ছোট, ভিতরের পত্র ২-৩ ইঞ্চি লম্বা । পুষ্পকেশর ১½-২ ইঞ্চি লম্বা, সরল ও খেতবর্ণ । গ্রীষ্মকালে ফুল ও পরে ফল হয় ।

ঔষধার্থে ব্যবহার—সংস্কৃত লেখকদের মতে ইহার শীকড়ের পুলটিস মিলে ফোড়ার পুঁজ বাড়াইয়া দেয় (W. C. Dutt.)

Dr. Rheede বলেন সমগ্র গাছ গুঁড়া করিয়া যে ointment হয়—ইহাতে নূতন ক্ষত আরাম করিবার শক্তি আছে এবং ইহা সেবন করিলে ক্ষত আরাম হয় । ইহা জমাট রক্ত তরল করিয়া দেয় । তিনি বলেন যে ইহার শীকড় সর্কাদীণ শোধের পক্ষে হিতকর ।

Dr. Dymock বলেন ইহার মূলের গুঁড়া Mump (বোবায় ধরা) রোগে একটি সর্কজন-পরিচিত ঔষধ । ইহার গুঁড় ও মূল দেখিতে খড়ের জায় রংবিশিষ্ট । ইহা তিক্ত, উগ্র, কপূরের জায় গন্ধ-বিশিষ্ট ও প্রকৃত Zedoaryর মত । সমগ্র গাছ সৌগন্ধযুক্ত ।

ইহার মূল পাকঘরের দোষ-নিবারক ও শোথ-রোগে প্রযুক্ত হয় । ইহা সর্কাদীণ শোথ কমানিবার পক্ষে যে একটি মূল্যবান ঔষধ ইহা ভারতের সকল লোকেই বিশেষরূপে জ্ঞাত আছে । (Fig. 572.)

573. K. galanga Linn. (চন্দ্রমুলা)

Fig.—Wight, Ic., t. 899 ; Rheede, Hort. Mal., t. 41 ; Kirtikar & Basu, Ind. Med. Pl., t. 938.

Ref.—Dymock, iii. 414 ; F. B. I., vi. 219 ; Roxb., F. I., i. 15 ; B. P., ii. 1038 ; Prain, H. H., 284.

জন্মস্থান—আদিম বাসস্থল দক্ষিণ-পূর্ব এশিয়া ; বঙ্গদেশের বাগানে সাধারণতঃ রোপণ করে।

বিভিন্ন নাম—বা. চন্দ্রমূল্য কপূরকচুরি, সুগন্ধাবচ, চমুলা ; Eng. Java galangal.

ব্যবহার্য অংশ—মূল, পত্র।

বর্ণনা—বর্ষজীবী গাছ, মূল আলু বা হরিদ্রার মত। পত্র ক্ষুদ্র বোটাযুক্ত, ৩-৬ ইঞ্চি লম্বা, মূত্রিকার উপর চতুর্দিকে বিস্তৃত থাকে, অগ্রভাগ সরু, গাঢ় সবুজ বর্ণ, ১০-১২টি শিরাবিশিষ্ট, কিনারাগুলি পুরু নহে। পত্র বৃন্ত ছোট। ফুল ৬-১২ ইঞ্চি, সুগন্ধযুক্ত, খেতবর্ণ, ক্রমে ক্রমে প্রস্ফুটিত হয়। পুষ্পনল ১ ইঞ্চি লম্বা। ইহার মূল সুগন্ধযুক্ত, ব্যবসায়ের পক্ষে বাজারে ইহার অতিশয় চাহিদা আছে। বর্ষার প্রারম্ভে ফুল ও পরে ফল হয়।

এই গাছ অনেক বাগানে রোপণ করে, হিন্দু স্ত্রীলোকেরা ইহার সুগন্ধযুক্ত পত্র ও মূল মাথা ঘসায় ব্যবহার করে, ইহাতে কেশ বেশ সৌগন্ধযুক্ত হয়। পশ্চিম ভারতে ইহার নাম “কপূর-কচুরি” যেহেতু ইহার মূল *Hedychium spicatum* (কপূর-কচুরি) এর তুল্য ; ইহাই ভারতের বাজারে কপূর-কচুরি বলিয়া বিক্রীত হয়।

ঔষধার্থে ব্যবহার—Dr. Rheede বলেন ইহার মূল গুঁড়া করিয়া মধুর সহিত সেবন করিলে কফ ও স্নেহা-জনিত রোগ আরাম হয় এবং তৈলে সিদ্ধ করিয়া মাখিলে সন্ধিতে নাসিকা বন্ধ হওয়া রোগ আরাম হয়। স্ত্রীলোকেরা ইহার শীকড় সুগন্ধের জন্য গলদেশে পরিধান করিয়া থাকে এবং পোষাকপরিচ্ছদে ইহার গুঁড়া লাগাইলে পোষাক সুগন্ধময় হয়। (Fig. 573.)

Genus—HEDYCHIUM Koenig.

574. *H. spicatum* Ham. (কপূর-কচুরি)

Fig.—Bot. Mag., t. 2300 ; Kirtikar & Basu, Ind. Med. Pl., t. 941A.

Ref.—F. B. I., vi. 227 ; Dymock, iii. 417.

জন্মস্থান—হিমালয় প্রদেশ, কুমায়ুন, নেপাল।

বিভিন্ন নাম—বা. হি. কপূর-কচুরি, সং. কপূর-কাচিলি।

ব্যবহার্য অংশ—মূল।

বর্ণনা—বর্ষজীবী উদ্ভিদ, কন্দ লম্বা আলুর মত, মূলের ছাল বেশী পুরু নহে। কাণ্ড পত্রময়, পত্র ১ ফুট কিংবা অধিক লম্বা হয়, পত্রের বিস্তার সবগুলির সমান নহে। পুষ্পদণ্ড ঘন, শাখা-প্রশাখা আছে। পুষ্পদণ্ডের পত্র লম্বা, সবুজবর্ণ ১-১½ ইঞ্চি। ফুল লোমযুক্ত ঘন-সন্নিবদ্ধ ও খেতবর্ণ, বহির্কাস ছোট ; পুষ্পনল ২-২½ ইঞ্চি, পুংকেশর ১টি, স্ত্রীকেশর-দণ্ড লম্বা। বীজকোষ গোলাকার। বর্ষাকালে ফুল ও ফল হয়।

ঔষধার্থে ব্যবহার—মূল হৃগ্ধযুক্ত, পেটকাপা-নিবারক বলকারক, ও উত্তেজক। *Curcuma Zedoaria* Rose. (শটী) এবং *K. galanga* Linn. গাছকে ভুলক্রমে এইগাছ বলিয়া বর্ণনা করিয়া থাকে। হিমালয় প্রদেশে ইহাকে সেছুরি (Sheduri) বলে এবং পার্শ্বত্যা-জাতিরা পত্র হইতে ঔষধ প্রস্তুত করে। ইহার সৌগন্ধযুক্ত মূল *Henna* বা মেদিগাছের (*Lawsonia alba* Lam.) মূলের সহিত মিশ্রিত করিয়া গন্ধদ্রব্য প্রস্তুত করে। ইহার মূল আবিরের একটি মসলা। ইহার মূল, খসখসের মূল (*Vitiveria giganoides* Nash) চন্দনকাঠ, এরাকট কিয়া জোয়ার (*Sorghum*) পালো দিয়া আবির প্রস্তুত হয়। হিন্দিতে যে "ধিসি" নামক আবির হয় উহা পূর্কোক্তগুলি, মহালিষ (*Prunns Mahaleb* Linn.), আপসাস্তিন বা ডাউনা (*Artemisia Siversiana* Willd.) দেবদারু কাঠ (*Cedrus Deodara*) এবং বনহরিদ্রা (*Curcuma aromatica* Salisb) মূল, লবঙ্গ এবং এলাচ-যোগে প্রস্তুত হয়।

উপরোক্ত দ্রব্যগুলির সহিত *Aloes wood*, কেউ (*Costus*) এবং জটামাংসীর শীকড় প্রভৃতি যোগে কৃষ্ণবর্ণ আবির প্রস্তুত করে। (Fig. 574.)

Genus—CURCUMA Linn.

575. *C. amada* Roxb. (আমাদা)

Fig.—Rose., Scit., t. 99; Kirtikar & Basu, Ind. Med. Pl., t. 937A.

Ref.—F. B. I., vi, 213; Roxb., F. I., i, 33; B. P., ii, 1042; Dymock, iii, 405; Prain, H. H., 285.

জন্মস্থান—বঙ্গদেশ, ককণ, হুগলী, হাওড়া ও ২৪-পরগণার বাগানে চাষ হয়, পশ্চিমবঙ্গে স্থানে স্থানে জঙ্গলে জন্মে।

বিভিন্ন নাম—বা. আমাদা; হি. আমহলদি; তা. সামিদি-আল্লাম; তে. কারুপাহুপু; Eng. Mango-ginger.

ব্যবহার্য অংশ—মূল।

বর্ণনা—ইহা দেখিতে আদার জায় ও গন্ধ আত্রের জায়। বর্ষজীবী উদ্ভিদ, কন্দ গোলাকার ও স্থূল; মূল পুরান হইলে ফিকে লেবুর রং-বিশিষ্ট হয়। গাছ ২-৩ ফুট উচ্চ হয়। পত্র ২-৩ ফুট লম্বা। পত্রের বৃহদংশ ও অগ্রভাগ সরু ও সবুজবর্ণ; পুষ্পদণ্ড ৬ ফুট কিংবা অধিক, ইহার নিম্নভাগ পত্রের দ্বারা চাপা থাকে। ফুল ফিকে পীতবর্ণ, শরৎকালে হয়; বহির্ভাগ ১ ইঞ্চি, ফিকে সবুজবর্ণ।

ঔষধার্থে ব্যবহার—ইহার মূল শাস্তিকর, ইহা পেটকাপা ও উদরাময়-নিবারক। শীকড় শ্লেষ্মা-নিবারক, ধারক, উদরাময় ও মধুমেহ রোগে ব্যবহৃত হয়। আমাদা চাটনীতে

বহুপরিমাণে ব্যবহৃত হয়। আমাদা অন্ন, ঔষধ তিক্ত, কটিকর, অগ্নিবর্ধক, অর্শ, শূল ও মূখরোগে হিতকর। (Fig. 575.)

576. *C. aromatica* Salisb. (বন-হলুদ)

Fig.—Bot. Mag., t. 1546 ; Wight, Ic., t. 2005.

Ref.—F. B. I., vi. 210 ; Roxb., Fl. I., i. 23 ; B. P., ii. 1042 ; Prain, H. H., 284.

জন্মস্থান—সমগ্র ভারতবর্ষ, বঙ্গদেশ, জন্মলে হয়।

বিভিন্ন নাম—বা. বন-হলুদ ; সং. কর্পূরহরিদ্রা ; হি. বনহলুদি ; তে. কাণ্ডুয়ারাল ; রংহলদি ; Eng. Wild Turmeric.

ব্যবহার্য অংশ—মূল।

বর্ণনা—কন্দ আলুর মত, ব্যাস ১ ইঞ্চি। পত্র ৩-৪ ফুট ; বোটা পত্রের বিস্তারের সমান। পুষ্পদণ্ড ১ ফুট, গাছের অগ্রভাগে এপ্রেল হইতে জুন মাসে জন্মে। পুষ্পদণ্ডের পত্র ডিম্বাকৃতি, ফিকে সবুজবর্ণ ১½-২ ইঞ্চি, গাঢ় লালবর্ণ। পুষ্পনল ১ ইঞ্চি ফিবেলাকৃতি, ফুলের অগ্রভাগ বিস্তৃত, গোলাকার পীতবর্ণ, ৩ ভাগে বিভক্ত। গ্রীষ্মকালে ফুল ও পরে ফল হয়।

ঔষধার্থে ব্যবহার—ইহার মূল ঔষধে ব্যবহৃত হয়, ইহা বলকারক ও পেটফাঁপা-নিবারক। Dr. Dymock বলেন ইহার গুণ হরিদ্রার ন্যায়, কিন্তু ইহার গন্ধ হরিদ্রা অপেক্ষা উগ্র। কোন স্থান ভাঙ্গিয়া যাইলে অথবা মচকাইয়া যাইলে ইহা অপরাপর ঔষধের সহিত প্রলেপ দেয়। Dr. Ainslie বলেন মুসলমান বৈজ্ঞানিকের মতে ইহা একটা সর্পবিষ-নাশের উৎকৃষ্ট ঔষধ।

বনহরিদ্রা পাচড়া ও বসন্তের উদ্বেগে বাহ্যিক প্রযুক্ত হয়। Benzoin (লবন) এর সহিত পেষণ করিয়া মাথায় প্রলেপ দিলে মাথাধরা আরাম হয়। শরীরের রক্ত-বিকৃতিতে এবং চর্মরোগে ইহা অপরাপর ঔষধের সহিত প্রযুক্ত হয়। (Fig. 576.)

577. *C. longa* Linn. (হরিদ্রা)

Fig.—Bentl. & Trim., t. 269 ; Rheede, Hort Mal., xi, t. 11.

Ref.—F. B. I., vi. 214 ; Roxb., F. I., i. 32 ; B. P., ii. 1042 ; Prain, H. H., ii. 285 ; Watt, Dic. Econ. Pr. Ind., ii. Pt., 2, 659.

জন্মস্থান—সমগ্র ভারতে চাষ হয় ; হুগলী, হাওড়া, ২৪-পরগণা, যশোহর, পাবনা, বর্ধমান প্রভৃতি জেলায় জমিতে ও বাগানে চাষ করে।

বিভিন্ন নাম—বা. হরিদ্রা ; হি. হলুদি ; তা. মাঙ্কল ; তে. পাত্তপু ; Eng. Turmeric.

ব্যবহার্য অংশ—কন্দ।

বর্ণনা—বর্ষজীবী গুল্মজাতীয় উদ্ভিদ; কন্দ লম্বা, চক্র ও গোলাকার গাঁইটযুক্ত; গেঁড়গুলির অভ্যন্তর-ভাগ পীতবর্ণ, পুরু, লম্বা এবং গোলাকার। পত্র ১-১½ ফুট লম্বা, বোটা পত্রের বিস্তারের সমান লম্বা। পুষ্পদণ্ড ৪-৬ ইঞ্চি লম্বা। ফুল ফিকে সবুজ ও হরিত্রাবর্ণ, ১½ ইঞ্চি, পুষ্পদণ্ডের পত্র গাঢ় লালবর্ণ, দেখিতে বন হলুদের মত। বর্ষার প্রারম্ভে ফুল হয়।

ঔষধার্থে ব্যবহার—হরিত্রা উত্তেজক, কোন স্থান ভাঙ্গিয়া যাইলে বা মচকাইয়া যাইলে চূণের সহিত ইহার প্রলেপ দিলে আক্রান্ত স্থানের বেদনা আরাম হয়। হরিত্রার গুঁড়া সেবন করিলে দূষিত রক্ত সংশোধিত হয়। হরিত্রার টাটকা রস ক্রিমি-নাশক, হরিত্রার কাথ সন্ধি আরাম করে ও চক্ষু ওঠা আরাম হয়। হরিত্রার ঘাষা তরিতরকারি খুইয়া লইলে বিষ নষ্ট হয় ও তরকারি স্বস্বাদু হয়। হরিত্রা নিম্নপাতার সহিত বাটিয়া গায়ে মাখিলে চর্মরোগ আরাম হয়।

হরিত্রা-ফুলের মলম দিলে ক্রিমি ও অপরাপর চর্মরোগ আরাম হয়। Dymock বলেন মুসলমান বৈদ্যেরা প্রীহা ও যক্ষ্ম-দোষে ইহা প্রয়োগ করে। মাথায় সন্ধি বসিলে হরিত্রার ধোয়া নাকে দিলে সন্ধি পরিষ্কার হইয়া মাথা-ধরা আরাম হয়।

Dr. Beadon Powel বলেন ইহা সবিরাম জ্বর ও শোথরোগ-নাশক। ইহার শীবড়ের গুঁড়া ৩০-৪০ গ্রেণ পরিমাণ সেবন করিলে সন্ধি-কাশি আরাম হয়।

হরিত্রা পোড়াইয়া ইহার ধোয়া লাগাইলে বিছার কামড়ের যন্ত্রণা কয়েক মিনিটের মধ্যে আরাম হয়। কাঁচা হলুদ বাটিয়া মাথায় প্রলেপ দিলে মাথা-ধরা আরাম হয়। হলুদ পোড়াইয়া উহার ধোয়া নাকে দিলে হিষ্টিরিয়া রোগের fit কমিয়া যায়।

হরিত্রার গুঁড়া তৈলে মিশ্রিত করিয়া গায়ে মাখিলে চর্মরোগ নষ্ট হয়। মিহি কাপড় হরিত্রায় ছোপাইয়া চক্ষের উপর দিলে চক্ষু উঠা ও উহার আরক্ততা দূর হয়।

পিষ্টহরিত্রা ও বাসক পত্র গোমুত্রে পেষণ করিয়া চর্মে লাগাইলে এবং গোমুত্রের সহিত সেবন করিলে ২০ দিনের মধ্যে চর্মরোগ ও কাউর আরাম হয়।

হরিত্রাককসংযুক্তং গোমুত্রস্ত পলঘ্যম্।

পিবেরঃ কামচারীকক্ষুপামাখিনাশনম্। চক্রদত্ত

গোমুত্রের সহিত এক মাস হরিত্রাচূর্ণ পান করিলে কুষ্ঠ আরাম হয় (স্বশ্রুত)।

হরিত্রার কাথ চিনি ও মধুর সহিত খাইলে কফজ কৃকা, পাত্ত, শোথ, মেহ ও ব্রণ আরাম হয় (রাজবল্লভ)।

হরিত্রা ৪ প্রকার, যথা—আমাদা, বনহরিত্রা, কর্পূরহরিত্রা ও হরিত্রা এগুলির গুণ প্রায়ই সমান। হরিত্রা প্রধানতঃ কুষ্ঠ ও চর্মরোগ-নাশক।

গুড় ও হরিত্রা গোমূত্রের সহিত পান করিলে শ্রীপথ আরাম হয়। জোঁক ধরিলে যদি অতিরিক্ত রক্তক্ষয় হয় তবে সেইস্থানে হরিত্রার গুঁড়া লাগাইলে রক্ত বন্ধ হইয়া যায়।

হরিত্রা ছফের সহিত সিদ্ধ করিয়া সেই ছফ চিনির সহিত পান করিলে শৈত্যজনিত সর্দি আরাম হয়।

সাজীমাটির সহিত হরিত্রা মিশ্রিত করিয়া ফুগ ও বেদনা-যুক্ত স্থানে লাগাইলে উহা আরাম হইয়া যায়। (Fig. 577.)

578. *C. Zedoaria* Rosc. (শটী)

Fig.—Rheede, Hort. Mal., xi, t. 7; Kirtikar & Basu, Ind. Med. Pl., t. 934B.

Ref.—F. B. I., vi, 210; Roxb., Fl. Ind., i, 20; B. P., ii, 1042.

জন্মস্থান—হিমালয় প্রদেশের পূর্বদিকে অরণ্যে বহুপরিমাণ জন্মে, ভারতে চাষ হয়, চট্টগ্রামের জঙ্গলে বহু জন্মে।

বিভিন্ন নাম—বা. সং. হি. কয়ুর, শটী; তে. কয়ুরম্।

ব্যবহার্য অংশ—কন্দ।

বর্ণনা—ইহার কন্দ গোলাকার ও লম্বা। পত্র ১-২ ফুট, লম্বাকৃতি, বৃন্তদেশ সরু। পুষ্পসত্ত্ব ১ ফুট লম্বা ও ৩ ইঞ্চি বিস্তৃত, পুষ্পপত্রের পত্র ১১ ইঞ্চি সবুজবর্ণ ও লালবর্ণের দাগ আছে। পুষ্প ফিকে পীতবর্ণ, বহির্কাস ঈষৎ শ্বেতবর্ণ ও দাঁতযুক্ত। পুষ্পনল ফিঁদেলাকৃতি, বীজকোষ ডিম্বাকৃতি ও মসৃণ। বীজ লম্বাকৃতি ও শ্বেতবর্ণ। গ্রীষ্মকালে ফুল ও পরে ফল হয়।

ঔষধার্থে ব্যবহার—ইহার গন্ধ কর্পূরের জায় উগ্র, ও স্বাদ তিক্ত। উহা পেটকাঁপা-নিবারক ও চর্মরোগে ব্যবহৃত হয়। ইহার শুক মূলের গুঁড়া বকমকাষ্ঠের (*Coesalpinia Sappan* L) সহিত মিশাইয়া লাল আবির প্রস্তুত করে। কয়ুর ও হরিত্রা গাছের চাষ নাড়িকেল বাগানে হয়। কয়ুর বলকারক ঔষধ প্রস্তুত করিবার জন্য ব্যবহৃত হয়। ইহার ফুল বর্ষার পূর্বে জন্মে ও ফল পরে হয়।

সর্দি হইলে ইহার কাথ পিপুল, দাকচিনি ও মধুযোগে ব্যবহৃত হয়। Rheede বলেন ইহার পালো এবং টাটকা মূল শাস্তিকর এবং মূত্রকর, ইহা প্রস্রাব ও গনোরিয়া রোগ দমন করে এবং রক্তপরিষ্কার করে। পত্র-রস শোথ-রোগে হিতকর। (Fig. 578.)

579. *C. angustifolia* Roxb. (এরাকুট)

Fig.—Kirtikar & Basu, Ind. Med. Pl., t. 934A; Asiat. Research, XI, t. 5 (1810).

Ref.—F. B. I., vi, 210; Roxb., F. I., i, 31; B. P., ii, 1041.

জন্মস্থান—ভারতের পার্শ্বতা প্রদেশ, পশ্চিম বিহার, সেয়ানী উপত্যকা, ত্রিহট, অযোধ্যা। এই গাছ জ্বলে জন্মে ও চাষ হয়। মে-জুন মাসে ফুল ও পরে ফল হয়।

বিভিন্ন নাম—বা. হি. টিকুর, এরাকট; তা. এরাকট, কিসাঙ্গু; তে. এরাকট, গদালু।
Eng. East Indian arrowroot।

ব্যবহার্য অংশ—কন্দ।

বর্ণনা—ছোট গুল্মজাতীয় উদ্ভিদ; পুষ্পদণ্ড ১ ফুট, পত্র সজ ১-১½ ফুট লম্বা।

নিম্নলিখিত কয়েকটি গাছ হইতে ভারতীয় এরাকট প্রস্তুত হয় ও ব্যবসায়ীরা ভেজাল দিয়া থাকে।

(১) *C. leucorrhiza* Roxb. (Rose, Seit. t. 102) এই গাছ বিহারে জন্মে।

(২) *C. montana* Rose. (Roxb. Cor. Pl. t. 151) এই গাছ দাক্ষিণাত্যে, কর্ণাট ও উত্তর এবং দক্ষিণসরকারে জন্মে।

(৩) *C. longa* Linn. (Benth. & Trim. f. 269) হলুদ গাছ বঙ্গদেশে জন্মে।

(৪) *C. aromatica* Salisb. (Rose, Seit. f. 103) বনহরিজা, ইহা ভারতের সর্বত্র জন্মে।

(৫) *C. rubescens* Roxb. (Voight, 564) বঙ্গদেশের সর্বত্র এবং মনিপুর ও উত্তর বঙ্গায় দেখা যায় এবং হুগলী ও হাওড়া জেলায় সচরাচর গ্রামের নিকট জ্বলে প্রচুর পরিমাণে দেখা যায়।

(৬) *Maranta arundinacea* Linn. এই গাছ আমেরিকা-দেশীয় এবং পশ্চিম ভারতীয় দ্বীপপুঞ্জে জন্মে। ইহা হইতে উৎকৃষ্ট এরাকট হয়। কলিকাতার নিকটবর্তী স্থানে অল্প পরিমাণে চাষ করে।

ঔষধার্থে ব্যবহার—যে সকল গাছ হইতে এরাকট প্রস্তুত হয় তাহার সাধারণ নাম টিকুর। এইগুলির কন্দ অতি অল্প পরিমাণে ঔষধে ব্যবহৃত হয়। (Fig. 579.)

580. *C. caesia* Roxb. (কালহরিজা)

Fig.—Kirtikar & Basu, Ind. Med. Pl., t. 936.

Ref.—F. B. I., vi. 212; Roxb., F. I., i. 26; B. P., ii. 1042; Prain, H. H., 284.

জন্মস্থান—বঙ্গদেশে বনজ্বলে দেখা যায়।

বিভিন্ন নাম—বা. কাল হরিজা, নীলকণ্ঠি; হি. নারকচুর; তে. অপাপাঙ্গু।

ব্যবহার্য অংশ—কন্দ।

বর্ণনা—কন্দ গোলাকার ও লম্বা, অধিক মোটা নহে। পত্র ১-১½ ফুট লম্বা, বিস্তার ২

ফুট, নিম্নভাগে স্বল্প লোমযুক্ত। পুষ্পদণ্ড ঘনসন্নিবদ্ধ ৫-৬ ইঞ্চি লম্বা। ফুল ফিকে হরিদ্রাবর্ণ ও ছোট, মস্তক ২ ইঞ্চি, তিনভাগে বিভক্ত। ইহা শঠা (*C. Zedoaria* Rose.) গাছের মত, তবে রংএর বিভিন্নতা আছে। এপ্রিল মাসে ইহার ফুল ও পরে ফল হয়।

ঔষধার্থে ব্যবহার—ইহা শঠা (*C. Zedoaria*) গাছের গুণবিশিষ্ট। লোকে ইহা স্নানের পর গায়ে মাখিয়া থাকে, বঙ্গদেশে ইহা হরিদ্রার কায় ব্যবহার করে। (Fig. 580.)

Genus—ZINGIBER Adans.

581. Z. officinale Rose. (আদা)

Fig.—Bentl. & Trim., t. 270 ; Woodville, t. 250 ; Rheede, Hort. Mal., xi, t. 21 ; Kirtikar & Basu, Ind. Med. Pl., t. 944.

Ref.—F. B. I., vi. 246 ; Roxb., F. L., i. 47 ; B. P., ii. 1045 ; Dymock, iii. 420 ; Watt, Dic. Econ. Pro. Ind., vi, Pt. 2, 358.

জন্মস্থান—সমগ্র ভারতে এবং বঙ্গদেশে চাষ হয় ; বঙ্গদেশের হুগলী, হাওড়া, ২৪পরগণা, বর্ধমান, বাঁকুড়া, রঙ্গপুর, দিনাজপুর, শাবনা প্রভৃতি স্থানে চাষ হয়।

বিভিন্ন নাম—বা. আদা ; সং. আদ্রক, বিশ্বভেষজ ; তা. হুঙ্কু ; তে. হুঁচী ; হি. হুঁঠ।
Eng. Ginger.

ব্যবহার্য অংশ—কন্দ। মাত্রা, রস ১-২ তোলা ; চূর্ণ ১-৪ আনা।

বর্ণনা—গাছ ৩-৪ ফুট হয়। পত্র ১-১৩ ইঞ্চি লম্বা এবং ১ ইঞ্চি বিস্তৃত, পত্রের অগ্রভাগ ক্রমশঃ সন্ধ। পুষ্পদণ্ড ২-৩ ইঞ্চি লম্বা, ইহাতে পাতা নাই। পুষ্পকেশর গাঢ় বেগুনে। ফুল প্রায়ই হয় না এবং বীজ দেখা যায় না (Roxburgh)। আদা শুক করিলে শুঁঠ হয়। ইহা বহু পরিমাণে ইউরোপে রপ্তানি হয়। আদা ভাল করিয়া ধুইয়া, চট বা ধলেতে রগড়াইয়া রৌদ্রে শুক করিতে হয়।

ঔষধার্থে ব্যবহার—আদা British Pharmacopoeia এবং আয়ুর্বেদে বহুপরিমাণে ব্যবহৃত হয়। আদার সংস্কৃত নাম 'মহৌষধ', বিশ্বভেষজ, শৃঙ্গবের, কটুভদ্র ও নাগর।

আদ্রক নিষণ্টুকারের মতে ঝাল, হজমিকারক ও কোষ্ঠবদ্ধ-নিবারক। ইহা হাঁপানি, বমন, সর্দি, পেটবেদনা, বৃক-ধড়কড়ানি, শোথ এবং অর্শরোগে হিতকর।

হিন্দু কবিরাজদের মতে আদা, গোলমরিচ এবং পিপুলকে ত্রিকটু বলে। ইহার সহিত অপরাপর মসলা ও চিনিযোগে সমশর্করচূর্ণ ও সোভাগ্য-শুঁঠীনামক ঔষধ প্রস্তুত হয়, ইহা অন্ন ও ক্ষুধাহীনতা-রোগে ব্যবহৃত হয়।

বাতরোগে আদার সহিত মাখন মিশাইয়া সেবন করিলে বাত আরাম হয়। টাটকা

আদার রস এবং হরিদ্রার রস মধুর সহিত সেবন করিলে সর্দি ও হাঁপানি আরাম হয় এবং ইহার সহিত লেবুর রস মিশাইয়া খাইলে অজীর্ণ আরাম হয়। শুষ্ক আদা বাটিয়া গরম জলের সহিত কপালে লাগাইলে মাথা-ধরা আরাম হয়। আদার রস অল্প মধু ও ময়ূরের পালক-পোড়া ছাইয়ের সহিত সেবন করিলে অতিশয় বমন একেবারে আরাম হয়।

আদার বিষনাশ করিবার শক্তি আছে অতএব বিষপান করিলে আদার রসে উপকার হয়। আদা হইতে অনেক বিলাতী জল প্রস্তুত হয়। আদা ও লবণ খাইবার পূর্বে খাইলে পেটকাপা আরাম হয় ইহা জিহ্বা ও গলার শোধন করে, কৃদা বৃদ্ধি করে।

এলাচ ১ ভাগ, দাকচিনি ২ ভাগ, নাগকেশর ফুল ৩ ভাগ, গোলমরিচ ৪ ভাগ, শুষ্ক আদা ৬ ভাগ এইগুলি গুঁড়া করিয়া ইহাদের ওজনের সমান চিনি মিশ্রিত করিয়া যে ঔষধ হয় উহাকে সমশর্করার্চুণ বলে, ইহা সেবন করিলে অজীর্ণ, কৃদানাশ ও অর্শরোগ আরাম হয়। মাত্রা ১ ড্রাম।

চুন্ধের সহিত আদার রস মিশাইয়া নস্ত্র লইলে মাথা-ধরা আরাম হয়।

শুঁটের গুঁড়া ১ তোলা, জল দেড়পোয়া, গব্যদুগ্ধ আধপোয়া এইগুলির কাথ প্রস্তুত করিয়া চুন্ধাবশেষ নামাইয়া পান করিলে মূত্রদ্বার হইতে রক্তস্রাব আরাম হয়। (চরক)

জল ও শুঁট সমপরিমাণ লইয়া কাথ প্রস্তুত করিয়া লইলে অতিসার আরাম হয় এবং পুরাতন গুড় এবং আদা সমভাগ লইয়া ক্রমশঃ মাত্রা বৃদ্ধি করিয়া ১ মাস সেবন করিলে শোথ আরাম হয়। (চরক)

তিলতৈল ও আদার রসে কিঞ্চিৎ মধু ও সৈন্ধবলবণ দিয়া খাইলে কানের বেদনা আরাম হয়। পুরাতন গুড়ের সহিত শুঁট পান করিলে কামলা বোগীর কামলা আরাম হয়। গুল্মরোগে গোমুত্রের সহিত ত্রিবৃৎ ও শুঁটচূর্ণ সেবন করিলে গুল্ম আরাম হয়। (বৃহত)

আদার রসে সৈন্ধবলবণ ও ত্রিকটুচূর্ণ মিশ্রিত করিয়া আকণ্ঠ পান করিলে কণ্ঠের কফ বাহির হইয়া যায়। শুঁটের সহিত গব্যদুগ্ধ পাক করিয়া পান করিলে গ্রহণী আরাম হয়। আদার রস মধুর সহিত খাইলে নূতন সর্দি ও শ্বাসকাশের উপশম হয়। শুঁটের কাথ গরম গরম পান করিলে অগ্নিবৃদ্ধি হয়, ইহা হৃদরোগ ও কাশের পক্ষে হিতকর। (চক্রদত্ত)

শুঁটচূর্ণে অল্প গব্যদুগ্ধ মিশাইয়া এরণ্ড-পত্রে বেইনপূরক মাটির প্রলেপ দিয়া মুত্র অগ্নিতে পাক করিবে, এই চূর্ণ প্রাতে চিনির সহিত সেবন করিলে আমাতিসার ও পেটবেদনা আরাম হয়। (শার্দধর)

শুঁট চূর্ণ এরণ্ডমূলের রসে ভিজাইয়া পিণ্ড করিবে, এই পিণ্ড এরণ্ড-পত্রে আবৃত করিয়া পুটপাক করিবে, এই রস মধুর সহিত খাইলে আমবাত আরাম হয়।

শীত বেড়েলার ছাল ও শুঁট সমভাগ লইয়া কাথ করিবে। ২০ দিন এই কাথ পান করিলে শীত, কম্প ও দাহ-সংযুক্ত বিষম জ্বর আরাম হয় (ভাবপ্রকাশ)।

ছাগদুগ্ধের দ্বারা ক্ষীর পরিভাষাযুগ্মারে প্রস্তুত শুঁটের কাথ হিকা নাশ করে।

বেল ভুঁঠ ও ভুঁঠের কাথ সেবন করিলে বমন ও ওলাউঠা আরাম হয় (ভাবপ্রকাশ) ।
আদার রস পুরাতন গুড়ের সহিত পান করিলে নীতপিত্ত আরাম হয় । সজিনার ফার ও
আদা গুল্ম-রোগে সেবা (ভাবপ্রকাশ) । ভুঁঠ, বহুন ও মধু একত্রে পান করিলে বাসকাশ
আরাম হয় (R. N. Khory, ii. 6017) । ভুঁঠ বিসৃচিকা, শোথ, বুক বড়ফড় করা,
পেটফাঁপা, কাশ ও অগ্নিমান্দ্য-রোগে ব্যবহৃত হয় ।

পুনর্নবা, গুলক, দেবদারু, হরীতকী ও ভুঁঠের কাথ গোমূত্র ও গুগ্গুল সহ পান করিলে
শোথ ও উদর-রোগ প্রশমিত হয় । পুনর্নবা, দারুহরিদ্রা, ভুঁঠ, হরীতকী, গুলক, চিত্রা,
বামনহাটী ও দেবদারু কাথ পান করিলে হস্ত, পদ, উদর ও মুখ-শোথ প্রশমিত হয় ।

কাফন ছালের কাথ ভুঁঠ-চূর্ণের সহিত পান করিলে গণ্ডমালা নষ্ট হয় এবং বক্রণ ছালের
কাথ পান করিলেও গণ্ডমালা নষ্ট হয় (শাস্ত্রধর) । (Fig. 581.)

582. Z. zerumbet Smith. (মহাবরী বচ)

Fig.—Kirtikar & Basu, Ind. Med. Pl., t. 945.

Ref.—F. B. I., vi. 247 ; Roxb., F. I., i. 48 ; B. P., ii. 1045 ; Prain,
H. H., 285.

জন্মস্থান—আদিম জন্মস্থান—দক্ষিণ-পূর্ব এশিয়া ; হগলী, হাওড়া প্রভৃতি জেলায় স্থানে
স্থানে চাষ হয় এবং গ্রামাঞ্চলের ধারে আপনা আপনি জন্মে ।

বিভিন্ন নাম—বা. মহাবরী বচ ; সা. স্থলগ্রন্থি ; হি. নারকচুর ; মালাবার—বথু-
ইনসিকুয়া ।

ব্যবহার্য অংশ—কন্দচূর্ণ ; মাত্রা ৪-৮ আনা ; কাণ্ড এক আনা ।

বর্ণনা—ওষধি-ভাতীয় উদ্ভিদ, কন্দ অতিশয় বৃহৎ, হরিজ্ঞার মত, অভ্যন্তরভাগ ফিকে
পীতবর্ণ ও শক্ত । পত্রময় কাণ্ড ৩-৪ ফুট উচ্চ, গোলাকার, সূক্ষ্ম লোমযুক্ত ও বর্ষজীবী ।
পত্র ১০-১২ ইঞ্চি লম্বা, ২-৩ ইঞ্চি বিস্তৃত, অগ্রভাগ ক্রমশঃ সূক্ষ্ম । পুষ্পদণ্ড ৩-৪ ইঞ্চি লম্বা ও
১½ ইঞ্চি মোটা, লম্বা খাপের মধ্যে থাকে । ফুল ফিকে উহার অগ্রভাগ একটু অধিক কৃষ্ণবর্ণ ।
পুষ্পনল ১½ ইঞ্চি, ফল ১ ইঞ্চি, লম্বাকৃতি ; বীজ ½ ইঞ্চি লম্বা কৃষ্ণবর্ণ । বর্ষার শেষে ফুল ও
পরে ফল হয় ।

বচ প্রধানতঃ দুই প্রকার—মহাবরী বচ এবং শেতবচ বা ঘোড়া বচ । বাঙ্গালায় কেহ
কেহ মহাবরী বচকে অরুণ বচ বা বচা বচ বলে । ভাবপ্রকাশে যে অরুণবচের উল্লেখ আছে
উহা মহাবরী বচকেই বুঝায় আর এক প্রকার বচ আছে উহাকে পশ্চিমবঙ্গীয় লোকে কুলঙ্কন
বলে । ইহাকে বাঙ্গালায় মহাবরী বচ বলে ; ইহার লাতিন নাম *Alpinia Galanga*.
মোটামুঠী মহাবরী বচ, অরুণ বচ ও কুলঙ্কন প্রায় একই জিনিষ । এই বচ অতিশয় উগ্রগন্ধ-
বিশিষ্ট, আদা অপেক্ষা একটু তিক্ত ; ইহার কন্দ আদার জায় ব্যবহৃত হয় ।

ঔষধার্থে ব্যবহার—ইহা সর্দি ও হাঁপানীর পক্ষে হিতকর। ইহা কৃমি, কুষ্ঠ ও অপরাপর চর্মরোগের ঔষধ।

অতিবিষা (*Aconitum heterophyllum*) ও বচের কাথ পান করিলে অতিসার আরাম হয় (চরক)।

বচের রস কুড়চূর্ণ ও মধুসহ সেবন করিলে উন্মাদ আরাম হয় (বাগ্‌ডট)। কাঁচা হুঁড় ও শীতল জল সমভাগে মিশ্রিত করিয়া উহাতে কিকিৎ বচচূর্ণ দিয়া পান করিলে মূত্রদোষ আরাম হয়। (ভাবপ্রকাশ)।

বচ ও নিমছালের কাথ পান করিলে সর্দিজনিত হৃদ্রোগ আরাম হয়। বচ, কুড় ও বিড়ম্বের অন্ন গরম কাথে শিশুকে স্নান করাইলে শিশুর কক্কুবিচর্চ্চিকা (*Eczema*) আরাম হয় (ভাবপ্রকাশ)।

বচের টুকরা মুখে রাখিলে মুখের ঘা, মুখের গন্ধ প্রভৃতি মুখরোগ আরাম হয়।

বচ অন্নমাত্রায় পাচন, তিন চারি আনা মাত্রায় বমন-কারক; অজীর্ণের সহিত পেটফাঁপা থাকিলে বচচূর্ণ-সেবন অতিশয় হিতকর। ½ আনা মাত্রায় বচচূর্ণ শিশুর পেট-কামড়ানি আরাম করে। ঘুংড়ি কাশিতে বচচূর্ণ মুখে রাখিলে কাশির উপশম হয়।

শিশুর পেট-ফাঁপা ও অজীর্ণ থাকিলে উহার নাভিতে বচের প্রলেপ দিলে উপকার হয় (Watt)। (Fig. 582.)

583. *Z. casumunar* Roxb. (বন-আদা)

Fig.—Roxb., *Asiat. Research.*, ii, t. 7; *Bot. Mag.*, t. 1426.

Ref.—F. B. I., vi, 248; Roxb., F. I., i, 49; B. P., ii, 1045; Prain, H. H., 285.

জন্মস্থান—বঙ্গদেশের জঙ্গলের ধারে আপনা আপনি জন্মে এবং চাষ হয়। দাক্ষিণাত্যের কক্কণ প্রভৃতি স্থানে জন্মে।

বিভিন্ন নাম—বা. বন-আদা; স. বন-আত্রক; তে. কুরাপান্থপু।

ব্যবহার্য অংশ—কন্দ।

বর্ণনা—ঔষধি-জাতীয় গুল্ম; কন্দ শক্ত পত্রময়, ৪-৬ ফুট উচ্চ, বহুবর্ষজীবী। পত্র ১২-১৮ ইঞ্চি লম্বা, ২-৩ ইঞ্চি বিস্তৃত। পুষ্পসমূহ ৪-৬ ইঞ্চি লম্বা, উহার পত্র ডিম্বাকৃতি, উজ্জ্বল লালবর্ণ, কিংবা সবুজের আভাযুক্ত নীলবর্ণ, ফুলের পাপড়ি দ্বয়ং শ্বেতবর্ণ, উহার উপরি ভাগ পীতের আভাযুক্ত শ্বেতবর্ণ। পুংকেশর পীতের আভাযুক্ত শ্বেতবর্ণ। বীজ ছোট ও গোলাকার। বর্ষাকালে ফুল ও পরে ফল হয়।

ঔষধার্থে ব্যবহার—ইহার গুণ আদার তুল্য। ইহা পেট-ফাঁপা-নিবারক, উত্তেজক ও উদরাময়-নিবারক। ইহা ঔষধের দোকানে *Casumunar* নামে বিক্রীত হয় (Pereira

Met. Med., ii, Pt. i., 236)। মালাবার দেশে Kattu-manual পীত আনাকে বলিয়া থাকে। (Fig. 583.)

Genus—COSTUS Linn.

584. *C. speciosa* Smith. (কেউ)

Fig.—Rheede, Hort. Mal., xi, t. 8; Lam., Ill., i, t. 3.

Ref.—F. B. I., vi, 249; Roxb., F. I., i, 50; B. P., ii, 1050; Prain, H. H., 285.

জন্মস্থান—বঙ্গদেশের গ্রাম্য জঙ্গলের ধারে ও পতিত জমিতে দেখা যায়।

বিভিন্ন নাম—বা. কেউ; সং. কেমুকা; সামতাল—ওঙ্গ, তেবখাকাচিকা; মালাবার—পেংবা।

ব্যবহার্য অংশ—শীকড়।

বর্ণনা—বর্ষজীবী বা বহুবর্ষজীবী উদ্ভিদ, শীকড় আলুর মত। পত্রময় কাণ্ড ৬-২ ফুট উচ্চ, শক্ত। পত্র ২-১ ফুট, অগ্রভাগ সরু, নীচের দিক পশমের মত লোমে আবৃত। পুষ্পমঞ্জরী ডিম্বাকৃতি, উজ্জ্বল লালবর্ণ, ১-১½ ইঞ্চি লম্বা। বহির্কাস ১ ইঞ্চি, পাপড়ী খেতবর্ণ ও লম্বা। পুষ্পকেশর ১½-২ ইঞ্চি লম্বা; বীজাধার ১ ইঞ্চি, গোলাকার ও লালবর্ণ। বর্ষার শেষভাগে ফুল ও পরে ফল হয়।

ঔষধার্থে ব্যবহার—Dr. Ainslie বলেন জামেকা দেশে ইহার শীকড় আদার দ্বারা ব্যবহৃত হয় (Met. Med. Ind., ii, 167)।

ইহা কামোত্তেজক ও রসায়ন (Cal. Exhib. Catalogue)

ইহার শীকড় Galangar তুল্য, কিন্তু ইহার উত্তেজক গুণ ও সৌগন্ধ নাই। ইহা আদার স্থানে ব্যবহৃত হয়।

শীকড় পরিপাক-কারক, উগ্র, তিক্ত এবং সন্দিগ্ধনিত অর, চর্মরোগে ব্যবহৃত হয় (U. C. Dutt)।

ইহার কুমি নাশ করিবার শক্তি আছে (Atkinson)।

সামতালেরা ইহার শীকড় অনেক ঔষধে ব্যবহার করে (Rev. A. Campbell)। (Fig. 584.)

Genus—AMOMUM Linn.

585. *A. subulatum* Roxb. (বড় এলাচ)

Fig.—Roxb., Cor. Pl., t. 277; Kirtikar & Basu, Ind. Med. Pl., t. 942

Ref.—F. B. I., vi, 240; Roxb., F. I., i, 44; Dymock, iii, 436.

জন্মস্থান—হিমালয়-পর্বতের পূর্বদিকস্থ প্রদেশে, সাধারণতঃ নেপালে দেখা যায়।

বিভিন্ন নাম—বা. বড় এলাচ বা নেপালী এলাচ ; সং. ফুলেলা ; তে. পেঙ্গু-এলাকুলু ; তা. এলম্।

ব্যবহার্য অংশ—ফল।

বর্ণনা—এই গাছের মূল বহুদিন থাকে ; পত্রময় কাণ্ড ৩-৪ ফুট, পত্র ১-২ ফুট লম্বা, ৩-৪ ইঞ্চি বিস্তৃত, সবুজবর্ণ, হৃদয় লোমযুক্ত। পুষ্পদণ্ড ঘন-সন্নিবিষ্ট, বৃন্ত অতিশয় ক্ষুদ্র। মঞ্জরী-পত্র লাল ধূসরবর্ণ। ফুলের বহির্কাস এবং পুষ্পনল ১ ইঞ্চি, ফুল পীতভাষেতবর্ণ। ফল ১ ইঞ্চি লম্বা, গোলাকৃতি, লাল ধূসরবর্ণ। গাছের পাতার কোন স্বগন্ধ নাই। গাছ দেখিতে অনেকটা আদা ও হরিদ্রার ছায়া। বর্ষার প্রারম্ভে ফুল হয় ও শরৎকালে ফল পাকে।

ঔষধার্থে ব্যবহার—এলাচ পেটের দোষ-নিবারক। ইহা কলেরা-রোগে পাকস্থলীর উত্তেজনা কমাইয়া থাকে। এলাচের কাথ মুখ ও দাঁতের গোড়ার রোগে দৌতিকার্যে ব্যবহৃত হয়। এলাচের পিত্ত নিঃসারণ করিবার ক্ষমতা আছে, এজন্য ইহা পাকস্থলীর যে কোন প্রকার অস্থখে ব্যবহৃত হয়। এলাচের ১০ গ্রেণ গুঁড়া যক্ষ্ম-বিকৃতি-রোগে হিতকর। Sur. Maj. H. D. Coak সাহেব বলেন যে ৩০ গ্রেণ পরিমাণ এলাচের গুঁড়া কুইনাইনের সহিত দিয়া স্নায়ুশূল-রোগে বিশেষ উপকার পাইয়াছি। এলাচ-চূর্ণ গণোরিয়া রোগে বিশেষ হিতকর। (Fig. 585.)

586. A. aromaticum Roxb. (সোরঙ্গ এলাচ)

Fig.—Rose., Seit. Pl., t. 109; Kirtikar & Basu, Ind. Med. Pl., t. 943.

Ref.—F. B. I., vi. 241; Roxb., F. 4., i. 45; B. P., ii. 1043.

জন্মস্থান—উত্তর বঙ্গ, নেপাল, পূর্ব-হিমালয়, সিকিম, খাসিয়া-পাহাড় ও ত্রিহট্ট।

বিভিন্ন নাম—বা. মোরঙ্গ এলাচ ; মালাবার—বেলমোদ।

ব্যবহার্য অংশ—ফল।

বর্ণনা—ইহার মূল বহুদিন থাকে ; পত্রময় কাণ্ড ৩-৪ ফুট। পত্র ১-১½ ইঞ্চি বিস্তৃত এবং ২-৪ ইঞ্চি লম্বা, উভয় দিকে হৃদয় লোম আছে। পুষ্পদণ্ড ক্ষুদ্র, গোলাকার, বৃন্ত ছোট। পুষ্পনল ১ ইঞ্চি লম্বা, খেতবর্ণ, ইহাতে ধূসরবর্ণ দাগ আছে, উপরি ভাগ ফিকে পীতবর্ণ। বীজাধার ১ ইঞ্চি লম্বাকৃতি, বীজ ছোট ছোট হয়। বর্ষার পরে ফুল ও শীতকালে ফল হয়।

ঔষধার্থে ব্যবহার—ইহার বীজ ও তৈল বড় এলাচের স্থায় ব্যবহৃত হয়। (Fig. 586.)

Genus—ELETTARIA Maton.

587. *E. Cardamomum* Maton. (ছোট এলাচ)

Fig.—Rheede, Hort. Mal., xi, tt. 4 & 5; Benth. & Trim., t. 267; Roxb., Cor. Pl., iii, t. 226; Kirtikar & Basu, Ind. Med. Pl., t. 948.

Ref.—F. B. I., vi, 251; Dymock, iii, 428.

জন্মস্থান—পশ্চিম ও দক্ষিণ ভারতবর্ষ, ত্রিবাঙ্কুর, কন্নড়, মালাবার উপকূল, মাল্লানা, কুর্গ ও মহেশ্বর প্রভৃতি স্থানে চাষ হয়।

বিভিন্ন নাম—বা. ছোট এলাচ বা গুজরাতি এলাচ; সা. এলা, হুয়েলা; হি. ছোট এলাচী; তা. তে. ইল্লাই Eng. Lesser Cardamon.

বর্ণনা—বর্ষজীবী বা বহুবর্ষজীবী উদ্ভিদ। কন্ড পত্রময়, ৬-৯ ইঞ্চি লম্বা হয়। পত্র ১-২ ফুট লম্বা, ৩ ইঞ্চি বিস্তৃত, নিম্নে কোমল লোমযুক্ত। ফুলের বহির্কাস ২ ইঞ্চি, পুষ্পনল ছোট ও প্রসারিত। পুষ্পদণ্ড লম্বা, প্রত্যেক দণ্ডে অনেকগুলি এলাচ জন্মে। পত্রের অগ্রভাগ অতিশয় লম্বা। বীজকোষ প্রায় গোলাকার, একটু লম্বাকৃতি; ইহাতে লম্বা লম্বা অনেক শিরা আছে। এলাচের বীজকোষ বা ছোট এলাচ সকলেই দেখিয়াছেন, অতএব ইহার অধিক বর্ণনা আবশ্যিক নাই। বীজ উগ্রগন্ধ-বিশিষ্ট, ইহার দ্বারা অনেক ঔষধ প্রস্তুত হয়। ত্রিবাঙ্কুরের জঙ্গলে এই গাছ ৪০০-৪০০০ ফুট উচ্চে বেশ উত্তমরূপে জন্মে। জাহুয়ারী মাসে যে এলাচ উৎপন্ন হয় উহাকে “মগরা” এলাচ বলে, এই এলাচ অতি উৎকৃষ্ট। সেপ্টেম্বর মাসে যে এলাচ হয় উহাকে কারি এলাচ বলে এবং লম্বা এলাচকে নীল এলাচ বলে, ইহা অতিশয় নিম্ন শ্রেণীর এলাচ। এলাচ পাকিবার পূর্বে পীতবর্ণ ধারণ করে, এই সময় উহা সংগ্রহ করিতে হয়।

ঔষধার্থে ব্যবহার—এলাচ পাচক ও উগ্রগন্ধ-বিশিষ্ট। বিরোচক ঔষধে কখন কখন পেট ফাঁপে, কিন্তু উহাতে এলাচ দিলে ওই সকল উপসর্গ দূর হয়। এলাচ গুঁড়া করিয়া নস্ত লইলে মাথাধরা আরাম হয়। বমন-রোগে এলাচের সহিত বেদানা খাইলে বমন আরাম হয়। এলাচ ওলাওঠা রোগের একটি উত্তেজক ঔষধ। (Fig. 587.)

Genus—CANNA Linn.

588. *C. indica* Linn. (সর্বজয়া)

Fig.—Rheede, Hort. Mal., xi, t. 43; Kirtikar & Basu, Ind. Med. Pl., t. 952A.

Ref.—F. B. I., vi, 260; Roxb., F. I., i, 1; B. P., ii, 1047; Dymock, iii, 449.

জন্মস্থান—বঙ্গদেশের সর্বত্র বাগানে বাহারের জন্ম রোপণ করে।

বিভিন্ন নাম—বা. সং. সর্ষপা ; হি. কিওয়ারা ; তা. কুন্দ-শনী-ফেডী ; তে. গুড়ি-জেনজা-ফেটু।

ব্যবহার্য অংশ—ফল, শীকড়, কন্দ, পুষ্প ও পত্র।

বর্ণনা—৩-৪ ফুট উচ্চ উদ্ভিদ, পত্র ৬-১৮ ইঞ্চি লম্বা এবং ৪-৮ ইঞ্চি চওড়া, ডিম্বাকৃতি, অগ্রভাগ সরু। পুষ্পদণ্ড ১ ফুট কিংবা অধিক উচ্চ। পুষ্পমঞ্জরী ২ ইঞ্চি লম্বা, ডিম্বাকৃতি ও সবুজবর্ণ। ফুল ২-২½ ইঞ্চি লম্বা। ফল উন্নত ২-১ ইঞ্চি লম্বা, ঈষৎ গোলাকার, তিনটি ঘরবিশিষ্ট; কৃষ্ণবর্ণ ও সরু, ইহাতে বীজ অনেক থাকে, মটরের দ্বায় গোলাকার। বর্ষার পর হইতে শীতকাল পর্যন্ত ফুল ও ফলের সময়।

ঔষধার্থে ব্যবহার—ইহার মূল ঘর্মকর, মূত্রকর, জ্বর ও শোথনাশক, শান্তিকর ও উত্তেজক। গোমহিষাদির কোন প্রকার বিষাক্ত ঘাস খাইয়া পেট ফুলিলে দেশীয় কবিরাজেরা ইহার কাণ্ড ও পাতা ছেঁচিয়া গোলমরিচের সহিত চাউল ধোঁয়া জলে সিদ্ধ করিয়া খাইতে দেয় (Drury)।

ইহার শীকড় শোথ ও জ্বর-রোগে ঘর্মকর ও মূত্রকর ঔষধরূপে ব্যবহৃত হয়।

সর্ষপা-বীজ ক্ষতরোগ-নিবারক ও দেহের শৃষ্টি উৎপাদক (Beadon Powel)। (Fig. 588.)

Genus—MUSA Linn.

589. *M. sapientum* Linn. (কদলী)

Fig.—Rheede, Hort. Mal., i., tt. 12-14. Roxb., Cor. Pl., t. 275 ; Kirtikar & Basu, Ind. Med. Pl., t. 952.

Ref.—F. B. I., vi. 262 ; B. P., ii. 1050 ; Dymock, iii. 443 ; Prain, H. H., 286.

জন্মস্থান—সমগ্র ভারতে প্রচুর পরিমাণে চাষ হয়।

বিভিন্ন নাম—বা. কলা ; সং. তে. কদলী ; হি. বখে ও গুজরাট—কেলা।

ব্যবহার্য অংশ—ফল, পত্র, বাসনা, কন্দ ও শীকড়।

বর্ণনা—ইহার পত্রের সংলগ্ন বাসনায়ুক্ত কাণ্ড ৪-১২ ফুট উচ্চ। পত্র ৪-৬ ফুট লম্বা, উপরিভাগ উজ্জল সবুজবর্ণ, নিম্নভাগ ফিকে সবুজবর্ণ। পুষ্পমঞ্জরী ডিম্বাকৃতি ; ফুলের বহির্ভাগ নীলের আভায়ুক্ত, খেতবর্ণ, ১-১½ ইঞ্চি, পাপড়ি লম্বা। ফল ২-৩ ইঞ্চি লম্বা। চাষ করা কলার প্রায় বীজ হয় না, বন্য কলার বড় বড় কৃষ্ণবর্ণ বীজ হয়। কলা বৎসরের সকল সময়েই ফলে।

যে সমস্ত কলার ভারতবর্ষে চাষ করা হয় তাহাদের প্রধানতঃ তিন শ্রেণীতে ভাগ করা যাইতে পারে, যথা—(১) *M. paradisiaca* Linn.—কাঁচকলা, ইহা কাঁচা অবস্থায় তরকারী করিয়া খাওয়া যায়; (২) *M. sapientum* Linn.—পাকা কলা এবং (৩) *M. cavendishii* Lamb. (*M. chinensis* Sw.) কাবুলী কলা। এই শেষোক্ত কলা ছাড়া আর যে যে প্রকারের পাকা কলা আমরা খাই তা *M. sapientum* এর অন্তর্গত। টাঙ্গা, কাঁটালী, রামকলা, সিদ্ধাপুরের কলা প্রভৃতি অনেক প্রকার কলার বঙ্গদেশে চাষ হয়।

ঔষধার্থে ব্যবহার—কদলী গলার ঘায়ে, শুষ্ক কাশিতে, বক্ষঃ ও মূত্রাশয়ের রোগে হিতকর। ইহার চিনি কিংবা মধুর সহিত ব্যবহার মূত্রকর ও কামোত্তেজক।

অধিক মাত্রায় কলা খাইলে হজম হয় না। কলাগাছের এঁটের ছাই কুমিনাশক। কদলী ছোঁবা পোড়াইয়া উহার অঙ্গার পাথের তলায় লাগাইলে পা-ফাটা আরাম হয়। আমেরিকা দেশে কলার syrup পুরাতন বক্ষঃপ্রদাহ-রোগে ব্যবহার করে। পক্ক কদলী খণ্ড খণ্ড কাটিয়া উহার সমপরিমাণ চিনি মিশ্রিত করিয়া আবদ্ধ পায়ে শীতল জল দিয়া আস্তে আস্তে ফুটাইবে, পরে উহা অগ্নি হইতে নামাইয়া ছাকিয়া লও, এই সিরাপ এক চামচে এক ঘণ্টা অন্তর সেবন করিলে যাবতীয় বক্ষঃপ্রদাহ-রোগের উপশম করে।

কচি কলাপাতা বেলেস্তায় অথবা দড়স্থানে বসাইয়া দিলে যন্ত্রণার উপশম হয়। কলার শিকড় বলকারক, ইহা রক্তবিকৃতিতে ব্যবহৃত হয়। কলার রস কলেরা-রোগে পিপাসা নিবারণ করে এবং ইহাতে মুখ দুইলে পিপাসা নিবারিত হয়। কদলী প্লেগা-কারক, ইহা পেট গরম হইলে ব্যবহার করা যাইতে পারে। বক্ষঃ ও মূত্রাশয়ের উপর কদলীর বিশেষ ক্রিয়া আছে।

ভাল পাকা কলা পুরাতন রক্ত আমাশয় ও উদরাময় রোগে হিতকর। উত্তর বঙ্গে কলাপাতা পোড়াইয়া ইহার ছাই তরকারীতে দেয়; ইহাতে অন্ন দমন করে।

পাকা কলা-সিদ্ধ দধিমিশ্রিত করিয়া চিনি কিংবা লবণ মিশ্রিত করিয়া খাইলে রক্ত আমাশয় ও উদরাময় আরাম হয়।

১ আউন্স পাকা কলা ২ আউন্স পুরাতন তেঁতুলে পেষণ করিয়া শুষ্ক কিংবা মিছরী দিয়া দ্বিবে ২১০ বার খাইলে রক্ত আমাশয় আরাম হয়। কাঁচাকলার পালো রৌদ্রে শুষ্ক করিয়া খাইলে পেট-কাঁপা ও বুক-জ্বালার সহিত অজীর্ণ আরাম হয় (N. C. Dutt)।

কলার নরম শিকড় খাইলে মূত্রাশয় ও ফুসফুস হইতে রক্তশ্রাব নিবারিত হয়। কলার ছাই সেবন করিলে বুক-জ্বালা ও পেট-বেদনা আরাম হয়। নরম কাঁচাকলা খাইলে বহুমূত্র আরাম হয়। কলার পেটো ও পাতার রস অহিফেন-বিষ নষ্ট করে।

কলার পেটোর ১ আউন্স রস এক আউন্স ঘূতের সহিত খাইলে জ্বালাপের কাজ করে। মোচার রস ছানার সহিত খাইলে আর্সেনিক বিষ নষ্ট করে।

কলার পালো উদরাময় ও রক্ত-আমাশয় রোগে বিশেষ ফলপ্রসূ। কাঁচাকলার আঠা

চাউল-ধোয়া জলের সহিত সেবন করিলে উন্নয়ন আরাম হয়। কলার টাটকা কাণ্ডের রস খাইলে স্নায়বিক রোগ ও হিষ্টিরিয়া আরাম হয়।

কলার পেটোর রস অল্প গরম করিয়া কর্ণে দিলে কান কটকটানি আরাম হয় (চক্রমত)।

কলার ফল ও হরিদ্রা পেষণ করিয়া গায়ে মাখিলে সিন্ধ রোগ (ছুলি) আরাম হয়। (Fig. 589.)

CIII. HAEMODORACEAE.

Genus—*SANSEVIERIA* Thunbg.

590. *S. Ruxburghiana* Schult. (মূর্কী)

Fig.—Rheede, Hort. Mal., xi, t. 42; Roxb., Cor. Pl., ii, 45; Kirtikar & Basu, Ind. Med. Pl., t. 953.

Ref.—F. B. I., vi, 271; Roxb., F. I., ii, 161; B. P., ii, 1054; Baker, in Journ. Linn. Soc., xiv, 549.

জন্মস্থান—করমণ্ডল উপকূল, বঙ্গদেশের জঙ্গলে বহুপরিমাণে জন্মে।

বিভিন্ন নাম—বা. মূর্কী; স. মূর্কী; হি. সাকুল; তা. মুরাত।

ব্যবহার্য অংশ—কাণ্ড, মূল। মাত্রা কাণ্ড ৫-১০ তোলা, কঙ্ক ১-৪ আনা, রস ২-২ তোলা।

বর্ণনা—কাণ্ড অতিশয় শক্ত। ৪-২ ইঞ্চি, কাণ্ডের চতুর্দিকে পত্র হয়। পত্র ফিকে সবুজবর্ণ। মূল কনিষ্ঠ অঙ্গুলির মত মোটা, মাটির ভিতর থাকে। পত্র লম্বা, দেখিতে চৌদ্দার মত, পত্রের অগ্রভাগ কাটার দ্বারা সূচাল, ফুল হরিদ্রার আভাযুক্ত শ্বেতবর্ণ, ফল গোলাকার, পক্ক অবস্থায় নিম্নের দ্বারা পীতবর্ণ। বীজ এক একটা হয়, ডিম্বাকৃতি ও শ্বেতবর্ণ। ইহা হইতে ধনুকের ছিলা প্রস্তুত হয়। বর্ষার শেষে ফুল ও ফল হয়।

ঔষধার্থে ব্যবহার—মূর্কী বিরেচক, মিষ্ট, গুরুপাক, বলকারক ও হস্ত্রোগ-নাশক; ইহা পিত্ত, রক্তের উত্তাপ, গনোরিয়া ও বায়ু, পিত্ত এবং কফের শাস্তিকর। পাচড়া ও কুষ্ঠ-নাশক এবং জ্বর ও বাতঙ্গ।

ইহার নরম শিকড়ের কাণ্ড খাইতে উষ্ণ, দেশীয় কবিরাজেরা বহুদিনব্যাপী কাশ ও ক্ষয়-রোগে মধু ও চিনির সহিত ১ চামচে দিবসে ২ বার খাইবার ব্যবস্থা করেন।

নরম ও কচি গাছের রস বালকদের বুকে ও গলায় সর্দি বসিলে প্রদত্ত হয়। ইহার মূল চাউলের জলের সহিত পান করিলে পিত্তবমন কমিয়া যায় (চরক)।

মূর্কীর কাণ্ড সকল প্রকার জ্বর নাশ করে, বিশেষতঃ বিষম জ্বরে অতিশয় হিতকর (সুশ্রুত)। (Fig. 590.)

CIV. BROMELIACEAE.

Genus—ANANAS Adans.

591. A. sativus Schult. (আনারস)

Fig.—Bot. Mag., t. 1554 ; Rheede, Hort. Mal., xi, t. 1.

Ref.—B. P., ii. 1052 ; H. S., 614.

জন্মস্থান—আদি জন্মস্থান আমেরিকা ; ইহা ১৫১৩ খৃঃ ইউরোপে যায় এবং ১৫২৪ খৃঃ পোর্টুগীজেরা ব্রাজীল হইতে ভারতের মালাবার উপকূলে আনয়ন করে।

বিভিন্ন নাম—বা. আনারস ; Eng. pine-apple.

ব্যবহার্য অংশ—পত্র, ফল।

বর্ণনা—গাছের কাণ্ড পত্রময়। পত্র লম্বা, কিনারা কাঁটায়ুক্ত করাতের দাঁতের দ্যায়। ফুল কাণ্ডের উপরিভাগে জন্মে। পুষ্পকেশর ৬টি। ফলের গায়ে অনেক চোক আছে ; বীজ অল্প হয়, ডিম্বাকৃতি, কতক পরিমাণে চেপ্টা। কাঁচা ফল সবুজবর্ণ, পাকিলে গাঢ় হরিদ্রাবর্ণ হয়। একটি কাণ্ডে একটি ফল হয়। ফলের বোটার নিকট অনেকগুলি চারা গাছ বাহির হয় এবং ফলের পশ্চাতে একটি গাছ হয়। গ্রীষ্মের শেষে ও বর্ষাকালে ফুল ও ফল হয়।

ঔষধার্থে ব্যবহার—কাঁচা আনারসের চাটনি হয়, ইহা কফ ও পিত্ত এবং অকচি-নিবারক। ইহার পাতার রস কৃমি-নাশক এবং মূলচূর্ণ মূত্রকর। আনারসের রস অধিক খাইলে গর্ভশ্রাব হয়, এই কারণে গর্ভবতী স্ত্রীলোকের পক্ষে ইহা অতিশয় ক্ষতিকারক।

আনারস পেট-কাঁশা-নিবারক। গর্ভবতী স্ত্রীলোক আনারস খাইলে গর্ভাশয় সঙ্কুচিত হইয়া ১২ ঘণ্টার মধ্যে রক্তশ্রাব হইয়া গর্ভস্থ ভ্রূণ বাহির হইয়া পড়ে (R. N. Khorī, ii. 620)।

ইহার পাতা ও অপকফলের গর্ভশ্রাব করিবার ক্ষমতা আছে বলিয়া গর্ভশ্রাব করাইবার জন্য ভারতের সকল স্থানে ব্যবহৃত হয় (Watt, i. 238)।

ডাক্তার কানাইলাল দে বলেন যে, একটি কাঁচা আনারস ছাড়াইয়া উহার শাঁসের সমস্ত রস লবণ দিয়া গর্ভবতী স্ত্রীলোককে খাওয়াইলে ৩ মাস পর্যন্ত গর্ভবতী স্ত্রীলোকের ১২ ঘণ্টার মধ্যে গর্ভশ্রাব হইয়া যায়। ডাঃ কৈলাসচন্দ্র চট্টোপাধ্যায় বলেন যে একটি আসন্নপ্রসবী স্ত্রীলোককে ২ পাঃ পরিমাণ পক আনারসের রস খাওয়াইবার ফলে গর্ভপাত হইয়াছে। Dr. Dymock বলেন যে একটি ইংরেজ মহিলা অতিরিক্ত আনারস খাওয়াতে উহার ৫ মাসের গর্ভ নষ্ট হইয়া যায় (Dymock, iii. 508)। (Fig. 591.)

CV. IRIDEAE.

Genus—CROCUS Linn.

592. C. sativa Linn. (জাফরন)

Fig.—Royle, iii, t. 90 ; Benth & Trim., t. 274.

Ref.—F. B. I., vi, 276 ; Dymock, iii, 453 ; Stewart, Punjab Pl., 239 ; Boiss., Fl. Orient., v, 100.

জন্মস্থান—আদি বাসস্থান ইউরোপ ; কাশ্মীরের অন্তর্গত পামপুরে নিকটবর্তী ভূমি হইতে ১০ ফুট উচ্চ ভূখণ্ডে চাষ হয়। পারস্য, স্পেন ও ফ্রান্স দেশে কুসুমের আবাদ হয়।

বিভিন্ন নাম—বা. জাফরন ; সং. কুসুম, অগ্নিশিখা, কাশ্মীর, বাজিক ; হি. কেশর ; তা. কুসুমাণু ; তে. কুমকুম পুঝা ; Eng. Saffron.

ব্যবহার্য অংশ—স্ত্রীপুষ্পের পরাগ-রেণু। মাত্রা কড় ১-৩ আনা ; কাথ ১ তোলা হইতে ১০ তোলা।

বর্ণনা—বহুবর্ষজীবী গুল্ম, ইহার মূলদেশ হইতে অনেক শিকড় বাহির হয়। পত্র মঞ্জরীর নীচে অতিশয় ঘনভাবে হয়। ফুল ২।১টি একসঙ্গে অথবা এক একটা পত্রের সহিত দেখা যায়। ফুলের পুংকেশর ৩টি, ইহা প্রসারিত। বীজকোষ তিনটি কুঠরি বিশিষ্ট, প্রত্যেক ঘরে অনেক গোলাকার বীজ থাকে। ইহার ফুল শরৎকালে জন্মে। জাফরনের রং উদ্ভিত সূর্য্যের দ্বায়। স্ত্রীপুষ্পের শুক রেণুকেই (Stigma) কুসুম বলে। পারস্যদেশীয় জাফরনের সহিত কিছু আঠাল ভ্রব্য মিশাইয়া মণ্ডাকার করিলেই ব্যবসায়ের জাফরন হয়। বর্তমানে ইটালী ও ফ্রান্সে ব্যবহারের জন্য জাফরনের চাষ হয়। ইহা অধিক মূল্যবান বলিয়া কখন কখন উহার সহিত গাঁদাফুলের মস্তকস্থ কেশরগুলি ভেজাল দিয়া থাকে। জাফরন গাছের পরাগ হইতে জাফরন হয়। জাফরনের গৌড়গুলি ভূমিতে রোপণ করে এবং অক্টোবর মাসে পরাগ সংগ্রহ করে। ফুলের স্ত্রীকেশর ও পরাগ হইতে ভাল জাফরন পাওয়া যায়। ১ আউন্স জাফরন পাইতে হইলে ৪০২০টি ফুল আবশ্যক। Dr. Downes বলেন যে কাশ্মীরের বাগানে অতি উত্তম জাফরন জন্মে। উত্তম কুসুম গাঢ় লেবু রংএর, নিকট কুসুম ফিকে পীত বা কৃষ্ণবর্ণ। কাশ্মীর-দেশজাত কুসুম উৎকৃষ্ট।

ঔষধার্থে ব্যবহার—জাফরন উত্তেজক, আক্ষেপ-নিবারক এবং ক্ষতুকর। প্রাচীন কালে ইহা রংএর জন্য ব্যবহৃত হইত। জাফরন উৎসবের সময়ে ও অনেক ঔষধ প্রস্তুত করিতে ব্যবহৃত হয়। জ্বর ও যকৃৎ-বৃদ্ধিতে ইহা ব্যবহৃত হয়। ইহা উদরাময়-নিবারক এবং বালকদের সন্ধিতে হিতকর। ইহা মিহিমানা জ্বিলাপী প্রভৃতি ভ্রব্য রং করে।

প্রাচীন কালের বৈজ্ঞানিক জ্ঞানকে রক্ষা রাখা বিধান দিতেন। ইহা ব্যবহার করিলে স্ত্রীলোকদিগকে শিশু প্রসব করাইয়া দেয়। জ্বরজনক মূত্রকর ও প্রথম স্তন্যকর।

কিসমিসের কাণের সহিত কুস্থম পেষণ করিয়া সেবন করিলে মূত্রকর আরাম হয় (চরক)।

কুস্থম গব্যদুগ্ধে ভাজিয়া উহার সমপরিমাণ চিনি মিশ্রিত করিয়া নষ্ট লইলে বেলা বৃদ্ধির সহিত বৃদ্ধিপ্রাপ্ত অর্ধশিরঃশূল আরাম হয়। (Fig. 592.)

Genus—BELAMCANDA Adans.

593. *B. chinensis* Leman (দশবাই চণ্ডী)

Fig.—Bot. Mag., t. 171; Rheede, Hort. Mal., xi. t. 37; Kirtikar & Basu, Ind. Med. Pl., t. 954.

Ref.—F. B. I., vi. 277; Roxb., Fl. I., i. 174; B. P., ii. 1056; Prain, H., H. 287.

জন্মস্থান—ইহার আদি জন্মস্থান চীন দেশ, বঙ্গদেশের বাগানে রোপণ করে।

বিভিন্ন নাম—দশবাহ; দশবাই চণ্ডী।

ব্যবহার্য অংশ—শিকড়।

বর্ণনা—ঔষধিজাতীয় উদ্ভিদ, কাণ্ড সরল ও পত্রময়; পত্র লম্বা ও শিরাবিশিষ্ট। মঞ্জরীপত্র সরু। ফুলের বোটা লম্বা, পাপড়ীতে টিপ টিপ রাগ আছে। পাপড়ী ৬টি, পুংকেশর ৬টি, স্ত্রীকেশর পুংকেশর অপেক্ষা লম্বা। বীজকোষ ত্রিভুজাকৃতি, বীজ গোলাকার, বীজের বক্ উজ্জ্বল, ভিতরে শাঁস আছে। বর্ষাকালে ফুল ও ফল হয়।

ঔষধার্থে ব্যবহার—ইহার শিকড় মূত্রবিরেচক, বায়ু, পিত্ত ও কফ সামান্যভাবে আনিয়া রক্ত পরিষ্কার করে। ইহা সাধারণতঃ কঠ ও কঠনালীর রোগে ব্যবহৃত হয়। Dr. Rheede বলেন যে, ইহা মালাবার দেশে সর্পবিষ-নিবারণের জন্য ব্যবহৃত হয়। গৃহপালিত পশু বিষাক্ত ঘাস খাইয়া ক্রম হইলে ইহা প্রদত্ত হয়। (Fig. 593.)

Genus—IRIS Linn.

594. *I. nepalensis* Don (কুড়জাতীয়)

Fig.—Pl. As. Rar., i. 77, t. 86; Kirtikar & Basu, Ind. Med. Pl., t. 955.

Ref.—F. B. I., vi. 273; Royle, Ill., 372.

জন্মস্থান—পশ্চিম এবং পূর্ব হিমালয় প্রদেশ, পঞ্জাব, তিব্বত।

বিভিন্ন নাম—পঞ্জাব সোসান, চিলুকি। (Eng. Orris root).

ব্যবহার্য অংশ—মূল।

বর্ণনা—গুল্মজাতীয় উদ্ভিদ, মাটিতে গড়াইয়া জন্মে, মাংসল, শিকড় আঙ্গুরের মত মোটা। কাণ্ড ১-১ ফুট, পত্র ২৪ ইঞ্চি লম্বা ও ৬ ইঞ্চি বিস্তৃত; উহাতে বিন্দু বিন্দু বেগুনে রংএর রেখা আছে। স্ত্রীকেশর-দণ্ড ১ ইঞ্চি, বীজকোষ লম্বাকৃতি। আগষ্ট মাসে ফুল হয়, এক মাস পরে ফল পাকে।

ঔষধার্থে ব্যবহার—ইহার মূল *Costus* এর তুল্য; হিন্দু ও অপরাপর বৈদ্যেরা ইহাকে *Costus* বা কুড় বলে। মুসলমান হাকিমদের মতে ইহার মূল বিরেচক, মূত্রকর ও পিত্তজনিত রোগে হিতকর। ইহা ঘূতের সহিত মিশাইয়া ত্রণে প্রলেপ দেয়। এই গাছ কান্দীয়ে চাষ করে। পঞ্জাবের কবরস্থানে চওড়া-পত্র-বিশিষ্ট গাছ দেখা যায়। (Fig. 594.)

CVI. AMARYLLIDACEAE

Genus—*CURCULIGO* Gaertn.

595. *C. orchioides* Gaertn. (তালমুলী)

Fig.—Wight, Ic., t. 2043; Roxb., Cor. Pl., i, t. 13; Bot. Mag., t. 1076; Rheede, Hort. Mal., xii, t. 59.

Ref.—F. B. I., vi, 279; Roxb. F. I., ii, 144; B. P., ii, 1059.

জন্মান্ধান—উত্তর বঙ্গ, ছোট নাগপুর, গঙ্গা ও যমুনার মধ্যবর্তী প্রদেশ, হুগলী, হাওড়া, ২৪-পরগণা ও বর্ধমান প্রকৃতি জেলার পতিত জমিতে ও জলের ধারে ও বাশ বাগিচায় দেখা যায়।

বিভিন্ন নাম—বা. তালমুলী; হি. কৃষ্ণমুখলী; তে. নেলাতাড়ী; সং. মুখলী; Eng. Black musali.

ব্যবহার্য অংশ—মূল; মাত্রা ১তোলা।

বর্ণনা—ওষধিজাতীয় উদ্ভিদ, মূলদেশ শক্ত, উহাতে নরম সূক্ষ সূক্ষ মূল পাকে। পত্রবৃক্ক কুড়, পত্র ৬-১৮ ইঞ্চি লম্বা, ২-১ ইঞ্চি চওড়া, ঘাসের পত্রের দ্যায় অগ্রভাগ সূক্ষ, উহাতে ৫টি শিরা আছে। পত্রের অগ্রভাগ মাটিতে ঠেকিলে কখন কখন শিকড় বাহির হয়। পুষ্প-মঞ্জরী এবং গর্ভকোষ পত্রের মধ্যে লুকায়িত থাকে, মঞ্জরীর দণ্ডটি চেপ্টা। ফুল উজ্জ্বল পীতবর্ণ। পুংকেশর ছোট, গর্ভাশয় ৫-৮টি ভাগে বিভক্ত। ফল লম্বাকৃতি ২ ইঞ্চি। বীজ ১-৪টি থাকে, বীজের আব্ কৃষ্ণবর্ণ। গ্রীষ্ম ও বর্ষাকালে ফুল ও পরে ফল হয়।

এই গাছের রং সোনার দ্যায় বলিয়া কেমপুলী বলে। বাজারে যে খেত ও কৃষ্ণবর্ণ মুখলী বিক্রয় হয়, উহা দুইটি ভিন্ন গাছ হইতে উৎপন্ন হয়, বখে বাজারে যে খেতমুখলী বিক্রয় হয় উহা *Asparagus adscendens* গাছ হইতে উৎপন্ন হয়। Dr. Dutta বলেন

যে শতমূলী (*A. racemosus*) শিকড় কখন কখন বাজারে খেতমূলী বলিয়া বিক্রীত হয়। *Aneilema tuberosum*, *A. sarmentosus* গাছের মূলকে বাজারে সিয়ামূল বা খেতমূলী বলিয়া বিক্রয় করে। আয়ুর্বেদোক্ত খেতমূলী যে কি তাহা এখনও বিশেষরূপে স্থির হয় নাই। বাদালায় যে খেতমূলী বিক্রয় হয় উহা *A. adscendens* গাছের মূল, এই উদ্ভিদে কাঁটা আছে, উহা রোহিলখণ্ড, গুজরাট ও মধ্য প্রদেশে প্রচুর জন্মে। ইহা শুক অবস্থায় পাকান ৩৪ অঙ্গুলি লম্বা, জলে ভিজাইলে ফুলিয়া উঠে। বঙ্গদেশে ছায়াবৃত্ত আর্দ্রভূমিতে অতি ছোট তাল চারার ন্যায় যে গাছ দেখা যায় তাহাকে কৃষ্ণমূলী বলে, এই কন্দের উপরিভাগ কৃষ্ণ বা তাম্রবর্ণ, অভ্যন্তর-ভাগ খেতবর্ণ। Dr. Anislie বলেন ইহা আলুর মত কৌকড়ান, ৪ ইঞ্চি লম্বা ও তিক্ত।

ঔষধার্থে ব্যবহার—মূলীর মূল কফাদির সংশোধক, বলকারক, অর্শ, ধ্বজভঙ্গ ও শারীরিক দৌর্বল্যে হিতকর। ইহা গনোরিয়া ও বাধকের ঔষধরূপে ব্যবহৃত হয় (*Hindu Met. Med., Pharm. Ind.*)।

ত্রিবাঙ্গুর-দেশীয় বৈজ্ঞেয় ইহার মূল বাধক ও গনোরিয়া রোগে মূল্যবান ঔষধরূপে ব্যবহার করেন। ইহার অনেন্দ্রিয়ের উপর বিশেষ ক্রিয়া আছে।

ইহা হাপানি, অর্শ, কামলা, উদরাময়, পেট-ফাঁপা ও গনোরিয়ার প্রয়োগ করা হয় (*Dymock, iii. 462*)।

রসায়নের জ্ঞান মূলী ব্যবহার করিতে হইলে, দুই বৎসরের গাছের মূল সংগ্রহ করিয়া ঐগুলি ঘোত করিয়া ছায়ায় শুষ্ক করিতে হইবে। অনন্তর উহা গুঁড়া করিয়া ১৮০ গ্রেম মাত্রায় দুধ কিংবা জলে মিশাইয়া আঠার ন্যায় করিয়া ক্রমাগত ৪০ দিন সেবন করিবে, সেবন-কালে মানসিক ও অতিরিক্ত শারীরিক পরিশ্রম ত্যাগ করিবে।

মূলীর কন্দ ও সোমরাজের চূর্ণ সমভাগে জলের সহিত সেবন করিলে বধিরতা আরাম হয়। তালমূলীর কন্দ ছাগী-দুগ্ধে পেষণ করিয়া মুখে প্রলেপ দিলে মুখের কান্তি বর্ধিত হয়।

শতমূলী (*Asparagus racemosus*) ও মুড়ুমুড়ির (*Sphaeranthus indicus*) শিকড়, গুলক, ও পলাশ (*Butea frondosa*)-বীজ এবং তালমূলীর কন্দ সমপরিমাণ চূর্ণ করিয়া এক ড্রাম পরিমাণ মধু বা গব্য ঘূতের সহিত সেবন করিলে বৃদ্ধাবস্থা-জনিত দৌর্বল্য ও জরা দূর হয় এবং বৃদ্ধ ব্যক্তিরও দেবতার ন্যায় হৃন্দের আকৃতি হয় এবং সেই ব্যক্তি জরামরণ-বর্জিত হয় (*ভাবপ্রকাশ*)।

খেত অপেক্ষা কৃষ্ণবর্ণ মূলী অর্থাৎ তালমূলীর গুণ অধিক। রাজনির্ঘণ্টকার বলিয়াছেন:—

মূলী চ দ্বিধা প্রোক্তা খেতা চাপরসংজ্ঞক।

খেতা স্বল্পগুণোপেতা অপরা চ রসাধনী ॥ রাজনির্ঘণ্টঃ । (Fig. 595.)

Genus—AGAVE Linn.

596. A Cantyla Roxb. (মুর্গা)

Fig.—Rhumph, Herb. Ambo., v, t. 94; Philipp., Agric. Review, vi, No. 4, t. 13; Kirtikar & Basu, Ind. Med. Pl., t. 956B.

Ref.—F. B. I., vi. 277; Roxb., F. I., ii, 167; B. P., ii, 1057; Prain, H. H., 287.

জন্মস্থান—আদিম বাসস্থান আমেরিকা; বঙ্গদেশে বহু স্থানে জমিতে, পতিত জমির ধারে ও বেড়ায় জন্মে।

বিভিন্ন নাম—বা. বিলাতী আনারস; মুগরা; সং. মুর্গা; তে. রক্ষিমাতালু; হি. বনসু কেওড়া।

ব্যবহার্য অংশ—শিকড়, পত্র।

বর্ণনা—পত্র লম্বা, গুঁড়ির চতুর্দিকে ঘনসন্নিবিষ্ট থাকে, দেখিতে সবুজবর্ণ, উহাতে শ্বেতবর্ণ অথবা ফিকে পীতবর্ণ লম্বা লম্বা দাগ আছে। পত্র ৪-৬ ফুট লম্বা, অগ্রভাগ বক্র ও ছুঁচালো। কিনারায় শক্ত কৃষ্ণ ও ধূসরবর্ণ কাটা আছে; পত্রগুলোর মধ্য হইতে লম্বা বাঁশের মত পুষ্পদণ্ড বাহির হয়। পুষ্পকেশর নেবু রং বা পীতবর্ণ-বিশিষ্ট। স্ত্রীকেশর সরু ও ৩টি ভাগে বিভক্ত; বীজকোষ লম্বা ও গোলাকার। শীতের প্রারম্ভে ফুল ও শীতের পরে ফল হয়।

ঔষধার্থে ব্যবহার—ইহার শিকড় মূত্রকর এবং গনোরিয়া-নিবারক। ইহা সার্সাপেরিলার সহিত মিশ্রিত করিয়া ইউরোপে চালান যায়। আমেরিকাদেশীয় ডাক্তারেরা ইহার পাতার রস বলপ্রদ ও ধাতুর শোধকরূপে ব্যবহার করে।

ইহার শিকড় মূত্রকর ও স্বাস্থ্যপ্রদ বলিয়া ব্যবহৃত হয়। Dr. Ross বলেন ইহার শিকড়ের ৪ আউন্স পরিমাণ কাথ উপদংশ-রোগের দ্বিতীয় অবস্থায় অতিশয় ফলপ্রদ। Dr. R. F. Hutchinson বলেন ইহার বড় পাতার পাতলা টুকরা বেশ পুলটিসের কাজ করে। মুগরার রস মুহু বিরেচক, মূত্রকর ও ঋতুকর, ইহা চর্মরোগে হিতকর। ইহার টাটকা রস ভয়স্থানে দিলে বেদনা কমিয়া যায়। পাতার ও কাণ্ডের নিম্নভাগের রস দাঁত-বেদনা আরাম করে।

পত্রের মণ্ড চক্ষে প্রলেপ দিলে চক্ষু-উঠা আরাম হয় এবং উহা চিনির সহিত মিশ্রিত করিয়া দিবসে দুইবার সেবন করিলে গনোরিয়া রোগ আরাম হয়। (Fig. 596.)

Genus—CRINUM Linn.

597. C. asiaticum Linn. (বড় কান্দুর)

Fig.—Bot. Mag., t. 1073, 2908, 2230; Wight, Ic., t. 2021; Rheede, Hort. Mal., xi, t. 38; Benth. & Trim., t. 275; Kirtikar & Basu, Ind. Med. Pl., t. 957.

Ref.—F. B. I., vi, 280; Roxb., F. I., ii, 134; B. P., ii, 1061; Prain, H. H., 287.

জন্মস্থান—চট্টগ্রাম, সুন্দর বনের নিম্নভূমিতে এবং দক্ষিণ ভারতের কঙ্কণ প্রভৃতি স্থানে
জন্মে; হুগলী ও হাওড়া জেলার বাগানে রোপণ করে।

বিভিন্ন নাম—বা. বড় কাছুর, সুখদর্শন; গুজরাট—নাগদগনী; তা. বিবমদিল; তে.
কেশর চেটু; হি. কানমু।

ব্যবহার্য অংশ—মূল; টাটকা রস ২-৪ ড্রাম।

বর্ণনা—পেঁয়াজের তায় উদ্ভিদ; ইহার কোষার ব্যাস ২-৩ ইঞ্চি, অগ্রভাগ সরু। গাছ
৩-১২ ইঞ্চি উচ্চ হয়; ছোট মূল হইতে অনেক শিকড় হয়। পত্র ৫-৮ ইঞ্চি বিস্তৃত, পত্রের
অগ্রভাগ ক্রমশঃ সরু, চামড়ার তায়, উজ্জল সবুজবর্ণ; কিনারা মসৃণ পুংকেশর নরম ও এক
একটি হয়; দেখিতে সবুজবর্ণ। ফুল রাত্রিতে ফুটে, অতিশয় সৌগন্ধযুক্ত। ফল প্রায়ই হয়
না, ফলের ব্যাস ১-২ ইঞ্চি, গোলাকার; ইহাতে দুইটি বীজ আছে। বর্ষাকালে ফুল হয়।

ঔষধার্থে ব্যবহার—শুক শিকড়ের গুঁড়া বমনকারক, অল্প মাত্রায় ঘর্ষকর। Sir
W. O'shaughnessy বলেন ইহা একটি দেশীয় বমনকারক ঔষধ, ইহাতে ভেদ বা কোন
প্রকার অঙ্গীতিকর গন্ধ দেখা যায় না। ইহা ইপিকাকুয়ানার স্থানে ব্যবহৃত হয় (Pharm.
Ind.)।

Dr. Ainslie বলেন দক্ষিণ ভারতে ইহার পাতা হেঁচিয়া রেড়ির তৈলের সহিত আদুল-
হাড়ায় ও পদের অন্তান্ত স্থানের প্রদাহে ব্যবহৃত হয়। উত্তর ভারতে ইহার রস কান-
বেদনার দেয়।

যাভাদেশে ইহা বমনকারক ঔষধরূপে ব্যবহৃত হয় (Dr. Drury)।

কোন স্থান ফুলিয়া উঠিলে ইহার পাতায় সরিষার তৈল বা নারিকেল তৈল লাগাইয়া গরম
অবস্থায় ফুলার স্থানে প্রলেপ দেয়। বমনকারক ঔষধের জন্ত রসের মাত্রা ২-৪ ড্রাম, সিরাপের
মাত্রা শিশুদের জন্ত ২ ড্রাম। শুক মূল ব্যবহার করিতে হইলে ইহার ষিঙণ।

এই গাছের পত্রের গুঁড়া গোশালায় রাখিলে বিবাক্ত পোকা প্রভৃতি পলাইয়া যায়।
পত্রের ধূম দিলে ঘর হইতে বিবাক্ত মশা ও পোকা প্রভৃতি মরিয়া যায় ও পলাইয়া যায়।

পত্রের রসঘারা প্রস্তুত তৈল কানবেদনা-নাশক। কন্দ সিদ্ধ করিয়া বাতে লাগাইলে
বাতের বেদনা নষ্ট হয়। (Fig. 597.)

598. *C. zeylanicum* Linn. (সুখদর্শন)

Fig.—Wight, Ic., t. 2019-2020; Rheede, Hort. Mal., xi, t. 39; Bot.
Mag., tt. 1171, 2217, 2292 and 2466.

Ref.—F. B. I., vi, 283; Roxb., F. I., ii, 137; B. P., ii, 1061.

জন্মস্থান—উড়িষ্যা ও ছোটনাগপুরের অঙ্গলে অগ্নে ; বঙ্গদেশের বাগানে দেখা যায়।

বিভিন্ন নাম—বা. হি.—হৃদযদর্শন ; তা.—বিষমদ্রিল।

ব্যবহার্য অংশ—কন্দ।

বর্ণনা—গুল্মজাতীয় উদ্ভিদ, বহুবর্ষ জীবিত থাকে ; কন্দ ৫-৬ ইঞ্চি, গোলাকার বা ডিম্বাকৃতি, গলদেশ মোটা ও ছোট। পত্র ২৩ ফুট লম্বা, ৩-৪ ইঞ্চি চওড়া, অগ্রভাগ সরু। পুষ্পধোঁৱ পত্র ৩-৪ ইঞ্চি লম্বা। ফুল শ্বেতবর্ণ, উহাতে ঈষৎ বেগুনে কিংবা ঘোর লাল বর্ণের দাগ আছে। ফুলের পুংকেশর অপেক্ষা স্ত্রীকেশর অধিক লম্বা। ফল ঈষৎ গোলাকার। Dr. Rhumphius ইহাকে *Tulip Javanica* বলেন। গ্রীষ্ম ও বর্ষাকালে ফুল ও পরে ফল হয়।

ঔষধার্থে ব্যবহার—ইহার কোষ পত্রদের বেলেত্তারায় ব্যবহৃত হয়। ইহার পাতার রস কানবেধনায় ব্যবহৃত হয়। Dr. Rheede বলেন ইহার পিঠে কোষ গরম করিয়া অর্শে ও কোড়ায় বসাইলে বেশ উপকার হয়। ইহার অপরাপর গুণ *C. asiaticum* এর তুল্য।

Dr. Rheede বলেন ইহার সিদ্ধকন্দ ফোড়ায় দিলে কোড়া ফাটিয়া যায়। (Fig. 598.)

CVII. TACCACEAE.

Genus—TACCA Forst.

599. *T. integrifolia* Ker. (বরাহীকন্দ)

Fig. Roxb., Cor. Pl., t. 257.

Ref. F. B. I., vi. 287 ; Roxb., F. I., ii. 169 ; B. P., ii. 1063.

জন্মস্থান—চট্টগ্রাম, টেনাগরিম, বঙ্গদেশ।

বিভিন্ন নাম—বা. সং.—বরাহীকন্দ ; মারহাট্টা—দাফর কন্দ ; ককণ—হান্দীগাড্ডি।

ব্যবহার্য অংশ—কন্দ।

বর্ণনা—কন্দজাতীয় উদ্ভিদ, শিকড় বক্র ; পত্র ৮-১৬ ইঞ্চি লম্বা এবং ৪-৮ ইঞ্চি চওড়া, অগ্রভাগ সরু, শিরা শক্ত। ফুল অবনত, সবুজের আভাযুক্ত বেগুনে কিংবা পীতবর্ণ। ফল ২২ ইঞ্চি লম্বাকৃতি ও শাসযুক্ত। বর্ষার শেষে ও শরৎকালে ফুল ও পরে ফল হয়।

ঔষধার্থে ব্যবহার—ইহাকে নির্ধনুকার শূকরকন্দ বলেন, কারণ বহু শূকরে ইহা খাইতে অতিশয় ভালবাসে। ইহা হজমি-কারক, পুষ্টিকর, বলকারক ও বৃষ্টরোগে হিতকর। *T. laevis*, *T. pinnatifida* প্রকৃতি উদ্ভিদের আলুর মত মূল হয়, ইহা হইতে এরাফটের মত পালো বাহির হয় এবং পালো প্রস্তুতকারীরা এইগুলি হইতে পালো বাহির করিয়া বিক্রয় করে।

বৈদ্যশাস্ত্রে ইহা কৃষ্ণি ও বৃদ্ধির স্থানে ব্যবহৃত হয়। (Fig. 599.)

CVIII. DIOSCOREACEAE

Genus—DIOSCOREA Linn.

600. D. pentaphylla Linn. (কাঁটা আলু)

Fig. Wight, Ic., t. 814; Jacq., Ic., t. 627; Rheede, Hort. Mal., t. 34 & 35.

Ref. F. B. I., vi. 289; Roxb., F. I., iii. 806; B. P., ii. 1066.

জন্মস্থান—বঙ্গদেশের সর্বত্র দেখা যায়।

বিভিন্ন নাম—বা. কাঁটা আলু।

ব্যবহার্য অংশ—কন্দ।

বর্ণনা—বৃক্ষারোহী লতানে উদ্ভিদ, ইহার কন্দ লম্বাকৃতি, কাঁটা কাঁটামুক্ত নরম। পত্র নীচের দিকে বেতবর্ণ, পত্রিকা ২-৪ ইঞ্চি লম্বা ও বিস্তৃত, অগ্রভাগ ক্রমশঃ সরু, বোটা ছোট, পুং পুষ্পও ২-১ ইঞ্চি, ইহার অনেক শাখা-প্রশাখা আছে। ফুলের ব্যাস ১/২ ইঞ্চি। বীজ-কোষ ৩-১ ইঞ্চি লম্বা। বীজ ৩-২ ইঞ্চি, পক্ষবিশিষ্ট। বর্ষা হইতে শীতকাল পর্যন্ত ফুল ও ফলের সময়।

ঔষধার্থে ব্যবহার—ইহার মূল ও কন্দ ফোড়ার রক্ত অপসারিত করিবার জন্য ব্যবহৃত হয়। আলু অতিশয় বলকারক।

Dioscorea (আলু) বহু প্রকারের আছে, ইহাদের গুণ সমস্ত গুলিরই প্রায় সমান বলিয়া আর ভিন্ন ভাবে লিখিত হইল না। নিম্নে প্রধান প্রধান কয়েকটির নাম দেওয়া গেল :—

(a) *D. alata* Linn. ইহাকে দেশে খাম আলু বলে (F. B. I., vi. 296; Roxb. F. I., iii. 797; B. P., ii. 1067; Prain, H. H., 288) এই আলুর চাষ হয়।

(b) *Var. globosa* Prain (চূপড়ি আলু); বাঙ্গালায় ইহার চাষ হয় (B. P., ii. 1067; F. B. I., vi. 296) ইহার সংস্কৃত নাম পিণ্ডালু।

(c) *Var. rubella* Prain (গড়ানিচা আলু) ইহার চাষ হয় (F. B. I., vi. 297; B. P., ii. 1067; Prain, H. H., 289).

(d) *Var. purpurea* Prain (লাল গড়ানিচা আলু)। এই আলুর সাধারণতঃ চাষ হয় (F. B. I., vi. 297; B. P., ii. 1067; Prain, H. H., 289)। ইহার সংস্কৃত নাম রক্তালু।

(e) *D. fasciculata* Roxb. (সুহুনি আলু)। বাঙ্গালায় চাষ হয় (F. B. I., vi. 298; B. P., ii. 1066; Prain, H. H., 288).

(f) *D. spinosa* Roxb. (মৌ আলু)। জঙ্গলের ধারে জন্মে (B. P., ii. 1066; Prain, H. H., 288)।

কোন কোন উদ্ভিদবেত্তা *D. fasciculata* ও *D. spinosa*কে পৃথক্ বলিয়া মনে করেন না এবং ইহাদের *D. esculenta* Burkill নামে অভিহিত করেন।

(g) *D. glabra* Roxb. (শোরা আলু)। এই আলু জঙ্গলের ধারে সচরাচর দেখা যায় (F. B. I., vi. 294; B. P., ii. 1067; Prain, H. H., 288).

(h) *D. anguina* Roxb. (কুকুর আলু)। জঙ্গলের ধারে জন্মে, সচরাচর দেখা যায় না। (F. B. I., vi. 293; B. P., ii. 1066; Prain, H. H., 288)। ইহাকে এক্ষণে *D. puberula* Bl. বলা হয়।

(i) *D. bulbifera* Linn. (রতালু)। জঙ্গলের ধারে সচরাচর জন্মে ও চাষ হয়। (B. P., ii. 1066; Prain, H. H., 288)। (Fig. 600.)

CIX. LILIACEAE.

Genus—SMILAX Linn.

601. *S. glabra* Roxb. (তোপচিনি)

Fig.—Seem., Bot. Herald, Voy., 420 t. 100; Kirtikar & Basu, Ind. Med. Pl., t. 964.

Ref.—F. B. I., vi. 302; Dymock, iii. 500.

জন্মস্থান—শ্রীহট্ট, থাশিয়া পর্বতের নিম্নভূমি, টেনাসরিম প্রভৃতি স্থানে জন্মে। আদিম বাসস্থান চীন দেশ।

বিভিন্ন নাম—বা. তোপচিনি; জ. পরিবাই-পুটাই; মালাবার—চীনেপাণ্ড; সং. চোবচিনি, দীপাস্তর-বচা।

ব্যবহার্য অংশ—মূল।

বর্ণনা—বৃক্ষারোহী বহুদূর-বিস্তৃত লতা, প্রশাখাগুলি নরম। পত্রের গোড়া তেজপত্রের মত, ফুল ক্ষুদ্র স্বেতবর্ণ, ফুলের কুঁড়ি চেপ্টা ও লম্বাকৃতি; পাপ্রড়ি ক্ষুদ্র, পুংকেশর ছোট। Dr. Roxburgh বলেন যে ইহার পত্রের নিম্নদেশ স্বেতবর্ণ, এই লতা শ্রীহট্ট ও গারো পাহাড়ে জন্মে, তথাকার লোক ইহাকে “হরিণস্ক চীনা” বলে; ইহা প্রায় চীন-দেশীয় তোপচিনির সমান। ইহার মূল ভারী, দেখিতে ফুলের মত গোলাকার। শরৎকালে ইহার ফুল ও শীতকালে ফল হয়।

ঔষধার্থে ব্যবহার—আসামের পার্বত্য জাতিরা ইহার শিকড়ের টাটকা রস ক্ষত আরাম করিতে ও জনন-বহুরোগে ব্যবহার করে (Watt)।

তোপচিনি শুষ্ক ও শোণিতের দৌষ-নাশক, পক্ষাঘাত ও কটীবাতে ফলপ্রসূ, ক্ষতবর্জক, গর্ভপ্রসূ ও নেত্ররোগ-নাশক।

দীপাস্তর-বচা কটী-তিক্কাষা বহিদীপিকং।

বিবক্ষাঘানশূলয়ী শকুনমূত্রবিশোধনী।

SMILAX.]

ভারতীয় বনৌষধি

[603. *S. macrophylla* Roxb.

বাতব্যাধিমপশ্চারমুন্নাং তস্তুবেদনাম্ ।

ব্যপোহতি বিশেষেণ কিরঙ্গামঘনাশিনী । ভাবপ্রকাশ

ইহা কটুতিক্ত মলমূত্ররোধনাশক, শূলগ্র, আত্মান-দোষনাশক, বাতব্যাধি-নাশক, অগ্নি-বর্ধক, উন্মাদ ও গায়ের বেদনা-নাশক এবং উপদংশ-রোগে হিতকর । (Fig. 601.)

602. *S. lanceaefolia* Roxb. (গুটিয়া সাকচিনী)

Fig.—Kirtikar & Basu, Ind. Med. Pl., t. 965.

Ref.—F. B. I., vi. 308 ; Roxb., F. I., iii. 792.

জন্মস্থান—খাসিয়া পাহাড়, মণিপুর, গারো পাহাড়, বর্মা ও শ্রাম দেশ ।

বিভিন্ন নাম—বা. গুটিয়া সাকচিনী ; হি. তোপচিনা ।

ব্যবহার্য অংশ—মূল ।

বর্ণনা—পত্র ৪-৬ ইঞ্চি লম্বা, ১½ ইঞ্চি চওড়া, গোলাকার কিংবা লম্বাকৃতি, অগ্রভাগ সূক্ষ্ম । বোটা ½-¾ ইঞ্চি । শাখা নরম, অল্প কাটা আছে, পত্রের কিনারা অবনত । ফুলের ব্যাস ½ ইঞ্চি, পুষ্পাঙ্ক—মোটা ও চেপ্টা । ফলের ব্যাস প্রায় ½ ইঞ্চি । বর্ষাকালে ফুল ও শীতকালে ফল হয় ।

ঔষধার্থে ব্যবহার—ইহার নরম মূল *Smilax China* (চীনে তোপচিনি)র মত বিখ্যাত নহে । ইহার টাটকা শিকড়ের রস খাইলে বাতের বেদনা দূর হয় এবং মূল পেষণ করিয়া বেদনাবৃত্ত স্থানে প্রলেপ দিলে বেদনা আরাম হয় (Roxburgh) । (Fig. 602.)

603. *S. macrophylla* Roxb. (কুমারিকা)

Fig.—Wight, Ic., t. 809 ; Kirtikar & Basu, Ind. Med. Pl., t. 966.

Ref.—F. B. I., vi. 310 ; Roxb., F. I., iii. 794 ; B. P., ii. 1071 ; Prain, H. II., 289.

জন্মস্থান—ছোট নাগপুর, পশ্চিমবঙ্গ, চট্টগ্রাম ।

বিভিন্ন নাম—বা. কুমারিকা ; সামভাল—সাতকীর ।

ব্যবহার্য অংশ—মূল ।

বর্ণনা—বড় কণ্টকময় লতা ; পত্র—৬-১৮ ইঞ্চি, অগ্রভাগ সূক্ষ্ম, বৃদ্ধদেশ গোলাকার । বোটা ১-১½ ইঞ্চি, অতিশয় শক্ত ও সূক্ষ্ম, লতা শক্ত কণ্টকময় । পত্রের উপরিভাগ মসৃণ, পৃষ্ঠ ১-১½ ইঞ্চি, ইহাতে অনেক শাখা-প্রশাখা আছে । ফল ½-১½ ইঞ্চি ; বীজ প্রত্যেক ফলে ১-২টি থাকে । গ্রীষ্ম ও বর্ষাকালে ফুল এবং শীতকালে ফল হয় ।

ঔষধার্থে ব্যবহার—ভারতের বহু স্থানে ইহার শিকড় জনন-যন্ত্রের রোগে সার্বাপেক্ষিকার স্থানে ব্যবহৃত হয়। সামন্তালেরা ইহা শরীরের নিয়ন্ত্রণের বাত্রে ব্যবহার করে। নেপালের অধিবাসীরা গনোরিয়া রোগে ইহার মূল ও আনা মাত্রায় ব্যবহার করে (Watt)। (Fig. 603.)

Genus—*ASPARAGUS* Linn.

604. *A. racemosus* Willd. (শতমূলী)

Fig.—Wight, Ic., t. 1056; Kirtikar & Basu, Ind. Med. Pl., t. 968.

Ref.—F. B. I., vi. 316; Roxb., F. I., ii. 151; B. P., ii. 1070; Prain, H. H., 289.

জন্মস্থান—সমগ্র ভারতে দেখা যায়; হগলী, হাওড়া ও ২৪-পরগনায় জঙ্গলের ধারে দেখা যায়। বর্ধমান ও বাঁকুড়া জেলার জঙ্গলে বহুপরিমাণে জন্মে।

বিভিন্ন নাম—বা. শতমূলী; সং. শতমূল; হি. শতওয়ার; তে. চাম্বা।

বর্ণনা—লতা, ইত্যন্ততঃ গড়ানে বৃক্ষারোহী লতা, ইহার অনেক শাখা-প্রশাখা হয়। শিকড় আলুর মত অনেক ধরে। কাটা $\frac{1}{2}$ - $\frac{1}{4}$ ইঞ্চি, সরল অথবা বক্রাকৃতি; পুষ্পমঞ্জরী ১-২ ইঞ্চি, ইহার অনেক শাখা প্রশাখা হয়। পুষ্পদণ্ড সরু, ক্ষীণ, $\frac{1}{2}$ ইঞ্চি। ফুল সৌগন্ধযুক্ত, $\frac{1}{2}$ - $\frac{1}{4}$ ইঞ্চি; স্ত্রীপুষ্পের মস্তক ছোট লম্বাকৃতি—ঈষৎ বেগুনে। ফল গোলাকার; ইহাতে ১-২টি বীজ থাকে। শতমূলী সচরাচর নদীর তীরবর্তী উর্বরা জমিতে জন্মে। গাছের পত্র ছোট, শাখা কণ্টকিত, বর্ষার প্রথমে ইহার মূল হইতে গাছ বাহির হয়। গাছের ফুল ছোট শ্বেতবর্ণ ও সৌগন্ধযুক্ত, মহাশতাবরী ইহারই মত, ইহার গাছ অধিক লম্বা, মূল মোটা ও বহুসংখ্যক লম্বাকৃতি মূল থাকে। শরৎকালে ইহার ফুল ও ফল হয়।

ঔষধার্থে ব্যবহার—নির্ঘণ্টকার এই গাছকে শতাবরী এবং *A. Sarmentosa* Willd. গাছকে মহাশতাবরী বলিয়াছেন। শতমূলীকে বীপিকা, নারায়ণী ও শতপদী এবং মহাশতমূলীকে বহুপত্রিকা, দধ ও জম্ব-রোহ বলে। উভয় গাছই শীতল, মিষ্ট, শাস্তিকর, হৃদ্যোৎপাদক, বলকারক, পিত্ত ও বায়ু-দমন-কারক, রক্ত-শোধক, শোথ-নাশক। শতমূলীর যোগে কয়েকটি তৈল প্রস্তুত হয়। শতমূলীর টাটকা মূলের রস মধুর সহিত বাইলে পৈতিক উদরাময় এবং অজীর্ণ নাশ করে (শার্দধর)।

শতমূলী কামোত্তেজক, রসায়ন ও অতিশয় পুষ্টিকর। ইহার যোগে শতাবরী তৈল বা নারায়ণী তৈল প্রস্তুত হয়।

বেল, ভূতভৈরবী (*Premna integrifolia*), সোনা, পালতে মাদার, পাকল (*Stereospermum suaveolens*), গন্ধভাঙ্গুলিয়া (*Paederia foetida*), অশ্বগন্ধা এবং শ্বেত পুনর্নবার শিকড় ও গোঙ্গুর, কটিকারী, বৃহতী, বালা (*Sida cordifolia*), অতিবালা

প্রত্যেকটি ২০ তোলা লইয়া সমস্তগুলি ৬৪ সের জলে সিদ্ধ করিয়া সিকি থাকিতে নামাইয়া ছাঁকিতে হইবে; এই কাথে ৪ সের শতমূলীর রস, ৪ সের তিল তৈল, ১৬ সের ছাগ কিংবা গো-দুগ্ধ মিশ্রিত করিতে হইবে; অনন্তর কৃষ্ণজিরা, দেবদারু (*Cedrus Deodara*) কাঠ, জটামাংসীর শিকড়, শীলারস (*Styrax officinalis*), বচ, চন্দনকাঠ, টগর পাতুকা অথবা শিউলিছাল (*Limnanthemum cristatum*), কুড়, এলাচ, শালপানি, মৃগিপর্না (*Desmodium gangeticum*), গোরক্ষ চাকুলিয়া (*Uraria lagopoides*), মুদগপর্না (*Phaseolus trilobus*) এবং মাষপর্না (*Teramnus labialis*), অথগন্ধার শিকড়, রান্না, পুনর্নবা, সৈন্ধবলবণ, প্রত্যেকটি ৪ তোলা পরিমাণ লইয়া যে কড় হইবে উহা উপরোক্ত তৈলে মিশ্রিত করিবে। এই তৈল ব্যবহার করিলে পুরুষ অধিক স্ত্রীসঙ্গম করিতে সমর্থ হয় এবং স্ত্রীগণ পুত্র লাভ করিতে সক্ষম হয়। ইহা যোনিশূল, শিরঃশূল, কাটলাপাতু, গৃধ্রসী, প্রীহা, বক্রং, শোধ, মেহ, দাহ, বাতরক্ত, বাতপিত্ত, আত্মান ও রক্তপিত্ত প্রভৃতি নাশক।

রসায়নের জ্ঞান ইহা হইতে শতাবরী দ্রুত প্রস্তুত হয়। দ্রুত প্রস্তুত করিতে হইলে দ্রুত ৪ সের, শতাবরীর রস ৪ সের, দুগ্ধ ৪০ সের এইগুলি পাক করিয়া ইহার সহিত চিনি, মধু ও পিপুল যোগ করিতে হয়।

তিলের তৈল, গো-দুগ্ধ কিংবা ছাগদুগ্ধ এবং শতমূলীর রস এবং অপরাপর দ্রব্যযোগে বিষ্ণু-তৈল প্রস্তুত হয়। ইহা নাসিক রোগে হিতকর।

শতমূলীর রস, তিল তৈল, পলাশ কাথ, ঘোল, দুগ্ধ ও অপরাপর দ্রব্যের মণ্ডযোগে প্রমেহমিহির তৈল প্রস্তুত হয়। ইহা লিঙ্গে মর্দন করিলে পুরাতন গনোরিয়া ও অপরাপর মূত্রযন্ত্রের রোগ আরাম হয় শতমূলীর যোগে মদন-কামদেবরস ও কন্দর্পসুন্দর-রস প্রস্তুত হয়। দুগ্ধের সহিত পিষ্ট শতাবরী সেবন করিলে অপস্মার-রোগ আরাম হয়। শতাবরী উত্তমরূপে পেষণ করিয়া গব্যদুগ্ধের সহিত সেবন করিয়া দুগ্ধ পান করিলে রক্তাতিসার আরাম হয়।

কাঁচা শতমূলী ১ তোলা, গোক্ষুর ১ তোলা, জল দেড় পোয়া, গব্য দুগ্ধ ২ পোয়া ইহাদের কাথ পান করিলে প্রস্রাবের দ্বার হইতে বেদনার সহিত রক্তস্রাব আরাম হয় (চরক)।

দুগ্ধের সহিত শতমূলী পেষণ করিয়া পান করিলে অর্শ আরাম হয়।

শতাবরীর রস কর্ণে দিলে কর্ণস্রাব আরাম হয় (সুশ্রুত)।

শতাবরীর রস, গুলফের রস সমভাগ লইয়া পুরাতন ওড়ের সহিত সেবন করিলে বাতজ্বর আরাম হয়। সন্ধিগ্নান্ন খরভক্ষ হইলে গোমুত্রের সহিত শতমূলীচূর্ণ পান করিবে (সুশ্রুত)।

শতমূলীর পত্র ঘূতে ভাজিয়া পাইলে রাতকানা আরাম হয় (বাগভট্ট)।

শীতল জলের সহিত শতমূলীচূর্ণ পান করিলে মূত্রকৃচ্ছ আরাম হয় (হারীত)।

প্রাতঃকালে মধুর সহিত শতমূলীর রস সেবন করিলে পিত্তশূল ও পিত্তবিকার প্রশমিত হয় (চরক)।

শতমূলী ২ তোলা, জল দেড় পোয়া, গোছড় ২ পোয়া—ইহাদের কাথ শান করিলে রক্তপিত্ত আরাম হয় (ভাবপ্রকাশ) ।

ইহার মূল মূত্রকর, রসায়ন, আক্ষেপ-নাশক, উদরাময় ও রক্ত-আমাশয়-নাশক । Dr. Baden Powell বলেন ইহা বসন্ত-রোগের প্রতিষেধক । ইহার রক্ষিত মূল ক্ষয়ভঙ্গ-রোগে হিতকর । বৈজ্ঞান্যে ইহা মেদা ও মহামেদার স্থানে ব্যবহৃত হয় । (Fig. 604.)

Genus—ALOE Linn.

605. A. Vera Linn. (ঘৃতকুমারী)

Fig.—Flora Graeca, t. 341; Bot. Mag., 14, t. 472.

Ref.—F. B. I., vi. 264; Dymock, iii. 467; Watt, i. Pt. 1, 186.

A. vulgaris Lam. B. vera নামান্তর মাত্র ।

জন্মস্থান—ভারতের অনেক স্থানে বাগানে চাষ করে, দক্ষিণ ভারতের অনেক স্থানে জঙ্গলের কিনারায় নানাজাতীয় ঘৃতকুমারী দেখা যায়, হগলী, হাওড়া ও বর্ধমান জেলায় অনেকে বাগানে রোপণ করে ও বাটীর নিকটস্থ স্থানে টবে বসাইয়া থাকে । ইহার আদিম জন্মস্থান আরব ও সফোড্রাঘীপ ।

বিভিন্ন নাম—বা. ঘৃতকুমারী ; হি. কুমারী ; সং. ঘৃতকুমারী, কত্কা ; তে. ঘুমমসরম্ ; তা. কাটালী ; বর্ম্মা—মক, তাজা. ভনলেপা ; Eng. Indian aloe.

ব্যবহার্য্য অংশ—শুক রস । মাত্রা—শাস ১-২ তোলা ; মুসলর ১-২ আনা ।

বর্ণনা—ইহার পত্র দীর্ঘ ও মোটা, পত্রের কিনারায় কাটা আছে, ইহার পাতার ভিতর হইতে প্রচুর রস নির্গত হয় । পুষ্পদণ্ড লম্বা লাঠির কায় । ফুল লেবু-রং-বিশিষ্ট । শীতের শেষে ফুল ও ফল হয় ।

ইহার রস হইতে মুসলর তৈয়ারী হয় । প্রাচীন সংস্কৃত বৈজ্ঞান্যে মুসলরের উল্লেখ নাই । মুসলর চামড়ায় বাধিয়া আরব দেশ হইতে এদেশে চালান আসে ।

মুসলর ৪ প্রকার—(১) সফোড্রাইন, (২) আরব-দেশীয়, (৩) জাকিরাবাদ, (৪) মহীশূর ।

মুসলর-প্রস্তুত-প্রণালী :—ঘৃতকুমারীর কাণ্ডের নিকট মাটিতে ছোট ছোট গর্ত করিয়া সেই স্থানে ছাগচর্মে বিদ্ধত করে এবং বারিপুষ্ট, কঙ্কিত ঘৃতকুমারীর পত্রের প্রান্তদেশে ছাগচর্ম্মের উপর বুতাকারে ওগ থাকে সজ্জিত করিয়া রাখে । ওগ খটার মধ্যে কঙ্কিত পত্র হইতে সমস্ত রস ছাগচর্ম্মে আসিয়া পড়ে । এই রস ফিকে পীতবর্ণ, ইহার স্বাদ ও গন্ধ ভাল নহে । এই রস চামড়ায় বাধিয়া দেয় এবং তরল অবস্থাতেই আরব-দেশে প্রেরিত হয় । মাসখানেক

থাকিলে উহার জলীয় অংশ লোপ পাইয়া ঘন হয় ও জমাট বাধিয়া যায়। এই কঠিন পদার্থ মুসল্লর-রূপে ভারতে প্রেরিত হয়। ভাল মুসল্লর দেখিতে ফিকে সোনালী রংএর; উপর দিক কঠিন ভিতরে কোমল ও হৃগন্ধযুক্ত। ইহার চূর্ণগুলি মুসল্লবর্ণ বা লেবু-রং-বিশিষ্ট। আরব-দেশীয় মুসল্লর-প্রস্তুত-প্রণালী :—দুতকুমারীর পত্র পেচন করিয়া যে পর্য্যন্ত না উহার রস তরল হয় তাবৎ পা দিয়া মর্দন করে ও কিছুদিন পরে এই রস গাঢ় হয় ও বিক্ৰমার্ণ প্রেরণ করে। এই প্রকারে মুসল্লর তৈয়ারী হয় বলিয়া আরবের মুসল্লর অনেকে পছন্দ করে না; কিন্তু ইহার ভৈষজ্য-গুণ প্রধান। আরবের মুসল্লর কৃষ্ণবর্ণ, ছিদ্রযুক্ত, ইহার টুকরা পীতভ, যক্ষ ও সৌগন্ধযুক্ত।

জাফিরাবাদ মুসল্লর - কাঠিয়াওয়ারের নিকটবর্তী জাফিরাবাদের মুসল্লর কৃষ্ণবর্ণ, উজ্জল, ছোট অংশগুলি পীতভ। ইহার গুঁড়া ফিকে পীতবর্ণ।

মহীশূর মুসল্লর—এই মুসল্লর শিল্পকার্যে ব্যবহৃত হয়।

Var. officinalis Forsk. বাঙ্গালায় এই গাছকেও দুতকুমারী বলে, ইহার হিন্দী নাম কুমারী। এই গাছ বঙ্গদেশে ও উত্তর পশ্চিম প্রদেশে বহু অবস্থায় দেখা যায়। ইহার ফুল লালের আভাযুক্ত লেবু-রং-বিশিষ্ট। পত্রের মূলদেশ বেগুনে-রং-বিশিষ্ট। সম্ভবতঃ ইহাকে A. perfoliata বলে।

Var. littoralis Koen. ইহাকে বাঙ্গালায় ছোট আনারস বলে। এবং হিন্দীতে ছোটী কানবার বলে। Dr. Ainslie ইহার সংস্কৃত নাম কুমারী দিয়াছেন। এই গাছ অতিশয় ছোট, ফুল পীতবর্ণ, পাতার গোড়া অপরগুলির অর্ধেক পরিমাণ এবং পত্র ফিকে সবুজবর্ণ। ইহা মালদ্বীপ প্রেসিডেন্সীর দক্ষিণে সমুদ্রতীরে দেখা যায়।

ঔষধার্থে ব্যবহার—দুতকুমারীর রসের নষ্ট লইলে কামলা-রোগ আরাম হয়। গুল্ম-রোগীকে ইহার শাঁস সেবন করাইলে গুল্ম আরাম হয় (ভাবপ্রকাশ), দুতকুমারী বহুতের ক্রিয়া-বর্ধক, আর্ন্তব-রক্ত-প্রাব-কারক ও কৃমিনিঃসারক। অল্পমাত্রায় সেবন করিলে ইহা পাচক ও যকৃতের বলবর্ধক এবং ধারক। মুসল্লর থাইলে শুন, যকৃত এবং কটীর অভ্যন্তরস্থ ইন্ড্রিয়সকলের উত্তেজনা হয়; এই কারণে ইহার দ্বারা গর্ভপ্রাব হয় ও পুং-শরীরের অতিশয় উত্তেজনা হয়। মুসল্লরে জ্বীলোকের স্তম্ভ বাড়িয়া থাকে। শিশুদের নাভিতে রেড়ির তৈলের সহিত মুসল্লর মর্দন করিলে কোষ্ঠ পরিষ্কার হয়। বৃদ্ধদিগের দৌর্জলা-জনিত পীড়া এবং জ্বীলোকের পুনঃ পুনঃ গর্ভধারণ-জন্ম কোষ্ঠবদ্ধতায় মুসল্লর অতি উৎকৃষ্ট ঔষধ। অর্শ-রোগীর আমমিশ্রিত রক্তপ্রাবে মুসল্লর হিতকর।

মুসলমান বৈদ্যেতা ইহাকে মুহুরিরেচক, ক্রিমিনাশক ও বলকারক বলিয়া বর্ণনা করিয়াছেন। ইহা চক্ষের জ্যোতি বাড়াইয়া দেয় ও চক্ষের পাতার ঝাঁটিল নাশ করে। (Fig. 605.)

Genus—ALLIUM Linn.

606. A. cepa Linn. (পেঁয়াজ)

Fig.—Bot. Mag., 36, t. 1469; Kirtikar & Basu, Ind. Med. Pl., t. 970A.

Ref.—F. B. I., vi. 337; Roxb., F. I., ii. 142; B. P., ii. 1076; Prain, H. H., 289.

জন্মস্থান—ভারতের সর্বত্র চাষ হয়।

বিভিন্ন নাম—বা. পেঁয়াজ; সং. পলাতু; তে. নিকলী; তা. ইকলি।

ব্যবহার্য অংশ—কোষা, বীজ, পত্র।

বর্ণনা—পত্র গোলাকার সবুজবর্ণ। ইহার উপরি ভাগে সবুজবর্ণ ও লম্বা পুষ্পদণ্ড বাহির হয়। পুষ্পদণ্ডের অগ্রভাগে গুচ্ছবদ্ধ খেতবর্ণ ফুল হয়। পেঁয়াজ ৩ প্রকার, যথা—দেশী বড় পেঁয়াজ, দেশী ছোট পেঁয়াজ, ইহারা দেখিতে লাল বর্ণ এবং বস্বে পেঁয়াজ; বস্বে পেঁয়াজের কন্দ অতিশয় বৃহৎ। শীতকালে ও শীতের পরে পেঁয়াজের ফুল ও ফল হয়।

ঔষধার্থে ব্যবহার—পেঁয়াজের কোষ হইতে এক প্রকার (Volatile Oil) প্রস্তুত হয়, উহা উত্তেজক, মূত্রকর ও সন্ধি-নিবারক। পেঁয়াজ কখনও কখনও জ্বর, শোথ ও সন্ধিতে ব্যবহৃত হয়। ইহা পুরাতন বক্ষঃপ্রদাহ, পেট-বেদনা ও রক্তাশ্রিত রোগে হিতকর। ইহা বাহ্যিক প্রয়োগ করিলে চর্ম্মের আরক্ততা জন্মে ও গরম করিয়া দিলে পুলটিসের কাজ করে। দেশীয় কবিরাজগণের মতে ইহা উগ্র এবং পেট-ফাঁপায় ব্যবহৃত হয়। পেঁয়াজের গন্ধে ঘরে সর্প আসিতে পারে না (Baden Powel)।

পেঁয়াজ কামোত্তেজক, কাঁচা পেঁয়াজ ঋতুকর। কোন স্থানে বোলতা বা ভীমরুলে কামড়াইলে পেঁয়াজের রস দিলে যন্ত্রণা নিবারিত হয়। ইহার ভিতরের রস গরম করিয়া কানে দিলে কান-বেদনা আরাম হয়। পেঁয়াজের তৈল অনেক ঔষধে ব্যবহৃত হয়। পেঁয়াজের গুঁড়া চাষের মত খাইলে নিদ্রাহীনতা দূর হয় এবং কান্দুনে বালকেরা ইহাতে শান্ত হয়।

পেঁয়াজের কোষের পিষ্টরস লবণের সহিত চক্ষে দিলে রাতকানা আরাম হয় এবং ইহার কোষের পুলটিস এই কাজে ব্যবহৃত হয়। পেঁয়াজ ছেঁচিয়া নাকে ধরিলে হিষ্টিরিয়াগ্রস্ত স্ত্রীলোকের হিষ্টিরিয়া আরাম হয়। পেঁয়াজ কামলা, রক্তশ্রাব ও জ্বাতি-রোগে ব্যবহৃত হয়। ইহা বাটিয়া বিছার কামড়ের স্থানে দিলে যন্ত্রণা নিবারিত হয়।

পেঁয়াজ কক ও ক্ষয়-রোগে হিতকর, ইহা ভিনিগারের সহিত মিশাইয়া খাইলে গলার ঘা আরাম হয়। ইহার কাথ সন্ধিনাশক। পেঁয়াজের রস সরিষার তৈলের সহিত বাত-বেদনায় মালিশ করিলে বাত আরাম হয়। (Watt).

নাসিকা হইতে রক্তশ্রাব হইলে পেঁয়াজের রস নশ্র লইলে রক্তপড়া আরাম হয়।

অর্শ-রোগীর অর্শে অতিশয় রক্তস্রাব হইলে পেঁয়াজের রস সেবন করিবে, ইহা রক্ত-রোধক ও বাত-নাশক (চরক)। ইহার রস নষ্ট লইলে হিকা আরাম হয়।

পেঁয়াজ অতিমাত্রায় সেবন করিলে বিবিম্বা, মূত্ররোধ, রক্তমূত্র, অস্ত্রের প্রদাহ ও আক্ষেপ এবং হৃদযন্ত্রের কার্যশক্তির লোপ হইয়া মৃত্যু পর্য্যন্ত ঘটতে পারে। সন্ধিতে ইহা Tartar Emeric এর সহিত ব্যবহৃত হয়।

হৃদযন্ত্র-প্রদাহের প্রথম অবস্থায় কখনও পেঁয়াজ ভোজন করিবে না; হৃদ-দৌর্বল্য-জাত শোথ রোগে জ্বর না থাকিলে, বাত, অশ্মরী, শর্করাশি-রোগ ও চর্ম-বিকারে ডিড্রিটেলিস ও লবণস্থ পেঁয়াজ মূত্রকারকরূপে ব্যবহৃত হয়। তরল কাশ-রোগে যদি শ্লেষ্মা তারের মত ও অতি অল্প পরিমাণে বাহির হয় তবে পেঁয়াজের সিরাপ বিশেষ হিতকর (R. N. Khori, ii, 616)। (Fig. 606.)

607. A. sativum Linn. (রসুন)

Fig.—Bentl. & Trim., t. 28; Woodville, Med. Bot., t. 256; Kirtikar & Basu, Ind. Med. Pl., t. 973.

Ref.—F. B. I., vi. 387; Roxb, F. I., ii. 142; B. P., ii. 1076; Prain, H. H., 290.

জন্মস্থান—সমগ্র ভারতে চাষ হয়। যুক্তপ্রদেশে অধিক চাষ হয়, তৎপর গাড়োয়াল, কমাঘুন, পঞ্জাব এবং কাশ্মীর; বঙ্গদেশে হুগলী, হাওড়া, ২৪-পরগনা, বর্ধমান, বাঁকুড়া প্রভৃতি জেলায় চাষ হয়।

বিভিন্ন নাম—বা. রসুন; সা. লসুন, মহৌষধ; তা. বাজাইপুতু; তে. বেয়লী-তাল্লা-গান্ধা; Eng. Garlic.

ব্যবহার্য অংশ—কোষ, মাত্রা, কোষ-ছাড়ান রসুন ২-৮ আনা।

বর্ণনা—ইহার কাণ্ড পরদাযুক্ত, গুল্মজাতীয় উদ্ভিদ, গাছের গোড়া হইতে অনেক সফ সফ খেতবর্ণ শিকড় বাহির হয়। কাণ্ড কোষযুক্ত, ছাড়াইলে পরদায় পরদায় খুলিয়া যায়। পত্র চেপ্টা, পুষ্পদণ্ড ঠিক মধ্যস্থল হইতে বাহির হয়, ইহা অতিশয় নরম। পুষ্পদণ্ডের মস্তকে গুল্মবস্ত্র খেতবর্ণ ফুল হয়। শীতকালে রসুনের ফুল ও ফল হয়।

ঔষধার্থে ব্যবহার—রসুন গরম, মুহুবিরেচক; ইহা অর্শ, জ্বর, সর্দি, কুষ্ঠ রোগে প্রদত্ত হয়। ইহা পেটফাঁপা-নিবারক, মূত্রকর, পাকঘন্ত্রের পীড়া-নিবারক, ঋতুকর ও বলকারক। ইহার রস কর্ণে দিলে কর্ণ-বেদনা ও কর্ণ-রোগ আরাম হয়। ইহা হইতে এক প্রকার Volatile Oil প্রস্তুত হয়, রসুন ছেঁচিয়া চোয়াইয়া লইলেই তৈল পাওয়া যায়, এই তৈল শোধন করিলে কোন বর্ণ থাকে না।

রসন ক্রিমি-নাশক ; ইহা হাঁপানী, সাধারণ পক্ষাঘাত, মুখের পক্ষাঘাত ও বাত-রোগে ব্যবহৃত হয়।

রসনের রস মাথায় দিলে চুল পাকে না (Emerson), বালকদের তড়কাব রসন মালিশ করিলে বেশ ফল পাওয়া যায়। মূত্রস্থলীর দুর্বলতার জন্য মূত্ররোধ হইলে ইহার পুষ্টিশ দিলে উপকার পাওয়া যায়। ইহা জ্বর, উদরাময়, কলেরা, সর্দি ও শ্লেষ্মা, গনোরিয়া, অর্শ ও ক্রিমিরোগে ব্যবহৃত হয়।

রসনের কাথ চুপ্তের সহিত অল্পমাত্রায় পান করিলে হিষ্টিরিয়া, পেটকাপা ও হৃদযন্ত্র-সম্বন্ধীয় রোগ আরাম হয়।

অতিশয় ক্রান্ত হইয়া পড়িলে রসনের ফুল আন্তে আন্তে চিবাটয়া খাইলে শীঘ্র শরীরে বল-সঞ্চয় হয়। পাকা রসন ৩২ তোলা, জল ১২ সের, গোছুদ্ধ অর্ধপোয়া—এই গুলি পাক করিয়া দুধাবশেষ নামাইয়া খাইলে বাত ও গুল্ম আরাম হয়। তিল-তৈল-যোগে রসন পান করিলে অপস্মার-রোগ আরাম হয় (চরক)।

গব্যদুগ্ত যোগে রসন পেষণ করিয়া পান করিলে বাত-রোগ নাশ হয় (বঙ্গসেন)।

রসন পিষিয়া ক্ষতে প্রলেপ দিলে ক্ষতস্থানের পোকা মরিয়া যায় (ভাবপ্রকাশ)।

তলপেটে রসনের প্রলেপ দিলে মূত্রকুছু আরাম হয়। রসন তৈলে ভাজিয়া সেই তৈল অল্পে অল্পে কর্ণে দিলে কর্ণশূল আরাম হয়। বিষধর সর্পে দংশন করিলে দষ্টস্থানে রসনের প্রলেপ দিলে বিষ নষ্ট হয়। (Fig. 607.)

Genus—GLORIOSA Linn.

608. *G. superba* Linn. (লাজলিকা)

Fig.—Bot. Reg., t. 77; Wight. Ic., t. 2047; Rheede, Hort. Mal., vii, t. 57; Kirtikar & Basu, Ind. Med. Pl., 978B, Bot. Mag., lii, t. 2539.

Ref.—F. B. I., vi. 358; Roxb., F. I., ii. 143; B. P., ii. 1073; Watt, iii, Pt. ii, 506; Prain, H. H., 289.

জন্মস্থান—ভারতের প্রায় সকল প্রদেশে জন্মে।

বিভিন্ন নাম—বা. ওলট চওাল, বিলাহুলি; সং. অগ্নিশিখা, লাজলিকা; হি. লাজলি; তে. আদাবি-নাভি; তা. কলোইপাই-কি-জাপু।

ব্যবহার্য অংশ—লতা। মাত্রা ২-২ আনা। ইহা বিষাক্ত, সাবধানে প্রয়োগ করা উচিত।

বর্ণনা—এই লতা দেখিতে অতি সুন্দর; বাগানের বেড়ায় বর্ষাকালে জন্মে। ইহার ফুল শিবপূজায় ব্যবহৃত হয়। সংস্কৃত লেখকদের মতে যে ৭টি বিষাক্ত গাছ আছে তাহার মধ্যে লাজলিক একটি। রাজনির্ঘণ্টকার ইহাকে কলিকারী বলিয়াছেন। ইহার আর একটি

নাম ছিন্নমুখী, লতা দেখিতে লাঙ্গলের ছায়া বলিয়া লাঙ্গলিকা নামেও অভিহিত। ইহা বস্ত্র-
দেশে প্রয়োগ করিলে গর্ভপাত হয় বলিয়া আর একটি নাম গর্ভপাতিনী। মূল আলুর ছায়া
নরম, গোলাকার, চেন্টা এবং প্রায় ১ ইঞ্চি মোটা। লাঙ্গলিকা বৃক্ষারোহী লতা, ১০-১২
ফুট লম্বা হয়। কাণ্ডের গোড়া খিলানের ছায়া। পত্র বৃন্তহীন, কাণ্ড হইতে বাহির হয়, ৬৮
ইঞ্চি লম্বা, বৃন্তদেশ গোলাকার বা হৃৎপিণ্ডাকার। ফল ৩-৪ ইঞ্চি লম্বা, পুংকেশর লম্বা ও
বিস্তৃত। ফুল ৩-৪ ইঞ্চি পরিমাণ, লম্বাকৃতি; প্রথমে সবুজ, পরে পীতবর্ণ হয়। বর্ষাকালে
ফুল ও ফল হয়।

ঔষধার্থে ব্যবহার—ইহার মণ্ডের মত পিষ্ট শিকড় নাভিমেষে, তলপেটে ও ঘোনিতে
প্রলেপ দিলে প্রসব-বেদনা বৃদ্ধি পায়।

পাঠালাঙ্গলিসিংহাস্ত-ময়ূরকজ্জটৈঃ পৃথক্।

নাভিবস্ত্রিভগালেপাং স্তখং নারী প্রসূততে ॥ চক্রদন্তঃ

যদি স্ত্রীলোকের প্রসবের পরে ফুল না গড়ে তবে ইহার শিকড় কাটিয়া হাতের চেটোতে ও
পায়ের তলায় দিলে এবং কালজিরা ও পিপুল গুঁড়া করিয়া মণ্ডের সহিত পান করাইলে শীঘ্র ফুল
পড়িয়া যায়।

মূলেন লাঙ্গলিক্যাঃ প্রলিপ্তে পাপিপাদে চ।

অমরাপাতনং মণ্ডৈঃ পিল্ল্যাতিরজঃ পিবেৎ ॥ চক্রদন্তঃ।

নির্যন্তকার বলেন যে ইহার শিকড় বিরেচক, উষ্ণ এবং উগ্র। ইহা পিত্ত নিঃসারিত
করিয়া দেয় এবং কুষ্ঠ, অর্শ, পেট-বেদনা ও ফোড়ায় ব্যবহৃত হয়। ইহার পেটের ক্রিমি বাহির
করিবার শক্তি আছে। ইহার শিকড়ের সহিত পান চর্ষণ করিলে গনোরিয়া আরাম হয়।
Dr. Moodeen Sherif বলেন ইহা অতিশয় বিষাক্ত নহে। লাঙ্গলিকা বলকারক ও পেটের
দোষ-নিবারক, মাত্রা ৫-১২ গ্রেণ।

বিষাক্ত সর্প, বোলতা, ভীমরুল প্রভৃতিতে কামড়াইলে মাস্তাজ দেশে ইহা ব্যবহার করে।

Dr. Thompson বলেন “ইহার শিকড়গুলি খণ্ড খণ্ড করিয়া ঘোলের সহিত ৪।৫ দিন
ভিজাইয়া শুষ্ক করিবার পর বাটিয়া বাতে ও পক্ষাঘাতে বাহ্যিক প্রয়োগ করিলে অতি উত্তম
ফল পাওয়া যায়; ইহাতে উহার বিষক্রিয়া নষ্ট হইয়া যায়। ইহার শিকড় অল্প লইয়া
প্রত্যহ মাত্রা বাড়াইয়া ১৫ গ্রেণ পর্যন্ত ব্যবহার করিলে উক্ত রোগে বিশেষ ফল পাওয়া যায়।
ইহাতে শরীরে বেশ বলস্কার হয়; আমি ১৫।১৬ বৎসর চিকিৎসায় বেশ ফল পাইয়াছি।”

লাঙ্গলিকা ৫-১২ গ্রেণ মাত্রায় দিবসে ৩ বার সেবন করিলে পেটের দোষ নষ্ট হয়।
লাঙ্গলিকা গাছ দুই জাতীয় আছে, একটীর শিকড় সহজে ভাগ করা যায়, অপর একটীর শিকড়
সহজে ভাগ করা যায় না। দেশীয় বৈজ্ঞানিক প্রথমোক্তটিকে পুরুষ ও শোষোক্তটিকে স্ত্রী লাঙ্গলিকা
বলেন। পুং-গাছের শিকড় ফুলের সময়ে লইয়া খণ্ড খণ্ড করিয়া কাটিয়া একটু লবণ দিয়া

ঘোলে ভিজাইয়া এবং পরে শুক করিয়া রাখিলে ইহার বিধাক্ততা নষ্ট হয়। সর্পদষ্ট ব্যক্তিকে ইহার এক কিংবা দুই মাত্রা সেবন করাইলে সর্পবিষ কমিয়া যায়।

ইহার শিকড়ের কাথ খাইলে গনোরিয়া নষ্ট হয়। কখনও কখনও ইহার মূল *Aconitum ferox* এর সহিত ভেজাল দিয়া বাজারে বিক্রীত হয় (Watt, Dic., iii. 507)।

মস্তকে লাঙ্গলিকার প্রলেপ দিলে ইন্দ্রলুপ (টাক) আরাম হয় (বাগ্ভট্ট)।

লাঙ্গলিকা কন্দ, ত্রিফলা, ভারিত লৌহ এই সমুদায় ৪০০ তোলা লইয়া ভৃঙ্গরাজ (*Wedelia calendulacea*)-রসে পেষণ করিয়া ৩৬০টা বটিকা প্রস্তুত করিয়া উহা ছায়ায় শুক করিবে। প্রথমে $\frac{1}{2}$ বটিকা হইতে আরম্ভ করিয়া সমগ্র বটিকাগুলি সেবন করিবে এবং ১ মাস কাল মাংস, ঘৃত প্রভৃতি স্নিগ্ধ বস্তু ভোজন করিবে, তৎপরে খাবার কোন নির্দিষ্ট নিয়ম নাই। এইরূপে এক বৎসর কাল বটিকা সেবন করিলে দাবতীয় অসাম্য পীড়া আরোগ্য হয়। ইহা একটা উৎকৃষ্ট রসায়ন।

লাঙ্গলিকা প্রলেপ দিলে পাকা ফোড়া ফাটিয়া যায় (চক্রবর্ত্ত)। লাঙ্গলী একদিন গোমুত্রে ভিজাইয়া রাখিলে শুদ্ধ হয়। (Fig. 608.)

Genus—POLIANTHES Linn.

609. *P. tuberosa* Linn. (রজনীগন্ধা)

Fig.—Bot. Mag., xliii, t. 1817; Bot. Reg., i. t. 63; Rumph., Amb., v. t. 98; Baily., Encyc. Am. Hort., 2732, Fig. 3093.

Ref.—Dymock, iii. 493; Voigt, S. C., 656; Contrib. National Herb., v. 154, viii. 10.

জন্মস্থান—আদিম বাসস্থান দক্ষিণ আমেরিকা; বঙ্গদেশের ফুলবাগানে চাষ করে।

বিভিন্ন নাম—বা. রজনীগন্ধা; হি. গুলচেরি, গুলসকা।

ব্যবহার্য অংশ—মূল।

বর্ণনা—ঔষধি-জাতীয় উদ্ভিদ সচরাচর বাগানে রোপণ করে। ফুল রাত্রিকালে ফুটে, পুষ্পদণ্ড গাছের মধ্য হইতে লম্বা ভাবে বাহির হয়, একটা দণ্ডের চারিদিকে দুইটা দুইটা ফুল হয়। উদ্ভিদের মূল মোটা, ইহাতে পেয়াজের ন্যায় সজ সজ শিকড় হয়। গাছ ২-৩ ফুট উচ্চ হয়। পত্র ৬-৮ ইঞ্চি লম্বা, $\frac{1}{2}$ ইঞ্চি চওড়া, উজ্জল সবুজবর্ণ, মূলদেশ দীর্ঘ লালবর্ণ, পত্রের অগ্রভাগ অবনত। ফুল ১ $\frac{1}{2}$ -২ $\frac{1}{2}$ ইঞ্চি লম্বা, স্বেতবর্ণ। পুষ্পকেশর ফুলের অগ্রভাগে থাকে, ফুলের বৃন্তদেশ নলের মত, ইহার গন্ধ অতি মনোহর। বর্ষা হইতে শীতকাল পর্যন্ত

ফুল হয়। গাছ মরিয়া গেলে ইহার মূল থাকে, কুটি আরম্ভ হইলে মূল হইতে আবার গাছ বাহির হয়।

ঔষধার্থে ব্যবহার—রক্তনীগন্ধা উষ্ণ, মূত্রকর ও বমন-কারক। ইহার মূল গনোরিয়া-রোগে ব্যবহৃত হয়। কঙ্কণ-দেশে ইহার মূল হরিদ্রা ও মাখনের সহিত মাখাইয়া ছেলেদের কাউর ও চুলকনায় প্রয়োগ করে। ইহা দুর্ব্বার সহিত পেয়ণ করিয়া বাগীতে প্রলেপ দেয়। রক্তনীগন্ধা-ফুল সৌগন্ধের জন্য অতিশয় মূল্যবান। এই গাছের ফ্রান্সে অধিক পরিমাণে চাষ হয়। কখনও কখনও রাত্রিকালে এই গাছ হইতে একপ্রকার আলোক বাহির হইয়া থাকে। (Fig. 609.)

Genus—URGINEA Steinh.

610. U. indica Kunth. (বনপেঁয়াজ)

Fig.—Kirtikar & Basu, Indian Med. Pl., t. 974 ; Wight, Ic. Pl. Ind. Or., vi. 2063.

Ref.—F. B. I., vi. 347 ; Roxb., F. I., ii. 147 ; B. P., ii. 1075.

জন্মস্থান—মধ্যভারত, ছোটনাগপুর, সিমলা, করমওল উপকূল, সাহারানপুর ও বঙ্গদেশ।

বিভিন্ন নাম—বা. বন-পেঁয়াজ ; সং. বনপলাতু ; হি. জঙ্গলী পেঁয়াজ ; তা. নারীভেঙ্গায়াম্ ; তে. নাককা-বার-গাড্ডা ; Eng. Wild onion.

ব্যবহার্য অংশ—মূল বা কন্দ।

বর্ণনা—কন্দজাতীয় বর্ষজীবী উদ্ভিদ ; পত্র বাহির হইবার পূর্বে ফুল হয়। কন্দ দেখিতে ছোট লেবু অথবা আ্যপেলের মত। পত্র ৬-১৮ ইঞ্চি লম্বা, ২ ইঞ্চি চওড়া। পুষ্পদণ্ড ১-১½ ইঞ্চি উচ্চ ও নরম। ফুল অবনত, বিস্তৃত পুষ্পদণ্ডের অগ্রভাগে দূরে দূরে জগে, দেখিতে ঘণ্টার মত, পাপড়ী স্বেতবর্ণ, ইহাতে ৩টি সবুজ শিরা আছে। পুষ্পকেশর ৩টি ; বীজকোষ ½-¾ ইঞ্চি, আয়তাকার তিনভাগে বিভক্ত, প্রত্যেক ভাগে ৬-৯টি বীজ থাকে, বীজ চেপ্টা, কৃষ্ণবর্ণ, ½ ইঞ্চি ব্যাসবিশিষ্ট। গ্রীষ্মকালে ফুল ও বর্ষাকালে ফল হয়।

ঔষধার্থে ব্যবহার—বন-পেঁয়াজ সন্ধি-নিবারক, হজমি-কারক, মূত্রকর ও প্রথম ঋতুকর। ইহা হাঁপানী, শোথ, বাত, কুষ্ঠ এবং চর্ম্মরোগে হিতকর (Dymock)। Dr. Roxburgh বলেন ইহা বমনকারক ও তিক্ত। Dr. Moodeen Sheriff বলেন—ইহার ফল ১০-২০ গ্রেণ মাত্রায় মূত্রকর। ইহা বহুদিন হইতে সরকারী ডাক্তারখানায় ঔষধরূপে ব্যবহৃত হইয়া আসিতেছে। (Fig. 610.)

CX. PONTEDERIACEAE

Genus—MONOCHORIA Presl.

611. M. vaginalis Presl. (মুখা)

Fig. Roxb., Cor. Pl., ii. t. 110 ; Rheede, Hort. Mal., ii. t. 44 ; Kirtikar & Basu, Ind. Med. Pl., t. 979.

Ref.—F. B. I., vi. 363 ; Roxb., F. I., ii. 121 ; B. P., ii. 1079 ; Prain, H. H., 290.

জন্মস্থান—সমগ্র ভারতবর্ষ ; কাশ্মীর হইতে আসাম ও দক্ষিণে ত্রিবাঙ্গুর ; বঙ্গদেশে, হুগলী ও হাওড়া জেলার খালে ও খালকেন্দ্রে দেখা যায় ।

বিভিন্ন নাম—মুখা

ব্যবহার্য অংশ—মূল

বর্ণনা—জলজ উদ্ভিদ, মূল ক্ষুদ্র, লতানে অথবা কতক পরিমাণে খাড়া । পত্রবৃন্ত লম্বা ২-৪ ইঞ্চি, বৃন্তদেশ ডিম্বাকৃতি অথবা স্বংপিণ্ডাকৃতি, অগ্রভাগ ক্রমশঃ সরু । পুষ্পদণ্ড ছোট স্বল্প লোমযুক্ত । পুষ্পদণ্ডের অগ্রভাগের ফুল প্রথমে প্রস্ফুটিত হয় । ফুলের দল অসমান, তিনটি বড় এবং ৩টি ছোট, আয়তাকার নীলবর্ণ । পুষ্পকেশর ৬টি আছে, ত্রীকেশরের মস্তক গাঢ় নীলবর্ণ । বীজকোষ ৬ ইঞ্চি লম্বা, আয়তাকার । বর্ষাকালে ফুল ও পরে ফল হয় ।

ঔষধার্থে ব্যবহার—ইহার শিকড় চর্কণ করিলে দাঁত-বেদনা আরাম হয় এবং উদ্ভিদের ছাল চিনির সহিত সেবন করিলে হাঁপানীর উপশম হয় (Atkinson) । (Fig. 611.)

CXI. XYRIDEAE

Genus—XYRIS Linn.

612. X. pauciflora Willd. (দাবিছুরি)

Fig.—Rheede, Hort. Mal., ix, t. 7 ; Kirtikar & Basu, Ind. Med. Pl., t. 980.

Ref.—F. B. I., vi. 364 ; Roxb., F. I., i. 179 ; B. P., ii. 1080 ; Dalz., and Gibs., Bombay Fl., 259 ; Prain, H. H., 291.

জন্মস্থান—ত্রিহট, উত্তর বঙ্গ, উড়িষ্যা, খুরদা, সিকিম, আসাম ও খাসিয়া পাহাড় ; চন্দননগর, ত্রীরামপুর, জাহানাবাদ, হুগলী জেলায় দেখা যায় ।

বিভিন্ন নাম—বা. চীনে ঘাস, দাবিছুরি ।

ব্যবহার্য অংশ—সমগ্র উদ্ভিদ ।

বর্ণনা—ওচ্ছবক্ষ পত্রবিশিষ্ট উদ্ভিদ। কাণ্ড ছোট, পত্র ১-২ ফুট, স্পঞ্জের মত ছিদ্রযুক্ত, অগ্রভাগ মোটা। পুষ্পদণ্ড $\frac{1}{2}$ - $\frac{3}{4}$ ইঞ্চি, পুষ্পদণ্ডের মধ্যরী $\frac{1}{2}$ ইঞ্চি বিস্তৃত, মধ্যরি-পত্র গাঢ় লালের আভাযুক্ত দুসরবর্ণ, উজ্জল, কিনারাগুলি চামড়ার ন্যায়, পাপড়ি গোলাকার। ফুল পীতবর্ণ, পুংকেশর ৩টি, ইহা পাপড়িতে বসান, দ্রীকেশরের মস্তক আঘতাকার, ইহাতে ২টি ঘর আছে, উপরিভাগ মোটা, গোড়ার দিক সরু। শীতকালে ফুল ও ফল হয়।

ঔষধার্থে ব্যবহার—বঙ্গদেশীয় লোকে ইহাকে মূল্যবান গাছ বলিয়া জানে কারণ ইহা কষ্টদায়ক দাদের উদ্বেদ সহজেই কমাইয়া দেয়। ইহা পাচড়া ও কুষ্ঠ-রোগে হিতকর (Dymock)। (Fig. 612.)

CXII. COMMELINACEAE

Genus—COMMELINA Linn.

613. *C. benghalensis* Linn. (কানছিড়ে)

Fig.—Wight, Ic. Pl. Ind. Or. vi, t. 2065; C. B. Clarke, Comm. Cyrt. Beng., t. 4.

Ref.—F. B. I., vi. 370; Roxb., F. I., i. 171; B. P., ii. 1082; Prain, H. H., 291.

জন্মস্থান—বঙ্গদেশের সর্বত্র ছায়াময় স্থানে ও জলের ধারে দেখা যায়।

বিভিন্ন নাম—বা. কানছিড়ে; সাং. কানচটা; হি. কানছিরে।

ব্যবহার্য অংশ—সমগ্র উদ্ভিদ।

বর্ণনা—ইহার কাণ্ড লতানে, লতার নিয়মিত শিকড় হয়। পত্র ১-৩ ইঞ্চি লম্বা, $\frac{1}{2}$ - $\frac{1}{4}$ ইঞ্চি বিস্তৃত, বৃন্তহীন অথবা বোটা ছোট, পত্রের অগ্রভাগ গোলাকার কিংবা সঙ্কচিত; কাণ্ডে কোমল অথবা শক্ত লোম আছে। কাণ্ড গাঁটযুক্ত; পত্রের আবরণী $\frac{1}{2}$ - $\frac{1}{4}$ ইঞ্চি, কাণ্ডে জড়াইয়া থাকে, ইহাতে কোমল লোম আছে। পুষ্পদণ্ডের উপরের শাখা ২-৩ ভাগে বিভক্ত, নীচের শাখা ১-২ ভাগে বিভক্ত; ফুল নীলবর্ণ, বীজকোষ ঝিল্লীযুক্ত, উজ্জল, বীজ ঘন-সরিষক। বর্ষার শেষ হইতে শীতের প্রারম্ভ পর্যন্ত ফুল ও ফলের সময়।

ঔষধার্থে ব্যবহার—এই গাছকে ও এই জাতীয় অনেক গাছকে সংযুক্তে কানচটা বলে। ইহা ছোট ওষধিজাতীয়, বর্ষার শেষ ভাগে যত্র তত্র জন্মে, ইহার ফুল নীলবর্ণ ও উজ্জল। ইহার কাণ্ড, শিকড় ও বীজের জ্বাট বাধিবার শক্তি আছে। গাছের আঠালে অংশ শান্তিকর ইহা শাকের পরিবর্তে ভোজন করিয়া থাকে। *C. communis* Roxb. অথবা *C. obliqua* Ham. কে জটা কানছিড়ে বলে। ইহা অতিশয় দারক। ইহা কোষ্ঠ-বদ্ধতায় ব্যবহৃত হয় এবং শিকড় মাথাবেদনা, জ্বর, গিভজর ও সর্পবিষ-নাশক (Atkinson)।

C. salicifolia Roxb. ইহার বাঙ্গালা নাম পানি কানছিরে বা তোলা পাতা (*F. B. I.*, vi, 370 ; *B. P.*, ii, 1082)। এই গাছ ও কানছিরের গুণের সমান, গাছের পত্র রগড়াইয়া উহার রস দিলে শুয়াপোকাকার লোম গলিয়া যায়। (*Fig. 613.*)

Genus—ANEILEMA Br.

614. *A. scapiflorum* Wight. (কুরেলী)

Fig.—Wight, *lc. Pl. Ind. Or.*, vi, 2075 ; Kirtikar & Basu, *Ind. Med. Pl.*, t. 988 ; Royle, *Ill.*, 403, t. 95.

Ref.—*F. B. I.*, vi, 375 ; Roxb., *F. I.*, i, 775.

জন্মস্থান—হিমালয়-প্রদেশ ; যুক্ত প্রদেশ, ভূটান, ত্রিহট, টেনাসরিম।

বিভিন্ন নাম—বা. কুরেলী ; হি. সিয়ামুলী।

ব্যবহার্য অংশ—সমগ্র গাছ।

বর্ণনা—ইহার শিকড় লম্বা, আলুর মত নরম। পত্র ৪-১০ ইঞ্চি লম্বা, পত্রের অগ্রভাগ ক্রমশঃ সর। পুষ্পমঞ্জরী ৮-১৩ ইঞ্চি লম্বা দণ্ডে অবস্থিত। ফুল ক্ষুদ্র, বীজকোষ $\frac{1}{2}$ ইঞ্চি, বীজ ত্রিকোণাকার, লম্বা বীজকোষে থাকে। গ্রীষ্মকালে ফুল ও বর্ষাকালে ফল হয়।

ঔষধার্থে ব্যবহার—ইহা ধারক, বলকারক ও উষ্ণ ; মাথাধরা, অলসতা, জ্বর, কামলা এবং বধিরতায় ব্যবহৃত হয়। ইহা সর্পবিষ-নাশক বলিয়া সর্পাঘাত হইলে খাওয়াইয়া দেয়। শিকড়ের ছাল বাতাসে শুষ্ক করিয়া ব্যবহার করিলে হাঁপানী আরাম হয়। ইহা অর্শ ও পেট-বেদনা-নাশক এবং বালকদের তড়কা হইলে ব্যবহৃত হয়। মূত্রাঘাত-রোগে ইহা অতিশয় হিতকর। ইহার শুষ্ক গুঁড়া চিনির সহিত ব্যবহার করিলে বেশ রসায়নের কাজ করে। গাছের গুঁড়া তুলসী-পাতার রসের সহিত সেবন করিলে মূত্রবস্ত্রের ঘাতনা দূর হয়। (*Fig. 614.*)

CXIII. FLAGELLARIEAE.

Genus—FLAGELLARIA Linn.

615. *F. indica* Linn. (বনচাঁদ)

Fig.—Rheede, *Hort. Mal.*, vii, t. 53 ; Rumph., *Herb. Ambo.*, v, t. 59. *Fig. 1.*

Ref.—*F. B. I.*, vi, 391 ; Roxb., *F. I.*, ii, 154 ; *B. P.*, ii, 1087 ; Prain, *H. H.*, 202.

জন্মস্থান—সুন্দরবন হইতে চট্টগ্রাম পর্যন্ত ভারতের সমুদ্রতীরে ও সিঙ্গাপুরে দেখা যায়।

বিভিন্ন নাম—বা. হি. ব. বনচাঁদ।

ব্যবহার্য অংশ—পত্র।

বর্ণনা—নলখাগড়ার মত বৃক্ষারোহী লতা, উচ্চ বৃক্ষে ঝড়াইয়া উঠে। কাণ্ড প্রায় ১ ইঞ্চি মোটা, শাখাগুলি মসৃণ ও গোলাকার, প্রশাখাগুলি কাকের পালকের মত মোটা। পত্র বৃন্তহীন ৬-১০ ইঞ্চি লম্বা, বৃন্তদেশ গোলাকার, বহু শিরাবিশিষ্ট। ফুল শ্বেতবর্ণ, ক্ষুদ্র বোটার মত। পুষ্পদণ্ডের প্রশাখাগুলি ৬-১২ ইঞ্চি লম্বা। ফল লালবর্ণ ও মসৃণ (Cooke)। বর্ষাকালে ফুল হয় ও শীতের পরে ফল হয়।

ঔষধার্থে ব্যবহার—ইহার পাতা দারক ও কত-রোগ-নাশক। (Fig. 615.)

CXIV. PALMEAE.

Genus—ARECA Linn.

616. A. Catechu Linn. (সুপারি)

Fig.—Palms, Brit. Ind., 154, t. 232; Roxb., Cor. Pl., i, t. 75; Rheede, Hort. Mal., i, t. 58.

Ref.—F. B. I., vi. 405; Roxb., F. I., iii. 615; B. P., ii. 1047; Prain, H. H., 204.

জন্মস্থান—মধ্য ও পূর্ববঙ্গের বহু স্থানে চাষ হয়।

বিভিন্ন নাম—বা. সুপারি; সং. পুগবৃক্ষ, ক্রমুক; তে. পোকা-বাককা-বাক্কা; তা. পক্ক কোটাই গক্কু; Eng. Betel-nut.

ব্যবহার্য অংশ—ফল, বৃক। মাত্রা; কষুচূর্ণ ১-২ তোলা।

বর্ণনা—গাছের কাণ্ড ৩০-৪০ ফুট উচ্চ হয়, ইহার কোন ডালপালা নাই। পত্র ৪-২ ফুট লম্বা, পত্রিকা অনেক হয়, ১-২ ফুট লম্বা, স্বল্প লোমযুক্ত; পুষ্পদণ্ড অতিশয় শক্ত, অনেক শাখা-প্রশাখা-বিশিষ্ট, কাদিতে অনেক ফল হয়, স্ত্রীপুষ্প পুষ্পদণ্ডের গোড়ায় অথবা অগ্রভাগে জন্মে। ফল ১-২ ইঞ্চি, মসৃণ, পাকিলে লেবু-রং-বিশিষ্ট অথবা লালবর্ণ। কাঁচা ফল সবুজবর্ণ, ফলে ছোবড়া আছে। Dr. Roxburgh এবং Col. Prain তিন প্রকার সুপারির উল্লেখ করিয়াছেন, যথা—Areca triandra (Roxb., F. I., iii. 617; Prain, B. P., ii. 1097)। এই গাছ চট্টগ্রাম প্রদেশে জন্মে, এই সুপারি দেখিতে লালবর্ণ; Areca Gracilis Bl. (Prain, B. P., ii. 1096) এই গাছের শ্রীহট্ট প্রদেশের নাম রামগুয়া, চট্টগ্রামে এই গাছ অধিক পরিমাণে দেখা যায়। বৎসরের প্রায় সকল সময়েই ফুল ও ফল হয়।

ঔষধার্থে ব্যবহার—কাঁচা সুপারি দারক, ইহা পেট-বেদনায় ব্যবহৃত হয়। ইহাতে প্রচুর পরিমাণে ট্যানিক ও গ্যালিক এসিড আছে। পোড়া সুপারি গুঁড়া করিয়া দাঁতে

দিলে দাঁত-বেদনা আরাম হয়। পোড়া স্থপারির গুঁড়া ১-১৫ গ্রেণ পরিমাণ ৪ ঘণ্টা অন্তর ব্যবহার করিলে দন্তের যাবতীয় রোগ আরাম হয়।

স্থপারি চিবাইয়া খাইলে যাবতীয় মূত্ররোগের রোগ আরাম করে। স্থপারির রস ৪-৬ ড্রাম পরিমাণ ছুঙ্কের সহিত সেবন করিলে বড় বড় ক্রিমি নষ্ট হইয়া যায় (Bentley & Trim)। স্থপারি স্নায়বিক রোগে হিতকর এবং ইহা শোধক বলিয়া চক্ষে প্রলেপ দিয়া থাকে। স্থপারির কচি পাতার রস তৈলের সহিত মিশাইয়া মালিশ করিলে কটিবাত আরাম হয়।

স্থপারি গর্ভবতী স্ত্রীলোকের দন্তরোগ আরাম করে। কাঁচা স্থপারি, রক্তচন্দন ও চিনি তুলোদক-সহ পেষণ করিয়া পান করিলে রক্তপিত্ত আরাম হয় (চরক)।

শল্লকী ও স্থপারির ত্বকের কাণ প্রস্তুত করিয়া তিল-তৈলে প্রক্ষেপ দিয়া পান করিলে বাতগ্রস্ত রোগী ২০ দিনের মধ্যে আরাম হইয়া যায় (চরক)।

মহুরিকার প্রথম অবস্থায় জলের সহিত স্থপারি সেবা (চক্রদত্ত)। স্থপারি কফ ও পিত্তনাশক, ইহা কৃষ্ণ ও মুখের ক্লেদনাশক। অস্তধূমপত্র স্থপারি-ভস্ম হইতে বেশ দস্তধাবন-চূর্ণ প্রস্তুত হয়—উহা দাঁতের বেদনা-নিবারক, আম ও রক্তাতিসার-নাশক। কাঁচা স্থপারি খাইলে মস্ততা আনয়ন করে।

স্থপারি ছুঙ্কে সিদ্ধ করিয়া উহার সহিত এলাচ, লবঙ্গ, দারুচিনি-যোগে বেশ রসায়ন প্রস্তুত হয়; উহার সহিত ধুতুরা বীজ ও সিন্ধি যোগ করিলে কামেধর-মোদক প্রস্তুত হয়।

সিকিতোলা স্থপারি গুঁড়াইয়া উহার সহিত ২ তোলা লেবুর রস মিশাইয়া মণ্ড করিতে হয়; উহা ক্রিমি-নাশক। (Fig. 616.)

Genus—COCOS Linn.

617. *C. nucifera* Linn. (নারিকেল)

Fig.—Roxb., Cor. Pl., t. 73; Rheede, Hort. Mal., ii. 14; Kirtikar & Basu, Ind. Med. Pl., t. 990.

Ref.—F. B. I., vi. 482; Roxb., F. I., iii. 614; B. P., ii. 1095; Dymock, iii. 511; Prain, H. H., 203.

জন্মস্থান—ভারতের সমুদ্রকূলবর্তী স্থানে নারিকেল বহু পরিমাণে জন্মে; লঙ্কা, করমণ্ডল উপকূল, মালাবার উপকূল, মাদ্রাজ, উড়িষ্যা, চট্টগ্রাম, বরিশাল, হুগলী, হাওড়া প্রভৃতি স্থানে জন্মে।

বিশিষ্ট নাম—বা. সং. নারিকেল; হি. নারিষেল; তে. নারিকাদাম; তা. তেদামারম্।

ব্যবহার্য অংশ—ফুল, ফল, খোলা, তৈল, রস, শিকড় এবং ছাই।

বর্ণনা—অনাবৃত-পেহ খাড়া লম্বা গাছ, ৪০-৮০ ফুট উচ্চ, গাছের ব্যাস ১-২ ফুট; গাছের গোড়া অধিক মোটা, কৃষ্ণ অথবা ধূসরবর্ণ, গাছের গায়ে গোলাকার দাগ আছে। পত্র ১২-১৮

ফুট লম্বা, পত্রিকা ২-৩ ফুট লম্বা, পত্রের অগ্রভাগ ক্রমশঃ সরু, উজ্জ্বল সবুজবর্ণ, পত্রের শিরা ৩-৫ ফুট পর্য্যন্ত হয়, ইহা অতিশয় শক্ত। পুষ্প পুষ্প ছোট হরিদ্রাভ, ইহার পাপড়ী ৬ ইঞ্চি লম্বা। ফল ত্রিকোণাকৃতি ৬-১০ ইঞ্চি লম্বা, ভিতরে জল ও শাঁস আছে। ফলের উপরিভাগ ছোবড়াযুক্ত, খোলা অতিশয় শক্ত। ইহার ছোবড়া হইতে দড়ি ও জাহাজের কাছি এবং খোলা হইতে ছঁকা প্রস্তুত হয়। সারাবৎসরই ইহার ফল ও ফল হয়।

ঔষধার্থে ব্যবহার—নারিকেলের মূল মূত্রকর, ইহা মূত্রযন্ত্রের ও প্রীলোকদের জনন যন্ত্রের রোগে ব্যবহার হয়। ইহার পত্রের ছাই অনেক ঔষধে ব্যবহার হয়। ডাবের জল অতিশয় স্নিগ্ধ, ইহা পিপাসা নিবারক ও মূত্রযন্ত্রের রোগে হিতকর। ডাবের শাঁস পুষ্টিকর, শীতল ও মূত্রকর, পক্ষ নারিকেলের শাঁস গুরুপাক কিন্তু অতিশয় বলকারক, ইহা অনেক ঔষধে ব্যবহার হয়। নারিকেল গাছের মেথি পুষ্টিকর, বলবর্দ্ধক। নারিকেলের তৈল মস্তকের কেশ বাড়াইয়া দেয়, এই তৈলের সহিত-আখাঘসা মশলা পচাইয়া সুগন্ধ তৈল প্রস্তুত হয়। গাছের টাটকা রস মূত্রকর, নারিকেলের রস গাঁজিয়া খাইলে তাড়ি হয়। নারিকেল মালা অগ্নিতে দহন করিয়া উহাতে পাথরবাটী চাপা দিলে পাথরে যে ঘাম হয় উহা দাঁদের পক্ষে একটি উৎকৃষ্ট ঔষধ।

নারিকেল হইতে নারিকেল খণ্ড প্রস্তুত হয় উহা অজীর্ণ ও ক্ষয় কাসের ঔষধ।

৬ সের নারিকেলের শাঁস পেষণ করিয়া উহা ৮০ তোলা ঘূতে ভাজিয়া লও তৎপরে ৪ সের নারিকেল জলে উহা পাককর এবং জল একটু ঘন গালায় মত হইলে উহাতে ধনে, পিপুল, বংশলোচন, জীরা, কালজিরে, এলাচ, দারুচিনি, তেজপাতা মুখার মূল, নাগেশ্বর ফুল (*Mesua ferrea*) প্রত্যেকটি ১ তোলা পরিমাণ গুঁড়া করিয়া এই গালায় সহিত মিশ্রিত করিবে। এইরূপে নারিকেল খণ্ড প্রস্তুত হইল। এই দ্রব্য ২-৪ তোলা প্রত্যহ ব্যবহার করিতে হইবে (*Dutta, Met. Med., 249*)।

নারিকেল জল কোন ক্ষতিকর নহে; আয়ুর্বেদ মতে উহার রক্ত পরিষ্কার করিবার গুণ আছে (*Ainslie*)।

নারিকেল শাঁস কুকুনী দ্বারা কুরিয়া উহাতে অল্প জল মিশ্রিত করিয়া ছাকিয়া লইলে উহা দুগ্ধের মত হয়, উহা দুগ্ধের মত ব্যবহার করা চলে।

Dr. Shortt বলেন যে নারিকেলের দুগ্ধ ৪-৮ আউন্স পরিমাণ দিবসে ২৩ বার সেবন করিলে শারিরীক মৌর্খল্য দূর হয় এবং ইহা প্রাথমিক ক্ষয় রোগে বিশেষ উপকার হয়। ইহার স্বাদ অতি উৎকৃষ্ট বালকদিগকে খাওয়াইলে ইহা বেশ উপকার হয় কিন্তু অধিক মাত্রায় খাইলে বিরেচনের কাজ করে। ইহা Castor Oil ও অপরাপর বিরেচক ঔষধের স্থানে ব্যবহার করা যাইতে পারে (*Pharm. Ind. 247*)। নারিকেল ভাজিয়া ইহার শাঁস খাইবার ৩ ঘণ্টা পরে Castor oil খাইলে দুই ঘণ্টার মধ্যে অতি বড় বড় ক্রমি বাহির হইয়া যায়।

নারিকেলের খোলা হইতে এক প্রকার তৈল বাহির হয় উহা দাঁদের পক্ষে হিতকর। নারিকেলের তৈল হইতে সম্ভাব্য সাবান প্রস্তুত হয় (Dymock,)। এই তৈল বাদাম ও তিল তৈল অপেক্ষা মালিসের পক্ষে কম গুণশালী। নারিকেল ছুই জাল দিয়া যে তৈল পাওয়া যায় উহা পোড়া ঘা এবং টাকের পক্ষে হিতকর।

নারিকেল শাঁস ও তৈল বীজের শাঁস হইতে যে তৈল প্রস্তুত হয় উহা পোড়া ঘা ও বাতের বেদনায় হিতকর। নারিকেল তৈল একটি সর্পবিষের প্রতিষেধক ঔষধ বলিয়া কথিত আছে। কচি ডাবের শাঁস হইতে যে ছুই বাহির হয় উহা কলেরা রোগ নিবারক, যখন অপর ঔষধে বমন নিবারণ হয় না ও কোন উপকার হয় না তখন ইহা ব্যবহার করিলে অতি উৎকৃষ্ট ফল পাওয়া যায়। টাটকা নারিকেল তৈল Codliver oil এর তুল্য, ২০-৩০ মিনিম হইতে আরম্ভ করিয়া ক্রমে ১ ড্রাম দিবসে ৩ বার ব্যবহার করিতে হয়।

নারিকেল ফুল, চিনি-খসখসের শীকড় ও খেত চন্দন যোগে জলে পেষণ করিয়া সেবন করিলে পৈত্তিক জ্বরে বমন নিবারণ করে ও শরীরে বেশ শাস্তি হয় (Civil Sur. William Wilson, Bogra)।

হৃৎক সম্বল নারিকেলের ভিতর সৈন্ধব লবণ দিয়া নারিকেলের চতুর্দিকে মাটির লেপ দিবে, অনন্তর উহা ঘুঁটের অগ্নিতে পাক করিয়া যখন শীতল হইবে তখন নারিকেলের ভিতরে যে কৃষ্ণবর্ণ শস্ত পাইবে, উহা ২-৪ আনা মাত্রায় কিছু পিপুল চূর্ণ যোগে সেবন করিলে পরিণাম শূল আরাম হয় (ভাব প্রকাশ)। নারিকেলের ফুল দধির সহিত পেষণ করিয়া কয়েক দিন পান করিলে শর্করা রোগ আরাম হয় (ভাব প্রকাশ)। (Fig. 617).

Genus—BORASSUS Linn.

618. B. flabellifer Linn. (তাল)

Fig.—Rheede, Hort. Mal., i, tt. 9 & 10; Rumph., Herb. Ambo., i, t. 10; Roxb., Cor. Pl., i, 50, t. 70 & 71.

Ref.—F. B. I., vi, 482; Roxb., F. I., iii, 790; B. P., ii, 1092; Prain, H. H., 293.

জন্মস্থান—ভারতবর্ষে ও বর্ষায় রোপন করে; বঙ্গদেশের তুগলী, হাওড়া ও বর্ধমান জেলায় অধিক পরিমাণে দেখা যায়।

বিভিন্ন নাম—বা. হি. স. তাল; তা. পালাম।

ব্যবহার্য অংশ—মোচা, ফল, মূল ও মেথি; মোচা করে ১-৪ আনা।

বর্ণনা—বড় গাছ—ইহার শাখা প্রশাখা হয় না, গুঁড়ি ৬-৭ ফুট উচ্চ, গাছের মধ্যস্থল মোটা ও গোলাকার। পত্র ৫-১০ ফুট, পত্রের আকৃতি পাখার ছাচ, পত্র চর্ম্মের দ্বায় শক্ত,

ইহাতে অনেক উঁচু শিরা আছে, শিরাগুলি পত্রদণ্ডের গোড়া হইতে অগ্রভাগ পর্যন্ত বিস্তৃত, পত্রের কিনারা কাটার মত। পত্র দণ্ডের উভয় কিনারায় করাতের দ্বায় কৃষ্ণবর্ণ দাঁত আছে। তালগাছ একলিঙ্গ বিশিষ্ট। পুং গাছে তাল ফলে না, ইহার মোচ সোঁদালের ফলের দ্বায় লম্বা; স্ত্রীগাছে তাল ফলে, অগ্রভাগ হইতে তালের মোচ বাহির হয়, এক একটা মোচায় ১৫-২০টা তাল হয়। তালের কান্দি কয়েক ফুট লম্বা ও শক্ত। তাল গোলাকার, কৃষ্ণ বা ধূসর বর্ণ; পাকিলে কোনটি কৃষ্ণবর্ণ ও কোনটি হরিদ্রাবর্ণ হয়। প্রত্যেক ফলে ১-৩টা বীজ বা আঁটি থাকে। আঁটি শক্ত, ডিম্বাকৃতি ও একটু চ্যেপ্টা। বসন্তকালে তালের ফুল হয় ও বর্ষার শেষে তাল পাকে।

ঔষধার্থে ব্যবহার—তালের রস উত্তেজক ও শ্লেষ্মা নাশক। ইহার টাটকা রস মিষ্ট, মৃদু বিরেচক ও মূত্রকর। তাল পত্রের গায়ে যে তুলার মত পদার্থ পাওয়া যায় উহা কোন কঠিন স্থানে লাগাইলে উহা হইতে রক্তপাত নিবারণ করে। টাটকা রস প্রদাহ ও শোথ নিবারণ করে। তালের শীকড় শিথকর, পুষ্টিকর ও বলকারক। পাকা ফলের শাঁস গুরুপাক।

তালের ফোপল ঝাইতে মিষ্ট ও ইহাতে বেশ তরকারী হয়, ইহা শিথকর এবং মূত্রকর। তালের কান্দির ছাই সেবন করিলে বর্ধিত প্রীহা কমিয়া যায়। তালের মাড়ি বাহির করিয়া উহাতে অল্প চূণ দিলে উহা জমিয়া যায় এবং উহা বরফির দ্বায় ঝাইতে উপাদেয় হয়। তালের মাড়িতে ময়না বা চাউলের গুঁড়া মিশাইয়া তৈলে ভাজিয়া লইলে তালফুলুরি হয়। কাঁচা তালের শাঁস শিথকর ও শাস্তিকর।

শীতল ঝলের সহিত তাল গাছের মূল পেষণ করিয়া সেবন করিলে মূত্ররোধ আরাম হয় (সুশ্রুত)। তাল শাঁড়ার রস মধু সহ সেবন করিলে উন্মাদ আরাম হয়।

তালজটার (কান্দির) অস্তধূমদধু ফার পুরাতন গুড় সহ সেবন করিলে প্রীহাবৃদ্ধি কমিয়া যায়।

তালপুষ্পভবঃ ফার সঙ্গড়ঃ প্রীহানাশনঃ। চক্রদত্ত

তালগাছের উত্তর দিকের মূল প্রস্থতির দেহপরিমাণ লম্বা সূত্র দ্বারা কটীদেশে বাধিয়া দিলে সুখপ্রসব হয় (বঙ্গসেন)।

তালজটার ছাই উগ্র, উহা blister এর কাজ করে। পক্ক তালের মাড়ি চর্মরোগ নাশক। তালের চিনি বা মিছরী পিত্তনাশক, যকৃতের দোষ নিবারক; ইহা মধুমেহে ফলপ্রদ ঔষধ। তালের রস মূত্রকর ও পুরাতন গণোরিয়া নাশক (T. N. Mukherjee)।

তালের কান্দির ছাই বর্ধিত প্রীহায় হিতকর (U. C. Dutt)।

তালের টাটকা রসে চাউলের গুঁড়া মিশ্রিত করিয়া অগ্নির উত্তাপে আঠার মত করিয়া উহা একটি বস্ত্রখণ্ডে লাগাইয়া পুলটিস দিলে পৃষ্ঠত্রণ ও পুরাতন ক্ষত আরাম হয় (Pharm.

Indica)। তাল শাঁড়ার রস ও তালের নূতন শীকড়ের রস ছেঁচিয়া খাইলে পুরাতন সন্ধি ও ঘুড়িকাশী আরাম হয়। তালের সবুজ পত্রের রস উপদংশে হিতকর।

শুক তালের শাঁস পেট কামড়ানি ও উদরাময় আরাম করে। তালের শীকড়ের শুঁড়া নারিকেল তুট, লবণ ও মৎস্তের সহিত মিশ্রিত করিয়া পিষ্টকাকারে খাইলে শরীরের বলবৃদ্ধি হইয়া থাকে। তালের তাড়ি প্রত্যহ খাইলে শরীরের বলবৃদ্ধি হয়। বালকদিগকে প্রত্যহ অল্প পরিমাণ খাওয়াইলে তাহাদের পাঁচড়া ও অপরাপর চর্মরোগ আরাম হয় (Bomb. Nat. Hist. Journ., Vol. xxi I., P. 929.)। (Fig. 618.)

Genus—CARYOTA Linn.

619. *C. urens* Linn. (গোলসাগু)

Fig.—Rheede, Hort. Mal., i, t. 11; Mart., Hist. Nat. Palm, 193 & 107; Kirtikar & Basu, Ind. Med. Pl. t. 986B.

Ref.—F. B. I., vi, 422; Roxb., F. I., iii, 625; B. P., ii, 1093.

জন্মস্থান—পশ্চিমঘাট, মহাবালেশ্বর, বর্ষা, বঙ্গদেশ, উড়িষ্যা এবং সিকিমে সাধারণতঃ ৫০০০ ফুট উচ্চ পর্যন্ত দেখা যায়; উত্তর বঙ্গ, ত্রিহট, মাদ্রাজ প্রেসিডেন্সী।

বিভিন্ন নাম—হি. মারি; তা. কুন্দলে পানাই; উড়িয়া—জালোপা; বা. গোল সাগু।

ব্যবহার্য অংশ—ফল ও রস।

বর্ণনা—গাছ ৩০-৪০ ফুট উচ্চ। পত্র ১০-২০ ফুট লম্বা ১০-১৫ ফুট চওড়া, পত্রিকা ৫-৬ ফুট লম্বা, বক্র ও অবনত। উপরের পত্রের গোড়া হইতে ফুল হয়, তৎপরে ক্রমে ক্রমে নীচে পুং ও স্ত্রীপুষ্প জন্মে। কাদি ৩-৫টি হয়, ১½ ফুট লম্বা। পুষ্পদণ্ড ক্ষুদ্র, শ্বেতবর্ণ; পুষ্পের পাপড়ী ৩-৪ ইঞ্চি গোলাকার। ফল ১-২টি, গোলাকার, ঈষৎ লালবর্ণ। ফলে ১-২টি বীজ হয়, বীজ সোজাভাবে থাকে। এপ্রিল মাসে ফুল ও আগষ্ট মাসে ফল হয়।

ঔষধার্থে ব্যবহার—ইহার রস গাঁজাইয়া বেশ মদ প্রস্তুত হয়। টাটকা তাড়ি প্রাতে ১ গ্রাম খাইলে বেশ বিরেকনের কাজ করে (Pharm. Ind.)। ইহার বীজ আধকপালে মাখা ধরায় প্রয়োগ হয়। পুরাতন গাছের মাইজ হইতে ব্যবসায়ের উপযুক্ত সাগু প্রস্তুত হয় বলিয়া বিবেচিত হয়। (Fig. 619.)

Genus—PHOENIX Linn.

620. *P. sylvestris* Roxb. (খেজুর)

Fig.—Rheede, Hort. Mal., iii, tt. 22 & 25; Griff. Palms of Brit. India 141 t. 228A.

Ref.—F. B. I., vi, 425 ; Roxb., F. I. iii, 787 ; B. P., ii, 1096 ; Frain, H. H., 293.

জন্মস্থান—ভারতের সর্বত্র জন্মে, সিন্ধুদেশের অরণ্যে বহু পরিমাণে দেখা যায়; বঙ্গ দেশের হুগলী, হাওড়া, বর্তমান, যশোহর, ২৪-পরগণায় অরণ্যের ধারে ও বাগানে রোপণ করে।

বিভিন্ন নাম—বা. খেজুর; হি. আলমা; তা. ইচুমপায়াই; তে. ইযাণবেদী; বঙ্গ—ইচালুমারা।

ব্যবহার্য অংশ—ফল, আঁটা ও শীকড়।

বর্ণনা—শোভা গাছ ৪০-৫০ ফুট উচ্চ, ৩ ফুট মোটা। কাঠ ফিকে ধূসরবর্ণ, বহিঃভাগ শক্ত, পত্রবৃন্ত গাছকে জড়াইয়া থাকে। পত্র দণ্ড ৬-৭ ফুট লম্বা, পত্র পক্ষাকার দণ্ডের উভয় দিকে হয়, সম্মুখে একটি পত্র থাকে। পত্রদণ্ডের মূলদেশে প্রায় ৪ ইঞ্চি লম্বা কাটা আছে, পত্রিকা ৬-১২ ইঞ্চি লম্বা ১-১ ইঞ্চি চওড়া। খেজুরের কান্না নিম্নে অবনত। খেজুর গাছ স্ত্রী ও পুরুষ উভয় জাতীয়। খেজুর সমেত বে গাছ হয় উহা স্ত্রী জাতীয় গাছ, আর বে গাছের কান্নাতে খেজুর হয় না তাহা পুরুষ গাছ। ফল ১-১½ ইঞ্চি লম্বা, গোলাকার, পাকিলে হরিদ্রা বর্ণ হয়, যখন সম্পূর্ণ ভাবে খেজুর পাকিয়া ওঠে তখন একটু লালবর্ণ হয়। ফলের উপরিভাগে শাঁস থাকে, বীজ অতিশয় শক্ত, বীজের মধ্যস্থল লম্বাভাবে বিভক্ত। গ্রীষ্মের প্রারম্ভে ফুল ও ভাদ্র আশ্বিন মাসে ফল পাকে।

ঔষধার্থে ব্যবহার—খেজুর বলবর্দ্ধক। খেজুরের আঁটা গুড়াইয়া অপামার্কের শীকড়ের সহিত খাইলে বমন নিবারণ হয় (Dymock)।

খেজুর রস অতিশয় তৃষ্ণা নিবারক, খেজুরের মেথি গগোরিষা ও মধুমেহ আরাম করে। ইহার শীকড় দীর্ঘ বেদনা আরাম করে। (Fig. 620.)

621. *P. dactylifera* Linn. (পিণ্ড খেজুর)

Fig.—Lam. III. t. 897.

Ref.—F. B. I., vi, 425 ; Kur. For. Fl. ii, 541 ; Ic. Pl., Asiat. 244 ; Roxb. F. I., iii, 786.

জন্মস্থান—পাকিস্তান, সিন্ধুদেশ, ও সিন্ধুনদীর তীরবর্তী প্রদেশে দেখা যায়।

বিভিন্ন নাম—বা. সং পিণ্ডখেজুর; তা. পেরিকচাকাই; তে. কঙ্কককার।

ব্যবহার্য অংশ—রস, ফল, আঁটা।

বর্ণনা—সরল গাছ ১০০-১২০ ফুট উচ্চ হয়। গাছের গোড়ার চতুর্দিকে বহু শীকড় জন্মে। পত্র ধূসরবর্ণ ও লম্বা। *P. sylvestris* অপেক্ষা ইহার পত্রের অগ্রভাগ অধিক সরু।

ফল ১-৩ ইঞ্চি লম্বা, শাঁস অধিক হয়, খাইতে মিষ্ট। ভাল খেজুর মত হইতে এদেশে আইসে, পারস্তের খেজুর অতি উৎকৃষ্ট।

একপ্রকার খেজুর আছে উহা ভারতের করমণ্ডল উপকূলে সমুদ্রের কিনারা ঘন্যে, উহার লাতিন নাম *P. faringifera* Don. (Roxb. Cor. Pl., i. 56, t. 74; F. B. I., vi. 426). ইহার পত্র ফল কৃষ্ণবর্ণ ও ফলে প্রায় শাঁস নাই। বিহারে এক প্রকার খেজুর ঘন্যে উহার গাছ ২-১ ফুটের অধিক উচ্চ হয় না, পত্র খেজুর-পত্রের (*P. acanthis*.) দ্বায়। ফল ক্ষুদ্র, উজ্জল ও লোহিত বর্ণ। ফলে শাঁস আছে এই খেজুরকে ভূখজুর বলে। বসন্ত ও গরমে কুল হয়, বর্ষা ও শরতে ফল পাকে।

Dr. Roxburgh অনেক পিণ্ড খেজুরের গাছ Royal Botanic Garden Calcuttaতে রোপণ করিয়াছিলেন, এবং উপযুক্ত পরিমাণ তদ্বির করা সত্ত্বেও তিনি উক্ত গাছগুলি হইতে খজুর উৎপাদন করিতে পারেন নাই। ফল ধরিবার পূর্বে অর্ধেক গাছ মরিয়া যায়। অবশিষ্ট গুলিতে ফল হয় নাই।

ঔষধার্থে ব্যবহার—খেজুর স্নিগ্ধকর, শ্লেষ্মানিবারক, শ্বত্বেচক, পুষ্টিকর এবং রসায়ণ। সর্দি, হাঁপানী ও অপরাপর শ্বস্মন্ত্রের পীড়ায় খেজুর বড় উপকারী। ইহার আঠা উদরাময় ও জননযন্ত্রের যাবতীয় রোগে ব্যবহৃত হয়। খেজুরের আঁটা জলে ভিজাইয়া তাহার জল চক্ষে দিলে চক্ষুরোগ আরাম হয়। খেজুরের টাটকা রস ধারক ও স্নিগ্ধকর।

খেজুর স্নায়বিক নোক্ষল্য রোগে হিতকর (Watt)।

খেজুরের জেলি, পিপুলচূর্ণ ও মধু যোগে সেবন করিলে হিকা আরাম হয় (হৃশত)।

মধুর সহিত পিণ্ডখেজুর চাটিয়া খাইলে রক্তপিত্ত আরাম হয় (চক্রদত্ত)।

খেজুর মূত্রকর ও বলকারক, বসন্ত ও জরের পর দুর্বলতা থাকিলে খেজুর গব্যাদি সহ পাক করিয়া সেবন করিলে দুর্বলতা দূর হয়। খেজুরের রস মূত্রকর। ইহার জেলি প্রমেহ রোগে বিশেষ উপকারী। (Fig. 621.)

Genus—CALAMUS Linn.

622. *C. viminalis* Willd. (বড়বেত)

Fig.—Rumph. Herb. Amboin. v, t. 55; Fig. 2, (1750); Blume. Rumph., iii, t. 150, 163 (1847).

Ref.—F. B. I., vi, 441; Roxb., F. I., iii, 779; B. P., ii, 1099; Prain, H. H., 294; Jour. Bomb. Nat. Hist. Soc., xxv, 388 (1918).

জন্মস্থান—বঙ্গদেশের প্রায় সকল স্থানে গ্রামের ধারে ও জঙ্গলে দেখা যায়। হুগলী ও বর্ধমান জেলায় স্থানে স্থানে ঘন্যে, কলিকাতা বোটানিক গার্ডেনে অনেক বেতগাছ আছে।

বিভিন্ন নাম—বা. বড়বেত ; সং. বেতস ।

ব্যবহার্য অংশ—শীকড় ।

বর্ণনা—সরল ভাবে জন্মে অথবা কখন কখন বৃক্ষ আশ্রয় করিয়া বর্ধিত হয় । কাণ্ড মোটা, পত্রিকা পক্ষাকার । বেতের পত্রে, পত্রদণ্ডে ও কাণ্ডের গায়ে ছোট ছোট বক্র কাঁটা আছে, পত্রের অগ্রভাগ সরু লম্বা কাঁটাকৃষ্ট পত্রবিহীন লেজের (flagella) বিশি । এই flagella'র অংশ যদি শরীরের মধ্যে যায় তাহা হইলে কোন স্থান দিয়া পাকিয়া বাহির হইয়া বাইবার সম্ভাবনা আছে । কাঁটা বাহির করিবার জন্য অস্ত্রোপচারের দরকার হয় । ফল গোলাকার, বীজ আয়তাকার ও মন্থণ । বর্ষায় ফুল ও পরে শরতে ফল হয় ।

ঔষধার্থে ব্যবহার—বেত মধুর, কটুরস, কটিকর, অগ্নিবর্দ্ধক এবং পিত্তপ্রকোপে ও রক্তপিত্ত রোগে ব্যবহার হয় । ইহার পত্র লঘুপাক, বায়ুবর্দ্ধক, কফ ও পিত্তদমনকারী । বেতের পত্র মল ও মূত্রকর, ইহার ডগী অগ্নিবর্দ্ধক, কফ ও বায়ুনাশক এবং শোথ ও মূত্ররোগে বিশেষ ব্যবহার হয় । ইহা পাথরী ও ঘোণী রোগে হিতকর । বেতের ফল পিত্তবর্দ্ধক, কফ ও রক্ত ছটি রোগ-নাশক । (Fig. 622.)

623. C. tenuis Roxb. (ছাঁচিবেত)

Fig.—Griff. Palms, Brit. Ind. (1874) t. 193; A. B. C. (1850); Journ. Asiat. Soc. Bengal x, l, iii, p. 11 & 212; Annals. R. B. G. Calcutta xi, t. 94 (1908).

Ref.—F. B. I., vi, 447; Roxb., F. I., iii, 780; B. P., ii, 1099; Prain, H. H., 294; Journ. Bomb. Nat. Hist. xxv, 393 (1918).

জন্মস্থান—পূর্ববঙ্গ, সুন্দরবন; বর্ধমান, আসাম, সিঙ্গাপুর, মালাক্কা ।

বিভিন্ন নাম—বা. ছাঁচিবেত ।

ব্যবহার্য অংশ—শীকড়, রস, মূলের কাথ ৫-১০ তোলা; শাখার অগ্রভাগের রস ১-২ তোলা ।

বর্ণনা—লতানে উদ্ভিদ, কনিষ্ঠ আগুলের মত মোটা, গাছে কাঁটা আছে । পত্রিকা অনেক থাকে ; ফল গোলাকার, বীজ মন্থণ । এই বেত কখন কখন ২০০-৩০০ ফুট লম্বা হয় । এইরূপ লম্বা জাতীয় বেতকে “rattan” বলে । জাহ্নয়ারী হইতে এপ্রেল মাস অবধি ফুল ও পরে ফল হয় ।

ঔষধার্থে ব্যবহার—কোমল বেত পাতা তিল তৈল মিশ্রিত জলে পাক করিয়া বিট লবনে সেবন করিলে উক্সন্ত আরাম হয় (চরক)

নল ও বেতস মূলের কাথ প্রস্তুত করিয়া পান করিলে পুরাতন জ্বর আরাম হয় (স্থূত্রত)।

মুহু অগ্নিতে বেতস মূলের কাথ প্রস্তুত করিয়া ঘোনী প্রক্ষালন করিলে দ্রব ঘোনী দূত হয় (চক্রমন্ত)।

কুড় ও ছাঁচি বেতস মূলের কাথ লীতল করিয়া পান করিলে কুজুর বিষ নাশ হয়। বেতস বলিলে ছাঁচিবেত এবং বেত বলিলে বড় বেত বুঝায়। বেত খাস নাশ করে ও বেদনা দূর করে। বট, অশ্বথ, যজ্ঞদুধুর, পাকুড় ও বেতসকে পঞ্চ বড়ল বলে। (Fig. 923.)

CXV. PANDANACEAE

Genus—PANDANUS

624. *P. fascicularis* Lam. (কেয়া)

Fig.—Roxb. Cor. Pl., i, tt. 94-96; Rheede, Hort. Mal., ii, t. 1-8. (1679).

Ref.—F. B. I., vi, 485; Roxb. Fl. I, iii, 738; B. P., ii, 1101; Watt, vi, Pt., i, 45; Dymock, iii, 535; Prain, H. H., 294.

জন্মস্থান—সমগ্র ভারতবর্ষ, পারস্য ও আরব দেশ, বঙ্গদেশের সর্বত্র গ্রামের ধারে ও জঙ্গলে দেখা যায়।

বিভিন্ন নাম—বা. কেয়া, হি. কেওড়া, তা. জবনান চেদী, তে. মোগালি চেট্টু, সা. কেতকী, ছিন্নকহ; কখন—ক্যাদেজ গিছা; Eng. Screwpine.

ব্যবহার্য অংশ—কাণ্ড, পুংপুষ্পদণ্ড এবং বীজ, মাত্রা মূলধারে ২-৪ আনা পুংপুষ্পের কাথ ৫-১০ তোলা।

বর্ণনা—স্ত্রী ও পুরুষভেদে কেতকী দুই প্রকার; পুং কেতকীকে সিত কেতকী এবং স্ত্রী কেতকীকে স্বর্ণ কেতকী বা হেম কেতকী বলে। ইহার ডাল হইতে গাছ হয়, কাণ্ড প্রায়ে বক্র হয়, গাছ বড় হইলে গাছের কাণ্ড হইতে নীচের দিকে বটের দ্বায় মোটা শিকড়ের কুড়ি বাহির হয়। ইহার পত্র লম্বা, পত্রের মূলদেশ কাণ্ডে জড়াইয়া থাকে; অগ্রভাগ সরু, কিনারাখ করাতির দ্বায় কাটা আছে। কাণ্ড ১০-১২ ফুট লম্বা, অনেক শাখা প্রশাখা হয়। পত্র ৪-১২ ফিট লম্বা, ২-৩ ইঞ্চি সরু। অবনত, মসৃণ ও সবুজবর্ণ। পুষ্প স্বেতবর্ণ সৌগন্ধযুক্ত, একলিঙ্গ বিশিষ্ট। ফল ৬-৮ ইঞ্চি, লেবুরং বিশিষ্ট, পীতবর্ণ কিংবা ধূসরবর্ণ। ফল একত্রে ৫-২০টি হয়, ইহা কাঠের মত শক্ত, গোলাকার, পুং পুষ্পদণ্ড ছোট। মে হইতে জুন মাস অবধি ফুল হয়, আশ্বিন কাষ্ঠিকে আনারসের মত লাল ফল হয়।

ঔষধার্থে ব্যবহার—ইহার ফুল বিষ্ণু ও শ্রীকৃষ্ণের অতি প্রিয়। স্ত্রীলোকে ইহার ফুল

ও পত্র কেশে পরিধান করে। কেতকী গাছ শিবের পক্ষে অতি ঘৃণ্য, কথিত আছে যে শিব পার্কতীর সহিত পাশাখেলায় পরাস্ত হইয়া, কেতকী বনে লুকাইয়া থাকেন এবং সন্তোষ অবলম্বন করেন; ইহাতে পার্কতী একটা ভীলকন্য়ার রূপ ধরিয়া কেশে কেয়াফুল পরিধান পূর্বক কেয়াবনে শিবের ধ্যান ভঙ্গ করেন। শিব কুপিত হইয়া কেয়া গাছকে অভিসম্পাত করেন।

নির্ঘণ্টকারের মতে কেতকী তিক্ত, মিষ্ট ও শ্লেষ্মা নিবারক। ইহা কুষ্ঠ ও বসন্ত রোগে হিতকর। মুসলমান বৈজ্ঞানিক ইহাকে রসায়ণ বলিয়া উল্লেখ করেন। কেতকী কাষ্ঠের ছাই ক্ষত রোগে হিতকর। ইহার বীজ হৃদযন্ত্রের ক্ষত আরাম করে। কেয়াফুল হইতে বেশ কেয়াথয়ের প্রস্তুত হয়।

কেতকী ফুলের পুষ্পদণ্ডের স্ফার অস্থূর্মে দ্রব করিয়া তিল তৈল যোগে পান করিলে বাতজ্বর ওয়া আরাম হয় (চরুপত্র)

কেতক: কটুক: স্বাভুলঘৃষ্টিক্ত কফাপহ:।

উষ্ণা তিক্তরসা জ্বেষ্মাচক্ষুষ্ণা হেমকেতকী। ভাবপ্রকাশ

কেতকী কটু, স্বাদু, লঘু, তিক্ত ও কফনাশক; ইহা উষ্ণা তিক্তরস এবং চক্ষুরোগ নাশক।

কেতকী হইতে আতর ও কেণ্ডার জল এবং কেয়াথয়ের প্রস্তুত হয়।

কেতকী মূল ছুঁতে পেষণ করিয়া সেবন করিলে গর্ভপাত নিবারণ হয়। ইহার তৈল কোঁটা কোঁটা কর্ণে দিলে কর্ণ শূল আরাম হয়। শৌরীলা ও মাখাধরায় কেতকীপুষ্প সেবন করিলে বিশেষ ফল পাওয়া যায়। কেতকী কামোদ্বেজক ও নিদ্রাকর (R. N. Khorii ii, 634)। (Fig. 624.)

CXVI. TYPHACEAE

Genus—TYPHA Linn.

625. T. elephantina Roxb. (হোগলা)

Fig.—Wien, xxxix, 165. t. 5. Fig. 10; Kirtikar, Ind. Med. Pl., t. 992, (1918.)

Ref.—F. B. I., vi, 489; Roxb., Fl. Ind. iii, 566; B. P., ii, 1102; Prain, H. H., 284.

জন্মস্থান—উত্তর, পূর্ব ও মধ্য বঙ্গদেশে জন্মে। ইহা সচরাচর পুষ্করিণীর ধারে ও জলাভূমিতে দেখা যায়। সন্দরবন, আসাম, বঙ্গে ও উত্তর পশ্চিম ভারতের জলাভূমিতে প্রচুর আছে।

বিভিন্ন নাম—বা. হোগলা; সং. ইরাক; হি. পাতের রামবন; তে. জধু-এমিগেজানম।

ব্যবহার্য অংশ—ফল ও মূল।

বর্ণনা—বর্ষজীবী জলাভূমিজাত উদ্ভিদ। পত্র ৬-১২ ফুট উচ্চ হয়, পত্রের গঠন স্পঞ্জের মত, ১-১½ ইঞ্চি বিস্তৃত, কিনারাগুলি ঢেউ খেলানো; কুল সোজা ডাঁটার মত পুষ্পদণ্ডের উপর সৰু ফুলের মত বেশনে আবৃত থাকে। পুং পুষ্পদণ্ড ৪-১২ ইঞ্চি; স্ত্রী পুষ্পদণ্ড পুং পুষ্পদণ্ড অপেক্ষা বর্ধাকৃতি ৬-১০ ইঞ্চি লম্বা ৬-১ ইঞ্চি গোলাকার। শীতকালে ফুল ও পরে ফল হয়।

ঔষধার্থে ব্যবহার—পাকা ফলের উপরিভাগস্থিত পালকের জায় নরম পদার্থ ক্ষত ও ছুট ক্ষতে ব্যবহার হয় উহা তুলার জায় নরম। ইহার শিকড় মূত্রকর এবং পূর্ক এসিয়ায় রক্ত আমাশয়, গনোরিয়া ও হাম রোগে ব্যবহার করে। (Pharm. Journ. September, 1888, pp. 180)। (Fig. 625.)

CXVII. ARACEAE

Genus—AMORPHOPHALUS Bl.

626. A. campanulatus Bl. (ওল)

Fig.—Roxb., Cor. Pl., iii, t. 272; Bot. Mag., t. 2312; Wight, Ic., iii, t. 785, (1852).

Ref.—F. B. I., vi, 513; Roxb., F. I., iii, 509; B. P., ii, 1109; Dymock, iii, 546; Prain, H. H., 295.

জন্মস্থান—বঙ্গদেশের বহু স্থানে নদীর ধারে ও জঙ্গলের কিনারায় দেখা যায়; হুগলী হাওড়া জেলায় চাষ হয়। হাওড়া জেলার সাতরাগাছীতে ভাল ওল চাষ হয়।

বিভিন্ন নাম—বা. ওল; সং. শূরণ, অর্শয়; তা. ককলা; তে. মুককন।

ব্যবহার্য অংশ—কন্দ; মাত্রা ২-৪ আনা।

বর্ণনা—বর্ষজীবী গুল্ম, ইহার কন্দ হইতে বহু সংখ্যক খেতবর্ণ শিকড় বাহির হয়। কন্দ কখন কখন দুই হইতে আড়াই ফুট গোলাকার হয়; পূর্ক বৎসরের কাণ্ড হইতে গাছ বাহির হয়। গাছের ডাঁটা ১½-৩ ফুট লম্বা হয় কাণ্ডের উপরি ভাগে ছত্রাকার পত্র হয়। পত্র ফিকে সবুজবর্ণ। পত্র গোড়ার দিকে সাধারণতঃ তিনভাগে বিভক্ত হইয়া বর্জিত হয়, ইহা ১-৩ ফুট বিস্তৃত। ওলের ফুল উভয় লিঙ্গ বিশিষ্ট, পুং পুষ্প মধ্যো হয়; স্ত্রী পুষ্প নিম্নে হয়। পুং কেশর ঘনভাবে অনেক হয়; গর্ভাশয়ের মস্তক তিন ভাগে বিভক্ত কোষ বিশিষ্ট, বৃন্তহীন, ঘনভাবে আবদ্ধ। স্ত্রী কেশর দণ্ড লালবর্ণ কিংবা দীর্ঘ বেগুণে, ৬-৬ ইঞ্চি লম্বা। গর্ভকোষ ২ কিংবা ৩টা ভাগে বিভক্ত, বেগুণে কিংবা গাঢ় লালবর্ণ। ফল, ২০টা বীজ বিশিষ্ট লালবর্ণ। চাষ করা ওলে ও বনজাত ওলের এক নাম নহে, বন্য ওলের নাম A. Sylvaticus (Dymock)। ইহা বাজারে মদন মস্ত নামে খ্যাত। বর্ষার প্রারম্ভে ফুল ও পরে ফল হয়।

ঔষধার্থে ব্যবহার—ওলের কন্দ ও বীজ স্থানীয় প্রলেপ দিলে বাতের বেদনা ও ফুলা আরাম হয়। ওল উষ্ণ ও পেটকাঁপা নিবারক। ওলের টাটকা রস, সর্দি নিবারক ও অতিশয় যন্ত্রনাদায়ক বাতে হিতকর। ইহা রক্তস্রাব নিবারক, অর্শনাশক বলিয়া ইহার আর একটি নাম অর্শশ্র। ওলের শিকড় ফোড়া ও চকুরোগে হিতকর ও দাতুকর (Lindley)।

ওলের সহিত গুড় ও আরও কয়েকটি সৌগন্ধযুক্ত দ্রব্য যোগে মোদক প্রস্তুত হয়। যথা—লঘুশূরণ মোদক, শূরণ পিণ্ডি ও শূরণ বটক প্রভৃতি। গোলমরিচ ১ ভাগ, আদা ২ ভাগ, চিতামূল ৪ ভাগ, ওল ৮ ভাগ ও মাতগুড় ১৬ ভাগ লইয়া একসাথে মিশ্রিত করিয়া লঘুশূরণ মোদক প্রস্তুত হয়। এই মোদক প্রত্যহ প্রাতে ১ তোলা পরিমাণ ব্যবহার করিলে অর্শ ও অজীর্ণ আরাম হয়।

বহু ওলের কন্দ ঘৃত ও মধু যোগে পেষণ করিয়া স্নীপদে প্রলেপ দিলে উহা শীঘ্র আরাম হইয়া যায় (হারীত)।

ওল পোড়াইয়া ঘৃত ও মধু যোগে লেপন করিলে অর্করুদ আরাম হয়। ওল পিষিয়া দস্তে প্রলেপ দিলে দন্তশূল এবং শূলরোগে ওল চূর্ণ সেবন করিলে শূল আরাম হয়।

হিন্দু বৈজ্ঞ শাস্ত্রমতে ওল দুই প্রকার, এক প্রকার রক্তাভ শ্বেতবর্ণ অপরটি শুদ্ধ শ্বেতবর্ণ। রক্তাভ শ্বেতবর্ণ ওলই ঔষধে ব্যবহার হইয়া থাকে। বহু ওল অতিশয় চুলকাই। অর্শ রোগে রক্তাভ বহু ওল এবং ভোজনার্থে চাষ করা রক্তাভ ওল ব্যবহৃত হইয়া থাকে।

ওল ১৬ ভাগ, বুদ্ধদারক ১৬ ভাগ, তালমূল ও চিতামূল প্রত্যেকটি ৮ ভাগ। পিপুলমূল, তালীশপত্র, হরীতকী, বহেড়া, আমলকী, বিড়গুঠ পিপুল, তেলা প্রত্যেকটি ৪ ভাগ, দাকচিনি, ছোট এলাচ ও মরিচ প্রত্যেকটি ২ ভাগ লইয়া চূর্ণ করিবে এবং উক্ত দ্রব্য ওলের বিগুণ পরিমাণ গুড় যোগ করিয়া যে বটিকা হইবে উহাকে শূরণ বটক বলে। ইহা অগ্নিবর্দ্ধক, বৃদ্ধা, মেধা ও রসায়নী, ইহাঘারা অর্শ, গ্রহণী, খাস, কাস, জ্বর, প্রীহা, স্নীপদ, শোথ, প্রমেহ ও ভগনর রোগ আরাম হয়।

Calcium oxalate এর সূচগুচ্ছ বহু ওলের কোবে সম্বিহিত থাকায় ওল খাইলে গলায় উক্ত সূচ বিদ্ধ হইয়া গলা বদ্ধ হয় ও যন্ত্রনা দেয়। কোন এসিড, নেবুর ও তেঁতুলের রস খাইলে সূচ গলিয়া যায় ও যন্ত্রনার আশু উপশম হয়। (Fig. 626.)

Genus—ACORUS Linn.

627. A. calamus Linn. (ঘোড়াবচ বা শ্বেতবচ)

Fig.—Griff. Ic. Pl. Asiat., 162; Rheede, Hort. Mal., xi, t. 48; Kirtikar & Basu, Ind. Med. Pl., 1008.

Ref.—F. B. I., vi, 555; Roxb., F. I., ii, 169; Dalz & Gibs., Bombay Suppl. Pl., 96.

জন্মস্থান—ভারতের পার্বত্য জলাভূমিতে জন্মে ; সিকিম, মণিপুর, নাগা পাহাড় প্রভৃতি স্থানে ৩০০০ হইতে ৫০০০ ফিট উচ্চে বহু জন্মে ও চাষ হয়। শিবপুর ও দাঙ্গিলিং বোটানিক গার্ডেনেও চাষ হয়।

বিভিন্ন নাম—বা. ঘোড়াবচ বা খেতবচ ; সা. বচা, উগ্রগন্ধ ; তা. বাসধু ; তে. বাস।
Eng. Sweetflag.

ব্যবহার্য অংশ—মূল ; মাত্রা ৪-৮ আনা ; এক আনা মাত্রায় কফ নিবারক।

বর্ণনা—সৌগন্ধযুক্ত, নিম্নভূমিজাত ওষধি। ইহার মূলদেশ আদার মত ভূমণ্ডে লতাইয়া যায় প্রশাখা মধ্যমা অঙ্গুলিবৎ। পত্র ৩-৬ ইঞ্চি লম্বা, ৩-১২ ইঞ্চি বিস্তৃত, উজ্জল সবুজবর্ণ, অগ্রভাগ সরু, মধ্যস্থল মোটা, কিনারা সোজা অথবা ঢেউখেলান। মূলগাত্রে গাঁইট আছে। মূলের গর্ভকেশরের মস্তক পীতবর্ণ। ফল লম্বা, উপরিভাগ মন্দিরের চূড়ার মত। বেহারের বহু স্থানে খেতবচ জন্মে। বচ প্রধানতঃ দুই প্রকার, খেত বচ, ঘোড়া বচ এবং অরুণ বচ। ভাবপ্রকাশে যে স্বগন্ধা বচের উল্লেখ দেখা যায় পশ্চিমাকালের লোকে ইহাকে “কুলিখন” বলে। বঙ্গদেশে ইহাকে মহাবরী বচ বা অরুণ বচ বলিয়া থাকে। ভাবপ্রকাশ মতে স্বগন্ধা বচই মহাবরী বচ ; অতএব মহাবরী, আকবরী, কুলিখন ও স্বগন্ধা বচ একই জিনিষ। বর্ষাকালে ফুল ও পরে ফল হয়।

ঔষধার্থে ব্যবহার—বচ অল্পমাত্রায় পাচক ও অধিক মাত্রায় বমন কারক। বচের চূর্ণ ১২-২ আনা মাত্রায় দিবসে ২/৩ বার সেবন করিলে শ্বাস রোগ আরাম হয়। জ্বপালের তৈল অধিক মাত্রায় সেবন করিয়া পেটব্যথা হইলে অল্পমাত্রায় বচের ক্ষার ২ আনা মাত্রায় সেবন করিলে পেট কামড়ানি আরাম হয়। শিশুর অজীর্ণ জন্ম পেট ফাঁপিলে নাভির চতুর্দিকে বচের প্রলেপ দিলে বিশেষ উপকার হয়। বিরেকক ও বলকারক ঔষধের সহিত বচ সেবন করিলে উহাদের শক্তি বাড়াইয়া দেয় (Watt, Diet. Econ. Prod. Ind. I, Pt. i, 99)।

বচ তিক্ত, বায়ুনাশক, বলকারক ও সৌগন্ধময়। ইহা বলগ্রহ ঔষধের সহিত সেবন করিলে কোষ্ঠবদ্ধ, কম্পজর, পেটফাঁপা আরাম হয়। বচ অল্পজর ও অপস্মার রোগে ব্যবহৃত হয়। আমবাতের ফুলায় বচের প্রলেপ হিতকর। বচ জলের সহিত পেষণ করিয়া কর্ণে দিলে কর্ণনাদ আরাম হয়। কাশ ও ককরোগে বচ হিতকর। বচ কৃমিনাশক, ধারক বলিয়া উদরাময় ও রক্ত আমাশয় রোগে ব্যবহৃত হয় (R. N. Khor, ii. 328)।

বচ, অতিবিষার কাশ, অতিসার রোগে হিতকর। বচের সহিত মধুযোগে অপস্মারগ্রস্ত রোগীকে সেবন করাইলে অপস্মার আরাম হয়। বচ শিশুর গলায় বাধিয়া দিলে উহার পেঁচো পাওয়া ও অপরাণর বাল রোগ আরাম হইয়া যায় (স্বস্ত)।

বচের রস কুড়চূর্ণ ও মধুযোগে সেবন করিলে উন্মাদ আরাম হয়। কাঁচা দুগ্ধ ও শীতল জল সমভাবে মিশাইয়া সেবন করিলে স্মৃত্তরোধ জনিত উদরী রোগ আরাম হয় (ভাবপ্রকাশ)।

লবণ জলের সহিত বচচূর্ণ সেবন করিলে আগাশয়ের সহিত অজীর্ণ রোগ আরাম হয়। কফজ হৃদরোগে বচ ও নিমছালের কাথ পান করিলে বিশেষ উপকার পাওয়া যায় ও বমন নিবারণ হয়। চর্মরোগে খেতবচের প্রলেপ দিলে বিশেষ ফল পাওয়া যায়; খেতবচ ও বিড়ম্বের কাথে শিশুকে ঘান করাইলে কাউর আরাম হয় (বঙ্গসেন)।

বচের টুকরা মুখে রাখিলে মুখরোগ আরাম হয়। বচ, পেটফাশা, পেট বেদনা ও অজীর্ণ রোগের একটি বিশেষ ঔষধ, ইহা একজর ও ম্যালেরিয়া জর নাশক।

বচ কুইনাইনের সহিত সেবন করিলে অবিরাম জর আরাম হয়। উদারাময় রোগে ইহা অপরাপর ঔষধের সহিত ব্যবহার করিলে উক্ত ঔষধগুলির ক্ষমতা বাড়াইয়া দেয় (Met. Med.)।

বচের শিকড়ের রস ও গরম জল ১৬ আউন্স পরিমাণ দিবসে ৩ বার সেবন করিলে পেটফাশা আরাম হয়। বচের শিকড় জলে কিংবা Spiritএ বাটিয়া সেবন করিলে বৃকে সন্ধিবসা ও সন্ধির টান কমাইয়া দেয়। কথিত আছে যে বচের গন্ধ সর্প ভালবাসে না, এই কারণে অনেকে বাটার নিকটে বচ রোপণ করে এবং সাপুড়েরা সাপ খেলাইবার সময় বচ চর্কণ করিয়া থাকে। বচ মুখে রাখিলে মুখ গরম হয় ও লাল নির্গত হইয়া সন্ধি কমিয়া আইসে (Surg. Maj. R. L. Dutt, Pabna)।

বচ, বমন কারক, আক্ষেপ নিবারক, পেটফাশা ও পেটের বেদনা নিবারক, উত্তেজক ও কীটনাশক। বমনকারক ঔষধরূপে ইহা (Ipecacuanha) অপেক্ষা অধিক মূল্যবান, যে সকল রোগে ইলিকাক আবশ্যক হয়, তাহার স্থানে বচ অধিক ফল প্রদান করে; মাত্রা ৩০ গ্রেণ পরিমাণ, কিন্তু ৩৫ গ্রেণের অধিক ব্যবহার করা উচিত নহে। ইপানীতে ১৫-২০ গ্রেণ ২১৩ ঘণ্টা অন্তর সেব্য এবং কেবল সন্ধিতে ১০ গ্রেণ পরিমাণ যথেষ্ট।

দুগ্ধ বচ বালকদের উদারাময়ে একটি উৎকৃষ্ট ধারক ঔষধ, মাত্রা ৩ গ্রেণ পরিমাণ। বচের গুঁড়া জলের পোকা নাশ করে। জলে বচ ১ দিন কিংবা ২ দিন ভিজাইয়া সেই জলে মুরগীকে ঘান করাইলে উহার গায়ের পোকা মরিয়া যায়।

বচের শিকড়, হিন্দু, অতিবিষা, গোলমরিচ, আদা, হরিতকী, সৈন্ধব লবণ প্রত্যেকটি সমপরিমাণ লইয়া গুঁড়া ও মিশ্রিত করিয়া ৬ ড্রাম পরিমাণ সেবন করিলে, অজীর্ণ রোগ আরাম হয় (চক্রবর্ত্ত)। (Fig. 627.)

Genus—ALOCASIA Schott.

628. A. indica Schott (মানকচু)

Fig.—Wight, Ic., t. 794; Kirtikar & Basu, Ind. Med. Pl., t. 1603.

Ref.—F. B. I., vi, 525; Roxb., F. I., iii, 498; B. P., ii, 1111; Prain, H. H. 296.

জন্মস্থান—সমগ্র বঙ্গদেশে চাষ হয়; বরিশালে প্রচুর চাষ হয়; হুগলী, হাওড়া ও বর্ধমান জেলায় চাষ হয় ও বাটার সরিকটস্থ ভূমিতে রোপণ করে।

বিভিন্ন নাম—বা. মানকচূ; স. মানক; হি. মানকন্দ।

ব্যবহার্য অংশ—শিকড়, কন্দ ও পত্রবৃক্ষ; কন্দচূর্ণ ½-১ তোলা।

বর্ণনা—মানের কন্দ মোটা ও হৃদয়াকার; কাণ্ড ৩-৮ ফুট লম্বা হয়; পত্র ২-৩ ফুট লম্বা; ডিম্বাকৃতি পত্রের বৃহৎদেশ হৃৎপিণ্ডাকৃতি ও গোলাকার, অগ্রভাগ ক্রমশঃ সরু, পত্রের শিরা প্রায় ৮ ঘোড়া হয়। বোটা শক্ত ও লম্বা, পত্রের গোড়া কাণ্ডকে জড়াইয়া থাকে। মানপাতা সবুজবর্ণ। বর্ষার শেষে এবং শীতের প্রারম্ভে ফুল ও পরে ফল হয়।

ঔষধার্থে ব্যবহার—পরিষ্কার মানের শুদ্ধকন্দ ঔষধে ব্যবহার হয়। মান যুহিবিরেচক ও মূত্রকর, ইহা অর্শ কিংবা কোষ্ঠবদ্ধতায় বিশেষ উপকার করে। মান শুদ্ধ করিয়া গুঁড়া করিলে যে ময়লা হয় উহা শিশুদের পক্ষে একটা উৎকৃষ্ট খাদ্য। পুরাতন মান শোথরোগে হিতকর। মানের শিকড়ের ছাই মধুর সহিত সেবন করিলে চক্ষুরোগ আরাম হয়। পুরাতন মানচূর্ণ ½ তোলা, অর্দ্ধপোয়া গরম দুধের সহিত পান করিলে প্রীহা বৃদ্ধি আরাম হয় (চক্রদত্ত)। এবং ইহা সর্দঙ্গীন শোথের পক্ষে হিতকর।

মান অন্তর্ধূমে দ্রব করিয়া সেই ভস্ম সরিষার তৈল ও সৈন্ধব লবণের সহিত ব্যবহার করিলে জিহ্বার জড়তা দূর হয় (চক্রদত্ত)। মানপাতার রস স্ফোচক ও রক্তরোধক রূপে গৃহস্থেরা ব্যবহার করে। মানপাতা আগুনে সেকিয়া সেই রস কর্ণে দিলে কর্ণপ্রস্রাব নিবারণ হয়। মান অর্শ ও কোষ্ঠকাঠিন্যে বিশেষ আবশ্যকীয় ঔষধ। মান অতিশয় পুষ্টিকর।

পুরাতন মান হইতে মানমণ্ড প্রস্তুত হয়।

পূবাণং মানকং পিষ্টা দ্বিগুনীকৃতং তণ্ডুলম্।

সাধিতং ক্ষীরতোয়াভ্যামভ্যাসেৎ পায়সস্ত তৎ।

হস্তি বাতোদরং শোথং গ্রহণীং পাণ্ডুতামপি।

সিঙ্খোত্তিগুভিরাখ্যাতঃ প্রয়োগোহয়ং নিরতায়ঃ। (চক্রদত্ত)

পুরাতন মানের গুঁড়া ৮ তোলা, চাউলের গুঁড়া ১৬ তোলা, জল ও দুধ ৪৮ তোলা এইগুলি একত্রে সিদ্ধ করিয়া মণ্ড প্রস্তুত করিবে। এই মণ্ড সেবন করাইলে গ্রহণী, পাণ্ডু প্রভৃতি রোগ আরাম হয়। রোগীকে কেবল দুধ পান করিতে দিবে, জল দিবে না। (Fig. 628.)

Genus—COLOCASIA Linn.

629. C. Antiquorum Schott (কচু)

Fig.—Wight, Ic. t. 786; Rheede, Hort. Mal., xi, t. 23.

Ref.—F. B. I., vi, 523; Roxb., F. I., iii, 494; B. P. ii, 1112; Prain, H. H. 296.

জন্মস্থান—সমগ্র ভারতে চাষ হয়, বঙ্গদেশের হুগলী, হাওড়া, বর্ধমান ও বাঁকুড়া জেলায় ও চট্টগ্রামে চাষ হয়।

বিভিন্ন নাম—বা. কচু ; সং. কচ্ছী ; তে. চেমা ; তা. সেমাকালেহু ।

ব্যবহার্য অংশ—কন্দ ও ডাটা ।

বর্ণনা—কচুর কন্দ গোলাকার ও লম্বা, মূলদেশ হইতে চতুর্দিকে আলুর ন্যায় কচু জন্মে, চট্টগ্রামের কচু অতি উৎকৃষ্ট, ইহার পত্রের গোড়া হৃৎপিণ্ডাকৃতি, অগ্রভাগ মোটা ও ক্রমশ সর, ডাটা ২-৩ ফুট লম্বা হয় । কচুগাছ পুং ও স্ত্রী ভেদে দুই প্রকার হয়, কচুগাছ সাধারণত জলের কিনারায় ও আর্দ্র ভূমিতে জন্মে । ইহার কন্দ, পত্র ও পত্রদণ্ড মাহুবে খায় । কচু কয়েক জাতীয় আছে । (1) *C. nymphaeifolia* Kunth (সার কচু) F. B. I., vi, 523; Roxb., F. I. iii, 495; B. P. ii, 1112; (2) *Alocasia fornicata* Kunth. (সোলাকচু) F. B. I., vi, 526; Roxb., F. I. iii, 501; Wight, Ic. t. 793; (3) *A. cucullata* Schott, (ভূইমান বা বিঘমান) F. B. I., vi, 525; Wight, Ic. t. 787; Roxb., F. I., iii, 501. বর্ষাকালে ফুল ও পরে ফল হয় ।

ঔষধার্থে ব্যবহার—কচু ডাটার রস ধমনী হইতে রক্তস্রাব নিবারণ করে এবং কোন স্থান কাটিয়া যাইলে কচুর আঠা দিলে ক্ষত আরাম হয় (Pharm, Ind.) । কচুর আঠা কানের পুঁজ ও বেদনা নিবারণ করে এবং লবণের সহিত ইহা কুচকী ও বাগিতে দিলে উহা বসিয়া যায় । কচুর রস মুছ বিরেকক এবং অর্শরোগে হিতকর ; ইহা বোলতা ও বিছার বিষের প্রতিষেধক ঔষধ । (Fig. 629.)

Genus—PISTIA Linn

630. *P. stratiotes* Linn. (টোকাপানা)

Fig.—Roxb., Cor. Pl. iii t. 268; Rheede, Hort. Mal, xi, t. 32; Kirtikar & Basu, Ind. Med. Pl., t. 993.

Ref.—F. B. I., vi, 497; Roxb., F. I., iii, 131; B. P. ii, 105; Prain, H. H. 294.

জন্মস্থান—বঙ্গদেশের পুকুরে সচরাচর দেখা যায় । ইহা এশিয়া, আফ্রিকা ও আমেরিকা দেশে দেখা যায় ।

বিভিন্ন নাম—বা. টোকাপানা ; হি. জলকুস্তী ; সং. জলোদ্ভূতা, কুস্তিকা ; তা. আগসাতামারাই ; তে. আনটেবী-টামার ।



ব্যবহার্য অংশ—সমগ্র উদ্ভিদ। মাত্রা—রস ১-২ তোলা, কাথ—৪-১০ তোলা।

বর্ণনা—ভাসমান কাণ্ডহীন উদ্ভিদ; পত্র ১½-৪ ইঞ্চি লম্বা, মস্তক গোলাকার ও মোটা, কোমল লোমবৃত্ত। পুং পুষ্পদণ্ড বৃন্তহীন, স্ত্রী পুষ্পদণ্ড এক একটা, গর্ভাশয় বিল্লীয়ুক্ত, ইহাতে কয়েকটা বীজ থাকে। বীজ লম্বা। গ্রীষ্মকালে ফুল ও বর্ষার শেষে ফল পাকে।

ঔষধার্থে ব্যবহার—আয়ুর্বেদ মতে ইহা স্নিগ্ধকর এবং অনেক রোগের উপশম কারক। ইহার পত্র পেষণ করিয়া অর্শে প্রলেপ দেয় (Ainslie)। পানার ছাই বড় বড় কৃমি নাশের জন্য ব্যবহার হয়।

ইহার পাতা বাটিয়া পুলটিসের মত করিয়া ক্ষতস্থানে দিলে ক্ষতের পোকা মরিয়া যায়। ইহা নারিকেল-চুই ও চাউলের সহিত মিশাইয়া সেবন করিলে রক্ত আমাশয় আরাম হয়। পানা গোলাপ জল ও চিনির সহিত মিশাইয়া সেবন করিলে হাপানী ও সর্দিতে বেশ কাজ করে, ইহার শিকড় মুছ বিরেচক (Rheede, Ainslie)।

ইহার ছাই ফিতার দ্বারা কৃমিনাশক, ভারতের অনেক স্থানে ইহাকে পানা (Salt) বলে। (Fig. 630.)

Genus—SCINDAPSUS Schott.

631. S. officinalis Schott (গজপিপুল)

Fig.—Wight, Ic. t. 781; Kirtikar, Ind. Med. Pl., t. 1005.

Ref.—F. B. I., vi, 541; Roxb., F. I., i, 431; Prain, B. P., ii, 1114; Dymock, iii, 543.

জন্মস্থান—হিমালয়, সিকিম, চট্টগ্রাম, ব্রহ্মদেশ, সমগ্র বঙ্গদেশ এবং সিংগালিক পাহাড়ে দেখা যায়।

বিভিন্ন নাম—বা. গজপিপুল; সামতাল দারিঝাপাক; তা. আত্তি চিন্নালী; তে. এহুগা পিন্নালু।

ব্যবহার্য অংশ—ফল, ছাল।

বর্ণনা—বনজাত বৃক্ষারোহী উদ্ভিদ। কাণ্ড ১ ইঞ্চি কিংবা অধিক মোটা হয়। পত্র ৪-১২ ইঞ্চি লম্বা, ২½-৩ ইঞ্চি বিস্তৃত, গাঢ় সবুজবর্ণ, ডিম্বাকৃতি, ডাঁটার দুইদিকে একটির পর একটি পত্র হয়। পত্রের বৃন্তদেশ প্রায় গোলাকার অথবা হৃৎপিণ্ডাকৃতি, ডাঁটা ২-৬ ইঞ্চি লম্বা। ফল শাসবৃত্ত, ডিম্বাকৃতি কিংবা মণ্ডাকার প্রায় ৬ ইঞ্চি লম্বা। বীজ ডিম্বাকৃতি ও হৃৎপিণ্ডাকৃতি দেখিতে শনের বীজ অপেক্ষা একটু বড়, ধূসরবর্ণ, ইহার ভিতর তৈলময় খেতবর্ণ শাস থাকে। ইহার পত্র শাকের দ্বারা তরকারী করিয়া খাইয়া থাকে। নির্ঘটকার ইহার



পাকা ফলকে গজপিপ্পলী বলেন। ইহার ফলগুলি ১ ইঞ্চি পরিমাণ এবং $\frac{3}{4}$ ইঞ্চি মোটা দেখিতে দূসরবর্ণ ও গন্ধহীন। ফলের মধ্যে শাস ও বীজ থাকে, ইহা জলে ভিজাইলে ফুলিয়া ওঠে ও নরম হয়। বর্ষাকালে ফল হয়, জাহ্নঘরী মাসে ফল পাকে।

ঔষধার্থে ব্যবহার—ইহার শুক ফল উত্তেজক, বর্ধকর ও কুমিনাশক (Pharm Ind.)। সংস্কৃত লেখকেরা ইহাকে পেটফাঁপা-নিবারক, উদরাময় ও হাপানী রোগে হিতকর বলিয়া বর্ণনা করিয়াছেন। সামতালেরা ইহার ফল বাতে পুলটিস রূপে ব্যবহার করে (Rev. A. Campbell)।

বঙ্গদেশে ও মেদিনীপুর জেলায় গজপিপুলের চাষ হয়। ফল শুক করিয়া পূর্ব ও দক্ষিণ ভারতে গজপিপুল রূপে বিক্রয় করে। কোচবেহারে এক প্রকার গাছ আছে, উহার ফল দেখিতে ইচড়ের জায়, তদ্বেনীঃ লোকে ইহাকে গজপিপুল বলে। চৈ গাছের সহিত গজপিপুল গাছের অনেক বিষয়ে সৌসাদৃশ আছে এবং সংস্কৃত লেখকগণের মতে (*Piper chaba*) গাছের ফলই গজপিপুল নামে খ্যাত যথা “চবিকায়ঃ ফলং প্রাচৈঃ কথিতা গজপিপ্পলী।” Dr. Roxburgh লিখিত Drawingএ চৈ ও গজপিপ্পলী গাছ ভিন্ন বলিয়া দেখা যায়; Sir. J. D. Hooker এবং Sir. David Prainএর পুস্তকে চৈ ও গজপিপ্পলী ভিন্ন গাছ বলিয়া লিখিত আছে এবং তাহাদের Familyও ভিন্ন। এই সকল সিদ্ধান্ত হইতে মনে হয় যে চৈ ও গজপিপ্পলী এক গাছ নহে এবং চৈ এর ফল গজপিপ্পলী নহে, যদিও উভয় গাছের পাতার আকৃতি এক প্রকার। চৈয়ের ফল অপেক্ষা গজপিপ্পলীর ফল বড়। (Fig. 631.)

Genus—TYPHONIUM Schott.

632. *T. trilobatum* Schott (ঘেঁটকচু)

Fig.—Kirtikar, Ind. Med. Pl., t. 998; Journ. & Proc. Asiat. Soc. Bengal, New. Ser. x, t. 32 (1914).

Ref.—F. B. I., vi, 509; Roxb., F. I., iii, 503; B. P., ii, 1107; Basu, Man., Ind. Bot. 118.

জন্মস্থান—বঙ্গদেশ, নিম্নবঙ্গ, দাক্ষিণাত্য।

বিভিন্ন নাম—বা. ঘেঁটকচু; তা. ককুনাইক কিসাদু; কন্দ গাজা।

ব্যবহার্য অংশ—শিকড়।

বর্ণনা—মূল প্রায় গোলাকার, ৫-১২ ইঞ্চি। পত্র তিন অংশে বিভক্ত। পত্রবৃন্ত স্থল ও পুষ্পও ১-৪ ইঞ্চি লম্বা। পাপড়ী ১-৪ ইঞ্চি লম্বা। ফুলের আচ্ছাদন ৩-১২ ইঞ্চি লম্বা, বিস্তৃত

অত্যন্ত লাল ও বেগুনে, প্রায় চেপ্টা। উপরিভাগ মোটা নহে। গর্ভাশয় ক্ষুদ্র। বর্ষাকালে ফুল ও পরে ফল হয়।

ঔষধার্থে ব্যবহার—ইহার শিকড় অতিশয় ফিরফিরে, ইহা পুলটিশে ব্যবহার হয়। বিষাক্ত সর্পে কামড়াইলে ক্ষতস্থানে ইহার প্রলেপ দিলে সর্পবিষ নষ্ট হইয়া যায়। ইহা অতিশয় উত্তেজক। ঋতু হিসাবে ইহা পেটবেদনা নাশক ও রক্তস্রাব নিবারক। (Fig. 632.)

CXVIII. CYPERACEAE.

Genus—KYLLINGA Rottb.

633. *K. triceps* Rottb (শ্বেতগোধুবি)

Fig.—Rheede, Hort. Mal. xii, t. 52; Kritikar & Basu, Ind. Med. Pl. t. 1001; Lamarek, Ill. i, t. 38; Fig. 2 (1791); Rottb, Deser. Ic. Nov. Pl. t. 4, 1773.

Ref.—F. B. I., vi, 587; Roxb., F. I., 181; B. P. ii, 1135; Prain, H. H., 300.

জন্মস্থান—পশ্চিম ভারত, সিন্ধুদেশ, ব্রহ্মদেশ সমগ্রবঙ্গে দেখা যায়। হুগলী, হাওড়া জেলার পতিত নিয়ন্ত্রণিতে জন্মে।

বিভিন্ন নাম—বা. শ্বেতগোধুবি; সং. নির্বিষ; মারহাট্টা মুস্ত।

ব্যবহার্য অংশ—ফুল।

বর্ণনা—ইহার পত্র কাণ্ডের সমান। কাণ্ড ১-৬ ইঞ্চি লম্বা। পুং পুষ্পদণ্ড লম্বা, প্রায় তিনটি হয় কখন বা একটি হয়। পুংকেশর ২টি। ফল লম্বাকৃতি, পীতের আভাযুক্ত দুসরবর্ণ, অতিশয় চেপ্টা, ১/৬ ইঞ্চি লম্বা দ্বীকেশর ২টি। ইহার শীর্ষ মুখা ঘাসের ত্রায়। বর্ষাকালে ফুল ও পরে ফল হয়।

ঔষধার্থে ব্যবহার—শ্বেত গোধুবি সর্পবিষের প্রতিষেধক। (Fig. 633.)

634. *K. monocephala* Rottb (গোধুবি)

Fig.—Rheede, Hort. Mal., xii, t. 53; Rumph. Ambo. vi, t. 3. Fig. 2 (1753); Kirtikar, Ind. Med. Pl., t. 1001 B; Clarke, Cyperac. t. 2 (1909).

Ref.—F. B. I. vi, 588; Roxb., F. I., i, 180; B. P., ii, 1135; Prain, H. H., 300.

জন্মস্থান—বঙ্গদেশ, কুমায়ুন ও সিকিম।

বিভিন্ন নাম—বা. সং. নিকিঁয়া।

ব্যবহার্য অংশ—মূল।

বর্ণনা—ইহার কাণ্ড লোমযুক্ত, ২-১২ ইঞ্চি লম্বা। পত্র কাণ্ড অপেক্ষা ক্ষুদ্র; পুষ্পও এক একটি হয়, কখন বা ২।৩টি জন্মে ও মধ্যস্থলেরটি $\frac{1}{2}$ - $\frac{3}{4}$ ইঞ্চি, পার্শ্বের গুলি ক্ষুদ্র। ফল ঈষৎ লম্বা ডিম্বাকৃতি, ফিকে লাল ও ধূসরবর্ণ; স্ত্রীকেশর ফল অপেক্ষা লম্বা ও ছোট। এই গাছও মেঘিতে মুখার ছায়। ফুল হয় বর্ষা ও শরৎ কালে, পরে ফল হয়।

ঔষধার্থে ব্যবহার—নিকিঁয়া সর্প বিষের প্রতিষেধক বলিয়া সংস্কৃত লেখকগণ বর্ণনা করিয়াছেন।

Dr. Rheede, বলেন K. triceps & K. manocephala'র গুণ সমান, প্রথমোক্তটিকে পোটুগীজেরা "ককুইনা" বলিত। মালাবার দেশে ইহার শিকড় জ্বরে পিপাসা নিবারণের জন্ত ও বহুমূত্র রোগে ব্যবহার করে। Dr. Irvine বলেন যে কাশ্মীর দেশে ইহা Zedoary'র তুল্য বলিয়া ব্যবহার হয়। Dr. Roxburgh বলেন যে বঙ্গদেশে ইহা সর্পবিষের প্রতিষেধক রূপে ব্যবহার হয়। ইহার গন্ধ ও অপরাপর গুণ C. rotundus (মুখা) এর তুল্য। (Fig. 634.)

Genus—JUNCCELLUS Kunth.

635. J. inundatus Clarke (পাতি)

Fig.—Kirtikar & Basu, Ind. Med. Pl., t. 1009 (1918).

Ref.—F. B. I., vi, 595; Roxb., F. I., i, 201; B. P., ii, 1138; Prain, H. H., 300.

জন্মস্থান—আত্রভূমিতে, শান্তকৈত্রে ও হুন্দরবনে বহুপরিমাণে দেখা যায়।

বিভিন্ন নাম—বা. হি. পাতি।

ব্যবহার্য অংশ—শিকড়।

বর্ণনা—বর্ষজীবী উদ্ভিদ, শীতকালে মরিয়া যায় আবার বর্ষা আসিলে ইহার মূল হইতে গাছ বাহির হয়। গাছ কখন কখন ২-৪ ফুট উচ্চ হয়। পত্র মুখা ঘাসের পাতার ছায়। পুষ্পও ক্ষুদ্র লোমযুক্ত সোজা; ইহার প্রশাখা $\frac{1}{2}$ - $\frac{3}{4}$ ইঞ্চি। ফল একটু লম্বা, চেপ্টা ও মসৃণ। বর্ষা ও শরৎকালে ফুল পরে ফল হয়।

ঔষধার্থে ব্যবহার—ইহার মূল জরনাশক ও উত্তেজক (Irvine), (Fig. 635.)

Genus—CYPERUS Linn.

636. C. scariosus R. Br. (নাগরমুখা)

Fig.—Clarke, Ill. Cyperac. t. 16 ; Kirtikar, Ind. Med. Pl., t. 1010 ; Journ. Linn. Soc. Bot. xxi, t. 3 ; Fig. 22 (1884)

Ref.—F. B. I., vi, 612 ; Roxb., F. I., i, 198 ; B. P. ii, 1144 ; Prain, H. H., 302.

জন্মস্থান—হুন্দরবন, পেণ্ড, বঙ্গদেশ, হুগলী, হাওড়া, বর্তমান জেলায় দেখা যায়।

বিভিন্ন নাম—বা. নাগরমুখা ; সং. নাগরমুখক ; তা. মুখাকচ ; তে. টুঙ্কো-গাঙ্কাল-বিম।

ব্যবহার্য অংশ—শিকড় ও মূল। মূলচূর্ণ, ২-৪ আনা ; কাথ ৫-১০ তোলা।

বর্ণনা—লম্বা সূক্ষ্ম লোমযুক্ত নরম ঘাস, ৬-২ ইঞ্চি, ইহার কাণ্ড পত্রের দ্বারা আবৃত। কমল কাণ্ড ১৬-৩৬ ইঞ্চি লম্বা হয় ; উপরিভাগ নরম। পত্র সবগুলি সমান হয় না। পুষ্পদণ্ড সূক্ষ্ম ও লম্বা, কখন ৩ ইঞ্চি, কখন বা ৬ ইঞ্চি অপেক্ষা বড় হয় না। ইহার মূল শক্ত এবং ঈষৎ লালবর্ণ এবং গন্ধ খেত বচের মত। এই মুখা জলে জন্মে, কখন দেশের পুকুর ও ঝিলে জন্মে। মারহাট্টা ভাষায় ইহাকে "লাবালা" বলে ; ইহা ইংরাজী Rush নামের তুল্য। আশ্র জমিতেও ইহা বেশ জন্মে। মূল অদ্রুণবৎ, ইহার গায়ে কৃষ্ণবর্ণ লোম আছে। বর্ষাকালে ফুল ও পরে ফল হয়।

ঔষধার্থে ব্যবহার—ইহার গুণ মুখার তুল্য। পারস্ত দেশীয় চিকিৎসকগণ ইহাকে মুখা অপেক্ষা অল্পগুণসম্পন্ন বলিয়া বর্ণনা করিয়াছেন। নাগরমুখা গোলক, আদা ও হরিতকী প্রত্যেকটি ২ তোলা পরিমাণ গুঁড়া করিয়া, ৫ ভাগ করিবে এবং প্রত্যহ এক একটি ভাগের কাথ মধু ও পিপুলের সহিত পান করিলে জ্বর আরাম হয়।

নাগরমুখা, মোচারস (শিমুল আঠা), লোধ্রা, ধাইফুল (Woodfordia floribunda), অপরী বেল এবং ইন্দ্রযব (কুরচিবীজ) এইগুলি সমপরিমাণ গুঁড়া করিয়া ঘোল ও মাতগুড়ের সহিত ৬ মাষা মাত্রায় সেবন করিলে রক্ত আমাশয় আরাম হয়।

মুখার মূল পেটের দোষ নিবারক এবং ইহা কেশ দ্রুত করিবার জন্য ব্যবহার হয়। মুখা ঘর্ষকর ও মূত্রকর। ইহার মূল উগ্র এবং ধারক, ইহা অতিশয় রোগে প্রয়োগ হয় এবং কাথ উপদংশ এবং গণোরিয়া রোগ নিবারক (Watt, Diet. Eeon. Prod. Ind. III Pt. ii, 687)। (Fig. 636.)

637. C. rotundus Linn. (মুখা)

Fig.—Rumph, Herb. Amboin. vi, t. 1 ; Fig. 1, 1750 ; Journ. Linn. Soc. Bot. xxi, t. 2, Fig. 16 (1886) ; Kirtikar, Ind. Med. Pl., t. 1011.

Ref.—F. B. I., vi, 614 ; Roxb., F. I., i, 197 ; B. P., ii, 1145 ; Dymock, iii, 552 ; Watt, ii, Pt. ii, 686 ; Prain, H. H., 302.

জন্মস্থান—সমগ্র ভারতে জন্মে ; বাঙ্গলা দেশে উচ্চ জমিতে এবং পতিত স্থানে ও রাস্তার ধারে জন্মে ।

বিভিন্ন নাম—বা. মুখা ; সং. মৃত্তক ; তা. কোরাই ; তে. তুন্নমুত্তি ; মালাবার বিধল ; Eng. Nutgrass.

ব্যবহার্য অংশ—মূল । মাত্রা মূলচূর্ণ, ২-৪ আনা ; কাথ, ৫-১০ তোলা ।

বর্ণনা—বহুবর্ষজীবী উদ্ভিদ, সচরাচর বালুকাময় জমিতে জন্মে । মূলের উপরিভাগ সরু, ১-২ ইঞ্চি মোটা, কৃষ্ণবর্ণ ও সৌগন্ধযুক্ত, মূলে সরু সরু শিকড় আছে । মূলদেশ হইতে মুকুল বাহির হইয়া নতুন গাছ জন্মিয়া থাকে । পত্র লম্বা, পুষ্পদণ্ড গাছের অগ্রভাগ হইতে বাহির হয়, ফুলের মস্তকে ১০-২০টা শাখাপ্রশাখা হয়, উহা দেখিতে ফিকে অথবা লালের আভাযুক্ত ধূসরবর্ণ ও অতিশয় নরম । পুংকেশর ৩টা, স্ত্রীকেশর লম্বা ও সরু । ফল লম্বাকৃতি । ফুল ও ফল বৎসরের প্রায় সকল সময়েই হয় ।

ঔষধার্থে ব্যবহার—মুখা মূত্রকর, ঘর্মকর, ধারক, উগ্র পেটবেদনা-নিবারক ও জর-নাশক । টাটকা মুখা বাটিয়া বক্ষে প্রলেপ দিলে প্রস্রাবের দুঃখ বাড়িয়া থাকে । আরব ও পারস্ত দেশীয় বৈজ্ঞানিকের মতে ইহা মূত্রকর, ঋতুকর ও ঘর্মকর । জর ও অজীর্ণ রোগে মুখা অতিশয় হিতকর । মুখা ১ আউন্স সেবন করিলে ক্রিমিনাশ হয় । বিছা ও বোলতা কামড়াইলে দষ্টস্থানে মুখার রস দিলে যন্ত্রণার উপশম হয় । মুখা শোথনাশক বলিয়া কথিত আছে ।

বালা ও মুখার কাথ অতিসার রোগে হিতকর । মুখাচূর্ণ ও মরিচচূর্ণ মধুসহ সেবন করিলে কফ ও পিত্তজ কাস আরাম হয় (চরক) ।

বিড়ঙ্গ ও কৈবর্ত মুখা অথবা মুখাচূর্ণ মধুসহ লেহন করিলে কফজনিত বমন আরাম হয় (চরক) ।

মৌস্তং কষায়মেকং বা পেয়ং মধুসমাবৃতম্ । (সূত্রত)

২০টা মুখা, দেড়পোয়া জল, ছাগছড় অর্ধপোয়া ইহাদের কাথ, দুধমাত্র অবশেষ থাকিতে পান করিলে আমাশয় ও তজ্জনিত পেটবেদনা আরাম হয় । মুখার কাথ মধুসহ পান করিলে পক্ষাতিসার আরাম হয় (সূত্রত) ।

মুখা গব্যদুগ্ত যোগে উত্তমরূপে পেষণ করিয়া প্রলেপ দিলে অগ্নাশিথ্যতা ক্ষত একেবারে আরাম হয় । (চক্রদত্ত)

উক্তর দিকস্থ মুখার মূল তুলিয়া সর্ববৎস্তা গরুর (যে গরু বাছুর সমান বর্ণ) দুগ্ধের সহিত পেষণ করিয়া পান করিলে অপঘার আরাম হয় (বঙ্গসেন) ।

বৈজ্ঞানিক মুখা ও প্রকার, যথা নাগর মুস্তক, কৈবর্ত মুস্তক, ভদ্র মুস্তক ও সাধারণ মুস্তক। ভদ্র মুস্তক মুস্তকেরই অপর নাম। কৈবর্ত মুস্তক জলে ভস্ম, নাগর মুস্তক অপেক্ষা ইহার কাণ্ড লম্বা ও ত্রিকোণবিশিষ্ট।

মুখা, রক্তচন্দন, উবীর শিকড় (Andropogon muricatus); পর্পট (Oldenlandia herbacea), বালা (Pavonia odorata) শুঁট প্রভৃতি ১ ড্রাম পরিমাণ, জল দুই সের সিদ্ধ করিয়া অবশেষ ১ সের এই কাথ পান করিলে জরে পিপাসা এবং অতিরিক্ত উত্তাপ বিনষ্ট হয়। ইহাকে বড়দ-পানীয় বলে।

মুস্তক-পর্পটেশীর-চন্দনোদীচানাগরৈঃ।

শতশীরঃ জলং মজ্জাং পিপাসা-জর-শাস্তয়ে ॥ (Fig. 637.)

Genus—SCIRPUS

638. S. grossus Linn. (কেসুর)

Fig.—C. B. Clarke, Illus. Cyper. t. 49; Kirtikar & Basu, Ind. Med. Pl., t. 1013.

Ref.—F. B. I., vi, 660; Roxb., F. I., i, 231; B. P., ii, 1160; Prain, H. H., 306.

জন্মস্থান—ছোটনাগপুর, পশ্চিম বঙ্গ, হুগলী, হাওড়া বর্তমান জেলার জলাভূমিতে ও মাঠের পুকুরের কিনারায় দেখা যায়।

বিভিন্ন নাম—বা. কেশুর; সং. কসেক; তে. গুণ্ডা-তিলা; মালাবার—কশর।

ব্যবহার্য অংশ—কন্দ।

বর্ণনা—বর্ষজীবী জলীয় অথবা নিম্নভূমি জাত ওষধি। মূলদেশ মোটা, সরু সরু কৃষ্ণবর্ণ শিকড়ে আচ্ছাদিত; কাণ্ড ৬-১৬ ইঞ্চি, অল্পলিঙ্গ মোটা; পত্র অতি অল্প হয়। ইহার পত্র মুখার তায়। পুষ্পমঞ্জরী বড়, ৩ ফুট লম্বা, ১-১/২ ইঞ্চি বিস্তৃত। ফল ১/২ ইঞ্চি গাঢ় ধূসরবর্ণ, কিংবা কৃষ্ণবর্ণ। কেশুর ২ প্রকার, একটির মূল বড় ও মোটা, আর একটির মুখার তায় ছোট। বড় কেশুরেরই গুণ অধিক। ছোট কেশুরের লাতিন নাম S. Grossus, Var. Kysoor Clarke।

ঔষধার্থে ব্যবহার—কেশুর ধারক, উদারাময় ও বমন রোগে হিতকর (Dymock)। ইহার স্নিগ্ধকর গুণ আছে। কেশুর পেষণ করিয়া গব্যদুগ্ধ যোগে ফোড়ায় প্রলেপ দিলে ফোড়া আরাম হয় (চরক)। বর্ষাকালে ফুল ও পরে ফল হয়।

কেশুর ও ধটিমধু চূর্ণ বস্ত্রখণ্ডে বাঁধিয়া বুটির জলে সিদ্ধ করিয়া চক্ষে দিলে রক্তভিগ্নান আরাম হয় (ব্রহ্মত)। (Fig. 638.)



CXIX. GRAMINEAE

Genus—ANDROPOGON Linn.

639. *A. squarrosus* Linn. (বেনা, খসখস)

Fig.—Griff., Ic. Pl. Asiat. t. 57 ; Kirtikar & Basu, Ind. Med. Pl., t. 1015B. (ইহার আধুনিক নাম *Vitiveria zizamoides* Nash).

Ref.—F. B. I., vii, 186 ; Roxb., F. I., i, 265 ; B. P. ii, 1204 ; Prain, H. H., 317.

জন্মস্থান—করমগুল উপকূল, উত্তর ব্রহ্ম এবং বঙ্গদেশের বালুকাময় নদীর ধারে ও নিম্ন স্থানে জন্মে।

বিভিন্ন নাম—বা. বেনাঘাস, খসখস ; সং. উশীর, বীরণ।

ব্যবহার্য অংশ—শিকড় এবং সমগ্র ঘাস। কাণ্ড ৫-১০ তোলা।

বর্ণনা—কাণ্ড ২-৫ ফুট, অতিশয় সৌগন্ধযুক্ত, শিকড় দেখিতে হংসের পালকের মত। পত্র ১-২ ফুট, সরু, অগ্রভাগ লম্বা। পত্র ধূসরবর্ণ, সবুজ ও পীতবর্ণ $\frac{1}{2}$ - $\frac{1}{4}$ ইঞ্চি। পুষ্পদণ্ড ৪-১২ ইঞ্চি লম্বা। ইহার শিকড় গ্রীষ্মকালে দরজায় ঝুলাইয়া রাখে ও ইহাতে জল দিলে ঘর শীতল হয়। বর্ষাকালে ফুল পরে ফল হয়।

ঔষধার্থে ব্যবহার—ইহার রস শান্তিকর ও পিপাসা নিবারক। ইহা হইতে অনেক সিদ্ধকর ঔষধ প্রস্তুত হয়।

খসখসের শিকড় বাটিয়া গায়ে লাগাইলে শরীরের জ্বালা নিবারিত হয় ও উত্তাপ দূর হয়।

বেনার মূল, বালা, রক্তচন্দন কাষ্ঠ ও পদ্মকাণ্ড পেষণ করিয়া এক বালতি জলে মিশাইয়া পান করিলে শরীরের শান্তি হয় (W. C. Dutt.)।

বেনার শিকড়ের পিষ্টরস জ্বরনাশক এবং ইহার গুঁড়া পিত্তবিকৃতিতে অতি হিতকর ঔষধ। বেনা উত্তেজক, ঘর্মকর ও উদরাময় নাশক। বেনার Otto জ্বর নাশক ও বলকারক, ইহার শিকড় জলের সহিত বাটিয়া শরীরে মর্দন করিলে শরীরের শান্তি হয় ও অবসাদ দূর হয়।

খসখস আক্ষেপনিবারক, ঘর্মকর, মূত্রকর, ধাতুকর, মাত্রা শিকড়ের গুঁড়া ২০ গ্রেণ।

খসখসের Otto দুই মিনিম মাত্রায় সেবন করিলে কলেরার বমন নিবারণ করে।

বেনার শিকড় সিগারেটের ছায় খাইলে মাথাধরা আরাম হয় (Watt), উশীর এবং শ্বেতচন্দন সমভাগে তুলোদকে পেষণ করিয়া শর্করা সহ পান করিলে রক্তপিত্ত আরাম হয়। ছোলা ভিজান জলে বেনামূল ও ধনে একরাত্রি ভিজাইয়া প্রাতে পান করিলে বমন নিবারণ হয় (চরক)। (Fig. 639.)

640. *A. nardus* Linn. (গন্ধবেনা)

Fig.—Royle, Ill. t. 97; Benth. & Trim. Med. Pl., iv, t. 297; Kirtikar & Basu, Ind. Med., Pl., t. 1017.

Ref.—F. B. I., vii, 206; Roxb., F. I., i, 274; B. P., ii, 1203; Prain, H. H., 316. ইহার আধুনিক নাম *Cymbopogon Nardus* Rendle.

জন্মস্থান—উত্তর পশ্চিম প্রদেশ ও পাঞ্জাবের সমতল ভূমি এবং পাহাড়ের নিম্ন ভূমিতে সাধারণতঃ জন্মে; সিঙ্গাপুর ও সিংহলে *Citronella* তৈলের জন্য বহু পরিমাণে চাষ হয়। বঙ্গদেশের অনেক বাগানে চাষ করে।

বিভিন্ন নাম—বা. গন্ধবেনা; হি. অগন্ধারস; সং. রোহিণ; তামিল সাকনারু-পিন্ণু; মা. রোহিষ-গাবাত। Eng. Lemon Grass.

ব্যবহার্য অংশ—মূল।

বর্ণনা—ইহার সৌগন্ধযুক্ত পত্রের জন্য বঙ্গদেশের বাগানে চাষ করে। আসল গন্ধবেনার মূলদেশ শক্ত, কাণ্ড লম্বা ও শক্ত, পত্র লম্বা ও সরু; পুষ্পদণ্ড ৪-৫ জোড়া হয়। এই ঘাসের গন্ধ অতিশয় মনোহর। ইহার অপর সংস্কৃত নাম সুরাদা এবং গন্ধতৃণ, ইহার মূল ও পত্রে গোলাপের ন্যায় গন্ধ আছে, কোন কোন স্থানে ইহাকে গুলাব কাঁড়া বলে।

ঔষধার্থে ব্যবহার—গন্ধবেনা সৌগন্ধযুক্ত, উত্তেজক এবং পিত্ত দমনকারক ও স্নেহাজনিত রোগে হিতকর। General Martin টিপু সুলতানের রাজত্ব কালে এই গাছ ভারতে আনয়ন করেন, সর্ব প্রথমে লক্ষী নগরে ইহার চাষ হয় তৎপরে Dr. Roxburgh এই ঘাসের বীজ আনিয়া শিবপুর বোটানিক গার্ডেনে চাষ করেন। Dr. Ainslie ইহাকে ginger grass বলেন। এই ঘাসের পিষ্টরস উদরাময়ের পক্ষে হিতকর এবং ইহা হইতে যে Essential oil প্রস্তুত হয় উহা বাতের পক্ষে বিশেষ হিতকর।

খান্দেশ দেশীয় লোকে এই ঘাসকে সতিয়া বলে। এই ঘাস ভারতের খান্দেশ নামক স্থানে প্রচুর উৎপন্ন হয়; তদদেশীয় লোকেরা এই ঘাস চোয়াইয়া তৈল প্রস্তুত করে, এই তৈল অধিক দামে বিক্রয় হয়। ৩৭০ পাউণ্ড ঘাস হইতে প্রায় ১৬ পাউণ্ড তৈল পাওয়া যায়। ব্যবসায়ীরা এই তৈলের সহিত বাদাম, তার্পিন ও মসিনার তৈল ডেঙ্কাল দিয়া থাকে। কখন কখন এই ঘাস চোয়াইবার সময় উহার সহিত গোলাপ ফুল মিশ্রিত করিয়া তৈলকে সৌগন্ধযুক্ত করিয়া গোলাপী আতর বলিয়া বিক্রয় করে। বর্ষাকালে ফুল ও শীতকালে ফল হয়। (Fig. 640.)

641. *A. schoenanthus* Linn. (অগ্যঘাস)

Fig.—Kirtikar & Basu, Ind. Med. Pl., t. 1015A; Duthie, Ill. Fodd. Grasses t. 26 (1886); Wall., Pl. Asiat. Rar., iii, 280 (1832).

Ref.—F. B. I., vii, 204 ; Roxb. F. I., i, 277 ; B. P., ii, 1203 ; Prain, H. H., 316. ইহার আধুনিক নাম *Cymbopogon Martini* Wats.

জন্মস্থান—পাঞ্জাব, দাক্ষিণাত্য, মধ্য ভারত, যুক্ত প্রদেশ, ছোট নাগপুর, বেহার, মৈমনসিংহ, পশ্চিম ও পূর্ববাঙ্গালার বাগানে চাষ করে।

বিভিন্ন নাম—বা. অগ্যঘাস, কসাঘাস ; হি. রাসঘাস ; সং. দীর্ঘরোহিষক ; পাঞ্জাব রাহুস।

ব্যবহার্য অংশ—শিকড়।

বর্ণনা—এই ঘাস ৩-৬ ফুট উচ্চ হয়। পত্র লম্বা, অগ্রভাগ ক্রমশঃ সরু। ফুল ছোট।
Fig.—Mr. R. S. Pearson লিখিত *Rosa* ঘাস সম্বন্ধে লিখিত বিবরণ পড়িলেই ইহা কি কি কাজে ব্যবহার হয় তাহা বেশ জানা যায় (Ind. For. Records, v. pt. 3)।
 এই জাতীয় ঘাসকে মতিয়া ও সোফিয়া বলে। বর্ষাকালে ফুল এবং শীতকালে ফল হয়।

ঔষধার্থে ব্যবহার—এই ঘাসের তৈল ইক্ষুপুত্র রোগের পক্ষে বিশেষ হিতকর।
 এই তৈল অজীর্ণ ও জ্বর রোগে ব্যবহার হয় (Stewart)।

এই ঘাসের কাণ্ড জ্বর নাশক ও সর্দিতে হিতকর ; ইহা একটি পরীক্ষিত ঔষধ (Watt)।
 (Fig. 641.)

642. A. Iwarancusa Jons. (করাঙ্কুশ)

Fig.—Duthei, Ill. Fodd. Grasses, t. 23 (1886) ; Hook, Ic. Pl., xix, t. 1871 (1889) ; Kirtikar & Basu, Ind. Med. Pl., 1016.

Ref.—F. B. I., vii, 203 ; Roxb. F. I. i, 275 ; B. P. ii, 1202. ইহার আধুনিক নাম *Cymbopogon Iwarancusa* Schult.

জন্মস্থান—বেহার, ত্রিহত, উত্তর হিমালয় প্রদেশ এবং রাজপুতনার শুষ্ক মরুভূমিতে দেখা যায়।

বিভিন্ন নাম—বা. করাঙ্কুশ ; সং. লাহজ্জক, কতুণ ; হি. রোহিষ তুণ।

ব্যবহার্য অংশ—শিকড়।

বর্ণনা—বর্ষজীবী তুণ, কাণ্ড সরল, মোটা ও নিম্নদিকে লোমযুক্ত, পত্র মসৃণ, পত্রের বিস্তার সরু, পুষ্পদণ্ড সরল, সরু এবং আয়তাকার, কাণ্ডাচ্ছাদিত পত্রের মূলদেশ পীতবর্ণ। ফুল উভয় লিঙ্গ বিশিষ্ট। শীতকালে ফুল ও ফল হয়।

ঔষধার্থে ব্যবহার—ইহা রক্ত পরিষ্কার করণার্থে ব্যবহার হয়। এই তুণ সর্দি, পুণাতন বাত ও কলেরা রোগ নাশক। ইহা বালকদের অজীর্ণ রোগে একটি উত্তেজক ঔষধ।
 গেষ্টেবাত, বাত ও জ্বর রোগে ইহা অতিশয় হিতকর (Baden Powell)।

আরব দেশীয় বৈজ্ঞানিক ইহাকে দাড়াবর, মূত্রকর ও পেটফাঁপা নিবারক বলিয়া বর্ণনা করেন। ইহার মূল বাটিয়া উত্তরে লেপন করিলে পেটের ফুলা কমিয়া যায়। বাতরোগে ইহা বিরোধক ঔষধ রূপে প্রয়োগ হয়। (Fig. 642.)

643. A. citratus De. (গন্ধতৃণ)

Fig.—Rheede, Hort. Mal., xii, t. 72 ; Wall., Pl. As. Bar. iii, t. 280 ; Rumph., Herb. Amb., v, t. 72 ; Kirtikar & Basu, Ind. Med. Pl., t. 1018.

Ref.—F. B. I., vii, 210 ; B. P. ii, 1203 ; Kew. Bull., P. 357, 1906.

জন্মস্থান—ভারতের ও বঙ্গদেশের বাগানে চাষ হয়, ইহা সাধারণতঃ সিংহল দ্বীপে তৈলের জন্য চাষ হয়।

বিভিন্ন নাম—বা. গন্ধতৃণ ; সং. তৃণ ; হি. হিববাচা ; তে. নিম্মাগন্ধি। Eng. Lemon grass.

ব্যবহার্য অংশ—মূল ও তৈল।

বর্ণনা—এই ঘাসের স্বাধীন সবা অতিশয় সন্দেহজনক, ইহাকে A. Nardus কিংবা A. Schoenanthus, বলিয়া বিবেচিত হয়। উক্ত দুইটি ঘাসের বর্ণনা দেওয়া হইয়াছে বলিয়া এখন আর অধিক দেওয়া হইল না। এই তৃণ ৪-৭ ফুট উচ্চ হয়। পত্র ৩-৪ ফুট লম্বা ও ১ ইঞ্চি বিস্তৃত। ফুলের বোটা ছোট, পুষ্পদণ্ড সরু একদিকে অবনত। ফুল উভয় লিঙ্গ বিশিষ্ট, ধোঁপা জোড়া হয়। পুষ্পকেশর ৩টি। বর্ষাকালে ফুল হয়।

ঔষধার্থে ব্যবহার—এই ঘাসের volatile oil ভারতীয় ফারমাকোপিয়াতে ব্যবহৃত হয়। ইহা উত্তেজক, পেটফাঁপা ও আক্ষেপ নিবারক ও ঘর্মকর। পাকাস্থলীক যন্ত্রনায় ইহা একটি মূল্যবান ঔষধ। কলেরা রোগে ইহা যে শুষ্ক বমন নিবারণ করে তাহা নহে, অধিকন্তু ইহা পাকস্থলীকে সামান্যস্থায় আনয়ন করে। এই তৈল মালিশ করিলে পুরাতন বাত আরাম হয়। ইহার তৈল খাওয়াইলে বাত আরাম হয়, ইহা উত্তেজক ও ঘর্মকর। দেশীয় বৈজ্ঞানিক ইহাকে কলেরা রোগের মহৌষধ বলিয়া প্রশংসা করেন। ইহা কলেরার বমন নিবারণ করিয়া শরীরের অবসাদ দূর করে ও বল সঞ্চার করাইয়া দেয়। Dr. Ross বলেন যে ইহার পত্রের ৪ আউন্স পরিমাণ রস ১ পাইন্ট গরম জলে দিয়া পান করিলে কলেরার বিশেষ উপকার পাওয়া যায়। Typhoid জ্বরে দুর্বল রোগীর ঘর্ম উৎপাদন করিতে ও জ্বর কমাইবার পক্ষে ইহা অতি উৎকৃষ্ট ঔষধ। Dr. Ross আরও বলেন যে, ইহা ম্যালেরিয়া রোগগ্রস্ত শোথ রোগীর পক্ষে বিশেষ ফলপ্রসূ ঔষধ (Pharm. Ind. 255)। (Fig. 643.)

644. A. sorghum Brot. (জুয়ার)

Fig.—Gaertn. Fruct. ii, 9, t. 80.

Ref.—F. B. I., vii, 183 ; B. P., ii, 1204 ; Roxb., F. I., i. 269 ; Dymock, iii, 618.

জন্মান্ধান—উত্তর পশ্চিম ভারতে চাষ হয় ; পূর্ববঙ্গে অনেক জমিতে চাষ হইয়া থাকে ।

বিভিন্ন নাম—বা. জুয়ার ; সং. যবনাল । Indian Millet.

ব্যবহার্য অংশ—শস্য ।

বর্ণনা—বর্ষজীবী তৃণ জাতীয় উদ্ভিদ, লম্বা এবং সাধারণতঃ খুব বৃহৎ আকারের হইয়া থাকে । পাতা পাতলা ও চপ্টা ; ১২-১৪ ইঞ্চি লম্বা ও ১-১½ ইঞ্চি চওড়া, অগ্রভাগ সরু ; পাতার মধ্যবর্তী শিরা খুব সরল । পুষ্পগুচ্ছ বহু শাখাপ্রশাখায়ুক্ত ; ৬-১২ ইঞ্চি লম্বা হইয়া থাকে । পুষ্পকেশর ৩টি । একটি পুষ্পদণ্ডে অনেক শস্যদানা জন্মে । ইহার প্রায় ৩৭টি জাতি ও ১২টি উপজাতি আছে । ইহা একটি গরু, মহিষ, অশ্বজাতীয় পশুখাদ্য । শীতকালে ফুল ও গ্রীষ্মকালে ফল হয় ।

ঔষধার্থে ব্যবহার—জুয়ার হইতে দেশী মণ্ড প্রস্তুত হয় । (Fig. 644.)

Genus—BAMBUSA Schreb.

645. B. arundinacea Retz. (বাঁশ)

Fig.—Rheede, Hort. Mal., i, t. 16 ; Roxb., Cor. Pl., i, 56, t. 79 ; Kirtikar, Ind. Med. Pl. t. 1024.

Ref.—F. B. I., vii, 395 ; Roxb., F. I., ii, 191 ; B. P., ii, 1233 ; Prain, H. H., 323.

জন্মান্ধান—ভারতের ও বঙ্গদেশের সর্বত্র চাষ হয় ; উত্তর ও দক্ষিণ সরকার ও উড়িষ্যা দেশে জন্মে ।

বিভিন্ন নাম—বা. বেউড় বাঁশ ; সং. বংশ, কীচক ; তে. মূলকাশ ; তা. মঙ্গিল ; কঙ্কন-বিদিদুল ।

ব্যবহার্য অংশ—পত্র, শিকড়, বংশলোচন ।

বর্ণনা—৪-৬ ফুট উচ্চ হয় । সাধারণতঃ বাঁশ ১২-১৮ ইঞ্চি মোটা ও গায়ে কুলচীঘারা আবৃত, কুলচীতে শক্ত লোম আছে । পত্র লম্বাকৃতি, অগ্রভাগ সরু, বৃহৎদেশ প্রায় গোলাকার ।

ইহার ফুল লম্বা পুষ্পদণ্ডে জন্মে, পুষ্পদণ্ডের বহু শাখাপ্রশাখা আছে। কয়েক জাতীয় বাঁশ আছে; যথা, *B. spinosa* Roxb. (বেউড় বাঁশ); *B. Tulda* Roxb. (তলদা বাঁশ); *B. Balcooa* Roxb. (ভালুকা বাঁশ); *B. Vulgaris* Schr. প্রভৃতি। তদ্ব্যতীত ব্রহ্মদেশ ও আসামে বহু প্রকার বাঁশ আছে। বাঁশের ফলকে "বেসফল" বলে, ইহা দেখিতে ছোলায় মত। গ্রীষ্মকালে বাঁশের ফুল ও ফল হয়।

ঔষধার্থে ব্যবহার—বাঁশপাতা ঋতুকারক। পাকা বাঁশের চটাছারা নবজাত শিশুর নাড়ী কাটিয়া থাকে। বাঁশ উত্তেজক ও রসায়ন; কচি বাঁশপাতা লবণ ও গোলমরিচ সহ পেষণ করিয়া খাইলে উদরাময় আরাম হয় (Thornton)। কচি বাঁশপাতা বাটিয়া ফোড়ায় প্রলেপ দিলে ফোড়া কাটিয়া যায়। বাঁশপাতার কুঁড়ি সেবন করিলে ঋতু আনয়ন করে ও প্রসবাস্থিক শ্রাব নির্গত করিয়া দেয়। বাঁশপাতা কুষ্ঠ জ্বরে হিতকর। বাঁশপাতা পক্ষাঘাত ও পেটফাঁপা নিবারণ করে। বাঁশের মধ্যে একপ্রকার শ্বেতবর্ণ খড়ির মত পদার্থ দেখিতে পওয়া যায়, উহাকে বংশলোচন বলে, এই বংশলোচন অনেক কবিরাজী ঔষধে ব্যবহার হয়। বংশলোচন ৮ ভাগ, পিপুল ৪ ভাগ, এলাচ ২ ভাগ, দারুচিনি ১ ভাগ, চিনি ১৬ ভাগ এইগুলি একত্র ও চূর্ণ করিয়া পিত্তোপশমাদি চূর্ণ প্রস্তুত হয়। ইহার ১ ড্রাম পরিমাণ মধু ও ঘৃতের সহিত সেবন করিলে, ক্ষয়কাশ, বক্ষবেদনা, শ্বাসনাশ, হস্ত পদের জ্বালা আরাম হয়। ত্রিবংশ হইতে বংশলোচন পাওয়া যায়; কাঠপিপড়া কিংবা পোকায বাঁশের গায়ে গর্ত করিলে উহার ভিতরে বংশলোচন জন্মে, কখন কখন বাঁশের গায়ে ছিদ্র করিয়া দিলে কৃত্তিম বংশলোচন উৎপন্ন হয়। যাবা ও ভারত সাগরীয় দ্বীপপুঞ্জে বহুপ্রকার বাঁশ আছে—তথা হইতে বংশলোচন ভারতে বিক্রয়ার্থ প্রেরিত হয়। অকোট (*Alangium Lamarakii*) ও বংশমূল গোছতে পেষণ করিয়া পান করিলে কুকুর-বিষ নষ্ট হয়। (Fig. 645.)

Genus—DENDROCALAMUS Nees.

646. D. strictus Nees. (কারাইল বাঁশ)

Fig.—Brandis, For. Fl., 569. t. 70; Kirtikar & Basu, Ind. Med. Pl., t. 1025.

Ref.—F. B. I., vii, 404; Roxb., F. I., ii, 193; B. P., ii, 1234.

জন্মস্থান—বেহার, ছোটনাগপুর ও উড়িষ্যা।

বিভিন্ন নাম—বা. কারাইল বাঁশ; হি. বাঁশ; তে. কাক্কা; বখে—উধা; বখা—মাইনওয়া।

ব্যবহার্য অংশ—পত্র ও ভিতরের নরম অংশ।

বর্ণনা—এই বাঁশ দেখিতে অতিশয় সুন্দর ; স্থিতিস্থাপক, প্রায় নিরেট, গাছ ২-১০ ফুট উচ্চ এবং ইহার ব্যাস প্রায় ১-৩ ইঞ্চি, দেখিতে সবুজবর্ণ, একটু পুরাতন হইলে ঈষৎ পীতবর্ণ হয়। পুষ্পদণ্ডে অনেক শাখাপ্রশাখা আছে। গ্রীষ্মকালে ফুল ও পরে ফল হয়।

ঔষধার্থে ব্যবহার—ইহার গাঁইটের নিকটবর্তী ভিতরের নরম অংশ শিথলকর ও জ্বরনাশক। গাভীর প্রসববেদনা হইলে ইহার পাতা শীঘ্র প্রসবের জন্ত খাওয়াইয়া থাকে (Dr. Emerson)। (Fig. 646.)

Genus—CYNODON Rich.

647. C. dactylon Pers. (দুর্কা)

Fig.—Burm., Fl. Ind., 25, t. 10, Fig. 2 ; Kirtikar & Basu, Ind. Med. Pl., t. 1020 ; Rheede, Hort. Mal., xii, t. 47.

Ref.—F. B. I., vii, 288 ; Roxb., F. I., ii, 289 ; B. P., ii, 1227 ; Prain, H. H., 322.

জন্মস্থান—সমগ্র ভারতে জন্মে, বঙ্গদেশের রাস্তার ধারে, বাটীর কিনারায় ও পতিত শুষ্ক জমিতে বহু পরিমাণে জন্মে, খেলবার জমির বাহারের জন্ত রোপণ করে।

বিভিন্ন নাম—বা. স. দুর্কা, হি. হারিঘালি ; তা. দোবিঘাস ; তে. খেরিচ।
Eng. Couch grass.

ব্যবহার্য অংশ—সমগ্র ঘাস। মাত্রা, স্বরস, ১-২ তোলা ; কঙ্ক বা চূর্ণ ২-৪ আনা ; কাথ ৫-১০ তোলা।

বর্ণনা—দুর্কাঘাস লতার মত জন্মে, ইহার প্রত্যেক গাঁইট হইতে শিকড় বাহির হয়। পত্র ১-৪ ইঞ্চি লম্বা, ১/৪-১/২ ইঞ্চি বিস্তৃত, সরু ও অগ্রভাগ ক্রমশঃ সরু হইয়াছে। পুষ্পদণ্ড ১-২ ইঞ্চি লম্বা, সবুজবর্ণ কিংবা ঈষৎ বেগুনে রং-বিশিষ্ট, পুষ্পদণ্ডের শাখাগুলি নরম ১/২-১ ইঞ্চি লম্বা। বীজ ১/৪ ইঞ্চি লম্বা। বৎসরের সকল সময়ই ফুল ও ফল হয়।

হিন্দুরা বিশ্বাস করেন যে দুর্কাঘাসে এক জঘাবতী অগ্নি বাস করে। ঋতুদের সময় হইতে হিন্দুরা ঘরবাড়ী নির্মাণকালীন উহার চারি কোণে দুর্কাঘাস বসাইয়া থাকে।

দুর্কাঘাসকে দুর্কাষ্টক বলে ইহা বিষ্ণু ও গণেশের নিকট অতি পবিত্র। দুর্কাষ্টমী ত্রতের দিন (ভাদ্র মাসের শুক্ল অষ্টমী তিথি) পুরুষ তাহার ডাইন হস্তে এবং স্ত্রীলোকে বাম হস্তে দুর্কাঘাস বাঁধিয়া থাকে। বিবাহের সময়ে বরের দক্ষিণ হস্তে এবং কস্তার বাম হস্তে দুর্কাঘাস শুভ চিহ্নরূপ বাঁধিয়া থাকে। কালিদাসের বিক্রমোর্কশী পুস্তকের তৃতীয় স্কন্ধে উর্কশী কেশে দুর্কাঘাস বাঁধিয়া পুরুষবাকে ভালবাসার নিদর্শন দেখাইয়াছিল। কথিত আছে স্বামী যদি

স্ত্রীর গর্ভের ৩য় মাসে তাহার দক্ষিণ নাসিকায় দুর্কারস প্রদান করে তবে পুত্রসন্তান হয়। পশ্চিম ভারতে এখনও এই পদ্ধতি বিদ্যমান আছে (Dymock)।

ঔষধার্থে ব্যবহার—সংস্কৃত লেখকদের মতে দুর্কারস ধারক এবং নাসিকা হইতে রক্তস্রাব হইলে রসের নস্ত্র লইলে তৎক্ষণাৎ রক্তস্রাব নিবারিত হয়। কোন স্থান কাটিয়া থাকিলে দুর্কা চর্কণ করিয়া বাধিয়া দিলে ও রস দিলে রক্তস্রাব বন্ধ হয় (W. C. Dutt)।

ইহার কাথ রক্ত-আমাশয় ও অতিরিক্ত-রোগে বিশেষ ফলদায়ক ঔষধ (Dymock)। দুর্কার রস বমন-নিবারক ও পৈত্তিক জ্বরে হিতকর (Sakharam Arjun)। দুর্কা মূত্রকর, শোধ, সর্কাদীর্ণ শোধ, পুরাতন উদরাময় ও আমাশয়-রোগে ব্যবহৃত হয় (Dr. Thornton)।

সবুজ দুর্কারস শ্লেষ্মাযুক্ত চক্ষু-উঠা রোগে বিশেষ ফলদায়ক। ইহা পাঁচড়া রোগের প্রতিষেধক ঔষধ। দুর্কার শিকড়ের কাথ মহীশূর দেশে উপদংশের দ্বিতীয় অবস্থায় প্রযুক্ত হয় (Dr. North)। দুর্কার পিষ্টে রস দুগ্ধের সহিত পান করিলে অর্শের রক্তপাত নিবারণ করে (Dr. R. C. Dutta)। ইহার শিকড় পেষণ করিয়া ছানার সহিত খাইলে পুরাতন মধুমেহ আরাম হয় (Watt)।

রক্তপিত্ত রোগী দুর্কাপত্র চূর্ণ মধুসহ পান করিলে রক্তপিত্ত আরাম হয় (চরক)। দুর্কারস ½ তোলা সহিত তিল তৈল পাক করিয়া গায়ে মর্দন করিলে পাঁচড়া চুলকান প্রভৃতি চর্মরোগ আরাম হয় (চক্রদত্ত)।

দুর্কাঘাস তণ্ডুল চূর্ণের সহিত পেষণ করিয়া খাইলে যে স্ত্রীলোকের অধিক বয়স পর্য্যন্ত স্বত্ব হয় নাই তাহার স্বত্ব আগমন করে এবং যে স্ত্রীলোকের রক্ত রোধ হইয়াছে তাহার পুনরায় সরল ভালে রক্তস্রাব হয় (চক্রদত্ত)।

বেত দুর্কার মূল ৮ তোলা ২ সের জলে কাথ করিয়া ½ থাকিতে নামাইয়া শীতল হইলে মধু ও চিনি সহ পান করিলে মূত্ররোধ রোগ আরাম হয় (ভাবপ্রকাশ)। (Fig. 647.)

Genus—ZEA Linn.

648. Z. mays Linn. (ভুট্টা)

Fig.—Lamark., Ill. t. 749 ; Benth. & Trim., Med. Pl., t. 293.

Ref.—F. B. I., vii, 102 ; Roxb. F. I., iii, 568 ; B. P. 1209.

জন্মান্ধান—সমগ্র ভারতে চাষ হয়।

বিভিন্ন নাম—বা. ভুট্টা, জোনাব ; হি. মাকাই ; তা. মকা-সোলম ; মারহাট্টা বোন্দা।

ব্যবহার্য অংশ—ফল।

বর্ণনা—পশ্চিম ভারতীয় দ্বীপপুঞ্জে এই গাছ এখনও বহু অবস্থায় দেখা যায়। ইহা মক্কা হইতে ভারতে আনা হইয়াছে বলিয়া ইহাকে মক্কা বলে। চীন দেশীয় পুস্তকে দেখা যায় যে এই গাছ খৃষ্টীয় ১৬শ শতাব্দীতে চীন দেশে চাষ হইত, সম্ভবতঃ ইহা আমেরিকা হইতে এসেছে। মুসলমান বৈজ্ঞানিক ইহাকে *Sorghum Vulgare* এর তুল্য গুণ সম্পন্ন বলিয়া বর্ণনা করিয়াছেন। এই গাছ অনেকটা ইক্ষু গাছের তুল্য। ইহার প্রত্যেক গাঁইট হইতে ফুল ও ফল হয়। বর্ষা ও শীতকালে ফুল হয়। ফল শীতকালে হইয়া থাকে।

ঔষধার্থে ব্যবহার—ইহা ধারক ও পুষ্টিকর, ক্ষয়কাশ ও উদরাময়ে উপযুক্ত পদ্য। ইউরোপে দুর্বল রোগীদিগকে ইহা খাওয়াইবার ব্যবস্থা করে। ইহার শস্তের কাথ গ্রীসদেশে মৃদুগন্ধ সঞ্চয়ী পীড়ায় ব্যবহার করে। ইহার মূত্রকর গুণ আছে। (Fig. 648.)

Genus—ERAGROSTIS Beauv.

649. E. cynosuroides Beauv. (কুশ)

Fig.—Rheede, Hort. Mal., xii, t. 57 ; Duthie, Fodd. Grass. Ind., 62, t. 40.

Ref.—F. B. I., vii, 324 ; Roxb. F. I., i, 233 ; B. P. ii, 1223 ; Prain, H. H. 321.

জন্মস্থান—ভারতের সর্বত্র জন্মে ; বঙ্গদেশের শুষ্ক তৃণময় স্থানে ও নদীর ধারে জন্মে, কখন কখন গ্রামের জঙ্গলের কিনারায় জন্মে।

বিশিষ্ট নাম—বা. কুশ ; হি. ডব, কুশ।

ব্যবহার্য অংশ—শিকড়।

বর্ণনা—বর্ষজীবী তৃণজাতীয় উদ্ভিদ, গাছের গোড়া হইতে লম্বাকৃতি পত্র বাহির হয়। ইহার পত্র কেশে অপেক্ষা ক্ষুদ্র ও একটু মোটা, পুষ্পদণ্ড ৬-১৮ ইঞ্চি লম্বা ঝাড়া ও সর। পুষ্পের ৩টি, বীজ $\frac{1}{2}$ ইঞ্চি, ডিম্বাকৃতি ও চেপ্টা, কুশের পাতার অগ্রভাগ স্থগল বলিয়া ইহার আর একটি সংস্কৃত নাম সৃষ্ট। বর্ষাকালে ফুল হয় এবং শীতকালে ফল হয়।

ঔষধার্থে ব্যবহার—তুলসী ও মর্ভের জায় ইহা হিন্দুদের যাবতীয় ধর্মকার্যে ব্যবহার হয়। কুশ রক্ত আমাশয় ও যাবতীয় স্ত্রীরোগে ব্যৱহার হয়। ইহার মূত্রকর গুণ আছে। (Fig. 649.)

Genus—ELEUSINE Gaertn.

650. E. coracana Gaertn. (মার্গী, মেরুয়া)

Fig.—Rheede, Hort. Mal., xii, t. 78 ; Duthie, Fodd. Grass. India, 57, t. 69 ; Kirtikar & Basu, Indian, Med. Pl., t. 1021.

Ref.—Dymock, iii, 620 ; F. B. I., vii, 294 ; Roxb. F. I., i, 342 ; B. P. ii, 1229 ; Prain, H. H., 322.

জন্মস্থান—ভারতের নিম্ন ভূমিতে ও পার্শ্ববর্তী প্রদেশে চাষ হয়।

বিভিন্ন নাম—বা. মার্গা, মেঝা ; হি. মণ্ডা, মাকরী ; তামিল রাগি ; তে. তামিভালু।

ব্যবহার্য অংশ—শক্ত।

বর্ণনা—মাকারী বর্ষজীবী ঘাস, ২-৪ ফুট উচ্চ হয়, কাণ্ড কতকটা চেন্তা ও মক্ষণ, পত্রের মূলদেশ কাণ্ডে লাগিয়া থাকে যেমন ইক্ষু ও অপরাপর তৃণ জাতীয় উদ্ভিদে হইয়া থাকে। গাছের অগ্রভাগে পুষ্পদণ্ড হয় যেমন ধানের শীষ হয়। শক্ত গোলাকার, প্রায় সরিষার মত, গাঢ় লালের আভাযুক্ত ধূসরবর্ণ ও কৌকড়ান। বর্ষার পরে ফুল হয় ও ইহার দানা শীতকালে পাকে।

ঔষধার্থে ব্যবহার—ইহার দানা পশ্চিম ভারতের দরিদ্র লোকে খাইয়া থাকে। শক্ত দুর্বল বালকদিগকে তৃণের সহিত মিশ্রিত করিয়া খাওয়াইয়া থাকে। ইহা একটা বেশ শিশুখাদ্য। ইহার ময়দার মত গুঁড়া হইতে বিস্কুট প্রস্তুত হয়। ঔষধার্থে ইহার বিশেষ কোন গুণ পরিলক্ষিত হয় না, তবে ইহা দারুণ বলিয়া কথিত আছে (Baden Powell)। Fig. 650.

Genus—IMPERATA Cyrill.

651. *I. arundinacea* Cyrill. (উলু)

Fig.—Hort. Gram., Austr. iv, t. 40.

Ref.—F. B. I. vii, 106 ; Roxb., F. I. i, 234 ; B. P., ii, 1188 ; Prain, H. H., 307.

জন্মস্থান—বঙ্গদেশের সর্বত্র ; পৃথিবীর অপরাপর উষ্ণপ্রধান দেশে জন্মে।

বিভিন্ন নাম—বা. উলু ; সং. দর্ভ।

ব্যবহার্য অংশ—শিকড়।

বর্ণনা—গোড়া লতানে, কাণ্ড ১-৩ ফুট লম্বা, নিরেট। পুষ্পদণ্ডের প্রশাখা ৬-৮ ইঞ্চি, পত্র অতিশয় দীর্ঘ, ইহার পত্রদ্বারা গরীবলোকে ঘর ছাইয়া থাকে। বর্ষাকালে ফুল এবং শীতকালে ফল হয়।

ঔষধার্থে ব্যবহার—ইহার শিকড়ের কাথ মুত্রকর ও শাস্তিকর এবং গণোরিয়া রোগে অতিশয় হিতকর। (Fig. 651.)

Genus—ORYZA Linn.

652. *O. sativa* Linn. (ধান)

Fig.—Duthie Fodder Grasses t. B., Benth. & Trim., iv, t. 291 ; Proc. Asiatic Soc. of Bengal, t. 5, 1896. Bose, Man. of Ind. Bot. 10, 12, 302.

Ref.—F. B. I., vii, 92 ; Roxb., F. I., ii, 200 ; B. P., ii, 1184 ; Watt, v, Pt. ii, 502 ; Prain, H. H., 312.

জন্মস্থান—সমগ্র ভারতে চাষ হয়।

বিভিন্ন নাম—বা. ধান।

ব্যবহার্য অংশ—শক্ত।

বর্ণনা—তৃণ জাতীয় উদ্ভিদ, পাতা ঘাসের পাতার মত-পাতলা, সরু ও চ্যেপ্টা ; কাণ্ড ২-১০ ফুট উচ্চ। ১-২ ফুট লম্বা ও $\frac{1}{2}$ - $\frac{3}{4}$ ইঞ্চি চওড়া। শীষ হরিত্রা অথবা রক্তাভ বর্ণের, ৩-৫ ইঞ্চি লম্বা। পুষ্পগুচ্ছ ৬-১০ ইঞ্চি লম্বা। পুষ্পকেশর ৬টি। গর্ভদণ্ড ২টি, ছোট। গর্ভমুণ্ড পুষ্পের আবরণ হইতে বাহির হইয়া থাকে। বীজ সরু ও চ্যেপ্টা। ধান সাধারণতঃ বর্ষাকালে চাষ হয় ও আশ্বিন মাসে ফুল হয় এবং অগ্রহায়ণ মাসে পাকিয়া থাকে। আউস ধান ভাদ্র আশ্বিন মাসে পাকে এবং বোরো ধান শীতকালে চাষ হয় ও চৈত্র মাসে পাকিয়া থাকে। ধানের খড় পশুখাদ্য। একজাতীয় ধান আছে উহার চাষ হয় না, আপনি জলা জমিতে জন্মে ; উহার লাতিন নাম Var. *fatua*. বন্য ধান মণিপুরের জলায় ও অত্রান্ত স্থানে হয়। মৎস্যজীবী ও দরিদ্র লোকেরা ভাল ধানের অভাবে বন্য ধানের চাউল খাইয়া থাকে।

ঔষধার্থে ব্যবহার—ঋষদে ধানের বর্ণনা নাই, তবে আয়ুর্বেদে ইহা যব ও মাষকলায়ের সহিত বর্ণনা দেখা যায়। ভারতে ধানের চাষ চীন দেশ ও বর্মার পর হইয়াছে বলিয়া অনুমিত হয়। সংস্কৃত লেখকগণ সর্কাপেক্ষা পুষ্টিকর ধানের মধ্যে ধান, যব ও গমের উল্লেখ করিয়াছেন। ধান ও যব হইতে যবাণ্ড, খই, মুড়ি, চিড়ে প্রভৃতি প্রস্তুত হয়। ইহা অতিশয় পুষ্টিকর খাদ্য ও রোগীর পক্ষে হিতকর।

চাউল জলে ভিজাইয়া ততুলাধু প্রস্তুত হয় ; উহা অনেক ঔষধের অহুপান রূপে ব্যবহার হয়।

চাউল হইতে মত্ত প্রস্তুত হয়। ইহার প্রস্তুত প্রণালী Sir. George Watt সাহেব লিখিত Dictionary of Economic Products নামক পুস্তকে বিশেষ রূপে বর্ণিত আছে।

দধির সহিত চিড়া খাইলে রক্ত আমাশয় আরাম হয়।

সিদ্ধ চাউল গরম অবস্থায় বেশ পুলটিসের কার্যে ব্যবহৃত হয় ; ইহা মসিনা কিংবা ভূষির পুলটিসের স্থানীয়। (Fig. 652.)

Genus—PASPALUM Linn.

653. *P. scrobiculatum* Linn. (কোদো)

Fig.—Rheede, Hort. Mal., xii, t. 84 ; Duthie, Field. & Gard. Crop, 2, t. 27.

Ref.—F. B. I., vii, 10 ; Roxb., F. I., i, 278 & 280 ; B. P., ii, 1182 ; Dymock, iii, 619.

জন্মস্থান—বঙ্গদেশের জঙ্গলময় ও নীরস বালুকাময় জমিতে জন্মে।

বিভিন্ন নাম—বা. কোদো ; সং. কোত্রব ; তে. অরুণ্ড ; তা. গোরাবুজ্জ।

ব্যবহার্য অংশ—শস্ত্র।

বর্ণনা—বর্ষজীবী তৃণ, চাষ হয় ; কাণ্ড শোভা ১-৬ ফুট উচ্চ ; কচিং শূন্য লোমযুক্ত। পাতা লম্বা, পাতলা ও চেন্টা, ৬-১২ ইঞ্চি লম্বা ও $\frac{1}{2}$ - $\frac{3}{4}$ ইঞ্চি চওড়া, অগ্রভাগ ক্রমশঃ সর। শূন্য লোমযুক্ত, শীষ ২-৪ ইঞ্চি লম্বা হয়, শীষের অনেক শাখাপ্রশাখা আছে। পুষ্পগুচ্ছ ১-৩ ইঞ্চি লম্বা পুষ্পকেশর ৩টি। গর্ভমুণ্ড ২টি, মুক্ত। গর্ভমুণ্ড লোমযুক্ত, পুষ্প হইতে দ্বিষৎ বাহির হইয়া থাকে। বীজ লম্বা এবং চেন্টা, পুষ্পাবরণের দ্বারা আবৃত থাকে। কোদো অক্টোবর মাসে পাকিয়া থাকে। বর্ষাকালে ফুল ও শরতে ফল হয়।

ঔষধার্থে ব্যবহার—কথিত আছে কোদো অতি বিষাক্ত খাদ্য। ফুলের পর ফুলের শীষ জলে ভিজিয়া যাইলে বা পচিয়া যাইলে কোদোর ফুলের শীষে ও পাতার ডাঁটার Hydro cyanic acid তৈয়ারী হয়। এই সমস্ত কোদো ঘাস খাইলে ঘোড়া, মহিষ, গরু মরিয়া যায়। *Andropogon halepensis* জাতীয় ঘাস ফুলের সময় মহিষে খাইয়া—সেনা বিভাগের প্রায় ৩ শত মহিষ পুণিয়ার দ্বারা পড়ে; ঐ ঘাসেও—বর্ষার সময় Hydro cyanic acid পাওয়া যায়। ১৭৭২-৮০ খৃঃ একজন পুরুষ ও ৩ জন বালক ইহা খাইয়া মৃত্যুমুখে পতিত হয়। ঘোড়ার পক্ষেও ইহা অনিষ্টকর, ইহার মাদকতা শক্তি আছে। অনেকে বলেন যে কোদো দুই জাতীয় আছে, একটি খেতবর্ণ, অপরটি গৌরবর্ণ, শেষোক্তটি বিষাক্ত। (Fig. 653.)

Genus—PANICUM Linn.

654. *P. miliaceum* Linn. (চীনা)

Fig.—Reichb., Ic. Fl. Germ., t. 82 ; Hort. Gram. Aust., ii, 16, t. 20.

Ref.—F. B. I., vii, 45 ; Roxb., F. I., i, 310 ; B. P., ii, 1179 ; Dymock, iii, 619 ; Prain, H. H. 309.

জন্মস্থান—ত্রিহট ও বেহার প্রদেশে চাষ হয়।

বিভিন্ন নাম—বা. সং. চীনা ; তা. বারাদু ; তে. বোরমো।

ব্যবহার্য অংশ—শস্ত্র।

বর্ণনা—বর্ষজীবী উদ্ভিদ, কাণ্ড শক্ত, ২-৪ ফুট উচ্চ, গাছের গোড়া অশুলিযৎ মোটা, পত্র ৬-১২ ইঞ্চি লম্বা, $\frac{1}{2}$ -১ ইঞ্চি চওড়া, শূন্য লোমযুক্ত। শীষ ৬-১২ ইঞ্চি লম্বা, শাখা

সবুজবর্ণ ও ঝাড়া। পুষ্পগুচ্ছ ৯-১২ ইঞ্চি লম্বা। পুংকেশর ৩টি, পর্ভরও যুব ছোট। ফল প্রায় গোলাকৃতি, সাদা। চীনার গাছ কাউন অপেক্ষা ছোট। ইহার দানা কাউনের দানা অপেক্ষা মোটা, স্বাদে সামান্য তিক্ত। বর্ষাকালে ফুল ও শীতকালে ফল হয়।

ঔষধার্থে ব্যবহার—ইহা ঘোটকের পক্ষে পুষ্টিকর খাদ্য (ভাবপ্রকাশ)। চীনার তজুল খাইলে রক্তপিত্ত রোগের উপশম হয়।

গ্রামাক্ষত প্রিঙ্কশ্চ ভোজনম্ রক্তপিত্তনাম্। (চক্রসং)।

শূলরোগে কাউনের পায়স চিনি সহ খাইলে শূল আরাম হয়। (Fig. 654.)

655. *P. frumentaceum* Roxb. (শ্রামা)

Fig.—Trin. Sp. Gram. Ic., t. 164.

Ref.—F. B. I., vii, 31 ; Roxb., F. I., i, 304 ; Dymock, iii, 619 ; B. P., ii, 1177.

জন্মস্থান—উত্তর ও পশ্চিম বঙ্গে চাষ হয়।

বিভিন্ন নাম—বা. শ্রামা ; তে. সামলু।

ব্যবহার্য অংশ—শুল্ক।

বর্ণনা—শুল্ক ৬ সোজা তৃণবিশেষ, কাণ্ড ১-৩ ফুট উচ্চ। পাতা ৯-১৪ ইঞ্চি লম্বা ও ১-১ ইঞ্চি চওড়া, কদাচিত্ লোমযুক্ত। পুষ্পগুচ্ছ লম্বা, মোটা, ৪-৮ ইঞ্চি, অবনত। শীষের বোটা ক্ষুদ্র, উপরের শীষের প্রশাখাগুলি ক্ষুদ্র। পুষ্পগুচ্ছ ৪-১০ ইঞ্চি লম্বা, তঁয়া শুল্ক (unawned), পুংকেশর ৩টি। ফল ক্ষুদ্র, প্রায় ত্রিভুজাকৃতি, সাদা।

ঔষধার্থে ব্যবহার—ইহা পুষ্টিকর খাদ্য, দরিদ্রলোকে খাইয়া থাকে। (Fig. 655.)

Genus—SETARIA Beauv.

656. *S. italica* Beauv (কঙ্গু) The Italian millet.

Fig.—Rheede, Hort. Mal., xii, t. 79.

Ref.—F. B. I., vii, 78 ; B. P., ii, 1170 ; Roxb., F. I., i, 302 ; Dymock, iii, 619.

জন্মস্থান—কোচবেহার ও উত্তর বঙ্গে চাষ হয়।

বিভিন্ন নাম—বা. কঙ্গু, কঙ্গুনি, কাকনিদানা ; সং. কঙ্গু ; তা. তেজাই ; তে. করালু।

ব্যবহার্য অংশ—মূল ও দানা। মাত্রা, মূল ১-১ তোলা।

বর্ণনা—বর্ষজীবী তৃণ জাতীয় উদ্ভিদ। কাণ্ড ২-৫ ফুট উচ্চ, সাধারণতঃ শাখাপ্রশাখাযুক্ত। পত্র লম্বা ও কোমল, অগ্রভাগ খুব সরু, ৬-১৮ ইঞ্চি লম্বা ও ২-৩ ইঞ্চি চওড়া পুষ্পগুচ্ছ ৩-৫ ইঞ্চি লম্বা; বহু লোমযুক্ত এবং দেখিতে চোঙ্গার ন্যায়। পুংকেশর ৩টি। বীজ ডিম্বাকৃতি। ইহা ভারতের বহুস্থানে ঋতুরূপে ব্যবহার হয়। বর্ষাকালে ফুল ও শীতকালে ফল হয়।

ঔষধার্থে ব্যবহার—ইহার দানা ছন্দের সহিত মিশ্রিত করিয়া ঝাইলে একটি লঘুপাক ঋণ বলিয়া ব্যবহৃত হইতে পারে। রক্তপিত্তগ্রস্ত ব্যক্তিদের পক্ষে কঙ্গু তৈল বিশেষ হিতকর। কঙ্গু তণ্ডুল অশ্বের পক্ষে অতি বলকর (ভাবপ্রকাশ)। চিনিযোগে কঙ্গুর পায়স অতি পুষ্টিকর। (Fig. 656.)

Genus—SACCHARUM Linn.

657. *S. officinarum* Linn. (ইন্ধু)

Fig.—Bentl. & Trim., iv, t. 298; Woodville, Med. Bot., t. 266; Kirtikar & Basu, Ind. Med. Pl., 1014B.

Ref.—F. B. I., vii, 118; Roxb. F. I., i, 237; B. P., ii, 1189.

জন্মস্থান—ভারতের উষ্ণপ্রধান দেশে চাষ হয়। প্রায় সমগ্র ভারতে ইন্ধুর আবাদ হইয়া থাকে।

বিভিন্ন নাম—বা. সং. ইন্ধু, আক; তা. কাকদু; তে. চেককু; কন্নন—ধাবুব।

ব্যবহার্য অংশ—রস, চিনি ও শিকড়।

বর্ণনা—বর্ষজীবী ও বহুবর্ষজীবী উদ্ভিদ। কাণ্ড ৬-১২ ফুট উচ্চ, মোটা, গাঁইটযুক্ত ও নিরেট। প্রত্যেক গাঁইট হইতে শিকড় বাহির হয়। পাতা পাতলা ও চেপ্টা; ৩-৪ ফুট লম্বা ও ২-৩ ইঞ্চি চওড়া; অগ্রভাগ সরু ও সুলিয়া থাকে। পুষ্পগুচ্ছ খুব বৃহৎ ও বহু শাখাপ্রশাখাযুক্ত। পুংকেশর ৩টি। গর্ভদণ্ড ও গর্ভমুণ্ড ছোট। বর্ষায় ইন্ধুর ফুল ও শীতকালে ফল হয়।

ঔষধার্থে ব্যবহার—প্রাচীন সংস্কৃত লেখকেরা ১২ রকম ইন্ধুর নাম উল্লেখ করিয়া গিয়াছেন। অধুনা কতকগুলি জ্বরের গাছের শ্রেণীভুক্ত করা হইয়াছে। ইন্ধু শিকড় শাস্তিকর ও মূত্রকর।

ইন্ধু, শর, কেশ, কুশ ও দুর্বার শিকড়কে তৃণ পঞ্চমূল বলে, ইহা হইতে কুশাবলেহ প্রস্তুত হয়, এবং ধাতুজ ঔষধের সহিত এইগুলি যোগ করিলে ঔষধের ক্ষমতা বাড়াইয়া দেয়।

ইন্ধু গনোরিয়া ও অন্যান্য মূত্রযন্ত্রের রোগে ব্যবহৃত হয়। গুড় হইতে এক প্রকার সিধু বা মণ্ড প্রস্তুত হয়।

কুশঃ কাশঃ শরো দর্ভ ইক্ষুশ্চেতি তৃণোদ্ভবম্ ।

মূত্রকৃচ্ছ্রহরঃ পঞ্চমূলঃ বস্তিবিশোধনম্ ॥ (ভাবপ্রকাশ) ।

কুশাবলেহ প্রস্তুত করিতে হইলে উক্ত তৃণগুলির মধ্যে প্রত্যেকটি ৮০ তোলা, জল ৬৪ তোলা, অবশেষ ৮ তোলা, এইগুলি ছাকিয়া উহাতে ৪ সের চিনি দিয়া পানি প্রস্তুত কর । তৎপরে জটিমধু, শশাবীজ, কাকুড় বীজ, বংশলোচন, আমলকী, তেজপত্র, এলাচ, দারুচিনি, বরুণছাল, গোলক, প্রিয়ঙ্গু (*Aglaia Ruxburghii*) বীজ, নাগ কেসর (*Mesua ferrea*) ফুল, প্রত্যেকটি ২ তোলা পরিমাণ লইয়া গুঁড়া কর এবং উক্ত গুঁড়া পানার সহিত মিশ্রিত করিয়া যে দ্রব্য হইবে উহাই কুশাবলেহ হইল । উক্ত অবলেহ ১-২ তোলা মাত্রায় সেবন করিলে বিংশতি প্রকার মেহ, মূত্রাঘাত, অশ্মরী ও বায়ু, পিত্ত ও কফ কুপিত হওয়ার ফলে উৎপন্ন যে কোন প্রকার সান্নিপাতিক পীড়া নীঘ্র আরাম হইয়া যায় ।

ইক্ষুরসের নস্ত্র লইলে নাসিকা হইতে রক্ত পড়া আরাম হয় (চরক) ।

ইক্ষু স্নিগ্ধকর, রসায়ন, কফনাশক ও মূত্রকর । কৃষ্ণবর্ণের ইক্ষু বলকারক, পিত্তনাশক ও মূত্রকর ।

পিত্ত-দুষ্টি ও কামলা রোগে ইক্ষুরস শরীরের স্নিগ্ধকর ।

ইক্ষু হইতে যে মিছরী হয় উহা কাশ, হিকা ও শ্বস্বভগ্ন রোগ নিবারক । (Fig. 657.)

658. S. Sara Roxb. (শর)

Fig.—Rheede, Hort. Mal., xii, t. 46 ; Duthie, Ill. Fodder Grasses, t. xvi ; Kirtikar Ind. Med. Pl., t. 1014A.

Ref.—F. B. I., vii, 119 ; Roxb., Fl. Indica i, 246 & 244 ; B. P., ii, 1189. আধুনিক নামকরণ অনুসারে *S. munja* Roxb. নাম হইয়াছে ।

জন্মস্থান—সমগ্র বঙ্গ দেশ, বেহার, ত্রিহট ।

বিস্তারিত নাম—বা. শর ; সং. মুজ ।

ব্যবহার্য অংশ—শিকড় ।

বর্ণনা—বহুবর্ষজীবী তৃণজাতীয় উদ্ভিদ । কাণ্ড মোজা ; ১০-১২ ফুট উচ্চ । দ্বিতীয় বর্ষে শাখাপ্রশাখা বাহির হয় । পত্র ৩-৫ ফুট লম্বা এবং ২-৩ ইঞ্চি চওড়া । পত্রাগ্রভাগ ক্রমশঃ সূক্ষ্ণ । পুষ্পগুচ্ছ ১-২ ফুট লম্বা ও কোমল লোমযুক্ত । পুষ্পকেশর ঠোঁট । গর্ভদণ্ড ও গর্ভমুণ্ড ছোট ; পুষ্প হইতে বাহির হইয়া থাকে । ইহা বঙ্গদেশের নদীর ধারে ও পতিত জমিতে জন্মে । ইহার পাতা ব্রাহ্মণদের উপনয়নের সময় ব্যবহার হয় । বঙ্গদেশে কেহ কেহ বিক্রয়ের জন্য ইহার চাষ করে । ইহার ফুল কেশে ফুলের মত খেতবর্ণ, পুষ্পদণ্ড ঠিক কেশের

মত। শরের জায় এক প্রকার গাছ আছে, উহাকে "খড়ি" বলে। উহার লাতিন নাম *S. fuscum* Roxb. (B. P., ii, 1189 ; Prain, H. H., 313)। *S. arundinaceum* Retzকে বাঙ্গালায় "তেজ" বলে (B. P., ii, 1189 ; Prain, H. H., 313)। (এই গাছ উত্তর বঙ্গ ও পূর্ব বঙ্গে প্রচুর জন্মে)। শর জাতীয় আর এক প্রকার গাছ আছে, উহাকে *S. spontaneum* Linn. বলে। ইহার বাঙ্গালা নাম খাগড়া। ইহা নদীর ধারেই প্রধানতঃ দেখা যায়। ইহা হইতে খাগড়া কলম প্রস্তুত হয়। বর্ষাকালে ফুল ও গ্রীষ্মকালে ফল হয়।

ঔষধার্থে ব্যবহার—শরের শিকড় পত্রাবে অনেক ঔষধে ব্যবহার হয়। প্রসবের পর প্রসূতির পক্ষে শর গাছের পোড়া দোয়া অতি হিতকর (Stewart)। (Fig. 658.)

659. *S. spontaneum* Linn. (কেশে)

Fig.—Griff., Ic. Pl. Asiat., t. 139, Fig. 63.

Ref.—F. B. I., vii, 118 ; Roxb., F. I., i, 235 ; B. P., ii, 1188 ; Prain, H. H., 313.

জন্মস্থান—সমগ্র ভারতবর্ষ এবং সিংহলের ৬০০০ ফুট উচ্চে দেখা যায়। দক্ষিণ ইউরোপ ও অষ্ট্রেলিয়া।

বিভিন্ন নাম—বাং কেশে ; সং. কাশ।

ব্যবহার্য অংশ—শিকড়। মাত্রা ২-৮ আনা ; মূলের কাথ ৫-১০ তোলা।

বর্ণনা—কাণ্ড ৫-২০ ফুট, সরল, শক্ত, লম্বা, পত্রের কিনারা সর। ইহা সচরাচর পতিত জমিতে নদীর ধারে ও ধান জমির আইলে দেখা যায়। শরৎকালে শ্বেতবর্ণ গুল্লবদ্ধ ফুল হয়। যে স্থানে অধিক পরিমাণ কেশে গাছ আছে সেই স্থানটী যেন শ্বেতবর্ণ সমুদ্র বিশেষ দেখা যায়। কেশে সর ও স্থচাল। শীতকালে ফল হয়।

ঔষধার্থে ব্যবহার—ইহা অপরাপর তৃণ জাতীয় উদ্ভিদের মধ্যে একটি। মাংস ভক্ষণ জনিত অজীর্ণে কাশ মূল অতিশয় হিতকর। বেড়েলার মূল ত্বক ও কুশমূল সমপরিমাণ লইয়া চাউল দোয়া জলের সহিত পান করিলে রক্ত অর্শ জনিত রক্তস্রাব নিবারিত হয়। কুশমূল চাউল দোয়া জলে পেষণ করিয়া পান করিলে রক্ত প্রদর আরাম হয় ; কুশ, কাশ, শর, দর্ভ ও ইক্ষুকে তৃণ পঞ্চমূল বলে। ইহার গুণ নিয়ে লিখিত হইল।

মূত্রদোষ বিকারশ্চ রক্তপিত্তং তথৈবচ।

অস্ত্যঃ প্রযুক্ত কীরেণ শীঘ্রমেব বিনাশয়েৎ । হৃৎকত । (Fig. 659.)

Genus—HORDEUM Linn.

660. H. vulgare Linn. (যব)

Fig.—Duthie, Fodder, Grasses of N. India Fig. 32 ; Beauv. Agrost. 114, t. 21. Fig. 1 ; Kirtikar & Basu, Ind. Med. Pl., t. 1023.

Ref.—F. B. I., vii, 371 ; Roxb, F. I., i, 258 ; B. P., ii, 1231 ; Dymock, iii, 615 ; Prain, H. H., 323.

জন্মস্থান—যুক্ত প্রদেশ ও পশ্চিম বঙ্গে চাষ হয়।

বিভিন্ন নাম—বা. হি. যব ; তে. যকো ; তা. বালি-অরিথি।

ব্যবহার্য অংশ—শস্য।

বর্ণনা—বর্ষজীবী অথবা দ্বিবর্ষজীবী তৃণ জাতীয় উদ্ভিদ। কাণ্ড ২-৪ ফুট উচ্চ। পাতা লম্বা, পাতলা, চেষ্টা ১২"-১৪" লম্বা ও ৬"-১" চওড়া। পুষ্পগুচ্ছ ২"-৪" লম্বা, প্রথমে সোজা থাকে কিন্তু বয়স বৃদ্ধির সহিত বক্রাকারে কুলিয়া পড়ে। পুষ্প বৃন্ত শূন্য, লম্বা, ত্র্য্যাবিশিষ্ট। পুষ্পকেশর ৩টি। গর্ভদণ্ড অতিশয় ছোট। বীজ কদাচিৎ লোমবৃদ্ধ। পুষ্পদণ্ডে ঘন ঘন বৃন্তশূণ্য ধবের ধান হয়। ধানের মুখে লম্বা ত্র্য্য আছে; এই কারণে গরু বাছুরে ইহা শীঘ্র খায় না। একটি যব রোপন করিলে ধানের স্থায় চারিমিকে অনেক গাছ হয়। শীতকালে ফুল, ফেব্রুয়ারি ও মার্চ মাসে ফল হয়।

ঔষধার্থে ব্যবহার—যব হিন্দুদের অনেক পূজায় ব্যবহার হয়। বৈশাখ মাসের শুক্লপক্ষের চতুর্থীর দিন এক প্রকার খেলা হয়, উক্ত দিনে লোকে প্রত্যেকের উপর যব নিক্ষেপ করে। উত্তর ভারতে যব হইতে এক প্রকার সুরা প্রস্তুত হয়। বালি রোগীর পথ্য স্বরূপ ব্যবহার হয়। বালি অজীর্ণ রোগে ব্যবহার হয়। বালির পাতা পোড়ান ছাই হইতে এক প্রকার সরবৎ প্রস্তুত হয়, উহা অতি শাস্তিকর ও অজীর্ণ রোগে ব্যবহার হয় (Dr. Irvine)। বালি হইতে প্রস্তুত Malt আমেরিকা ও ইউরোপে অতি আদরের সহিত ব্যবহৃত হয়; ইহা জ্বর-নাশক ও প্রসবের পর প্রসূতিদের দুর্বলতায় ব্যবহৃত হয়। (Fig. 660.)

Genus—TRITICUM Linn.

661. T. vulgare Vill. (গম)

Fig.—Bentl. & Trim. t. 294.

Ref.—F. B. I., vii, 367 ; Roxb., F. I., i, 359 ; B. P., ii, 1231.

জন্মস্থান—উত্তর ভারতের সর্বত্র আছে, উত্তর বঙ্গ, পূর্ব বঙ্গ, দাক্ষিণাত্য, উত্তর পশ্চিম প্রদেশ, হিমালয় প্রদেশের ১৩০০০ ফুট পর্যন্ত উচ্চ স্থানে ও তিব্বতে আছে।

বিভিন্ন নাম—বা. গম ; সং. গোধূম।

ব্যবহার্য অংশ—বীজ।

বর্ণনা—দেখিতে যবের ন্যায়, বর্ষজীবী তৃণ জাতীয় উদ্ভিদ। কাণ্ড সোজা, ৩-৬ ফুট উচ্চ। পাতা চেপ্টা, অগ্রভাগ ক্রমশঃ সর, ৫-৯ ইঞ্চি লম্বা ও $\frac{1}{2}$ - $\frac{1}{3}$ ইঞ্চি চওড়া; গাছের মস্তকে শীঘ্র হয়। প্রত্যেক শস্তের মস্তকে লম্বা লম্বা শুঁয়া আছে। পুষ্পগুচ্ছ ২-৪ ইঞ্চি লম্বা, দীর্ঘ শুঁয়াযুক্ত (Awned), পুষ্পকেশর ৩টি। গর্ভদণ্ড ২টি, ছোট; বীজ লম্বাকৃতি, কচিং লোমযুক্ত। শীতকালে ফুল ও ফ্রেব্রুয়ারি ও মার্চ মাসে ফল হয়।

ঔষধার্থে ব্যবহার—গম হইতে উৎকৃষ্ট ময়দা, সূজী ও আটা প্রস্তুত হয়। গমের ভূষি পুলটিসে ব্যবহার হয়।

অস্থিভঙ্গ রোগে গব্যাদৃষ্ট সহ পুরাতন গোধূম চূর্ণ সেবন করিলে বিশেষ উপকার হয় (চক্রবর্ত্ত)।

মধুর সহিত পুরাতন গোধূম চূর্ণ সেবন করিলে কফজ শূল আরাম হয়।

গোধূম ও অর্জুন ছাল চূর্ণ সমভাগ লইয়া তিলতৈল ও গব্যাদৃষ্টে ভাজিয়া গুড় ও জলের সহিত হালুয়া প্রস্তুত করিয়া খাইলে ক্রমোগ আরাম হয় (ভাবপ্রকাশ)। Fig. (661).

Genus—AVENA Linn.

662. A. sativa Linn. (যই)

Fig.—Reichb., Ic. Fl. Germ. t. 103 ; Kirtikar & Basu, Ind. Med. Pl. t. 1019.

Ref.—F. B. I., vii, 275 ; B. P. ii, 1217.

জন্মস্থান—উত্তর পশ্চিম হিমালয় প্রদেশ, পঞ্জাব, সিকিম ও বঙ্গদেশের উত্তর ভাগে চাষ হয়।

বিভিন্ন নাম—বা. যই। Eng. Oat.

ব্যবহার্য অংশ—শত।

বর্ণনা—কাণ্ড ৩ ফুট উচ্চ, লোমযুক্ত। পত্র চেপ্টা, বৃন্তদেশ মসৃণ। পুষ্পদণ্ড ৬-১০ ইঞ্চি লম্বা, শাখাপ্রশাখা আছে। পুষ্পকেশর ৩টি, বিস্তৃত, উহার মস্তক পীতবর্ণ; ত্রীকেশর ২টি, ছোট, পালকের মত বেতবর্ণ। ফল বৈসাম্বেসি ভাবে স্থাপিত, $\frac{1}{2}$ ইঞ্চি লম্বা, লোমযুক্ত। শীতকালে ফুল ও ফল হয়।

ঔষধার্থে ব্যবহার—ইহা বহুত্র রোগে ব্যবহৃত হয়। ইহা একটি পল্লব। কথিত আছে যে ইহার বিষক্রিয়া আছে (Stewart)। (Fig. 662.)

Genus—COIX Linn.

663. *C. lacryma Jobi* Linn. (গড়গড়ে)

Fig.—Lamk., Ill., t. 750 ; Bot. Mag., t. 2479.

Ref.—F. B. I., vii, 100 ; Roxb., F. I., iii, 568 ; B. P., ii, 1210 ; Prain, H. H., 319.

জন্মস্থান—বঙ্গদেশের সর্বত্র পতিত জমিতে দেখা যায়।

বিভিন্ন নাম—বা. গড়গড়ে ; সা. গাবেধু ; হি. গুরলু ; সামতাল—বারগদি।

ব্যবহার্য অংশ—পত্র, বীজ।

বর্ণনা—বর্ষজীবী তৃণ জাতীয় উদ্ভিদ। কাণ্ড, ৫-৭ ফুট উচ্চ, মোটা, পত্রময়, কাণ্ডের গোড়া হইতে শিকড় বাহির হয়। পত্র ৪-১৮ ইঞ্চি লম্বা, ১-২ ইঞ্চি চওড়া, ডেউ খেলান। পুংকেশর ৩টি, গর্ভদণ্ড ২টি, সরু, মুক্ত। পুষ্পদণ্ড ২-৩ ইঞ্চি, সোজা। ফল ত্রিখকৃতি, গোলাকার $\frac{1}{2}$ - $\frac{3}{4}$ ইঞ্চি, নীলের আভাযুক্ত ধূসরবর্ণ বা বেতবর্ণ। বর্ষাকালে ফুল এবং শীতকালে ফল হয়।

ইহার আরও কয়েকটি জাতি আছে (১) *C. gigantea* Koenig. ইহাকে ভেঙ্গাগড়গড়ে বলে, ইহা সচরাচর ছোটনাগপুরে অধিক দেখা যায় (Rheede, Hort. Mal., xii, t. 70)। (২) *C. aquatica* Roxb. ইহার বাঙ্গালা নাম জল গড়গড়ে (F. I. iii. 571)। এই গাছ জলে জন্মে, ৫-১০ ফুট লম্বা হয় এবং জলে ভাসিয়া থাকে। নিম্ন বন্ধের পুকুরের কিনারায় সচরাচর দেখা যায় (B. P., ii, 1210)।

ঔষধার্থে ব্যবহার—ইহার বীজের গুঁড়া হইতে এক প্রকার পানীয় প্রস্তুত হয়, ইহা রক্ত শোধক ও মূত্রকর। টঙ্কিনের লোকে ইহাকে জীবনীয় স্বাস্থ্যপ্রদ খানা বলে। গড়গড়ের বায়ু ও জল পরিষ্কার করিবার শক্তি আছে। গড়গড়ের গুঁড়া জলে দিয়া চায়ের ত্রায় গরম করিয়া সেই জল শীতল হইলে পান করা যাইতে পারে, ইহাতে জল দোষহীন হয়। Dr. Campbell বলেন যে সামতালেরা ইহার শিকড় ত্রীলোকদের আর্ন্তব ব্যাধিতে প্রয়োগ করে।

Dr. Dymock বলেন যে ইহার বীজ বধে বাজারে Kassai bij বলিয়া বিক্রয় হয়। বহু গড়গড়ে মূত্রকর ও ইহা অপর ঔষধের সহিত ব্যবহার করিলে উহার শক্তি বাড়াইয়া দেয় (Pharm. Ind.)। (Fig. 663.)

CXX. POLYPODIACEAE

Genus—*ADIANTUM* Linn.

664. *A. lunulatum* Burm. (কালিকাট)

Fig.—Hook., Garden Fern, t. 17 ; Kirtikar & Basu, Ind. Med. Pl., t. 1031.

Ref.—Beddome, Handbook Fern. Br. India, 82 ; B. P., ii, 1243 ; Prain, H. H., 323.

জন্মস্থান—বঙ্গদেশে সর্বত্র প্রাচীন দেওয়ালে ও ছায়াময় স্থানে ও ইষ্টকনির্মিত দেওয়ালে সচরাচর দেখিতে পাওয়া যায়।

বিভিন্ন নাম—বা. কালিকাট ; বঙ্গে—হংসরাজ ; হি. হংসপদী।

ব্যবহার্য অংশ—পত্র।

বর্ণনা—ইহা একটি পত্র-উদ্ভিদ, পত্র দ্বিবিৎ কৃষ্ণবর্ণ, ১ ফুট লম্বা মন্থণ, পক্ষাকার। শিবির উভয় দিকে পত্রিকা জন্মে, পত্রিকার কিনারা প্রায় গোলাকার, কণ্ঠিত। প্রায়ই পত্রের অগ্রভাগ হইতে শিকড় বাহির হয়। পত্রবৃদ্ধ $\frac{1}{2}$ - $\frac{1}{2}$ ইঞ্চি লম্বা।

ঔষধার্থে ব্যবহার—ইহার পাতা সাধারণতঃ বালকদের জ্বর হইলে ব্যবহৃত হয়, পত্র জলে বাটিয়া চিনির সহিত ব্যবহার্য। কোন স্থান ফুলিয়া উঠিলে কিংবা আরক্ত হইলে ইহা স্থানীয় প্রলেপ স্বরূপ ব্যবহৃত হয়। ইরিসেপ্লাস হইলে উহার প্রদাহ কমাইবার জন্য সচরাচর বাহ্যিক প্রলেপ স্বরূপ ব্যবহৃত হয় (Watt)। কলিকাতায় ঔষধের দোকানে যে হংসরাজ বিক্রয় হয় উহা বঙ্গদেশ-জাত এই গাছ হইতে সংগ্রহ হয় কিনা ইহাতে সন্দেহ আছে (Dymock)। ইহা মূত্রকর, সন্ধি-নাশক ও ক্ষতকর। ইউরোপে Maiden-hair যে যে রোগে ব্যবহৃত হয় ভারতে এই উদ্ভিদও সেই সেই রোগে ব্যবহৃত হইয়া থাকে। Fig. (664).

665. *A. caudatum* Linn. (ময়ূরশিখা)

Fig.—Hook., Spec. Filicum, t. i. 20 ; Kirtikar & Basu, Ind. Med. Pl., t. 1029.

Ref.—Beddome, Handbook, Fern. Br. Ind., 83 ; B. P., ii, 1243 ; Prain, H. H., 324.

জন্মস্থান—বঙ্গদেশের প্রাচীন দেওয়ালে, শিবপুর ও চন্দননগরে সচরাচর দেখা যায়।

বিভিন্ন নাম—বা. ও সং. ময়ূরশিখা।

ব্যবহার্য অংশ—পত্র।

বর্ণনা—পত্র-উদ্ভিদ, পত্র ২-৪ ইঞ্চি লম্বা ও গুচ্ছবদ্ধ। পত্রদণ্ডের উভয় দিকে পত্রিকাগুলি জন্মে, পত্রিকা ৫ ভাগে বিভক্ত, প্রত্যেক অংশের অগ্রভাগ মোটা। কিনারা হইতে শিকড়

হয়। কথিত আছে এই উদ্ভিদ Dr. Colerbook শিবপুরে আনয়ন করেন। কলিকাতা হারবেরিয়মে Kurz সাহেবের হস্তলিখিত বিবরণে দেখা যায় যে John Scott সাহেব ইহা সংগ্রহ করিয়াছেন কিন্তু Kurz সাহেব বলেন যে তিনি নিজে এই গাছ শিবপুরে আর খুঁজিয়া পান নাই।

ঔষধার্থে ব্যবহার—ইহার পত্র সর্দি ও জ্বর রোগে ব্যবহার হয় (Ibbetson)। ইহার পাতা পাঁচড়ায় লাগাইলে পাঁচড়া আরাম হয়। কথিত আছে ইহা বহুমূত্র রোগে হিতকর (Watt)। মরিসন ঘীণের লোকেরা ইহাকে ঘর্ষকর বলিয়া বিশ্বাস করে। (Fig. 665.)

666. A. capillus-veneris Linn. (হংসপদী) Eng. Maidens Hair.

Fig.—Hook., Sp. Filicum. ii, t. 74; Kirtikar & Basu, Ind. Med. Pl., t. 1028.

Ref.—Bedd., Handbook Fern Br. India, 84; Hook., Sp. Fili. ii, 36.

জন্মস্থান—পশ্চিম হিমালয় প্রদেশ ৮০০০ ফুট উচ্চে, দক্ষিণ ভারতে ও আফগানিস্থানে জন্মে। ব্রহ্মদেশ ও মনিপুরের সীমান্তে দেখিতে পাওয়া যায়।

বিভিন্ন নাম—বা. হংসপদী; হি. হংসরাজ; কাশ্মীর—ডুমতুলী।

ব্যবহার্য অংশ—পত্র।

বর্ণনা—ইহার পাতা হাঁসের পায়ের ছায় বলিয়া ইহাকে হংসপদী বলে। পত্র ৪-২ ইঞ্চি লম্বা, মসৃণ ও কৃষ্ণবর্ণ। পত্রে ২টা ভাগ আছে, পত্রের অগ্রভাগ মোটা, প্রত্যেক ভাগ ২-১ ইঞ্চি চওড়া, বোটা $\frac{1}{2}$ ইঞ্চি লম্বা ও পাতলা।

ঔষধার্থে ব্যবহার—ইহার পত্র গোলমরিচের সহিত বাটিয়া জ্বরে এবং দক্ষিণ ভারতে সর্দি আরামের জন্য মধুর সহিত মিশাইয়া ব্যবহৃত হয় (Watt)।

পত্র চায়ের ছায় ব্যবহার করিলে পেট বেদনা ও স্ত্রীলোকদিগের স্বল্পরজঃ রোগ আরাম হয় (Dymock)।

মুসলমান হাকিমেরা ইহা কুকুর বিষে এবং কেশপতন নিবারণে ব্যবহার করেন। ইহা মৃদুবিরেচক (Watt)।

টাটকা রস চিনি কিংবা মধুর সহিত সেবন করিলে জ্বতুনাশ রোগ আরাম হয় (Journ. Bomb. Nat. Hist., Vol. 38, No. 2. P. 346, 1936). (Fig. 666.)

667. A. venustum Don. (হংসরাজ)

Fig.—Hook., Spe. Filicum, ii, t. 76.

Ref.—Bedd., Handbook. Fern Brit. Ind., 86; Hook., Sp. Filli. ii, 40.

জন্মস্থান—উত্তর ভারত, নেপাল, কামরূপ, সিমলা ও খাসিরা পাহাড়।

বিভিন্ন নাম—হি. হংসরাজ, কালিকাট, বখে—মুবারক ; পঞ্জাব—ধাস।

ব্যবহার্য অংশ—পত্র।

বর্ণনা—পত্র পক্ষাকার, ক্লিনায়ুক্ত আয়তাকার অগ্রভাগ ক্রমশঃ সরু, বোটা ছোট, পত্র কয়েক অংশে বিভক্ত, ইহার মধ্যে বড় বিভাগটির কিনারা গোলাকার, দাঁতের দ্বায় বা করাতে দ্বায়।

ঔষধার্থে ব্যবহার—ইহার পত্র সৌগন্দ্যযুক্ত ও উগ্র ; অধিক মাত্রায় ব্যবহার করিলে বমন হয়। পত্র বলকারক, সর্দি নিবারক। চাষা নামক স্থানের লোকেরা ইহার পত্র ভগ্নস্থানে প্রলেপ দেয়।

পঞ্জাবে হংসরাজ একটি সাধারণ ঔষধ ; ইহা বেমনা নিবারক এবং বন্ধে সর্দি বসিলে প্রযুক্ত হয়। ইহার ঋতুকর ও মূত্রকর গুণ আছে। কবিরাজেরা ভিন্ন ভিন্ন *Adiantum* এর ভিন্ন ভিন্ন গুণ বর্ণনা করেন নাই, তাঁহারা সকল গুলিরই সমান গুণ আছে বলিয়া বিশ্বাস করেন। ইহার কাথের ডাপ্রা জ্বরে অতিশয় হিতকর। হাকিমেরা ইহা কুষ্ঠুর বিষে এবং ইহার সববত জ্বর ভোগের পর—দৌর্য্যল্যে ব্যবহার করিতে বলেন (Watt)।

ইহার কেশপতন নিবারণ করিবার শক্তি আছে। (Fig. 667.)

Genus—POLYPODIUM Linn.

668. *P. quercifolium* Linn. (গুরু)

Fig.—Rheede, Hort. Mal., xii, t. 11 ; Hook., Gard. Fern. t. 5.

Ref.—Willd. Sp. Pl., 170, vol. v, Pt. 1 ; Hook., Gard. Fern. 17 ; B. P., ii, 1258 ; Roxb., F. I., 750 (Ed. C. B. C.) ; Prain, H. H. 325.

জন্মস্থান—সমগ্র ভারত, মধ্য ও পূর্ববঙ্গ, হুন্দরবন, চট্টগ্রাম।

বিভিন্ন নাম—বা. গুরু ; হি. কাকলি।

ব্যবহার্য অংশ—পত্র।

বর্ণনা—এই উদ্ভিদ বৃক্ষের উপরে জন্মে। পত্র দুই প্রকার। সাধারণ বীজহীন (Spore) পত্র ৫-১২ ইঞ্চি লম্বা ও ৩-৭ ইঞ্চি চওড়া। কাঁচ অবস্থায় সবুজ থাকে ; কিন্তু বাড়িবার সঙ্গে সঙ্গে গাঢ় বাদামী রংএর হইয়া থাকে। পত্রাংশ বহুভাগে বিভক্ত। (Spore) বীজবাহী পত্র ২-৩ ফুট লম্বা, লম্বা বৃন্তযুক্ত, বহুভাগে বিভক্ত। পত্রাংশ ৫-৯ ইঞ্চি লম্বা। মারহাট্টা দেশীয় লোকেরা এই গাছের পত্র বিবাহের সময় বর ও কন্যার মন্তকে মুকুটের দ্বায় ব্যবহার করে।



ইহার মূল পশমের দ্বায়। Dr. Rheede বলেন যে এই উদ্ভিদ যে গাছে জন্মে সেই গাছেরই গুণ প্রাপ্ত হয়; কুঁচিলা গাছে জন্মিলে উহা অধিক মূল্যবান বলিয়া বিবেচিত হয়। ইহার পত্রে টিপ টিপ দাগ আছে। বর্ষাকালে ফুল হয়।

ঔষধার্থে ব্যবহার—ইহা বৃক্কত সম্বন্ধীয় জ্বর ও অঙ্গীর্ণনাশক (Dymock)। (Fig. 668).

Genus—ACTINOPTERIS Link.

669. *A. dichotoma* Forsk (ময়ূর পক্ষী)

Fig.—Kirtikar & Basu, Ind. Med. Pl., t. 1027 ; Blatter & Almeida, Ferns of Bombay. Pl. x; Bedd. Ferns of Brit. India, Fig. 98 (1883).

Ref.—Kirtikar & Basu, Ind. Med. Pl. Vol. 2 p. 1389 ; Blatter & Almeida Ferns of Bombay. p. 122 ; Bedd., Ferns of Brit. India, p. 197 ; Dymock, Vol. III. p. 627.

জন্মস্থান—ভারতবর্ষের সর্বত্র। ৩০০০ ফুটের নিম্নে শুষ্ক ও পর্বতময় স্থান। পারস্ত এবং কাবুল। খান্দালা, মহাবালেশ্বর রোডের কান্তরাজঘাট এবং বোম্বাইয়ের ভিক্টোরিয়া উদ্যান। লঙ্কাদ্বীপ।

বিভিন্ন নাম—বা. ময়ূর পক্ষী ; হি. ময়ূরপখ ; বঙ্গে. ময়ূর শিখা ; গুজ. ভুইতার।

ব্যবহার্য অংশ—পত্র।

বর্ণনা—পত্রদ্বয় ঘন সন্নিবিষ্ট এবং গুচ্ছবদ্ধ। পত্র লম্বা ডাঁটার সংলগ্ন। পত্রাংশ চওড়া বহুভাগে বিভক্ত, কতকটা তাল পত্রের দ্বায় বিদ্যুত। (Spore) বীজবাহী পত্রাংশ (Spore) বীজহীন পত্র অপেক্ষা কিঞ্চিৎ বড়।

ঔষধার্থে ব্যবহার—ইহা ক্রিমিনাশক এবং রক্তস্রাব নিবারক। (Fig. 669.)

CXXI. SALVINIACEAE

Genus—AZOLLA Lamk.

670. *A. pinnata* Lamk. (পানি)

Fig.—Griff., Ic. Pl. Asiat., t. 119-23 (1849.)

Ref.—B. P., ii, 1266 ; Prain, H. H., 326 ; Gard. Cron. Ser. iii. xiv, 15 (1893) Fig. 6.

জন্মস্থান—বঙ্গদেশের সর্বত্র পুকুরে জন্মে।

বিভিন্ন নাম—পানা।

ব্যবহার্য অংশ—শিকড়।

বর্ণনা—পানা ভাসমান উদ্ভিদ, পুকুরের উপরিভাগে জলে ভাসিয়া থাকে। ইহার পত্র ২-১ ইঞ্চি লম্বা, বহু শাখাপ্রশাখা-বিশিষ্ট। পত্রের অগ্রভাগ গোলাকার রক্তাভ ধূসরবর্ণ, শিকড় সূক্ষ্ম ও লম্বা; জলের তিতুর থাকে। বর্ষাকালে (spore) বা বীজ হয়।

ঔষধার্থে ব্যবহার—পানার শিকড় স্নিগ্ধকর ও মূত্রকর। (Fig. 670.)

Genus—SALVINIA Schreb.

671. *S. cucullata* Roxb. (ইন্দুর কানি পানা)

Ref.—Roxb., F. I., 745 (C. B. Clarke); B. P., ii, 1265; Prain, H. H., 326.

জন্মস্থান—বঙ্গদেশে ও ভারতবর্ষের অগ্রভাগ নদী, খিল ও পুকুরিগীতে দেখা যায়।

বিভিন্ন নাম—বা. ইন্দুর কানি পানা।

ব্যবহার্য অংশ—শিকড়।

বর্ণনা—ইহার পত্রবৃন্ত ক্ষুদ্র এবং কাণ্ডের সহিত অতিশয় ঘেঁষাঘেঁষি ভাবে থাকে। পত্র লম্বা অপেক্ষা চওড়া অধিক, বৃন্তদেশে স্থাপিগত। বর্ষাকালে (spore) বা বীজ হয়।

ঔষধার্থে ব্যবহার—বড় পানার মত। ইহা কুমিনাশক, অপরাপর কুমিনাশক ঔষধের সহিত ব্যবহৃত হয়। (Fig. 671.)

CXXII. MARSILIACEAE

Genus—MARSILEA Linn.

672. *M. quadrifolia* Linn. (স্বমুনি শাক)

Fig.—Lamarek, Ill., v, t. 863; Reveil, Regne Veg. iii, t. 15, 10, t. 30.

Ref.—Muhlenb., Fl. & Fern, U. S. ii, t. 4; B. P., ii, 1266. Roxb., F. I., (C. B. Clarke). 745.

জন্মস্থান—বঙ্গদেশের সর্বত্র জন্মে, পুকুরের কিনারায় ও আর্দ্র জমিতে বা ধানক্ষেত্রে ।

বিশিষ্ট নাম—বা. স্থূনি শাক ; সং. স্থনিযন্ত্রক ।

ব্যবহার্য অংশ—পত্র ।

বর্ণনা—জলজ উদ্ভিদ—পুকুরের কিনারায় জন্মে, পত্রের বৃহৎ সর ও পত্র ৪ ভাগে বিভক্ত, কর্দ্দমের উপর লতাইয়া হয় । শীতকালে (spore) বা বীজ হয় ।

ঔষধার্থে ব্যবহার—বাত ও কাশ রোগী স্থূনি শাক খাইলে বাতের উপশম হয় (চরক) ।

বিষদোষে এই শাক পথ্য রূপে ব্যবহার হয় ও ইহা বিষ নাশ করে ।

পত্র স্থূনি শাক তিলতৈল ও বিনা লবনে ভোজন করিলে উরুশূল আরাম হয় ; স্থূনি শাকের বীজ ঘোলের সহিত পেষণ করিয়া ঘোলসহ পান করিলে মূত্রকৃচ্ছ আরাম হয় (চরক) ।

তক্রেনযুক্ত শিতিবারকস্ত বীজঃ পিবেৎ কৃচ্ছ্রবিনাশহোক্তঃ । (চরক) ।

স্থূনি শাক ঘূতে ভাজিয়া ভোজন করিলে রক্তপিত্ত আরাম হয় (হৃশ্রুত) ।

স্থূনি শাক খাইলে নিম্নাহীন ব্যক্তির নিম্না হয় । (Fig. 672.)

বাঙ্গালী ও সংস্কৃত নামের বর্ণমালা অনুযায়ী সূচীপত্র

বিষয়	পৃষ্ঠা	বিষয়	পৃষ্ঠা
অ			
অজ্ঞোত	১৫৭	অর্শদ্র	৫৮৬
অগতি	১৮১	অলক	৩৪১, ৩৪৫
অগতি	৩৮১	অলাবু	২৩৪
অগ্যাঘাস	৬২০	অশন	২০২
অগ্নিগর্ভ	২২০	অশোক	১৭২
অগ্নিজিহ্বা	৩০১	অশ্বকর্ণ	৫৩
অগ্নিমহ	৪২৭	অশ্বগন্ধা	৩৪১
অগ্নিশিখা	৫৬৮	অশ্ব	৩৩৩
অগুরু	৪৭৩	অশ্বখ	৫১১
অকোট	২২২	অশ্বখ (গয়া)	৫১৩
অজমোদা	২৫৪	অস্থিসংহার	১১২
অড়হর	১৪২	অহিকেন	২৪
অতসী	৭৩	আ	
অতিবলা	৬৪	আঁকোড়	২৬১
অতিবিষা	১	আঁতমোরা	৬৮
অনন্ত মূল	৩৪২	আঁশফল	১১২, ১২০
অন্তমূল	৩৫২	আঁক	৬১২
অপরাজিতা (নীল)	১৫৭	আকনাদি	১৪
অপার্মার্গ	৪৪৫	আকন্দ (বড়)	৩৪১
অভয়া	২০৬	আকন্দ (খেত)	৩৪১
অমরাগন্ধক	৩২৭	আকরকরা	২৮৬
অমরাবেল	৩৭৩	আকাশবল্লী	৩৭৩, ৪৭১
অমলকুচি	১২১	আকাশবেল	৪৭১
অমোঘা	৩৭৪	আখরোট	৪৮১, ৫২০
অখোঠ	১২	আগমুখী	২৪৭
অন্নবেতস	৪৫৭	আকোল (অকোট)	২৬১
অরায়ক	৪১০	আঙ্গুর	১১৪, ১১৫
অর্ক	৩৪১	আঁচ	২৭৭
অর্কমূল	৪৫৮	আটকপালি	৪০১
অর্জুন	২০৩	আতবীজাখীর	৫২
		আতা	১১

বিষয়	পৃষ্ঠা	বিষয়	পৃষ্ঠা
আতিষ	১	ইন্ডু	৬১২
আত্মগুপ্তা	১৭০	ইন্ডুদী	২২
আম্রা	৪৪১	ইন্দুর কানি পানা	৬৫৩
আত্রক	৪৪১	ইন্দ্রযব	৩২৮, ৩৩৫
আধকি	১৪২	ইন্দ্রায়ন (ছোট)	২৩০
আনারস	৪৫১	ইন্দ্রায়ন (লাল)	২৩০
আনারস (ছোট)	৪৫১	ইন্দ্রবাকুনী	২৪০
আনারস (বিলাতী)	৪৫১	ইপিকাক	২৬৮
আপাঙ	৪৪৫	ইশবীধ	৮২
আমআম	৪৩৬	ইশেরমূল	৪৫৮
আমড়া	১২৮		
আমর্তকী	১৫৫		
আমরুল	৭২		
আমলক	৫০০	ঈশপগুল	৪৪০
আমলকী	৫০০	ঈশলাঙ্গুলা	৩৫২
আমলকুঁচি	১১৪		
আমলতা	১১৩, ১১৪		
আমলা (ভুই)	৫০২	উচ্চে	২৪৫
আমুরলাতমী	১০১	উদুগাঁতি	৪১২
আম্র	১২৩	উদুঘর	৫১৩
আম্রাতক	১৮২	উপোদকী	৪৫৩
আয়াপান	২৮৫	উলু	৬২২
আরগু	১৫০	উষীর	৬১৮
আলকুনী	১৭০		
আলগোবা	১৭০		
আলু (কাটা)	৫৫২	উড়িধান	৬০২
আলু (কুকুর)	৫৫২		
আলু (রাম)	৫৫২		
আলু (গরানিয়া)	৫৫২	একলেজা	১২
আলু (চূপড়ি)	৫৫২	একানী	৮৮
আলু বোখরা	১২৫	এরাকট	৫৩২
আলু (মৌ)	৫৫২	এলা	৫৪৭
আলু (রাঙ্গা)	৩৬৫	এলাচ (ছোট)	৫৪৭
আলু (লালগরানিয়া)	৫৫২	এলাচ (নেপালী)	৫৪৫
আলু (শোর)	৫৫২	এলাচ (বড়)	৫৪৫
আলু (সক্রকন্দ)	৩৩৫	এলাচ (সোরঙ্গ)	৫৪৬
আলু (হুহুনি)	৫৫২		
আলোকলতা	৩৭৩		
আফোতা	৩৩৮	ওকড়া (ফুদি)	৫০২
আসশেওড়া	৮৭	ওকড়া (বন)	৭১, ৩২৪

বর্ণমালা অনুযায়ী সূচীপত্র

৬২৭

বিষয়	পৃষ্ঠা	বিষয়	পৃষ্ঠা
কল	৫৮৬	করবী (ছুধ)	৩৩৫
কলকপি	২২	করমচা	৩২৪
কলটকছল	৬৬	করমর্দক	৩২৪
ক		করলা	২৪৫
		করলা (ধার)	২৬৬
ককুভ	২০৩	করুণা নেবু	৮৩
ককোআর	১০৪	ককটকী	২৪৫
ককোলক	৪৬৪	ককটশুঙ্গী	১২০, ১২১
কচু	৫২০	কর্ণ নেবু	৮৩
কচু (বেট)	৫২৩	কর্ণিকার	৬২
কচুর	৫৩২	কপূর	৩২৭, ৪৭০
কটকী	৩২৪	কপূর (কচুরি)	৫৩৫
কটফল	৫২০	কপূর হরিদ্রা	৫৫৫
কটিল	১২৪	কর্মদক্ষ	৭৭
কটুকা	৩২৪	কলমৌশাক	৩৬৮
কটুরোহিনী	৩২৪	কলমী (ছুধ)	৩৬২
কণামূল	৪৬০	কলখী	৩৬৮
কন্টফল	৩৮৩	কল্প (ছোট)	৩৬২
কণ্টিকারী	৩৭৮	কল্প (বড়)	৩৬২
কভক	৩৫৫	কলা	৫৪৮
কভূণ	৬২১	কলাই	১৭৩
কদম্ব	২৬২	কস্তুরী	৫৮
কদম্ব (কেলী)	২৬৫	কস্তুরী (কাল)	৫৮
কদম্ব (ধারা)	২৬২	কাঁকড়া শূঙ্গী	১২০, ১২১
কদম্ব (ধূলি)	২৬৫	কাঁকরোল	২৪৪
কদলী	৫৪৮	কাঁকড়	২৪২
কনকটাপা	৬২	কাঁচড়ানাম	২২৬
কনক ধুতুরা	৩৮৪	কাঁটা আলু	৫৫২
কপিকঙ্ক	১৭০	কাঁটা কলিকা	৪০৭
কপিথ	৮৬	কাঁটা করলা	১৮৮
কপিথপণী	২৪	কাঁটাগুড় কামাই	৩৩
কপিপ্লক	৪২৮	কাঁটা কাঁটা	৪১৪
কমলাগুঁড়ি	৪২৭	কাঁটা নটে	৪৪২
কমলা লেবু	৮৫	কাঁঠাল	৫০৬
কয়েতবেল	৮৬	কাকজায়া	১১১
করলা (টক)	৩২৪	কাকজম্বু	২১৪
করলা (ডহর)	১৭৪	কাকডুধুর	৫১৫
করলা (নাটা)	১৮৮	কাকতুণ্ডী	৩৫১
করলা (পুতি)	১৮৮	কাকনাঙ্গা	৪০২
করবী	৩৩৩	কাকমাচী	৩৭৫

৬২৮

ভারতীয় বন্যোষধি

বিষয়	পৃষ্ঠা	বিষয়	পৃষ্ঠা
কাঁকমারী	১৩	কিসমিস	১১৪, ১১৫
কাগজী নেবু	৮৪	কৌচক	৬২৩
কাঙ্কপটি	২১৮	কুঁচ	১৩৩
কাঞ্চন (মেঘ)	১৪৭	কুঁচিকাটা	১৬২
কাঞ্চন (রক্ত)	১৪৬	কুঁচিলা	৩৪৩
কাঞ্চন (খেত)	১৪৮	কুঁদ (বড়)	৩১৬, ৩১৮
কাঞ্চনার	১৪৬	কুইনাইন	২৬৩
কাঠচাপা	৩৩২	কুকসিম	২৮৫
কাঠবিষ	৩, ৪	কুকসিম (ছোট)	২৮১
কাঠলতা	৬৭	কুকুর আলু	৫৭২
কানছিড়ে	৫৭৩	কুকুর কট	২৭৮
কাছড় (বড়)	৫৫৬	কুকুর চিতা	৪৭২
কাবলিমটর	১৭৪	কুকুর চূড়া	২৭২
কাবাবচিনি	৪৬৪	কুকুর জম্বু	২১৪
কামরাদা	৭৭	কুকুর জিহ্বা	১১০, ১১১
কামিনী	৮৮	কুকুরজ	২৮৫
কায়জাল	৫২০	কুকুর (শোঙ্গা)	২৮৫
কারবেল	২৪৫	কুমুম	৫৫২
কার্পাস	৫৭	কুচন্দন	১৩৪
কালকন্তরী	৫৮	কুটজ	৩২৮
কালকেরা	৩৪	কুটজ (কুম)	৩২৮
কালকেসেন্দা (ছোট)	১৫৩	কুড়	২২৩
কালকেসেন্দা (বড়)	১৫২	কুণ্ডালি	৩২২
কাল জাম	২১৪	কুদারি	২৪৮
কাল জীরা	৮	কুন্দ	৩১৬, ৩১৮
কাল ধুতুরা	৪০২	কুন্দুলেফুল	৩৩৬
কালবালা (মাঃ)	২৮০	কুমড়া	২৪৩, ২৭৩
কালমেঘ	৪১২	কুমড়া (মিঠা)	২৪৩, ২৭২
কাল হরিদ্রা	৫৫২	কুমড়া (বলি)	২৩৭
কাল	৪০৭	কুমারিকা	৫৬১
কালিচাঁট	৫৪০	কুখী	২১৩
কাশ	৬৩০	কুস্তিকা	৫২১
কাশমর্দ	১৫৩	কুমুদ	২৩
কাশমার	১৫২	কুবচি	৩২৮
কাশ্মিরীকা	১১৪	কুরুন্টক	৪১৪
কাশ্মীরজ	২২৩	কুরেলী	৫৭৪
কিংসুক	১৪৩	কুস্তিকলাই	১৬০
কিরাত	৪১২	কুল	১০৮, ১০৯
কিরাত তিস্ত	৩৫৭	কুলজ্ঞন	৫৩২
কিরামার	৪৫২	কুলখকলাই	১৬০

বর্ণমালা অনুযায়ী সূচীপত্র

৬৩১

বিষয়	পৃষ্ঠা
চিচিঙ্গে (বন)	২৩৩
চিতা	৩০১
চিতা (কুকুর)	৪৭২
চিতা (লাল)	৩০৪
চিত্রক	৩০১
চিনেবাদাম	১৪২
চিরঞ্জি	১২৫
চিরেতা	৩৫৭
চিল্লা	২২৭
চীনা	৬৩৪
চীনেঘাস	৫২১
চুক-পালঙ্	৪৫৭
চুফ	৪৫৭
চুক্তিকা	৭২
চুপড়ি আলু	৫৫২
চুত	১২৩
চৈ	৪৬৫

ছ

ছাচি-কুমড়া	২৩৭
ছাচি-বেত	৪৮২
ছাগল-খুরি	৩৬৪
ছাগল-নাদী	২২৮
ছাগল বাটী	৭
ছাগল বেটে	৩৪৬
ছাগলাগ্রিকা	৬৮৭
ছাতিম	৩২৬
ছিন্নকহা	৫৮৪
ছোট এলাচ	৫৪৭
ছোট কল	৩৬২
ছোট কালকেসেন্দা	১৫৩
ছোট কুকসিমা	২৮১, ৩১২
ছোটকেরই	৪২০
ছোট মান্দা	৪৭৬
ছোট রিঠা	১১৭, ১১৮
ছোলঙ্গ নেবু	৮৩
ছোলা	১৪৬

জ

জগৎ মদন	৪১৭
জঙ্গলী বাদাম	৭০

বিষয়	পৃষ্ঠা
জটাশালী	২৭৮
জটালকা	৪৮৮
জবা	৫২
জম্বু	২১৪
জম্বু (কাক)	২১৪
জম্বু (কুকুর)	২১৪
জম্বু (বন)	২১৪
জচ্ছতী	১৮০
জম্বপাল	৪৮৪
জয়া	৫৪
জয়া ডুম্বুর	৫১৭
জল পিপুল	৬
জল মধুক	৩০৮
জল মহয়া	৩০৮
জাতি	৩১৭
জাতিফল	৪৬৬
জাকরান	৫৫২
জাম (কাল)	২৪০
জাম (গোলাপ)	২১৫
জাম (ভুই)	৪২৭
জামফল	৪৬৬
জাকল	২২৩
জিওল	২২৪
জিহীনী	২২৪
জীবনীয়	৫২২
জীবন্তী	৫২২
জীরক	২৫২
জীরা	২৫২
জুইপানা	২৫২
জুম	২৫
জুয়ার	৬৩৬
জৈত্রী	৪৬৬
জোকা	৬৫
জোনার	৬২৬
জোয়ান	২৫৩
জোয়ান (খোয়াসানী)	৩৮৭
জ্যোতিষতী	১১৫

ঝ

ঝাউ (বন)	৪৫
------------	----

বিষয়	পৃষ্ঠা	বিষয়	পৃষ্ঠা
ঝাউ (লাল)	৪৬	তালপনী	২৫২
ঝাঁটা (কাটা)	৪১৪	তালমূলী	৫৫৪
ঝাঁটা (নীল)	৪১৬	তালিশ পত্র	৪৬৮, ৫২৫
ঝাঁটা (শ্বেত)	৪১৫	তিক্ত বাজ	১০১
ঝিঙে	২৩৪	তিক্তা কটকী	৩২৪
ঝিঞ্জিরিষ্টা	৭৩	তিনিস	১৬৮
		তিস্তিড়ী	১৮৫
		তিন্দুক	৩১২
টগর	২৮০, ৩৪০	তিল	৪০৫
টগরপাত্রকা	৩৫৮	তিলিয়াকরা	১৮
টাম্ব অইল	৪৮	তিলিয়াগর্জিন	৫২
টাবা নেবু .	৮৩	তিসি	৭৩
টিকুর	৮৩	তুঁত	৫৪৮
টেপারী (বন)	৩৮২	তুন	১০৩
টোকা পানা	৫২১	তুধী	২৩৪
টৌরী	১২২	তুধুক	২৫৪
		তুলা	৫৭
		তুলসী (কৃষ্ণ)	৪৩২
ভহর করঞ্জা	১৭৪	তুলসী (হলাল)	৪৩৩
ভানকুনী	৩৫৬	তুলসী (বাবুই)	৪১৪
ভাহ	৫০৭	তুলসী (ভূ)	৪৩৭
ভিঞ্জিটেলিস	৩২২	তুলসী (রাম)	৪৩৩
ভুধুর (কাক)	৫১৫	তেঁতুল	১৮৫
ভুধুর (জম্বা)	৫১৭	তেকাটাসিঞ্জ	৫০৩
ভুধুর (দজ্জ)	৫১৩	তেঙ্গ	৬৩২
ভুলিচাপা	১০	তেঙ্গপাতা	৪৬৭
ভেলো	৫০৭	তেলাকুঁচা	২৩২
		তোকমারি	৪৪০
		তোপচিনি	৫৬০
চৈঁড়স	৫৮	ত্রিবুং	৩৬২
চোল সমুদ্র	১১০		
তণ্ডুলী	৪৫০	খুলকুড়ী	২৫১
তমাল	৪৮		
তরমুজ	২৪১		
তরুলতা	৩৭০	দণ্ডকলস	৪৩২
তহরী	৩৬২	দণ্ডোৎপল	৩৫৬
তামাক	৩৮৭	দজ্জ	১৫৫
তামূল	৪৬২	দস্তি	৪৮২
তাম্রকুট	৩৮৭	দর্ভ	৬২২
তাল	৪৭৮	দশবাই চণ্ডী	৫৫৩

বর্নমালা অনুবায়ী সূচীপত্র

৬৩৩

বিষয়	পৃষ্ঠা	বিষয়	পৃষ্ঠা
মশবাহ	৫৫৩	ধুমুলা	২৩৬
মাণ্ডা	২১০	ধুমুলা (তিক্ত)	২৩৬
মাকম	২৬৫	ধুলিকদম	২৬৫
মাড়িষ	২২৪	ধুলিহাগর্জন	৫১
মামমর্দন	১৫৪		
মামমারি	২২০		
মাবিহুবি	৫২৭	নকুমালা	১৭৪
মাকুচিনি	৪৬৮	নটে গোবরা	৪৫০
মাকুহরিজা	২০	নটে (ঘণ্টা)	৪৫০
মাক্সি	২০	নটে (চাপা)	৪৫০
মাসী	৪১৬	নটে (চিক)	৪৫০
মাহন	২১	নটে (টুনটুনি)	৪৫০
হুদিকা	৩৪৭	নটে (বন)	৪৫০
হুধকল্মী	৩৭১	নটে (বাশপাতা)	৪৫০
হুধলতা	৩৪৭	নটে (লাল)	৪৫০
হুপুয়ে মনি	৬৭	নটে (মাধা)	৪৫০
হুয়ালতা	১৪১	নদীকাহা	১১১
হুলাল তুলসী	৪৩৩	নদীভুস্বর	৫১৬
দুর্কা	৬২৫	নাকচিকনী	৩৪১
দেবকাঞ্চন	১৪৭	নাগকেশব	৫০
দেবদারু	৫২৭	নাগদমনী	২৮৭
দেবজন্ম	৫২৭	নাগদানা	২৭৮
দোপাটী	৭২	নাগফণা	২৪২
জাফা	১১৪	নাগবলা	৬৬
জ্রোণীপুষ্প	৪৩২	নাগ বজ্রী	২৭০
		নাগ বঙ্গ	৮৫
		নাগর মুখা	৫২৬
		নাগেশ্বর	৪২
ধনে	২৫৪	নাঙ্গনা	১২২
ধনে (নেপালী)	১১০	নাটা	১৮৮
ধন্যাক	২৫৪	নাটা করজা	১৮৮
ধাইফুল	২২২	নামুতি	২৮৪
ধাতকী	২২২	নারাধা (বন)	৭৮
ধাত্রীকল	৫১১, ৫৪০	নারিকেল	৫৭৬
ধানীলকা	৬৮২	নাসভাগ	৪২০
ধাত্রা	৬৩১	নিমিক্কা	৩৭৮
ধারাকদম	৩৮৩	নিমুখা	১৪
ধুতুরা	৩৮৩	নিধ	২৭
ধুতুরা (কনক)	৩৮৪	নিধ (ঘোড়া)	১২
ধুতুরা (কাল)	৩৮৪	নিধ (মহা)	১০০
ধুতুরা (শ্বেত)	৩৮৩		

বিষয়	পৃষ্ঠা	বিষয়	পৃষ্ঠা
নিগুণ্ডী	৪২৮	পরাস পিপুল	৬২
নিগুণ্ডী (কঠুরি)	৪১৭, ৪৪৬	পকটী	৫১৭
নিগুণ্ডী (নীল)	৪১৭	পপট (ক্ষেত্র)	২৬৭
নিগুণ্ডী (বন)	৪১৭	পলকযুঁই	৪১৮
নির্ঝিষা	৩	পলাণ্ডু	৫৬৬
নির্ঝিষি	৫	পলাণ্ডু (বন)	৫৭১
নির্ঝলী	৩৫৫	পলাশ	১৪৩
নিশিন্দা	৪২৮	পলাশ (লতা)	১৪৫
নিশিন্দা (নীল)	৪২২	পলাশ (হস্তিকর্ণ)	১৪৫
নীপ	২৬২	প্রসারিনী	২৭১
নীল	১৬৬	প্রক	৫১৭
নীল (অপরাজিতা)	১৫৭	পাকুড়	৫১৭
নীল কলমী	৩৬৭	পাট	৭১
নীল কঠি	৪৩	পাট মালুতে	৭১
নীল বাঁটা	৪১৬	পাটলা	৪০১
নীল পদ্ম	২৩	পাটলা (নীত)	৪০১
নীল বন	৫৭২	পাটলা (খেত)	৪০১
হুনবোড়া	৪৫	পাঠা	১৪
হুনিয়া ছোট	৪২	পাতি	৫৪২
হুনিয়া বড়	৪৪	পাতিনেবু	৮৪
নেপালী ধনে	২০	পাথর কুঁচি	১২২
নেবু (কমলা)	৮৪	পাথর চুর	৪৩৫
নেবু (কর্ণ)	৮৩	পান	৪৬২
নেবু (কাগজী)	৮৪	পান (লতা)	১৫৮
নেবু (টাবা)	৮৩	পানশিউলি	৫০৩
নেবু (পাতি)	৮৪	পানা	৬৫২
নেবু (বন)	৮৭	পানা (ইন্দুরকানি)	৬৫০
নেবু (বাতাবী)	৮৫	পানা (টোকা)	৬০২
নেবু (মিষ্ট)	৮৪	পানিজামা	৫৪১
নোনা	১২	পানিফল	২২৭
নোয়াড়	৪২২	পানিঘালা (পেনেলা)	৩২
		পাপরা	২১
		পারাবত পদী	১১১
পটল	২৩১	পারিজাত	১৬৪
পটল (বন)	২৩৩	পারিভদ্র	১৬৪
পদ্ম	২৩	পারুল	৪১২
পদ্মক	১২৬	পার্বতী	২২২
পদ্মকাঠ	১২৬	পালুতে মাদার	১৬৪
পদ্ম গোলক	১৭	পালং (চুক)	৪৫৭
পনস	৫০৬	পালং (বন)	৩০১

বর্ণমালা অনুযায়ী সূচীপত্র

৬৩৫

বিষয়	পৃষ্ঠা	বিষয়	পৃষ্ঠা
পালংশাক	৪৫৩	ফুলকপি	২২
পাষাণ ভেদী	৪৩৫	ফেনিলা	১১৭, ১১৮
পিটুলী	৫০৪		
পিণ্ডি	৪২০		
পিণ্ডিতক	২৬৬, ২৭৬	বক	১৮১
পিপারমেন্ট	৪৩৭	বকপুষ্প	৩২৮
পিপুল	৪৬০	বকুল	৩০২
পিপুল (গজ)	৫২২	বচ (ঘোড়া)	৫৪৩
পিপুল (জল)	৬	বচ (মহাবরী)	৫৪৩
পিপুল (পরাশ)	৬২	বচ মালাবার	৫৪৩
পিপ্পলী	৪৬০	বচ খেত	৫৪৩
পিয়াশাল	২৩৪	বচ হুগন্ধা	৫৪৩
পির আলু	২৭৪	বট	৫১০
পিনু	৩২৩	বড় এলাচ	৫৪৫
পীতকরবী	৩৩৬	বড় কল্ল	৩৬২
পীত পাটলা	৪০১	বড় কাহুড়	৫৫৬
পীত পাপড়া	৪১৮	বড় কালকোসেন্দা	১৫২
পীত ডুঙ্গী	৩২১	বড় কুকুরচিঁতা	৪৭৩
পীত শাল	১৭৮	বড়কেরই	৪৮২
পুঁইশাক	৪৫৩	বড় গন্ধুর	৪০৪
পুণ্ডরীক	২৪	বড় ঘলঘসা	৪৩২
পুতিকরঞ্জা	১৮৮	বড় বেত	৫৮২
পুত্রঞ্জীব	৪২৫	বড় মেথি	১৮৫
পুদিনা	৪৩৬	বড় রিঠা	১১৭, ১১৮
পুনর্গবা	৪৪১	বংশনাভ	২
পুনর্গবা (খেত)	৪৪১	বদরী	১০৮
পুন্নাগ	৪৬	বদরী লঘু	১০৭
পুগবুক্ষ	৫৭৫	বন আঁরা	৫৪৪
পুন্নিপণী	১২২	বন আত্ৰিক	৫৪৪
পেঁপে	২২৮	বন ওকড়া	৬১, ৭৩, ২২৬
পেঁয়াজ	৫৬৬	বন কাপাস	৩৫১
পেটারী	৫৩	বন চাঁদ	৫৭৪
পেয়ারা	২১৮	বন চালিলা	১০২
প্রিয়ঙ্গু	২৬	বন চিঁচিঁলা	২৩৩
		বন ঝাউ	৪৫
		বন টোপরী	৩৮২
		বন তুলসী	৪৩৩
ফণিজ্জক	৪৩৩	বন নারাজা	৭৮
ফণিমনসা	২৪৮	বন নীল	১৮৩
ফলসা	৭২	বন নীল (খেত)	১৮৩
ফুটী	২৪২		

ফ

বিষয়	পৃষ্ঠা	বিষয়	পৃষ্ঠা
বন নেবু	৮৭	বান্দর লাঠি	১৫০
বন পটল	২৩৩	বাকুলি	৬৭
বনপালঙ	৩০১, ৪৫৬	বামুনহাটি	৪২২
বন পেয়াজ	৫৭১	বারসঙ্গ	৮৮
বন মল্লিকা	৩১৮	বার্তাকু	৩৭৭
বন মেথি	৬৬, ১৬৭	বাবলা	১৩৪
বন ঘমানী	২৪৯	বাবলা (গুয়ে)	১৩৭
বন ঘোহান	২৪২	বাবুই তুলসী	৪৩৪
বন লবঙ্গ	২২৫	বালা	৬০
বন শন	১৩২	বাসক	৪০৯
বন সুলফা	২৯	বাসা	৪০৯
বন হরিত্রা	৫৩৭	বাস্তক	৪৫২
বন্দুক	২৬৬	বাহ্লীক	৪০৯
বন্ধুজীব	৬৭	বিচুতী	৪২৬
বধে অঙ্কন	২১৯	বিড়ঙ্গ	৩০৫
বরমাল্লা	৪২৪	বিদারী	২৩০, ৩৬৬
বরাহীকন্দ	৫৫৮	বিভীতক	২০৫
বরণ বৃক্ষ	৩৫	বিষ	২৩৯
বর্ষর	১৩৫	বিরমী	৩৯২
বর্কুর	১৫৮	বিলাতী মেন্দি	২১৭
বলা	৭৫	বিলাতী ঝাউ	৫২২
বলিকুমড়া	২৩৭	বিলিথী	৭৬
বহনারী	৩৬০	বিষ	৮০
বহনারী (ছোট)	৩৬০	বিশল্যকরণী	৫
বহেড়া	২০৫	বিশালাঙ্গলী	৫৮৭
বীধাকপি	২৯	বিশ্বভেষজ	৫৪১
বীশ	৬২৩, ৬২৪	বিশতিন্দুক	৩৫৩
বাকুচী	২৮২	বিকুগন্ধি	৩৭২
বাঘ আঁকড়া	৪৪৩	বিহিদানা	১৯৮
বাঘ আঁচড়া	৪৪৩	বীজতাড়ক	৩৬৩
বাঘভেরেঙা	৪৯১	বীনা	৪৩১
বাঘনধা	৪০৩	বুকানক	১৪২
বাজবারণ	৪৮৬	বুদ্ধদারক	৩৬৩
বাতগ্রী	৪২৩	বুস্তাকী	৩৭৭
বাতাবী নেবু	৮৫	বুহতী	৩৮০
বাদাম	২০৬	বেগপুরা	৮৩
বাদাম (চীনে)	১৪২	বেগুন	৩৭৭
বাদাম (জঙ্গলি)	৭০	বেগুন গোঠ	৩৮১
বাদাম (হিজলী)	১২২	বেগুন রাম	৩৮১
বানরী	১৭০	বেড়েলা	৬৩

বর্ণমালা অনুযায়ী সূচীপত্র

৬৩৭

বিষয়	পৃষ্ঠা	বিষয়	পৃষ্ঠা
বেড়েল পীত	৬৪	ম	
বেণা	৬১৮	মউল	৩০৭
বেত ছাটী	৫৮৩	মকা	৬২৬
বেত বড়	৫৮২	মঞ্জরিকা	৪৩২
বেতস	৫৮২	মজিঠা	২৭৫
বেতোশাক	৪৫২	মধুকপণী	২৫১
বেথো (চন্দন)	৫৮২	মতিয়া	৩৮১
বেদানা	২২৪	মদন ফল	২৭৩
বেল	৮০	মধুক	৩০৭
বেল ফুল	৩১৮	মধুক জল	৩৪৮
বৈচ	৩৮, ৩৯	মধুদুতী	৪০২
ব্যাকুড়	৩৮০	মধু নিরুিয়া	৫৬৩
ব্রাকী	৩৯২	মধুরিকা	২৫৯
		মনসাসিজ	৪৮৭
		ময়না	২৭৬
		ময়ুরক	৪৪৫
		মরিচ	৪৬৩
		মসন্দার	৪২৫
		মসুর	১৬৩
		মহাকাল	২৩০
		মহানিধ	২৩, ২৪
		মহানিধ (উড়িয়া)	১০৩
		মহাবরী বচ	৫৪৩
		মহায়া	৩০০
		মহায়া জল	৩০৮
		মাকড়ীশাল	৫০
		মাকাল	২২৩
		মাধনা	২২
		মাজুফল	৫২৩
		মাতুলুদ	৮৩
		মাদার	৫০৭
		মাদার পালতে	১৬৪
		মাধবী	৩১৬
		মাধবী লতা	৭৪
		মানক	৫৮৯
		মানকচু	৫৮৯
		মান্দা (ছোট)	৫২৯
		মান্দা (বড়)	৫২৯
		মায়াফল	৪৪২, ৫২৩
		মালকাডনী	১০৫
ভদ্রবল্লী	৩৩৮		
ভদ্রাতক	১২৬		
ভাট	৪২২		
ভাঙ্গারা	১৬৫		
ভাগী	২২৭		
ভিন্দি	৫৮		
ভীমরাজ	৪২৬		
ভুঁই আমলা	৫০২		
ভুঁই কুমড়া	২৩০, ৩৬৬		
ভুঁই চাপা	৫৩৪		
ভুঁইজাম	৪২৭		
ভুকর্ক দার	৩৬০		
ভুট্টা	৬২৬		
ভুতভৈরবী	৪২৬		
ভুতুলসী	৪৩৭		
ভুতুণ	৬২২		
ভুধাজী	৫১৮		
ভুনিধ	৩৫৭, ৪১২		
ভুমি চম্পক	৫৩৪		
ভুমিবলা	৬		
ভুজপত্র	৫২২		
ভুজরাজ	২২৭		
ভেরেন্দা গাব	৪২৩		
ভেরেন্দা লাল	৪২২		
ভেলা	১২৬		

বিষয়	পৃষ্ঠা	বিষয়	পৃষ্ঠা
মালা	২৩৮	মোম চীনা	৫০৫
মাষকলাই	১৭৩	মোরঙ্গ এলাচ	৫৪৬
মাষপর্ণী	১৮৪	মৌ আলু	৫৫২
মাষানী	১৮৪	মৌরী	২৫২
মিঠা লেবু	৮৪	ম্যাকোষ্টিন	৪৭
মিশ্রেয়া	২৫২		
মুক্তবুরি	৪৭২		
মুক্তবরী	৪৭২	যজ্ঞভূমুর	৫১৩
মুখজালি	২০১	যব	৬৪০
মুগ (কাল)		যবসা	১৪১
মুগ (ঘোড়া)	১৭২	যমানী	২৫৩
মুগ (হালি)		যমানী (বন)	৩৮৫
মুগানী	১৭১	যষ্টিমধু	১৮৭
মুচকুন্দ চাপা	৬২	যুঁই স্বর্ণ	৩১২
মুঞ্জ	৩৩২	যুথিকাপনী	৪১৮
মুণ্ডী	২২৮		
মুখা	৫২৬		
মুখা নাগর	৫২৬	রক্ত কছল	২২
মুদাপর্ণী	৫২৬	রক্ত কাঞ্চন	১৪৬, ১৪৭
মুঘলী	৫৫৪	রক্ত চন্দন	১৩৪, ১৭৮
মুসকর	৫৬৪	রক্তচিতা	৩০৪
মুস্কক	৪০২	রক্তপিট	১০৬, ১০৭
মুস্তক	৬১৫	রক্তালু	৫৭২
মুর্গা	৫৫৬	রজন	২৬৬
মুর্গা (লাল)	৪৪২	রজন বেল	২১১
মুর্গা (শিখা)	৪৪১	রজনীগন্ধা	৫৭০
মুর্গা (শ্বেত)	৪৪২	রজন	১৩৪
মুর্কা	৫৪০	রমনা	১২১
মূলক	৩১	রসাজন	২১
মুলা	৩১	রহন	৫৬৭
মুগশুধ	৬৮	রহনে গাছ	৪৩৪
মেচেতা	৩০০	রাধুনি	২৪৫
মেড়াশিঙ্গে	৩৪৮	রাখাল শশা	২৪০
মেথি (বড়)	১৮৫	রাঙ্গা আলু	৩৬৫
মেথি (বন)	১৬৭	রাজাদানি	৩১২
মেন্দী	২২১	রামতিল	২২৩
মেন্দী (বিলাতী)	২১৭	রামতুলসী	৪৩৩
মেরাড়ু	৪২	রামবেগুন	৩৭৬
মেবশুকা	৩৪৮	রাঙ্গা	৪২২
মেস্তাপাট	৬০	রিঠা (ছোট)	১১৮, ১১৯

বিষয়	পৃষ্ঠা	বিষয়	পৃষ্ঠা
শিশু	১৫৮	সখোটক	৫১২
শুঠ	৫৪১	সজ্জিনা	১২২
শুঁষি	২৩	সপেটা	৩০৬
শুকনাশ	৪০০	সপ্তপর্ণ	৩২৬
শুপারী	৫৭৫	সমুদ্র ফল	২১২
শুল্কা বন	২৮	সব	৬৩২
শূরণ	৫৮৬	সরল	৫২৫
শৃগাল ফেলি	১০৭	সরিষা	২২
শৃঙ্গাটক	২২৭	সরিষা (খেত)	২২
শেওড়া	৫১২	সর্পদংষ্ট্রা	৩৪৮
শেওড়া ঘটি	৫৩১	সর্পাকী	২৩০
শেয়াল কাটা	২৮	সর্কজড়া	৫৪৭
শোনা	৪০০	সহদেবী	২৮১
শোভাধন	১২২	সাক	৪২৫
শ্রামক	৬৩৫	সাগু (গোল)	৫৮০
শ্রামদলন	২৮৩	সান্টি	৪৪৭
শ্রামা	৬৩৫	সাবুনী	৪৩, ২৪২
শ্রামালতা	৩২৮	সালই (গুগগুল)	২৪
শ্রোনাংক	৪০০	সালেব মিশ্রি	৫৭১
শ্রীফল	৮০	সালকী	২৪
খেত আকন্দ	৩৪৫	সিংহমুখী	৪০২
খেত কলকে	২৫৮	সিঙ্গেরা	২২৭
খেত কাঞ্চন	১৪৮	সিদ্ধি	৫০৭
খেত কেরই	৪২০	সিদ্ধুবাব	৪২২
খেত গোখুবি	৫২৪	সিয়াকুল	১০৭, ১০৮
খেত কাঁটি	৪১৫	সীম	১৬১
খেত ধুতুরা	৩৮৩	স্বপদর্শন	৫৫৭
খেত পাটলা	৪০২	স্বগন্ধ বচ	৫৪৩
খেত বচ	৫৮৭	স্বপারি	৫৭৫
খেত বননৌল	১৮৩	স্ববর্ণক	১৫০
খেত বিশালা	২৫৬	স্বরস	৪৩২
খেত বেড়েলা	৬৫	স্বহনি আলু	৫৫২
খেত মূর্গা	৪৪৮	স্বহনি শাক	৬৫১
খেত শিমুল	৫৫	সেওড়া (আস)	৮৭
খেত সরিষা	২২	সেগুন	৪২৫
খেত হাজরমনি	৫০২	সেফালিকা	৩১২
খেত হুড়হুড়িয়া	৩৬	সেয়াল কাটা	২৭
		সৈয়েয়ক	৪১৫
		সোনামুখী	১৫৫
		সোন্দাল	১৫০
সকরকন্দ আলু	৩৬৫		

বর্ণমালা অনুযায়ী সূচীপত্র

৬৪১

বিষয়	পৃষ্ঠা	বিষয়	পৃষ্ঠা
সোমরাজ	২৮২	হস্তিশূত্রী	৩৬১
সোমলতা	৩৪৯	হাকন	৪৮২
সোরগুজা	২৯৩	হাকুচ	১৭৭
সোরঙ্গ এলাচ	৫৪৬	হাজরমনি	৫০৩
সুহি	৪৮৭	হাজরমনি (খেত)	৫০২
স্বর্ণলতা	৩৭৩	হাড়জোড়া	১১২
স্বর্ণ সুই	৩১৯	হাতিশূড়া	৩৬১
		হাপরমালী	৩৩৮
		হালিম	৩২
		হিংচা	২৯২
হাথের	১৭	হিন্দন	৯২
হরিদ্রা	৫৩৭	হিন্দু	২৫৬
হরিদ্রা (কাল)	৫৪০	হিজলী বাদাম	১২২
হরিদ্রা (দারু)	২১	হিজল	২১১
হরিদ্রা (বন)	৫৩৭	হিমসাগর	২০০
হরীতকী	২০৬	হিলমোচিকা	২৯২
হলকসা	৪৩৮	হুড়হুড়িয়া	৩৫
হলকসা (বড়)	৪৩৯	হুড়হুড়িয়া (খেত)	৩৬
হলদে করবী	৩৩৬	হোগলা	৫৮৫
হলদে বসন্ত	৩৯৬	হোপা	২৩২
হস্তিকর্ণ পলাশ	১৪৫	হ্রীবেব	৬০

দ্বিতীয় নির্ঘণ্ট

বনৌষধির নামের ইংরেজী বর্ণমালানুযায়ী সূচী

[বাদালা, সংস্কৃত, হিন্দি, তামিল, তেলেগু, আসামী, সামন্তালী
প্রভৃতি ভারতীয় নামের ও ইংরেজী নামের ইংরেজী
বর্ণমালানুযায়ী সাধারণ সূচী]

বনৌষধি	ক্রমিক সংখ্যা	বনৌষধি	ক্রমিক সংখ্যা
A		Adabi	324
Abartani	85	Adansonia digitata	77
Abhaya	242	Adapukodi	381
Abhulas	252	Adasora	445
Abidhya-karni	17	Adavi-navi	608
Abies Pindraw & Webbiana	564	Addalaya	531
Abir	216	Addru-tin-pallya	500
Abishi	215	Adenanthera pavonia	161
Abroma augusta	83	Adhaki	178
Abrus precatorius	160	Adhatoda vasica	445
Abutilon Avicennae	66	Adiantum caudatum	665
„ indicum	65	„ Capillus-veneris	666
Acacia arabica	162	„ lunulatum	664
„ Catechu	163	„ venustum	667
„ Farnesiana	164	Adina cordifolia	305
„ tomentosa	166	Adrak	581
Acalypha indica	518	Aegle marmelos	101
Acanthaceae	442	Aerua lanata	486
Acanthus ilicifolius	447	Aglaia Roxburghiana	121
Ach	318	Aganospma calycina	365
Achras sapota	346	„ caryophyllata	365
Achyranthes aspera	485	Agaru	513
„ porphyristachys	485	Agati	215
„ rubrofusca	485	Agave cantula	596
Acid Hydrocarpio	47	Aglichonda	513
Aconitum ferox	2	Agnibendro-pacu	256
„ heterophyllum	1	Agni-Jiwha	608
„ Napellus	2, 3	„ mantha	464
Acorus calamus	627	„ mukh-churna	336
Ada	581	„ Sikha	343, 592



বনৌষধি	ক্রমিক সংখ্যা	বনৌষধি	ক্রমিক সংখ্যা
Aguru	513	Aloe littoralis	605
Agya-ghas	641	.. officinalis	605
Ailanthus excelsa	118	.. perfoliata	605
Ajamoda	295	.. vera	605
Ajasringi	382	.. wood	574, 513
Ajjuk	318	Alok-lata	409
Akanadi	17	Alpinia-Galanga	570
Akanda	378	Alpb-gada-pazham	230
Akashballi	409	Alstonia scholaris	366
Akashbel	409, 510	Alternanthera sessilis	487
Akhar	557	Alu-bokhara	230
Akharot	557, 519	Alui—Agnimanda	446
Akhrotu	557	Am-ada	575
Akbrotucottai	519	Amkolam-chettu	302
Akyam	514	Amkulanga	538
Al	318	Amla	538
Ala	587	Amlaki	538
Alach—bara	585	Amlaparni	141
.. chota	587	Amalkunchi	225
.. Guzrati	587	Amalok	451
.. moranga	586	Aman	294
.. Nepali	585	Amara-gandhaka	433
Alambush	430	Amarantaceae	82
Alangi	302	Amarantus atropurpureus	491
Alangium Lamarckii	302	.. lanceolatus	491
Alarka	378, 379, 416	.. lividus	491
Albizzia amara	168	.. oleraceus	491
.. Lebbek	167	.. polygamus	491
Aleurites cordata	520	.. spinosus	490
.. Fordii	520	.. tenuifolius	491
.. molluccana	519	.. tristis	491
.. Montana	520	.. viridis	491
Albogi esmelorum	169	Amarillideae	106
.. maurerum	169	Ambuli	432
Alichadu	255	Ambu-prosadan	388
Alkushi	203	Am-baidi	575
Allium Cepa	606	Amlavetas	498
.. macleeanii	569	Amli	220
.. sativaum	607	Ammania baccifera	256
Alocasia indica	628	Amogha	410
Aloe, American	579	Amomum aromaticum	586
.. Indian	605	.. subulatum	585



বনৌষধির নামের ইংরেজী বর্ণমালাসুযায়ী সূচী

৬৪৫

বনৌষধি	ক্রমিক সংখ্যা	বনৌষধি	ক্রমিক সংখ্যা
<i>Amoora cucullata</i>	124	Ant-mora	85
„ Rohituka	125	Anuga-pippalu	631
Amrah	156	Apamarga	485
Amora-bel	409	Apang	485
<i>Amorphophallus campanulatus</i>	626	Aparajita-Nil	186
Ampelideae	35	Apocynaceae	66
Amrita-balli	18	Aquilaria Agallocha	513
Amrul	99	Arabari	457
Amrut	254	Arachis hypogaea	170
Anacardiaceae	37	Aragbadha	179
<i>Anacardium occidentale</i>	151	Arahar	178
<i>Anacyclus pyrethrum</i>	329, 378	Arak	501
<i>Anamirta cocculus</i>	16	Arakham	378
<i>Ananas sativa</i>	591	Aranda	530, 532
Ananta-mul	384	Aran-saram	235
Anaras	591	Arak	548
„ chhota	605	Arasaka	445
Andair-pouna	237	Ardonda	35
<i>Andrographis paniculata</i>	446	Areca Catechu	616
<i>Andropogon citratus</i>	643	Argemone mexicana	29
„ laniger	442	Argyreia argentea	398
„ Nardus	640	„ speciosa	426, 398
„ Schoenanthus	641	Arista	145
„ Sorghum	644	Aristha	324
„ squarrosus	639	<i>Aristolochia bracteata</i>	29, 500
<i>Aneilema adscendens</i>	595	„ indica	499
„ sarmentosum	595	Aristolochiaceae	85
„ scapiflorum	614	Arjuna	239
„ tuberosum	595	Arka	378
Angakora	286	Arkamula	499
Angira	229	Aroideae	117
Angur	142	Arrowroot	579
<i>Anisomeles ovata</i>	477	„ East Indian	579
Anjan	255	„ West Indian	579
Ankor	302	Arsa	430, 550
Ankot	302	Arsaghna	626
<i>Anogeisus latifolia</i>	244	<i>Artemisia vulgaris</i>	330
<i>Anona reticulata</i>	14	<i>Artocarpus integrifolia</i>	544
„ squamosa	13	„ Lakoocha	545
Anonaceae	4	Arun-bach	582
Antamul	386	Arunalli	537
<i>Anthocephalus Cadamba</i>	303	Asafoetida	298

বনৌষধির নামের ইংরেজী বর্ণমালাভূয়ায়ী সূচী

৬৪৭

বনৌষধি	ক্রমিক সংখ্যা	বনৌষধি	ক্রমিক সংখ্যা
Banspata-nota	491	Basella rubra	495
Bansa-lochan	645	Basil, holy	470
Banyan tree	547	.. shrubby	471
Baobab	77	.. sweet	472
Bappaye	265	Basna	215
Bara-alach	585	Basra-gall	561
.. bathaya	492	Bassia latifolia	347, 348
.. bet	622	Basfak	492
.. holkusa	479	Bataghna	459
.. kalpa	397	Batmadakaki	459
.. kanur	597	Batsaka	368
.. kerui	527	Bauhinia purpurea	174
.. kukurchita	512	.. tomentosa	177
.. malla	461	.. vahlii	176
.. manda	516	.. variaegata	173
.. muria	397	Baur-bans	653
.. nunia	48	Bay-berry	558
.. samadi	551	Bayu-bilamagam	345
Barangi	458	Bead tree	123
Baranjan	654	Bedam	241
Barbara	517	Beef-wood	559
Barberang	171	Beejjaturki	1
Barbhur	162	Beena	469
Barela	78	Beerlokang-arak	455
Barhanta	534	Beeron	639
Barleria cristata	449	Begpura	103
.. prionitis	448	Begun	413
.. strigosa	450	Bel	357
Barley	660	Bela-bemu	446
Barley-arishi	660	Belameanda chinensis	593
Bar-mala	461	Belerie myrobalan	231
Barringtonia acutangula	246	Belluli-takagadda	607
.. racemosa	247	Belchittira	343
Barsonga	112	Bena	639
Bartaku	413	Bengal hemp	158
Bartangi	223	Benincasa cerifera	275
Basa	445	Benne-oil	442
Basak	445	Berberideae	6
Basakabaleha	445	Berberis asiatica	23
Basanta-gandha	536	Bespali	216
Basella cordifolia	495	Betas	622
.. lucida	495	Beta vulgaris	494

বনৌষধি	ক্রমিক সংখ্যা	বনৌষধি	ক্রমিক সংখ্যা
Betel-nut-palm	616	Bhumi champak	572
Betot	517	Bhurjapatra	560
Bettilli	502	Bhustrina	648
Beto-sak	492	Bhut-bhairovi	464
Betula Bhojpatra	560	„ keshi	
Bhabya	10	Bhutta	648
Bhadraballi	374	Bhutuya	275
Bhaliko-bans	645	Bi	257, 402
Bhallatak	155	„ gandhadi-kuath	402
Bhallai-marud-maram	289	Bibhitak	240
Bhandaru	319	Biehhuti	534
Bhadra-sree	517	Bidi	393
Bhang	546	Big-bond	497
Bhanga-ahiri-bengu	413	Bignoniaceae	75
Bhangara	427	Bihidana	233
Bharora	427	Bijasur	111
Bhanra	325	Bij-tarak	398
Bhant	457	Bijauri	103
Bhargi	458	Bikham-mogori	358
Bhasma-roha	604	Bilaikanda	401
Bhatmagari	357	Bilari	287
Bhedi-janatet	499	Bilati-chameli	355
Bhela	155	„ Jhau	559
Bhellai-kadamba	303	Billainag	244
Bhellaroku	379	Billi-kidhangu	400
Bhendayam	219	Bilva	101
Bhengai	212	Bimba	277
Bheriyattoo	496	Bimbala	637
Bhringaraj	338	Biophytum sensitivum	98
Bhu-badari	184	Biran	639
„ dbatri	539	Biranga	345
„ kamra	267	Bird cherry	280
„ karbudar	394	Birmee	428
„ nimba	446, 390	Birhwort	500
„ Tulsi	476	„ Indian	499
Bhui-amla	539	Bisa-tinduka	387
„ champa	572	Bisala	278
„ dumur	552	„ Swet-puspi	266
„ jam	465	Bismangil	597
„ jambu	465	Bisnukrandam	408
„ kumra	401	Bisnugandhi	408
Bhumi-bola	81	Biava-bbeshaja	581



বনৌষধির নামের ইংরেজী বর্ণমালাসুযায়ী সূচী

৬৪৯

বনৌষধি	ক্রমিক সংখ্যা	বনৌষধি	ক্রমিক সংখ্যা
Bisva-tulsi	472	Bon tulasi	471
Bisnu-taila	604	Bondhujiba	84
Bitter gourd	275	Bonduk	307
Bixa Orellana	41	Borassus flabellifer	618
Bixineae	13	Bora-tarapu	339
Black, musali	595	Borbbar	472
" pepper	503	Bori-khatai	415
Blood flower	385	Borobanal churna	330
Blue water lily	26	Botsonabhi	2
Blumea densiflora	328	Boswellia serrata	119
" eriantha	328	Bowstring plant	590
" glomerata	328	Brahmadandi	29
" lacera	328	Brahma-jastik	458
" laciniata	328	Brahmi	428
Boerhaavia diffusa	482	Brassica alba	31
" procumbens	482	" Botrytis	31
" repens	482	" campestris	31
Bogibittulu	210	" gongylodes	31
Boragineae	71	" juncea	31
Bomba x malabaricum	68	" Napus	31
Bon asheora	596	" Oleracea	31
" ada	583	" Rapa	31
" adraka	583	Bridegroom's berry	504
" barbarika	471	Briddbadarak	398
" chand	615	Brihati	415
" haridra	576	Brihati—varieties	415
" Jamani	300	Brihat-panchamul	95
" kalai	218	Brinjal	413
" kapas	385	Brintaki	413
" marich	256	Brischikali	534
" methi	83, 199	Bromeliaceae	104
" mollika	357	Bryonia gracilis	277
" naranga	98	" laciniosa	276
" nil	216	Bryophyllum calycinum	234
" nimba	110	Buchanania latifolia	154
" nirgundi	466	Budar	564
" notia	491	Buddelgummadi	275
" palang	497	Burum	562
" peyaj	610	Butea frondosa	171
" raj	175	" superba	172
" tahari	405	Butter tree Indian	347
" tiktika	19	Byakur	415



বনৌষধির নামের ইংরেজী বর্ণমালানুযায়ী সূচী

৬৫১

বনৌষধি	ক্রমিক সংখ্যা	বনৌষধি	ক্রমিক সংখ্যা
Chambeli	356	Chhota alachi	587
Chameli	355	.. dudhi	529
Chamlani	353	.. gokshur	337
Chamomile	327	.. indrayan	266
Champaha	321	.. kalpa	396
Champai	214	.. kerui	528
Champa-noti	491	.. lasora	394
Chanak	185	.. manda	515
Chandmala	572, 573, 391	Chiehinga	269
Chandon	517	Chierasi	128
Chandon amaren	517	Chickrassia tabularis	128
.. betho	493	Chilla	264
Chandra	369	Chillajinjalu	388
.. mallika	319	Chiluki	594
Chandra sura	33	China-badam	170
Changeri	99	.. ghass	612
Chansor	33	.. pagu	601
Charati	40	.. rose	72
Chatni	366	.. tallowtree	543
Chaulmugra	45, 46, 47	Chiranjii	154
Chaya	486	Chirehita	485
Chebira	456	Chireta	390
Chebulic myrobalan	242	.. Country	446
Chebulapilli-tigi	399	Chirnit	270
Cheena	654	Chirui	350
Chennangi	259	Chiru-noti	491
Chenopodiaceae	83	Chita	343
Chenopodium album	492	Chitra	236
.. ambrosiodes	493	Chitraka	343
.. purpurascens	492	Chitrakadya churna	343
Chenuku	658	Chobica	505
Chepur	176	Chocramarda	182
Chhagal alantrika	398	Chol	431
.. bata	380	Chola	185
.. khuri	398, 399	Chompak	12
.. nadi	389	Chrozophora plicata	523
Chhanchi-bet	623	Chrysanthemum Coronarium	332
.. kumra	275	.. indicum	332
Chhinnaaruha	624	Chubamabil-pori	369
Chhola	185	Chucra	498
Chholanga-nebu	103	Chuka-palang	498
Chhota-akanda	379	Chupri-alu	600



বনৌষধি	ক্রমিক সংখ্যা	বনৌষধি	ক্রমিক সংখ্যা
Chutrika	99	Coix aquatica	603
Chuya	517	„ gigantea	603
Chyuta	152	„ Lachryma-Jobi	603
Cicer arietinum	185	Coleus aromaticus	473, 501
Cinchona calysaya	304	Colocasia antiquorum	629
„ columbian	304	Colosynth	273
„ cordifolia	304	Columnea balsamea	433
„ country	222	Combretaceae	44
„ officinalis	304	Commelinaceae	112
„ red	304	Commelina benghalensis	613
„ succirubra	304	„ communis	613
„ wild	303	„ obliqua	613
„ yellow	304	„ salicifolia	613
Cinnabar	2	Compositae	58
Cinn amomum camphora	509	Conessi bark	368
„ iners	508	Convolvulaceae	72
„ nitidum	508	Convolvulus paniculata	267
„ Tamala	507	Coral tree, Indian	195
„ zeylanicum	508	Corchorus capsularis	89
Cissampelos pareira	22	„ olitorius	90
Citrullus Colocynthis	278	Cordia myxa	393
„ fistulosus	279	„ obliqua	394
„ vulgaris	279	Croiander	296
Citrus acida	105	Coriandrum sativum	296
„ aurantium	107	Cornaceae	55
„ decumana	108	Costus, Indian	544
„ Limetta	106	Costus root	336
„ Limonum	104	Costus speciosa	336, 584
„ medica	103	Couch-grass	646
Cleistanthus collinus	535	Cow hage plant	203
Clematis triloba	5	Crassulaceae	41
Cleome viscosa	37	Crataeva religiosa	38
Clerodendron infortunatum	457	Crinum asiaticum	597
„ phlomoides	459	„ latifolium	598
„ serratum	465	Crocus sativa	592
„ siphonanthus	458	Cromuk	616
Clitoria ternatea	186	Crotalaria juncea	158
Cloves	250	„ verrucosa	159
Cluster fig	529	Croton tiglium	522
Cobra's saffron	58	Cruciferae	10
Cocculus villosus	20	Cryptogamia	1
Cocos nucifera	617	Cubebs	484



বনৌষধি	ক্রমিক সংখ্যা	বনৌষধি	ক্রমিক সংখ্যা
Ganja	546	Girikarnika	169
Gaojayan	396	Gloriosa superba	608
Gappara-chettu	470	Glycosmis pentaphylla	110
Garanja-alu	600	Gmelina arborea	468
Garcinia Mangostana	56	Goabean	191
„ xanthochymus	57	Goala-lata	140
Garden Daisy	332	Gobra	477
Gargar	663	Gobra nota	491
Gargunadu	276	Gobria	564
Gari-kolai	192	Godhapadi	140
Garlic	607	Godhum	661
Garuga	120	Gojihva	325
Gazdar	431	Gokshur	95, 443
Gelonium multiflorum	98	Gokshur—Bara	440
Gentianaceae	69	Golancha	18
Geraniaceae	27	Golap-jam	250
Ghanta-karna	457	Gol-himalheri	332
„ patali	361	Gol-sagu	619
„ parul	438	Gonra-nebu	105
„ pushpa	419	Gooseberry, chinese	97
Ghatiseora	552	Gorakadru	653
Ghati-peet-papra	452	Goraksha-amli	77
Ghebu-nelli	464	„ chakulia	82, 227
Ghee-karola	286	Gorbi	535
Gheli-jehoru	290	Goria	238
Ghenti-note	491	Gosampigi	358
Ghentu	457	Gosbtha-bartaku	416
Ghericha	646	Gosirsha	517
Ghet-kachu	632	Gossypium herbaceum	69
Ghia-tarai	274	Gostofi-draksha	142
Ghisee	574	Goth-begun	416
Gholghosa	578	Gothubi	634
Ghora-bach	627, 582	Goya-aswatha	549
„ nimba	123	Gramineae	119
Ghorki	513	Grangea maderaspatana	326
Ghosa-lata	273	Grewia asiatica	91
Ghrita-kumari	605	Groksba-chakula	82
Gila	193	Gronthiparni	330
Gima	291	Groundnut	170
Gingeli seed	441	Guava	254
Ginger	581	Guggul	119
Ginger grass	640	Guizotia abyssinica	335



বনৌষধি	ক্রমিক সংখ্যা	বনৌষধি	ক্রমিক সংখ্যা
Hibiscus Rosa-sinensis	72	Ichum-pannai	620
Hijjal	246	Idakula	366
Hijli-badam	151	Ikshu	658
Hilmoehica	334	.. gandhi	658
Himsagar	235	.. rak	443
Hineha	334	Ilomik-cham-tulasi	471
Hingan	117	Illupi	347
Hingu	298	Imperata arundinacea	650
Hingu-Abu-sayeri	298	Impatiens Balsamina	100
.. Astak-churna	298	Indian, almond	241
.. kandahari	298	.. Beech	208
Hiptage Madab-lota	94	.. berry	203
Hirbacha	643	.. Laburnum	179
Hogla	625	.. Madder	316
Hog-plum	156	.. Sarsaparilla	884
Holarrhena antidysenterica	368	.. Senna	184
Honey-bush	111	.. Sorrel	497
Honpa	269	.. Walnut	557
Hordeum vulgare	660	Indigofera linifolia	196
Horse-radish	157	.. tinctoria	197
Hriber	74	Indrabaruni	278
Humula	573	Indrajab	368. 372
Hurbuchi	334	Indrayan (Lal)	266
Hurhuria	37	Indurkani-pana	671
.. Swet	39	Ingu	298
Hydrocotyle asiatica	292	Ingudi	117
Hydrocyanic acid	231	Ionidium suffruticosum	40
Hydrolea zeylanica	392	Ipecacuanha	309
Hydrophyllaceae	70	.. Bastard	385
Hygrophila obovata	444	.. Country	309
.. salicifolia	444	Ipomaea batatas	400
.. spinosa	443	.. grandiflora	407
Hygrophiza aristata	682	.. muricata	402
Hymenodictyon excelsum	319	.. Nil	402
Hyoscyamus muticus	422	.. paniculata	401
.. niger	421	.. Pes-caprae	399
.. reticulatus	423	.. pestigridis	403
		.. reptans	404
		Irak	625
I		Irangun-malla	245
Ibajam-pandu	254	Irideae	105
Ichnocarpus frutescens	367	Iris nepalensis	594



বনৌষধির নামের ইংরেজী বর্ণমালানুযায়ী সূচী

৬৫৯

বনৌষধি	ক্রমিক সংখ্যা	বনৌষধি	ক্রমিক সংখ্যা
Isan-bedi	620	Jasminum latifolia	355
Isaphgul	481	.. montana	355
Isbandh	113	.. pubescens	358
Isolangula	392	.. Sambac	357
Itipala	562	Jastimadhu	221
Iti-puc-ka	278	Jata-lanka	526
Ittic-kollai	408	.. mansi	320
Ixora coccinea	307	Jatiphal	506
		Jatiphaladya-churna	546
		Jatropha curcas	47, 530
		.. gossypifolia	531
		Java	660
		Jaya	66
		Jayanti	214
		Jaya-phal	506
		Jayitri	506
		Jaypal	522
		Jeebonti	566
		Jhampi	65
		Jhau-bilati	559
		Jhingaka	272
		Jhinjhirista	92
		Jibaniya	566
		Jingini	195
		Jirak	293
		Jiyaputa	533
		Jobsa	169
		Jonar	697
		Jonka	81
		Joya-dumbur	553
		Joypal	522
		Juar	644
		Juglandaceae	95
		Juglans regia	557
		Jui-pqna	453
		Jujuba fruit	134
		Juncellus inundatus	635
		Jussiaea repens	262, 491
		.. suffruticosa	261
		Justicia diffusa	452
		.. Gendarussa	451
		Juthika-parni	453
J			
Jabanal	656		
Jadipatri	506		
Jadwar	1		
Jafran	592		
Jagat-modon	451		
Jai	662		
Jaikea	506		
Jaitri	506		
Jajna-dumbur	550		
Jalanol-ras	546		
Jal-chaulad	262		
.. gargar	643		
.. kumbhi	630		
.. madbuk	348		
.. pippal	6		
.. tanduliya	491		
.. tinduka	491		
Jale	660		
Jamalpota	522		
Jamani	294, 421		
Jambu	249		
Jangli-badam	88		
.. chichinga	270		
.. peyaj	610		
Janum-arak	490		
Jaraghna-gutika	268		
Jaromaddi	239		
Jasminum arborescens	355		
.. grandiflorum	356		
.. Heyneana	357		
.. humilis	359		



বনৌষধি	ক্রমিক সংখ্যা	বনৌষধি	ক্রমিক সংখ্যা
K			
Kabab-chini	504	Kallam-ghento	546
Kabaro	549	Kallibituloo	402
Kachhantharai	291	Kalmegh	446
Kachu	629	Kalmi-sak	404
Kachur	578	Kalo-aguru	437
Kadakai	242	„ bala	322
Kadali	589	„ dana	403
Kada-met	465	„ dhutura	420
„ mara	500	„ haridra	580
Kadej-gia	624	„ karpur	433
Kadu	46	„ kasturi	70
Kadukar	242	„ kera	36
Kaempferia angustifolia	571	„ marich	503
„ galanga	573	Kaloi-paiki-jangu	608
„ rotunda	572	Kamala-dye	536
Kafur	509	Kamalagunri	536
Kaibarta-mutha	637	Kambali-chettu	555
Kaidariam	558	Kambupudalai	268
Kajupati	253	Kamo-lata	406
Kak-dachettu	285	Kampillaka	536
„ dumbur	551	Kamraj	141
„ dumburica	551	Kamsutu	233
„ Jangha	138	Kanak-champa	86
„ machi	411	„ dhutura	420
„ mari	16	Kanan eronda	530
„ nasa	444	Kanchan	115
„ tundi	385	Kanchanar	177
Kakji-nebu	105	Kanchata	613
Kakkola	116	Kanchat	491
Kakni-dona	657	Kanchhira	613
Kakoli	426	„ pani	613
Kakphal	16	Kanchipunda	411
Kala	442	Kanchot	262
Kalaka	364	Kanchra-dam	262
Kalanchoe laciniata	235	Kanda-smadam	521
Kalauji	324	„ bal	572
Kalfah	508	Kandan-kattiri	414
Kali-jhat	568, 664	Kandelia Rheedii	238
Kali-vikaya	364	Kaner	370
Kalkesenda	180	Kanguni	558
„ chhota	181	Kanja	115
		Kanjan-bura	571



বনৌষধির নামের ইংরেজী বর্ণমালানুযায়ী সূচী

৬৬১

বনৌষধি	ক্রমিক সংখ্যা	বনৌষধি	ক্রমিক সংখ্যা
Kankali	668	Karpur balli	473
Kanki	483	„ harida	576
Kankra-sringi	149, 150	„ kachili	574
Kankrole	284	„ kachuri	573, 574
Kanmu	597	Kartari-nirgundi	466
Kanni-elaeh	587	Karu-indu	483
Kanphuti	37	Karula	626
Kansari-nata	399	Karumbu	658
Kanta alu	600	Karu-noch-chi	451
„ kalika	443	„ pasupu	575
„ gurkamai	362	Karuya	508
„ Jhanti	448	Kasamar	180
„ phal	419	Kasamardda	181
Kantar	544	Kaseru	638
Kanthai	544	Kash	657
Kanti-dar	490	Kasmiraja	336
„ kari	414	Kasmirika	142, 592
Kanuga chettu	233	Kaso	237
Kanya	504	Kastha-debdaru	414
Kaoali	276	Kasus	409
Kapila-draksha	142	Katak	388
„ pedi	536	Kata-malli	296
Kapili	536	Katamulak	530
Karabir	354	Kat-champa	375
Karada	535	„ kaleja	222
Karail-bane	646	„ nimba	112
Karalu	558	Kateri	414
Karamardaka	364	Katila	229
Karanja	208	Katki	429
Karankusha	642	Kattali	605
Karava-priya	363	Kattu-mannal	583
Karebi	242	Kauri-buti	396
Karee	410	Kayuram	578
Karkatoki	284	Kedari tumba	479
Karkkat sringi	149, 150	Kedok-arak	398
Karobella	285	Keechak	644
Karobi-tarai	273	Kela	589
Karobiradya Taila	370	„ geda	400
Karonda	364	Keli-kadamba	305
Karovi	370	Kemuka	584
Karpa-karashi	210	Keora	624
Karpur	433, 509	Kesha	657



বনৌষধি	ক্রমিক সংখ্যা	বনৌষধি	ক্রমিক সংখ্যা
Keshar-dam	262	Kohibung	422
Kesharaj	333	Kokanad	27
Keshuria	333	Kokilaksha	443
Kesur	638	Kokuina	634
Ketaki	624	Kokuva	239
Keu	584	Kolombi	404
Keya	624	Kolpa	396, 397
Khadaki	568	Komola-nebu	107
Khadir	163	Konamul	501
Khagra	659	Kondai	44
Kham-alu	600	Kongu	656
Khamo	237	Konguni	130
Khara-manjuri	485	Konkolak	504
Khas-khas	639	Konkon-dhupam	119
Khejur	620	Kopikachhu	203
Khesari	198	Kopittha	109
Khiri	351	Kop-pata	334
Khirika	350	Korai	637
Khirmi	381, 350	Kork	264
Khokali	518	Korkotika	65
Khorasani-jawan	421, 423	Korkotoki	284
Khori	659	Korkot-Sringi	149
Khormuja	280	Kormaoranga	97
Khurkus	553	Korna-nebu	104
King-suk	171	Kornikar	86
Kino-Bengal	171	Koruna-nebu	104
„ Gum	212	Kosto-i-sirin	336
„ Polas	171	Kota-gandhal	306
Kiramar	500	Kotola	275
Kirambu	251	Kot-phala	558
Kirata	446	Ko-trina	642
„ tikta	390	Kotuka	429
Kis-mis	142	Kotuku-bhogani	429
Kiwara	588	Koturohini	429
Klitanak	221	Koyet-bel	109
Kobidar	173	Kripa	116
Kodipalai	377	Krishna-chura	224
Kodo	653	„ dhutura	420
Kodoli	589	„ kamboji	541
Kodroba	653	„ keli	484
Kodu	271	„ kutaja	371
Kofekanam	186	„ -musali	595

459



বনৌষধির নামের ইংরেজী বর্ণমালাভূয়ায়ী সূচী

৬৬৫

বনৌষধি	ক্রমিক সংখ্যা	বনৌষধি	ক্রমিক সংখ্যা
Madhukaray	314	Manjistha	316
Madhu-karkkatika	106	Manjit	316
„ nirbisa	571	Manjoi	577
Madhurika	299	Mankachhu	628
Magadam	349	Man-kanda	628
Magling-amaram	361	Manna-takali-sullum	411
Magnolia pterocarpa	11	Marandi	447
Magnoliaceae	3	Maranta arundinacea	579
Magra-Elach	587	Margosa tree	122
Mahabari-bach	582, 627	Mari	619
Mahakal	266	Marich	503
Mahalib	574	Maris	490
„ nimba	118, 127	Marking-nut	165
„ satabari	604	Marsh-mint	475
„ ticta	446	Marsileaceae	122
Mahua	347	Marsilea quadrifolia	672
Majuphal	561	Martynia diandra	439
Makal	266	Marubak	471
Makbuna	175	Maru-dampa-tai	558
Makoi	411	Masandari	462
Malabar-bach	570	Masani	218
„ nut	445	Masaparni	218
Malakulli	235	Maskolai	206
Malkagni	130	Mastaru	326
Mallotus philippinensis	536	Mat-kolai	170
Maloti	365	Matta-pal-tiga	401
Malpighiaceae	25	Matulunga	103
Malvaceae	21	Mau-alu	600
Manak	628	Maya-phal	561
Manakka	142	Mayurak	485
Manda	567	Mayur-sikha	665
Mandar	195	Meda	511, 512
Mandaramu	378	Meda-lacti	511
Manditta	316	„ singi	382
Mando	314	Meera-pakai	418
Mandua	650	Meezhanla	514
Manduka-brahmi	292	Melaleuca leucadendron	253
Manduka-parni	292	Melastomaceae	46
Mangifera indica	152	Melia azadirachta	122
Mango-ginger	575	„ azedarach	123
Manjapu	360	Meliaceae	31
Manjarika	470	Melilotus alba	199



বনৌষধি	ক্রমিক সংখ্যা	বনৌষধি	ক্রমিক সংখ্যা
Melilotus indica *	199	Monkey-face tree	536
.. parviflora	199	Monks-hood	2
Melon	280	Monochoria vaginalis	611
.. (water)	279	Monsa-sij	525
Memecylon edule	255	Moon-flower	407
Mendi	257	Moranga-alach	586
Menispermaceae	5	Morinda bracteata	318
Menphal	314	.. citrifolia	318
Mentha arvensis	474	Moringa pterygosperma	157
.. incana	474	Moringaceae	38
.. oleum	475	Morus alba	555
.. piperita	475	.. indica	555
.. sylvistris	474	Mosei	264
.. viridis	474	Mosina	93
Mentula	219	Mosur	194
Mera-chitramulam	344	Motia	357, 619
Merua	651	Motisadori	323
Mesa-sringi	382	Mountain hemp	422
Mesta-pat	73	Moyana	317
Mesua ferrea	58	Mridvika	142
Methi	219	Mriga-sringa	85
Michelia Champaca	12	Muchkunda-champa	87
Milagu	503	Mucuna pruriens	203
Mimosa pudica	201	Mudar	378
.. rubicaulis	202	Mug	205
Mimusops Elengi	349	Mugani	204
.. hexandra	351	Mugra	596
.. kauki	350	Mukadi	361
Mirabilis Jalapa	484	Mukia scabrela	287
Mirialu	504	Mukta-barshi	518
Misreya	299	.. jhuri	518
Mitha-indrajau	371, 372	.. pulagum	384
.. jahor	2	Mula	32
.. til	441	Mulberry, Indian	318
Mollugo hirta	291	.. white	555
.. spergula	291	Muli-gorant	448
Molsari	349	Mulkash	644
Momchina	543	Mullak-kirai	490
Momordica Charantia	285	Mulla-ppai	418
.. cochinchinensis	284	Muncha kanda	626
.. dioica	286	Mundi	339
.. muricata	285	Munja	659



বনৌষধির নামের ইংরেজী বর্ণমালানুযায়ী সূচী

৬৬৭

বনৌষধি	ক্রমিক সংখ্যা	বনৌষধি	ক্রমিক সংখ্যা
Munni	464	Naga-ranga	107
Murbba	590	Nagar-mukutakai	407
Murga	596	„ mustaka	636
„ Sikha	489	Nagar-mutha	636
Murraya exotica	111	Nagdali	289
„ koenigii	112	Nagdamani	330, 597
Musabbar	605	Nageswar	58, 59
Musadi-Nag	21	Nagfali	289
Musaka-dana	70	Nagfani	289
Musali	21, 595	Najna	157
„ swet	569, 595	Najuribi	485
„ krishna	569, 595	Nak-chikoi	341, 377
Musa sapientum	589	Nak-churuppan	386
Muskak	438	Nalla-babhili	451
Muskmallow	70	Namuti	326
Musk root	320	Nannari	384
Mussaenda frondosa	311	Nappamara	469
Mustaka	637	Naramamudi	512
Musti-bittuloo	387	Narangi	107
Musu	555	Naravelia Zeylanica	7
Mutha	637	Narayani-taila	604
Myricaceae	96	Narchalam	522
Myrica Nagi	558	Nardostachys Jatamansi	320
Myristica fragrans	506	Naregamia alula	309
Myristiceae	87	Nar-kachor	580, 582
Myrobalan, Beleric	240	Narikel	617
„ chebulic	242	Nariyel	617
„ Embelic	538	Nasbhaga	456
Myrsinaceae	60	Natba-dum	241
Myrtaceae	45	Nat reva-chini	496
Myrtus Communis	252	Navi-anguri	417
		Neepa	303
		Neerbrahmi	428
		Nelausirika	539
		Nellatari	595
		Nelumbium speciosum	27
Nachchi	466	Nepala-bitana	522
Nadyu-dumbur	552	Nepali-alach	585
Naga-bola	82	„ dhania	114
„ donti	521	Nephelium litchi	147
„ malli	453	„ longana	148
„ mugatei	407	Nerium odorum	370
„ musadi	21		



বনৌষধির নামের ইংরেজী বর্ণমালাসুযায়ী সূচী

৬৬৯

বনৌষধি	ক্রমিক সংখ্যা	বনৌষধি	ক্রমিক সংখ্যা
Orris root	336, 594	Panicum miliaceum	654
Oryza sativa	652	Panijama	562
Osog	584	Paniri	500
Ougeinia dalbergioides	200	Panjhuli	541
Oxalis corniculata	99	Panos	544
Oxystelma esculentum	381	Pansewli	541
Oyadugu	535	Panupakhel-kalunga	286
P		Papa-Am	265
		Papari	554
Pachechai	472	Papaveraceae	8
Padari	437	Papaver somniferum	28
Padma	25	Papaw	265
Padma-golancha	19	Pappani	265
.. gomru	468	Papputtoo-boyru	313
.. kastha	231	Papra	24
Padmak	231	Parabata-padi	138
Padri	437	Paras-pipul	76
Paederia foetida	312	Parbbati	258
Paeonia Emodi	9	Paribhadra	195
Paeony Rose	9	Parigadda	263
Pagada-manu	349	Parijat	195
Paiyel	154	Paripat	308
Pakki	556	Parkoti	554
Pakur	554	Parpadagam	308
Palak-Juin	453	Parpot	308
Palam	618	Parsik-Jomani	171
Palandu	606	Parul	438
Palas	171	Pasan-bhedi	473
Palla	351	Paspalum scrobiculatum	653
Palla-ramalli	415	Passifloreae	50
Palmeae	114	Pasupu	577
Palong-sak	498	Patala-gandhi	369
Palpirai	556	Patal-gorure	19
Palta-madar	195	Patar-rambona	625
Palyoka	353	Patha	17
Pana	670	Pathar-chur	473
Pancha-baikal	547, 554	.. kunchi	234
Pandanaceae	115	Pati	635
Pangonari	523	.. nebu	105
Paniala	43	Patra-banga	500
Panicum frumentaceum	655	Pavetta indica	313
		Pavonia odorata	74



বনৌষধি	ক্রমিক সংখ্যা	বনৌষধি	ক্রমিক সংখ্যা
Payo-komati	278	Phyllanthus reticulatus	541
Pedagi	212	.. urinaria	540
Pedalineae	76	Physalis minima	425
Pedaliium Murex	440	Pica-pullam	279
Pedda-palleru	440	Pierorhiza kurrooa	429
Peet-berela	80	Pikunkai	272
Peet-bhringi	427	Pilu	363
.. Papra	452	Pindalu	315
.. patala	437	Pindi	455, 315
Peganum Harmala	113	Pindi-kanda	486
Pellitory root	278, 316	.. khejur	621
Pengba	584	.. kundu	455
Pengu alakulu	585	Pinditak	306
Pennywort, Indian	428	Pineapple	591
Pentapetes phoenicea	84	Piniru	426
Peppermint	475	Pinus longifolia	563
Pepri	554	Pipal	548
Periploca aphylla	383	Piper Betle	502
Peristrophe bicalyculata	456	.. chaba	505
Persimon, Indian	352	.. cubeba	504
Peru-marindu	499	.. longum	501
Perunarashadi	440	.. nigrum	503
Perungayam	298	Piperaceae	86
Peucedanum Sowa	301	piplakhan	554
Phala-kantaka	380	Pippali	501
Pharagi	258	Pipperment	475
Phalkohala	401	Pipul	501
Phanijjak	471	.. paras	76
Phaseolus aurea	205	.. jala	6
.. grandis	205	Pisonia aculeata	483
.. Mungo	205	Pistacia integerrima	150
.. radiatus	205	Pistia stratiotes	630
.. Roxburghii	206	Pisum sativum	207
.. sublobatus	205	Pitaban	227
.. trilobus	204	Pita kanda	297
Phenila	145	Pitakaravi	356
Phoenix dactylifera	621	.. kari	386
.. sylvestris	620	.. malati	359
Phola-punna	227	.. papra	308
Phyllanthus distichus	537	Pit-chandan	517
.. Emblica	538	Pito hari	405
.. Niruri	539	Pittala-bhanrah	338



বনৌষধি	ক্রমিক সংখ্যা	বনৌষধি	ক্রমিক সংখ্যা
Rajadani	351	Rheum acuminatum	496
Rajanigandha	609	„ Emodi	496, 242
Rajarka	378	„ officinale	496
Rajbaka	370	„ palmatum	496
Rakhal-kolai	204	„ speciforme	496
„ sasa	278	„ Webbianum	496
Rakshimatalu	596	Rhinacanthus communis	453
Rakta-alu	600	Rhizophoraceae	43
„ bach	582	Rhizophora mucronata	237
„ bindu-chand	529	Rhubarb—Indian	233
„ chandan	161, 211	Rhus ghas	641
„ chitrak	344	„ succedanea	149
„ kambai	26	Ricinus communis	532
„ kanchan	173	Ringworm, shrub	183
„ Padma	27	Risabhak	401
Rambegun	412	Rohis	640
Ramsar	374	„ gabat	640
Ramtarai	273	„ trina	642
Ramtulasi	471	Rohitaka	125
Ranamba	512	Rohon	126
Randhuni	295	Rosa alba	232
Randia dumetorum	314	„ damascena	232
„ uliginosa	315	„ grass	641, 640
Ranga-alu	400	„ indica	232
Rangan-malli-chettu	245	Rose-bay, Indian	127
Rang-holdi	576	„ berry spurge	370
Ranjai	349	„ coloured, leadwood	344
Ranjan	161, 517	„ wood	147
Ranunculaceae	1	Rosunia gachh	238, 454
Ranunculus sceleratus	6	Rosut	23
Raphanus sativus	32	Royna	125
Rasna	567	Rubiaceae	56
Rason	607	Rubia cordifolia	316
Ratalu	600	Rudra-jata	499
Ratanhia	137	Rumex maritimus	497
Ratnapuras	40	Rumex vesicarius	498
Rauwolfia serpentina	369	Rongia parviflora	455
Reband-chini	496	Rush	636
Redwood, Indian	126	Rutaceae	28
Rerhi	532		
Revanda bhindi	496		
Rhamnaceae	34		

বনৌষধির নামের ইংরেজী বর্ণমালানুযায়ী সূচী

৬৭৩

বনৌষধি	ক্রমিক সংখ্যা	বনৌষধি	ক্রমিক সংখ্যা
S			
Sabja	472	Samydaceae	49
Sabuku-pattai	559	Sanalifu	508
Sabuni	290	Sanballi	528
Saccharum arundinaceum	659	Sankarjata	228
.. fuscum	659	Saokbahuli	389
.. officinarum	658	Sansevieria Roxburghiana	590
.. sara	659	.. zeylanica	590
.. spontaneum	657, 650	Santalaceae	92
Saccolabium papillosum	568	Santalum album	517
.. praemorsum	568	Santonine, butea	171
.. Wightianum	568	.. polas	171
Sacred fig	548	.. Sonamukhi	184
Sadanga Paniya	74	Sapindaceae	36
Sada nota	491	Sapindus Mukorossi	146
Safed chandan	517	.. trifoliatum	145
Safflower	331	Sapium sebiferum	543
Saffron	592	Saponaria Vaccaria	50
Sahadevi	323	Sapason	499
Sain kanta	165, 202	Sapota	346
Sak	463	Sapotaceae	11
Sakarkanda alu	400	Sappan wood	223
Sakhotak	556	Sapta-parni	366
Saknaru-pilli	640	Sar	659
Sal	64	Saraca indica	213
Salaya-dhup	119	Sarala	563
Salibmisri	569	.. debdaru	563
Salicineae	99	.. lodhra	353
Salix tetrasperma	562	Saranga-paniya	637
Sallaki	119	Sarapunkha	216
Salparni	189	Sarbbajaya	583
Salvadoraceae	65	Sarcostemma brevistigma	383
Salvadora persica	363	Sariba	367
Salvia plebeia	476	Sarma	384
Salviniaceae	121	Sarpa-gandha	369
Salvinia cucullata	671	Sarpakshi	310
Samandar-ka-pat	398	Sarpashi-chell	310
Samantippu	332	Sarpasi chettu	310
Sambani-chettu	428	Sarsaparilla, Indian	384
Samudra-pela	398	.. Rasna	568
.. phal	246	Sarunnai	290
.. sok	598	Sasung	525
		Satabari	604



বনৌষধি	ক্রমিক সংখ্যা	বনৌষধি	ক্রমিক সংখ্যা
Satabari Meda, Mahameda	604	Sheduri	574
Satamul	604	Shofed-kumra	283
Sata-oyer	604	Shorea, camphora	509
Sata-padi	604	„ robusta	64
Sati	578	Shrubby Basil	471
Satiyam	366	Shyamaghas	655
Saussurea Lappa	336	Shyama lota	367
Savina	113	Shyam-dalan	325
Schima Wallichii	60	Sia-jira	293
Schleichera trijuga	144	Siakul	133
Schrebera chelonoides	361	Sia-musali	614
„ pubescens	361	Sibappu-baslakiri	495
„ swietenioides	361	Sibjhul	143
Scindapsus officinalis	631	Sida cordifolia	78
Scirpus grossus	638	„ rhombifolia	79
Scitamineae	102	„ rhomboidea	80
Screwpine, fragrant	624	„ spinosa	82
„ tree, Indian	87	„ veronicaefolia	81
Scrophularineae	74	Sidhi	546
Sebamu	505	Sigru	157
Sebantika	332	Sij	525
Segapu	254	Sikta-karanja	382
Segobani	380	Silver fir, Himalayan	564
Segun	463	Sim	6, 191
Semicarpus Anacardium	155	Simai-aluppai	346
Semmuli	448	„ madala-birai	233
Senari	214	Simejilakar	293
Sendurphul	331	Simappa	346
Senna Indian	171, 181, 184	Simarubeae	29
„ Purpuria	181	Sindhubaram	466
„ Sophora	181	Sindubar	467
Sensitive plant	201	Singhara	263
Seora	156	Singha mukhi	218, 445
Sephalika	360	„ hasya	218
Sesamum indicum	441	Sipand	113
Sesbania aegyptica	214	Sasirasangalanir	323
„ grandiflora	215	Siris	167
Seseli indicum	300	Sisu	187
Setaria italica	656	Sita-ki-kesh	406
Sewli	461	Sital-chini	504
„ chhop	391, 604	Siuli-chop	391
Share-bhuja	280	Sivappu-chittrira	344

বনৌষধির নামের ইংরেজী বর্ণমালাসুযায়ী সূচী

৬৭৫

বনৌষধি	ক্রমিক সংখ্যা	বনৌষধি	ক্রমিক সংখ্যা
Smilaxglabra	601	Spaeranthus indicus	339, 173
Smilaxglabra lanceafolia	602	Spearmint	474
„ macrophylla	603	Spinacia oleracea	494
Snigdha-debdaru	565	Spirunarubili	394
Snuhi	525	Spogel seed	481
Socotrin	605	Spondias mangifera	156
Sodium salt	47	Spongar	481
Sohodevi-bori	342	Sreem	860
Solanaceae	73	Srigaber	581
Solanum esculentum	413	Srigala-keli	133
„ ferox	412	Sringataka	263
„ indicum	415	Sri-garnika	558
„ insana	413	Stephania hernandifolia	17
„ Melongenum	413	Sterculiaceae	22
„ nigrum	411	Sterculia foetida	68
„ torvum	416	Sterospermum Chelonoides	437
„ trilobatum	417	„ suaveolens	438, 361
„ xanthocarpum	414	Sthulgranthi	582
Soluka	301	Sthulgranthi laila	585
Soma-lata	383	Streblus asper	556
Somanti	214	Strychnos colubrina	21
Somaras	383	„ nox-vomica	387
Somi	209, 165	Styraceae	63
Somraj	324	Sugandha-bach	570, 573, 582, 627
Sona	436	„ ras	640
Sona-balli	523	Sukaka kuraku	498
Sonamukhi	184	Sukan-kirai	498
Sonchus arvensis	342	Sukha-darsan	597, 598
Sondal	179	Sukkar	517
Son-keshar	141	Suknas	436
Sonyak	416	Sukshma-ila	587
Sora alu	600	Sul-horon	387
Sorakaya	271	Sultan-champa	55
Sorguja	335	Sunam-jore	549
Sorrel, Indian	497	Suni-sannak	471
„ red	73	Sundew	236
„ country	498	Sundhi	26
Sosan	594	Sunti	581
Sovanjan	157	Sonwar	427
Soya bean	192	Superb lily	403
Soymida febrifuga	126	Suran	626
Spaeranthus africanus	339	„ batak	626

699

বন্যোষধি	ক্রমিক সংখ্যা	বন্যোষধি	ক্রমিক সংখ্যা
Ulu	650	Water clove	261
Umbelliferae	54	„ Lily	26
Unna-maram	208	White leadwort	343
Upodoki	495	„ mulberry	555
Uraria lagopoides	227	Wild egg plant	414
„ picta	228	„ lime	102
Urena lobata	75	Winter cherry	426, 427
Urginea indica	610	Withania somnifera	426
Urticaceae	94	Wood apple	109
Usiriki	538	Wood oil	61
—		Woodfordia floribunda	258
V		Woolf's bane	3
Valerian	321, 322	Wrightia tinctoria	368, 372
Valeriana Hardwickii	321	„ tomentosa	371
Valeriana officinalis	322	—	
Valerianeae	57	X	
Vallaris Heynei	374	Xanthium strumarium	337
Vanda Roxburghii	567	Xyris pauciflora	612
Vandellia pyxidaria	434	Xytideae	111
Vangueria mollis	317	—	
„ spinosa	317	Z	
Ventilago madaraspata	131, 132	Zanthoxylon alatum	114
Verbenaceae	78	Zea Mays	648
Vernonia cinerea	323	Zedoarea	578
Violaceae	12	Zehneria umbellata	288
Vitex Negundo	466	Zingiber casumunar	583
„ trifolia	467	„ officinale	581
Vitis pedata	140	„ zerumbet	329, 582
Vitis quadrangularis	139	Ziriki-bilai	402
„ trifolia	141	Zizyphus Jujuba	134
„ vinifera	142	„ oenoplia	133
—		Zygophyllaceae	26
W		—	
Walnut	519		
„ Indian	557		

তৃতীয় নির্ঘণ্ট

ব্যাপি অনুযায়ী সূচী *

অ

অগ্নিদগ্ধে—আম্র ১২৩ ; হিঙ্গন ২২ ; বিহিদানা ১২৮ ; বনমেধি ১৬৭ ; কুঁচিকাটা ১৬২ ;
ইঙ্গুদি ২২ ; কুমড়া ২৪৩ ।

অগ্নিবুদ্ধিকরণে—আদা ৫৪১ ; আম আদা ৫৩৬ ; কাষাবচিনি ৪৬৪ ; গাঁজা ৫০৭ ;
তোপচিনি ৫৬০ ; হিঙ্গু ২৫৬ ; চিতা ৩০১ ।

অগ্নিমান্দ্যে—কালমেঘ ৪১২ ; শালুক ২৩ ; মহানিধ ২৩ ; হরীতকী ২০৬ ।

অঙ্গুলির কড়ায়—জাঁতি ৩১৭ ।

অজীর্ণে—আমলকী ৫০০ ; কুড় ২২৩ ; চিতা ৩০১ ; গাঁজা ৫০৭ ; ছাতিম ৩২৬ ; ছোলা ১৫৬ ;
জোয়ান ২৫৩ ; দাড়িষ ২২৪ ; ধুতুরা ৩৮৩ ; নারিকেল ৫৭৬ ; পাথরচুর ৪৩৫ ;
বাগভেরেন্দা ৪২১ ; শতমূলী ৫৬২ ; শ্বেতবচ ৫৮৭ ; লবঙ্গ ২১৬ ; হিঙ্গু ২৫৬ ;
হরিতকী ২০৬ ।

অণুকোষ-বেদনায়—একশিরা প্রষ্টব্য ।

অতিক্ষুধানিবারণে—ডুমুর ৫১৩ ।

অতিনিজায়—মরিচ ৪৬৩ ।

অতিরজে—কাঞ্চন ১৪৬ ; বনওকড়া ২২৬ ; ভৃঙ্গরাজ ২২৭ ; কাটানটে ৪৪২ ।

অতিসারে—কুল ১০৮ ; কুরচি ৩২৮ ; ধাতকী ২২২ ; নিম্বা ১৪ ; পুঁইশাক ৪৫৩ ;
বহেড়া ২০৫ ; মহাবরীবচ ৫৪৩ ; মহায়া ৩০৭ ।

অনিজায়—নিজ্রানাপে প্রষ্টব্য ।

অন্তর্দাহে—ধনে ২৫৪ ।

অপশ্মারে (মূগী)—অগস্তি ১৮১ ; পাথরচুর ৪৩৫ ; ছাচিকুমড়া ২৩৭ ; অটামাসৌ ২৭৮ ;
রজন ৫৬৭ ; শ্বেতবচ ৫৮৭ ; শতমূলী ৫৬২ ; মুখা ৫২৬ ; রিঠা ১১৭ ; আকরকরা
২৮৬ ; বিরমী ৩২২ ।

অবসাদ-করণে—খোরাসানী জোয়ান ৩৮৭ ।

অভিগ্ৰাস্মে (চক্ষুশ্রাব)—রেড়ি ৪২৩; কটিকারী ৩৭৮।

অগ্নিপিত্তে—পাকুল ৪০২; ঘণ্টাপাকুল ৩২১; আম ২১১; ডঃ করঞ্জা ১৭৪।

অগ্নরোগে—আমকুল ৭২; সরিষা ২২; রক্তপিট ১০৭; আমড়া ১২৮; কালমেঘ ৪১২;
মরিচ ৪৬৩; কটকী ৩২৪; লবঙ্গ ২১৬; ইশেরমূল ৪৫৮।

অকুচিতে—সোন্দাল ১৫০; টাবানেবু ৮৩; তেঁতুল ১৮৫; দারিষ ২২৪।

অর্জশিরশুলে—জগৎমানন ৪১৭; বিড়ঙ্গ ৩০৫; বনওকড়া ২২৬; গোলক ১৫;
অপরাজিতা ১৫৭; জাকরণ ৫৫২।

অর্কুদ রোগে—বট ৫১০; পুঁইশাক ৪৫৩; ওল ৫৮৬; কাকনাসা ৪০২।

অর্শ রোগে—নিম্বা ১৪; কামরাজা ৭৭; মূলা ৩১; নাগেশ্বর ৪২; শিমুল ৫৫; পদ্ম ২৩;
দাড় হরিদ্রা ২০; কাকন ১৪৬; কুলথ কলাই ১৬০; ডহর করঞ্জা ১৭৪;
কুটিকীটা ১৬২; দস্তী ৪৮২; বেতো ৪৫২; পিপুল ৪৬০; পুঁইশাক ৪৫৩; বেগুন ৩৭৭;
আকন্দ ৩৪১; তুলা ৩৭০; টহুরী ৩৬২; কুচিলা ৩৫৩; পেঁপে ২২৮; চিত্রা ২২৭;
ধাতকী ২২২; চিতা ৩০১; কুকুরচড়া ২৭২; তালমূলী ৫৫৪; দেবদারু ৫২৭;
ওল ৫৮৬; বহন ৫৬৭; মাজুফল ৫২৩; কচু ৫২০; মনসা ৪৮৭; শতমূলী ৫৬২;
টোকা পানা ৫২১; ওল ৫৮৬।

অশের রক্তশ্রাব নিবারণে—দূর্কা ৬০৫।

অশ্মরীভেদকরণে—গোকুর ৭৫।

অশ্মরী রোগে (পাথরী)—গাব ভেরেন্দা ৪২৩; কাবারচিনি ৪৬৪; বৃহতী ৩৮০;
পদ্মক ১২৬; করবী ৩৩৩; বড় বেত ৫৮২; কটিকারী ৩৭৮; হরিতকী ২০৬;
কুম্ভমূল ২৮২; পেঁয়াজ ৫৬৬; জয়পাল ৪৮৪; কমলাগুড়ি ৪২৭; আঙ্গুর ১১৪;
মূলা ৩১; অশোক ১৭২।

অস্থিভঙ্গে—হাড়বোড়া ১১২; অর্জুন ২০৩; অশ্বন ২১২; তেঁতুল ১৮৫; মেহেন্দী ২২১;
মুগী ৫৫৬।

অহিফেন বিষে—জিঙল ১২৪; কাঠাল ৫০৬; এরঙ ৪২৫; কলমী ৩৬৮; খদির ১৩৬;
কদলী ৫৪৮।

অহিফেন সেবন-নিবারণে—মালকাঙনী ১০৫।

অথ

আক্ষেপে—চন্দন বেতো ৪৫২; শ্বেত গুড়হাড়িয়া ৩৬; দুতুরা ৩৮৩; কালবালা ২৮০;
নাগমণী ২৮৭; গন্ধ ভাছলিয়া ২৭১; হিঙ্গু ২৫৬; জাকরণ ৫৫২; শতমূলী ৫৬২;
শ্বেত বচ ৫৮৭; খোয়াসানী জোয়ান ৩৮৫।

আগাছা-নাশে (জমির)—বাসক ৪০২।

আঘাত-জনিত বেদনায়—তেঁতুল ১৮৫; আম্রলাতমী ১০১; বন চালিদা ১০২;
হাড়ঘোড়া ১১২।

আম্রুল-হাড়ায়—কাম্বর ৫৫৬; গামার ৪৩০।

আবিরে—শটী ৫৩২।

আমাশয়—পদ্ম ২৩; কাকমাচি ৩৭৫; কালজাম ২১৪; রতন ২৬৬; শেওড়া ৫১২;
আদা ৫৪১।

আমবাতে—পুনর্গবা ৪৪১; আদা ৫৪১; খেতবচ ৫৮৭; সোন্দাল ১৫০; শেওড়া ৫১২।

আম্বুরন্ধিতে—হরিতকী ২০৬; নাগবলা ৬৬; বিরমী ৩২২; অশ্বগন্ধা ৩২০; ভেলা ১২৬;
খুলকুড়ি ২৫১।

আর্দ্রব লাভে (ঋতু)—জবা ৫২; জ্যোতিষ্মতী ১১৫; অশোক ১৭২; খুলকুড়ি ২৫১;
মদন ২৭৩; কুঁচিলা ৩৫৩; গন্ধুর ৪০৭; দূর্কা ৬০৫।

আলজিভ-বর্দ্ধনে—খদির ১৩৬।

আসেনিক বিষে—চায়া ৪৪৭; কলমী ৩৬৮; কমলী ৫৪৮; নীল ১৬৬।

ই

ইক্ষুমেহে—গণিয়ারী ৪২৬।

ইন্দুর বিষে—পুনর্গবা ৪৪১; খেতবচ ৪১৫; টাপানটে ৪৫০।

ইন্দ্রলুপ্তে (টাক)—কুঁচ ১৩৩; বৃহতী ৩৮০; চিচিঙ্গে ২৩২; কেশরাজ ২২১; তিল ৪০৫;
হংসপদী ৬১২; অগ্যঘাস ৬০১; লাদলিকা ৩৬৮, ৫৬৮; নারিকেল ৫৭৬; বিছুটী ৪২৬।

ইন্দ্রিয়-উত্তেজনায়—কাম উদ্দীপনে দ্রষ্টব্য।

ইন্দ্রিয়-শৈথিল্যে—ঋজভঙ্গ দ্রষ্টব্য।

ইরিসেপলাসে—বড়হুনিয়া ৪৪; কালিঝাঁট ৬১৮।

উ

উই-নাশে—সেগুণ ৪২৫।

উৎকাশে—ঘুঁড়ীকানী দ্রষ্টব্য।

উত্তাপ-নিবারণে—বিহিধানা ১২৮; মুখা ৫২৬।

উত্তেজকে—ভেলা ১২৬।

উদরাময়ে—কাকন ১৪৭; হিমসাগর ২০০; বকম ১২০; চিরঞ্জি ১২৫; তুন ১০৩;
গোলক ১৫; পদ্ম ২৩; বেল ৮০; পেটারী ৫৩; ঘোড়ানিধ ২২; চীনাবাদাম ১৪২;
পীতসাল ১৭৮; তিনিশ ১৬৮; খেসারী ১৬৬; বাবলা ১৩৫; খেতমূর্গা ৪৪৮;
ইশপগুল ৪৪০; কাকতুলী ৩৫১; বিষ্ণুগন্ধি ৩৭২; নিম্বলী ৩৫৫; খিরনী ৩১১;

বন চিচিঙ্গে ২৩৩; কালজাম ২১৪; হিজল ২১১; হরিতকী ২০৬; পানিকল ২২৭; ইন্দ্রায়ণ ২৩০; অর্জুন ২০৩; ক্ষেতপাপড়া ২৬৭; শিরালু ২৭৪; গন্ধভাঙ্গলিয়া ২৭১; বট ৫১০; কাকন ১৪৭; আম আদা ৫৩৬; দূর্কা ৬০৫; গাঁজা ৫০৭; বাগভেরেন্দা ৪২১; শতমূলী ৫৬২; সালই ২৪।

উদররোগে—আকন্দ ৩৪১; পুনর্নবা ৪৪১; ভূই কুমড়া ২৩০; থুলকুড়ি ২৫১; সনলা ৫০৪; করকুশ ৬২১; নটে ৪৫০।

উদ্ভেদ নাশে—অপরাজিতা ১৫৭।

উন্মাদে—অপরাজিতা ১৫৭; ধারমাক ৪১৮; ধুতুরা ৩৮৩; বকুল ৩০২; তাল ৪৭৮; বলা ৭৫; বিরমী ৩২২; শঙ্খপুল্পী ৩৫৬; বট ৫৪৩; ইন্দ্রবারুণী ২৪০।

উপদংশে—নির্ঝিষা ৬; লঘুকর্ণী ৬; গুড়কামাই ৩৭৫; ভেলা ১২৬; কালকেসেন্দা ১৫২; সজিনা ১২২; কালমেঘ ৪১২; কাটাঝাঁটা ৪১৪; বাতগ্রী ৪২৩; কিরামার ৪৫২; কাবাবচিনি ৪৬৪; অনন্তমূল ৩৪২; অশ্বন ২১২; আকোড় ২৬১; কেশুরিয়া ২২০; দূর্কা ৬০৫; বাসা ৫২২; তাল ৫৮০; মূর্গা ৫৫৬; তোপচিনি ৫৬০; জটালকা ৪৮৮; রক্তচিটা ৩০৪; সালই ২৪; নিম্ব ২৭; পালতে মাদার ১৬৪; থুলকুড়ি ২৫১।

উরুস্তম্ভে—সোন্দাল ১৫০; ভহর করকা ১৭৪; ছাঁচিবেত ৫৮২; হুহনী ৬৫১; আকন্দ ৩৪১; কাকমাচী ৩৭৫; শুট ৫৪১; সরিষা ২২; বেতোশাক ৪৫২; পিপুল ৪৬০; পটোল ২৩১।

ঋ

ঋতুকরণে—জবা ৫২; পলাশ ১৪৩; পালতে মাদার ১৬৪; খসখস ৬১৮; তিল ৪০৫; মরিচ ৪৬৩; বড়গন্ধুর ৪০৪; ইশের মূল ৪৫৮; পেঁয়াজ ৫৬৬; কুচিলা ৩৫৩; জটামাংসী ২৭৮; নামুতি ২৮৪; কালা ৪০৭; ইন্দ্রায়ণ ২৩০; জাকরণ ৫৫২; তোপচিনি ৫৬০; ইশবাধ ৮২; শলুকা ২৬০; কুটজ ৩২৮; থুলকুড়ি ২৫১; দূর্কা ৬০৫।

ঋতুনাশে—পলাশ ১৪৩; রিঠা ১১৮; জ্যোতিষ্মতী ১১৫; তুলা ৫৭; ভাঙ্গারা ১৬৫; নীলনিসিন্দা ৪২২; পিপারমেন্ট ৪৩৭; কটিকারী ৩৭৮; ছাগলবাটা ৩৪৬; কুরচি ৩২৮; মজিঠা ৩৭৫; গাবভেরেন্দা ৫১১; পালতে মাদার ১৬৪; অশোক ১৭২; নাগদমনী ৩১৭।

ঋতুরোগে—লোধ ৩১৩; অশোক ১৭২; কুশ ৬২৭; লালমূর্গা ৪৪২; শিমূল ৫৫; হাড়ঘোড়া ১১২; থুলকুড়ি ২৫১; জাঁতি ৩১৭; অশ্বন ২৪৫; গড়গড় ৬৪৩; ঘুতকুমারী ৫৬৪; চন্দন ৪৭৭।

ঋতুস্বস্ত্যায়—হলকসা ৪৩৮; হংসরাজ ৬১২; হাড়ঘোড়া ১১২; আলকুনী ১৭০; থুলকুড়ি ২৫১; কাঠাল ৫০৬; শেওড়া ৫১২; কাকমাচি ৩৭৫; দূর্কা ৬০৫।

এ

একশিরায়—অশ্বাশ্বি ১৮০ ; শেওড়া ৫১২ ; চালতা ২ ; কাকমাচী ৩৭৫ ; তামাক ৩৮৭ ; কাঠাল ৫০৬ ।

ক

কটবেদনায়—কটীকারী ৩৭৮ ; লিপুল ৪৬০ ; হরিতকী ২০৬ ; বট ৫১০ ; গাবভেবেণ্ডা ৪২০ ; সজিনা ১২২ ; শুপারী ৫৭৫ ।

কড়ায় (পদের)—জ্বাতি ৩১৭ ;

কণ্ঠরোগে—দশবাহ ৫৫৩ ; হরিতকী ২০৬ ।

কর্ণরোগে—মাকাল ২২২ ; বেগুন ৩৭৭ ; অশ্বখ ৫১৩ ; গাবভেবেন্দা ৪২০ ; পেঁয়াজ ৫৬৬ ; খেতবচ ৫৪৩ ; গিমা ২৫০ ; মোরী ২৫২ ; সজিনা ১২২ ; ভূজপত্র ৫২২ ; সুখদর্শন ৫৫৭ ; কেয়া ৫৮৪ ; কটফল ৫২০ ; অপরাজিতা ১৫৭ ; কদলী ৫৪৮ ; লতা-ফটকী ১১৫ ; ধুতুরা ৩৮৩ ; নিশিন্দা ৪২৮ ; শতাবরী ৫৬২ ।

কর্তন-জনিত রক্তস্রাবে—রক্তস্রাব নিবারণে দ্রষ্টব্য ।

কলেরায়—পিয়ারা ২৪৪ ; কুচিলা ৩৫৩ ; লক্ষা ৪০০ ; পিপারমেট ৪০৭ ; ইশেরমূল ৪৫৮ ; অপামার্গ ৪৪৫ ; ভূতৃণ ৬২২ ; গাঁজা ৫০৭ ; বড়এলাচ ৫৪৫ ; আয়্যাপান ২৮৫ ; কুড় ২২৩ ; করলা ২৪৫ ; আলকুশী ১৭০ ; রিঠা ১১৮ ; অহিকেন ২৪ ; বেণ ৮০ ; গুড়কামাই ৩৭৫ ; হিন্দু ২৫৬ ; কুকসিম ২৮৫ ; অমোষা ৩৭৪ ; আদা ৫৪১ ।

কষ্টেরজে—পাণলতা ১৫৮ ; জ্বাতি ৩৪০ ; দুর্লা ১২৫ ; কুশ ৬২৭ ।

কাউর ঘায়ে—রজনীগন্ধা ৫৭০ ; বচ ৫৪৩ ।

কাকমারগে—মাকাল ২২২ ।

কাণবেদনায়—অর্জুন ২০৩ ; বকুল ৩০২ ; মাকাল ২২২ ; কৃষ্ণ-তুলসী ৪০২ ; আকন্দ ৩৪১ ; শোনা ৪০০ ; অপামার্গ ৪৪৫ ; নিশিন্দা ৪২৮ ; মনসা ৪৮৭ ; শতমূলী ৫৬২ ; হাড়ভাঙ্গা ১১২ ; হাড়হাড়িয়া ৩৫ ; আদা ৫৪১ ; লম্বাকটকী ১১৫ ; পালতে মাদার ১৬৪ ; অশ্বখ ৫১৩ ।

কাণের পোকায়—বেগুন ৩৭৭ ।

কান্তি-বন্ধনে—তালমূলী ৫৫৪ ; কুড় ২২৩ ; মুড়মুড়িয়া ২২৮ ।

কাম-উদ্দীপনে—কৃষ্ণ ধুতুরা ৩৮৪ ; কৃষ্ণ তুলসী ৪০২ ; কুলেখাড়া ৪০৭ ; ভূতুলসী ৪০৭ ; কাবাবচিনি ৪৬৪ ; কর্পূর ৪৭০ ; পলক জুই ৪১৮ ; খেত কেঁরই ৪২০ ; পেঁয়াজ ৫৬৬ ; গাঁজা ৫০৭ ; ঘৃতকুমারী ৫৬৪ ; রোহন ১০২ ; গন্ধুর ৭৫ ; পেটাহী ৫০ ; শিমূল ৫৫ ; কেহরিয়া ২২০ ; হাকুচ ১৭৭ ; কুঁচ ১৩৩ ; পলাশ ১৪৩ ; চেহর ১৭২ ; কেয়া ৫৮৪ ; কদলী ৫৪৮ ; কেউ ৫৪৫ ; সীম ১৬১ ; ককট স্বদী ১২০ ; ১২১ ; লবঙ্গ ২১৬ ; কুড় ২২৩ ; পালতেমাদার ১৬৪ ।

কামলায়—আমলকী ৫০০ ; ভূ-আমলকী ৫০২ ; অড়হর ১৪০ ; ইক্ষু ৬১২ ; কেহুরিচা ২০০ ; গোলক ১৫ ; যুতকুমারী ৫৬৪ ; ঘোষালতা ২০৫ ; জটামাংগী ২৭৮ ; তালমূলী ৫৫৪ ; ছদলতা ৩৪৭ ; লাউ ২০৪ ; নাগবল্লী ২৭০ ; পালাংশাক ৪৫০ ; দণ্ডী ৫০০ ; ভূই আমলা ৫০২ ; মরিচা ২৭৫ ; শতমূলী ৫৬২ ; রেবানচিনি ৪৫৪ ; লটকন ৩৭ ; বৈচ ৩০ ; সমুদ্র ২১২ ; সাবুনী ৪০ ; হলকসা ৪০৮ ; হাজার মনি ৫০০ ।

কাশে—বিষ্ণুগন্ধি ৩৭২ ; কুচিলা ৩৫০ ; কণ্টিকারী ৩৭৮ ; মরিচ ৪৬০ ; পিপুল ৪৬০ ; নীল নিশিন্দা ৪২০ ; বামুন হাটী ৪২২ ; আমলকী ৫০০ ; যক্ষীমধু ১৮৭ ; কটফল ৫২০ ; অর্জুন ২০০ ; তুলসী ৪০২ ; অশ্বথ ৫১১ ; আদ্রা ৫৪১ ; এরণ্ড ৫১১ ; সোন্দাল ১৫০ ; ধনে ২৫৪ ; মুখা ৫২৬ ; মূলা ৩১ ; বৃহতী ৩৮০ ।

কীটনাশে (ক্ষতের)—আতা ১১ ; কাকমারি ১০ ; টোকাপানা ৫২১ ; ঢোলসমুদ্র ১১০ ; শ্বেত বচ ৫৮৭ ; কুড় ২২০ ; জঃ করলা ১৭৪ ; নিশিন্দা ৪২৮ ; কিরামার ৪৫২ ; রসুন ৫৬৭ ।

কুকুরবিষে (পাগল)—হাতিশুঁড়া ৩৬১ ; লাবলিকা ৩৬৮ ; আকন্দ ৩৪১ ; অপামার্গ ৪৪৫ ; গন্ধনাকুলি ২৭০ ; যজ্ঞভূষর ৫১০ ; বাশ ৬২০ ; বারসঙ্গ ৮৮ ; সন্নি ১২২ ; ছাচি বেত ৫৮০ ; হংসপদী ৬৪৬ ; সর্পাকী ২২০ ; কাকমারী ৩৭৫ ।

কুরণ্ডে—বামুন হাটী ৪২২ ; লজ্জাবতী ১৬৮ ; আকন্দ ৩৪১ ।

কুষ্ঠে—রক্তচিতা ৩০৪ ; অসন ২০২ ; ঝিঙে ২৩৪ ; পটোল ২৩১ ; ভূইকুমড়া ২৩০ ; নীল কলমী ৩৬৭ ; পুনর্বা ৪৪১ ; আকন্দ ৩৪১ ; মেহেনী ২২১ ; পিপুল ৪৬০ ; অগুরু ৪৭০ ; মল্লী ৪৮২ ; বাসক ৪০২ ; দেবদারু ৫২৭ ; কুদিগকড়া ৪৮৫ ; বিছুতী ৪২৬ ; পুলকুড়ি ২৪১ ; সোমরাজ ২৮২ ; বাদাম ২০২ ; কুরচি ৩২৮ ; আঁকোর ২৬১ ; কুড় ২২০ ; ভহর করলা ১৭৪ ; হরকুচ ৪১৪ ; চিতা ৩০১ ; কুঁচ ১০০ ; নাটা ১৮৮ ; ভেলা ১২৬ ; জ্যাড়মুর ৫১৭ ; বনশেয়াল ৫৭১ ; মূর্খা ৫৫০ ; মহাবরী বচ ৫৪০ ; শিঙ ১৫৮ ; বিলাতী খাউ ৫২২ ; নিধ ২৭ ; শেয়াল কাটা ২৮ ; চাউল মুগরা ৪০, ৪১ ; পুয়াগ ৪৬ ; গর্জন ৫২ ; প্রিয়দ্রু ২৬ ; হিঙ্গলী বাদাম ১২২ ; করবী ৩০০ ; ছাতিম ৩২৬ ; লোশ ৩১০ ; খদির ১৩৬ ; চাকুন্দে ১৫৪ ; ইপ্সি ২২ ; রোহিতক ১০১ ; বাকুচি ২৮২ ; হরিদ্রা ৫০৭ ।

কৃমিনাশে—অতিবিষা ১ ; আকন্দ ৩৪১ ; আঁকোর ২৬১ ; আতমোরা ৬৮ ; আনারস ৫৫১ ; আম্র ১২০ ; আলকুনী ১৭০ ; আঁশফল ১১০ ; ইন্দ্রায়ন ২০০ ; করলা ২৪৫ ; কাকতুণ্ডী ৩৫১ ; কালকোসেন্দা ১৫২ ; কালজাম ২১৪ ; কালমেঘ ৪১২ ; কিরামার ৪৫২ ; কুকসিম ৩৮৫ ; কেহুরিচা ২২০ ; খোয়াসানী ঘোধান ৩৮৫ ; গন্ধবিরেজা ৫২৫ ; পামার ৪০০ ; বেটু ৪২১ ; চিরেতা ৩৫৭ ; ছাচিকুমড়া ২০৭ ; ছাতিম ৩২৬ ; জয়পাল ৪৮৪ ; খেতকেই ৪২০ ; জৈত্রী ৪৬৬ ; ঘোধান ২৪০ ; তিস্তরাজ ১০১ ; তুল ৫৪৮ ; তেঁতুল ১৮৫ ; কমলাগুড়ি ৪২৭ ; তেঁকাটাসিঙ্গ ৫০০ ; দাড়ি ২২৪ ; নারিকেল ৫৭৬ ;

নাটা ১৮৮ ; নিশিন্দা ৪২৮ ; নীলকলমী ৩৬৭ ; পলকজুই ৪১৮ ; পলাস ১৪০ ;
পালতে মাদার ১৬৪ ; পেঁপে ২২৮ ; চিচিঙ্গে ২৩২ ; বন জোয়ান ২৪২ ; বড়লুনিয়া
৪৪ ; বাবুই তুলসী ৪৩৪ ; বিড়ম্ব ৩০৫ ; ভেলা ১২৬ ; মাকড়শাল ৫০ ; মুক্তাবুরী
৪৭২ ; রত্নন ৫৬৭ ; রত্নন বেল ২১১ ; লাললিকা ৫৬৮ ; তুপারী ৫৭৫ ; সোন্দাল ১৫০ ;
সখিনা ১২২ ; সোমরাজ ২৮২ ; শেফালিকা ৩১২ ; সেগল ৪২৫ ; হলকসা ৪৫৮ ;
হরিত্রা ৫৩৭ ; হিঙ্গু ২৫৬ ; হিঙ্গন ৩২ ; হুড়হুড়িয়া ৩৫ ; হাকুচ ১৭৭ ; ছাতিম ৩২৬ ।

কেশ-কৃষ্ণকরণে—অটামাসী ২৭৮ ; রত্নন ৫৬৭ ; তিল ৪০৫ ; সোনামুখী ১৫৫ ; কেশুরিয়া
৩২০ ; ভুঙ্গরাজ ২২৭ ; রাখাল শশা ২৪০ ।

কেশ-নাশে—কুহুম ফুল ২২৮ ; আকন্দ ৩৪১ ।

কেশবর্জনে—কেশরাজ ২২১ ; কাকরোল ২৪৪ ; বিষ্ণুগড়ী ৩৭২ ; আকাশ বেল ৪৭১ ;
কুড় ২২০ ; হুঙ্গপদী ৬৪৬ ; কেশুরিয়া ২২০ ; মুড় মুড়িয়া ৩২৬ ; জবা ৫২ ; জয়ন্তী
১৮০ ; তিল ৪০৫ ।

কেশের পোকা-নাশে (উকুন)—ইশবীদ ৮২ ; কুড় ২২০ ।

কোষ্ঠ-বন্ধে—বকুল ৩০২ ; বিরমী ৩২২ ; পান ৪৬২ ; অরপাল ৪৮৪ ; মানক ৫৮২ ;
ইন্দ্রাঙ্গ ২০০ ; ফণিনগলা ২৪৮ ; কাকুন ১৪৬ ; ভেলা ১২৬ ; সোণামুখী ১৫৫ ; ছোলা
১৫৬ ; বেল ৮০ ; দ্বতকুমারী ৫৬৪ ; সরিষা ২২ ।

ক্ষতে—হুড়হুড়িয়া ৩৫ ; তুলা ৫৭ ; পুরাগ ৪৬ ; কনকচাঁপা ৬২ ; সেধাকুল ১০৭ ; আঁতমোরা
৬৮ ; আসসেওড়া (পারাঅনিত) ৮৭ ; জিঙল ২২৪ ; কুঁচ ১৩০ ; পাখর কুঁচি ১২২ ;
হিমসাগর ২০০ ; কৃষ্ণশিরীষ ১৪০ ; পালতেমাদার ১৬৪ ; বাবলা ১৩৫ ; লাল ভেরেন্দা
৪২২ ; পুরজীব ৪২৫ ; কেতকী ৫৮৪ ; সখিনা ১২২ ; পেঁয়াজ (গলার) ৫৬৬ ; মুখা
৫২৬ ; কচু ৫২০ ; ধারকরলা (সর্পাঘাত অনিত) ২৬৬ ; বনপালং (পোড়া) ৪৫৬ ;
ইদুদি ২০ , পীতশাল ১৭৮ ; হরিতকী ২০৬ ; নিশিন্দা ৪২৮ ; কমলাগুড়ী ৪২৭ ।

ক্ষতে (বিষাক্ত)—কুষ্ঠী ২১০ ; টগর ৩৪০ ; ইবলাজুল ৩৫২ ; আকন্দ ৩৪১ ; নিশিন্দা
৪২৮ ; তামাক ৩৮৭ ; অগুরু ৪৭০ ; গামার ৪৩০ ; কাঁটাকাঁটা ৪১৪ ; হরিতকী ২০৬ ;
কুমারী (ভেলবিষে) ২৪৮ ; কুহুম ফুল ২২৮ ; আঁচ ২৭৭ ; মহিষ্ঠ ২৭৫ ; কবরী
৩৩৩ ; কুল ১০২ ; জিঙল ২২৪ ।

ক্ষয় কাশে—হাঁচি কুমড়া ২৩৭ ; অখগড়া ৩৪১ ; মান্দা ৪৭৬ ; বাসক ৪০২ ; অসন ২০২ ;
অজুঁন ২০৩ ; আকোর ২৬১ ; কুরচি ৩২৮ ; ত্রিকাটা গাঁতি ৩২২ ; আমলকুচি ১১৪ ;
নাটা ১৮৮ ; গোলাপ ১২৬ ; বাশ ৬২০ ; নারিকেল ৫৭৬ ; তালিশ পত্র ৫২৫ ;
কাকজন্মা ১১১ ; সালেব মিসরী ৫৩১ ; আঙ্গুর ১১৪ ; কাকডালসী ১২০ ;
নাগবলা ৬৬ ।

ক্ষুধানাশে—অগ্নি বৃদ্ধি করণে ত্রৈলোচন ।

ক্ষুধা-বর্জনে—অগ্নি বৃদ্ধি করণে ত্রৈলোচন ।

ক।

গনোরিয়া রোগে—কাবাবচিনি ৪৬৪ ; গোলক ১৫ ; এলোটকম্বল ৬৬ ; শিয়ালকাটা ২৮ ;
 টেঁড়স ৫৮ ; চাউলমুগরা ৪০ ; গর্জন ৫২ ; বড়ছনিয়া ৪৪ ; লটকন ৩৭ ; পুদ্গা ৪৬ ;
 কালকেশেন্দা ১৫৩ ; শুয়েবাবলা ১৩৭ ; বননীল ১৮৩ ; ডঃ করজা ১৭৪ ; খদির
 ১৩৬ ; গামার ৪৩০ ; মরিচ ৪৬০ ; দাড়চিনি ৪৬৮ ; পুঁই ৪৫৩ ; কু-তুলসী ৪৩৭ ;
 বাবুই তুলসী ৪৩৪ ; চন্দন ৪৭৭ ; কাকমাচি ৩৭৫ ; কটিকারী ৩৭৮ ; কাকতুলী ৩৫১ ;
 বনটোপারী ৩৮২ ; মাকাল ২৩০ ; বাদাম ২০৬ ; অঙ্কন ২১২ ; রজন ২৬৬ ; শুলচিনি
 ২২০ ; খেত কেয়ই ৪২০ ; তেঁকাটা সিদ্ধ ৫০৩ ; গাবভেবেন্দা ৪২৩ ; শটি ৫৩২ ;
 হোগলা ৫৮৫ ; তালমূলী ৫৫৪ ; বড় এলাচ ৫৫৫ ; ইক্ষু ৬১২ ; লাললিকা ৫৬৮ ;
 গন্ধবিরেজা ৫২৫ ; গাঁজা ৫০৭ ; বড় কেয়ই ৪৮২ ; অশ্বথ ৫১১ ; হিংচা ২২২ ;
 বনককড়া ২২৬ ; গন্ধু ৪০৭ ।

গন্ধুর গলাফুলার—কেহরিয়া ২২০ ।

গন্ধুর পেটফুলার—দক্ষিণ ৫৪৭ ।

গন্ধুর প্রসব-করণে—বাশ ৬২৪ ।

গন্ধুর ক্ষুদ্রকর্তে—আমলতা ১১৩ ।

গর্ভকরণে—অখগছা ৩৪১ ; তোপচিনি ৫৬০ ; পুত্রজীব ৪২৫ ।

গর্ভকালীন বমনে—চিরেতা ৩৫৭ ।

গর্ভ-নিবারণে—জয়ন্তি ১৮০ ; কুঁচ ১৩৩ ; খোরাসানী জোয়ান ৩৮৫ ; লবঙ্গ ২১৬ ;
 পান ৪৬২ ।

গর্ভপাত নিবারণে—নাটা ১৮৮ ; চাকুলিয়া ১২২ ; পদ্মক ১২৬ ; কেতকী ৫৮৪ ; লোণ
 ৩১৩ ; হিঙ্গু ২৫৬ ; দাড়িষ ২২৪ ; আমলকী ৫০০ ।

গর্ভপ্রাবে—গরুচাপা ৩৩২ ; কালজীরা ৮ ; তুলা ৫৭ ; খদির ১৩৬ ; ভেলা ১২৬ ; কুঁচ
 ১৩৩ ; সজিনা ১২২ ; ইশের মূল ৪৫৮ ; হাপরমালি ৩৩৮ ; খিরশী ৩১১ ; করবী
 ৩৩৩ ; শেপে ২৮৮ ; মদন ২৭৩ ; চিত্তা ৩০১ ; আনারস ৫৫১ ; কুমারী ৫৬১ ;
 বিঠা ১১৭ ; গাব ৩১২ ; ইশবাধ ৮২ ।

গলগণ্ডে—অপরাজিতা ১৫৭ ; পুষ্কুড়ি ২৫১ ।

গলা ফুলার (ডিপ্‌থিরিয়া)—আসসেগড়া ৮৭ ; চিরজি ১২৫ ; লাল ভেরান্দা ৪২২ ।

গলা বেদনায়—আম ১২৩ ; বামুনহাটী (গণ্ডমালায়) ৪২২ ; পান ৪৬২ ; পিপারমেন্ট
 (গণ্ডমালায়) ৪৩৭ ; লাল ভেরান্দা ৪২২ ; কাঠাল ৫০৬ ; রজন ২৬৬ ; পলাশ
 ১৪৩ ; কাকন ১৪৬ ; লবঙ্গ ২১৬ ।

গাত্র-বেদনায়—অর বেদনা প্রটবা ।

শুষ্ক রোগে—বিজরা ১০১ ; তেঁতুল ১৮৫ ; কেচা ৫৮৪ ; আমলকী ৫০০ ; তুঁঠ ৫৪১ ;
 হিঙ্গু ৩৬২ ; কমলাগুঁড়ী ৪২৭ ; জোয়ান ২৫৩ ।

গেটেবাত্তে—দোপাণী ৭২ ; সজিনা ১২২ ; বরুণ ১৩৪ ; বেগুন (গুদসী) ৩৭৭ ; করলা ২৪৫ ; শেফালিকা ৩১২ ; গন্ধভাদুলিয়া ২৭১ ; জয়শাল ৪৮৪ ; করতুশ ৬০১ ; শিটুলী ৫০৪ ।

গুদসীতে (কটিবাত্ত)—নিম্ব ২৭ ; কুচ ১৩৩ ; পিপুল ৪৬০ ; শিটুলী ৩১২ ; শিমুল ৫৫ ।
গ্রাহণী রোগে—চাপানটে ৪৫০ ; কটকী ৩২৪ ; মচড়া ৩০০ ; কেসরদাম ২২৬ ; কেলিকদম্ব ২৬৫ ; সিদ্ধি ৫০৭ ; তালিসপত্র ৫২৫ ; মান ৫৮২ ; অসন ২০২ ; চিত্তা ৩০১ ; আদা ৫৪১ ।

অ

ঘর্ম্ম-করণে—কাকমাচি ৩৭৫ ; কুকসিম ২৮৫ ; কাজুপটি ২১৮ ।

ঘর্ম্ম-নিবারণে—কুটিকলাই ১৬০ ।

ঘুঁড়িকাশি (উৎকাশি)—ডঃ করুণা ১৭৪ ; সজিনা ১২২ ; হালিম ৩২ ; কাটানটে ৪৪২ ; পিপারমেট ৪৩৭ ; পাকুল ৪১২ ; অনন্তমূল ৩৬২ ; ফনিমনসা ২৪৮ ; হিঙ্গু ২৫৬ ; তাল ৪৭৮ ; লবঙ্গ ২১৬ ।

চ

চক্ষু-উঠায়—আকন্দ ৩৪১ ; দাকহরিত্রা ২০ ; মহুর ১৬০ ; শিরীষ ১৩২ ; হাতিশুঁড় ৩৬১ ; মনসা ৪৮৭ ; মূর্গা ৫৫৬ ; বহেড়া ২০৫ ; হিজল ২১১ ; বেল ৮০ ; ভুঁই আমলা ৫০২ ; সজিনা ১২২ ; কুটিকলাই ১৬০ ; পালতেমাদার ১৬৪ ।

চক্ষু-প্রদাহে—কদম্ব ২৬২ ; আমলকী ৫০০ ; ভুঁই আমলা ৫০২ ; সজিনা ১২২ ; বহেড়া ২০৫ ; নির্ঝলী ৩৫৫ ।

চক্ষু-রোগে—আকন্দ ৩৪১ ; লঘুকর্শী ৫ ; পলাস ১৪৩ ; সজিনা ১২২ ; বক ১৮১ ; পালতেমাদার ১৬৪ ; মুগানী ১৭১ ; কৃষ্ণশিরীষ ১৪০ ; পীতপাপড়া ৪১৮ ; পান ৪৬২ ; খোরাসানী জোহান ৩৮৫ ; বড় গোন্ধুর ৪০৪ ; কাকমাচী ৩৭৫ ; হাতিশুঁড় ৩৬১ ; নির্ঝলী ৩৫৫ ; কটিকারী ৩৭৮ ; অনন্তমূল ৩৪২ ; টগর ৩৪০ ; লোধ ৩১৩ ; দাহমারি ২২০ ; গান্ধা ২২২ ; নাগবল্লী ২৭০ ; হরিত্রা ৫৩৭ ; দ্ব্যতকুমারী ৫৬৪ ; কেয়া ৫৮৪ ; মান কচু ৫৮২ ; গোলাপ জাম ২১৫ ।

চর্ম্ম আৱরক্তকরণে—কাকড়াশুঁড়ী ১২০ ; পলাস ১৪৩ ; দাহমারি ২২০ ।

চর্ম্মরোগে—জলী বাদাম ৭০ ; রক্তপীট ১০৭ ; ষমির ১৩৬ ; তেলা ১২৬ ; বকম ১২০ ; কালকেসেন্দা ১৫২ ; রক্তচন্দন ১৩৪ ; কাকমারি ১৩ ; পীতশাল ১৭৮ ; গিলা ১৬২ ; ডঃ করুণা ১৭৪ ; আকন্দ ৩৪১ ; জাঁতি ৩১৭ ; অনন্তমূল ৩৪২ ; মেহেদী ২২১ ; দাহমারি ২২০ ; জল মহড়া ৩০৮ ; সোমরাজ ২৮২ ; কেহুরিয়া ২২০ ; মহিষ্ঠা ২৭৫ ; ছাতিম ৩২৬ ; তাল ৫৭২ ; হাজরমনি ৫০৩ ; চাকুলে ১৫৪ ।

ছ

ছলী-রোগে—নীলকাঁটা ৪১৬ ; মূলা ৩১ ; কদলী ৫৪৮ ।

জ

জননযন্ত্রের রোগে—গাবভেরেন্দা ৪২৩ ; কুমারিকা ৫৬১ ; তোপচিনি ৫৬০ ; টেঁড়স ৫৮ ;
ইশবীধ ৮২ ; সাবুনী ৪৩ ; ভেলা ১২৬ ; সন্নি ১২২ ; কাবাবচিনি ৪৬৪ ।

জীবাণু নাশে—বাসক ৪১২ ।

জোলাপে—আলোকলতা ৩৭৩ ; জটালকা ৪৮৮ ; কৃষ্ণচূড়া ১২০ ; অম্বমূল ৩৫২ ; নীলকলমী
৩৬৭ ; তহরী ৩৬২ ; হরিতকী ২০৬ ; হাজরমনি ৫০৩ ; পিলু ৩২৩ ; পলাস ১৪৩ ;
সোন্দাল ১৫০ ।

জৈকধরায়—হরিদ্রা ৫৩৭ ।

জ্বর-নাশে—বিছুটা ৪২৬ ; তালমূলী ৫৫৪ ; খয়ের ১৩৬ ; রোহন ১০২ ; নিষ ২৭ ; বারসঙ্গ
৮৮ ; ইশবীধ ৮২ ; গোরক্ষচাকুলে ৬৬ ; নাগবলা ৬৬ ; শালপানি ১৫২ ;
কালকেন্দা ১৫২ ; পলাস ১৪৩ ; চৌরী ১২২ ; জয়ন্তি ১৮০ ; তিনিশ ১৬৮ ; সোনা
৪০০ ; বিষ্ণুগন্ধী ৩৭২ ; পটোল ২৩১ ; চিরতা ৩৫৭ ; সমুদ্র ২১২ ; করবী ৩৩৩ ;
অর্জুন ২০৩ ; জাকল ২২৩ ; হিজল ২১১ ; কুইনাইন ২৬৩ ; কলকেফল ৩৩৬ ;
কদম্ব ২৬২ ; কুকুর কট ২৭৮ ।

জরে অবিরাম—বৈচ ৩২ ; গোরক্ষ আমলি ৬২ ; লকা ৩৮৩ ; মনসা ৪৮৭ ; রোহণ ১০২ ;
বিষ্ণুগন্ধী ৩৭২ ; কাল বালা ২৮০ ; ক্ষেতপাপড়া ২৬৭ ; নিষ ২৭ ; চৌরী ১২২ ;
শেফালিকা ৩১২ ।

„ উদ্ভাপনিবারণে—উদ্ভাপনিবারণে দ্রষ্টব্য ।

„ কল্প—বন শুলফা ২২ ; দৈশের মূল ৪৫৮ ।

„ জীর্ণ—পীতবেড়ো ৬৪ ।

„ পালা—করবি ৩৩৩ ; কুকসিম ২৮৫ ; শিরীষ ১৩২ ; বক ১৮১ ; চাকুলিয়া ১২২ ।

„ পিত্তজনিত—ঘটিমধু ১৮৭ ; ধাতকী ২২২ ; শেফালিকা ৩১২ ; অতিবিষা ১ ;
বন নারাজা ৭৮ ; সুপেটা ৩৩৩ ।

„ বিষম—শেফালিকা ৩১২ ; দস্তী ৪৮২ ; ভূমিকুমড়া ২৩০ ; আদা ৪৪১ ; ক্ষেতপাপড়া
২৬৭ ; চিরতা ৩৫৭ ; চন্দন ৪৭৭ ; কটকী ৩২৪ ; বাসক ৪০২ ; নারিকেল ৫৭৬ ;
পটোল ২৩১ ।

„ বেদনামুক্ত—বিছুটা ৪২৬ ; রক্তপিঠ ১০৬ ; মদন ২৭৩ ; আদ্যাপান ২৮৫ ; ভাঙ্গাড়া
১৬৫ ; রেবান্দচিনি ৪৫৪ ।

„ ম্যালেরিয়া—শালপানি ১৫২ ; দারুহরিদ্রা ২০ ; অতিবিষা ১ ; নাটা ১৮৮ ; নিষ ২৭ ;

ব্যাধি অনুযায়ী সূচী

৬৮৯

কাঞ্চন ১৪৬ ; কালমেঘ ৪১২ ; কৃষ্ণতুলসী ৪০২ ; শেতবচ ৫৮৭ ; রামতুলসী ৪০০ ;
যষ্টিমধু ১৮৭ ; কুইনাইন ২৬০ ; ইপিকাক ২০৭ক ; কটকী ৩২৪ ।

অরে সাধারণ—অগ্যবাস ৬০১ ; পানশিউলী ৫০৩ ; মুখা ৫২৬ ; দেবদারু ৫২৭ ; গোলক
১৫ ; চিক্রাশি ১০৪ ; গোক্ষুর ৭৫ ; বেড়েলা ৬৩ ; জয়ন্তি ১৮০ ; বালা ৬০ ;
অপরাজিতা ১৫৭ ; পারুল ৪১২ ; বৃহতী ৩৮০ ; অন্তমূল ৩৫২ ; কটিকারী ৩৭৮ ;
তহরী ৩৬২ ; শেফালিকা ৩৪৪ ; চন্দ্রা ৩০২ ; বনচিচিঙ্গে ২০০ ; বনলবঙ্গ ২২৫ ;
তরমুজ ২৪১ ; থুলকুড়ি ২৫১ ; ধনে ২৫৪ ।

“ সান্নিপাতিক—কুলথ ১৬০ ; লঙ্কা ৪০০ ; হরিতকী ২০৬ ; গোরক্ষচাকুলে ৬৬ ;
গনিয়ারি ; ৪২৬ ; আমলকী ৫০০ ; কৃষ্ণ ৬২২ ; কেউ ৫৪৫ ; য়েটু ৪২১ ; কুকুরকট
২৭৮ ।

“ সূতিকা—শালপানি ১৫২ ; মরিচ ৪৬০ ; পেটারী ৫০ ; পূর্ণর্বা ৪৪১ ।

ঈ

—ঠুনকায়—শুন ঠুনকা দ্রষ্টব্য ।

উ

ডাইনী-নিবারণে (শিশুর)—গুয়েবাবলা ১০৭ ; বামুনহাটি ৪২২ ।

ত

তড়কায়—গাজা ৫০৭ ; চন্দ্রা ৮ ; বাতায়ী ৪২৩ ; নাগদমনী ২৮৭ ; অটামাংসী ২৭৮ ;
কালকেসেন্দা ১৫২ ; উদ্-সালেম ৮ ।

তিমির দোষে—জুম ২৫ ; লালভেরেন্দা ৪২২ ; তিল ৪০৫ ।

তীর বিষাক্ত-করণে—কাঠবিষ ৩ ।

তৃষ্ণায়—তিল ৪০৫ ; ধনে ২৫৪ ; নিধ ২৭ ; চাকুলিয়া ১২২ ; লবঙ্গ ২১৬ ; কদম্ব ২৬২ ;
মুখা ৫২৬ ।

ত্রিদোষ-নাশে—হরিতকী ২০৬ ; কৃষ্ণপত্র ৫২২ ।

দ

দক্ষ রোগে—দাদমর্দন ১৫৪ ; চাকুলে ১৫৪ ; সজিনা ১২২ ; পেপে ২২৮ ; দাবিহুবি ৫৭২ ;
নারিকেল ৫৭৬ ; সোদাল ১৫০ ।

দন্ত-কুমিতে—নাগকেশর ৫০ ; লাউ ২০৪ ; ছাতিম ৩২৬ ; আকন্দ ৩৪১ ; মনসা ৪৮৭ ;
নীলঝাটা ৪১৬ ; কাকজল্যা ১১১ ।

• দন্ত-বেদনায়—জয়ন্তী ১৮০ ; নিরুিষি ৫ ; ষদির ১৩৬ ; জিওল ১২৪ ; সজিনা ১২২ ;
পীতসাল ১৭৮ ; বাবলা ১৩৫ ; পুদিনা ৪০৬ ; ধুতুরা ৩৮০ ; আকন্দ ৩৪১ ;
কটিকারী ৩৭৮ ; টগর ৩৪০ ; পেয়ারা ২১৮ ; বকুল ৩০২ ; হিঙ্গু ২৫৬ ; ইন্দ্রযব ৩০৫ ;

আগমুখী ২৪৭; হৃদয়বী ৩৩৫; কুরচী ৩২৮; মেছেতা ৩০০; বট ৫১০;
কটফল ৫২০; খেজুর ৫৮০; শুপারী ৫৭৫; মূর্গা ৫৫৬; পানশিউলি ৫০৩;
নেপালী ধনে ১১০; পালতে মাদার ১৬৪।

দাহে—বালা ৬০; খলখল ৬১৮।

দীর্ঘজীবন লাভে—চিতা ৩০১; থুলকুড়ি ২৫১; অখগন্ধা ৩২০; হরিতকী ২০৬;
ব্রাহ্মী ৩২২।

দুগ্ধ জমাট করণে—অখগন্ধা ৩২০; চাঁদমালা ৩৫৮; মুখজালি ২০১; কুহুমফুল ২২৮;
টেপারী ৩৮২।

দৌর্বল্যে—মহানিধ ২৪; নিধ ২৭।

খ

ধবল কুষ্ঠে—বালা ৬০; রক্তচিতা ৩০৬।

ধুতুরা বিষে—আমরুল ৭২।

ধ্বজভঙ্গ-করণে—রজন ১৩৪; খদির ১৩৬।

ধ্বজভঙ্গে—শিমুল ৫৫; রজন ১৩৪; আলুবোখরা ১২৫; খদির ১৩৬; কুচিলা ৩৫০;
রামতুলসী ৪৩৩; তুলসী ৪৩২; কুলজ্ঞন ৫৩২; গাঁজা ৫০৭; হরিতকী ২০৬;
আকরকরা ২৮৬; তালমূলী ৫৫৪; শতাবরী ৫৬২।

ন

নখকুনীতে—ছাগল বটা ৭; চাঁপা নটে ৪৫০; হাপরমালি ৩৩৮; হরিতকী ২০৬;
ভুআমলকী ৫০২।

নাভি শূলে—মদন ৩০৭।

নাসা রোগে—তুলসী ৪৩২; বকুল ৩০২।

নাসিকার রক্তস্রাবে—দাড়ি ২২৪; দুর্ধা ৬২৫; ছুরালভা ১৪১; সৌম ১৬১;
আয় ১২৩; আমলকী ৫০০।

নিদ্রাকরণে—কাকজন্মা ১১১; মরিচ ৪৬৩; হুহনী শাক ৬৫১; কুলেখাড়া ৪০৭।

নিদ্রা-নাশে—আতা ১১; কুলেখাড়া ৪০৭; অপামার্গ ৪৪৫; অখগন্ধা ৩২০;
কাকজন্মা ১১১; পুনর্গবা ৪৪১; পিপুল ৪৬০; মরিচ ৪৬৩; বৃহতী ৩৮০।

প

পক্ষাঘাতে—আকরকরা ২৮৬; অণ্ডক ৪৭৩; রামতুলসী ৪৩৩; ডানকুনী ৩৫৬;
অনন্তমূল ৩৪২; মল্লিষ্ঠা ২৭৫; হরকুচ কাটা ৪১৪; জাখীর ৮৫; সজিনা ১২২;
তেলা ২৩৯; তোপচিনি ৫৬০; কুহুম ১১৬; মেছেতা ৩০০; লালভেরেন্দা ৪২২;

বহন ৫৬৭ ; লাদলিকা ৫৬৮ ; সোন্দাল ১৫০ ; মাঘকলাই ১৭০ ; কুঁচ ১৩৩ ;
পানলতা ১৫৮ ; নাটা ১৮৮ ।

পাতিত স্তনে—স্তন পতনে দেখ ।

পরিপাক-শক্তি-বৃদ্ধিতে—অজীর্ণ দ্রষ্টব্য ।

পশুর কৃমি-নাশে—বাতয়ী ৪২৩ ।

পশুর গায়ের কীট-নাশে—কাকসারি ১৩ ।

পশুর পাদক্কেতে (ঐসেরোগে)—দেবদাক ৫২৭ ।

পশুর বক্ষঃপ্রদাহে—মাকাল ২২২ ।

পশুর বলাধানে—চন্দ্রা ৮ ; গাড়ীকলাই ১৬২ ।

পশুর বসন্ত-নিবারণে—হুজুদুদুর ৫১৩ ।

পশুর বিষ-নাশে—দশবাহু ৫৫৩ ।

পশুর রক্ত আমাশয়ে—চালতা ২ ।

পশুর স্কন্ধক্কেতে—শোনা ৪০০ ; আমললতা ১১৩ ; কুহুম ১১৬ ।

পাগলে—ডানকুনি ৩৫৬ ।

পাণ্ডুরোগে—তালিশপত্র ৫২৫ ; শতমূলী ৫৬২ ; মান ৫২২ ; যষ্টিমধু ১৮৭ ; দহী ৪৮২ ।

পায়ের কড়ায়—কড়ায় দ্রষ্টব্য ।

পায়ের পাঁকুই রোগে—কটিকারী ৩৭৮ ; কাটাঝাঁটা ৪১৪ ।

পালাজরে—জ্বর দ্রষ্টব্য ।

পাঁচড়ায়—আলোকলতা ৩৭৩ ; বড়মাল্লা ৪৬২ ; অগ্ন মদন ৪১৭ ; কুহুম ১১৬ ; চাপা
১১ ; পরস পিপুল ৬২ ; শেয়ালকাটা ২৮ ; চাউলমুগরা ৪০, ৪১ ; মাজুফল ৫২৩ ;
করবী ৩৩৩ ; করমচা ৩২৪ ; কুহুমফুল ২২৮ ; হাপর মালি ৩৩৮ ; অশ্বথ ৫১১ ;
বাগ ভেরেন্দা ৪২১ ; বিছুতী ৪২৬ ; বনশণ ১৩২ ; বন নারাদা ৭৮ ।

পিত্তনাশে—হিচা ২২২ ; তাল ৫৭২ ।

পিত্তশূলে—বেতো ৪৫২ ; ভুইকুমড়া (শূলে) ২৩০ ; মসন্দরী ৪২৫ ; তমাল ৪৮ ; গাব-
ভেরেন্দা ৪২৩ ; কালকেসেন্দা ১৫২ ; ক্ষেতপাপড়া ২৬৭ ; মূর্গা (বমনে) ৫৫৬ ;
শতাবরী ৫৬২ ।

পিপাসা-নিবারণে—তৃষ্ণায় দেখ ।

পিপাসা-নিবারণে—বিলিধি ৭৬ ; আমলকী ৫০০ ; মুখা ৫২৬ ; গরুর চাপা ৩৩২ ; ধনে
২৫৪ ; কদম্ব ২৬২ ; তুঁত ৫৪৮ ; চিরজি ১২৫ ; বড়হুনিয়া ৪৪ ।

পীনস রোগে—মরিচ ৪৬৩ ।

পুতনা রোগে—পেচো পাওয়া দ্রষ্টব্য ।

পৃষ্ঠত্রণে—তরুলতা ৩৭০ ; ছাগলবটী ৩৪৬ ; তাল ৪৭৮ ।

পৃষ্ঠ-বেদনায়—কুহুম ১১৬ ।

পেঁচোপাওয়ায়—খেতবচ ৫৮৭; শ্রামালতা ৩২৮; পালতেমাদার ১৬৪; শোনা ৪০০;
কুঁচ ১৩০; বরুণ ৩৫; বৃহতী ৩৮০।

পেট কাঁপায়—জৈত্রী ৪৬৬; পিপারমেন্ট ৪৩৭; চৈ ৪৬৫; অশ্বগন্ধা ৩২০; আলোকলতা
৩৭০; চিতা ৩০১; বাতগ্রী ৪২৩; চাপা ১১; কাকন ১৪৬; পলাশ ১৪৩;
মহাবরী বচ ৫৪৩; পিটুলী ৫০৪; কুলজন ৫৩২; করাকুশ ৬২১; দেবদাক ৫২৭;
বিড়ঙ্গ ৩০৫; ধনে ২৫৪; আগমুখী ২৪৭; শ্রামদলন ২৮০; শলুকা ২৬০; বন জোয়ান
২৫২; তালমূলী ৫৫৪; ছোট এলাচ ৫৪৭; সজিনা ১২২; লবঙ্গ ২১৬; হিঙ্গু ২৫৬।

পেটবেদনায়—অপামার্গ ৪৪৫; পিটুলী ৫০৪; মুক্তাবুরি ৪৭২; চিরেতা ৩৫৭; ধৈটু ৪২১;
হাড় জোড়া ১১২; নাটী ১৮১; জটালকা ৪৮৮; পেঁহাজ ৫৬৬; রত্ননবেল ২১১;
হিঙ্গু ২৫৬; বন শুকড়া ৩২৪; জটামাংসী ২৭৮; চন্দ্রা ৩৩২; আদা ৫৪১; লবঙ্গ
২১৬; আমলকী ৫০০।

পুত্রলাভার্থে—পলাশ ১৪৩; শতাবরী ৫৬২।

পুলটিসে—কাটানটে ৪৪২; বড়বল্ল ৩৬২; আমরুল ৭২; মসিনা ৭২; গুড়কামাই ৩২;
সরিষা ২২; পলাশ ১৪৩; ভূঁইচাপা ৫০৪; কাকন ১৪৬; তেঁতুল ১৮৫; আতা ১১।

পৃষ্ঠব্রণে—তাল ৪৭৮; লাদলিকা ৩৬৮; কুহুম ১১৮।

প্রদরে—কাবাবচিনি ৪৬৪; আম্র ১২৩; কয়েতবেল ৮৬; বেড়েলা ৬৩; পেটারী ৫৩;
খমির ১৩৬; শটী ৫৪২; বট ৫১০; পাকুড় ৫১৭; যজ্ঞ ডুমুর ৫১৩; অসন
২০২; রত্নন ২৬৬; লোধ ৩১৩; কুটিকলাই ১৬০; সোমরাজ (খেত প্রদর)
২৮২; গাব ৩১২; ভূমি আমলকী ৫০২; আলকুশী ১৭০; অশোক ১৭২; কাটানটে
৪৪২।

প্রদাহিক কুলায়—অশ্বথ ৫১১; হিমসাগর ২০০।

প্রলাপ-নিবারণে—লঙ্কা ৪০০।

প্রসব-করণে—বাসক ৪০২; জাকরণ ৫৫২; তাল ৪৭৮; আকনাদি ১৪; সোন্দাল ১৫০;
গাজর ২৫৫; কুলেখাড়া ৪০৭।

প্রসব-বেদনা-বর্জনে—কিরামার ৪৫২; গুয়েগাঁদা ৪২৪; বাসক ৪০২; ঝিঠা ১১৮;
নিমুখা ১৪; সোন্দাল ১৫০; জাকরণ ৫৫২; তাল ৪৭৮; সজিনা ১২২;
বাবুই তুলসী ৪৩৪; অহিফেন ২৪; বনশুকড়া ৬১; চন্দ্রা ৩৩২; বননীল ১৮৩;
লাদলিকা ৫৮৭; গিলা ১৬২; কুলেখাড়া ৪০৭; গাজর ২৫৫।

প্রসবান্তিক প্রাবে—বড় গোন্ধুর ৪০৪; গিমা ২৫০; ত্রিকাটাগাঁতি ৩২২; কুটিকলাই
১৬০; হিঙ্গু ২৫৬; গিলা ১৬২; মজিঠা ৩০৪।

প্রসূতির পুত্র সন্তান লাভার্থে—দুর্কা ৬০৫।

প্রসূতির বলাধানে—জিঙল ২২৪; হরীতকী ২০৬; অর্জুন ২০৩; তালিশ পত্র ৫২৫;
বার্লি ৬৪০।

প্রসূতির মাথা বেদনায়—নাকটিকনী ৩৪১।

প্লীহা রোগে—দন্তী ৪৮২; কটিকারী ৩৭৮; মেঘশূদ্রী ৩৪৮; আবন্দ ৩৪১; ইন্দ্রবাকী ২৪০; ত্রিক্তরাজ ১০১; কুল ১০৮; কাকজজ্বা ১১১; দারুহরিদ্রা ২০; ভেলা ১২৬; তালিশপত্র ৫২৫; গাবভেরেন্দা ৪২৩; ভুই আমলা ৫০২; হিজল ২১১; ভুইকুমড়া ২৩০; ঘোষালতা ২৩৫; পিলু ৩২৩; যষ্টিমধু ১৮৭; তাল ৫৭০; পিপুল (নাশে) ৪৬০।

ফ

ফলপাত-নিবারণে (বৃক্ষের)—নাটা ১৮৮।

ফুল-পাতনে (প্রসূতির)—লাঙ্গলিতা ৫৬৮; পিপুল ৪৬০।

ফুসফুস-প্রদাহে—উহর করঞ্জা ১৭৪; কাকড়াশূদ্রী ১২০।

ফোড়ায়—তেঁতুল ১৮৫; বীজতাড়ক ৩৬৩; ভুইকুমড়া ৩৬৬; কাটানটে ৪৪২; বিছুটা ৪২৬; বন-নারাঙ্গা ৭৮; আতা ১১; হয়ের ১৭; চাপা ১১; সজিনা ১২২; পীতশাল ১৭৮; ভুইচাপা ৫৩৪; তোকমারি ৪৪০; শলুফা ২৬০; মুড়মুড়িয়া ২২৮; পিলু ৩২৩; গন্ধবিবেজা ৫২৫; লোধ ৩১৩; দন্তী ৪৮২; অপামার্গ ৪৪৫; মদন ২৭৩; চিতা ৩০১; শেওড়া ৫১২; স্বথদর্শন ৫৫৭; কেহুর ৫২৮; গাব ৩১২; নিম্বা ১৪; আমরুল ৭২; নিম্ব ২৭; উহর করঞ্জা ১৭৪।

ফোস্কা করণে—রক্তচিতা ৩০৪; পিলু ৩২৩; দারমারি ২২০; মুখজালি ২০১; সজিনা ১২২; হিজলী বাদাম ১২২।

ব

বক্ষ:প্রদাহে—অর্জুন ২০৩; মাসকলাই ১৭৩; ডিক্সিটেলিস ৩২২; পেঁয়াজ ৫৬৬; বাশ ৬০৪; কদলী ৫৪৮; ঘটীশেওড়া ৫১৬।

বধিরতা রোগে—কর্ণরোগ দেখ।

বক্ষ্যাকরণে—গর্ভনিবারণে দ্রষ্টব্য।

বক্ষ্যাত্বনাশে—কটিকারী ৩৭৮; অশ্বথ ৫১১; অশ্বগন্ধা ৩২০; তোপচিনি ৫৬০; পুন্ড্রীব ৪২৫।

বমন-করণে—ধন্দুল ২৩৬; ঘোষালতা ২৩৫; কলকেফুল ৩৩৬; রাধুনী ২৫৪; আঁকোড় ২৬১; কদম্ব ২৬২; গন্ধভাগুলিয়া ২৭১; মদন ২৭৩; ইপিকাক (মস্তপান জনিত) ২৬৮; কুকসিম ২৮৫; নিশিন্দা ৪২৮; ছাগলবেটে ৩৪৬; মেঘশূদ্রী ৩৪৮; ছোট এলাচ ৫৪৭; আদা ৫৪১; কাকডুদুর ৫১৫; ক্ষেতপাপড়া ২৬৭।

বমন-নিবারণে—খসখস (কলেরা) ৫২২; কমলানেবু ৮৫; বালা ৬০; নারিকেল ৫৭৬; খেজুর ৫৮০; আদা ৫৪১; বট ৫১০; অশ্বথ ৫১১; আয়্যাপান ২৮৫; ভুতুণ ৬০২ (কলেরা)।

বলাদানে—অর্জুন ২০০; কৃষ্ণকেলি ৪৪৪; কুস্তী ২১০; লবঙ্গ ২১৬; রোহিতক ১০১;
জিঙল ২২৪; পুনর্নবা ৪৪১।

বসন্ত রোগে—কুদারী ২৪৮; মেহেন্দী ২২১; ধনে ২৫৪; হিংচা ২২২; বনকড়া ২২৬;
মহুর ১৬০; বক ১৮১; জয়ন্তী ১৮০; পিণ্ডি ৪২০; শতমূলী ৫৬২; বিরমী ৩২২;
গাবভেরেন্দা ৪২০; মুচকুন্দ ৬২; নিম্ব ২৭; বনহরিজা ৫০৭; যজ্ঞভূমুর ৫১০;
করলা ২৪৫; কেতকী ৫৮৪।

বস্ত্রে পোকা-নিবারণে—অণ্ডক ৪৭০; কুড় ২২০।

বহুমূত্রে—তেলাকুচা ২৩২; ছাচিকুমড়া ২৩৭; কালজাম ২১৪; খামো ২০১; আম্র ১২০;
ডহর করঞ্জা ১৭৪; গোখুবি ২২৪; কুকসিম ২৮৫; নিম্বলী ৩৫৫; কালকেন্দা ১৫০;
ঘই ৬৪২; ময়ুরশিখা ৬৪৫।

বাগীতে—সালই ২৪; পালতে মানার ১৬৪।

বাগী বসাইতে—পালতে মানার ১৬৪; লুবানধূপ ২৪; কাটানটে ৪৪২।

বাজীকরণে—বীরাঙ্কুরনে দ্রষ্টব্য।

বাত রোগে—ডহর করঞ্জা ১৭৪; কুড় ২২০; গরুরচাঁপা ৩০২; গন্ধভাহলিয়া ২৭১;
জগৎ মধন ৪১৭; সজিনা ১২২; চিতা ৩০১; জয়ন্তী ১৮০; ভেলা ১২৬;
ত্রিকাটাগাতি ৩২২; নীলনিশিন্দা ৪২২; মোরী ২৫২; রাস্মা ৫২২; শমী ১৭৬;
হর কুচ কাটা ৪১৪; বড় গম্বুর ৪০৭; রেবান্দ চিনি ৪৫৪; দারুচিনি ৪৬৮;
কুকুরচিতে ৪৭২; কাবাবচিনি ৪৬৪; হুহনিশাক ৬৫১; তোকমারি ৪৪০;
বিরমী ৩২২; নিশিন্দা ৪২৮; কুলেখাড়া ৪০৭; আকন্দ ৩৪১; অশ্বগন্ধা ৩২০;
বীজতাড়ক ৩৬০; শেফালিকা ৩১২; কাজুপটি ২১৮; বাগভেরেন্দা ৪২১;
ছুরালভা ১৪১; জিঙল ২২৪; রাস্মা ৫২২; জ্যোতিষ্মতী ১১৫; বড়কাহুর ৫৫৬;
ওল ৫৮৬; অহিফেন ২৪; বরুণ ৩৫; কাকন ১৪৬; আদা ৫৪১; হাড়ঘোড়া ১১২;
তেকাটা সিঁজ ৫০০; গাবভেরেন্দা ৪২০; পানলতা ১৫৮।

বাম্বকে—অশোক ১৮২; উছগাতি ৪১২; তিল ৪০৫; ওলটকখল ৬৬; ছোলা ১৫৬;
পানলতা ১৫৮; তালমূলী ৫৫৪; কালজীরা ৮; খেত কেয়ই ৪২০; ভূতুলসী ৪৩৭।

বার্জিক্য-নিবারণে—নাগবলা ৬৬; বিরমী ৩২২; শতাবরী ৫৬২; শঙ্খপুপী ৩৫৬;
বীজতাড়ক ৩৬০; সালেবমিশ্রি ৫০১; অহিফেন ২৪; তালমূলী ৫৫৪।

বিছা, ভীমরুল, বোলতা কামড়ে—করবী ৩০০; পানিফল ২২৭; জীরা ২৫২; জয়ন্তী
১৮০; পাথরচুর ৪০৫; কচু ৫২০; বাঘনবা ৪০৩; রামতুলসী ৪৩০; হাতীজড়া
৩৬১; কুল ১০৮; লবঙ্গলতা ২২; হাড়হাড়িয়া ৩৫; শেফালিকাটা ২৮; একলেজা ১২;
লাহলিকা ৫৬৮; পলাশ ১৪০; অশামার্গ ৪৪৫; রহন ৫৬৭।

বিরেচনে—চিচিঙ্গে ২৩২; বহেড়া ২০৫; চিল্লা ২২৭; মনসা ৪৮৭; কটকী ৩২৪;
ছাগলখুরী ৩৬৪; ষ্টেলো ৫০৭; জটালকা ৪৮৮; নোয়াড় ৪২২; সোন্দাল

১৫০ ; কাকন ১৪৬ ; হরালতা ১৪১ ; ছোট এলাচ ৫৪৭ ; বাগভেরেন্দা ৪২১ ;
আমলকী ৫০০ ।

বিষপে—ফোড়া দ্রষ্টব্য ।

বিষনাশে—ঘোষালতা ২৩৫ ; কুমড়া ২৭৩ ; গিমা ২৫০ ; চাপানটে ৪৫০ ; স্বপ্ননী ৬৫১ ;
হিজলী বাদাম ১২২ ; কমলাগুড়ি ৪২৭ ; হজ্রতুদ্বর (বিড়াল) ৫১৩ ; নিম্ব ২৭ ;
খদির ১৩৬ ।

বীৰ্য্যাস্তম্ভনে (বাজীকরণে)—শিরীষ ১৩২ ; অশ্বথ ৫১১ ; কুলেখাড়া ৪০৭ ; কুঁচ ১৩৩ ;
বিদারী ২৩০, ৩৬৬ ; মাযানী ১৮৪ ; আলকুনী ১৭০ ; লবঙ্গ ২১৬ ; কাকড়াশুকী ১২০ ।

বুক ধড়ফড়ানিতে—আদা ৫৪১ ; হাড়যোড়া ১১২ ; বেল ৮০ ; শালুক ২৩ ।

বেরি বেরি রোগে—নীল নিশিন্দা ৪২২ ; পিপুল ৪৬০ ; খিরনী ৩১১ ; ভেলা ১২৬ ;
মাল কাঙনী ; ১০৫ ।

বেলেস্তারায়—হুদি ওকড়া ৪৮৫ ; জলপিপুল ৬ ; কাকড়াশুকী ১২০ ।

বোলতা কামড়ে—বিছা দ্রষ্টব্য ।

ব্রণ প্রলেপে—অশ্বথ ৫১১ ; কদম্ব ২৬২ ; পাটলা ৪০১ ; আকন্দ ৩৪১ ; অর্জুন ২০৩ ।

ব্রণে—কদম্ব ২৬২ ; অনন্ত মূল ৩৪২ ; কমলাগুড়ি ৪২৭ ; হরিদ্রা ৫৩৭ ; অশ্বথ ৫১১ ;
কমলা-নেবু ৮৫ ; তিক্তরাজ ১০১ ; হজ্রতুদ্বর ৫১৩ ; বট ৫১০ ।



ভগন্দরে—লজ্জাবতী ১৬৮ ; আকন্দ ৩৪১ ; অশ্বথ ৫১১ ; গুল ৫৮৬ ; মনসা ৪৮৭ ।

ভগ্ন স্থানের বেদনা আরামে—পাথরকুঁচি ১২২ ; পলাশ ১৪৩ ; ভুঁই আমলা ৫০২ ;
বুড়ুচিতে ৪৭১ ; জটালকা ৪৮৮ ।

ভীমরুল কামড়ে—বিছা দ্রষ্টব্য ।

ভুত-বিতাড়নে—বামুনহাটি ৪২২ ।

ভেক-নাশে—বাসক ৪০২ ।



মৎস্ত-মারণে—কাকমারি ১৩ ; নেপালী-ধনে ২০ ; হিঙ্গন ৮২ ; কটকী ৩২৪ ;
পানলতা ১৫৮ ; চিল্লা ২২৭ ; মদন ২৭৩ ; সমুদ্র ২১২ ; গারবি ৪২৭ ; হিজল ২১১ ;
জটালকা ৪৮৮ ।

মস্ততা-নিবারণে—মুখা ৫২৬ ; ফলসা ৭২ ; কুল ১০৮ ; বলা ৭৫ ; পূর্ণবা ৪৪১ ;
বাসক ৪০২ ।

মধুমেহে—জয়ন্তি ১৮০ ; বন ওকড়া ২২৬ ; আমাদা ৫৫৪ ; খেজুর ৫৮০ ।

মশক-দংশনে—টাবানেবু ৮৩ ; কয়েত বেল ৮৬ ; বড় কাছুর ৫৫৬ ; নিশিন্দা ৪২৮ ;
বনহরিদ্রা ৫৩৭ ।

মশক-নিবারণে—তুলসী ৪৩২, ৪৩৩; বড় কাহুর ৫৫৬

মাথা ধরায়—বড়হুনিয়া ৪৪; কুকুর জিহ্বা ১১০; আমল ৭২; নাগেশ্বর ৪২; চাপা ১১;
ছোট এলাচ ৫৪৭; মহা ৩০৭; কাকুন ১৪৬; হরিদ্রা ৫৩৭; কানছিড়ে ৫৭৩;
কেলিকদম্ব ২৬৫; কেশরিয়া ২২০; গারবি ৪২৭; মুচকুন্দ ৬২; মেহেন্দী ২২১;
কুড় ২২৩; হিন্দু ২৫৬; বনশুকড়া ৩২৪।

মাথার উকুনে—আকন্দ ৩৪১।

মাথার ক্ষতে—কুড় ২২৩; মুচকুন্দ ৬২।

মুখের ক্ষতে—অড়হর ১৪২; কাকমাচি ৩৭৫; মহাবরীবচ ৫৪৩; বকুল ৩০২;
জাঁতি ৩১৭; অশ্বথ ৫১১।

মুখের মেছেতায়—জিঙল ২২৪; আকন্দ ৩৪১; থিরনী ৩১১; ক্ষীর-খেজুর ৩১২;
তালমূলী ৫৫৪; কুড় ২২৩; মঞ্জিষ্ঠা ২৭৫; বট ৫১০; গাব ৩১২; চিরঞ্জি ১২৫।

মূর্ছারোগে—রিঠা ১১৮; জটামাংসী ২৭৮; সজিনা ১২২।

মূত্রকরণে—বনমেথি ১৬৭; বননীল ১৮৩; কুলেখাড়া ৪০৭; মসলরী ৪২৫; কাটানটে
৪৪২; পুদিনা ৪৩৬; অশ্বগন্ধা ৩৪১; সজিনা ১২২; পান ৬৪২; ছাগলখুরী ৩৬৪;
মুড়মুড়িয়া ২২৮; সপেটা ৩০৬; লাউ ২৩৪; দুর্কা ৬২৫; কাকুড় ২৪২; শশা ২৪৩;
বেত ৫৮২; তাল ৪৭৮; ত্রিকাটাগাঁতি ৩২২; পুন্ড্রি ৪২৫; আমলকী ৫০০;
পানশিউলী ৫০৩; মুখা ৫২৬; উলু ৬০৮; মানকচু ৫৮২; দোপাতি ৭২; অনন্তমূল
৩৪২; বড়হুনিয়া ৪৪; পুনর্নবা ৪৪১।

মূত্রকৃষ্ণে—শশা ২৪৩; তোকমারি ৪৪০; আমলকী ৫০০; ইক্ষু ৬১২; হুহনী ৬৫১;
বহন ৫৬৭; কুকসিম ২৮৫; শামলন ২৮৩; বন নারিকলা ৭৮; গোয়ালেলতা ১১৩;
কাকুড় ২৪২।

মূত্রবল্লেরোগে—নারিকেল ৫৭৬; বকুল (ক্ষতে) ৩০২; বহন ৫৬৭; নিম্বা ১৪;
আমলকী ৫০০; আদুর ১১৪; গন্ধুর ৭৫; ইশেরমূল ৪৫৮; অপরাজিতা ১৫৭;
ভিজিটেলিস ৩২২; পলাস ১৪৩; তোকমারি ৪৪০; জয়ডুখুর ৫১৭; পাকুড়
৫১৭; আলকুশী ১৭০; বরুণ ৩৫; পালশোক ৪৫৩; প্রিয়দ্রু ২৬; আতমোরা ৬৮;
চীনাবাদাম ১৪২; কুলেখাড়া ৪০৭; মাজুফল ৫২৩; পুনর্নবা ৪৪১; বহনারী ৩৬০;
মহানিধ ১০০।

মূত্ররোগে—খেতবচ ৫৮৭; দুর্কা ৬২৫; শশা ২৪৩; কাকুড় ২৪২; ছাচিকুমড়া ২৩৭;
জাকরাণ ৫৫২; তিল ৪০৫; কটিকারী ৩৭৮; ছুরালভা ১৪১; গোয়ালেলতা ১১৩;
মহাবরীবচ ৫৪৩; কুকসিম ২৮৫; অনন্তমূল ৩৪২।

মূষিকবিষে—ঘোড়ানিধ ২২; জামালতা ৩২৮; ইক্ষুদি ২২; কাকমাচি ৩৭৫; পুনর্নবা
৪৪১; মাষপর্নী ১৮৪; খাঁটি ৪১৪; মুগানী ১৭১।

মৃগীরোগে—অশ্বার ত্রৈব্য।

মেট্রপাক—আকন্দ ৩৪১ ; জয়া ৫৪ ।

মেধাবর্জনে—বিবমী ৩২২ ; বীজতারক ৩৬০ ; বিষ্ণুগন্ধী ৩৭২ ; মালকাধনৌ ১০৫ ; ডানকুনি ৩৫৬ ; থুলকুড়ি ২৫১ ; হরিতকী ২০৬ ; চিতা ৩০১ ; বিড়ম্ব ৩০৫ ।

মেহরোগে—আলুবোখরা ১২৫ ; মাথনা ২২ ; তিস্তরাজ ১০১ ; মসিনা ৭২ ; কাবাবচিনি ৪৬৪ ; ছুনবোরা ৪৫ ; জয়ন্তী ১৮০ ; পুষ্কাগ ৪৬ ; কর্পূর ৪৭০ ; সোনামুখী ১১৫ ; খেজুর ৫৮০ ; অর্জুন ২০৩ ; মেহেহী ২২১ ; দৈশপগুল ৪৪০ ; ইন্দু ৬১২ ।

মৌচাকভঞ্জে—নাগনমনী ২৮৭ ; ছালালতুলসী ৪৩০ ।

ম

মকুৎদোষে—নিষ ২৭ ; অড়হর ১৪২ ; সজিনা ১২২ ; কাকন ১৪৬ ; কাকমাটি ৩৭৫ ; পেঁপে ২২৮ ; হরিতকী ২০৬ ; হিংচা ২২২ ; ভুঁই আমলা ৫০২ ; জাফরন ৫৫২ ; শতমূলী ৫৬২ ; বড়এলাচ ৫৪৫ ; কটকী ৩২৪ ; বটমধু ১৮৭ ।

মক্ষ্মারোগে—ক্ষয়কাশ দেখ ।

মোনী কন্দে—কোষাতকী ২৩৫ ।

মোনী ক্ষতে—লাউ ২৩৪ ; লোধ ৩১৩ ।

মোনী দৃঢ়করণে—যজ্ঞভূদ্র ৫১৩ ; ছাচিবেত ৫৮৩ ; পলাশ ১৪৩ ।

মোনী শূলে—মোরী ২৫২ ।

মোনী সংকীর্ণকরণে—আলকুশী ১৭০ ।

মোনী স্রাবে—পাকুড় ৫১৭ ; আমলকী ৫০০ ; শতমূলী (শূলে) ৫৬২ ।

ম

রক্ত অর্শে—তেঁতুল ১৮৫ ; অর্জুন ২০৩ ।

রক্ত আমাশয়ে—শালপানি ১৫২ ; কাকন ১৪৬ ; আমড়া ১২৮ ; বিহিদানা ১২৮ ; অশোক ১৭২ ; বনমেধি ১৬৭ ; রক্তচন্দন ১৭৮ ; অর্জুন ২০৩ ; কুকসিম ২৮৫ ; কুল ১০৮ ; রোহন ১০২ ; আতা ১১ ; কয়েতবেল ৮৬ ; বেল ৮০ ; শেয়ালকাটা ২৮ ; শাল ৫৩ ; চন্দন ৪৭৭ ; চুপপালং ৪৫৭ ; অম্বুল ৩৫২ ; কুচিলা ৩৫৩ ; আকন্দ ৩৪১ ; কৃষ্ণতুলসী ৪৩২ ; হরিতকী ২০৬ ; কুরচি ৩২৮ ; থুলকুড়ি ২৫১ ; আমলকী ৫০০ ; বিলাতীঝাউ ৫২২ ; কদলী ৫৪৮ ; বড়কেরই ৪৮২ ; পুন্ড্রীব ৪২৫ ; মুখা ৫২৬ ; খেতবচ ৫৪৩ ; আম্র ১২৩ ; তুন ১০৩ ।

রক্ত কাশে—ছাচিকুমড়া ২৩৭ ; বড়ছনিয়া ৪৪ ; অর্জুন ২০৩ ; বট ৫১০ ।

রক্ত দৃষ্টিতে—লজ্জাবতী ১৬৮ ; বেত ৫৮২ ; আলোকলতা ৩৭৩ ; গন্ধমালতী ৩২৫ ।

রক্ত পিণ্ডে—হরালতা ১৪১ ; বাসক ৪০২ ; কাটানটে ৪৪২ ; চিরেতা ৩৫৭ ; শেওড়া ৫১২ ; যজ্ঞভূদ্র ৫১৩ ; বট ৫১০ ; পিণ্ডখেজুর ৫৮১ ; শুপারী ৫৭৫ ; সালেমমিছরী ৫৩১ ;

তালিশপত্র ৫২০ ; তুর্জিপত্র ৫২২ ; স্বহনীশাক ৬৫১ ; কচু ৫২০ ; কেশে ৬০০ ;
শতমূলী ৫৬২ ; চীনা ৬০৪ ; ইক্ষু ৬১২ ।

রক্ত প্রদরে—অশোক ১৭২ ; ধাতকী ২২২ ; আম্র ১২৩ ; ভূমি আমলকী ৫০২ ; লোধ
৩১৩ ; বট ৫১০ ।

রক্ত প্রস্রাবে—বালা ৬০ ; গোয়ালেলতা ১১৩ ; রঙ্গন ২৬৬ ; বাবলা ১৩৫ ; তিনিশ ১৬৮ ।

রক্ত বমনে—আশে ২২৮ ; বনরাজ ২৫১ ; বড়হুনিয়া ৪৪ ; যষ্টিমধু ১৮৭ ; বনলবঙ্গ ২২৫ ।

রক্ত শোষণে—অপামার্গ ৪৪৫ ।

রক্তস্রাব-নিবারণে—(কঠনজনিত) দস্তী ৪৮২ ; গান্ধা ২২২ ; কচু ৫২০ ; দুর্কা ৬০৫ ;
আম্র ১২৩ ; তোলসমুদ্র ১১০ ; অপামার্গ ৪৬৫ ; বট ৫১০ ।

রক্ত-স্রাবে—শিত্ত ১৫৮ ; ভেলা ১২৬ ; মুগানী ১৭১ ; আম্র ১২৩ ; শিমূল ৫৫ ; দাড়িধ
২২৪ ; ভীমরাজ ৪২৬ ; আকোড় ২৬১ ; দুধকরবী ৩৩৫ ; আদা ৫৪১ ; ইক্ষু ৬১২ ;
কেশে ৬০০ ; আমলকী ৫০০ ; গাবভেরেন্দা ৪২৩ ; আমলকী ৫০০ ; কদলী ৫৪৮ ;
শতাবরী ৫৬২ ।

রক্তহীনতায়—কাকোআক ১০৪ ; পেয়াজ ৫৬৬ ।

রতিবর্ধনে—কষ্টরজ দেখ । অশ্বগন্ধা ৩২০ ; কাকড়াশূদী ১২০ ; পুনর্ণবা ৪৪১ ; বিড়ঙ্গ ৩০৫ ;
বৃহদারক ৩৬৩ ; ভেলা ১২৬ ; যষ্টিমধু ১৮৭ ; শতাবরী ৫৬২ ; গোলক ১৫ ; মতুলপর্ণী
২৫১ ; নাগবলা ৬৬ ।

রসায়নে—ভালমূলী ৫৫৪ ; সোনাশূদী ১৫৫ ; ভেলা ১২৬ ; যষ্টিমধু ১৮৭ ; হাকুচ ১৭৭ ;
পালভেমান্দার ১৬৪ ; আলকুশী ১৭০ ; অতিবিষা ১ ; পলাস ১৪৩ ; কাকড়াশূদী ১২০ ;
গোলক ১৫ ; হয়ের ১৭ ; অহিফেন ২৪ ; ইক্ষু ৬১২ ; শ্বেতমূর্গা ৪৪৮ ; পিপুল ৪৬০ ;
বীজতাড়ক ৩৬৩ ; অশ্বগন্ধা ৩২০ ; ভূমিকুমড়া ৩৮৪ ; অনন্তমূল ৩৪২ ; বিড়ঙ্গ ৩০৫ ;
মহা ৩০০ ; কুরচি ৩২৮ ; শ্রামালতা ৩২৮ ; মুড়মুড়িয়া ২২৮ ; কাকড়াশূদী ৫৩০ ;
কুরেলী ৫৭৪ ; জাকরণ ৫৫২ ; সালেবমিসরী ৫০১ ; কেউ ৫৪৫ ; নাগবলা ৬৬ ; সিদ্ধি
৫০৭ ; শতাবরী ৫৬২ ।

রাজযক্ষ্মায়—করোগ দেখ ।

রাত্রাক্ত নিবারণে—শিরীষ ১৩২ ; বক ১৮১ ; মরিচ ৪৬৩ ; কেহরিয়া ২২০ ; জীবন্তি
৫২২ ; গাবভেরেন্দা ৪২৩ ; পেয়াজ ৫৬৬ ; পান ৪৬২ ।

ল

লোমনাশে—কেশনাশে দেখ ।

শ

শরীরের দুর্গন্ধনাশে—হিংগা ২২২ ।

শর্করা রোগে—কাঠবিষ ২ ; জাম্বি ১৮০ ।

শিশুর দন্ত উচ্ছেদে—তালিপত্র ৫২৫।

শিশুর নভিগকে—চন্দন ৪৭৭।

শিশুর পৈঁচোরোগী—বৃহতী ৩৮০।

শিশুর সর্দিতে—কেহুরিয়া ২২০; তুলসী ৪৩২; কুঁদ ৩১৬; ইশেরমূল ৪৫৮।

শীতপিত্তে—গণিয়ারী ৪২৬।

শুক্লক্ষয়ে—আকরকরা ২৮৬; দুধকলমী ৩৭১; কর্পূর ৪৭০; ইশপগুল ৪৪০; বেড়োলা ৬০;
গোলক ১৫; বেল ৮০; ভেলা ১২৬।

শুক্লবৃদ্ধিকরণে—মাধানী ১৮৪; শিমূল ৫৫; শতাবরী ৫৬২।

শুক্লমেহ—মেহ ত্রষ্টব্য।

শুয়ালাগায়—কানছিড়ে ৫৭৩।

শূলরোগে—ছাটিকুমড়া ২৩৭; নারিকেল ৫৭৬; কমলাগুড়ি ৪২৭; ওল ৫৮৬; তোপচিনি
৫৬০; চীনাবাদাম ১৪২; অপরাজিতা ১৫৭; জোয়ান ২৫৩; চীনা ৬০৪।

শোথে—ধুতুরা ৩৮৩; গন্ধবিরেজা ৫২৫; ভৃঙ্গ ৬২২; কাঁটাকাঁটা ৪১৪; অপরাজিতা ১৫৭;
অড়হর ১৪২; আলকুশী ১৭০; ছড়ছড়িয়া ৩৫; মূলা ৩১; পরাশপিপূল ৬২; অহিফেন
২৪; দারুহরিদ্রা ২০; কাকড়াশূলী ১২০; অপামার্গ ৪৪৫; দস্তী ৪৮২; কটকী ৩২৪;
ডিজিটেলিস ৩২২; লঙ্কা ৪০০; কুলেখাড়া ৪০৭; আকন্দ ৩৪১; পুনর্নবা ৪৪১;
কাকমাচি ৩৭৫; ছাগলখুরী ৩৬৪; সোমরাজ ২৮২; দেবদারু ৫২৭; আমা ৫৪১;
ভুঁইচাপা ৫৩৪; সর্ষপ ৫৪৭; বনপেয়াজ ৫৭১; শেওড়া ৫১২; বিলাতীকাউ ৫২২;
চুর্কা ৬২৫; গাঁজা ৫০৭; পেয়াজ ৫৬৬; মনসা ৪৮৭; মুখা ৫২৬; মানকচু ৫৮২;
বেল ৮০; ভেলা ১২৬; তৈতুল ১৮৫।

শ্লীপদে—পুঁইশাক ৪৫৩; অপরাজিতা ১৫৭; ডহরকরলা ১৭৪; গোয়ালেলাতা ১১৩; আকন্দ
৩৪১; বীজতাড়ক ৩৬৩; অনন্তমূল ৩৪২; কেহুরিয়া ৩২০; শেওড়া ৫৩৫; ওল ৫৮৬;
আলকুশী ১৭০; ধুতুরা ৩৮৩; দেবদারু ৫২৭।

শ্লেষ্মানাশে—হাড়মোড়া ১১২; রেবান্দচিনি ৪৫৪; হলকসা ৪৩৮; বিরমী ৩২২; ইন্দ্রায়ণ
২৩০; আমআমা ৫৩৬; কেয়া ৫৮৪; বনগুলকা ২২।

শ্বাস রোগে—শিরীষ ১৩২; ছুরালতা ১৪১; সালই ২৪; মুক্তকুরী ৪৭২; ধুতুরা ৩৮৩;
পুনর্নবা ৪৪১; আকন্দ ৩৪১; ককতুলসী ৪৩২; জটালংকা ৪৮৮; মেন্দী ২২১;
তেলাকুঁচা ২০২।

শ্বেতকুষ্ঠে—শিরীষ ১৩২; নাগবল্লী ২৭০; রক্তচিহ্না ৩০৪।

শ্বেতপ্রদরে—হরকুঁচ কাটা ৪২৭; ভুঁইআমলা ৫০২; আমলকী ৫০০; রোহিত ১০১;
সোমরাজ ২৮২; লোধ ৩১৩।

স

সংক্রামকব্যাধি নিবারণে—ঘোড়ানিম ২২।

ସଂଜ୍ଞାନାଶକରଣେ—ହାହିଂସେମ୍ବଳ ୫୦୫; କୋହିବାନ୍ଧ ୭୮୬; ଆକରକରା ୨୮୬ ।

ସଂଜ୍ଞାହୀନତା ନିବାରଣେ—ବୃହତୀ ୭୮୦; କୋହିବାନ୍ଧ ୭୮୬; ହାହିଂସେମ୍ବଳ ୫୦୫; ଆକରକରା ୨୮୬ ।

ସନ୍ତ୍ୟାସରୋଗେ—ଅପନ୍ଧାର ଛାଡ଼ିବା ।

ସନ୍ଦିରୋଗେ—ଢେଲା ୧୨୬; ବାସକ ୫୦୨; କୁକଶିମ ୨୮୫; ଇଶେରମ୍ବଳ ୫୫୮; ଜୈତ୍ରୀ ୫୬୬; ନାଭିଅକ୍ବରୀ ୭୮୨; କୁଞ୍ଜତୁଳସୀ ୫୦୨; କୁନ୍ଦ ୭୧୬; ତେଲାକୁଚା ୨୭୨; ମାବୁନୀ ୨୫୨; ସାରକରଣା ୨୬୬; କୁଞ୍ଜ ୨୨୦; ଆଚି ୨୧୧; ଅଗ୍ୟାସ ୬୨୦; ଜବଜ୍ଜ ୨୧୬ ।

ସର୍ପବିତାଡ଼ିନେ—ପେୟାଜ ୫୬୬; ରଞ୍ଜନ ୫୬୧; ଶ୍ଵେତବଚ ୫୮୧ ।

ସର୍ପବିଷେ—ଆକନ୍ଦ ୭୫୧; ନାଗେଶ୍ଵର ୫୨; ଗିଆ ୧୧୧; ଏକଲେଜା ୧୨; ତିଳିଆକରା ୧୮; କାଠିବିଷ ୨; ଆତମୋରା ୬୮; କାଳକଞ୍ଚୁରୀ ୫୮; ବେଳ ୮୦; ଆମ୍ବେଝା ୮୧; ନୀଳକନ୍ଥ ୫୭; ଅମରାଞ୍ଜିତା ୧୫୧; ନାମମର୍ଦ୍ଦିନ ୧୫୫; ପଳାମ ୧୫୭; ଶିରୀଷ ୧୭୨; ଶବ୍ଦରଞ୍ଜିତା ୫୭୩; ହରକୂଟକାଟା ୫୧୫; ଶ୍ଵେତକାଟା ୫୧୫; ପଳକଞ୍ଜୁ ୫୧୮; ନାମଭାଗ ୫୨୦; ଅପାମାର୍ଗ ୫୫୫; ହଳକମ୍ବା ୫୭୮; କୁଞ୍ଜତୁଳସୀ ୫୦୨; ଦୁଧକଲମ୍ବୀ ୭୧୧; ଛୋଟ କଲ୍ଲ ୭୬୨; ମେଷମୂର୍ତ୍ତି ୭୫୮; ବେଗୁନ ୭୧୧; କୁନ୍ଦ ୭୧୬; କରବୀ ୭୦୦; କୁନ୍ତୀ ୨୧୭; ଶୋମରାଜ ୨୮୨; ଆତ୍ମାପାନ ୨୮୫; ଦୁଧକରବୀ ୭୦୫; ଚନ୍ଦ୍ରା ୭୦୨; ସେଝା ୫୧୨; ବନହଳୁ ୫୦୧; କାନହିଡ଼େ ୫୧୭; ନିଶବାହ ୫୫୦; ରଞ୍ଜନ ୫୬୧; ଗୋଖୁବି ୫୨୫; କାଠାଳ ୫୦୬; ଶ୍ଵେତକେରୁ ୫୨୦; ଆମଳକୀ ୫୦୦; ମନସା ୫୮୧; ବୈଟକଚ ୫୨୦; ଶ୍ଵେତବଚ ୫୮୧; ପିଲୁ ୭୨୦; ବାସକ ୫୦୨; ଜୀବନ୍ତି ୫୨୨; ବନହରିତ୍ରା ୫୦୧ କୁରେଲ ୫୧୫ ।

ସୃତିକାଦୋଷନାଶେ—ନିୟ ୨୧ ।

ଅରଭଞ୍ଜେ—କୂଳ ୧୦୮; ବଞ୍ଚିମଧୁ ୧୮୧; କୂଚ ୧୭୦; ଟେ ୫୬୫; କାବାବଚିନି ୫୬୫; ବିରମୀ ୭୨୨; କୁଞ୍ଜତୁଳସୀ ୫୦୨; ତୃତ ୫୫୮; କଟକଳ ୫୨୦; ତାଳିଶପତ୍ର ୫୨୫; ବହେଡ଼ା ୨୦୫; ପିପୁଳ ୫୬୦; କୁଳଶ୍ରମ ୫୦୨ ।

ଅରଭଞ୍ଜେ—କୂଳତୁଳସୀ ଦେଖ ।

ଅନ୍ତନୂନକାୟ—ଇନ୍ଦ୍ରାୟନ ୨୦୦; ଗାବତ୍ତେରେନ୍ଦା ୫୨୦; ବେଳ ୭୧୮; ମୁଦୁରା ୭୮୦; ମାକାଳ ୨୨୨ ।

ଅନ୍ତନାଶେ—ଅଢ଼ହର ୧୫୨; ମନ୍ତର ୧୬୦; ପାନ ୫୬୨; କର୍ପୂର ୭୨୧ ।

ଅନ୍ତନପତନେ—ଗାନ୍ଧାରୀ ୫୦୦; ଅନନ୍ତମୂଳ ୭୫୨; ବନଟେପାରୀ ୭୮୨ ।

ଅନ୍ତନବର୍ଦ୍ଧନେ—କାଳଜୀରା ୮; ଇଶବାଧ ୮୨; ଚୀନାବାଦାମ ୧୫୨; ଧନିର ୧୭୬; ପାଳତେମାନାର ୧୬୫; ଗୋଳକ ୧୫; ପିପୁଳ ୫୬୦; ମାନ୍ତି ୫୫୧; ଭୂମିକୁମଡ଼ା ୭୬୬; ଛାତିମ ୭୨୬; କାକଡ଼ୁମ୍ବର ୫୧୫; ବଡ଼କେରୁ ୫୮୨ ଏରଂ ୫୨୫; କୁମାରୀ ୫୬୧; ମୁଖା ୫୨୬ ।

ଅନ୍ତନଶୋଧନେ—କଟକୀ ୭୨୫ ।

ଆୟୁର୍ବିକ ରୋଗେ—ଘୋଡ଼ାନିମ ୨୨; ଚୀନାବାଦାମ ୧୫୨; ଢେଲା ୧୨୬; ସଞ୍ଜିନା ୧୨୨; କୂଚ ୧୭୦; ଜାନକୁନି ୭୫୫; ବୀଜତାଡ଼କ ୭୬୦; କୂଚିଲା ୭୫୦; ଛାତିକୁମଡ଼ା ୨୦୧; ଚମ୍ପାରୀ ୫୧୫; ବଡ଼ଘୋଡ଼ା ୫୫୫; ତେକାଟାମିଞ୍ଚ ୫୦୦ ।

স্কেটকে—ফোড়া দেখ।

স্মরণশক্তিনাশে—মেধাবর্ধনে দেখ।

হ

হস্তপদ জ্বালা নিবারণে—বড়হুনিয়া ৪৪; লাউ ২৩৪; করলা ২৪৫।

হস্তপদ জ্বালা ক্ষীণতায়—কুড় ২২০।

হস্তপদ ফাটায়—কদলী ৫৪৮।

হাজায় (পায়ের)—পায়ের পাকুই দ্রষ্টব্য।

হাড়ভাঙ্গায়—ভয়স্থানের বেদনা দ্রষ্টব্য।

হাঁপানিতে—টোকা পানা ৫২১; গাঁজা ৫০৭; তালিশ পত্র ৫২৫; রসুন ৫৬৭; বনপেয়াজ ৫৭১; গম্বাখ ৫১৩; কটকল ৫২০; কুরেলী ৫৭৪; সজিনা ১২২; ভেলা ১২৬; হুরালভা ১৪১; শালপনি ১৩২; আশ্র ১২৩ কাঠবিষ ৫; মাধবীলতা ৭৪; বারমঙ্গ ৮৮; জুম ২৫; বাসক ৪০২; হরকুচকাঁটা ৪১৪; অপামার্গ ৪৪৫; মান্দা ৪২২; পাথরচুর ৪৩৫; ধুতুরা ৩৮০; অস্তমূল ৩৫২; আকন্দ ৩৪১; হরিতকী ২০৬; ফণিমনসা ২৪৮; হিঙ্গু ২৫৬; কুড় ৩২৩; বড়কেরই ৪৮২; বামুনহাটি ৪২২; মনসা ৪৮৭; অখথ ৫১১।

হামে—(মচুরিশয়) নাটা ১৮৮; কয়েতবেল ৮৬; কাকন ১৪৭; জয়ন্তী ১৮০; চন্দন ৪৭৭; তৈতুল ১৮৫; পটোল ২৩৩; বিরমী ৩২২; কুল ১০৮; ডহর করঞ্জা ১৭৪; করলা ২৪৫; বাসক ৪০২।

হিক্কায়—ইক্ষু ৬১২; পেয়াজ ৫৬৬; আশা ৫৪১; পিণ্ডখেজুর ৫৮১; দেবদারু ৫২৭; পদ্মক ১২৬; কয়েতবেল ১৮৬; বামুনহাটি ৪২২; পাকুল ৪১২; হরিতকী ২০৬; ঘণ্টাপাকুল ৩২১; সজিনা ১২২; মহুয়া ৩০০; ভূ আমলকী ৫০২।

হিষ্টিরিয়ায়—পেয়াজ ৫৬৬; কদলী ৫৪৮; হরিদ্রা ৫৩৭; নাটা ১৮৮; কালকেসেন্দা ১৫২; সজিনা ১২২; রিঠা ১১৭; চন্দ্রা ৮; আতা ১১; ঘোড়ানিষ ২২; অপামার্গ ৪৪৫; কালবালা ২৮০; জটামাংসী ২৭৮; হিঙ্গু ২৫৬; নামুতি ২৮৪; নাগদমনী ২৮৭।

হস্ত্রোগে—গম ৬৪১; রসুন ৫৬৭; মূর্কী ৫৪০; আশা ৫৪১; কুল্লন ৫৩২; যষ্টিমধু ১৮৭; বিহিদানা ১২৮; দস্তী ৪৮২; চন্দন ৪৭৭; কাকমাচি ৩৭৫; বহনরী ৩৬০; অর্জুন ২০৩; এলাচ ৫৪৬; নাগবলা ৬৬; কটকী ৩২৪; নিষ ২৭; বচ ৫৪৩।

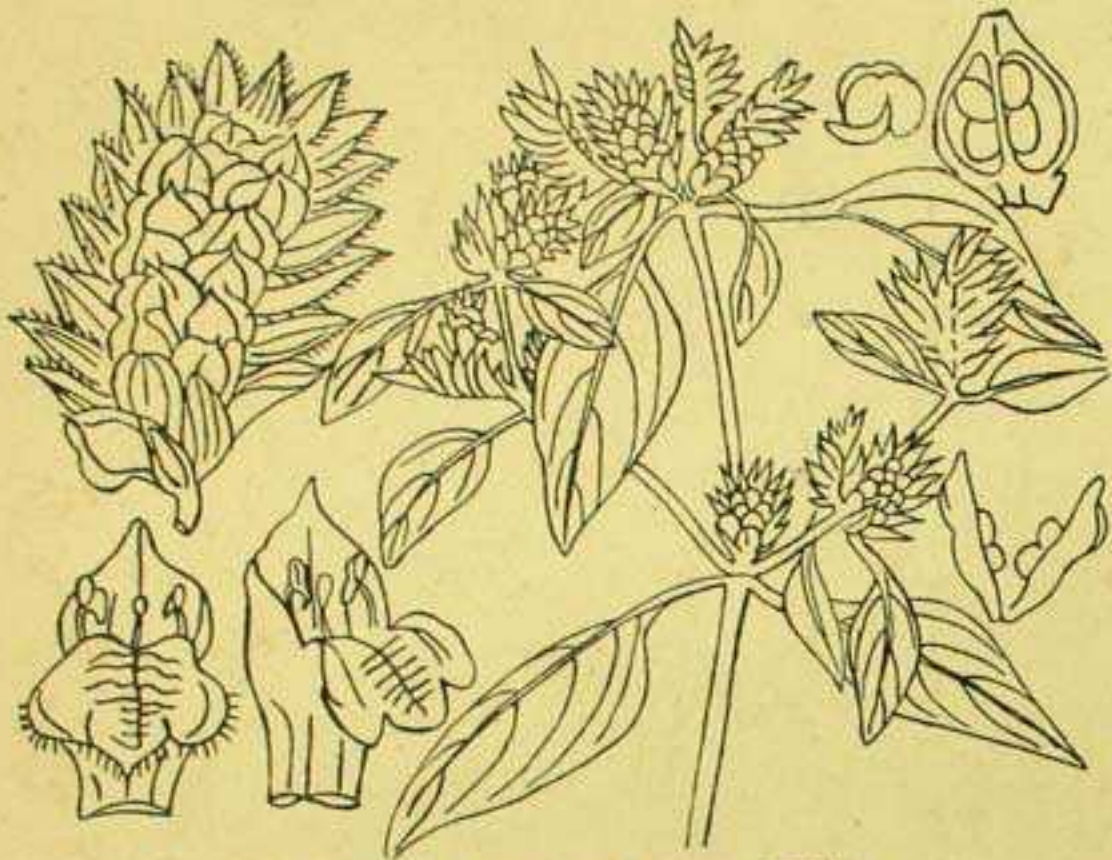
হেচাল বেদনায়—মহানিষ ১০০; কাঁকরোল ২৪৪।



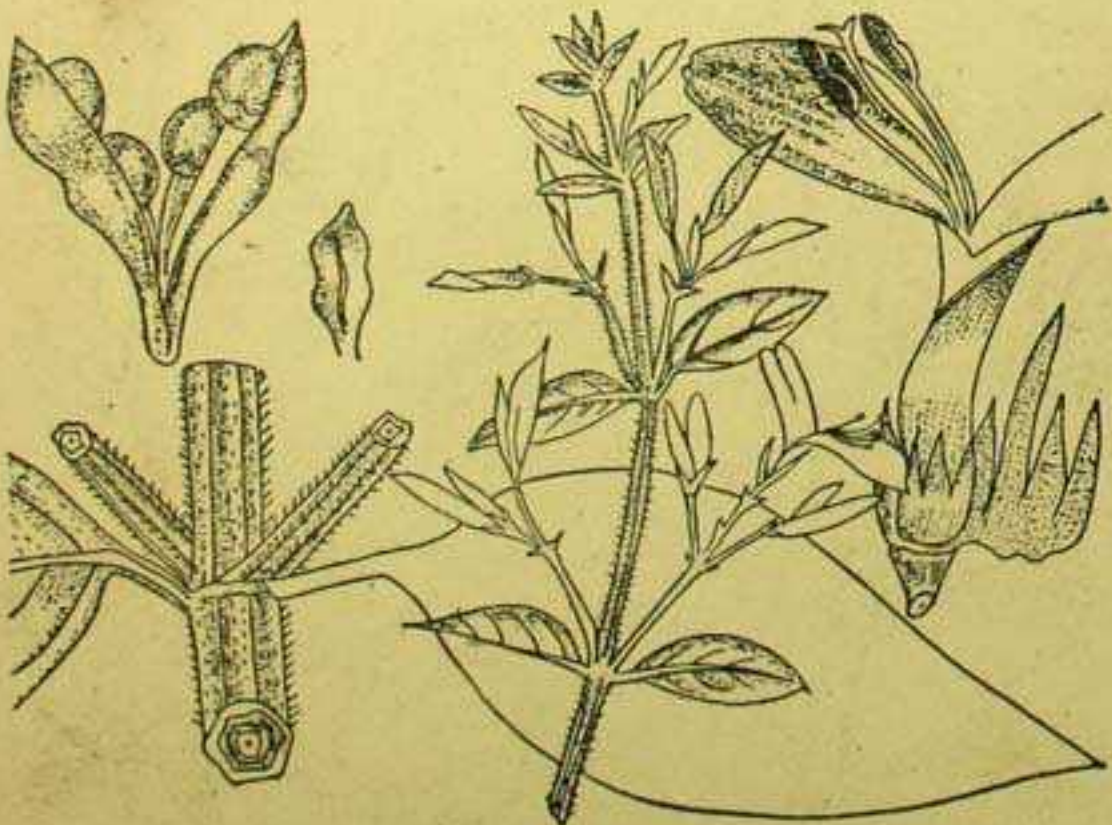
453. *Rhinacanthus communis* Nees (পলকজুই)



454. *Ecbolium Linneanum* Kurz. (উদ্ভূতাত)



455. *Rungia parviflora* Nees (পিণ্ডি)



456. *Peristrophe bicalyculata* Nees. (নাসভাগ)

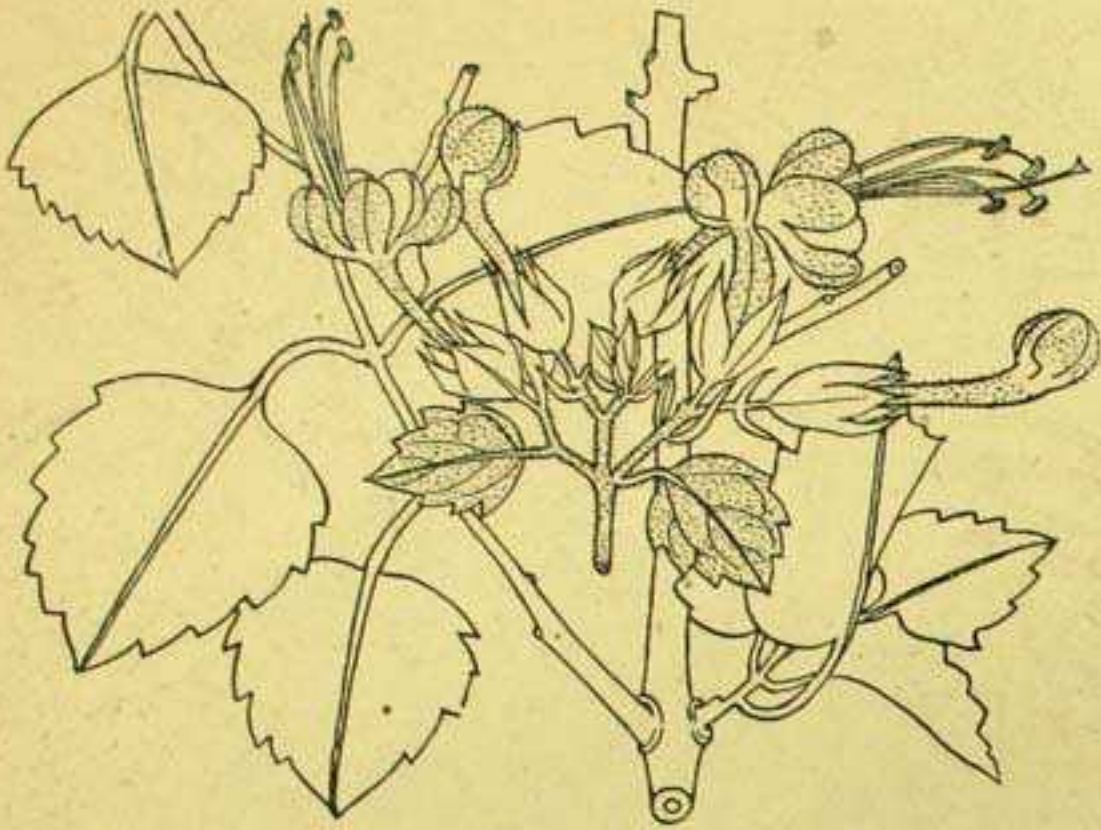
ভারতীয় বন্যোষধি



457. *Clerodendron infortunatum* Gaertn. (ঘেঁটু)



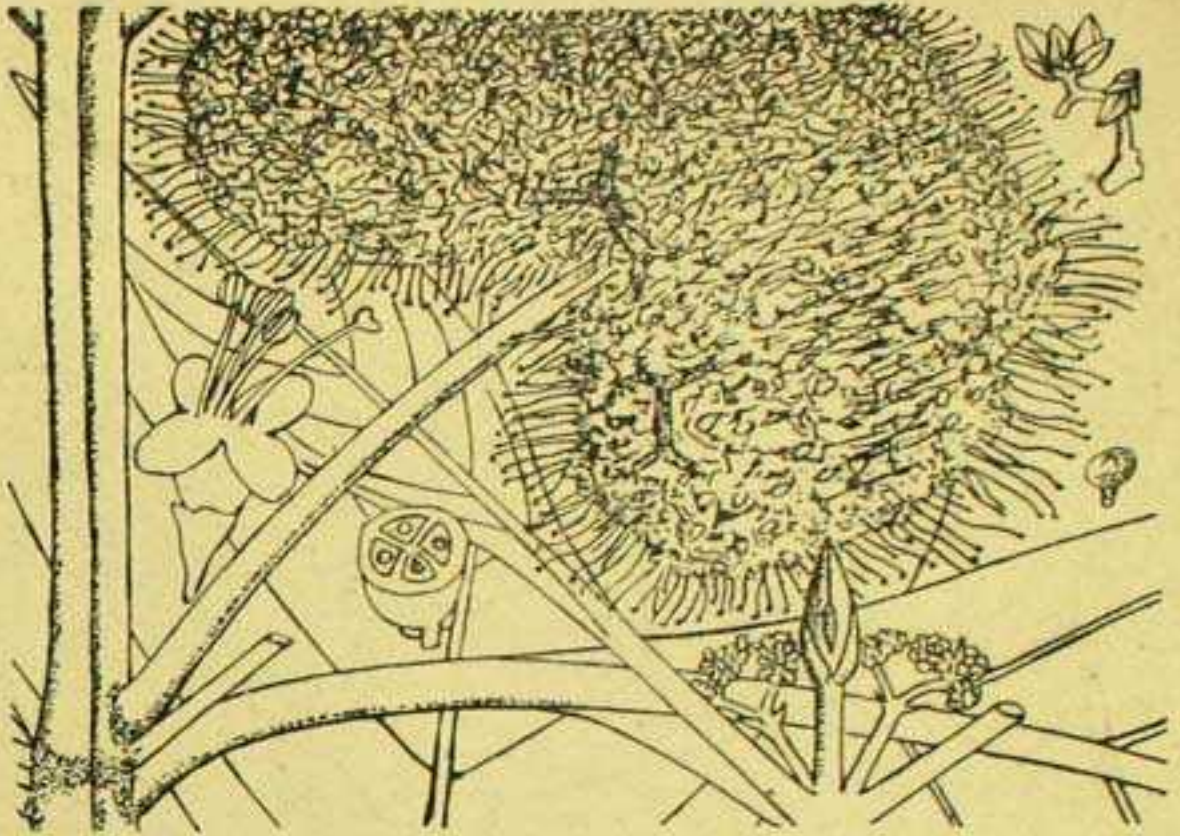
458. *Clerodendron Siphonanthus* R. Br. (বামুনহাটী)



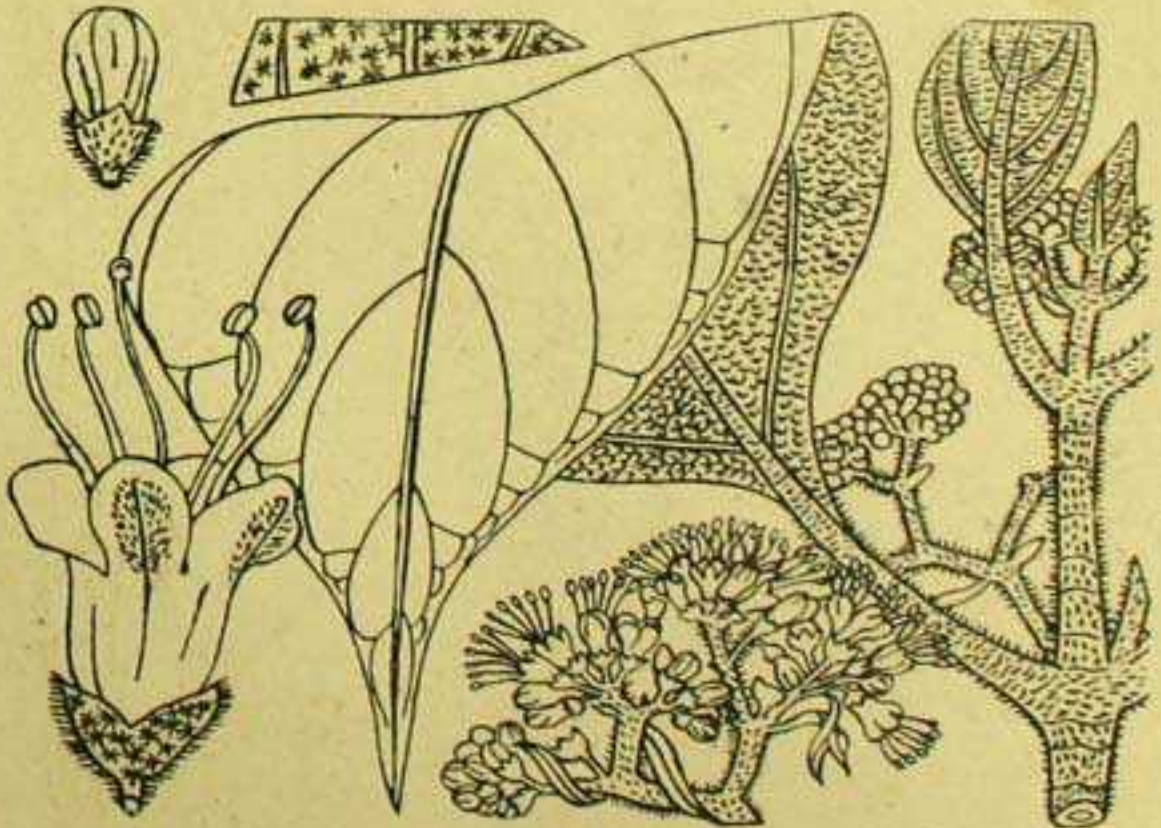
459. *Clerodendron phlomoides* Linn. f. (বাতগ্নী)



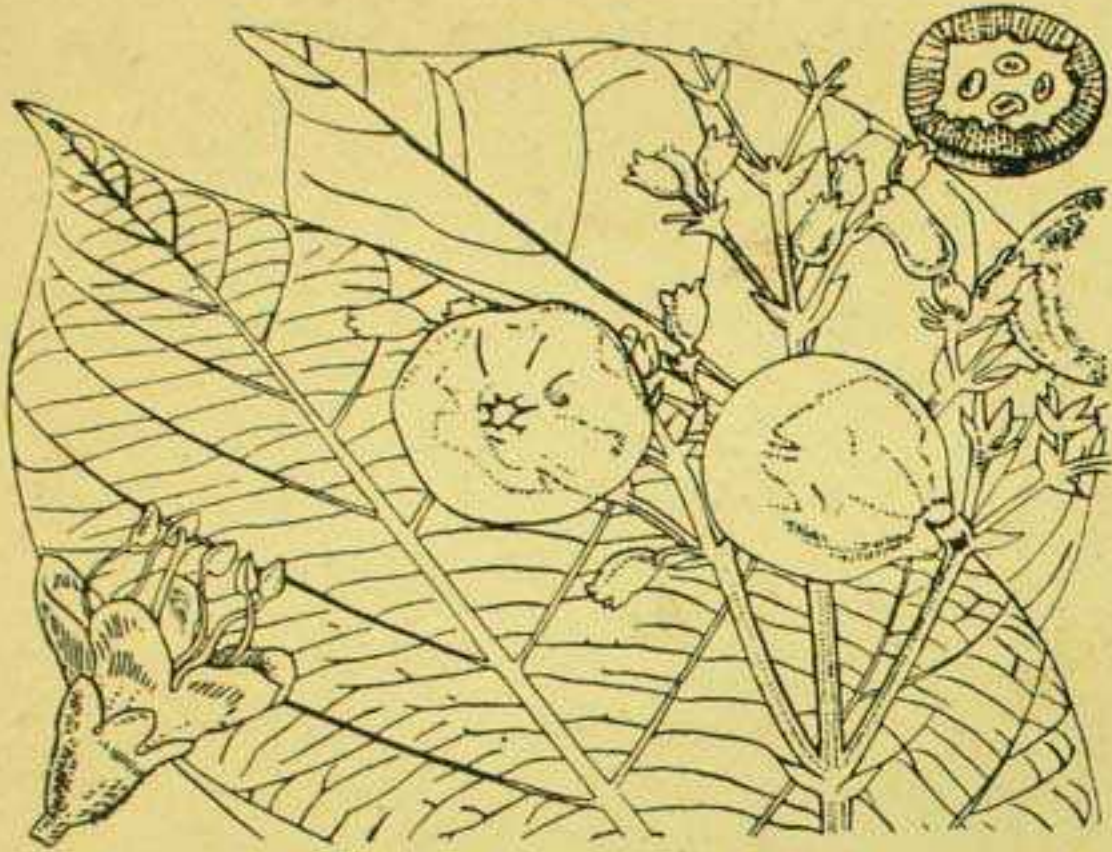
460. *Lantana Camara* Linn. (শুয়ে গের্দা)



461. *Callicarpa arborea* Roxb. (বরমাল্লা)



462. *Callicarpa lanata* Linn. (মসমসার)

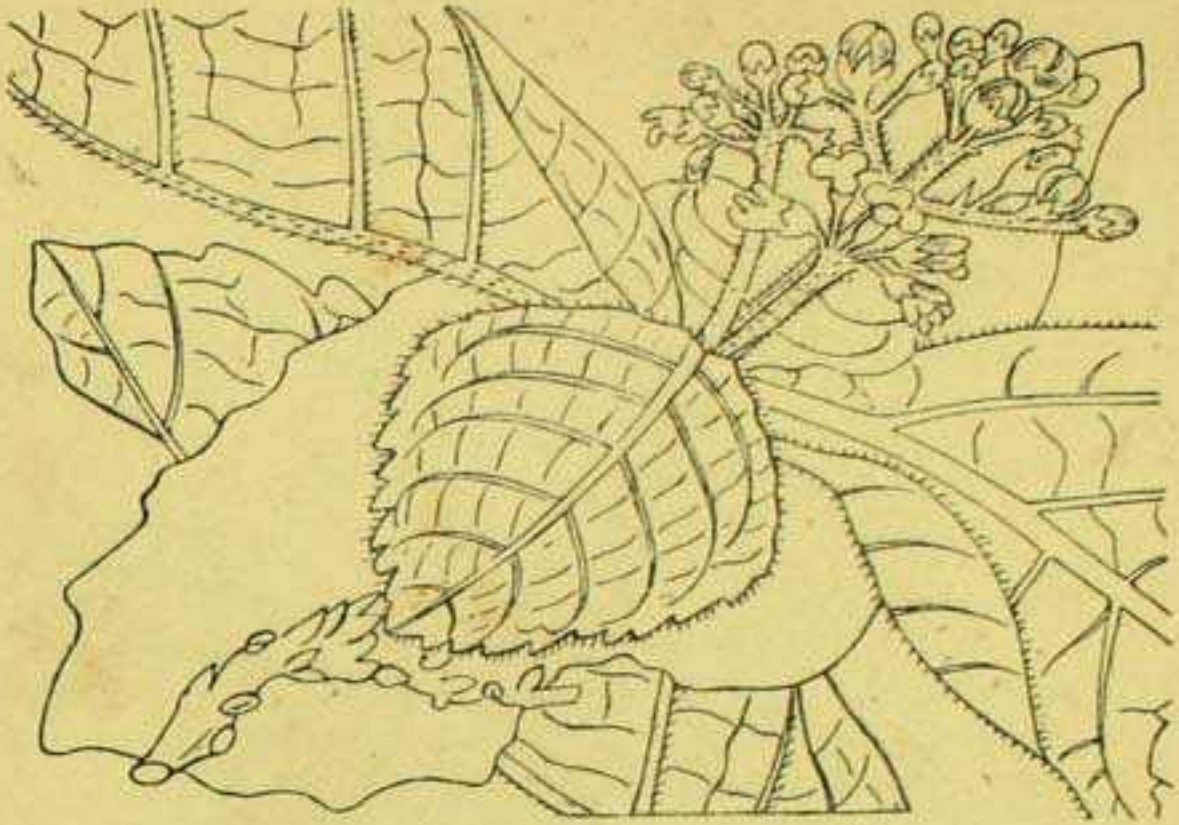


463. *Tectona grandis* Linn. f. (সেতুণ)

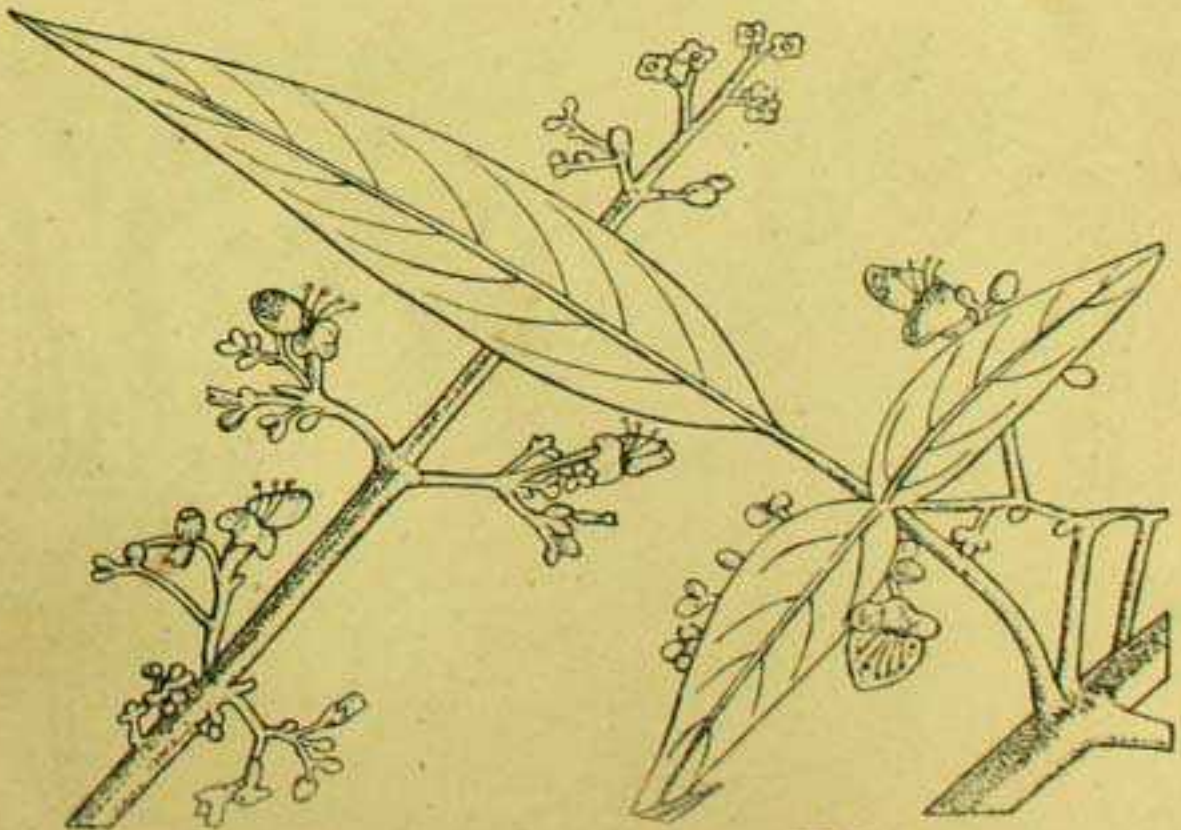


464. *Premna integrifolia* Linn. (ভূতভৈরবী)

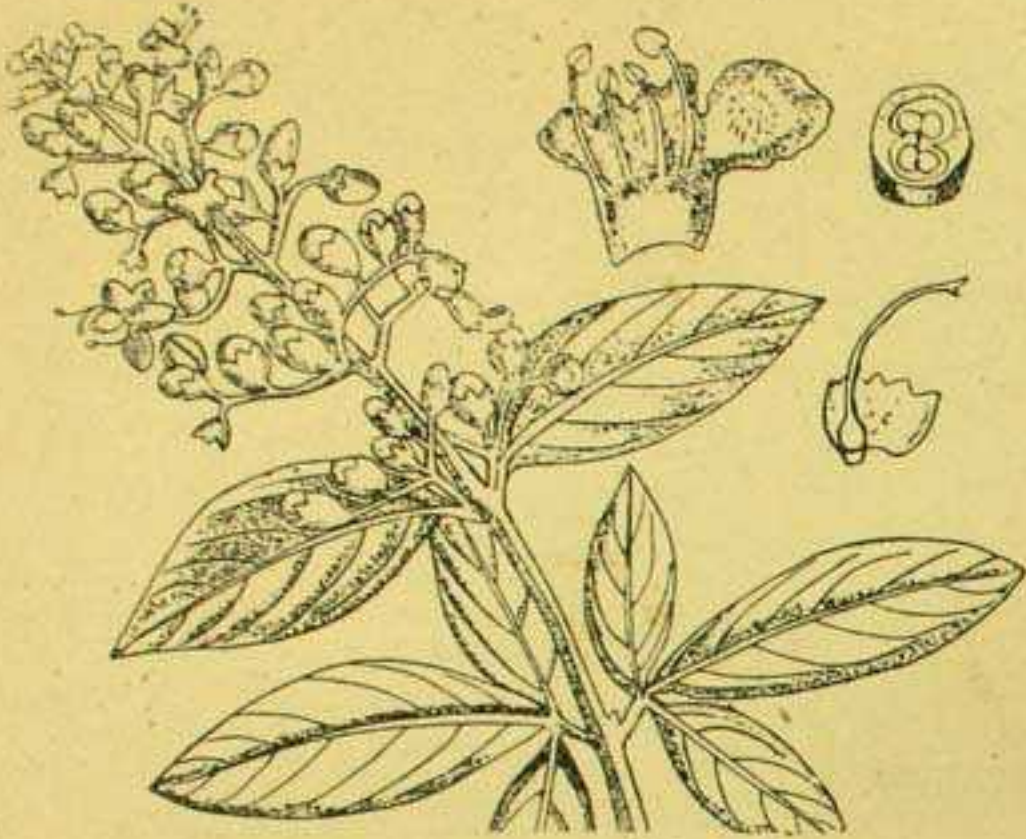
ভারতীয় বন্যোষধি



465. *Premna herbacea* Roxb. (ভুঁইজাম)



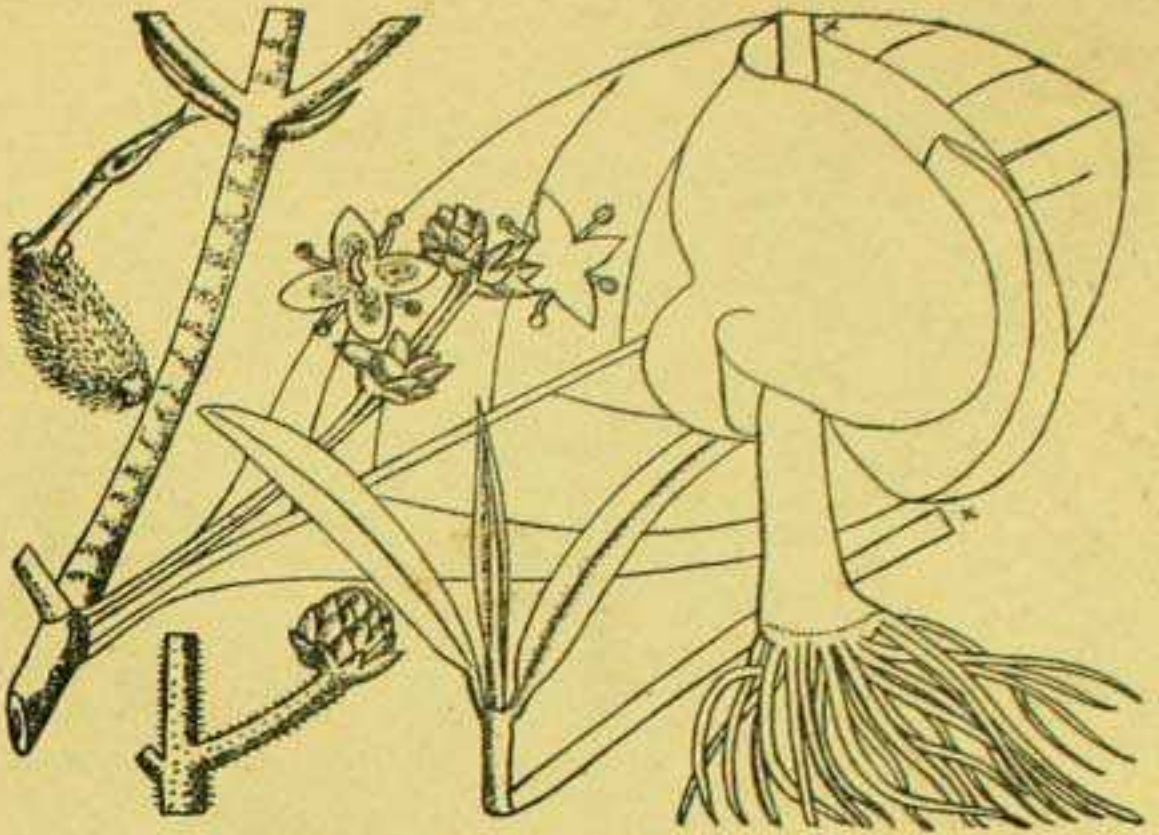
466. *Vitex Negundo* Linn. (নিষিন্দা)



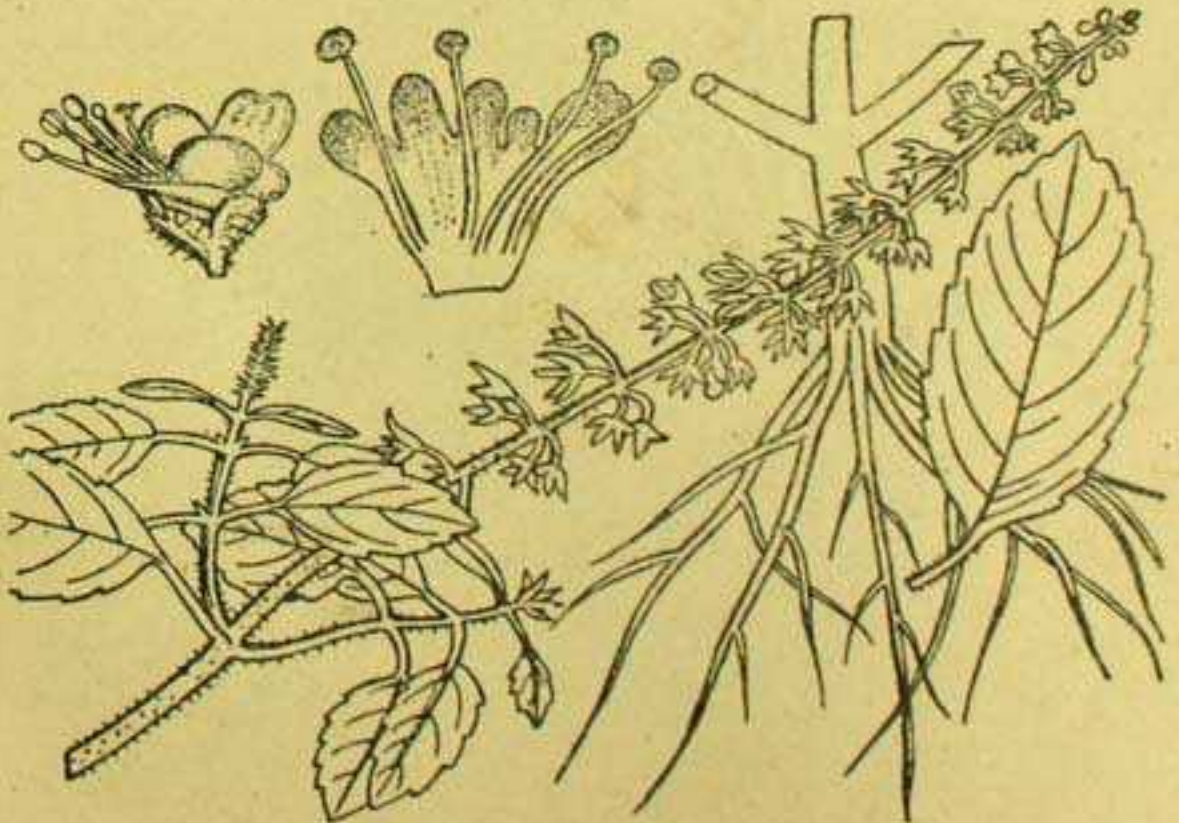
467. *Vitex trifolia* Linn. f. (নীলনিশিন্দা)



468. *Gmelina arborea* Roxb. (গামাঙ্গ)



469. *Avicennia officinalis* Linn. (বীনা)



470. *Ocimum sanctum* Linn. (তুলসী, কৃষ্ণতুলসী).



471. *Ocimum gratissimum* Linn. (রামতুলসী)



472. *Ocimum Basilicum* Linn. (বাদরিশুলসী)



473. *Coleus aromaticus* Benth. (পাথরচূর)



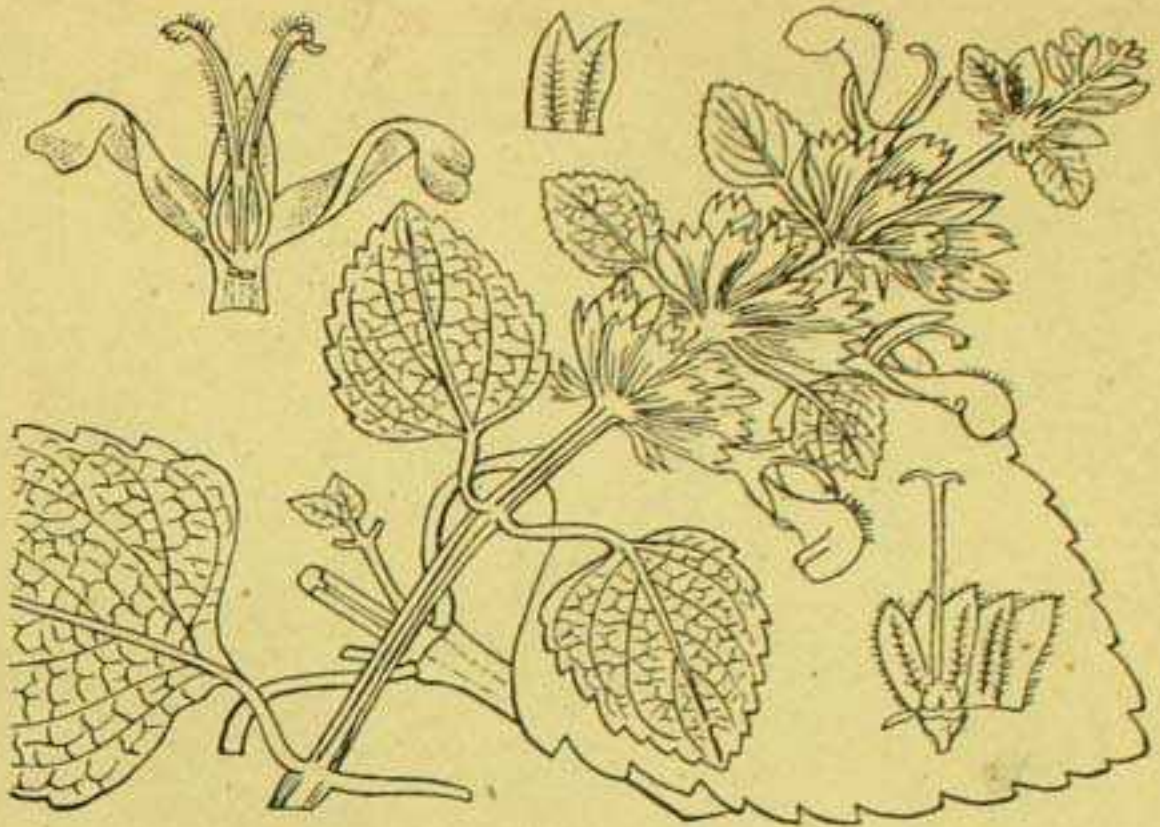
474. *Mentha viridis* Linn. (পুদিনা)



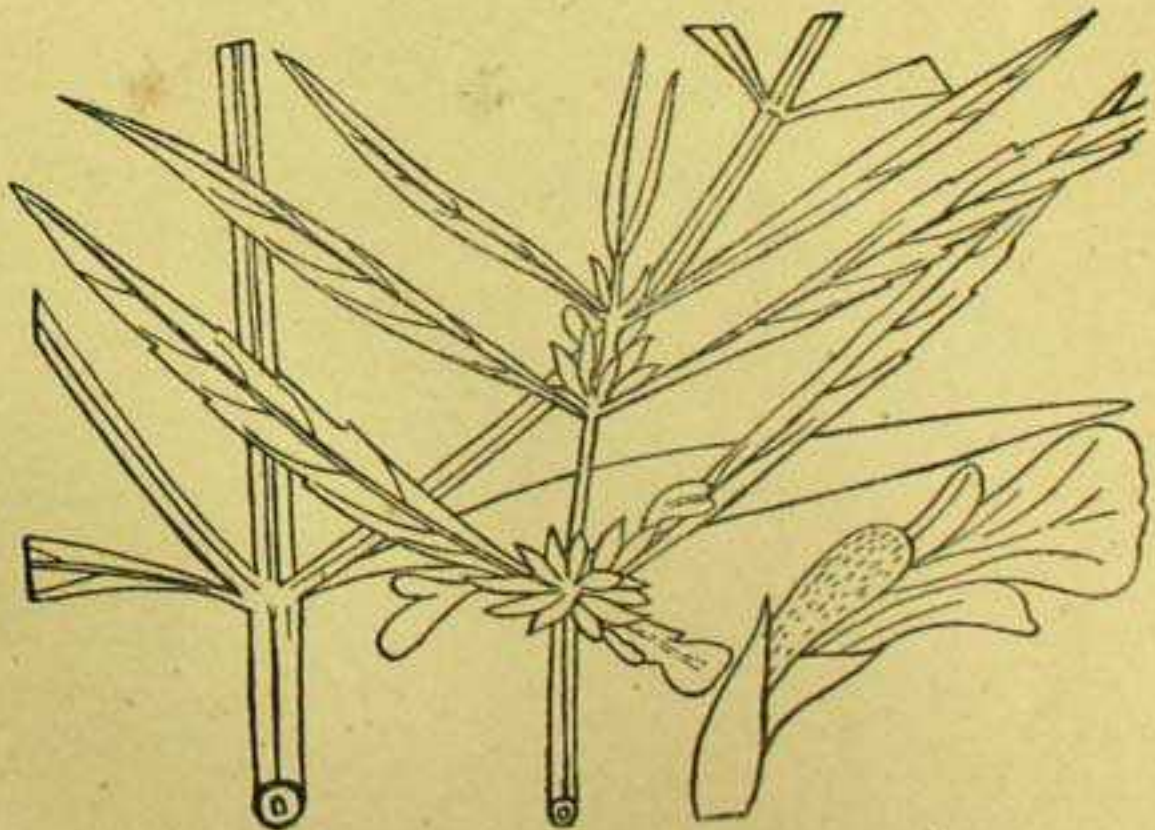
475. *Mentha piperita* Linn. (পিপারমেন্ট)



476. *Salvia plebeia* R. Br. (ভুতুলসী)



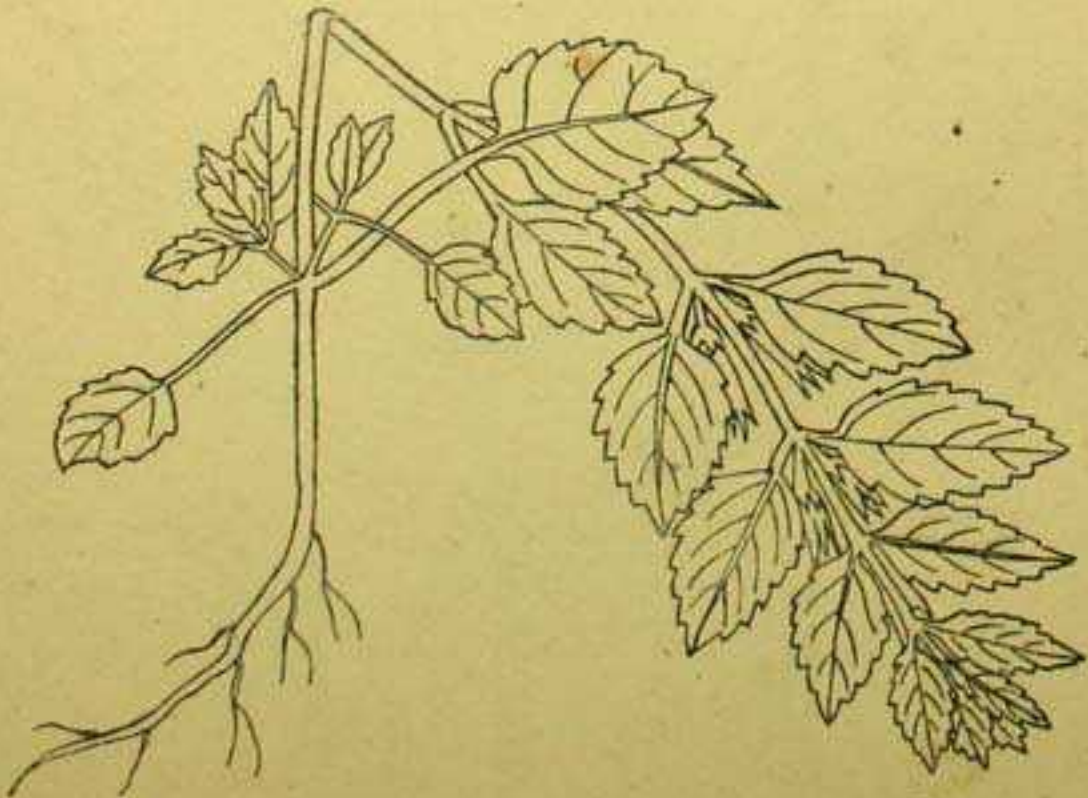
477. *Anisomeles ovata* R. Br. (গোবরা)



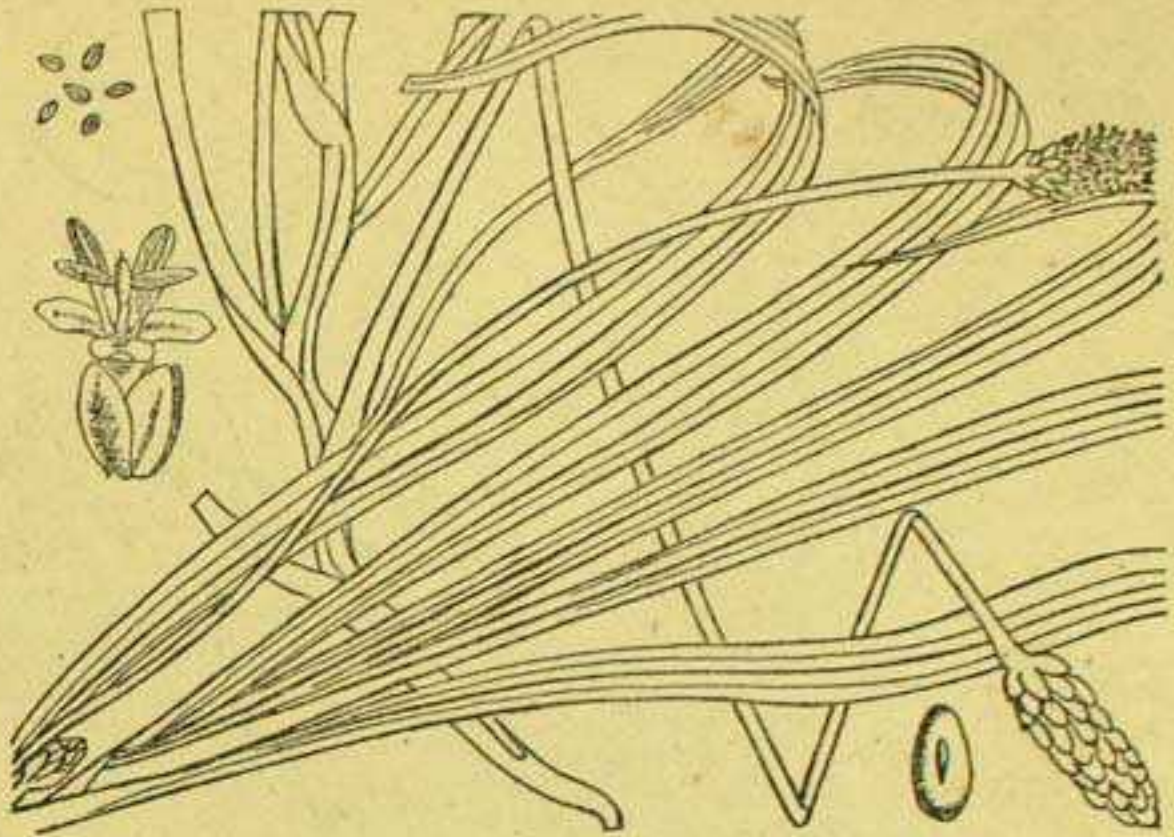
478. *Leucas linifolia* Spreng. (হলকসা বা ঘলঘসে)



479. *Leucas cephalotes* Spreng. (বড় ঘলঘসা)



480. *Lallemantia Royleana* Benth. (তোকমারি)



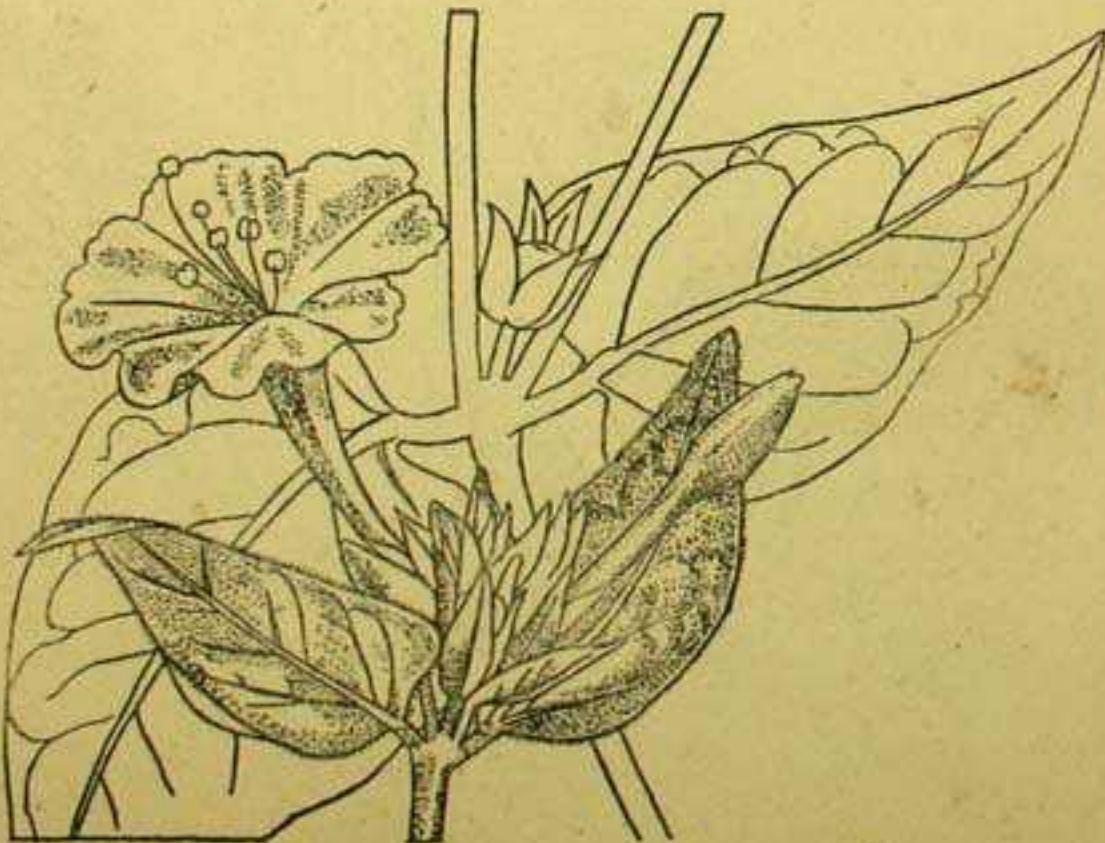
481. *Plantago ovata* Forsk. (ইসপগুল)



482. *Boerhaavia repens* Linn. (পুনর্গণ)



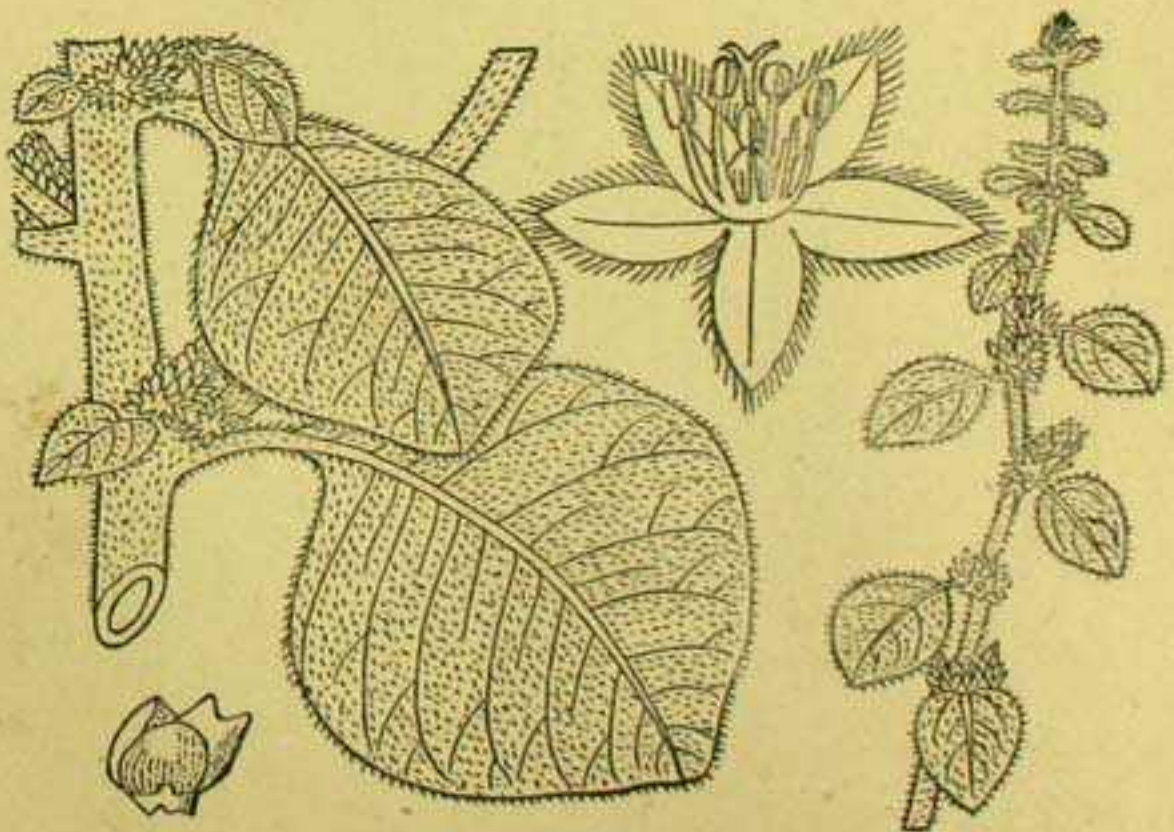
483. *Pisonia aculeata* Linn. (বাঘ আঁচড়া)



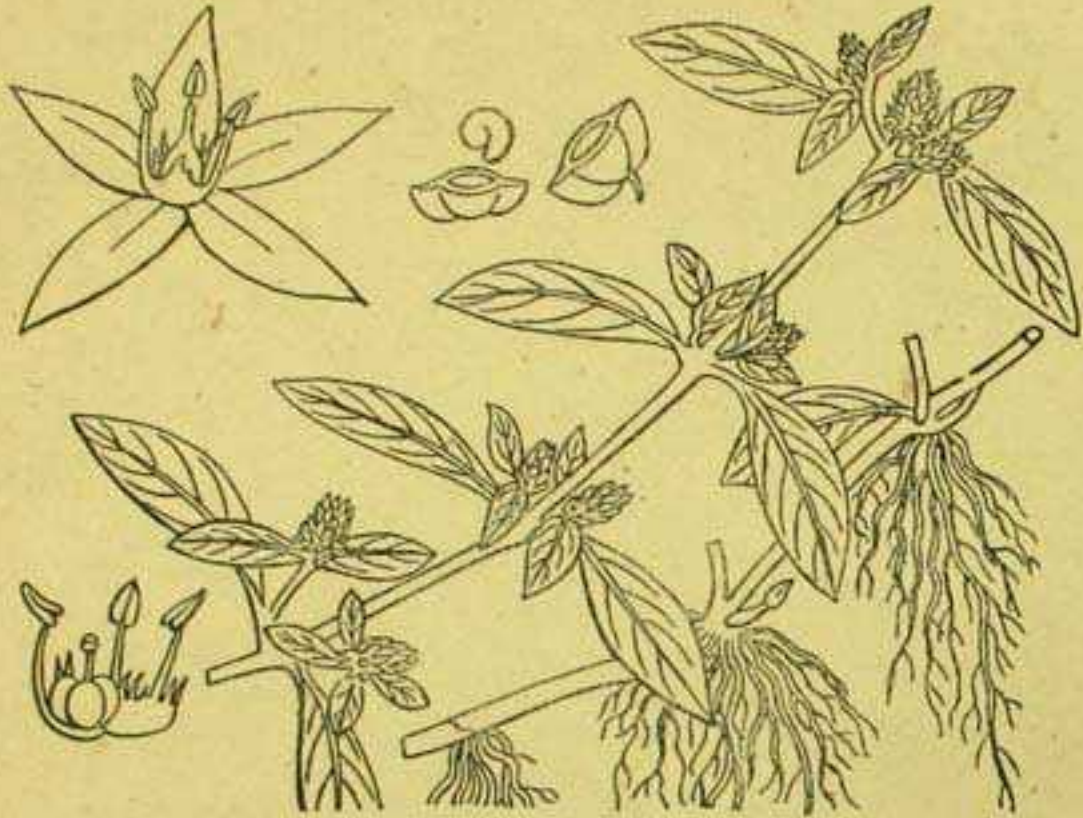
484. *Mirabilis Jalapa* Linn. (কককেজি)



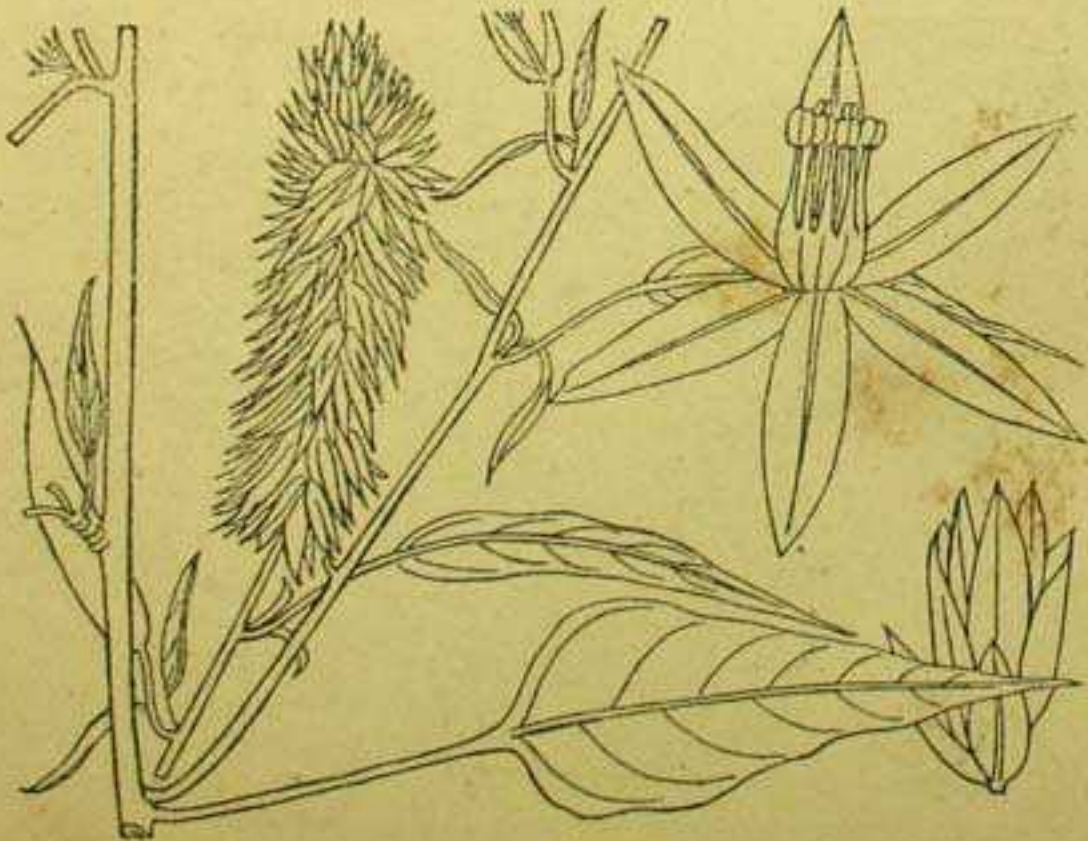
485. *Achyranthes aspera* Linn. (অর্পাড)



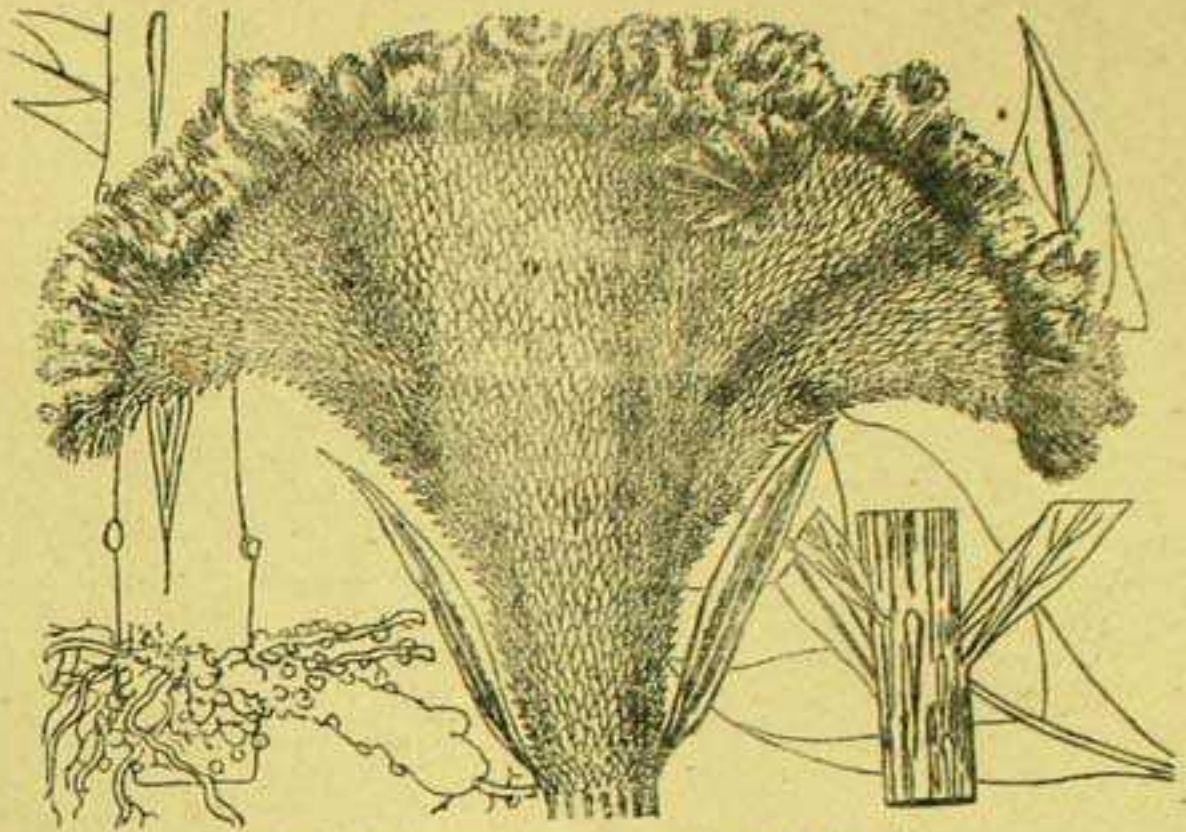
486. *Aerva lanata* Juss. (চায়া)



487. *Alternanthera Sessilis* R. Br. (সান্টি)



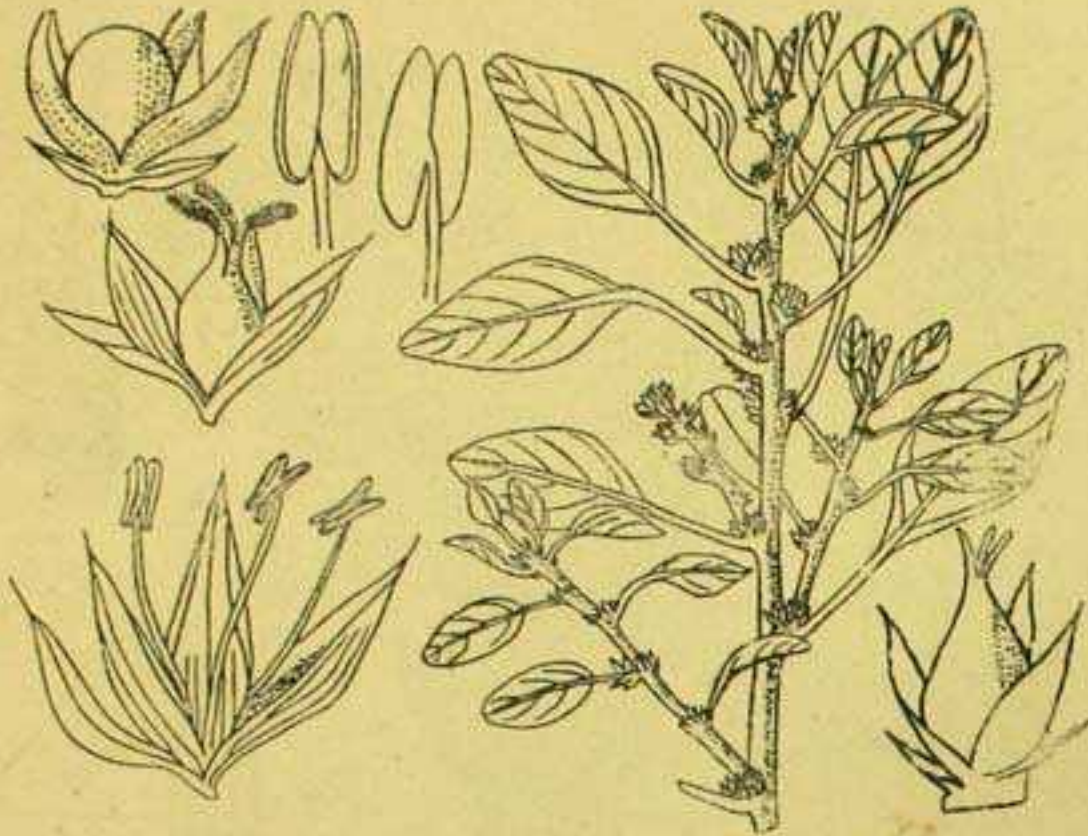
488. *Celosia argentea* Linn. (শ্বেতমূর্গা)



489. *Celosia cristata* Linn. (নানমূর্গা)



490. *Amarantus spinosus* Linn. (কাটানটে)



491. *Amarantus tristis* Linn. (টাপানটে)



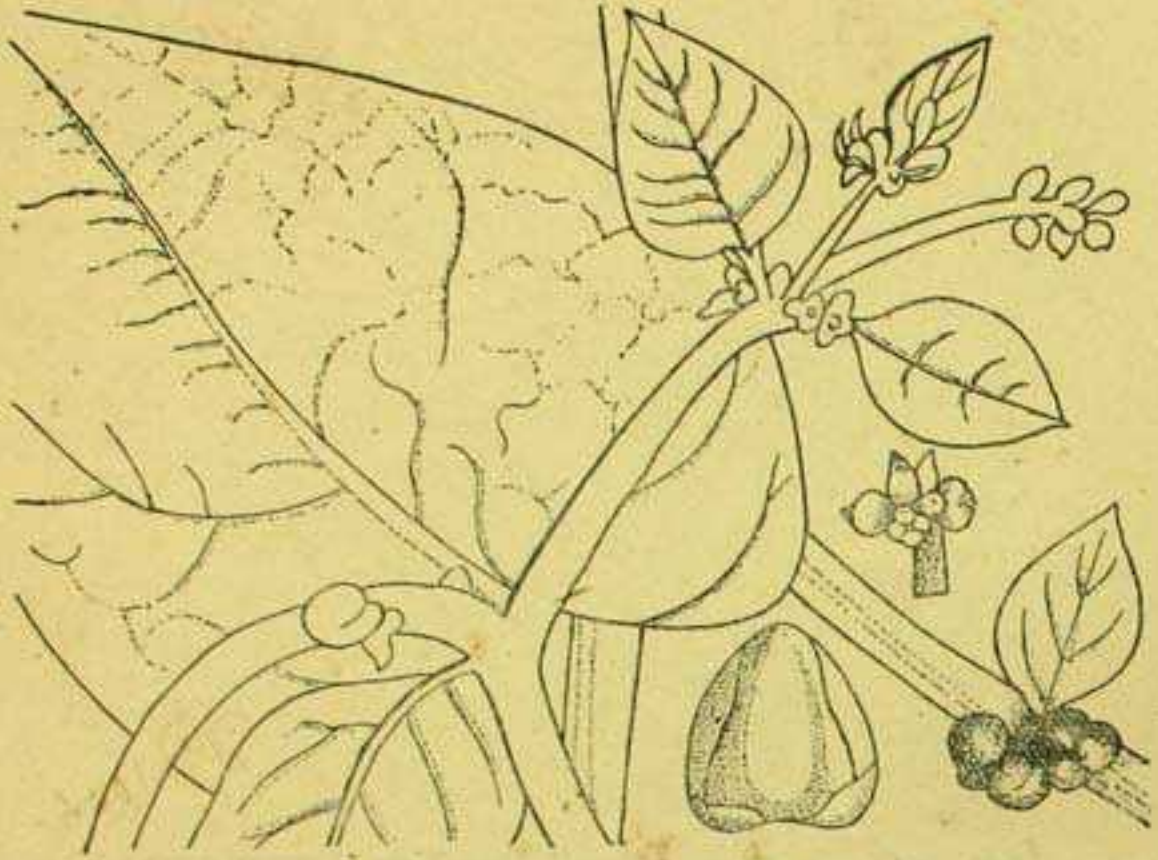
492. *Chenopodium album* Linn. (বেতোশাক)



493. *Chenopodium ambrosioides* Linn. (চন্দন বেতো)



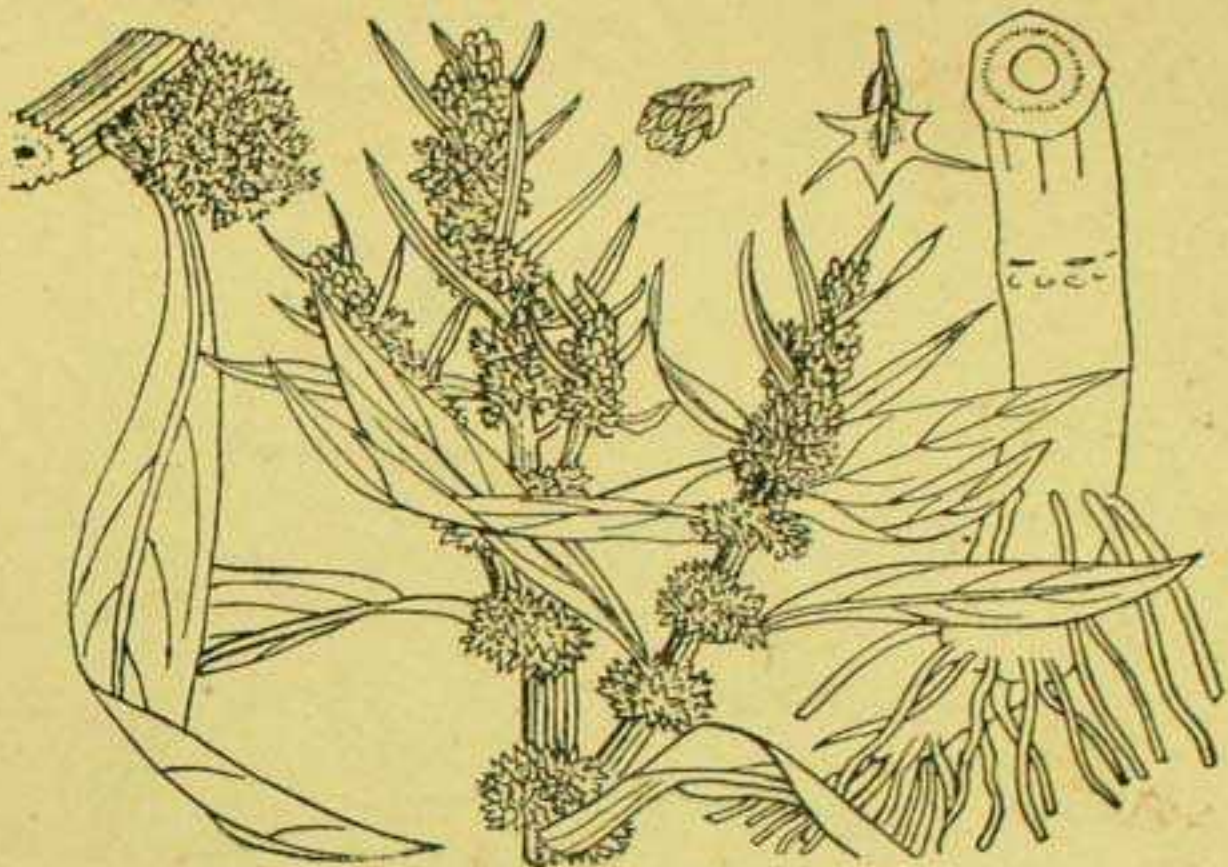
494. *Spinacia oleracea* Linn. (পালং শাক)



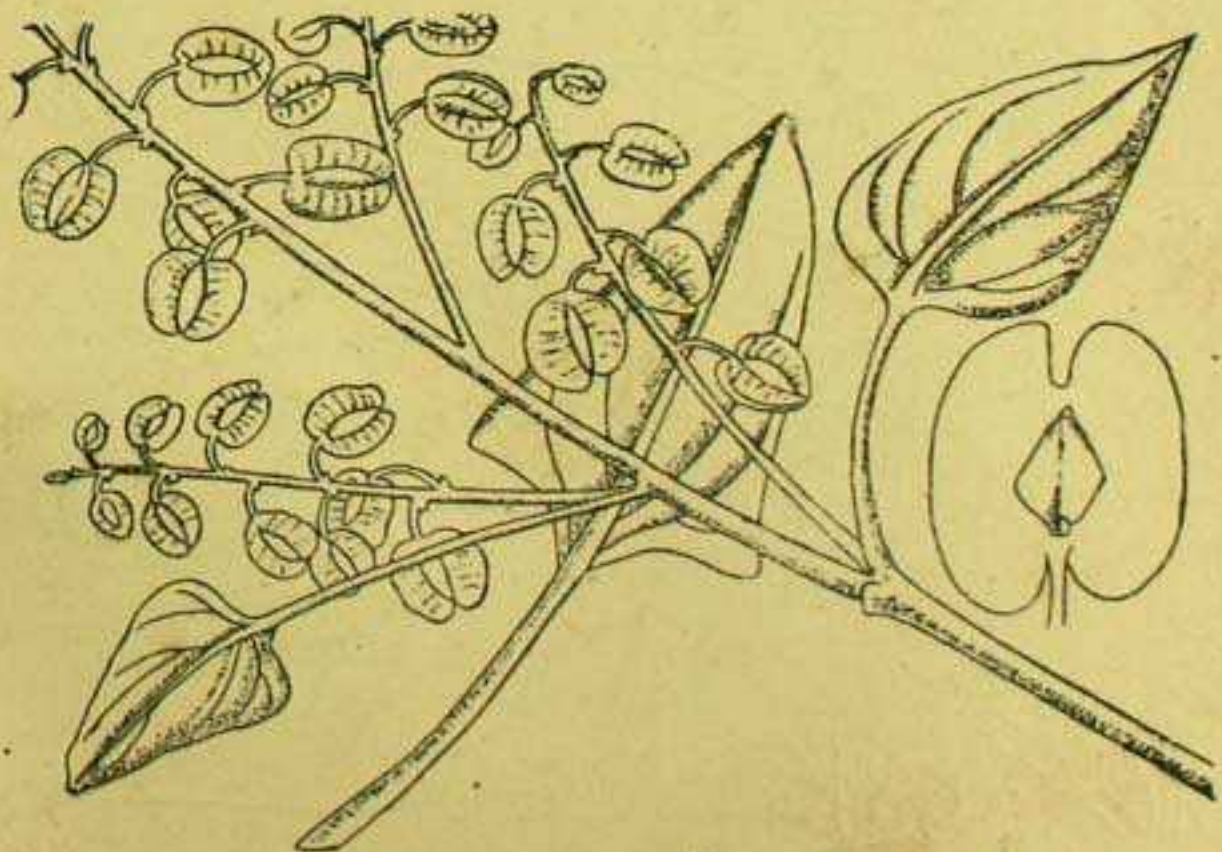
495. *Basella rubra* Linn. (পুই শাক)



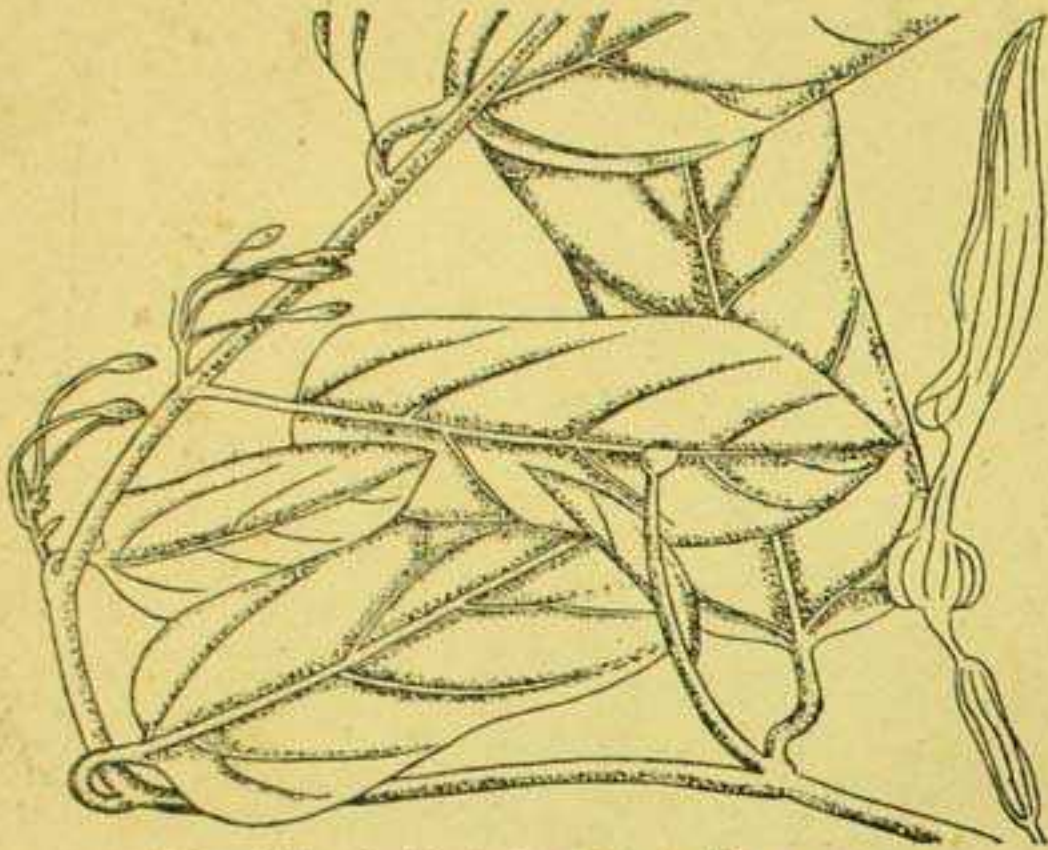
496. *Rheum emodi* Wall. (রেবান্দচিনি)



497. *Rumex maritimus* Linn. (বনপালং)



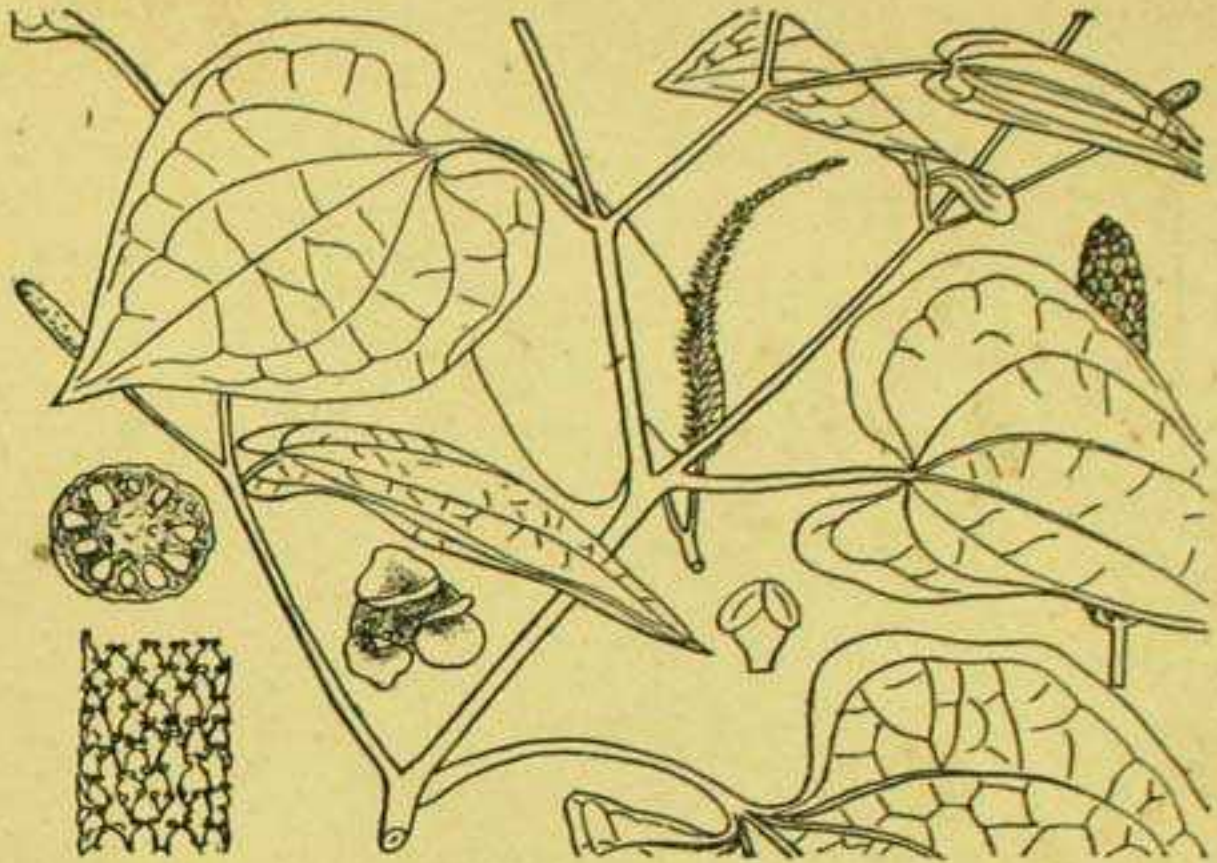
498. *Rumex vesicarius* Linn. (চুকপালং)



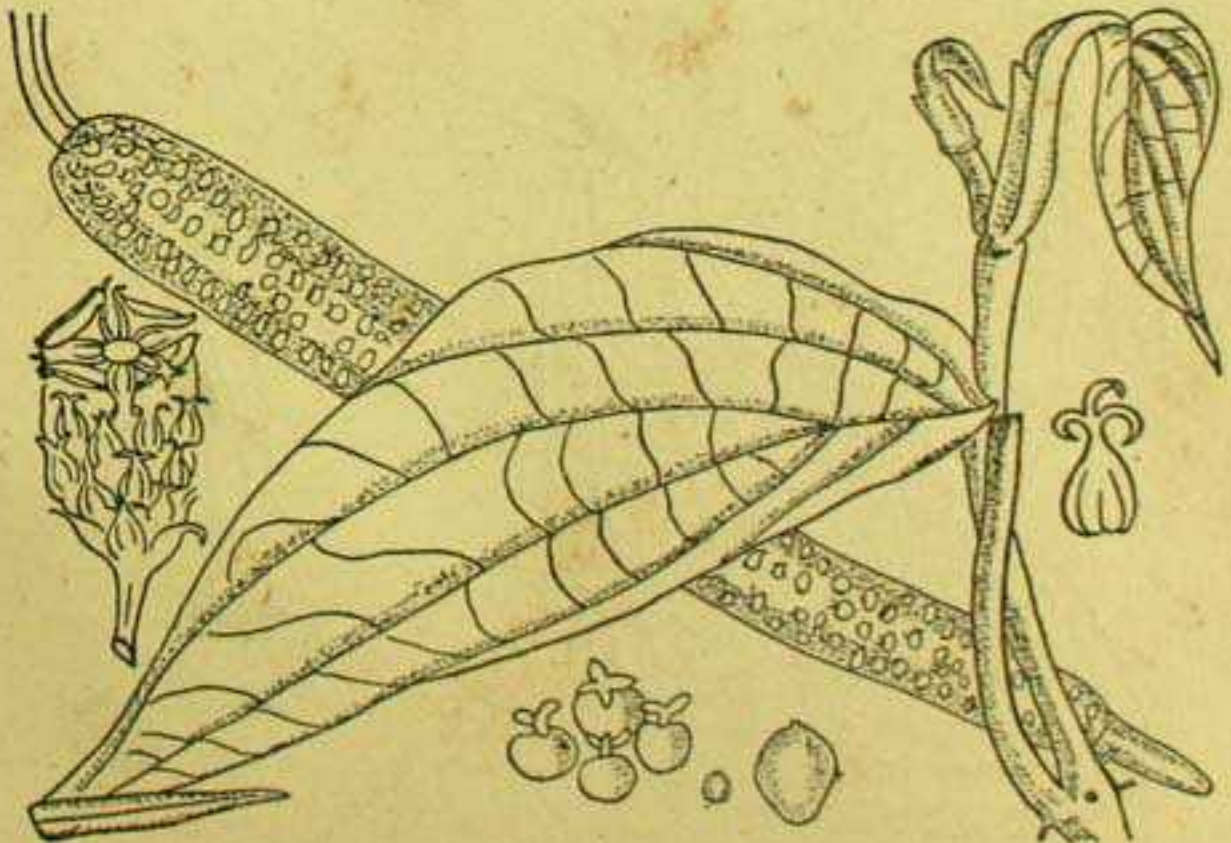
499. *Aristolochia indica* Linn. (ইশোর মূল)



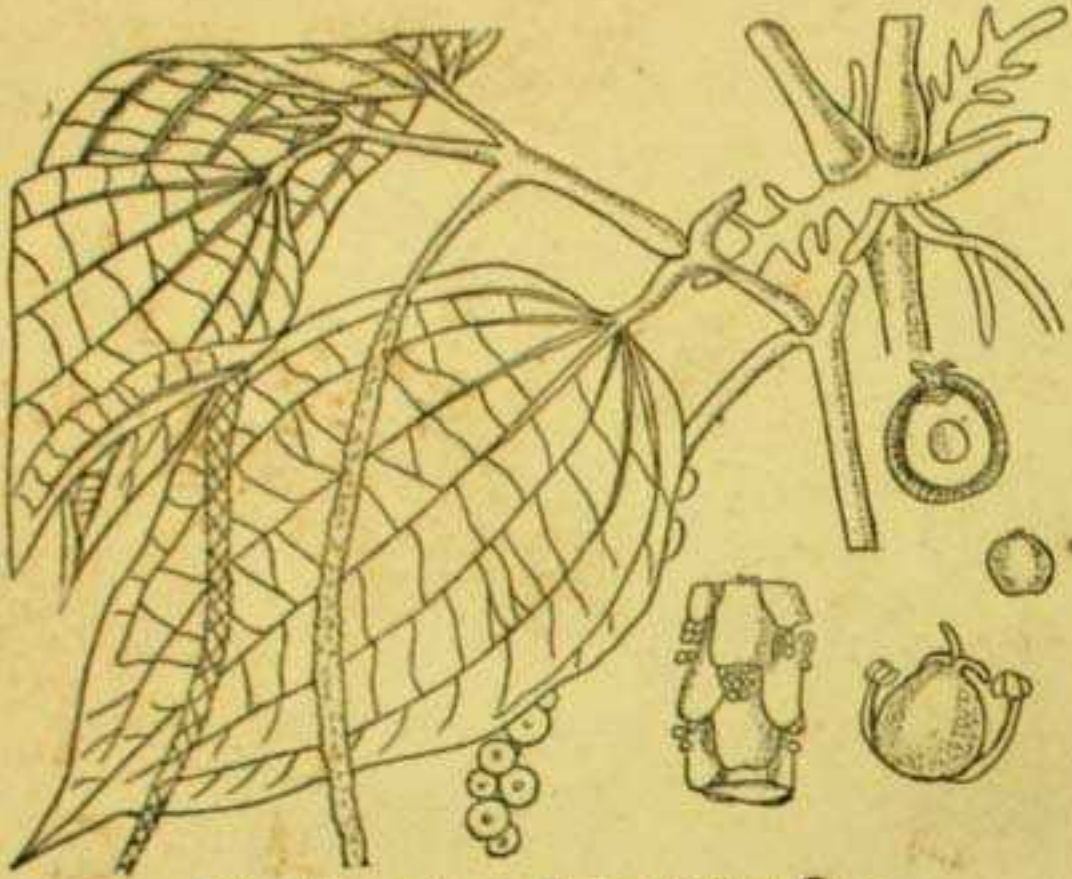
500. *Aristolochia bracteata* Retz. (কিরাগার)



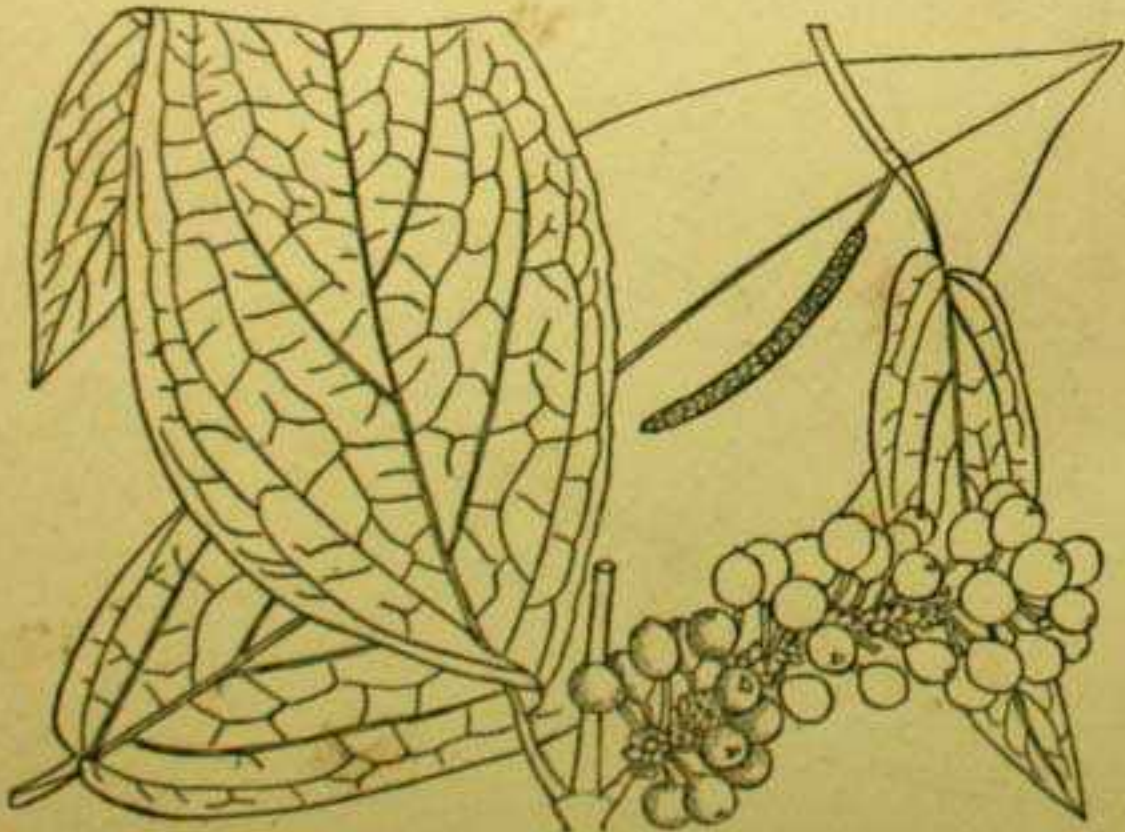
501. *Piper longum* Linn. (পিপুল)



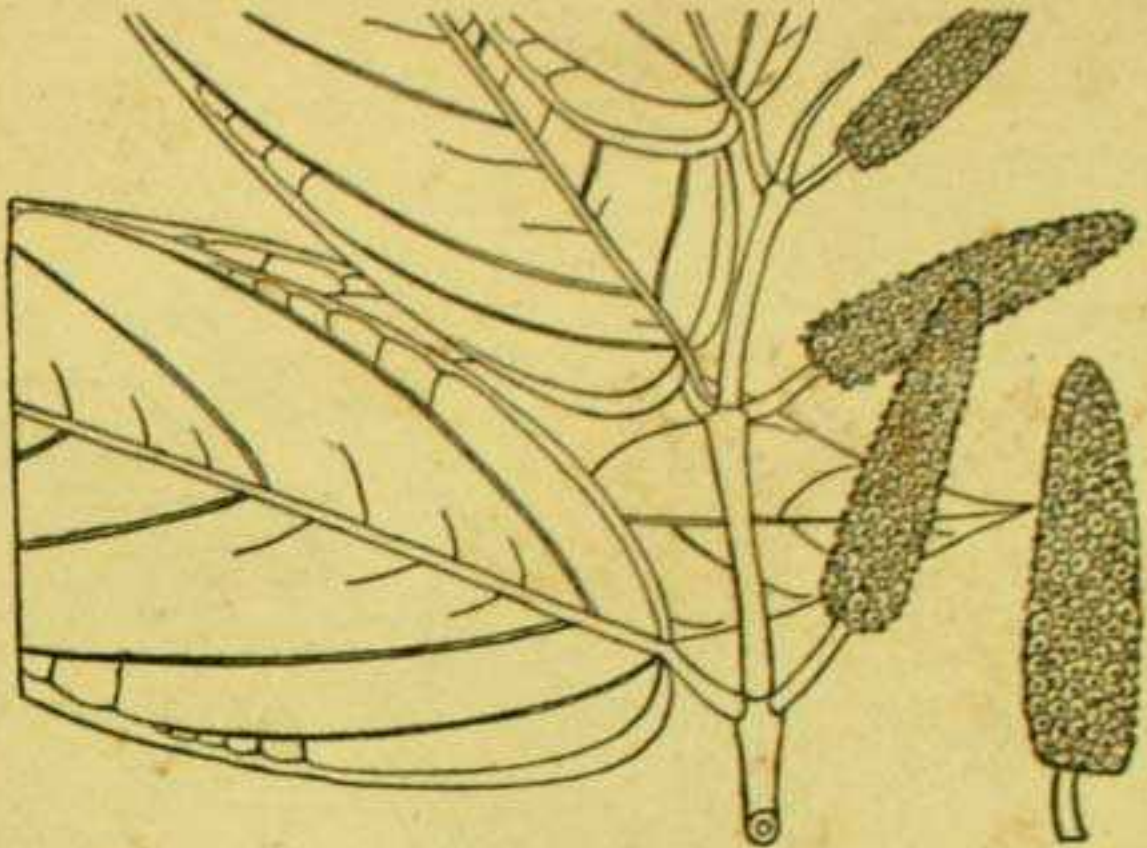
502. *Piper Betle* Linn. (পান)



503. *Piper nigrum* Linn. (গোলমরিচ)



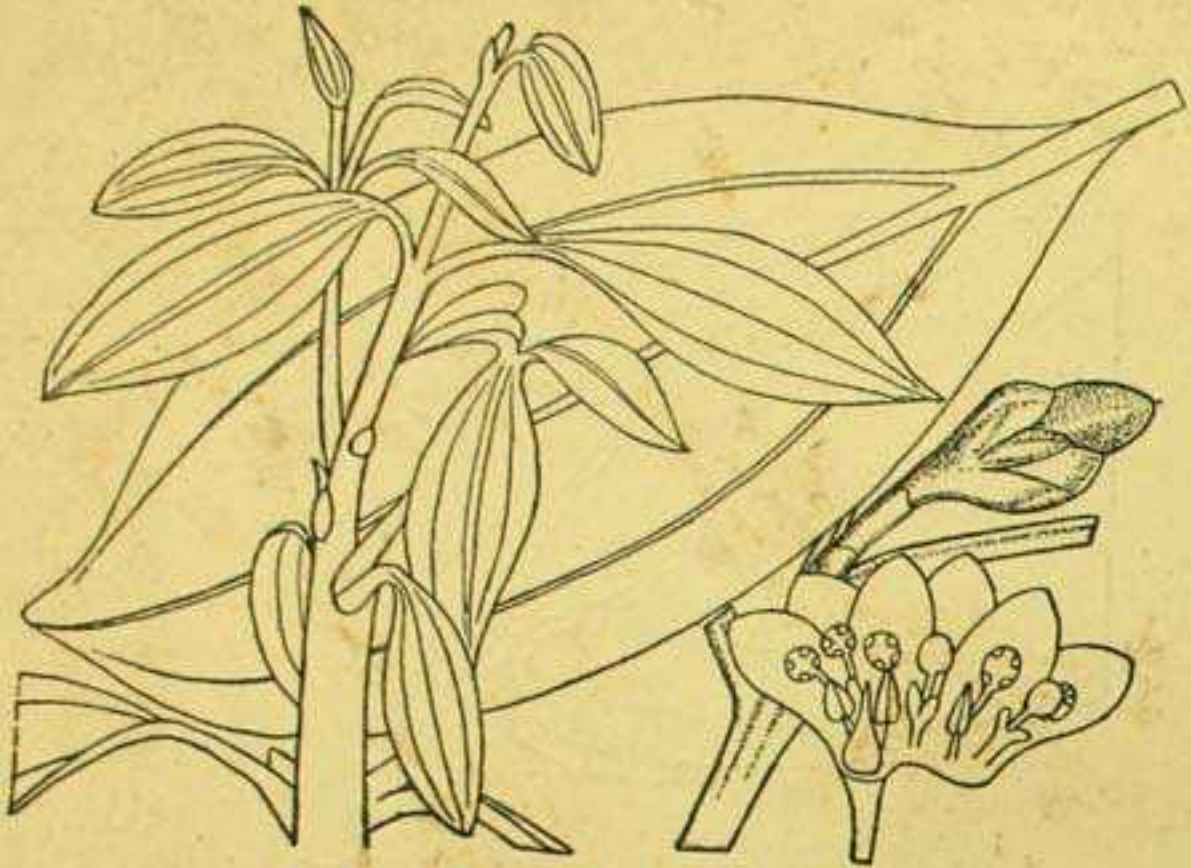
504. *Piper Cubeba* Linn. (কাবাবচিনি)



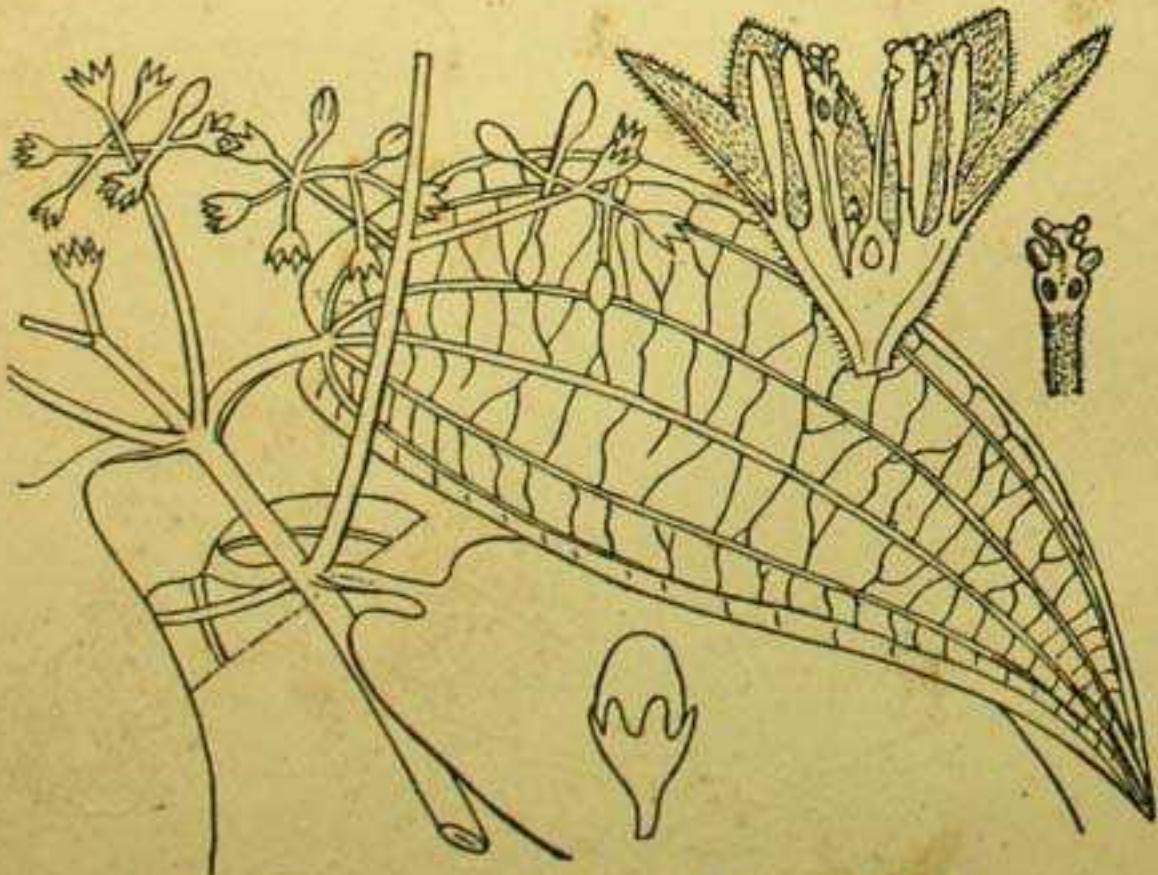
505. *Piper chaba* Hunter. (চৈ)



506. *Myristica fragrans* Houtt. (দৈতী)



507. *Cinnamomum tamala* Fr. Nees. (তেজপাতা)

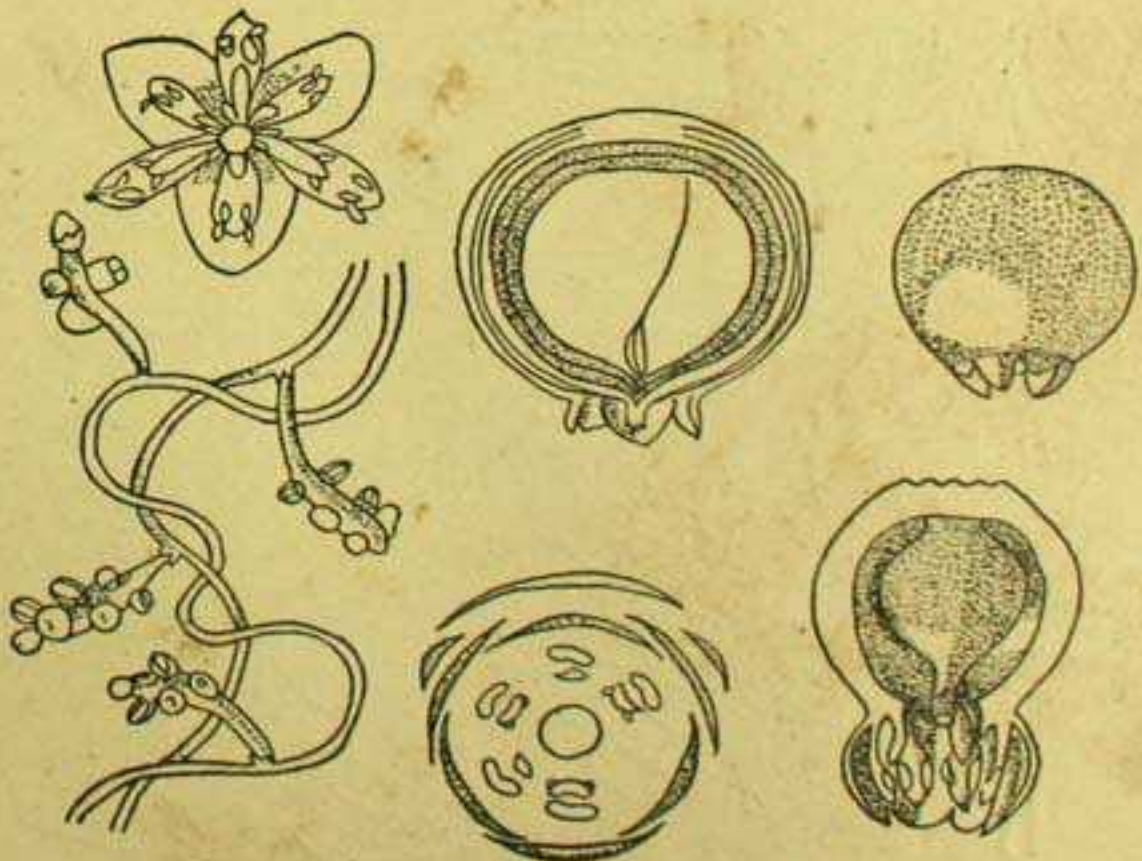


508. *Cinnamomum Zeylanicum* Bl. (দারুচিনি)

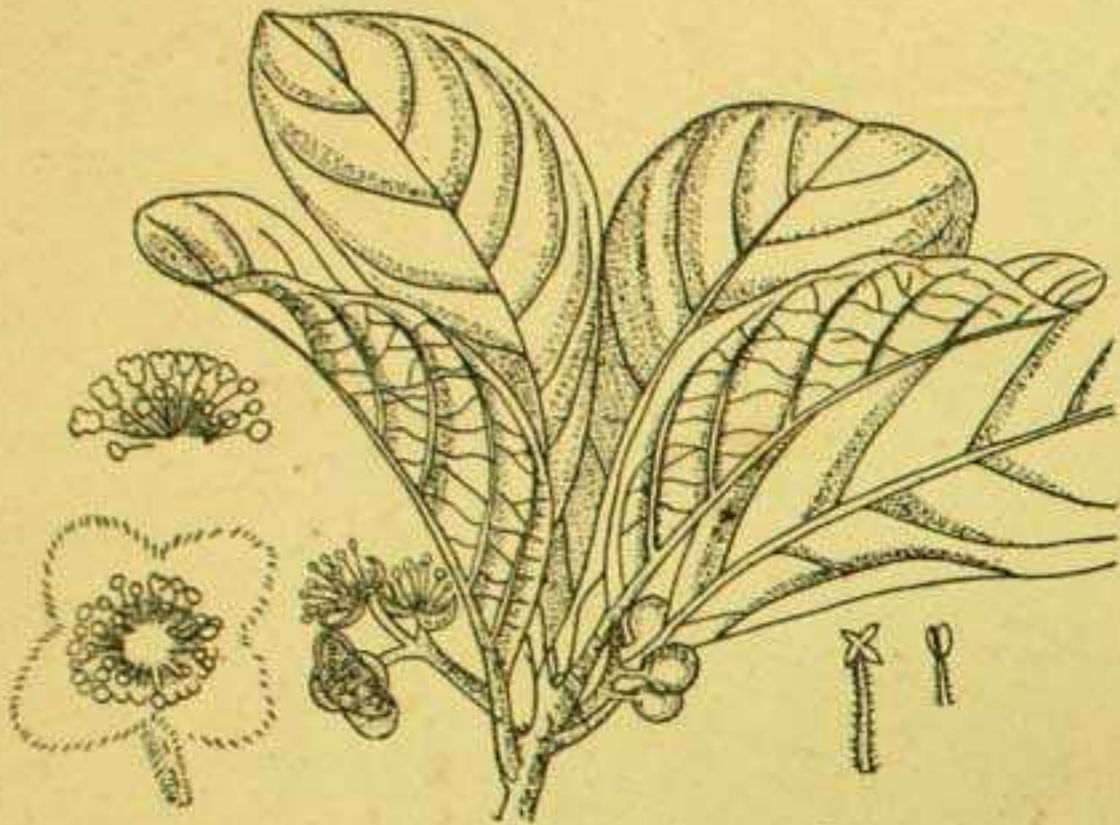
ভারতীয় বনোষধি



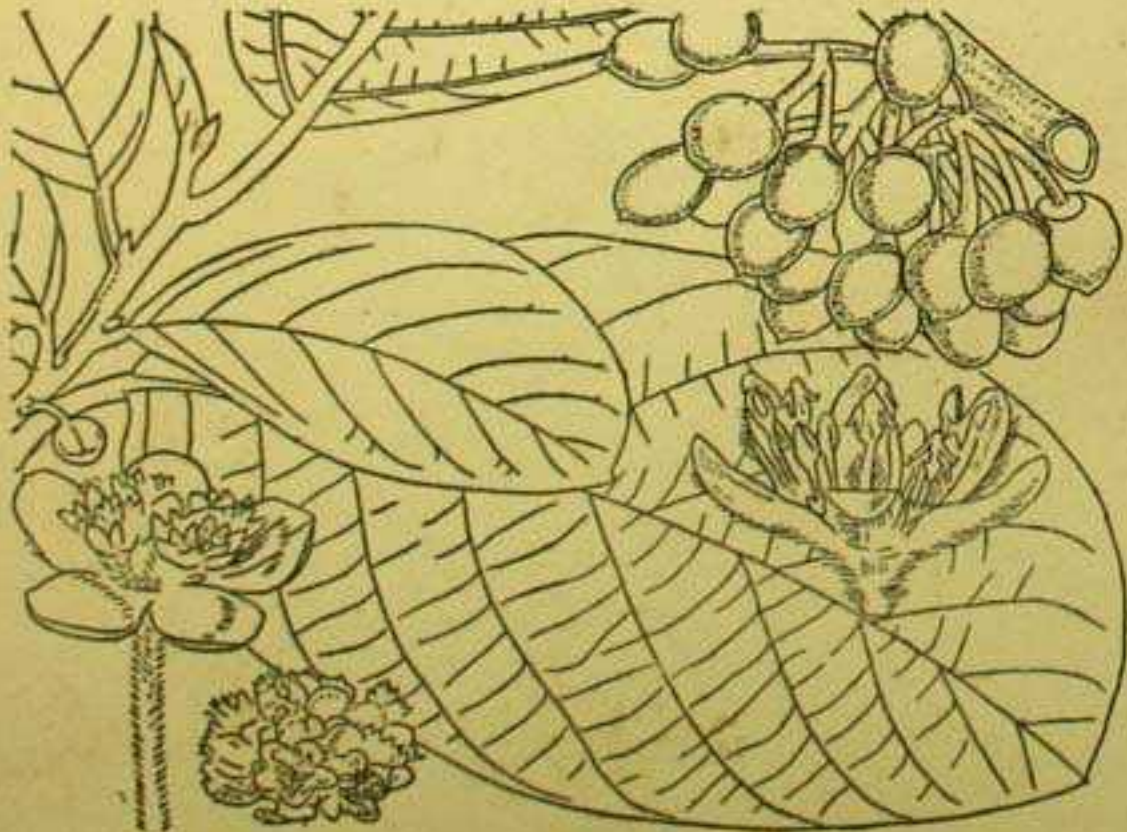
509. *Cinnamomum Camphora* Nees. (কপূর)



510. *Cassytha filiformis* Linn. (আকাশবেল)



511. *Litsaea sebifera* Pers. (কুকুরচিতে)



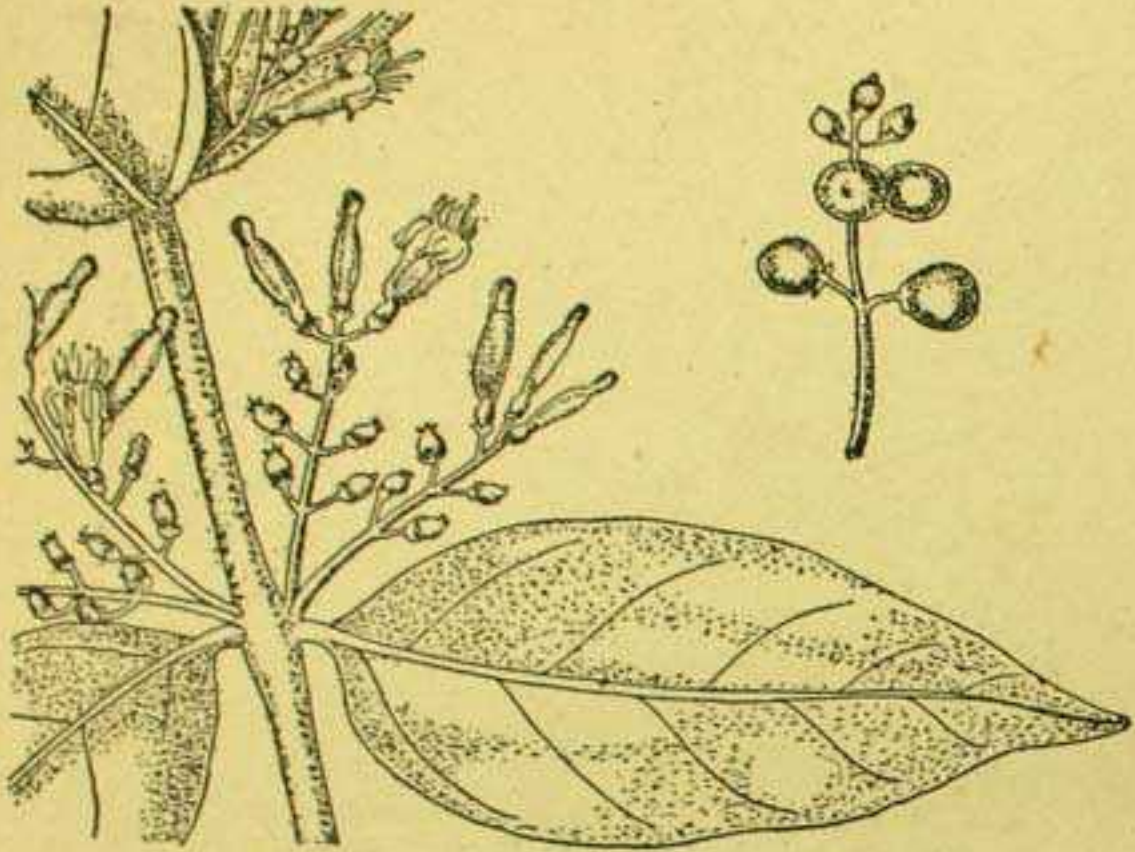
512. *Litsaea polyantha* Juss. (বড় কুকুরচিতে)



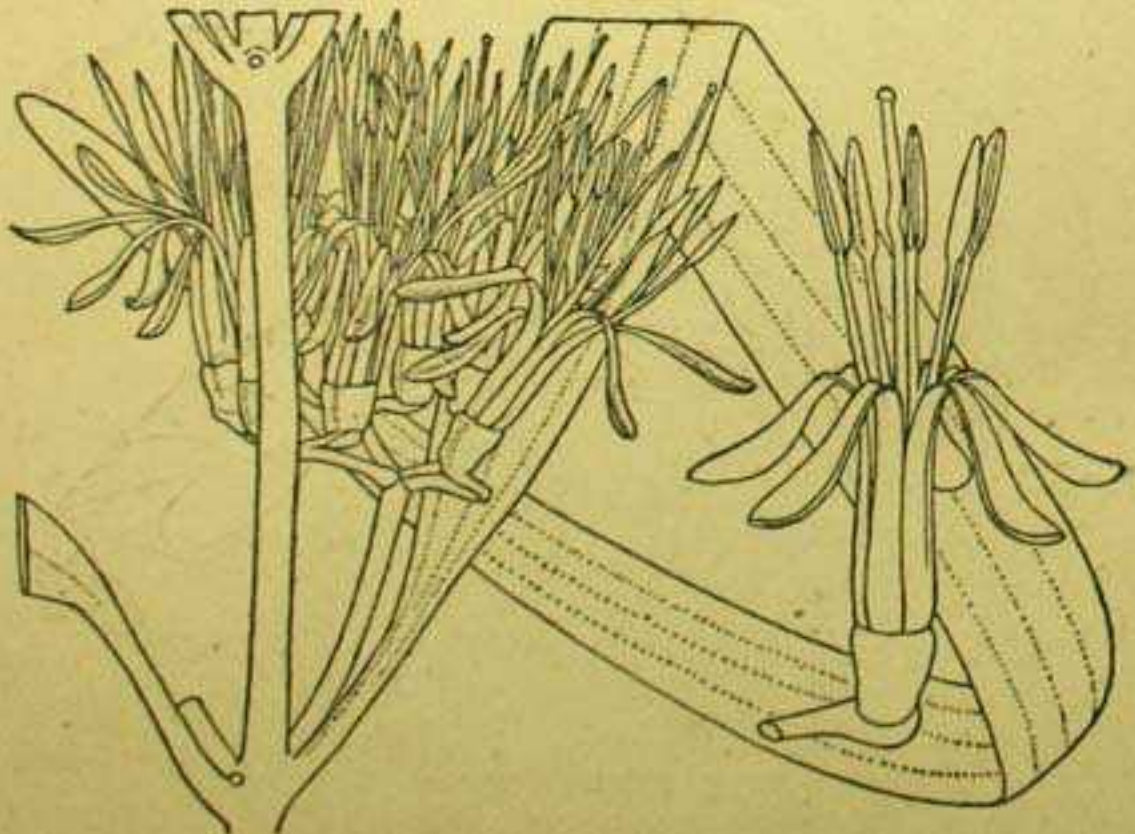
513. *Aquilaria Agallocha* Roxb. (অগুরু)



514. *Elaeagnus latifolia* Linn. (ভুয়াড়া)



515. *Loranthus globus* Roxb. (ছোট মান্দা)



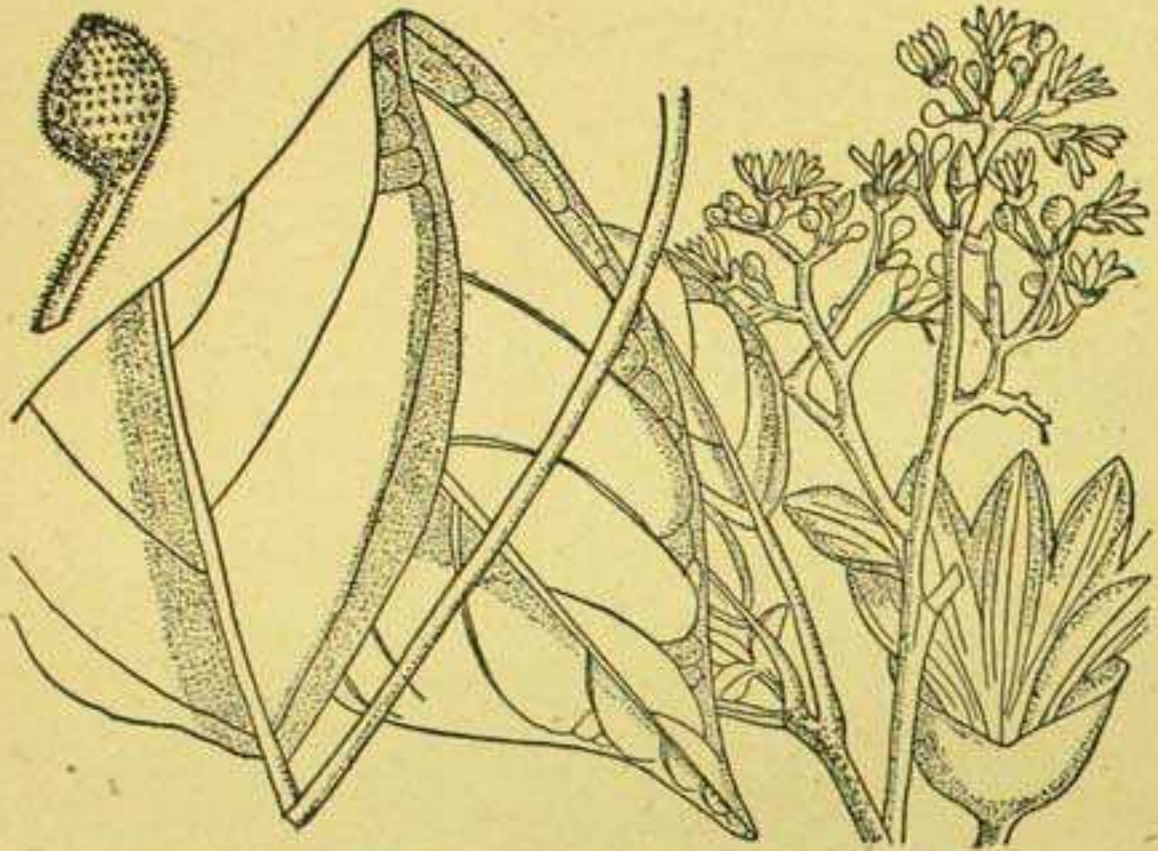
516. *Loranthus longiflorus* Desv. (বড় মান্দা)



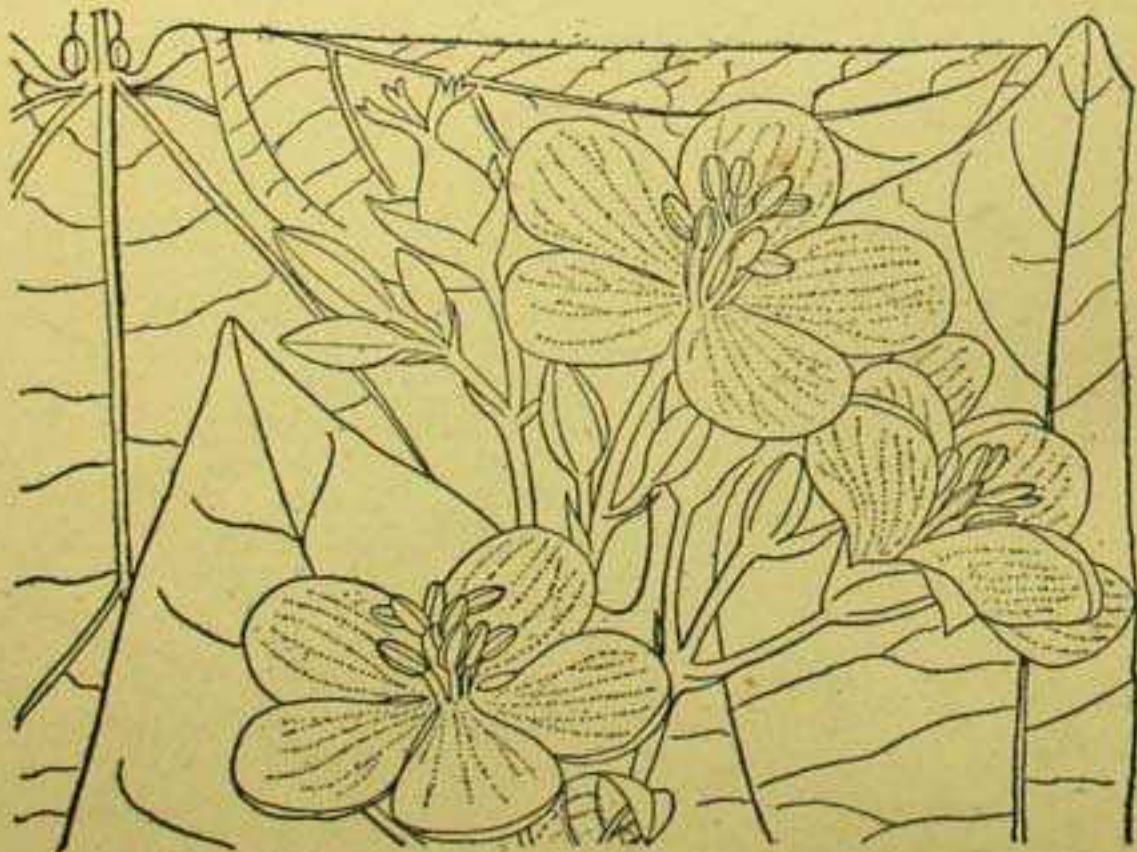
517. *Santalum album* Linn. (চন্দন)



518. *Acalypha indica* Linn. (মুহুম্বুরি)



519. *Aleurites moluccana* Willd. (আখরোট)



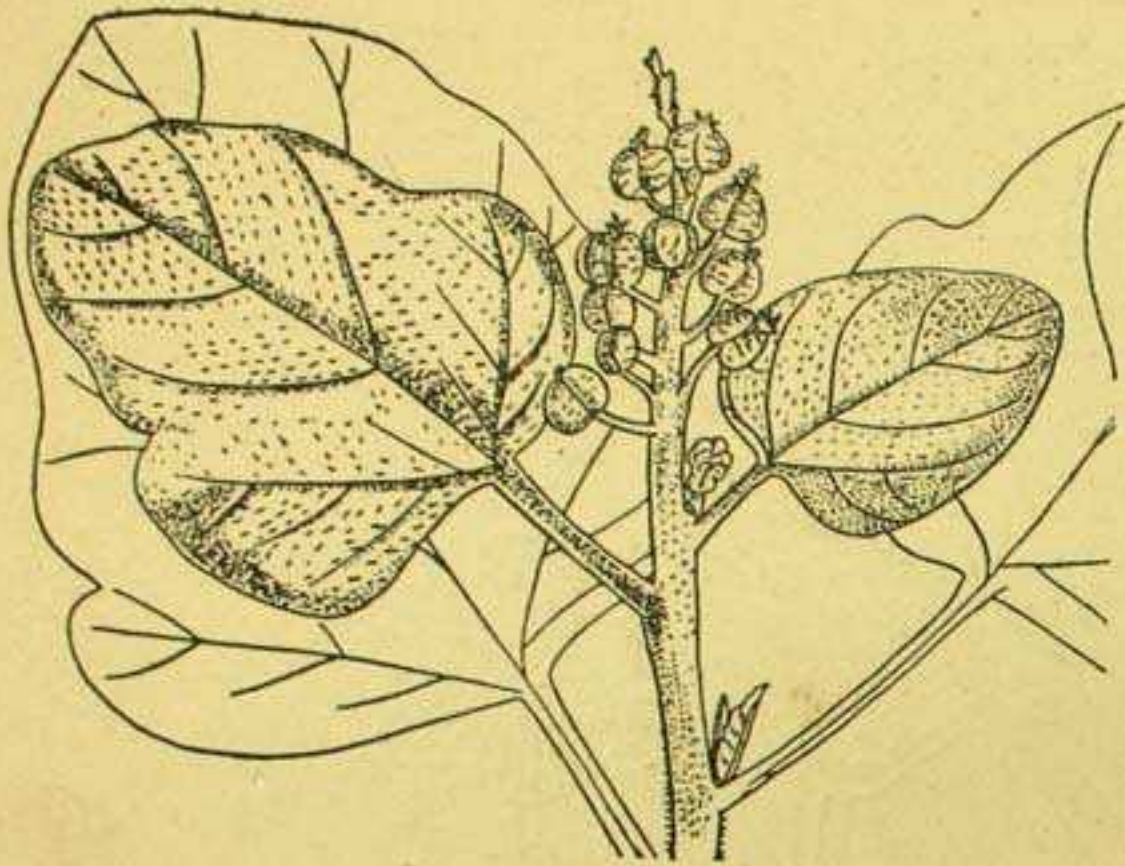
520. *Aleurites Fordii* Hemsl. (টাক অইল বা টাক তৈল)



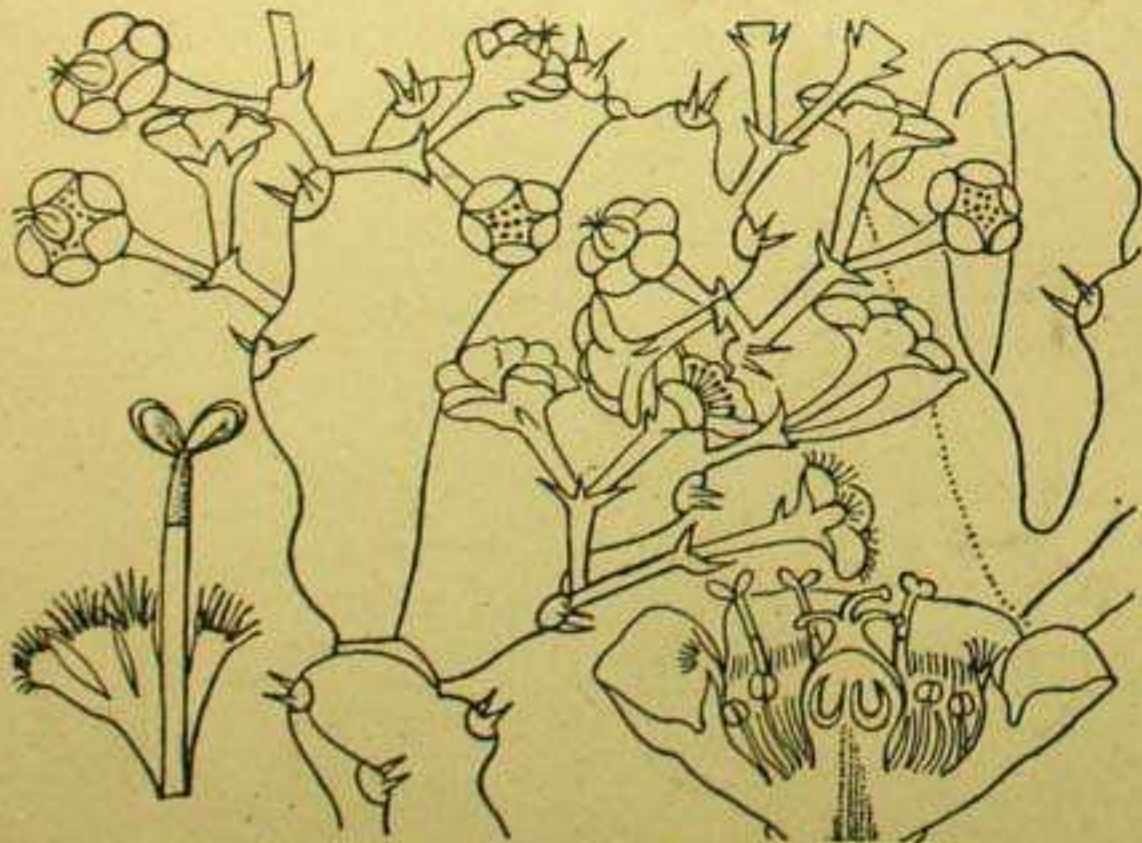
521. *Baliospermum axillare* Blume. (হাফুন)



522. *Croton tiglium* Linn. (জন্মপাল)

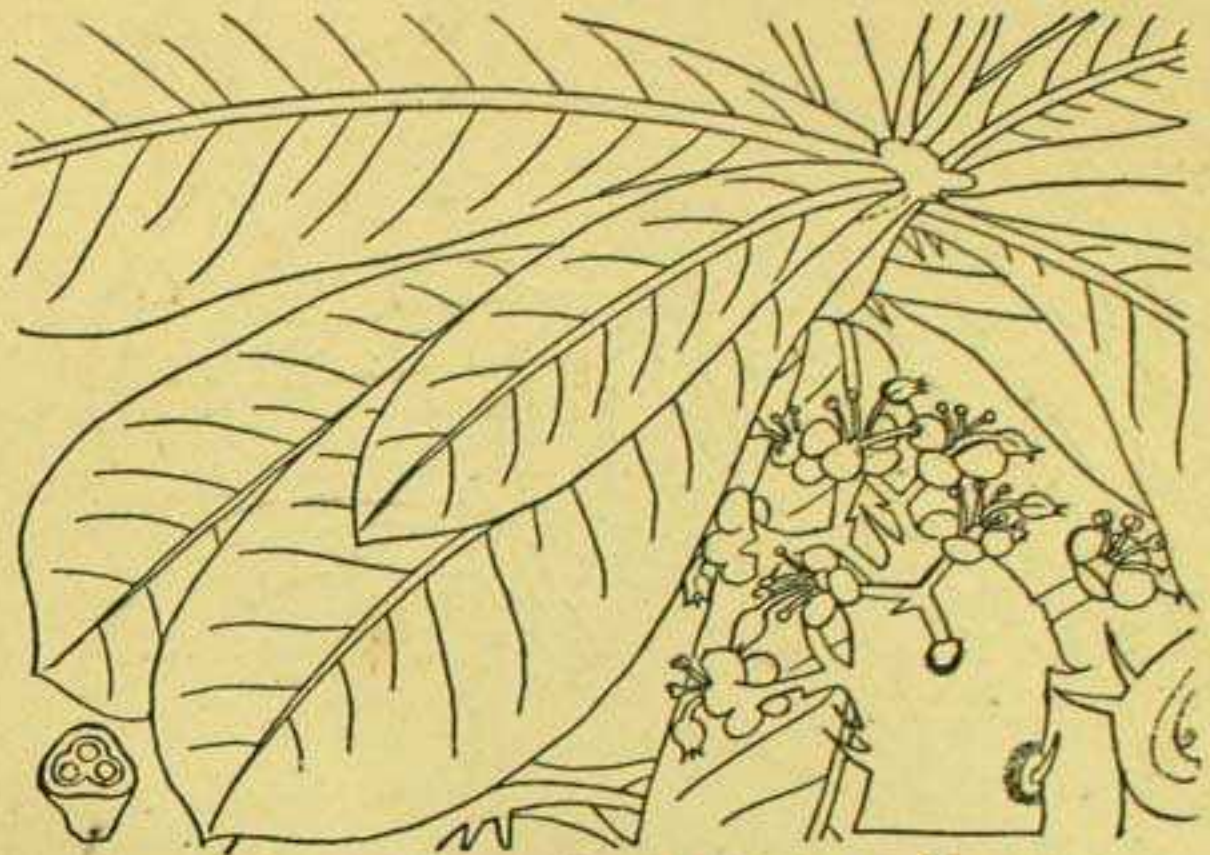


523. *Chrozophora plicata* A. Juss. (কুদিওকরা)

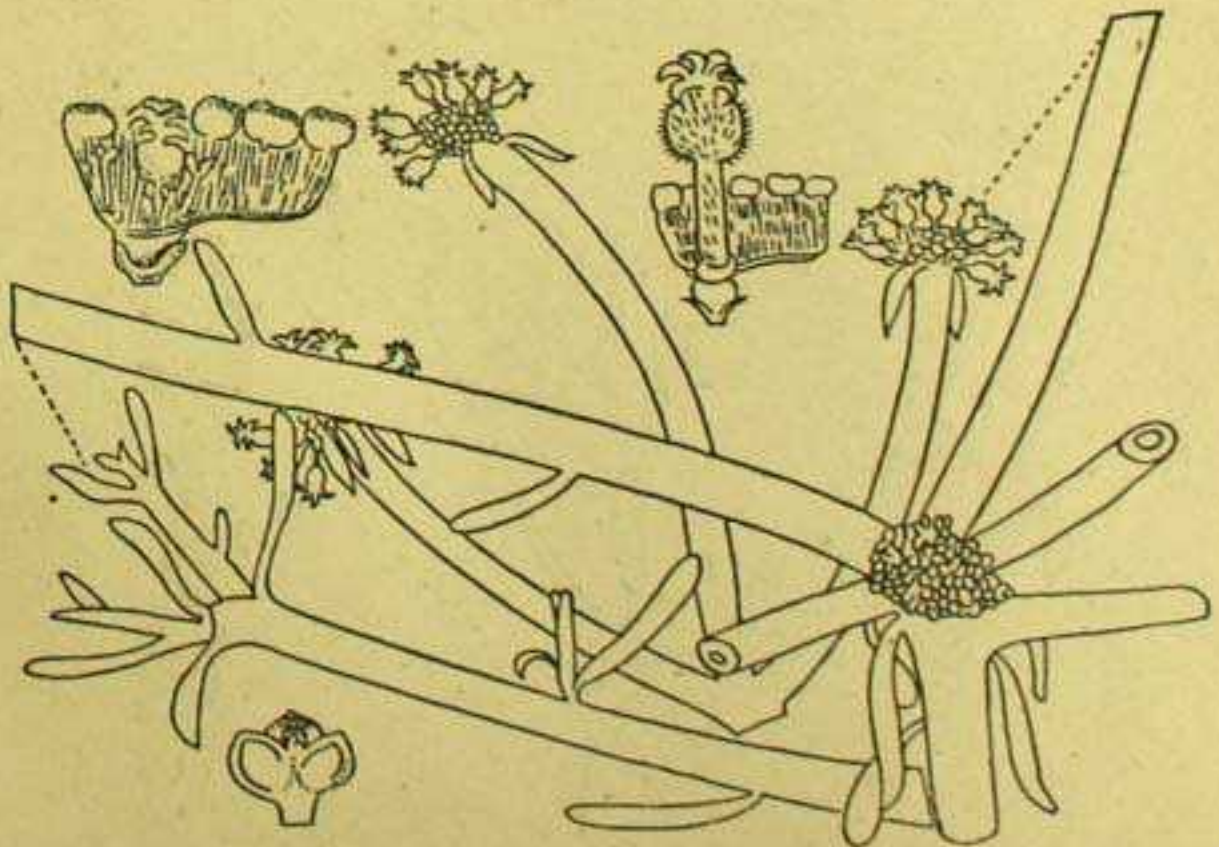


524. *Euphorbia antiquorum* Linn. (বাজবারণ)

ভারতীয় বন্যোষধি



525. *Euphorbia neriifolia* Linn. (মনসামিজ)



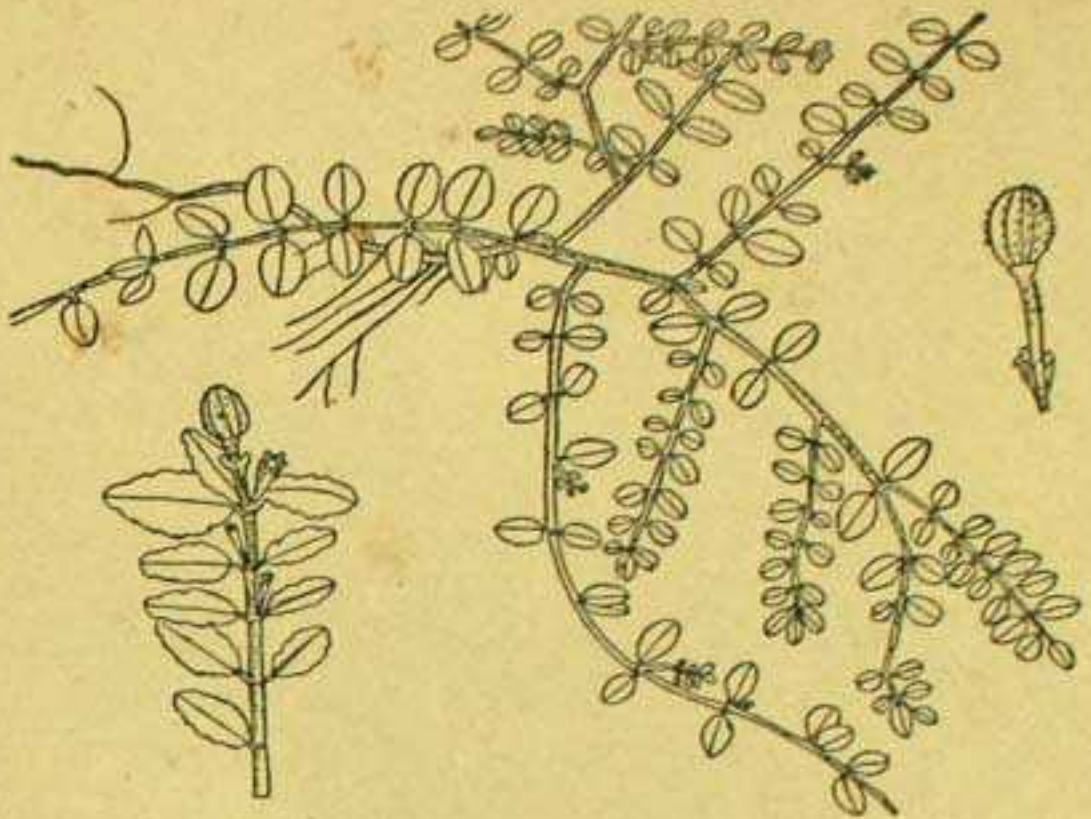
526. *Euphorbia Tirucalli* Linn. (জটালকা)



527. *Euphorbia pilulifera* Linn. (বড় কেরাই)



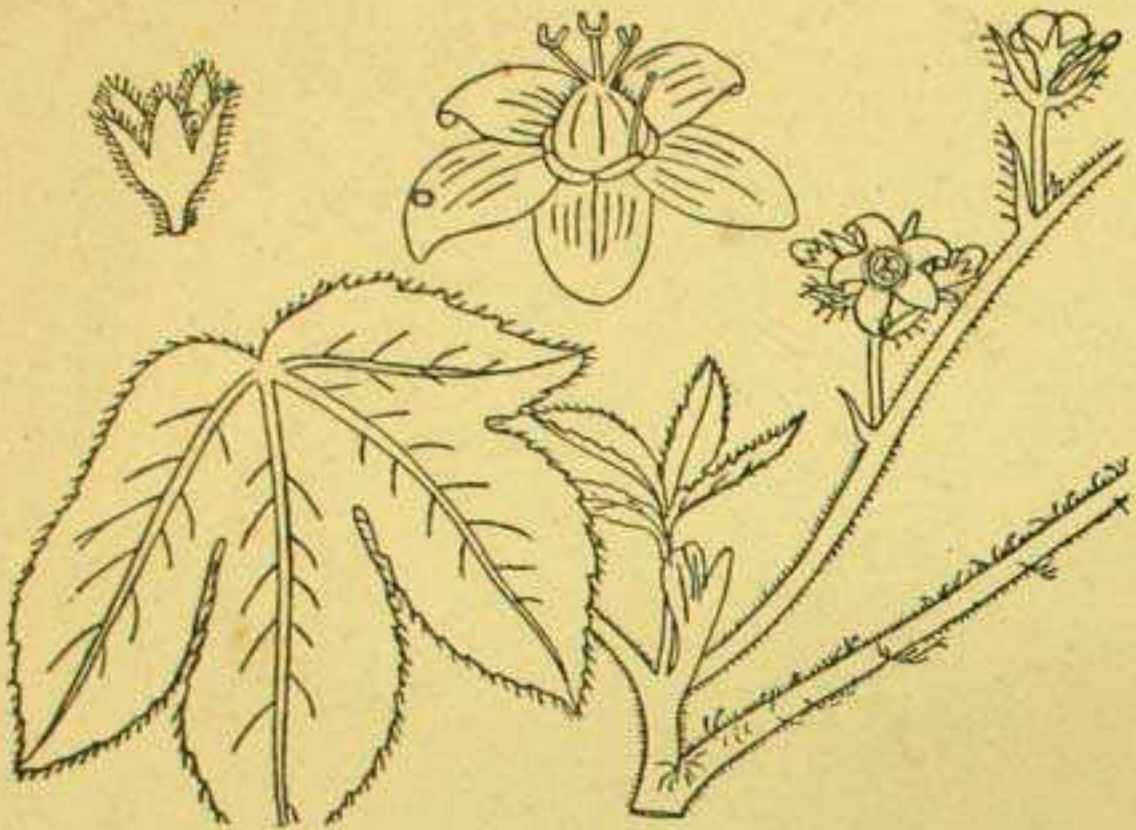
528. *Euphorbia microphylla* Heyne. (ছোট কেরাই)



529. *Euphorbia thymifolia* Burm. (শ্বেত কেরাই)



530. *Jatropha Curcas* Linn. (বাগা ভেরেঙা)



531. *Jatropha gossypifolia* Linn. (লাল ভেরেণ্ডা)



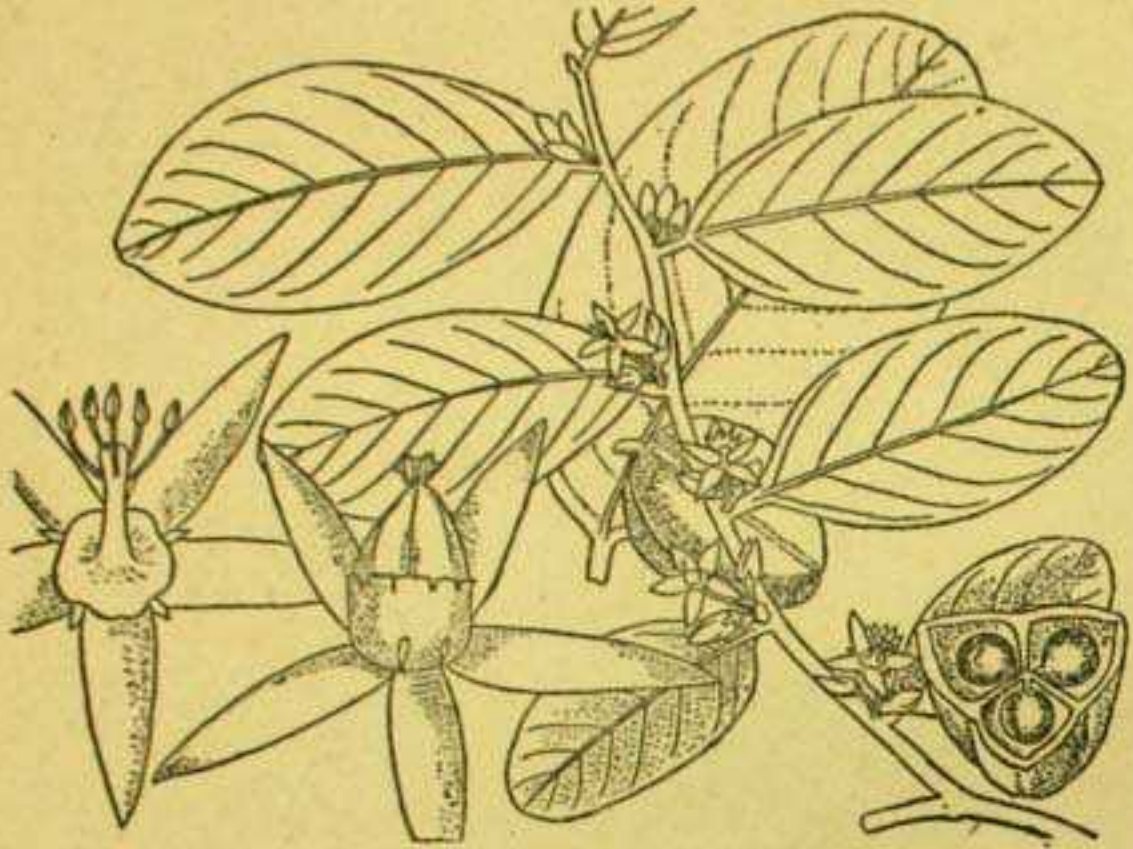
532. *Ricinus communis* Linn. (গাং ভেরেণ্ডা)



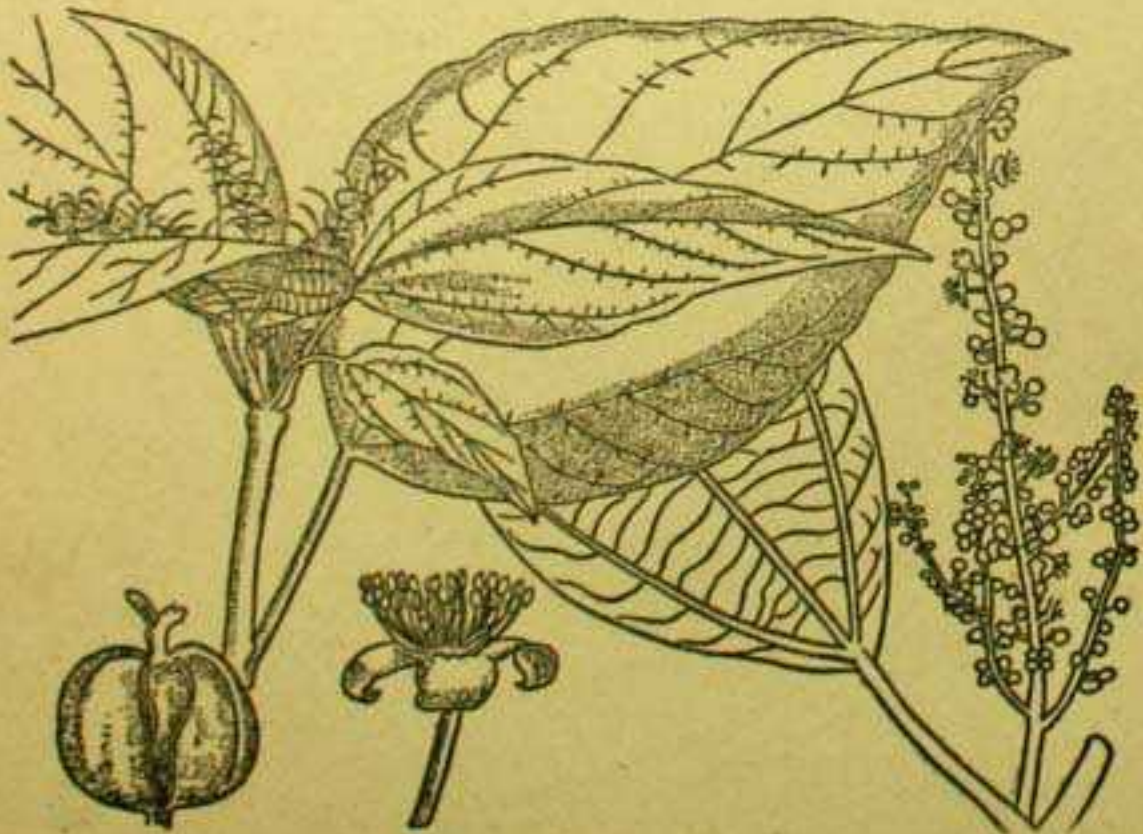
533. *Putranjiva Roxburghii* Wall. (পুত্রজীব)



534. *Tragia involucrata* Linn. (বিছুটা)



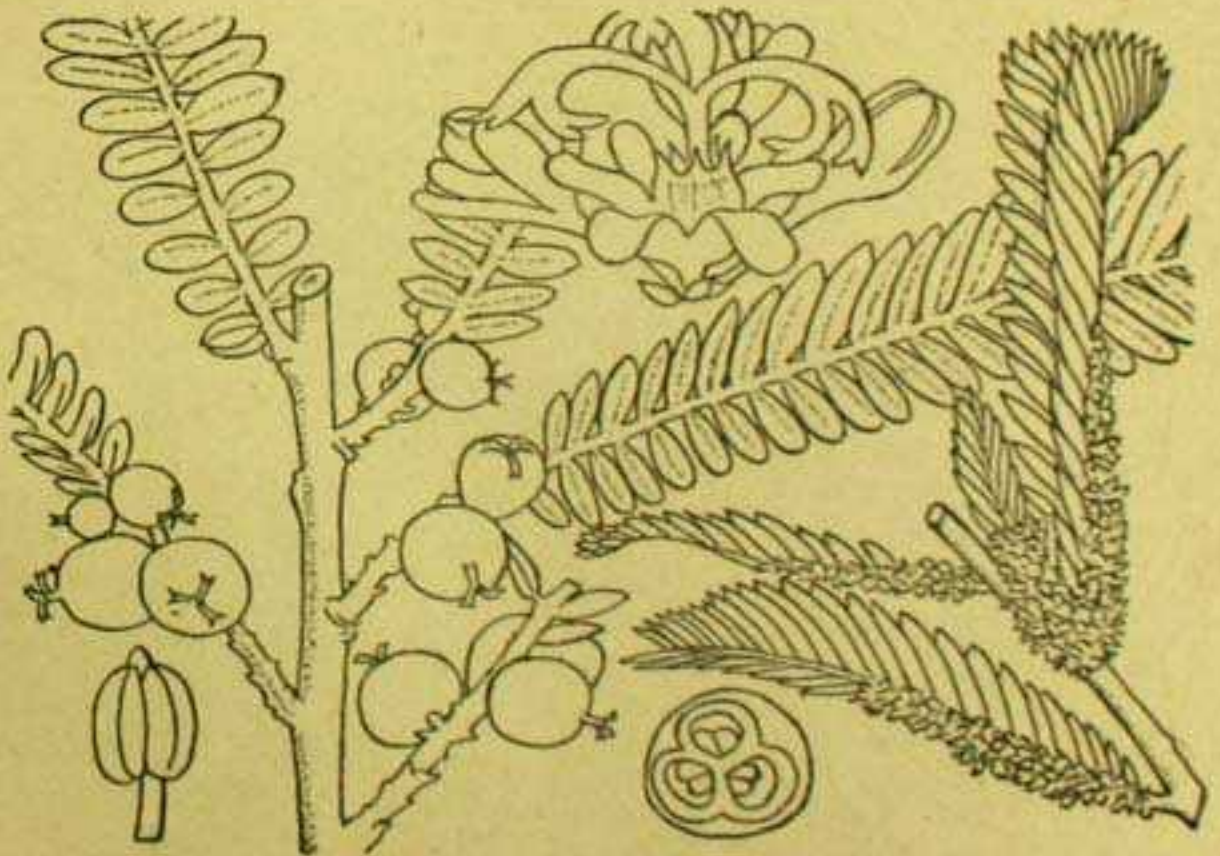
535. *Cleistanthus collinus* Benth. (গাররি)



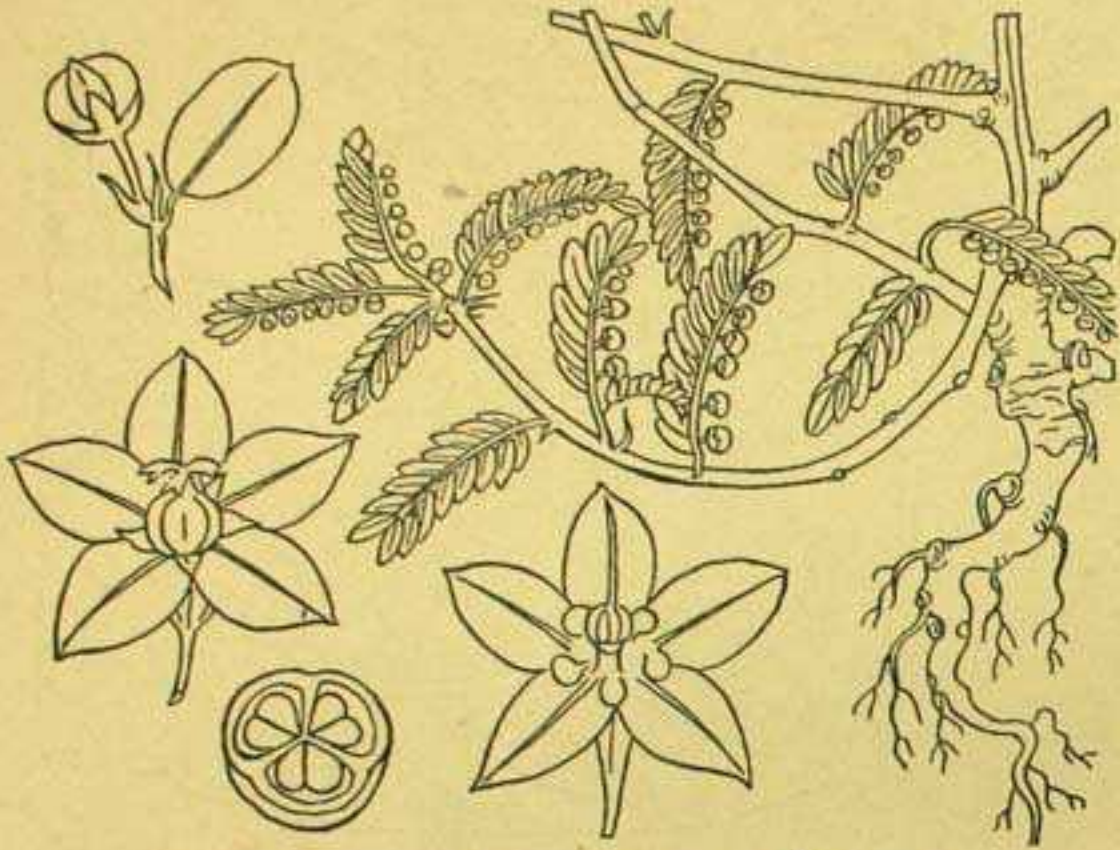
536. *Mallotus philippinensis* Muell. (কমলাঙড়ি)



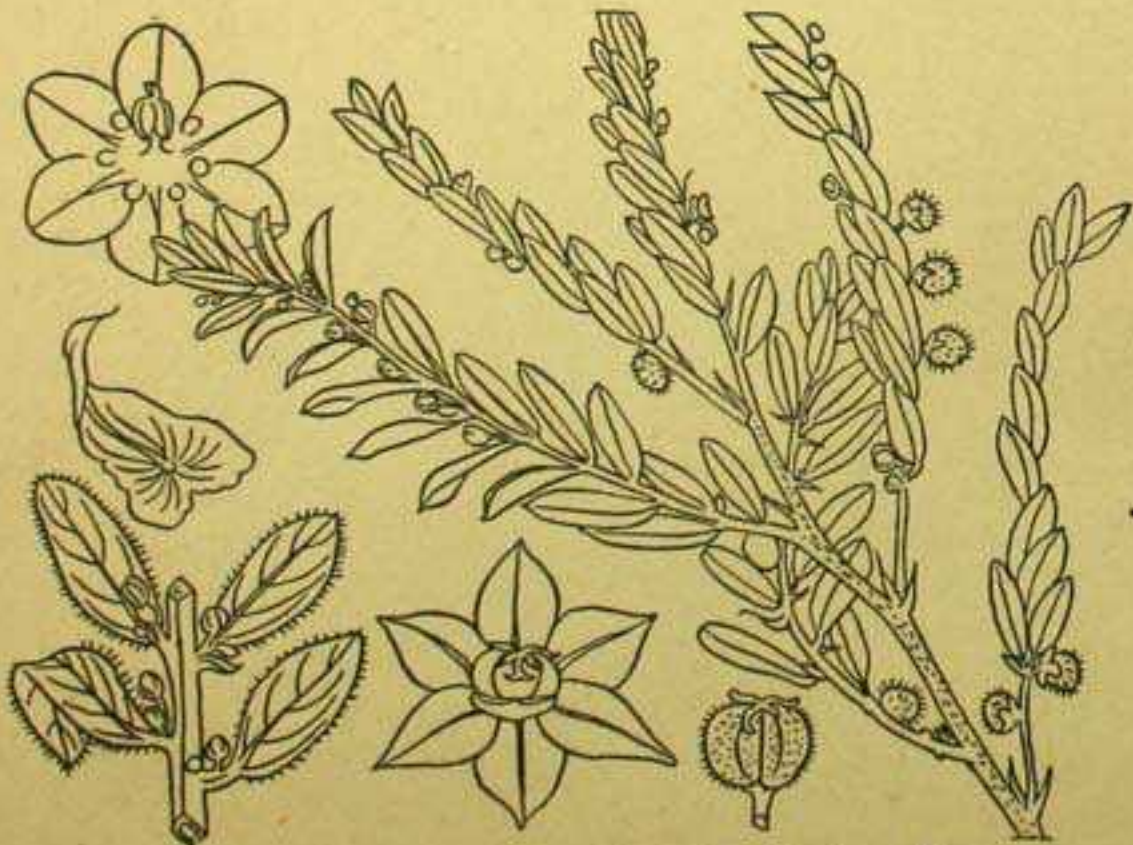
537. *Phyllanthus distichus* Muell. (নোয়াড়)



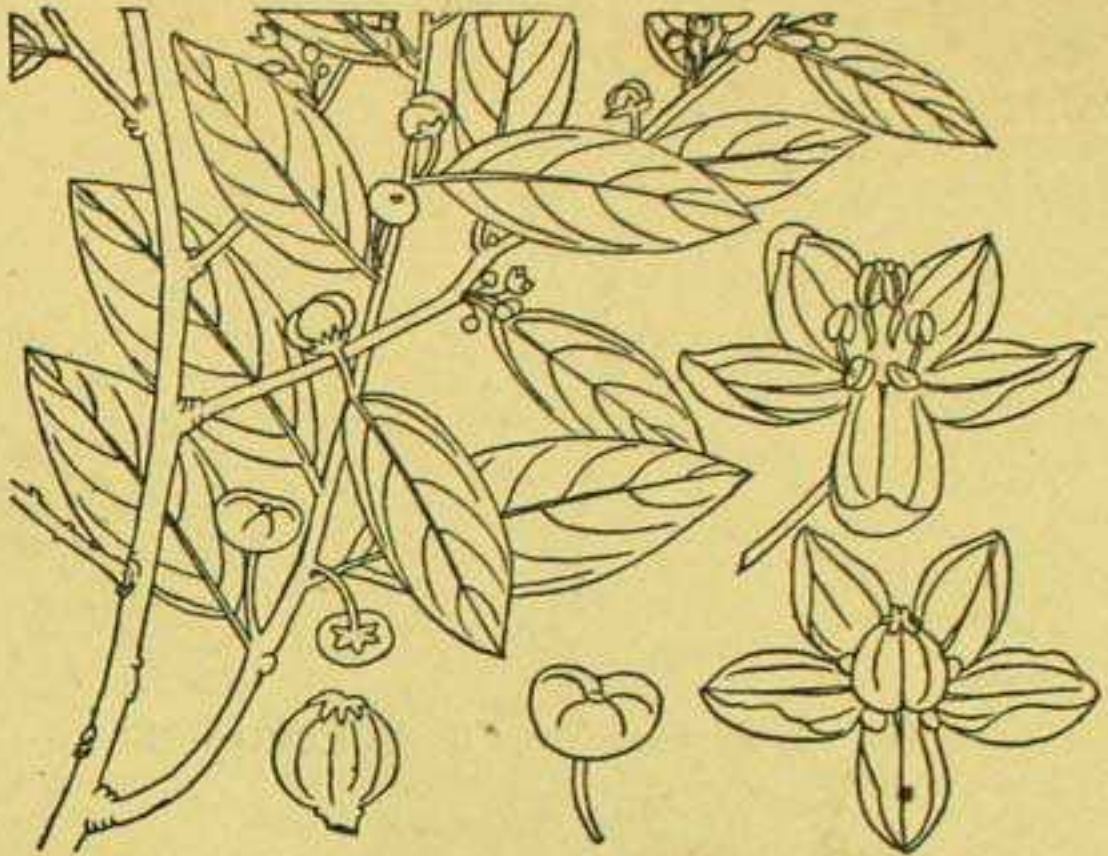
538. *Phyllanthus Emblica* Linn. (আমলকী)



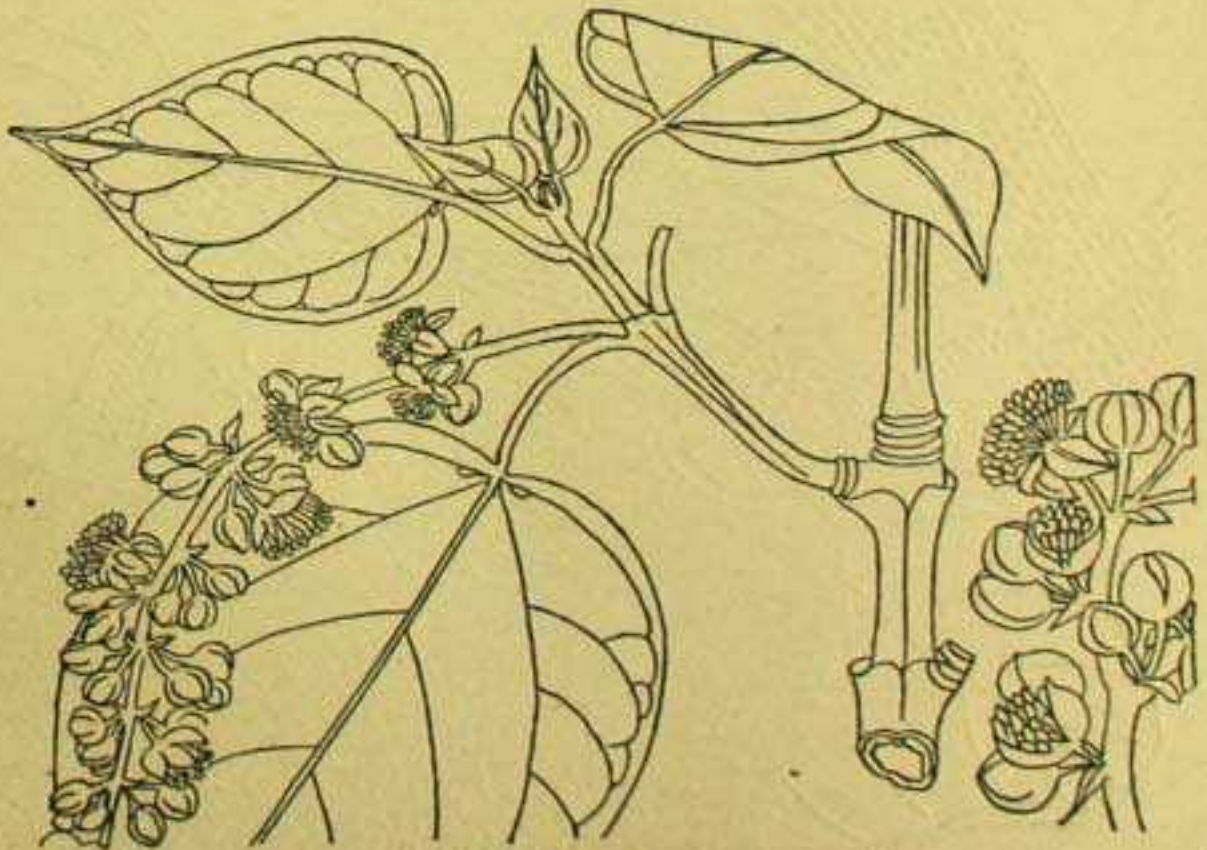
539. *Phyllanthus Niruri* Linn. (ভুঁইআমলা)



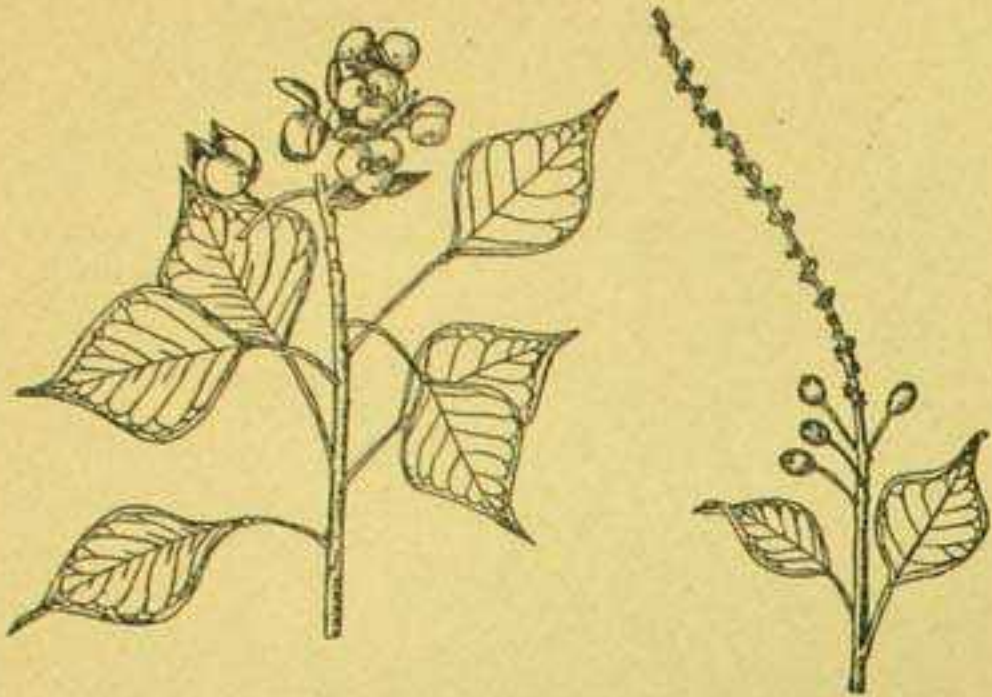
540. *Phyllanthus urinaria* Linn. (হাজরমণি)



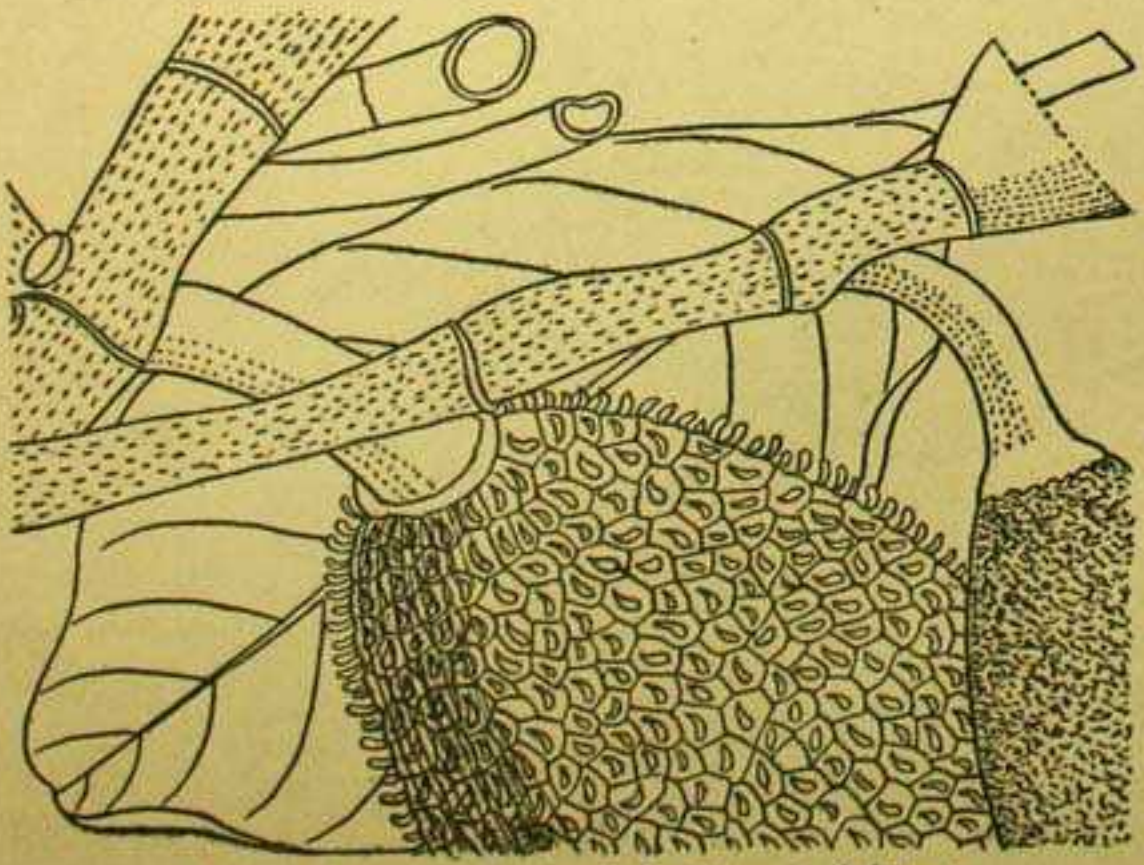
541. *Phyllanthus reticulatus* Poir. (পানশিউলি)



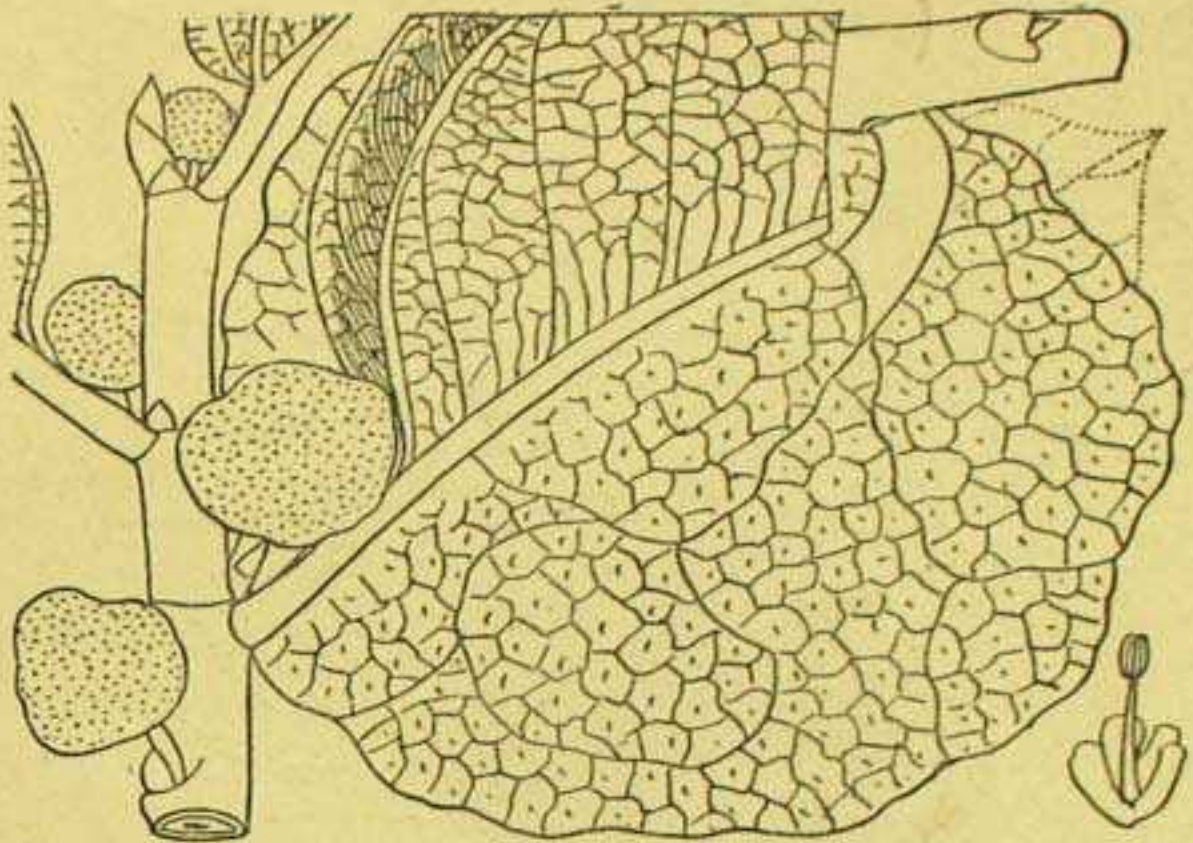
542. *Trewia nudiflora* Linn. (পিটুনি)



543. *Sapium sebiferum* Roxb. (মোমচীনা)



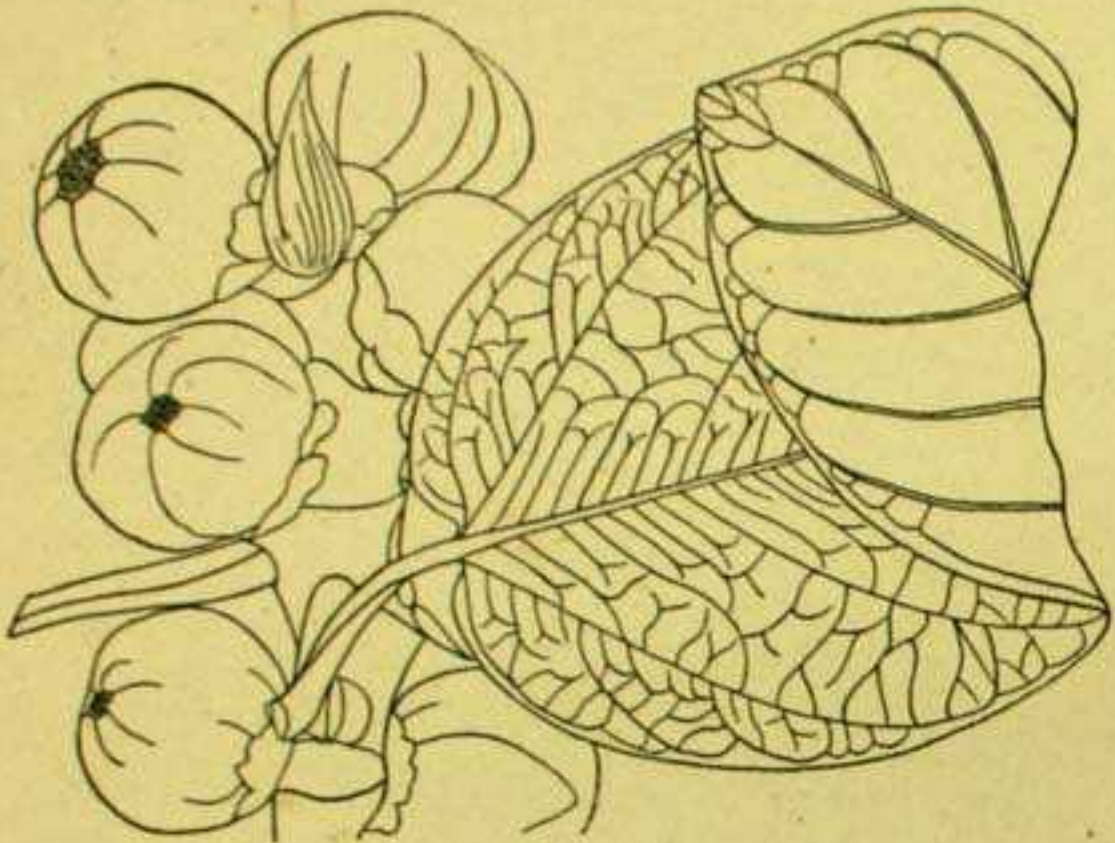
544. *Artocarpus integrifolia* Linn. (কাঁটাল)



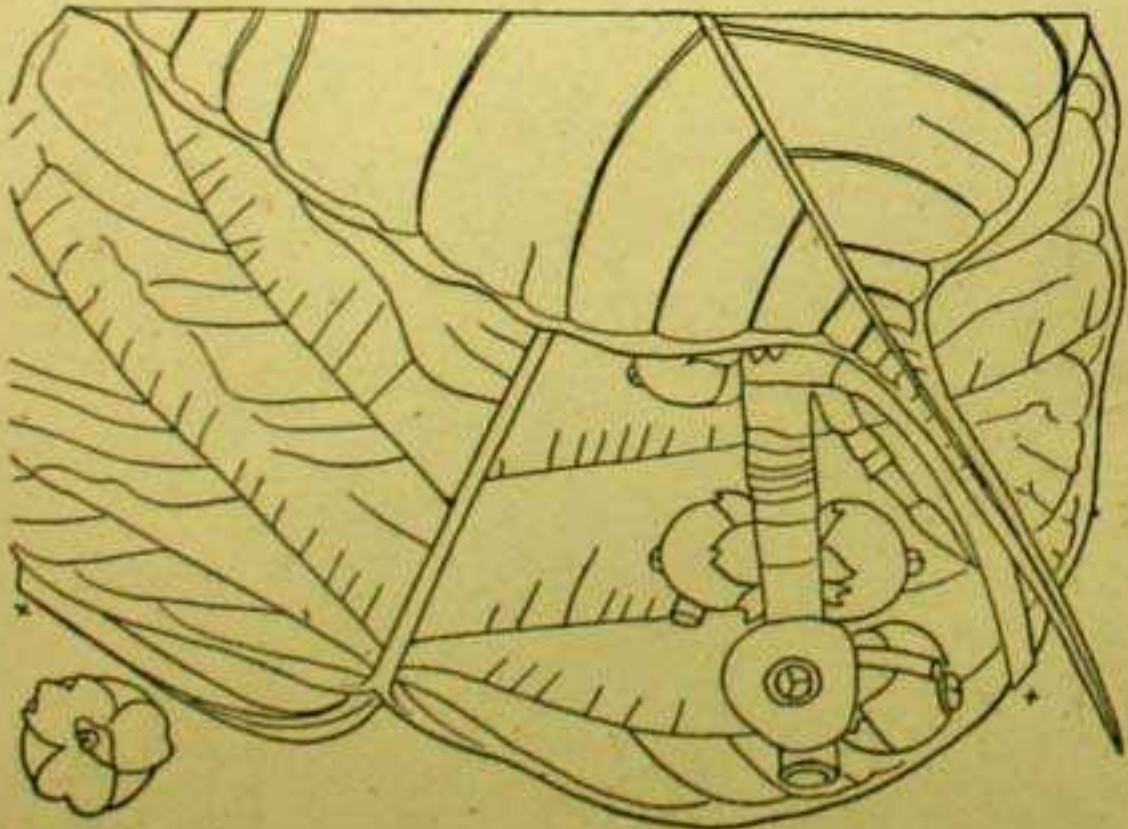
545. *Artocarpus Lakoocha* Roxb. (ডেলো, মাদার)



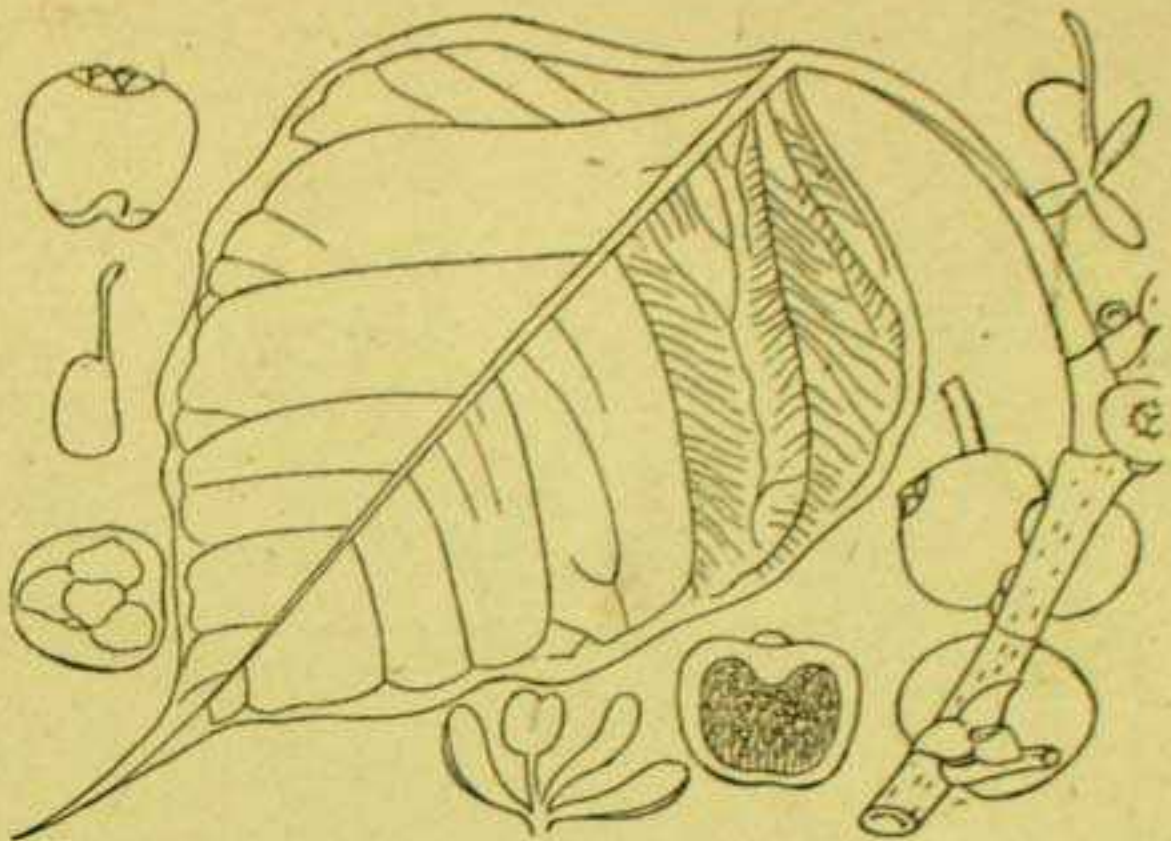
546. *Cannabis sativa* Linn. (গাঁজা)



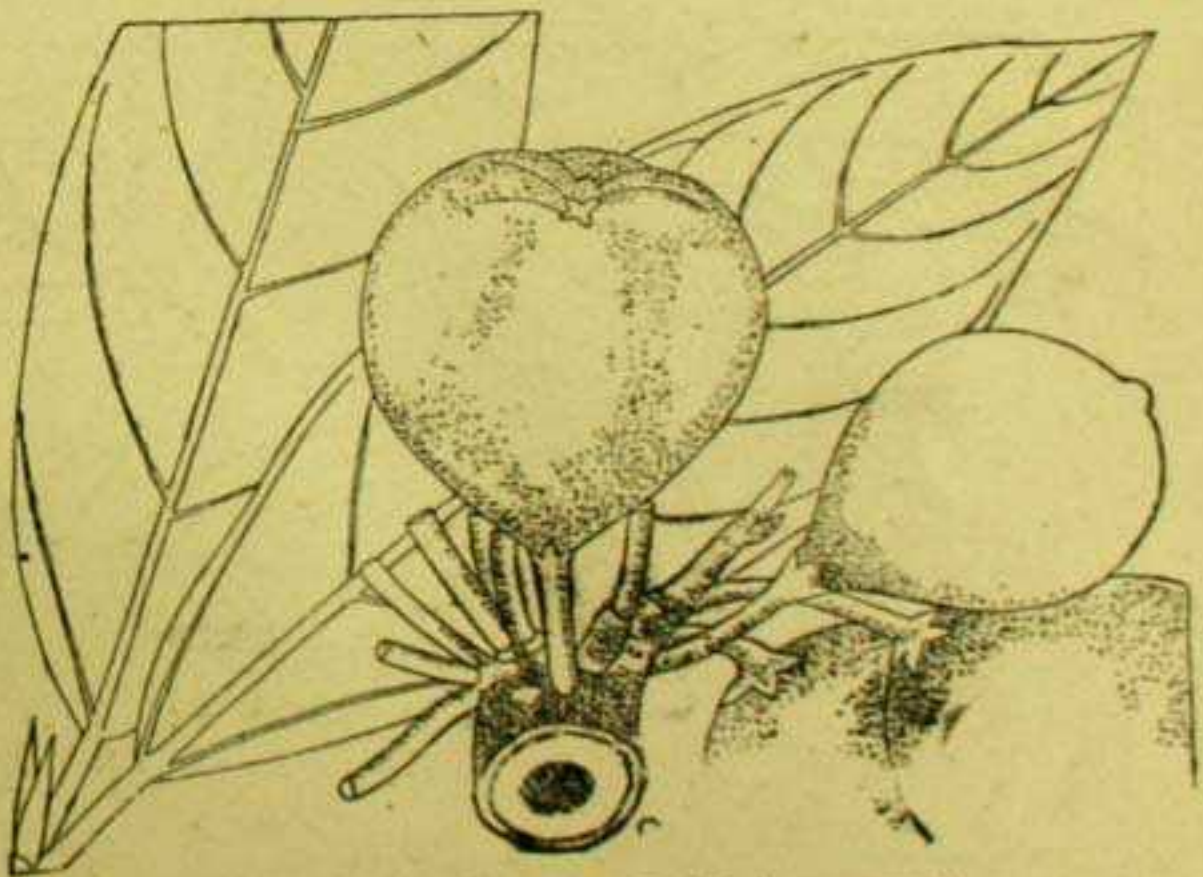
547. *Ficus bengalensis* Linn. (বট)



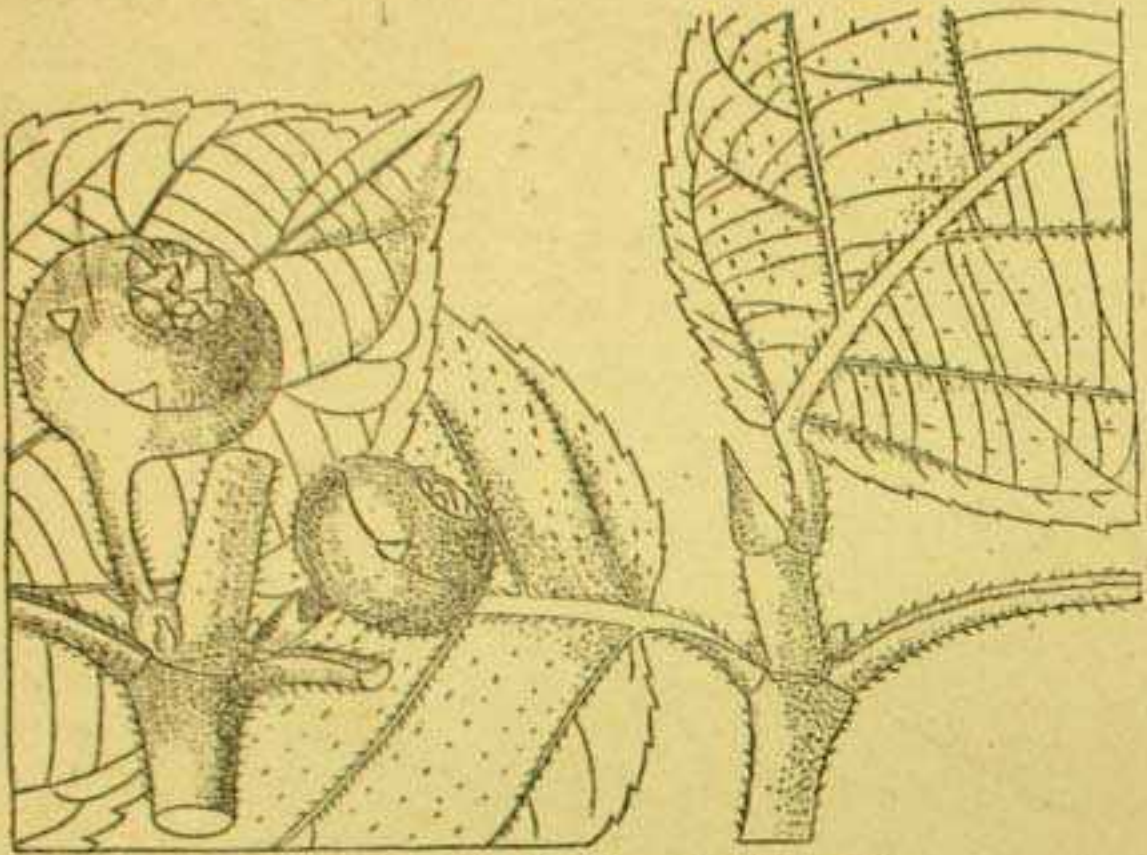
548. *Ficus religiosa* Linn. (অশ্বথ)



549. *Ficus Rumphii* Blume. (গম্বাখ)



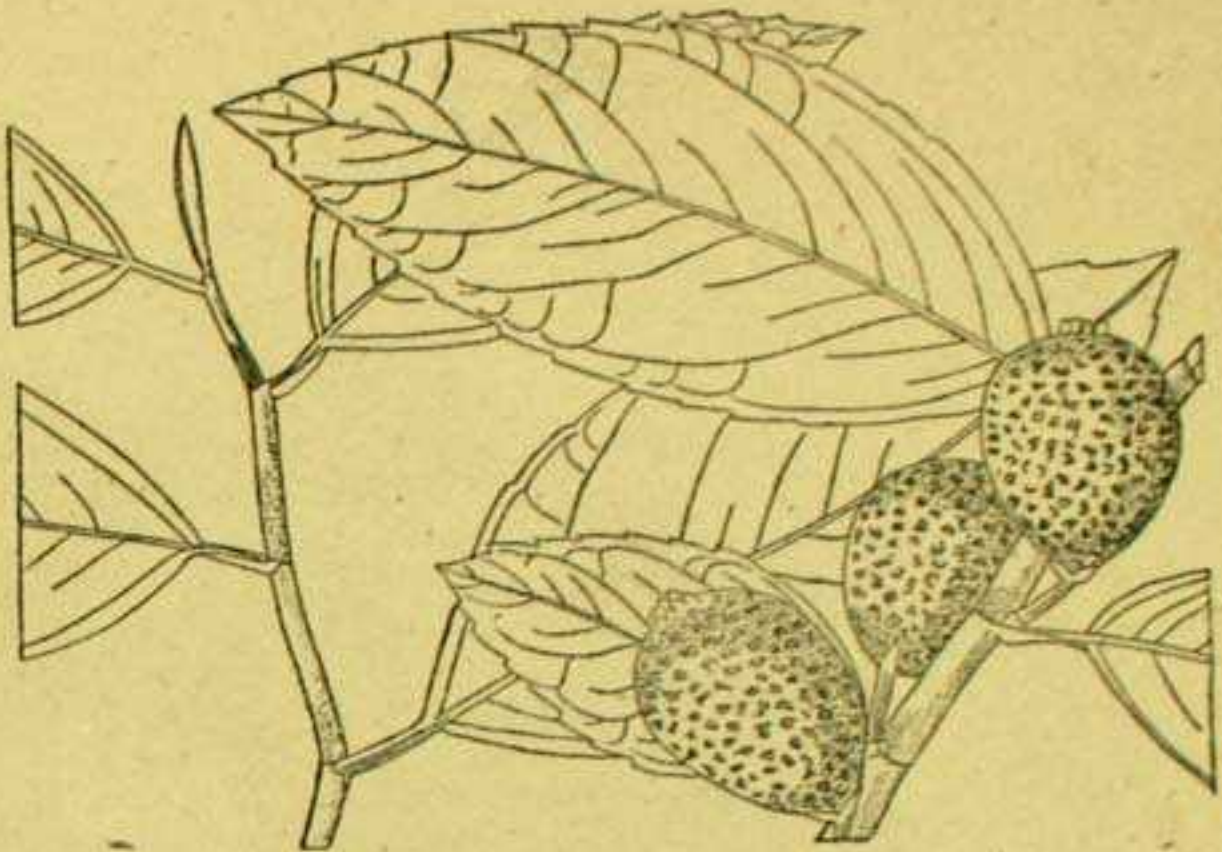
550. *Ficus glomerata* Roxb. (যক্ষদ্বৃক্ষ)



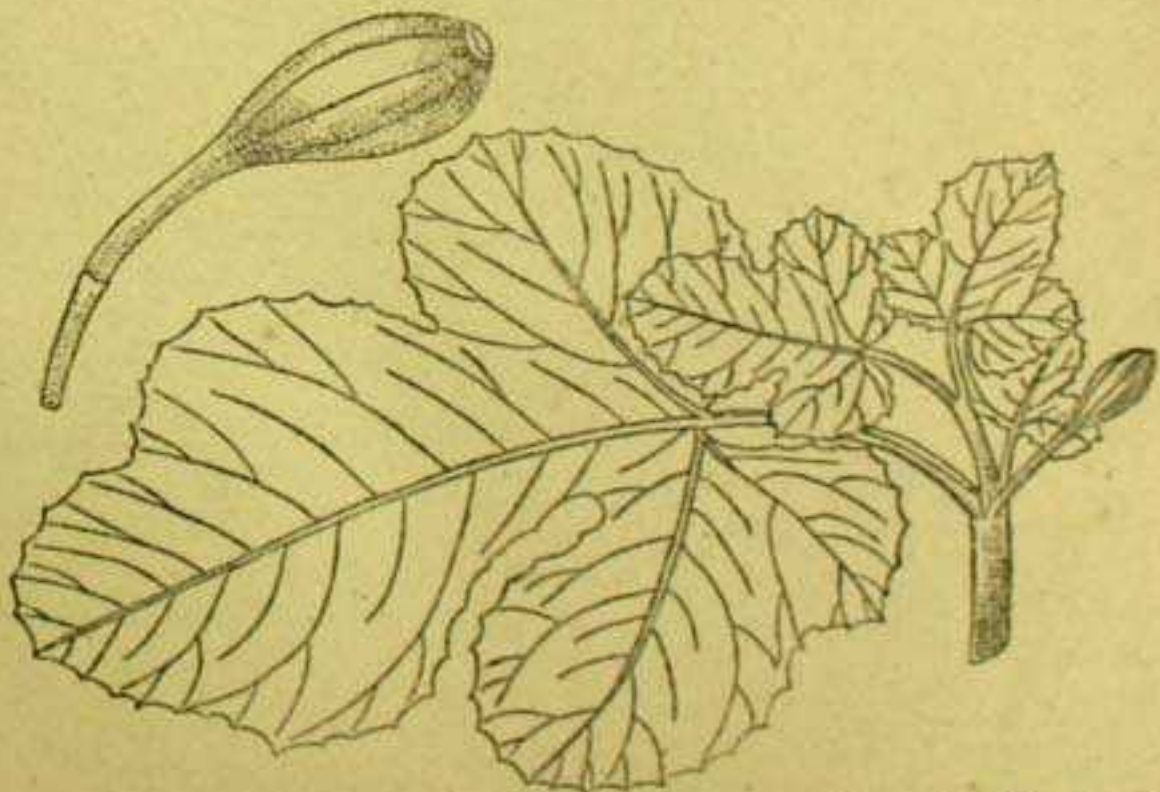
551. *Ficus hispida* Linn. (কাকডুমুর)



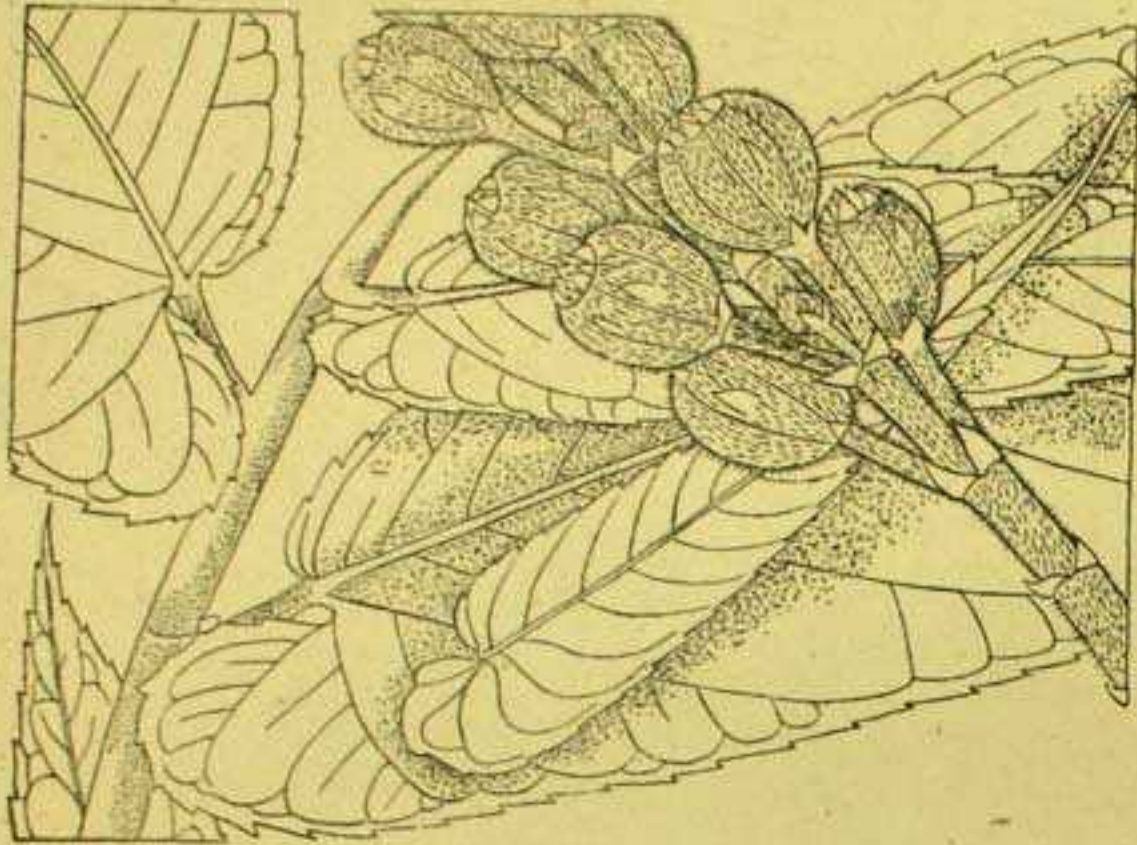
552. *Ficus heterophylla* Linn. (ঘটা শেওড়া)



552 A. *Ficus heterophylla* Linn Var. *F. scabrella* King. (বল্লম ডুম্বর)



552 B. *Ficus heterophylla* Linn. Var. *repens* King. (ভুই ডুম্বর)



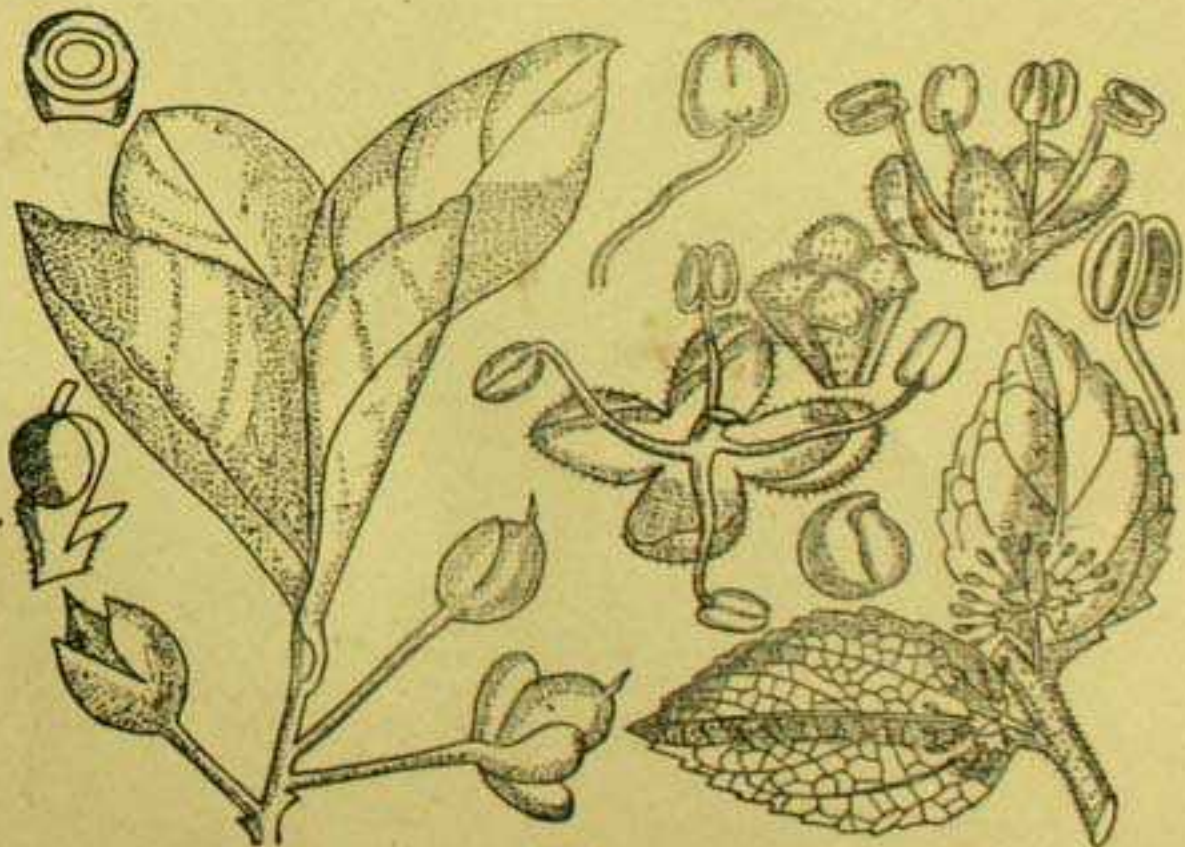
553. *Ficus Cunia* Ham. (জয়া ভূপূর)



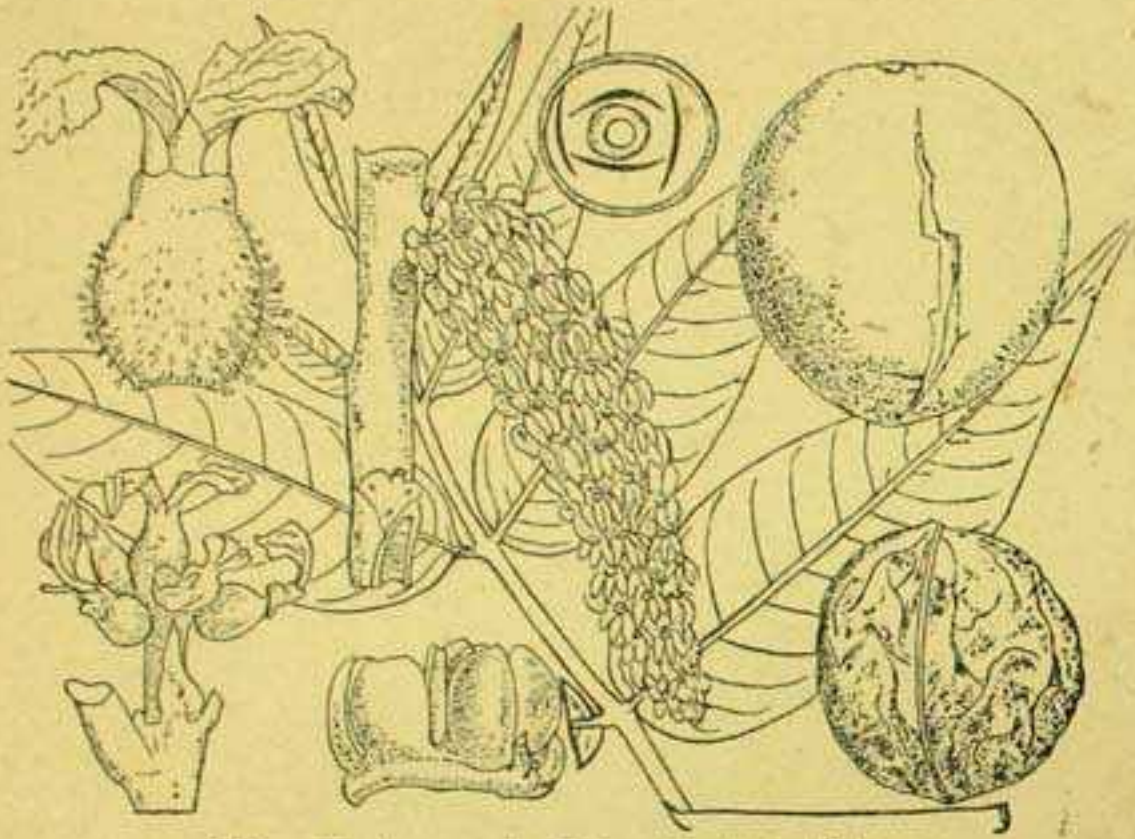
554. *Ficus infectoria* Roxb. (পাকুড়)



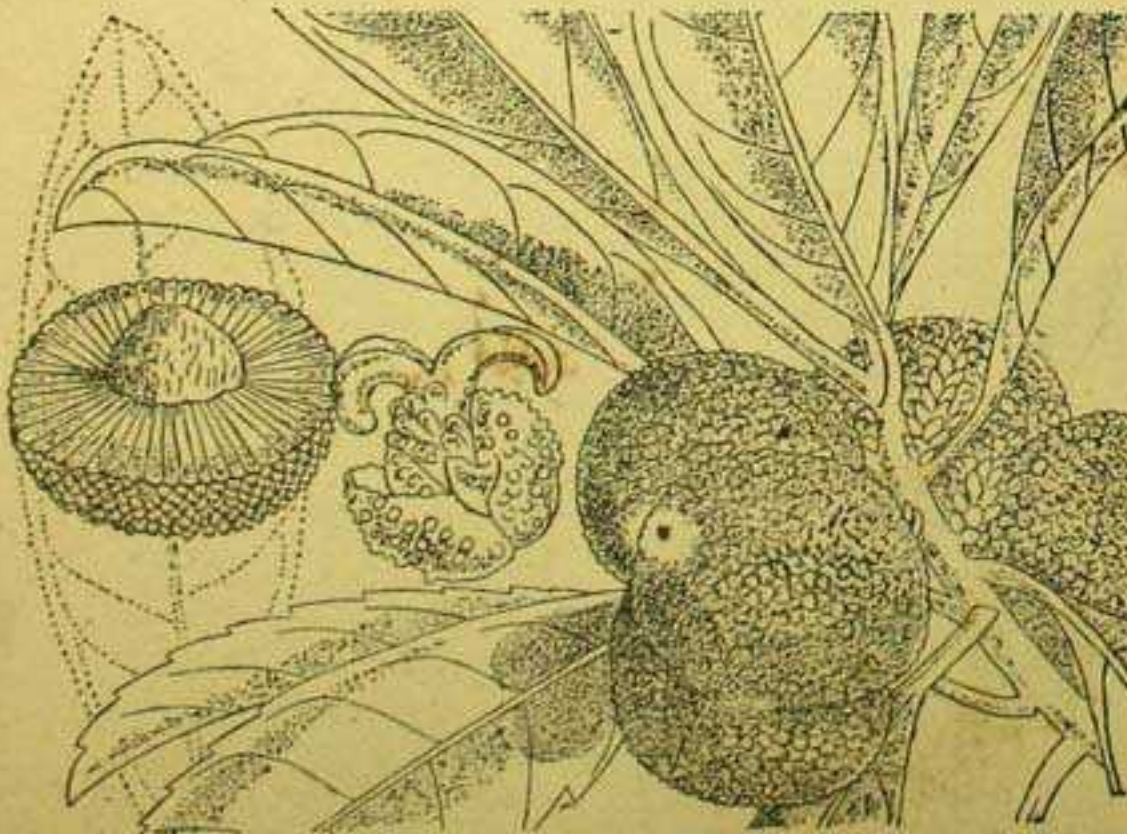
555. *Morus indica* Linn. (ভূত)



556. *Streblus asper* Lour. (শেওড়া)

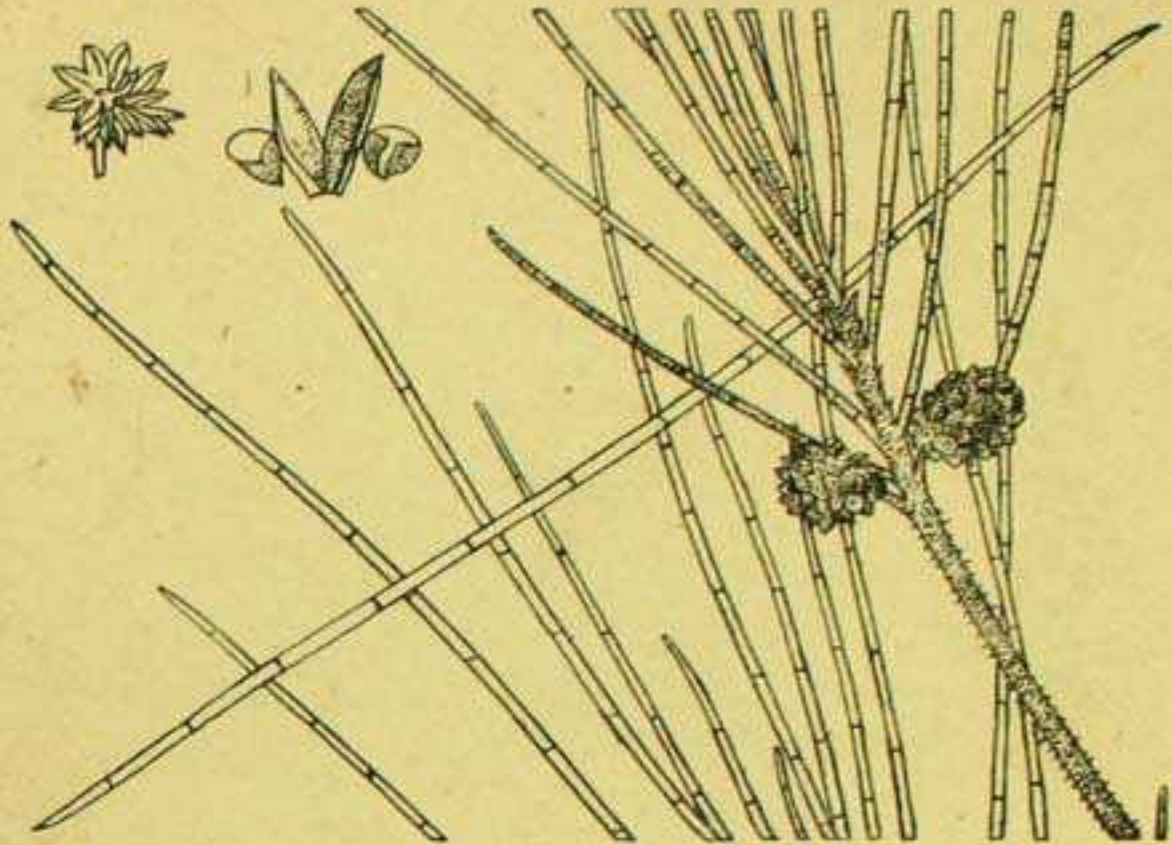


557. *Juglans regia* Linn. (আখরোট)



558. *Myrica nagi* Thunb. (कटफल)

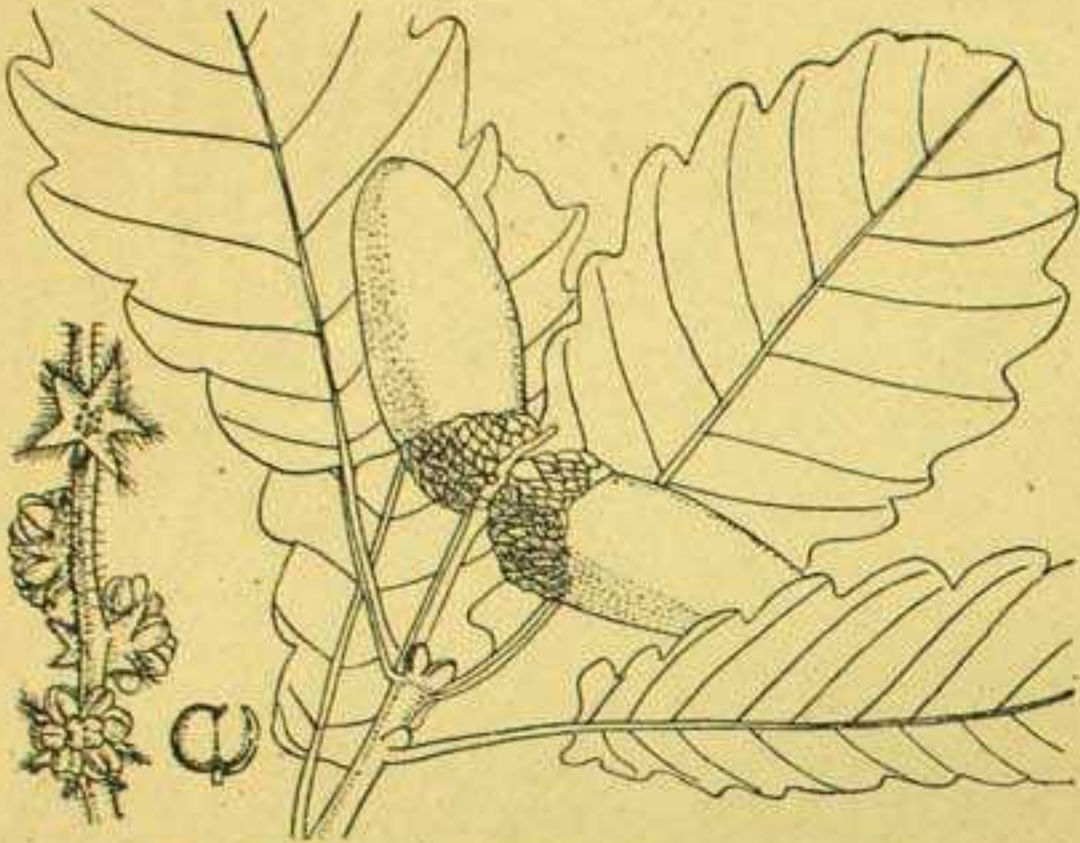
ভারতীয় বন্যোষধি



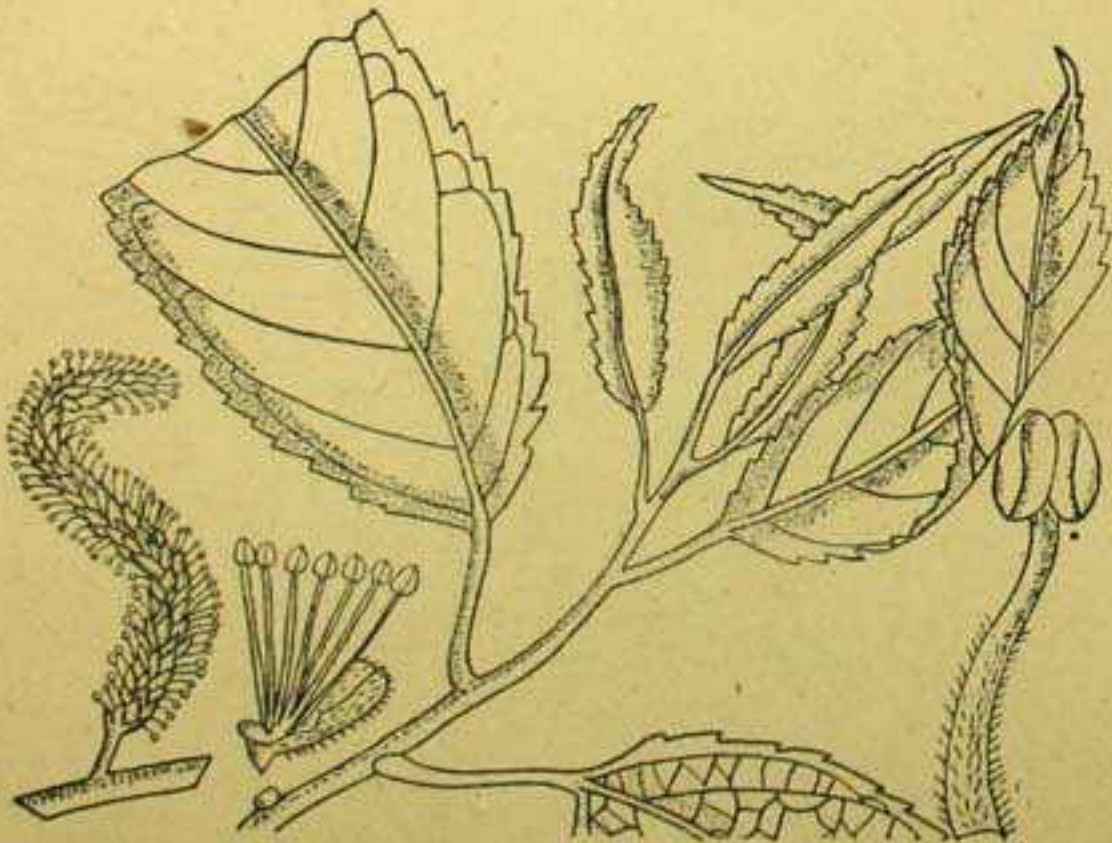
559. *Casuarina equisetifolia* Forst. (বিলাতী ঝাউ)



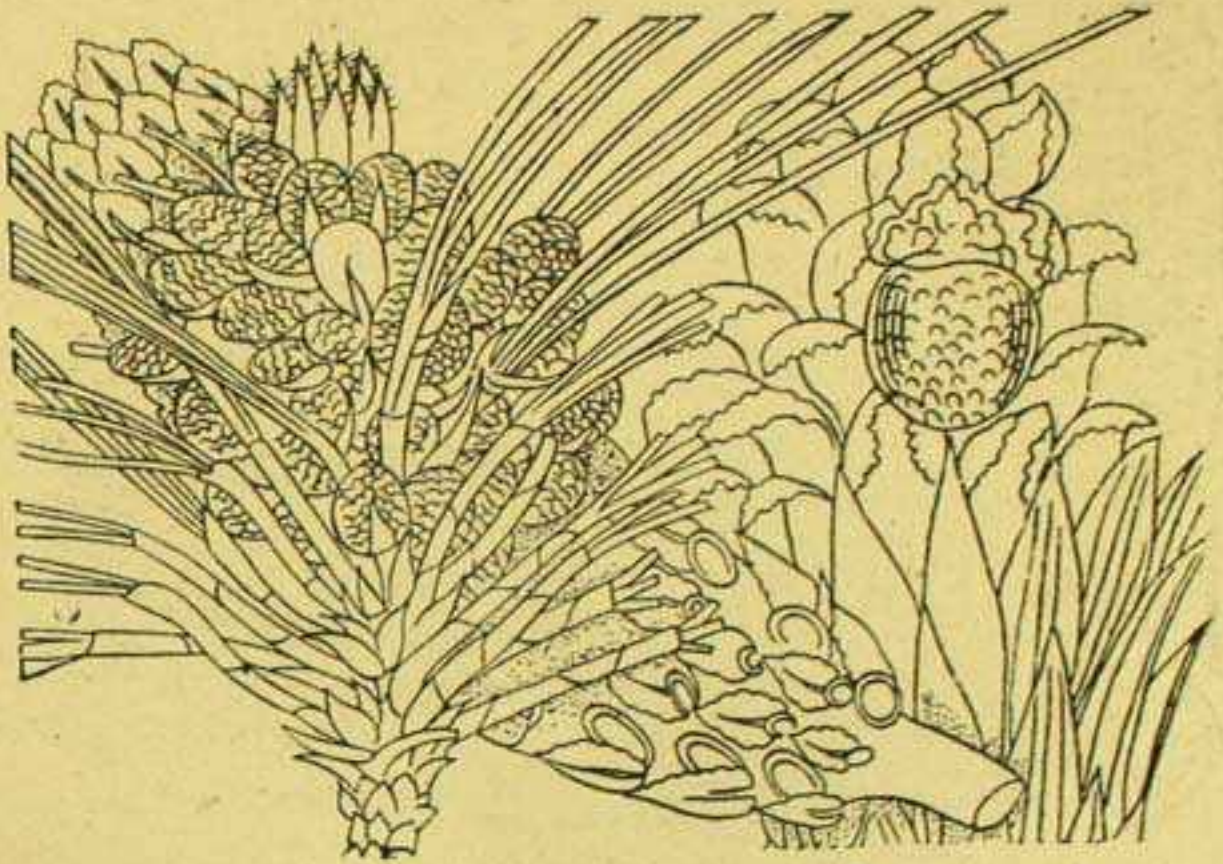
560. *Betula utilis* Don. (ভুজপত্র)



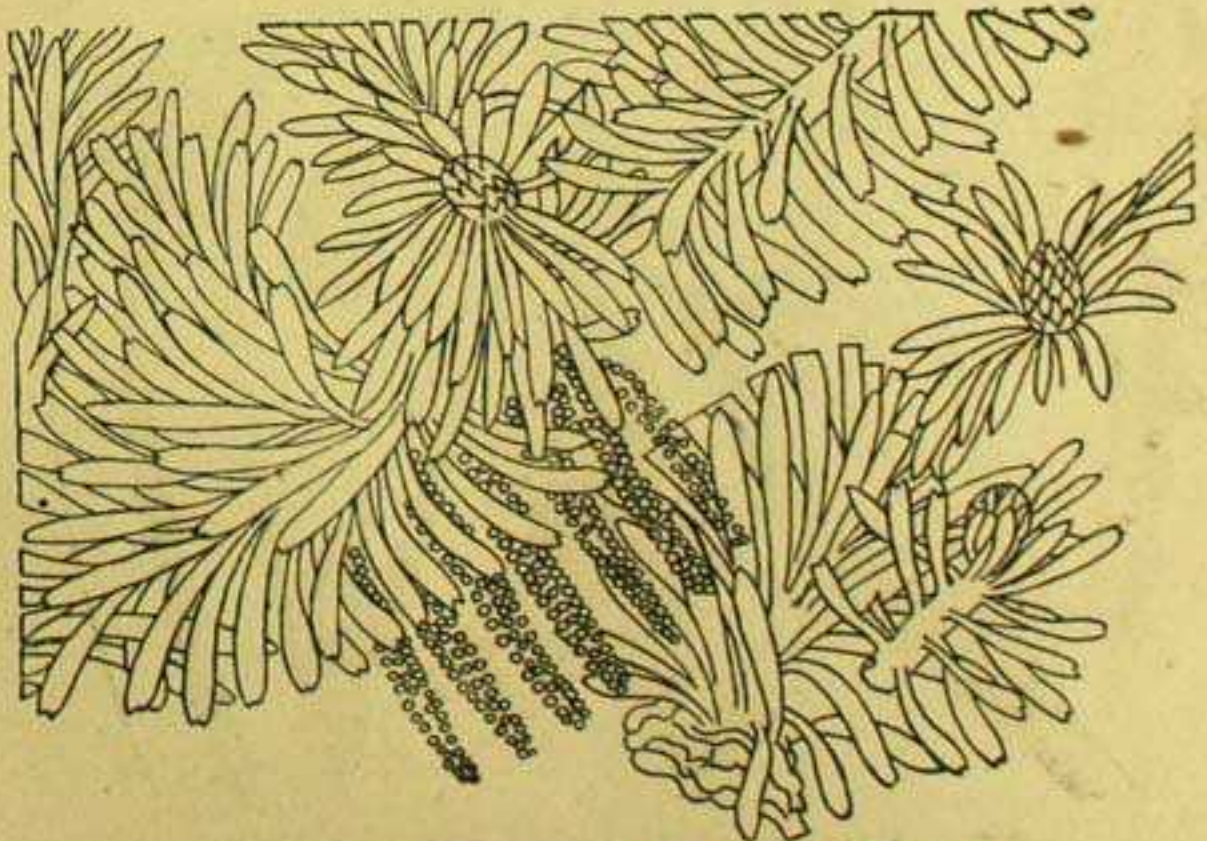
561. *Quercus infectoria* Oliver. (মাজুফল)



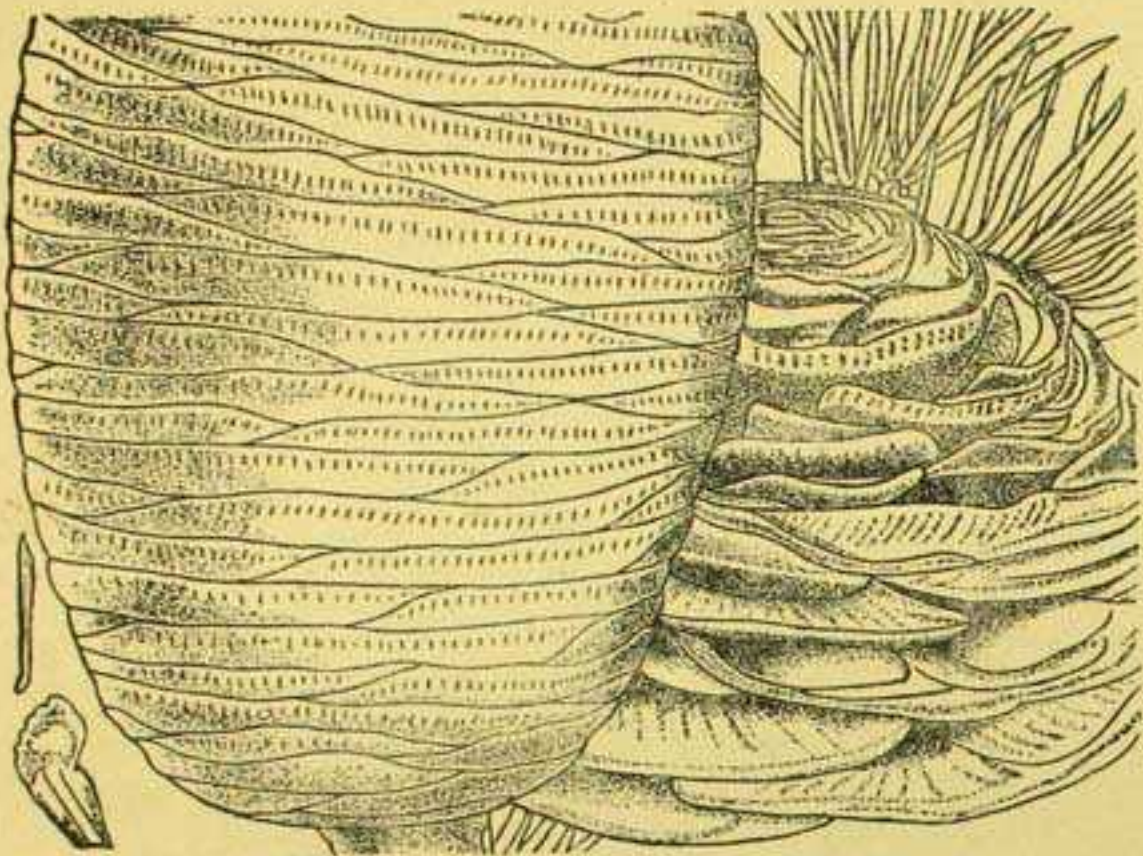
562. *Salix tetrasperma* Roxb. (পানিজামা)



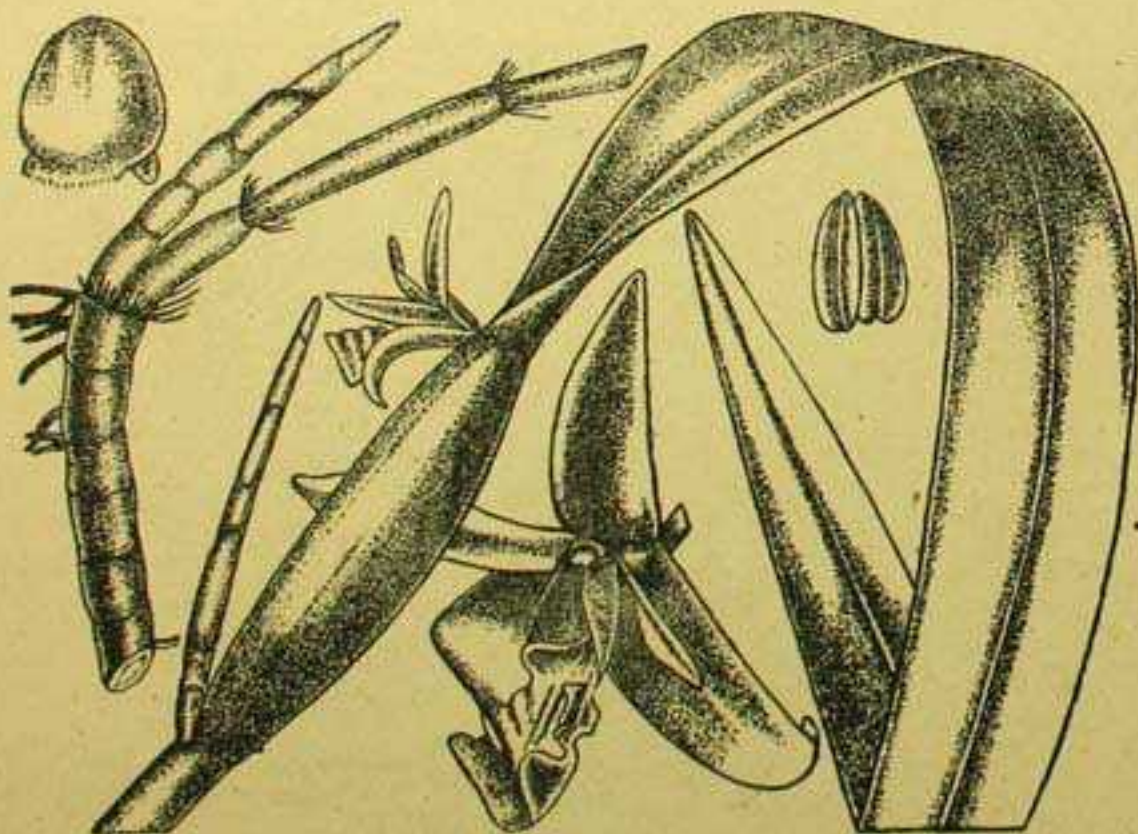
563. *Pinus longifolia* Roxb. (গন্ধবিরেজা)



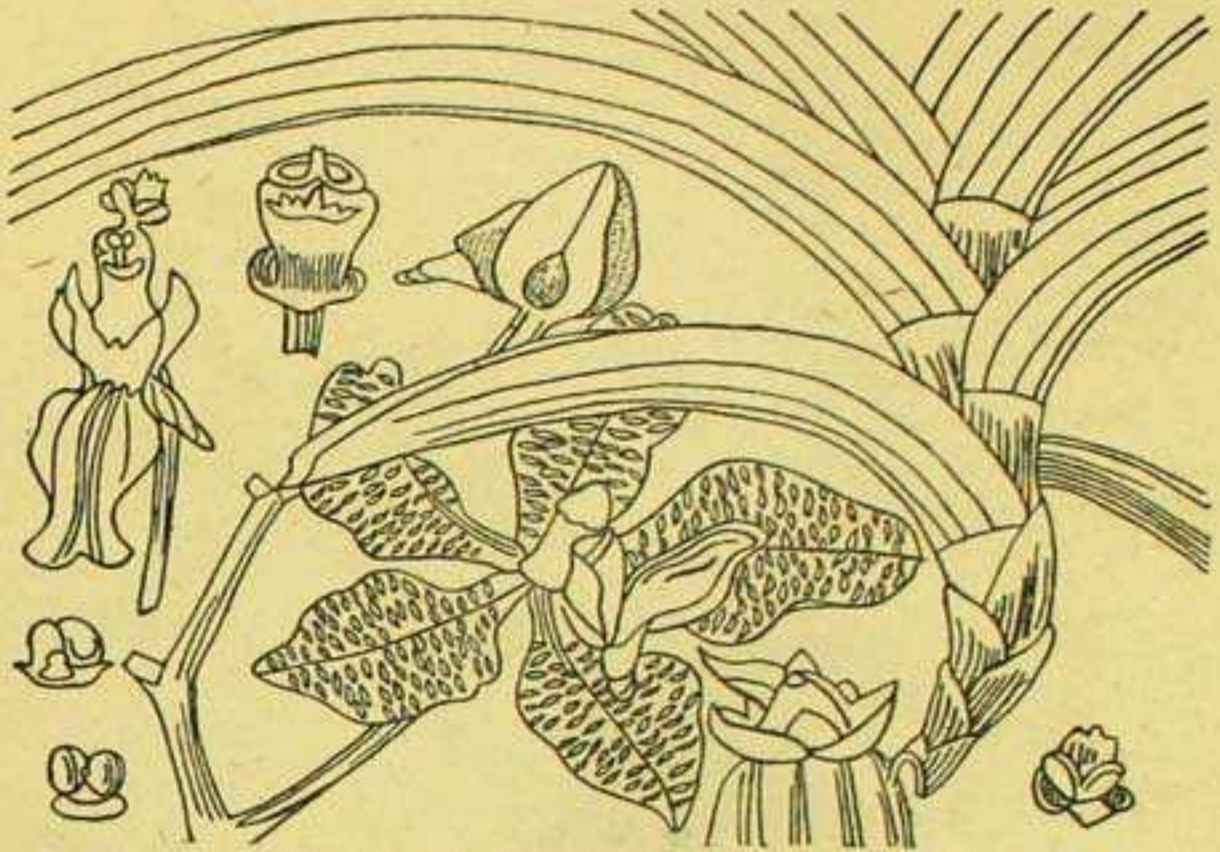
564. *Abies Webbiana* Lindl. (ভালিশপত্র)



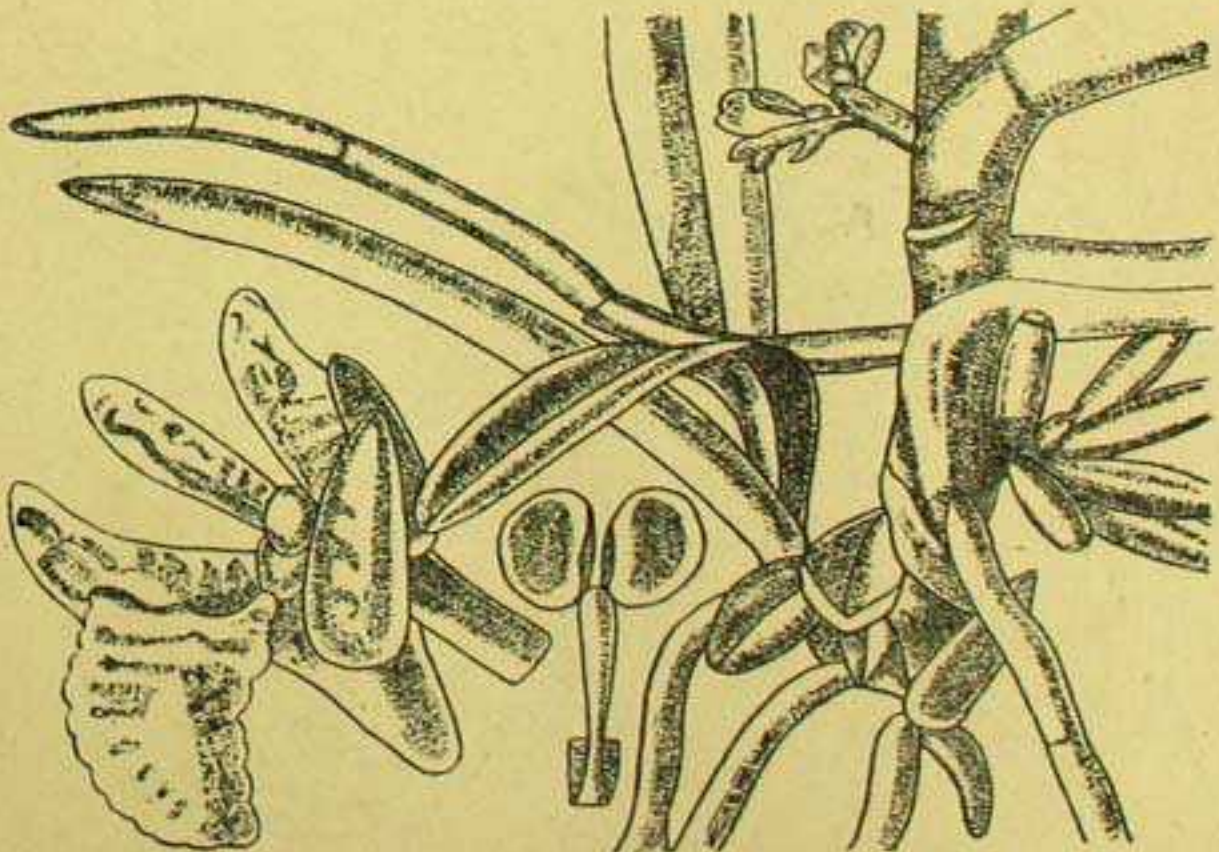
565. Cedrus Libani Barri. (দেবদারু)



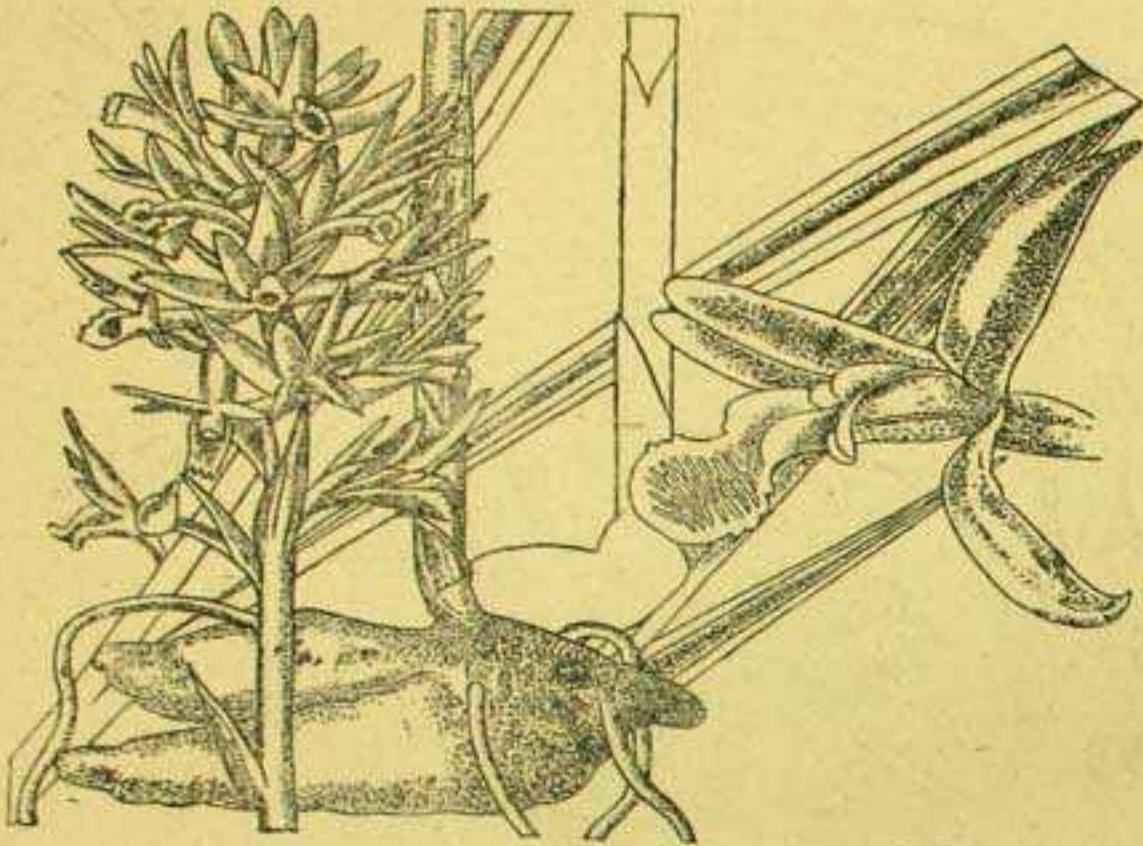
566. Dendrobium Macraei Lindl. (জীবন্তী)



567. *Vanda Roxburghii* R. Br. (রাসা)



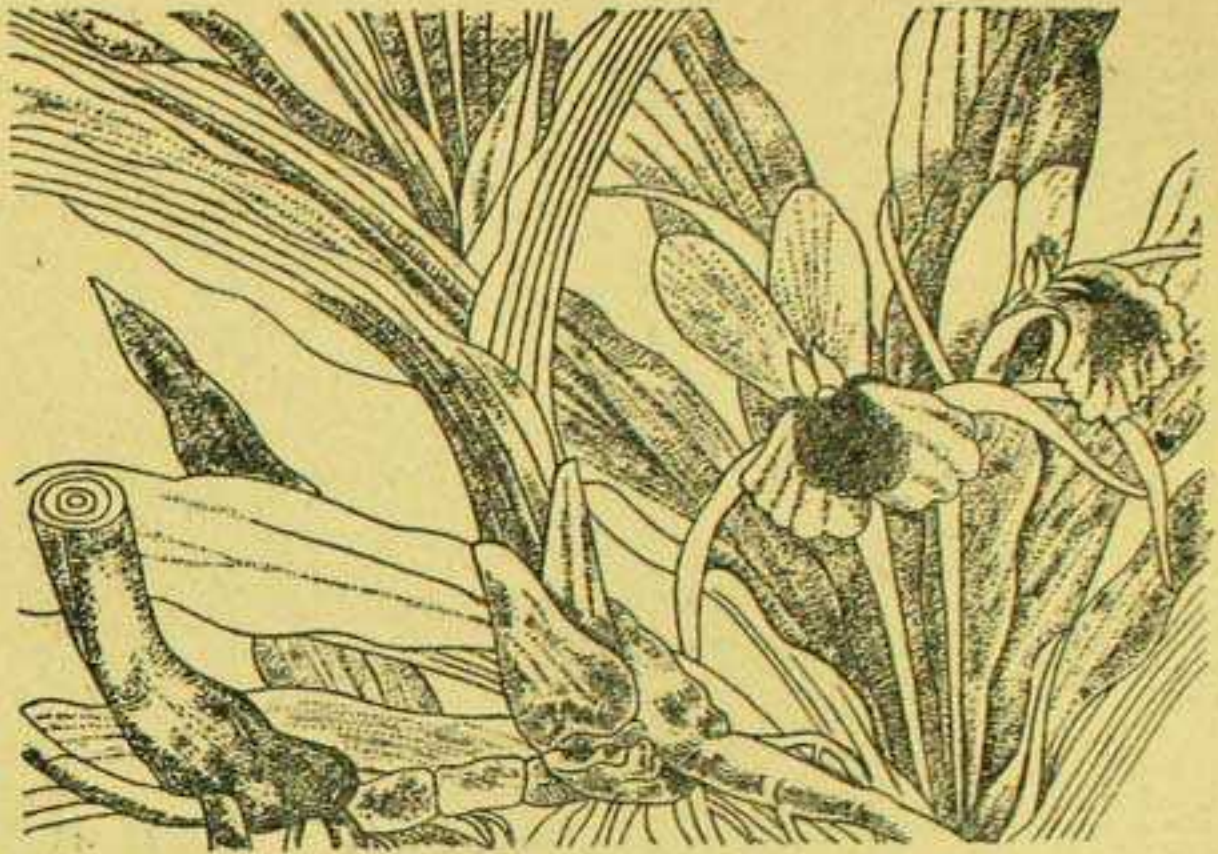
568. *Saccolabium papillosum* Lindl. (রাসা)



569. *Eulophia campestris* Roxb. (সালেমমিষ্টি)



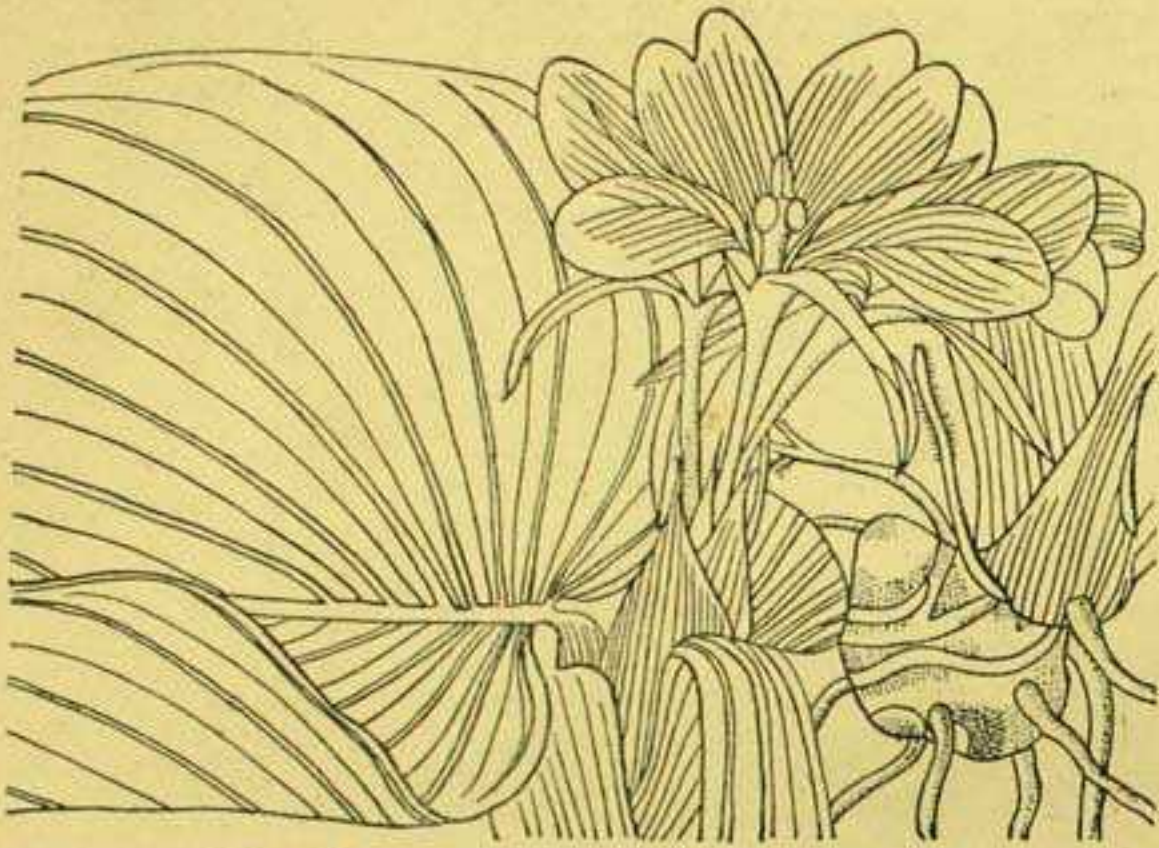
570. *Alpinia galanga* Sw. (কুলজল)



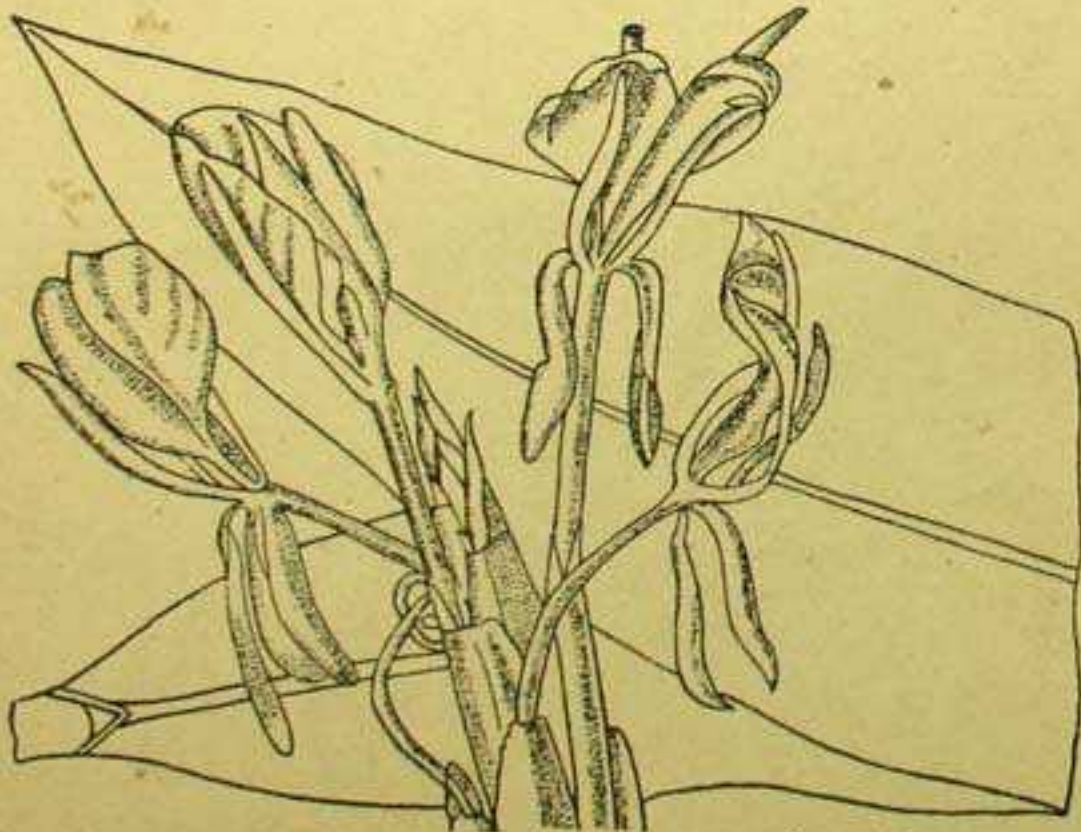
571. *Kaempferia angustifolia* Rose. (মধুনির্মলা)



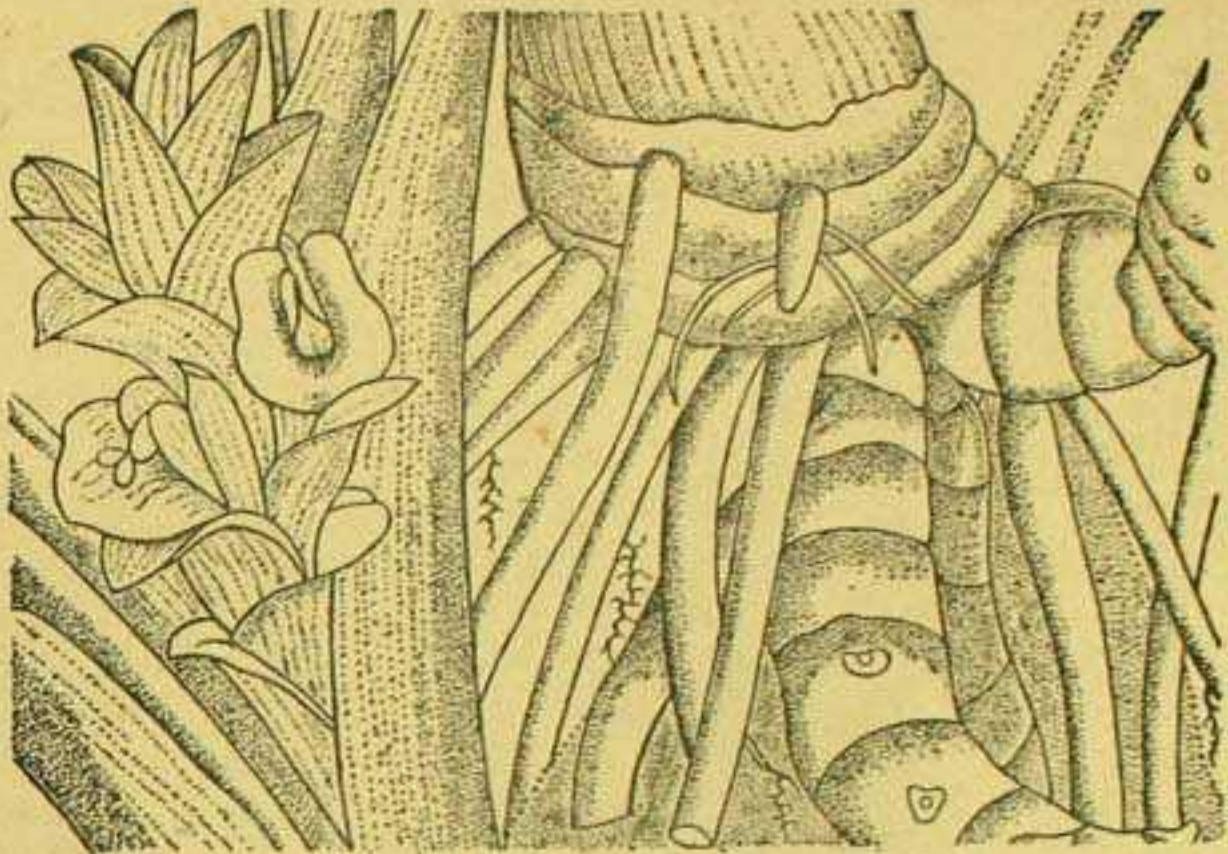
572. *Kaempferia rotunda* Linn. (ডুইচাপা)



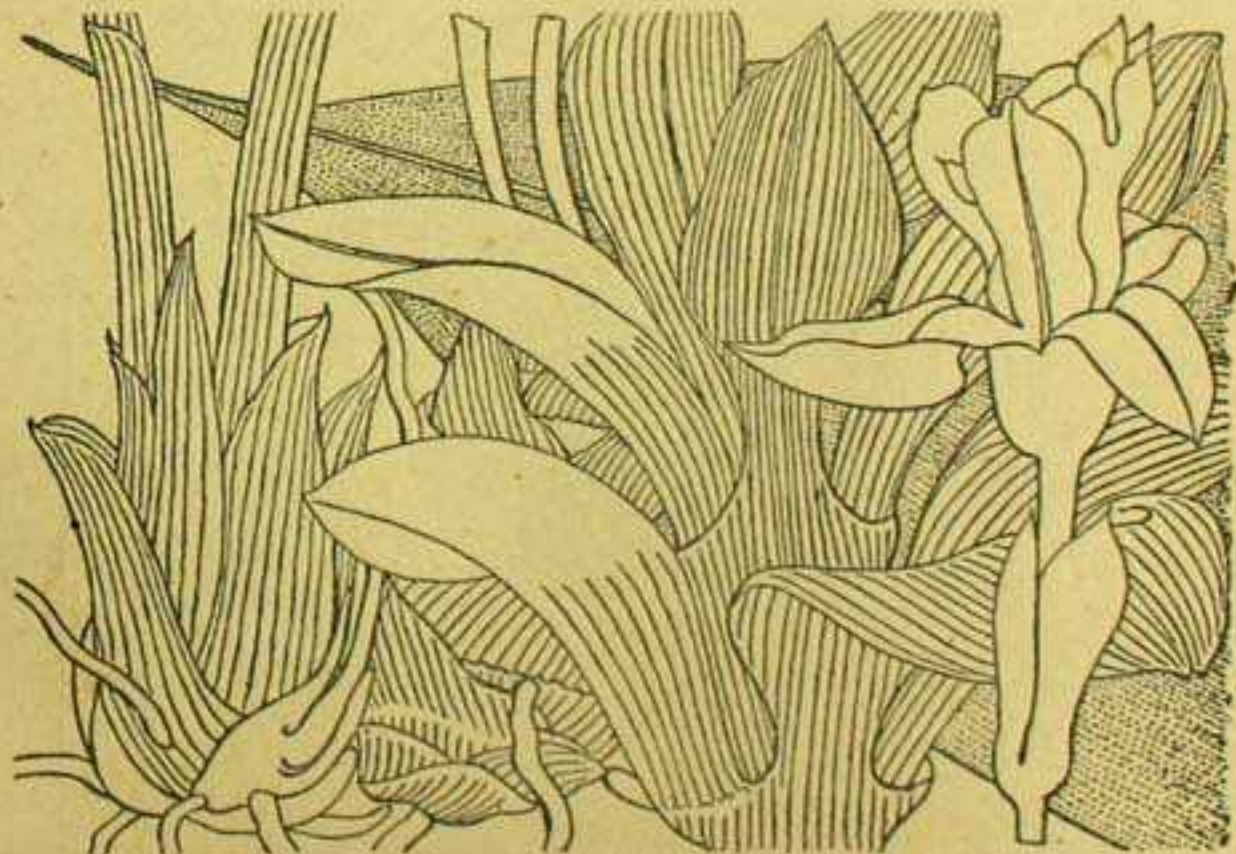
573. *Kaempferia galanga* Linn. (চন্দ্রমূল)



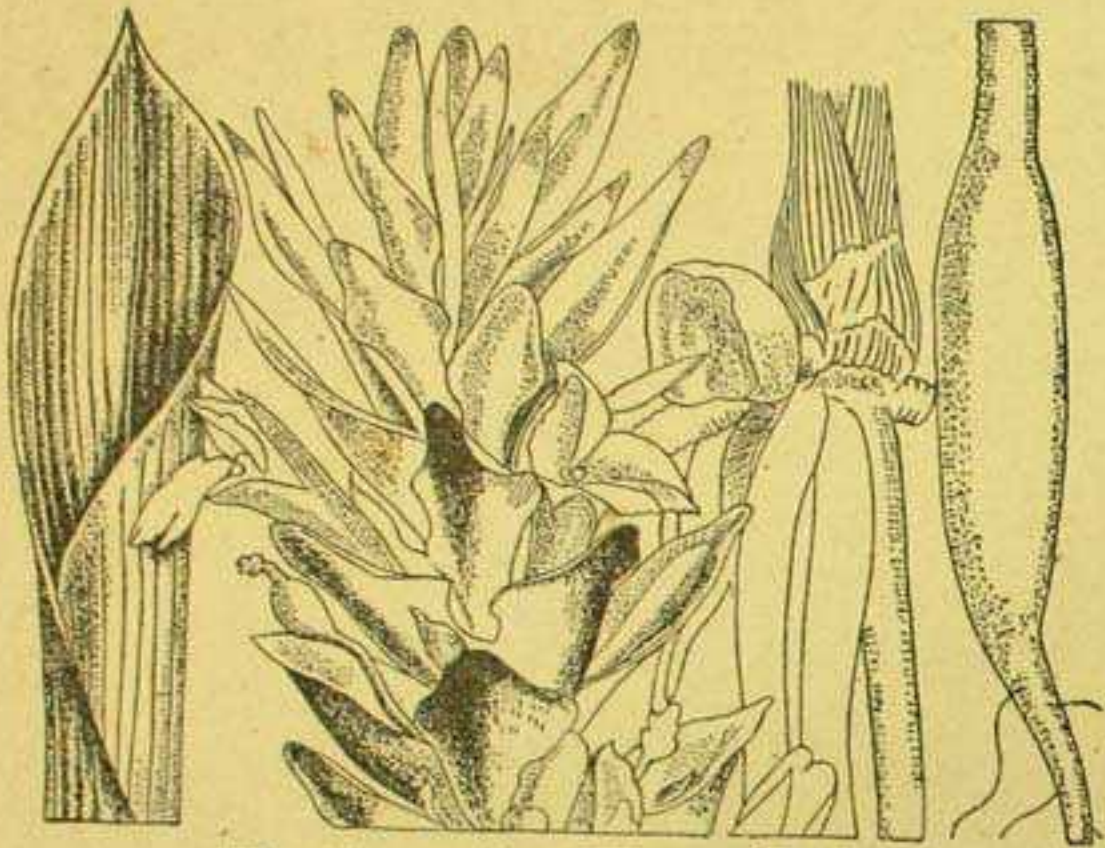
574. *Hedychium spicatum* Ham. (কপূর-কচুরি)



575. *Curcuma Amada* Roxb. (আমাদা)



576. *Curcuma aromatica* Salisb. (বন-হলুদ)

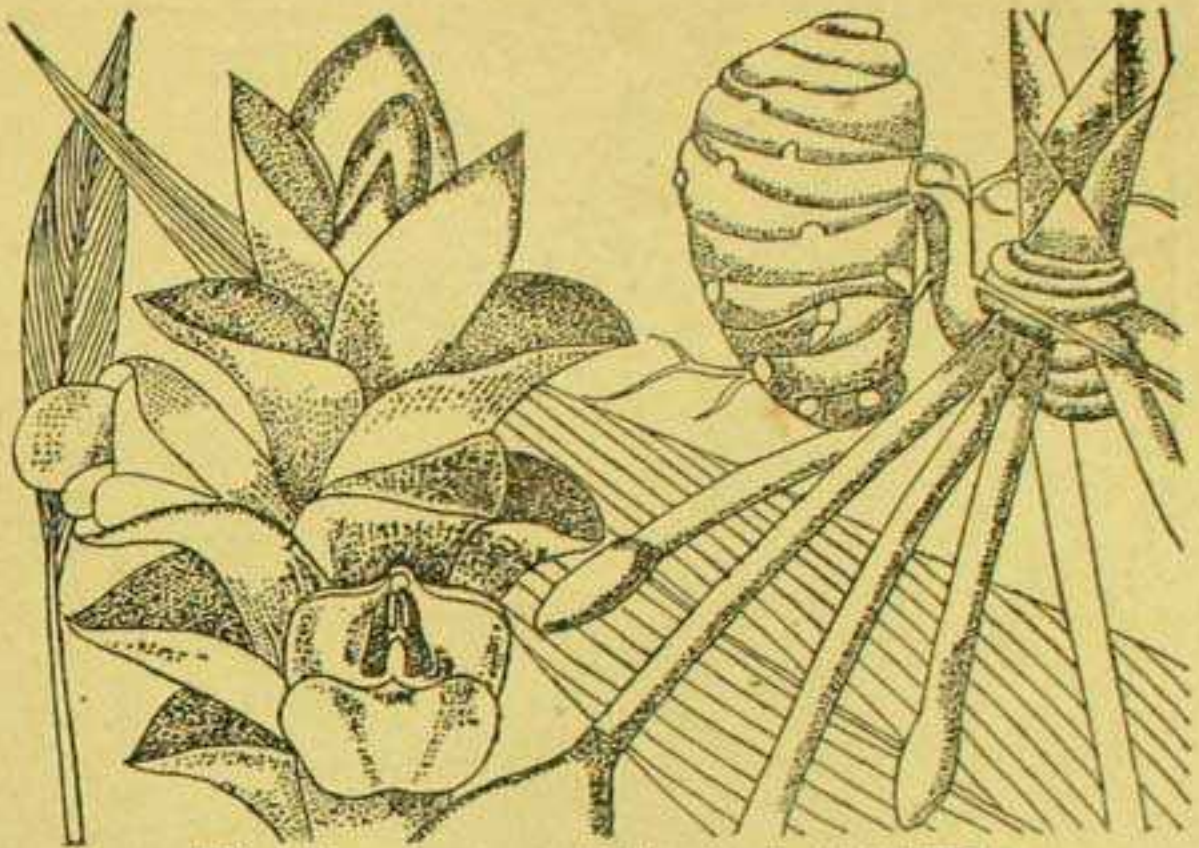


577. *Curcuma longa* Linn. (হরীদ্রা)

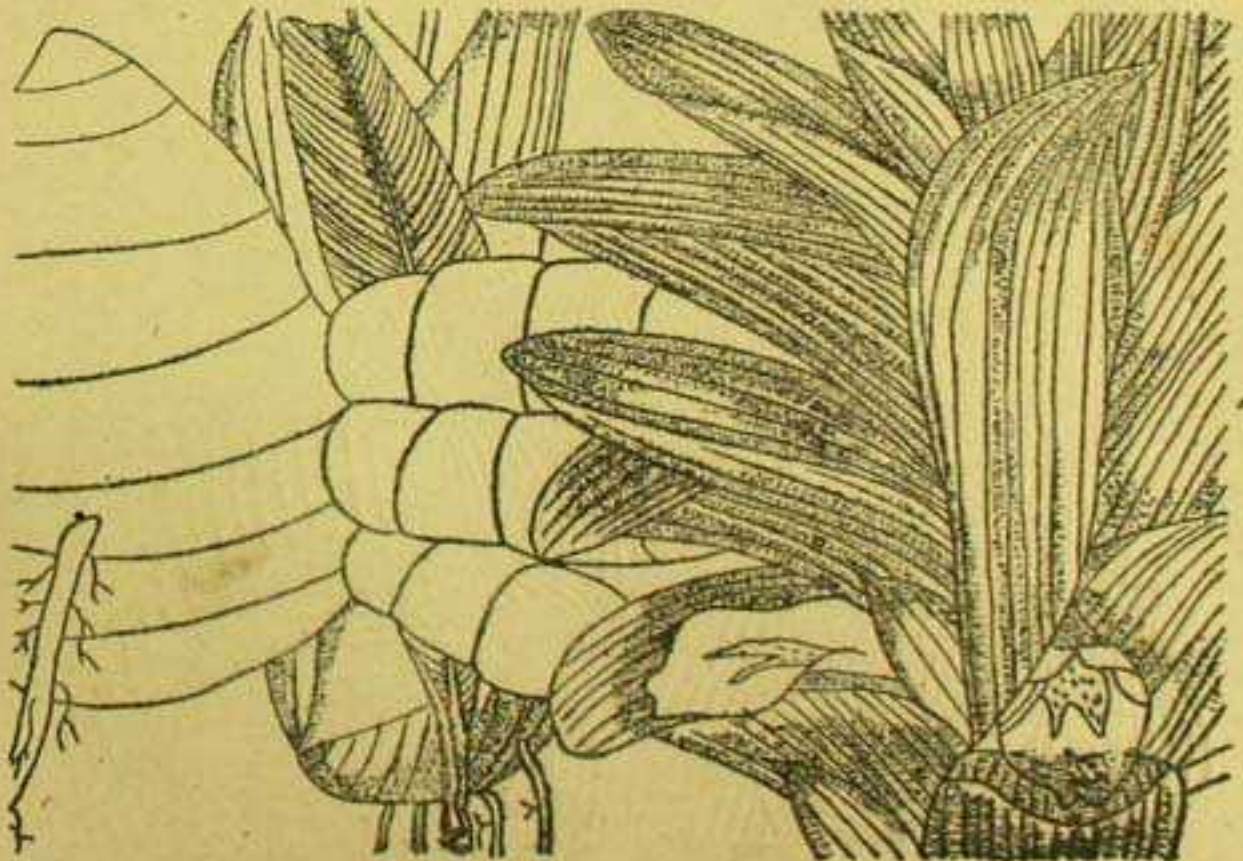


578. *Curcuma Zedoaria* Rosc. (শর্ভা)

ভারতীয় বনৌষধি

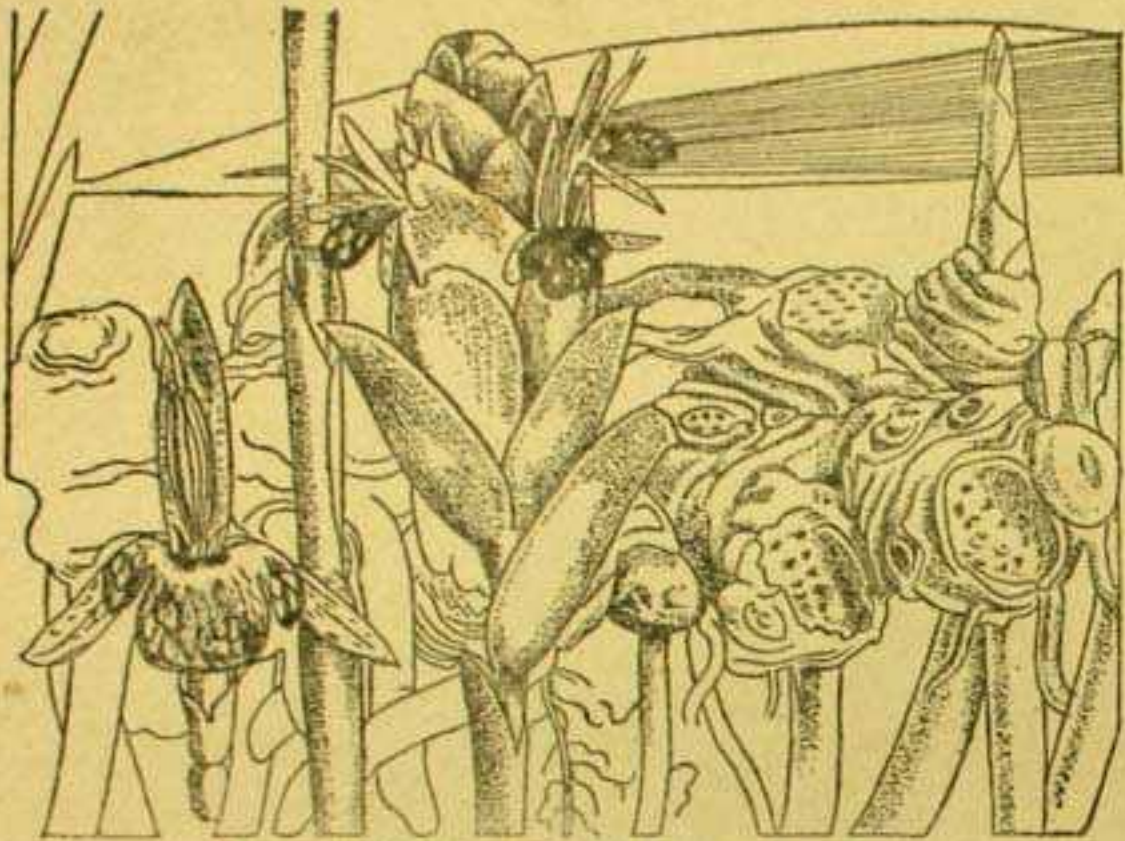


579. *Curcuma angustifolia* Roxb. (এরাকুট)



580. *Curcuma caesia* Roxb. (কালহরিজা)

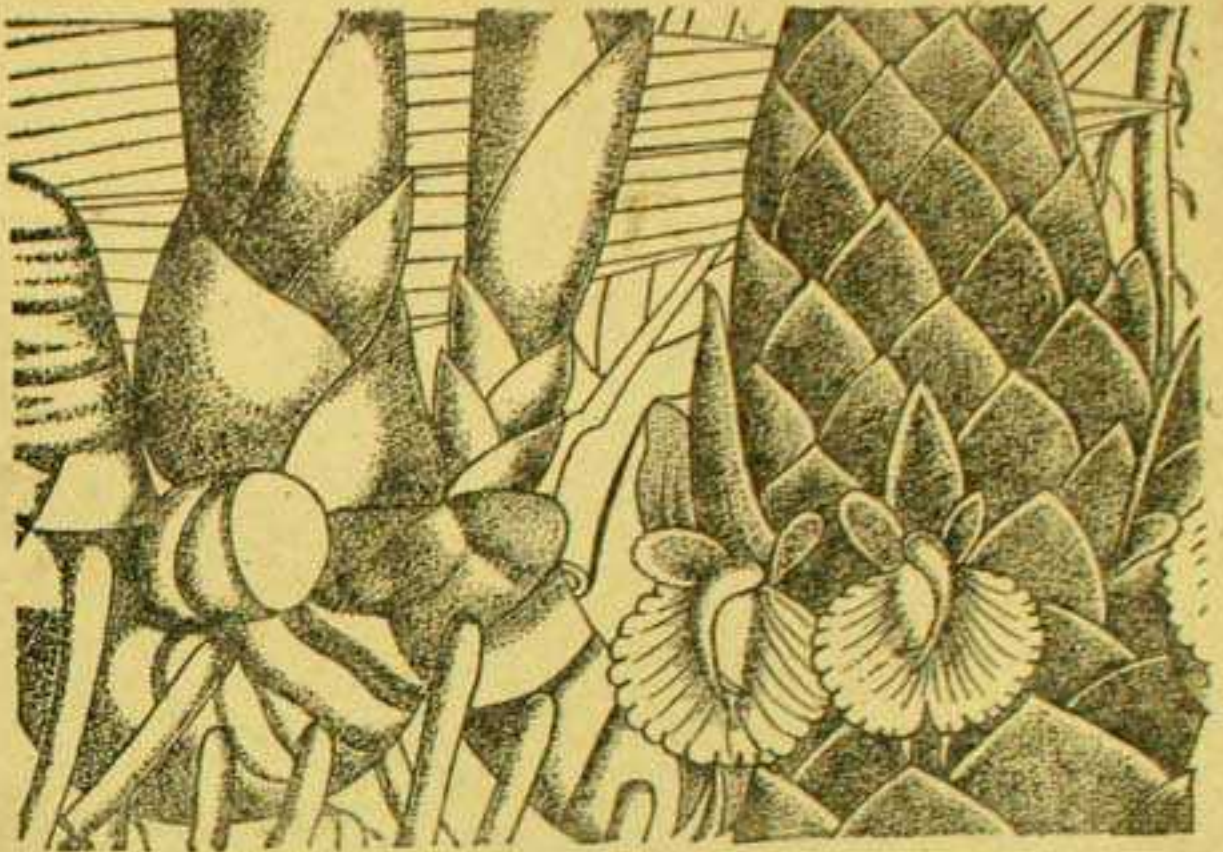
ভারতীয় বনৌষধি



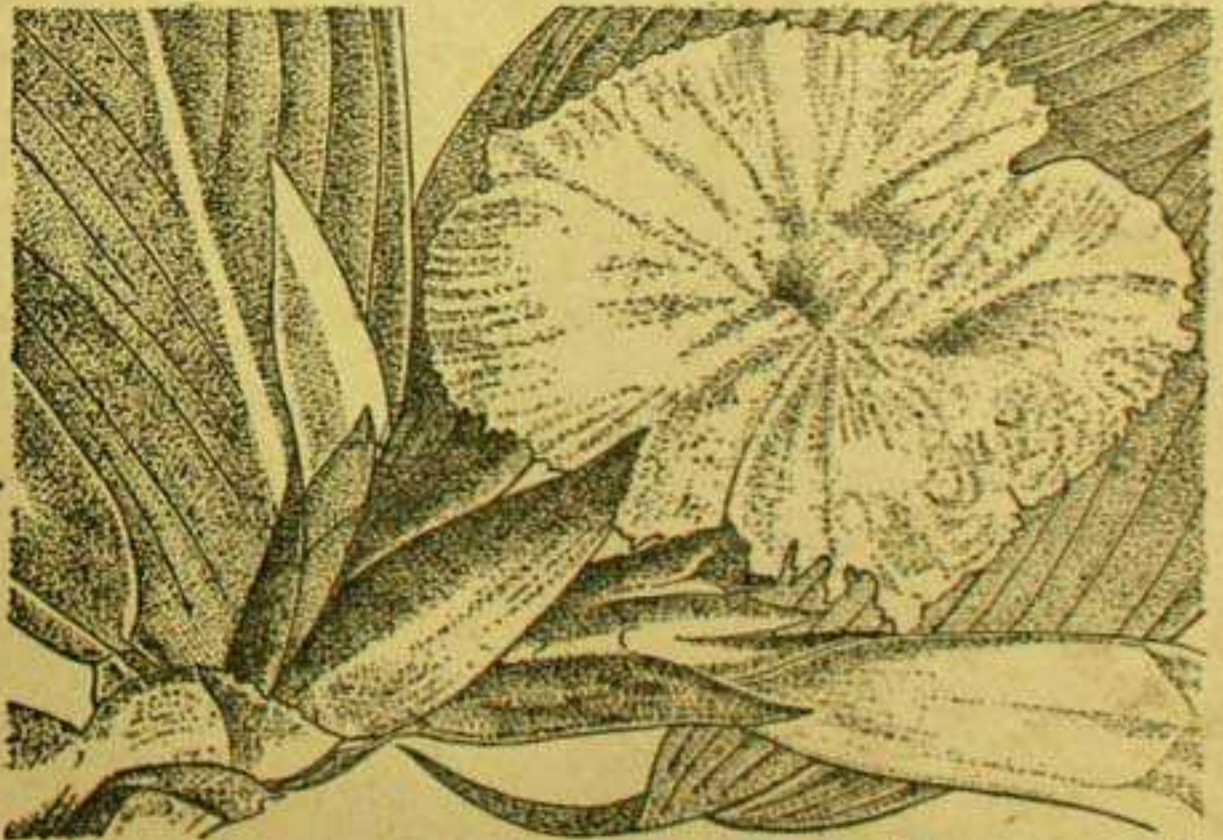
581. *Zingiber officinale* Rose. (আদা)



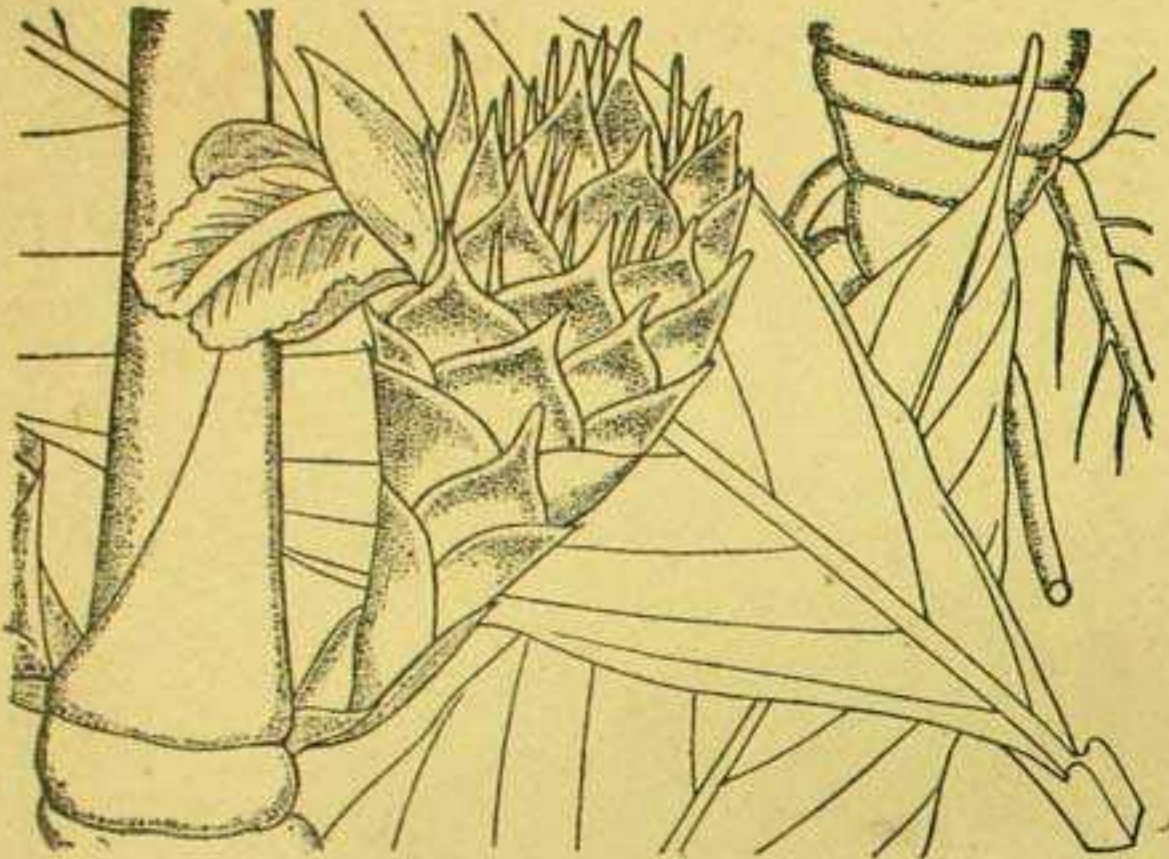
582. *Zingiber Zerumbet* Smith. (মহাবদ্রী বচ)



583. *Zingiber Casumunar* Roxb. (বন-আদা)



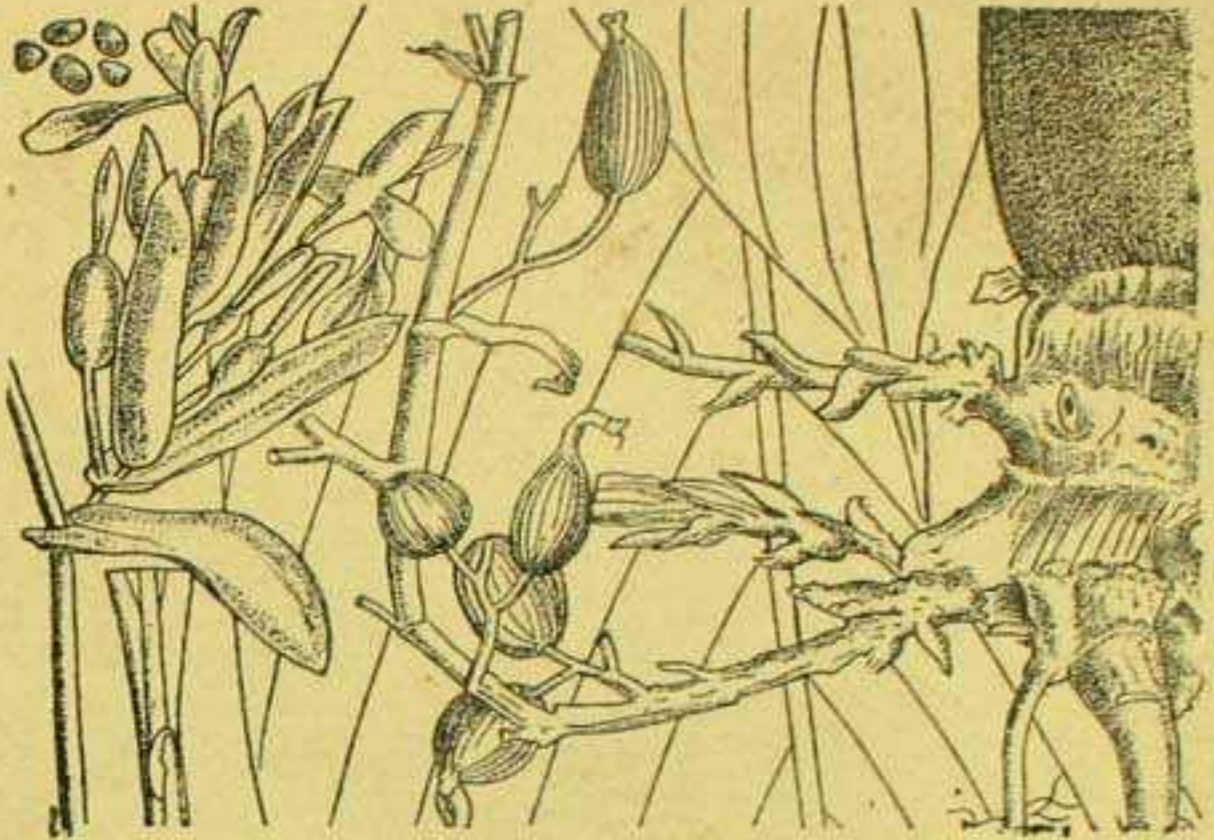
584. *Costus speciosa* Smith. (কেউ)



585. *Amomum subulatum* Roxb. (বড় এলাচ)



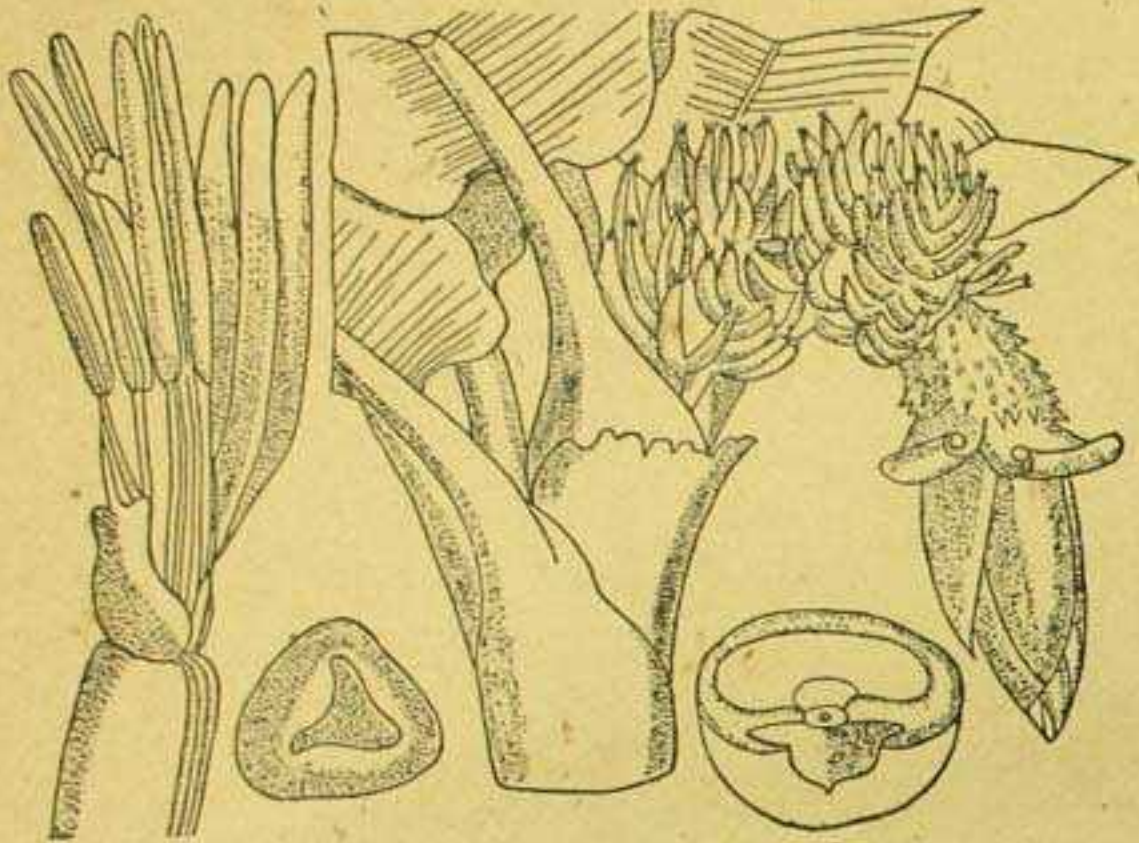
586. *Amomum aromaticum* Roxb. (সোয়ঙ্গ এলাচ)



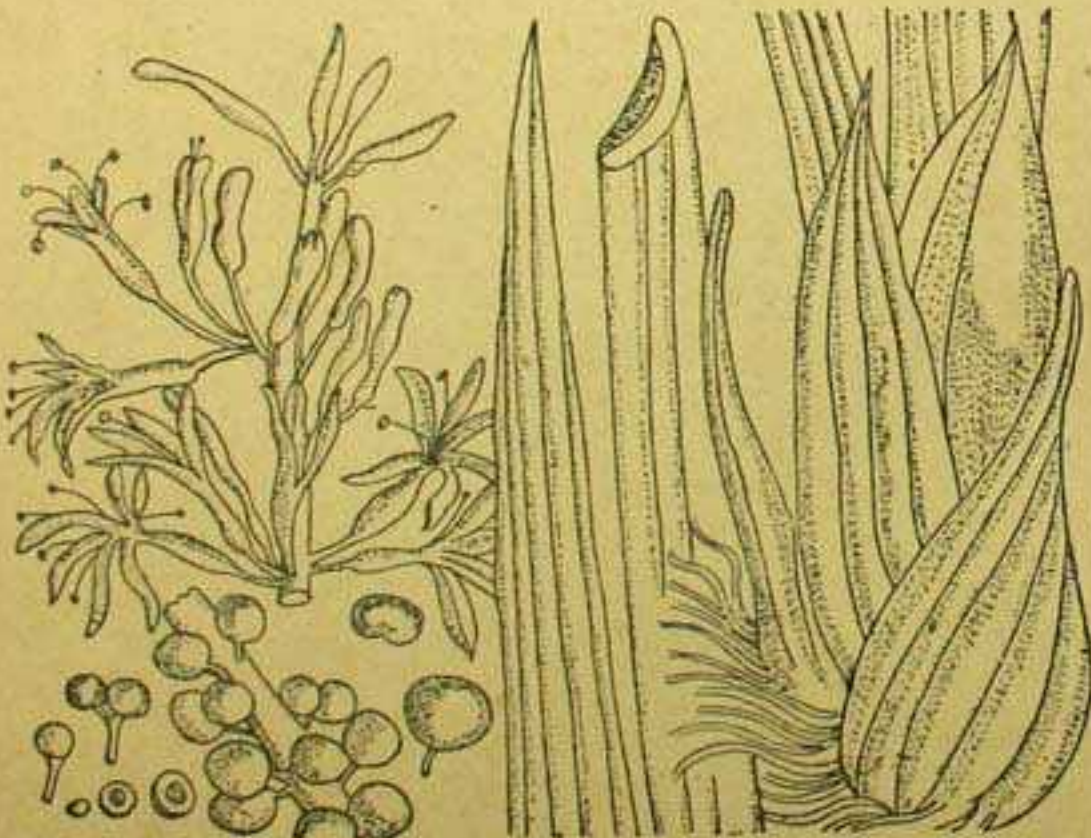
587. *Elettaria Cardamomum* Maton. (ছোট এলাচ)



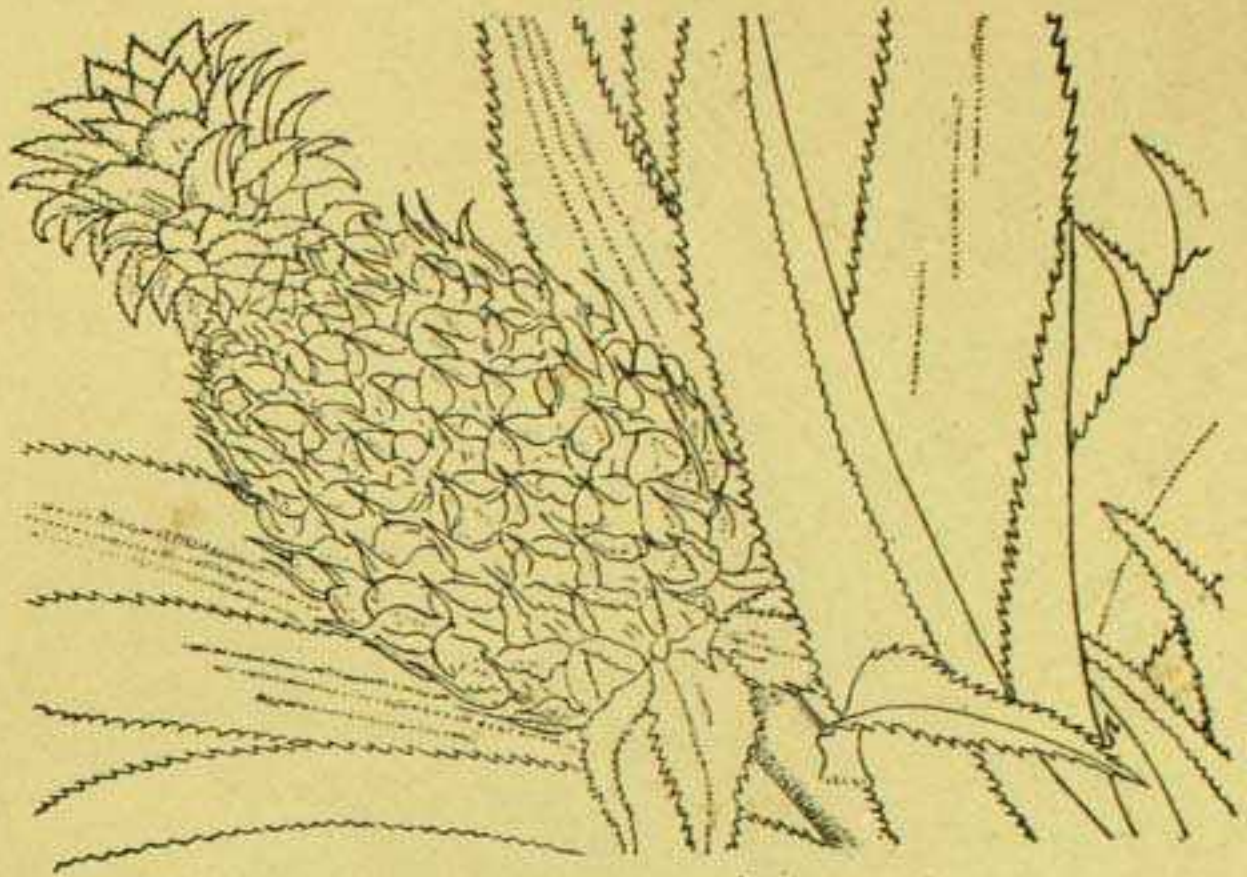
588. *Canna indica* Linn. (সর্বজন্মা)



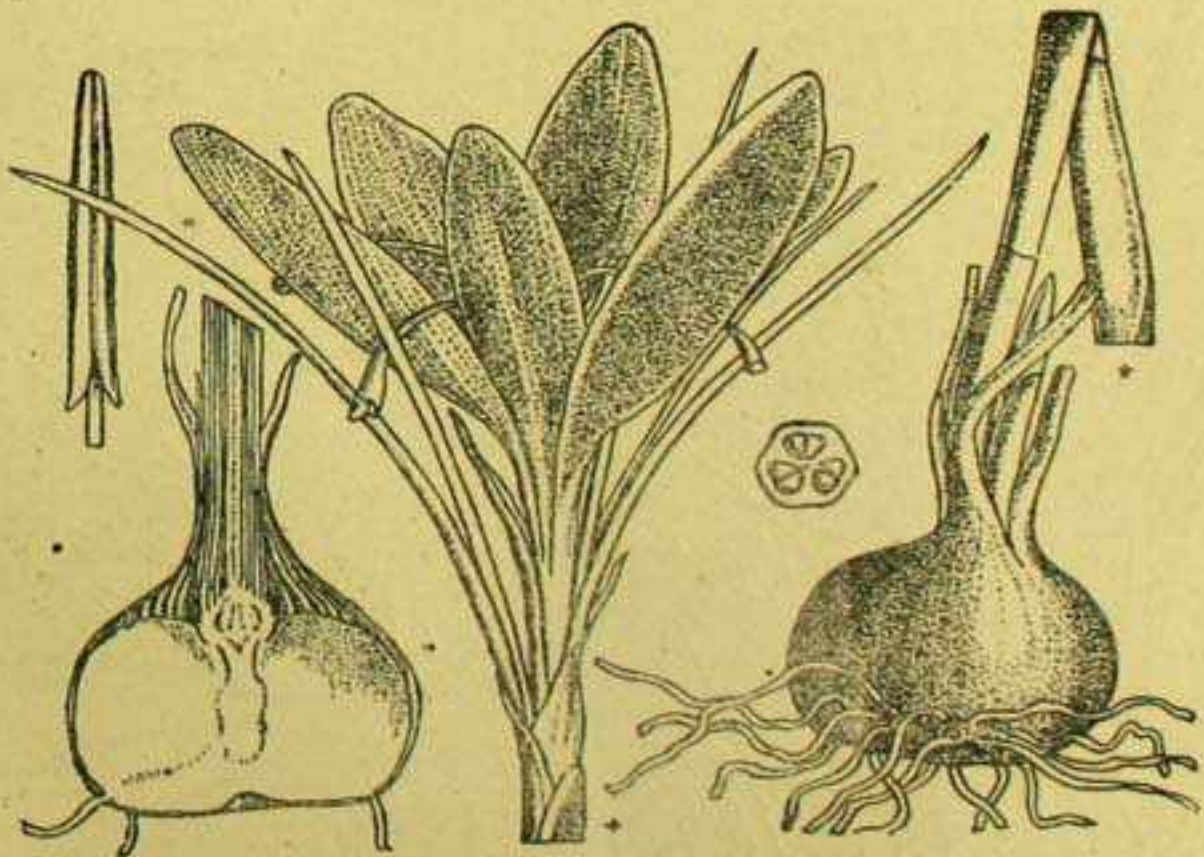
589. *Musa sapientum* Linn. (কদলী)



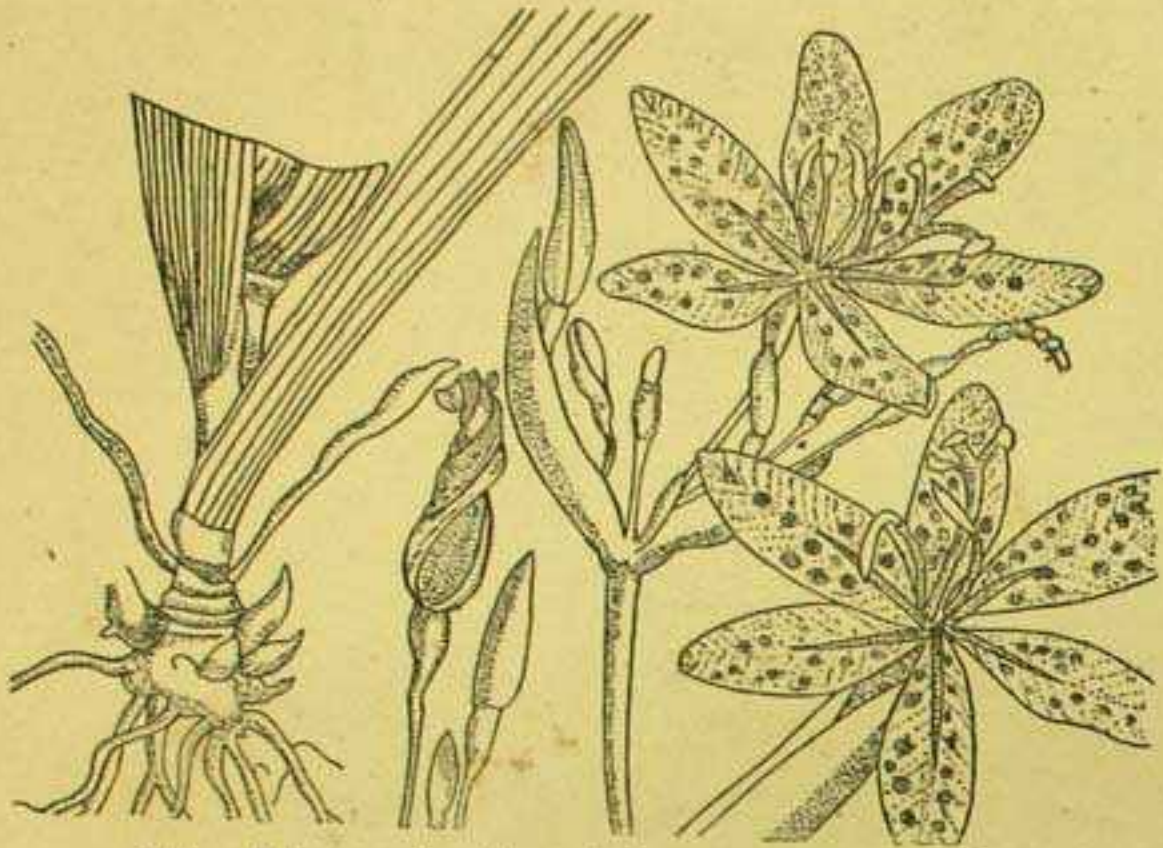
590. *Sansevieria roxburghiana* Schult. (মুর্খী)



591. *Ananas sativus* Schult. (আনারস)



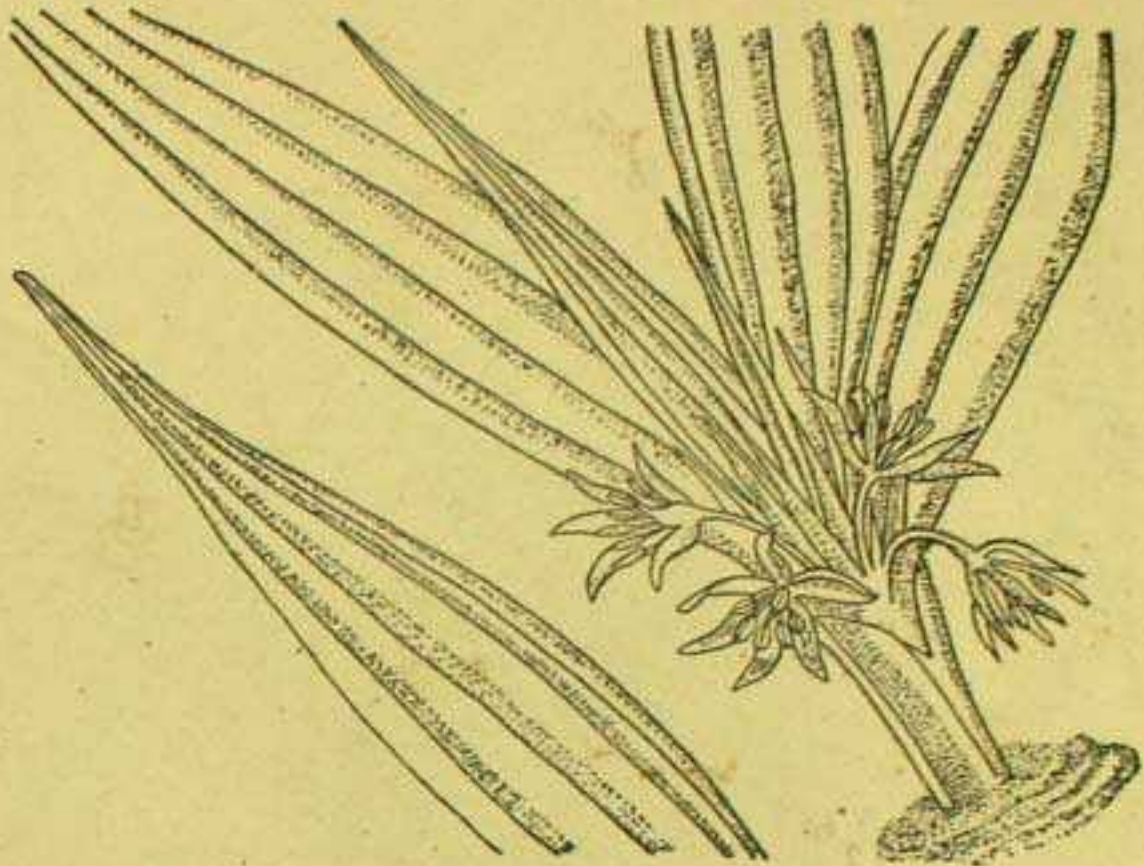
592. *Crocus sativus* Linn. (জাফরন)



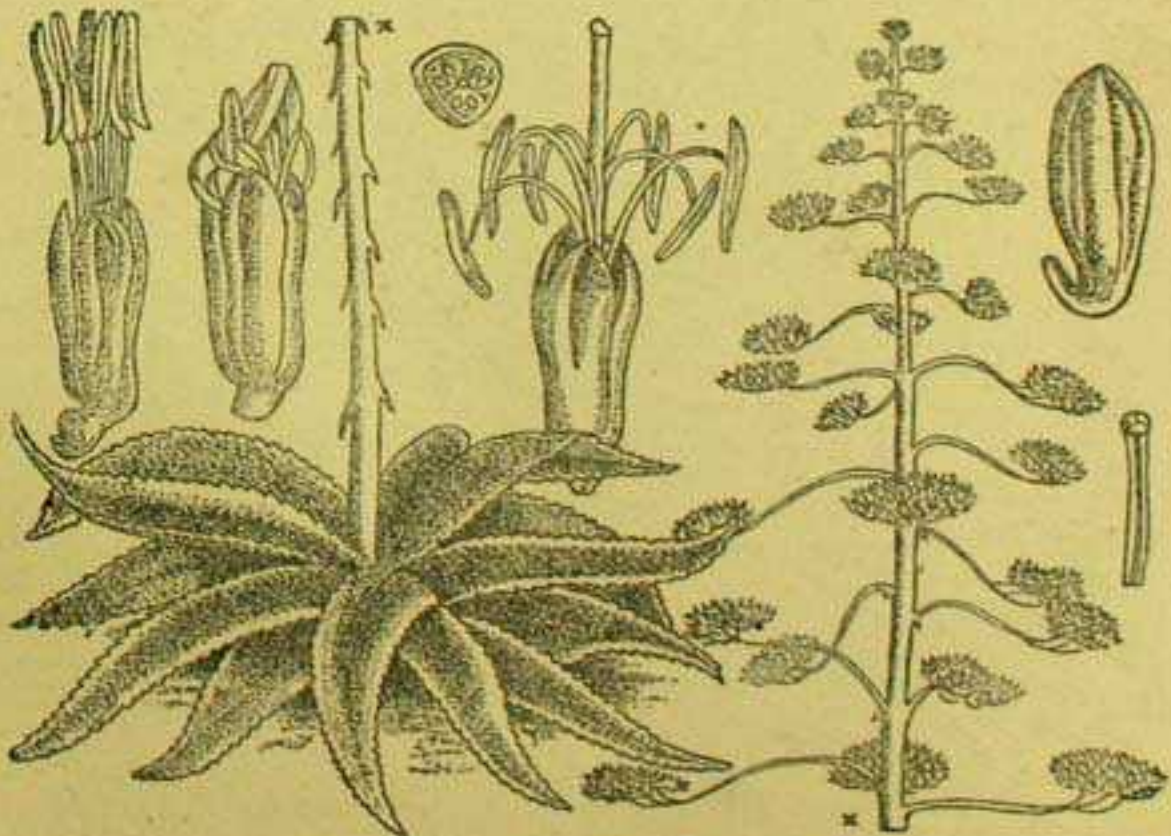
593. *Belamcanda chinensis* Leman. (দশবাহ চণ্ডী)



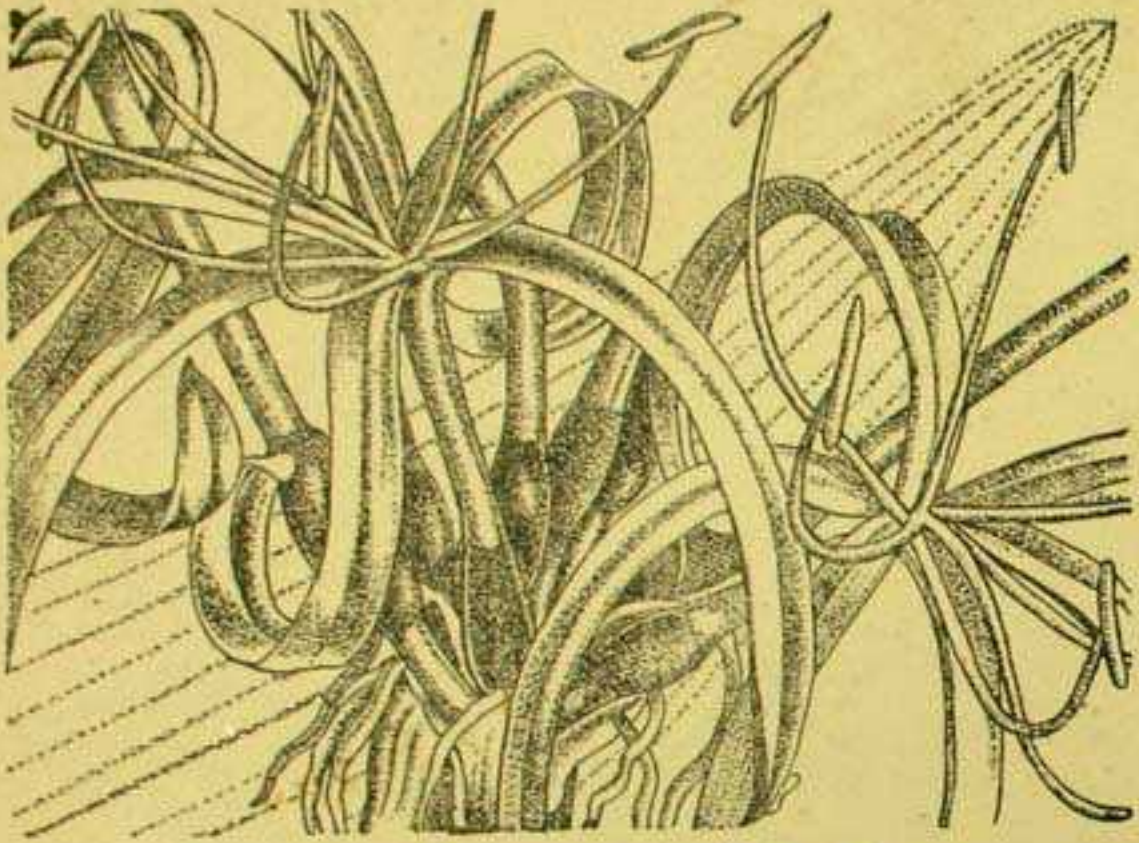
594. *Iris nepalensis* Don. (কুড়জাতীয়)



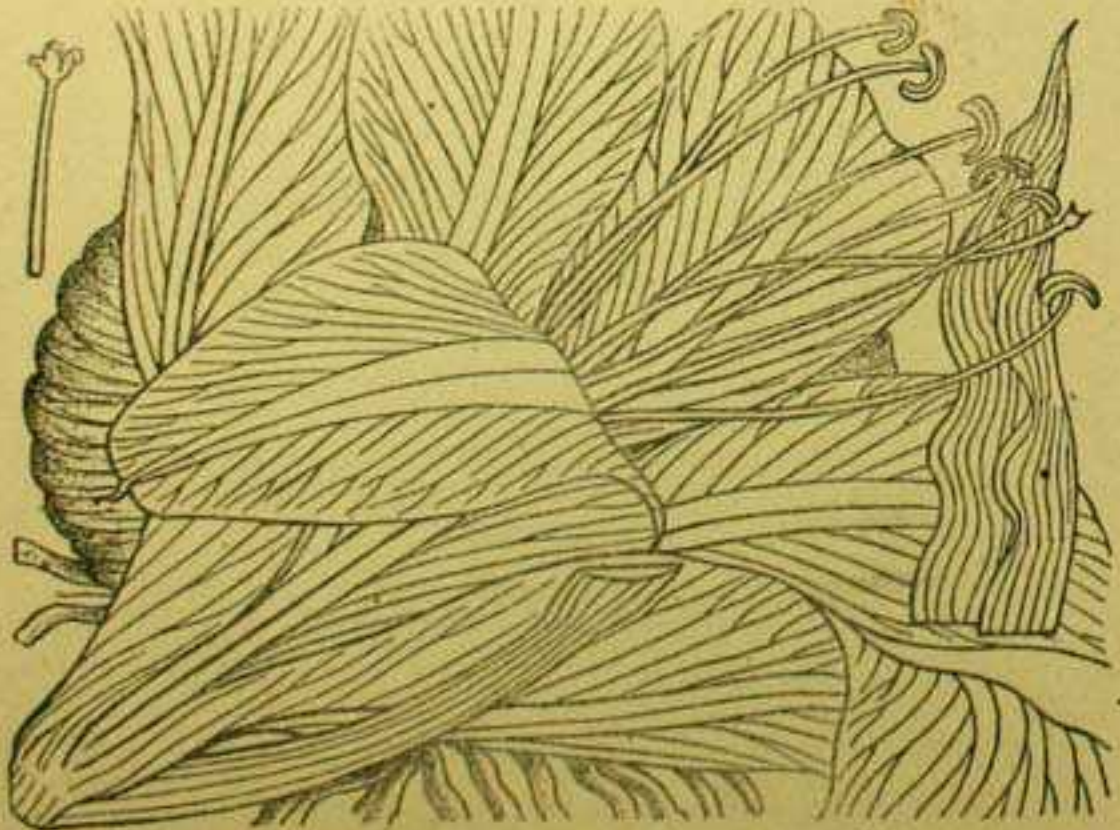
595. *Curculigo orchioides* Gaertn. (তালমূলী)



596. *Agave Cantala* Roxb. (মূর্গী)

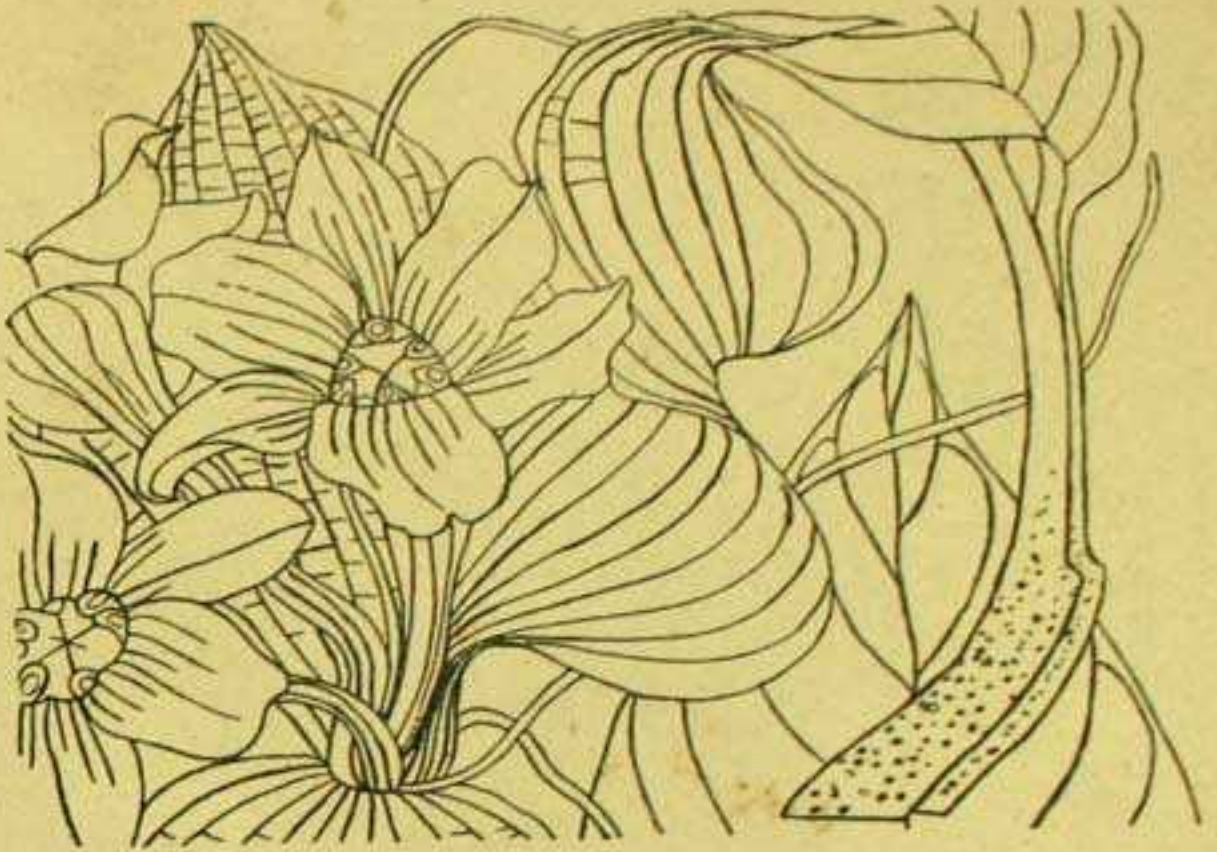


597. *Crinum asiaticum* Linn. (বড় কান্থুর)

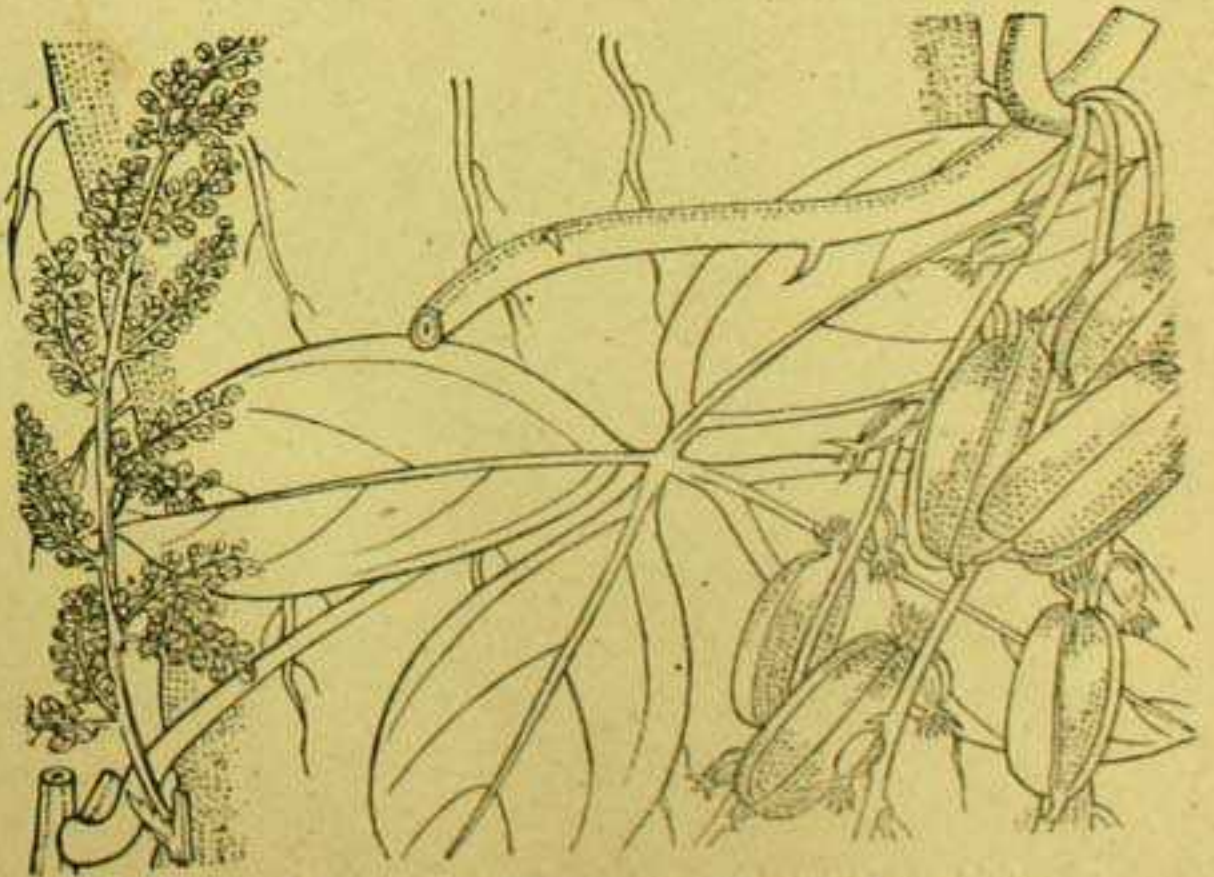


598. *Crinum zeylanicum* Linn. (সুখদর্শন)

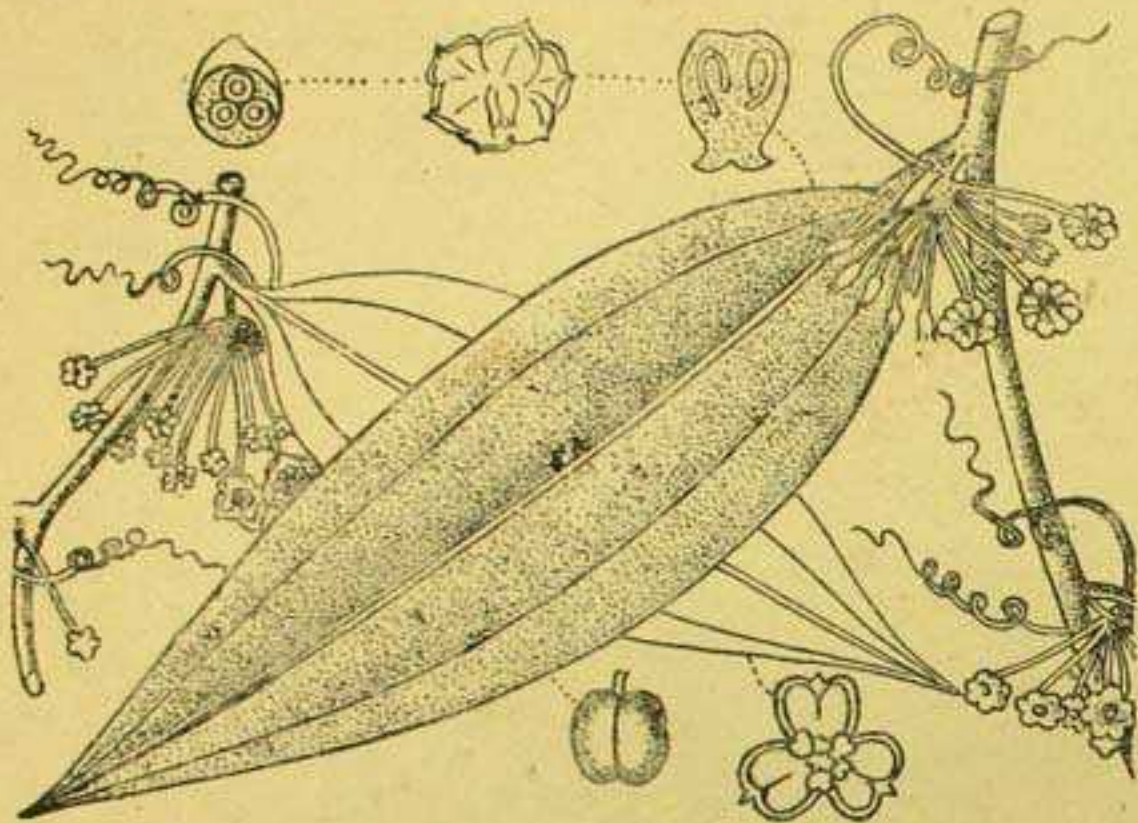
ভারতীয় বন্যোষধি



599. *Tacca integrifolia* Ker. (বরাহীকন্দ)



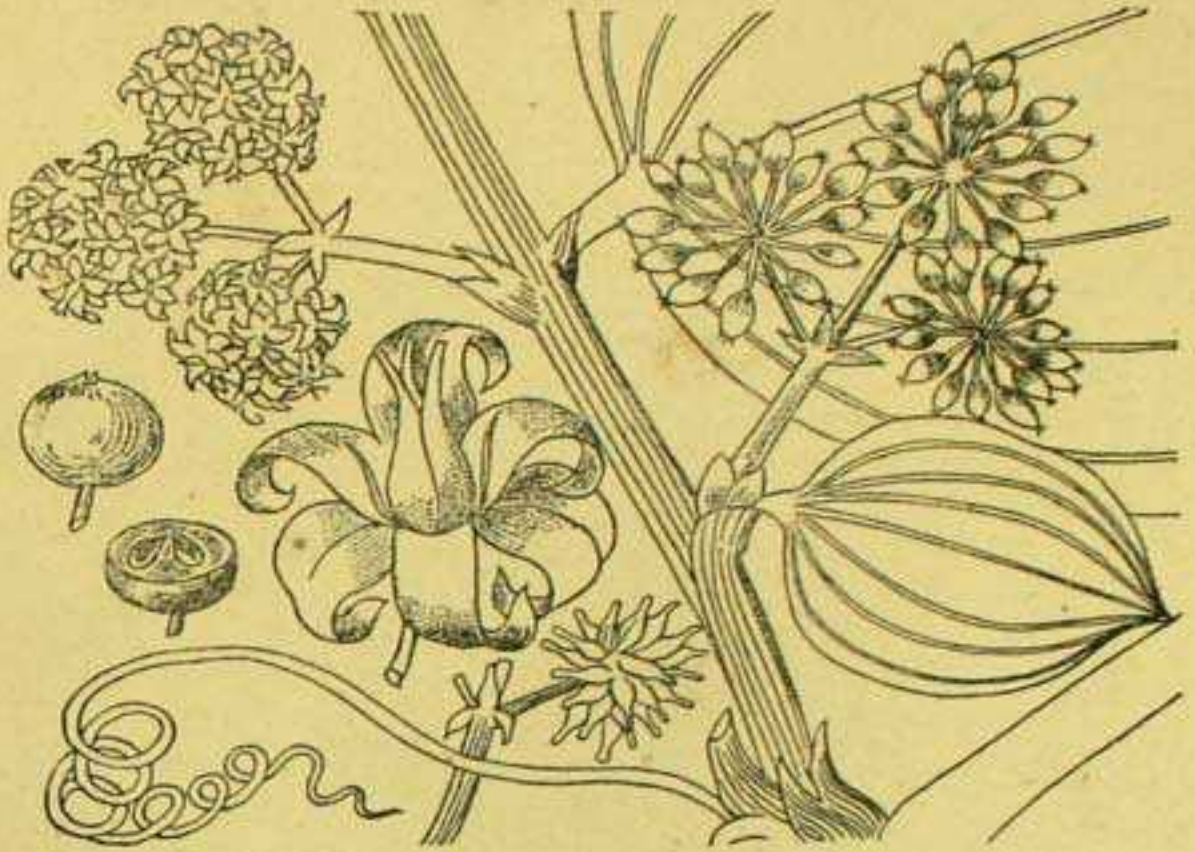
600. *Dioscorea pentaphylla* Linn. (কাঁটা আলু)



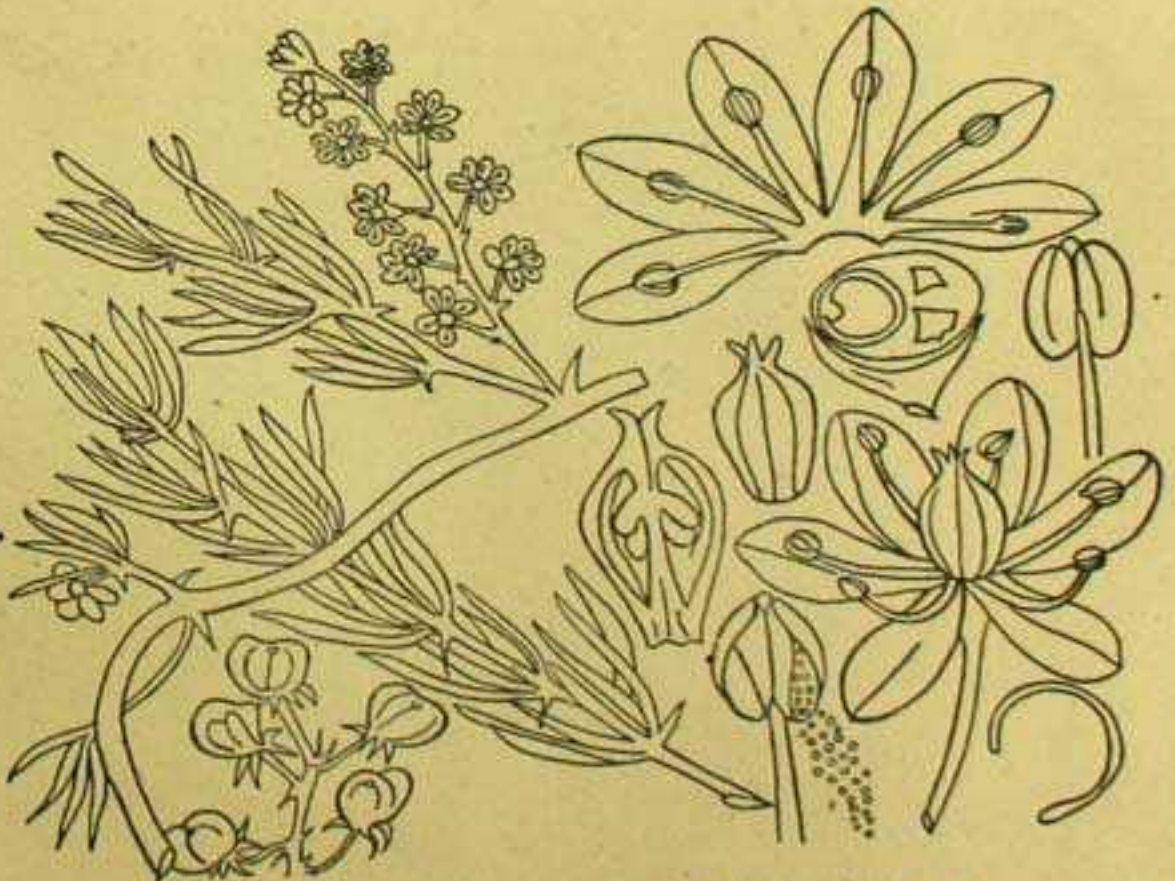
601. *Smilax glabra* Roxb. (তোপচিনি)



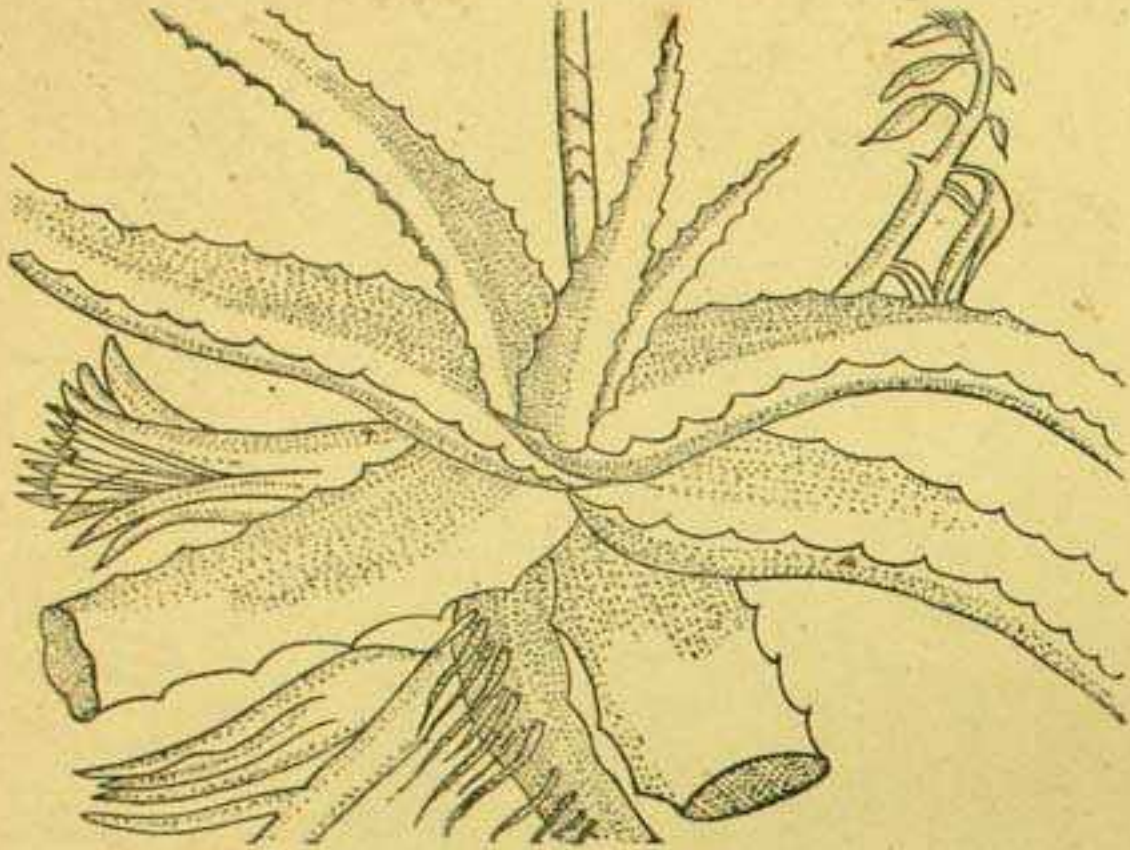
602. *Smilax lanceaefolia* Roxb. (শুটিয়া-সাকচিনী)



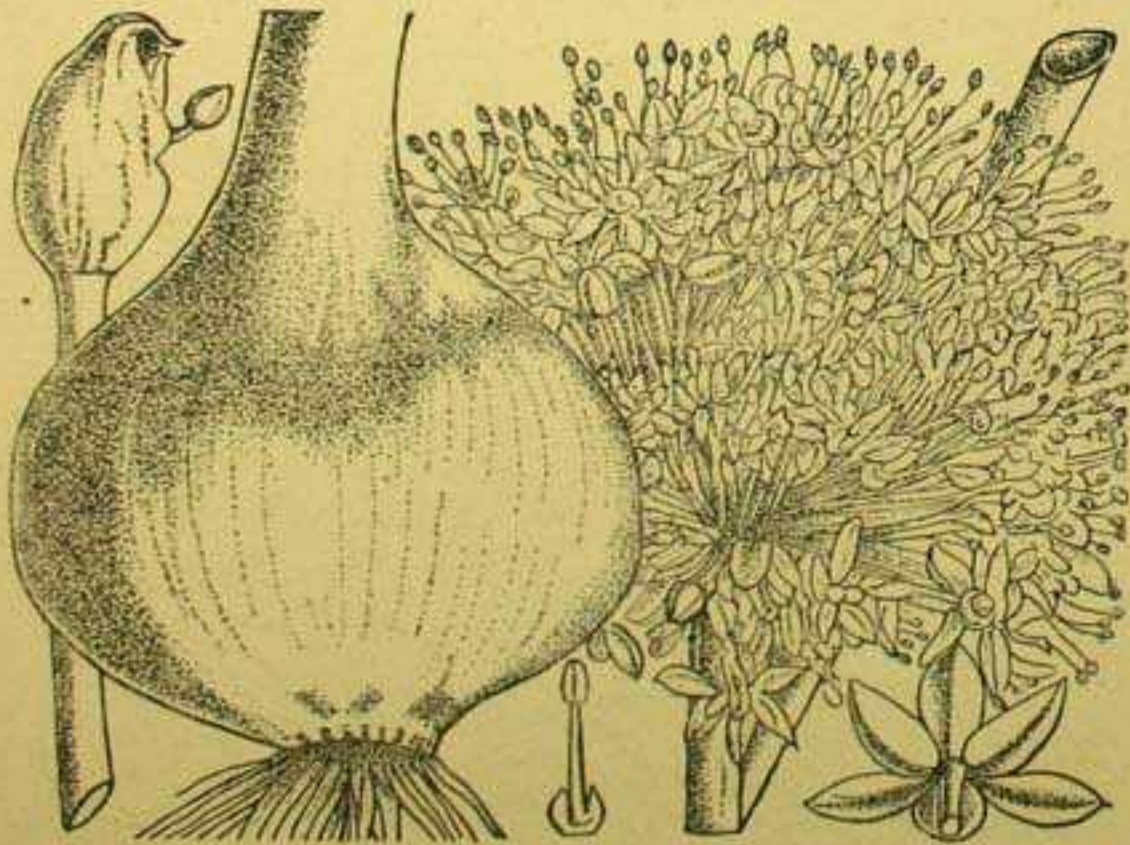
603. *Smilax macrophylla* Roxb. (কুমারিকা)



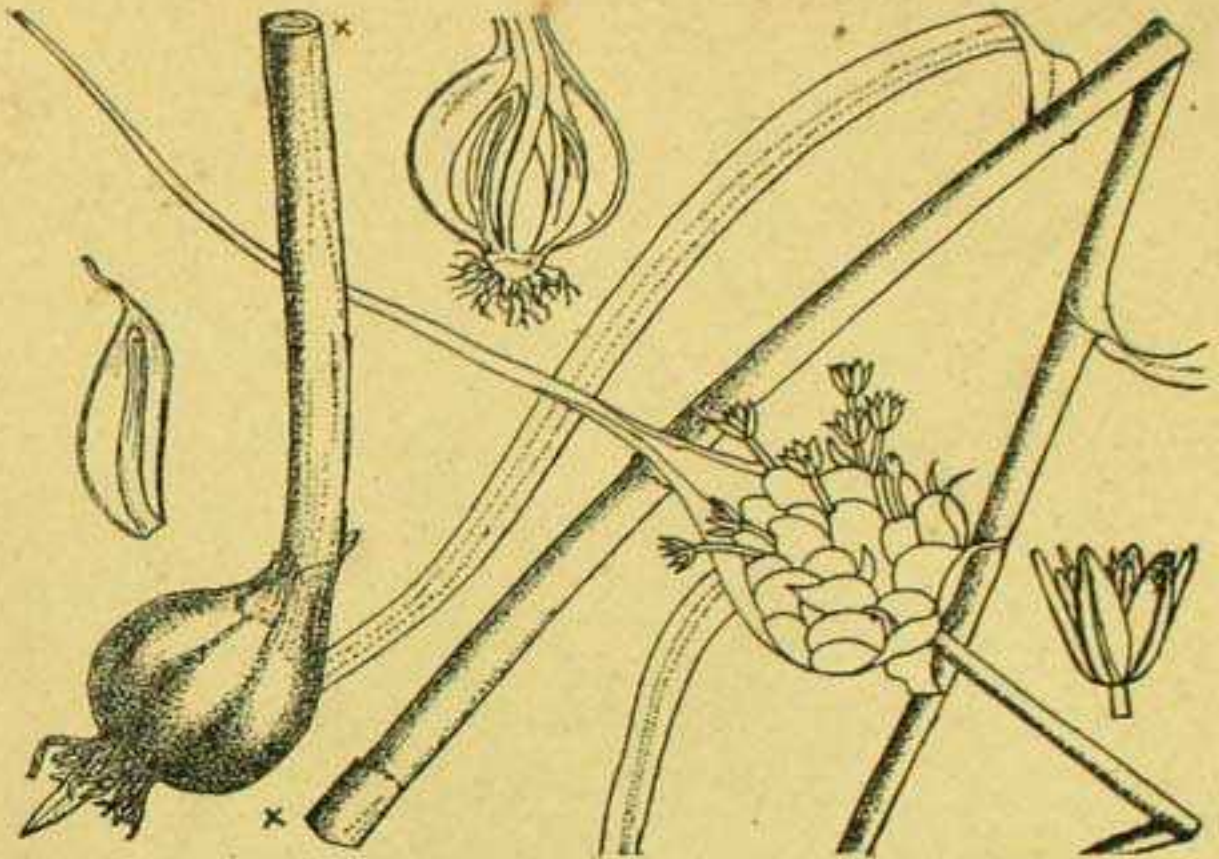
604. *Asparagus racemosus* Willd. (শতমূলী)



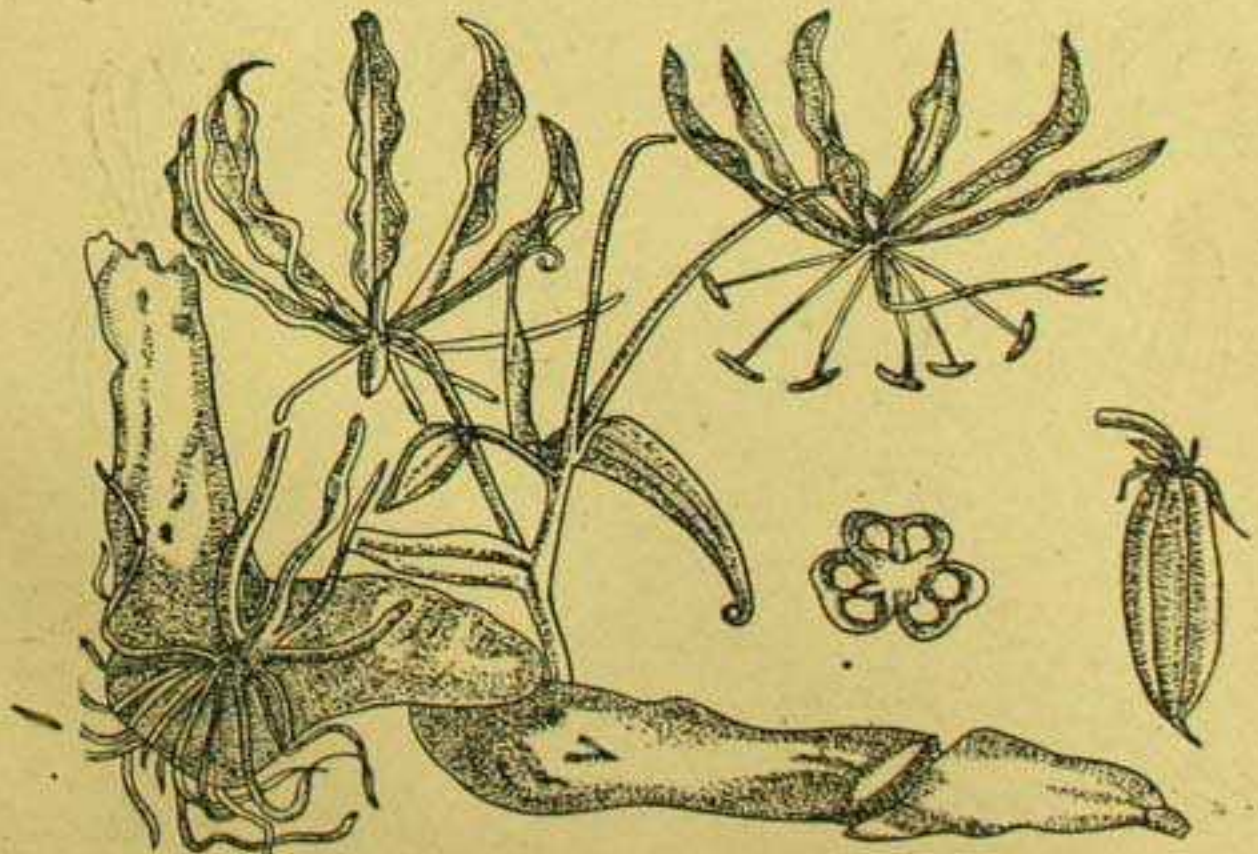
605. Aloe Vera Linn. (দ্বতকুমারী)



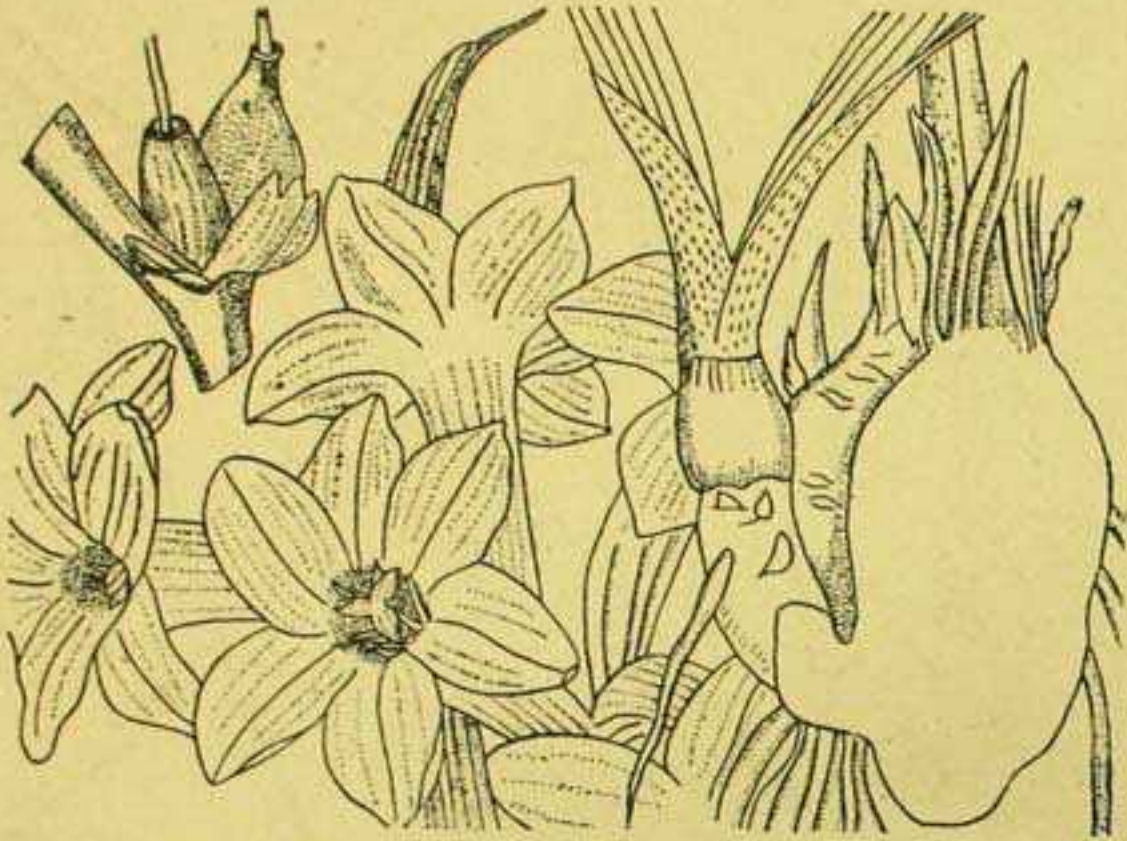
606. Allium cepa Linn. (পেঁয়াজ)



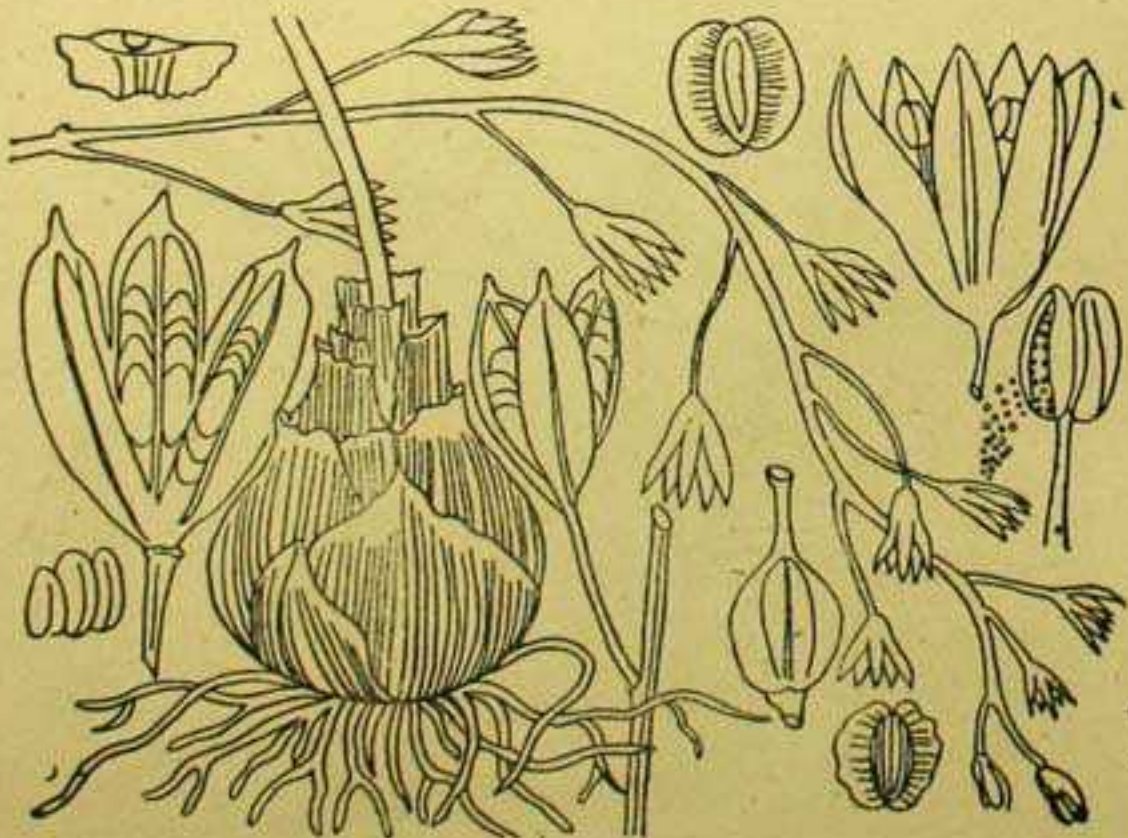
607. *Allium sativum* Linn. (রসুন)



608. *Gloriosa superba* Linn. (লাজলিকা)

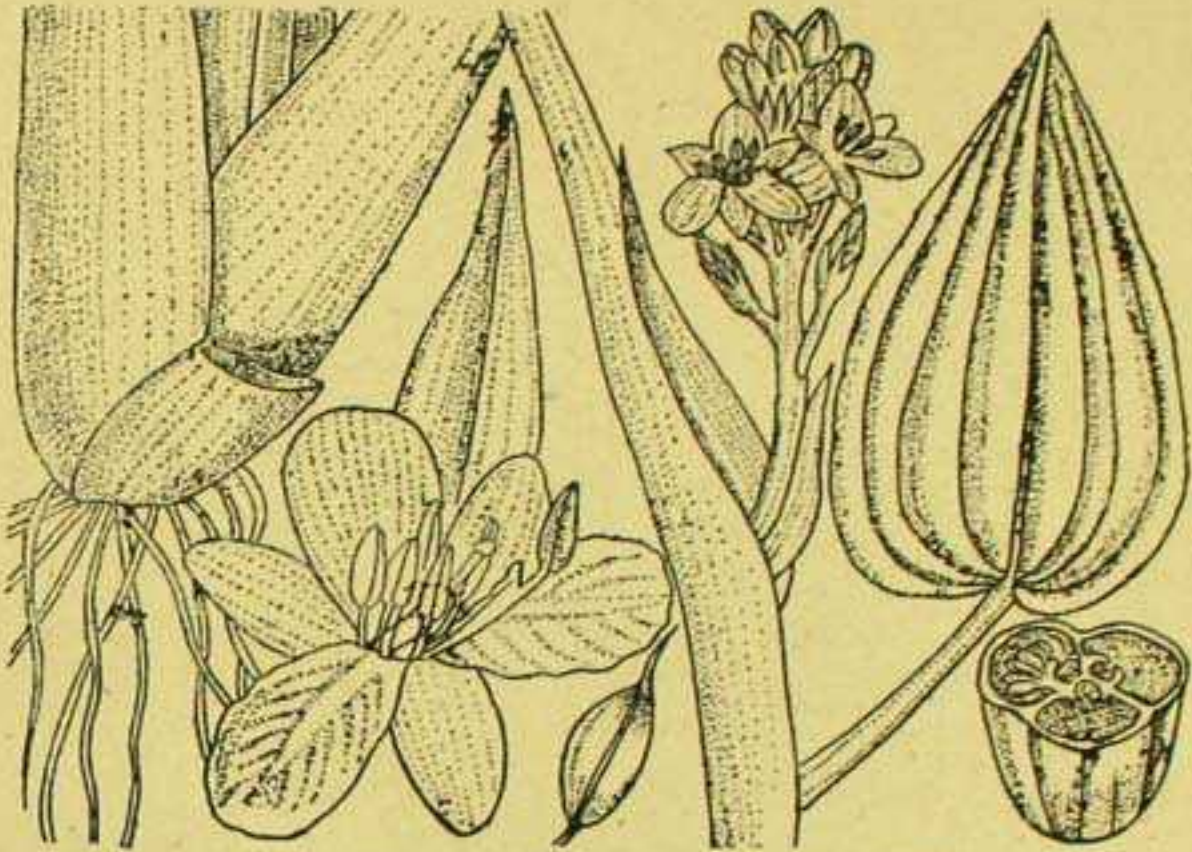


609. *Polianthes tuberosa* Linn. (রজনীগন্ধা)

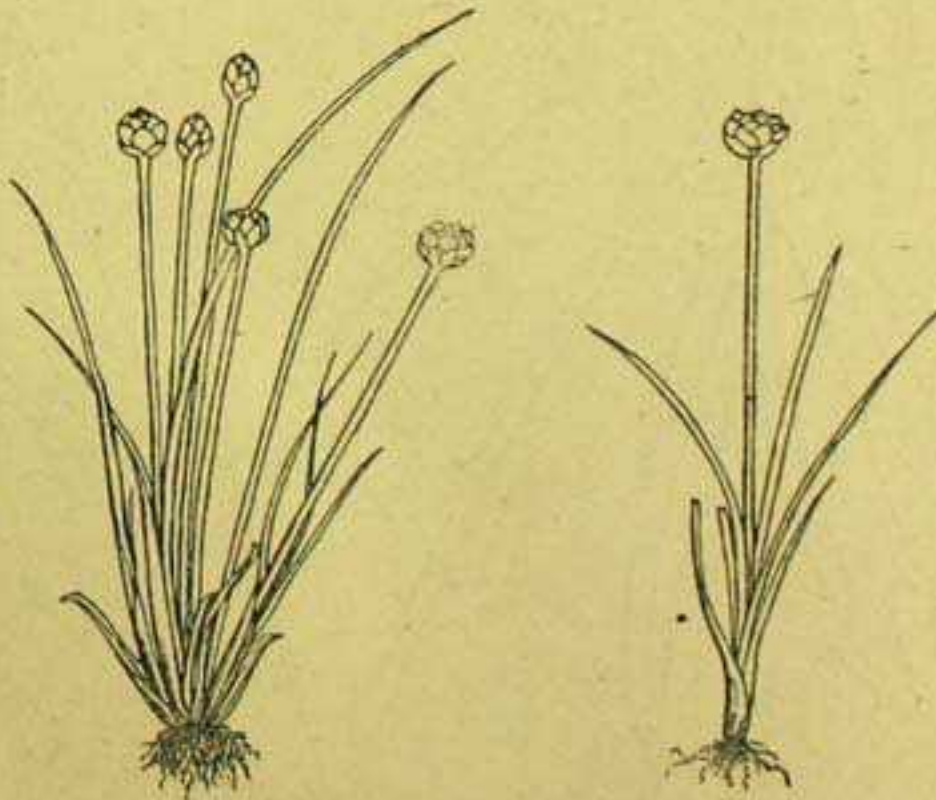


610. *Urginea indica* Kunth. (বনপেঁয়াজ)

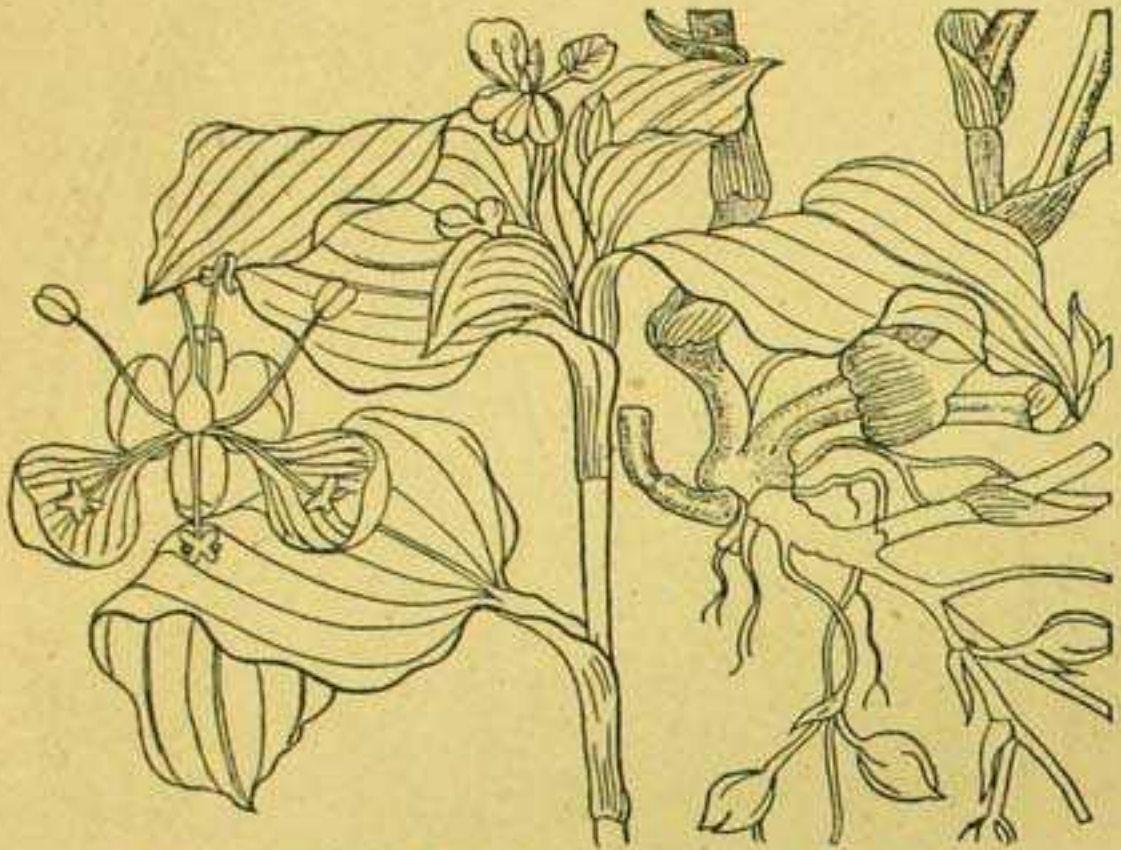
ভারতীয় বন্যোষধি



611. *Monochoria vaginalis* Presl. (মুখা)



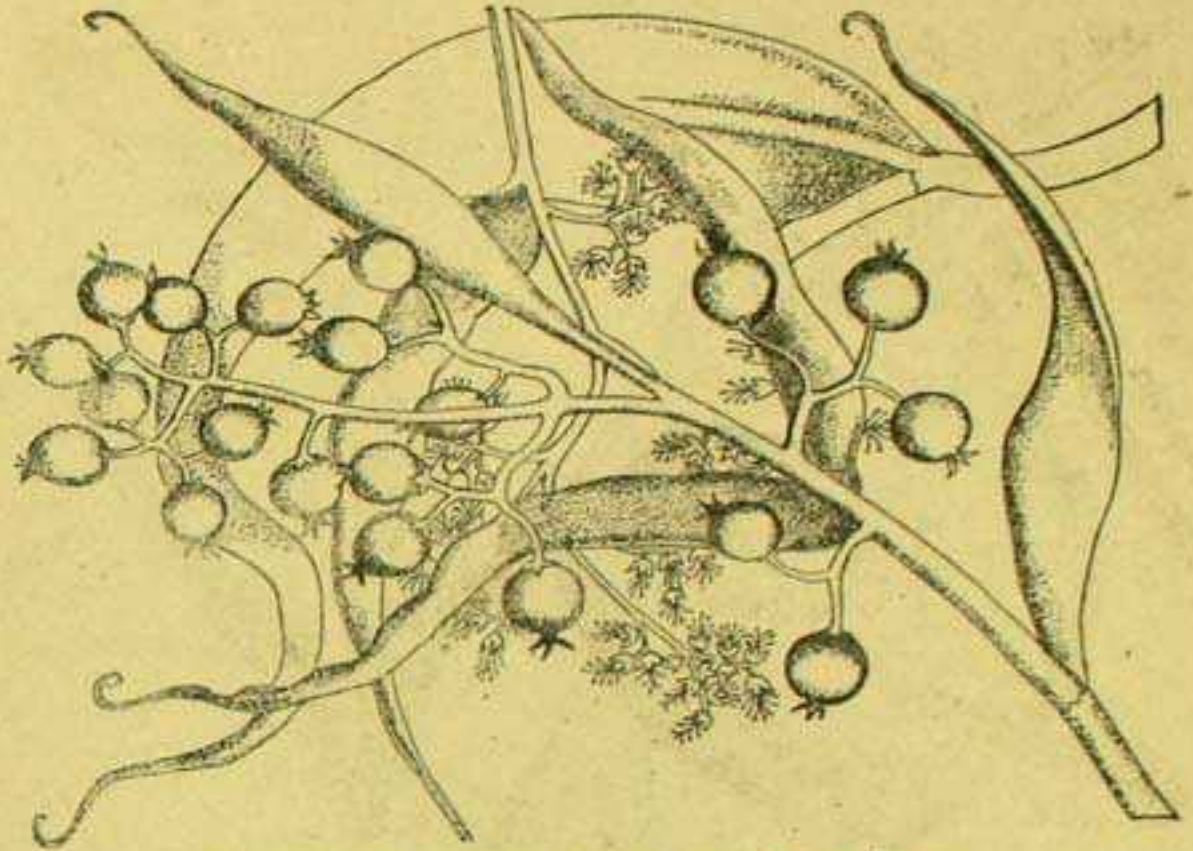
612. *Xyris pauciflora* Willd. (দাবিছবি)



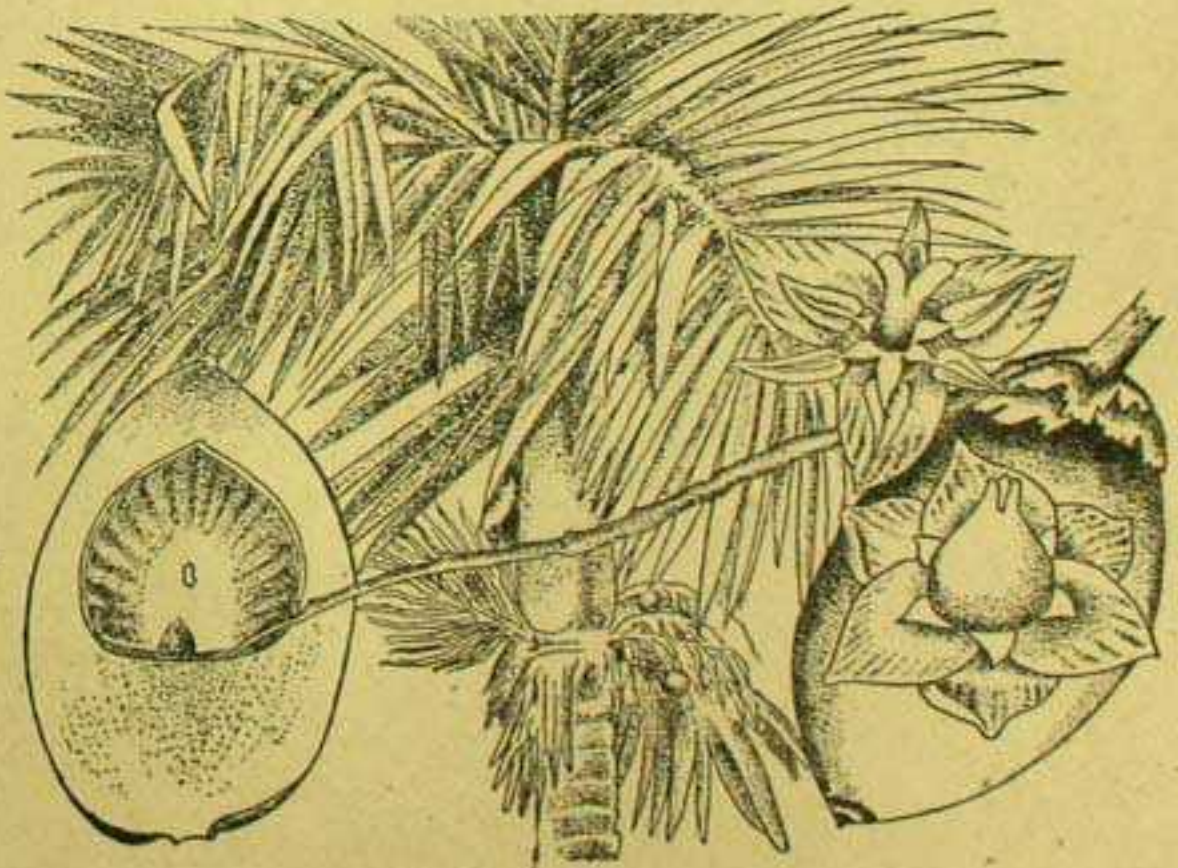
613. *Commelina benghalensis* Linn. (কানছিড়ে)



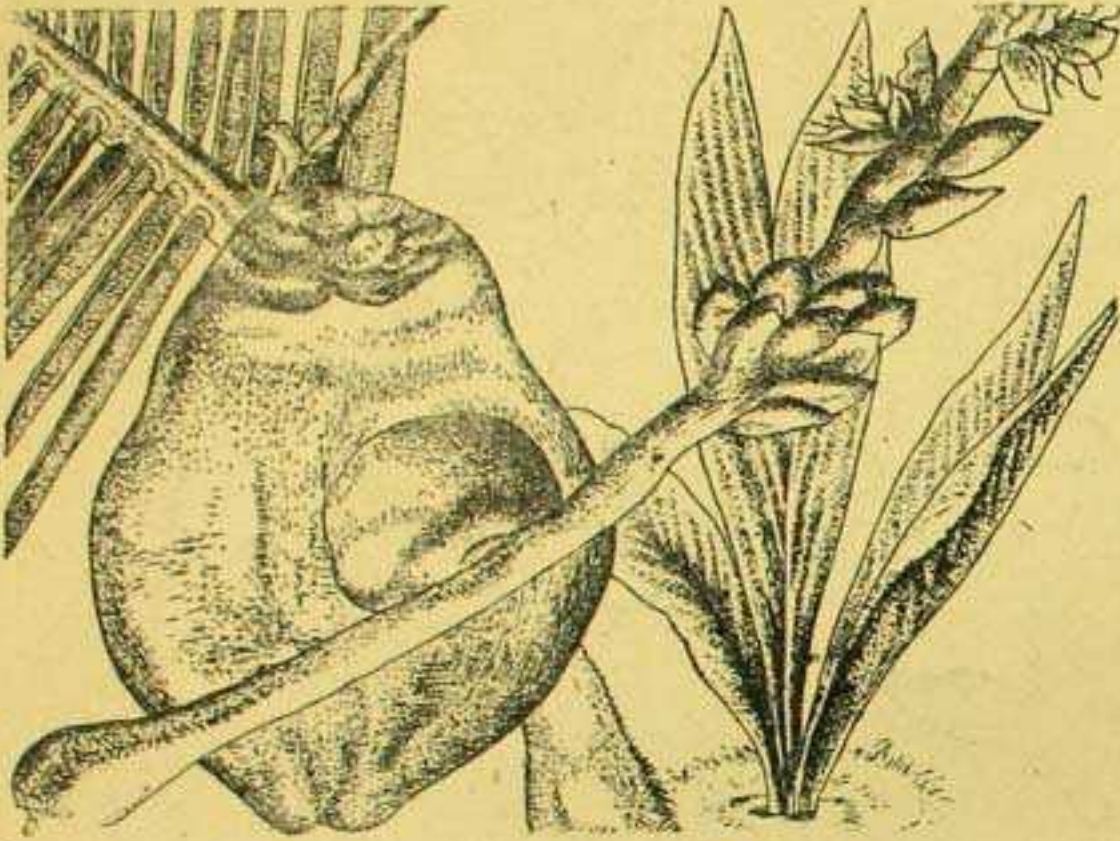
614. *Aneilema scapiflorum* Wight. (কুরেলী)



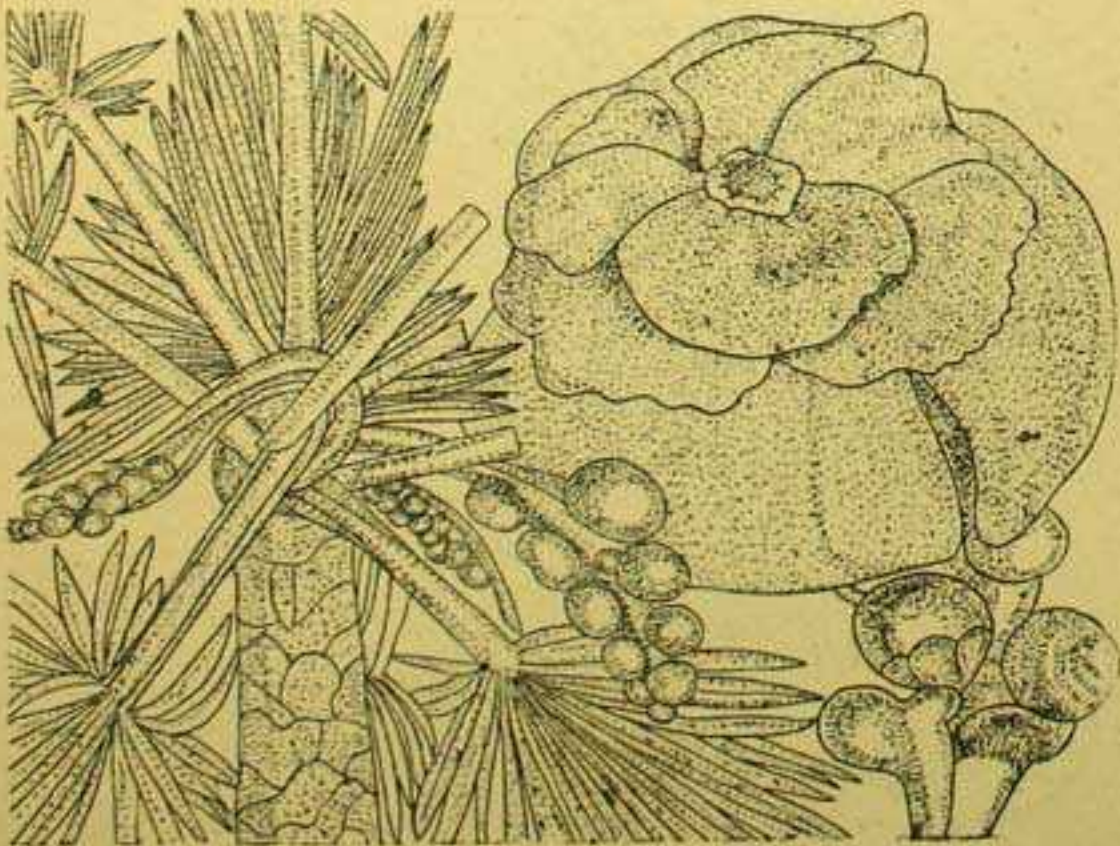
615. *Flagellaria indica* Linn. (বনচাঁদ)



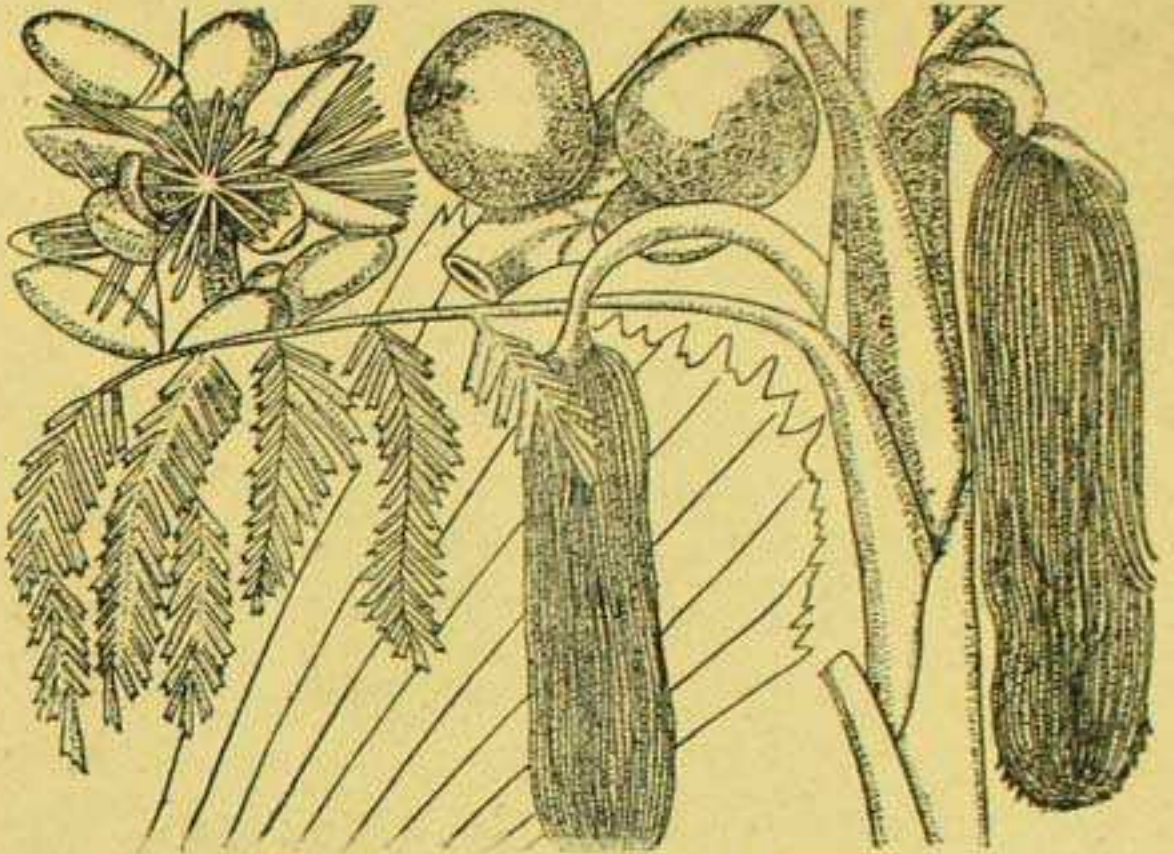
616. *Areca Catechu* Linn. (স্থপারি)



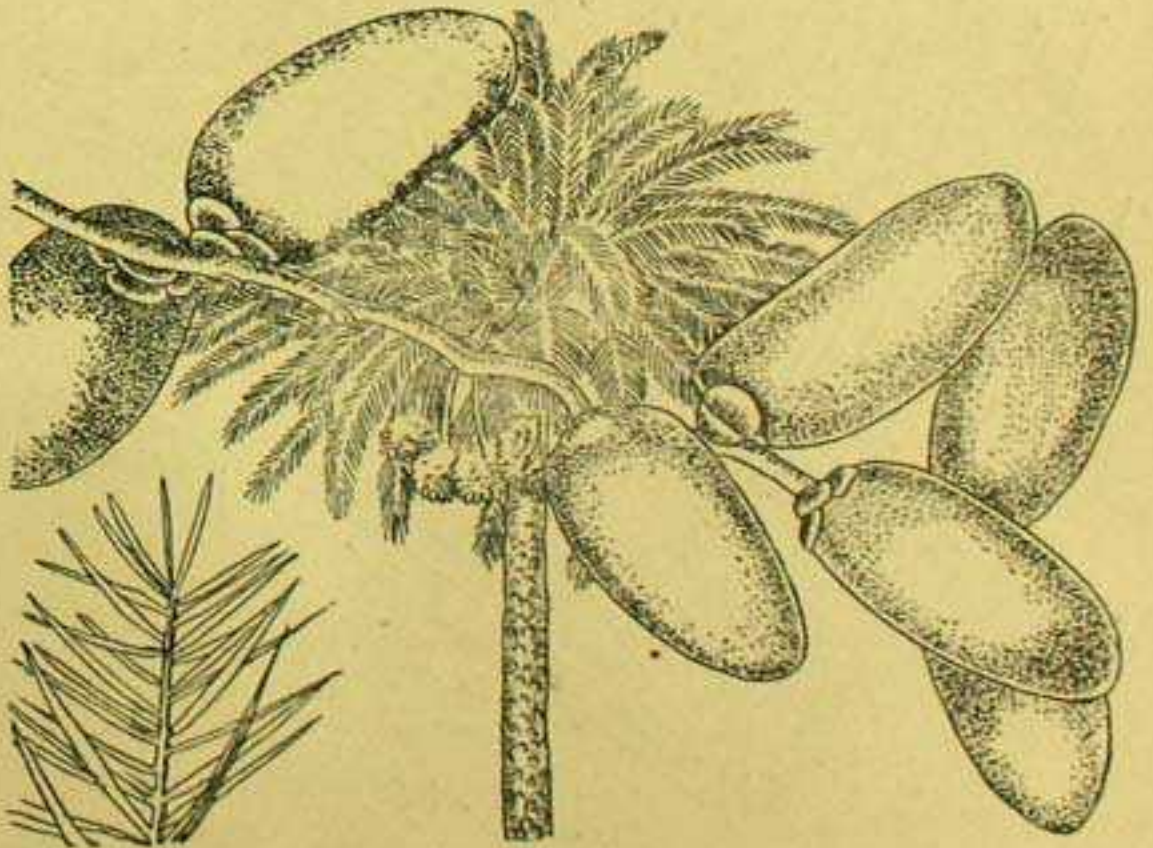
617. *Cocos nucifera* Linn. (নারিকেল)



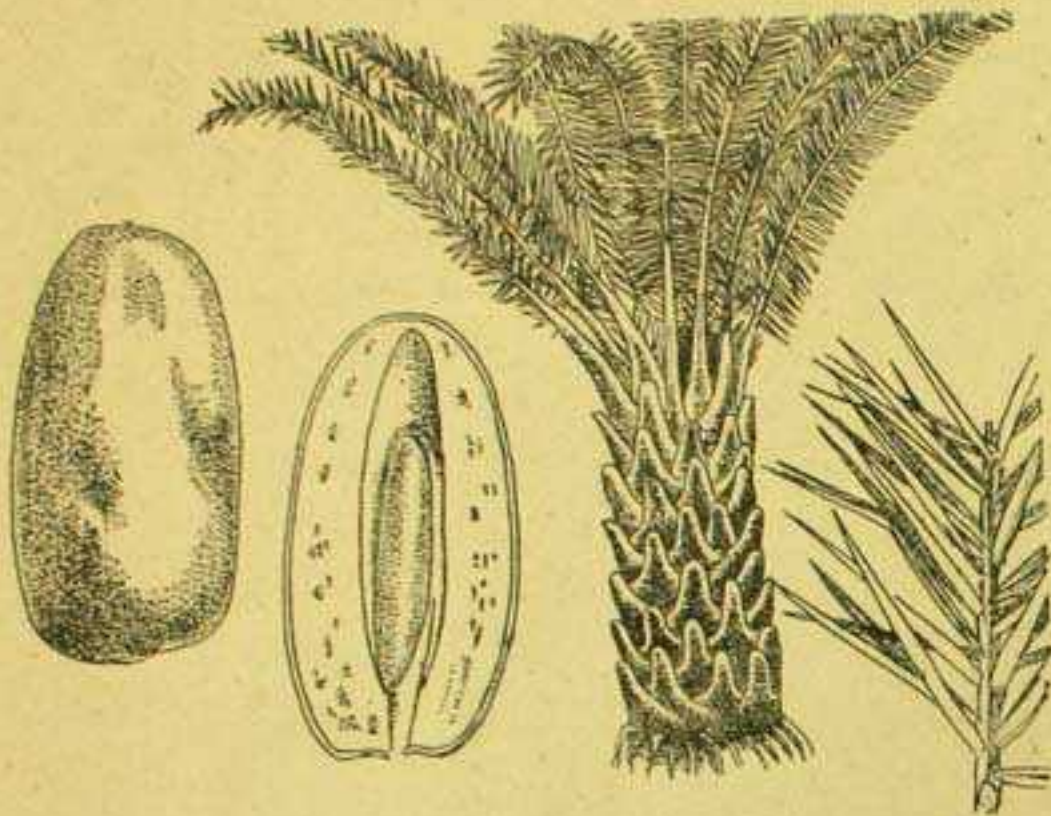
618. *Borassus flabellifer* Linn. (তাল)



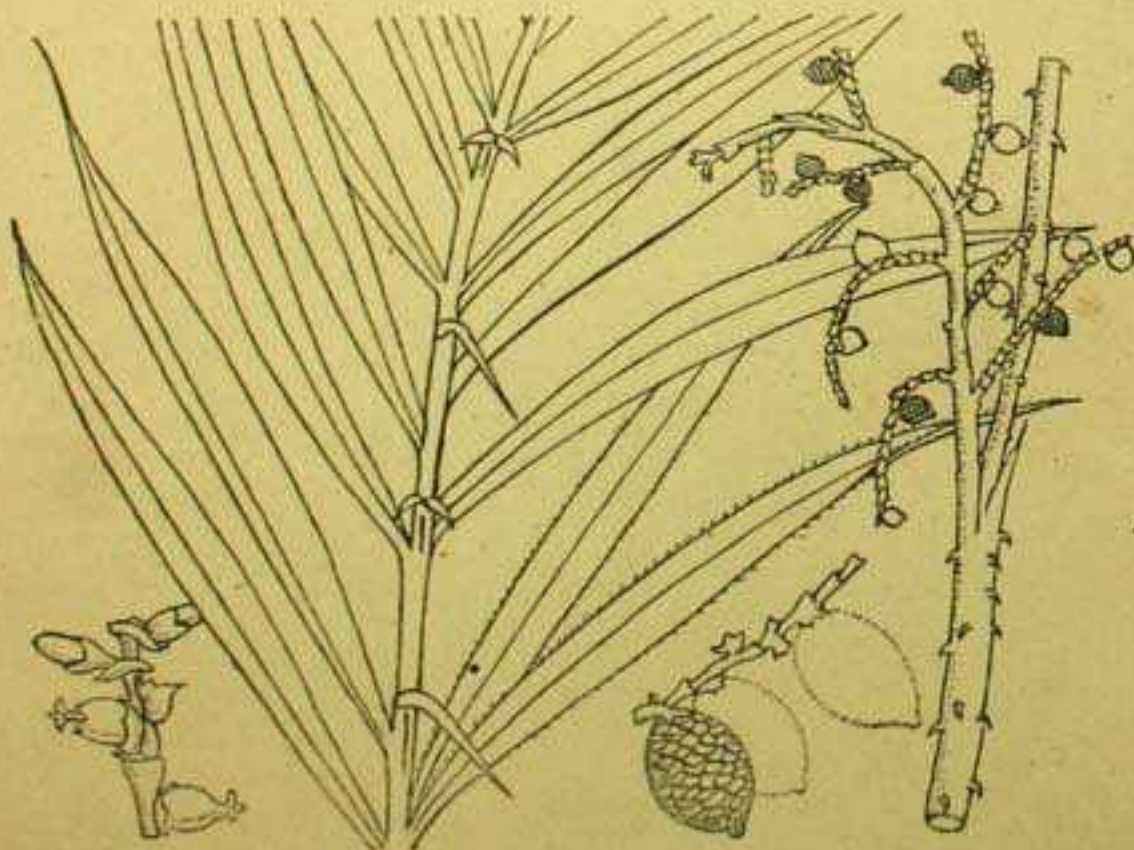
619. *Caryota urens* Linn. (গোলসাগু)



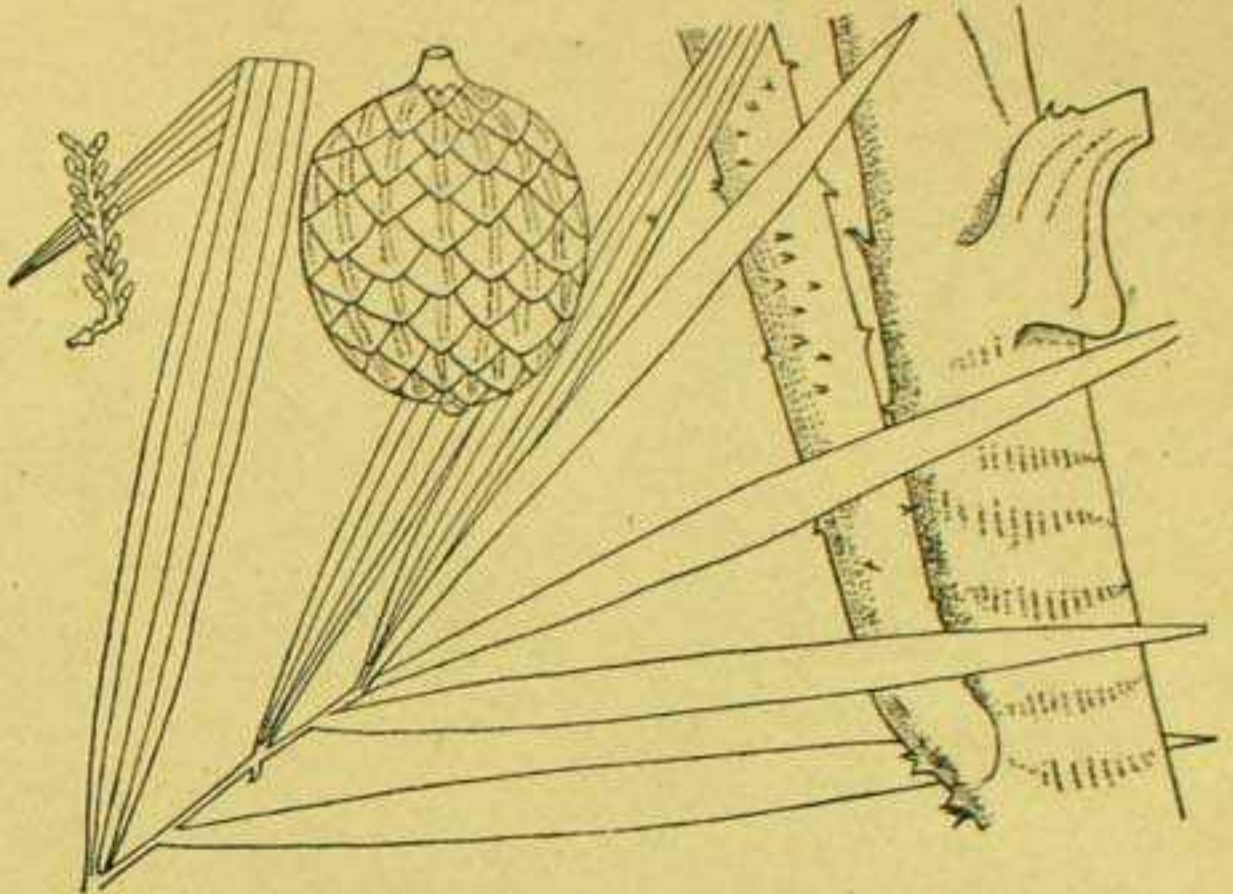
620. *Phoenix sylvestris* Roxb. (খেজুর)



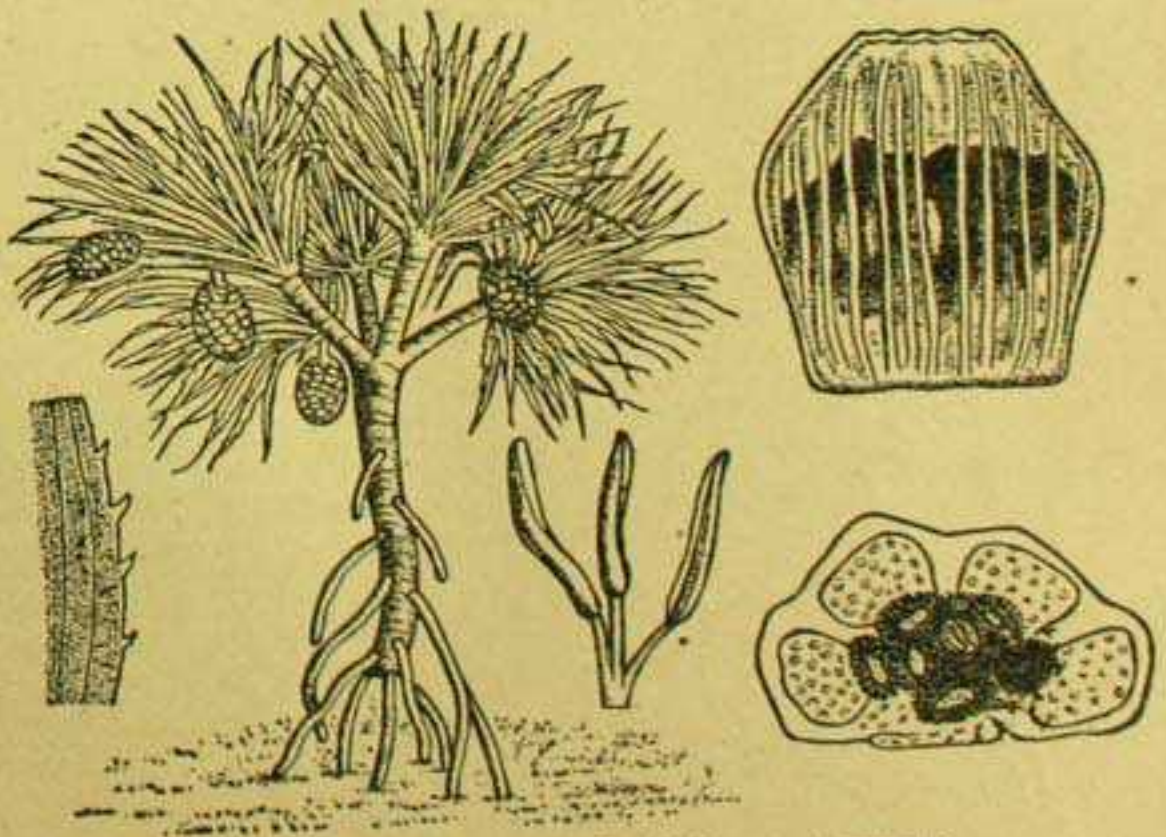
621. *Phoenix dactylifera* Linn. (পিণ্ড খেজুর)



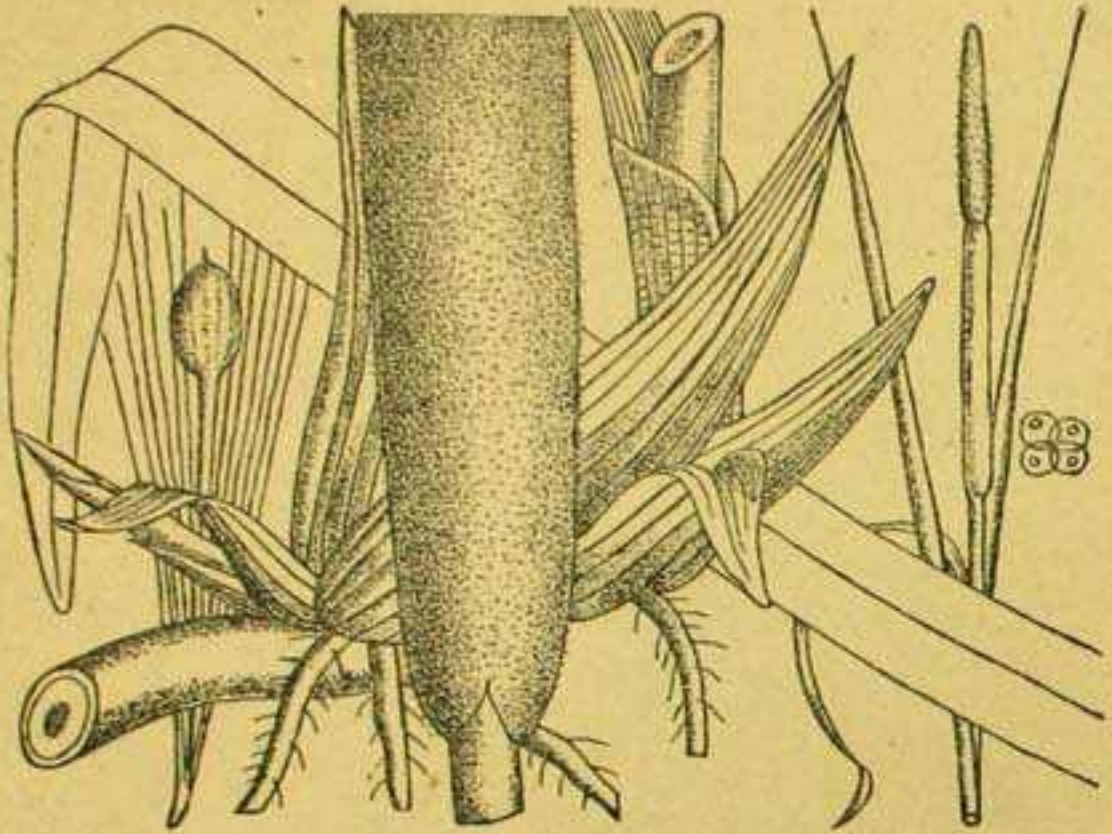
622. *Calamus viminalis* Willd. (বড়বেত)



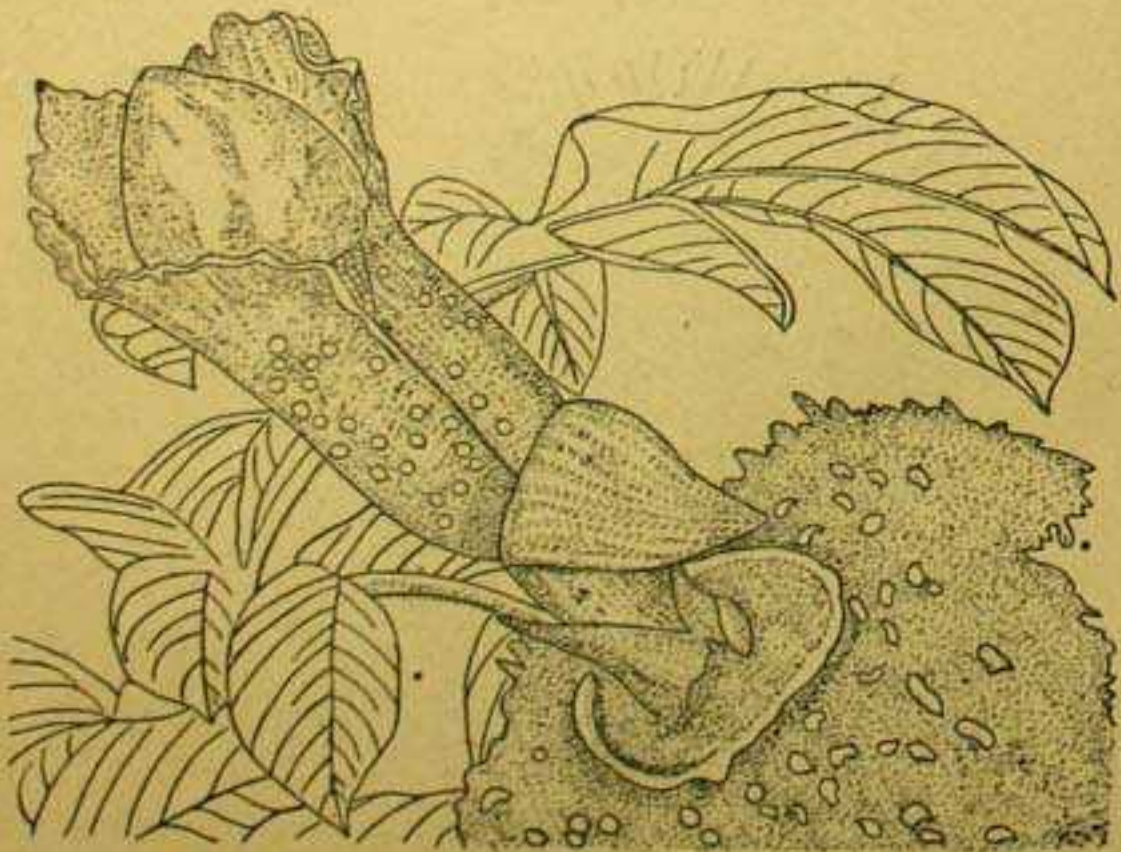
623. *Calamus tenuis* Roxb. (ছাঁচিবেত)



624. *Pandanus fascicularis* Lam. (কেয়া)

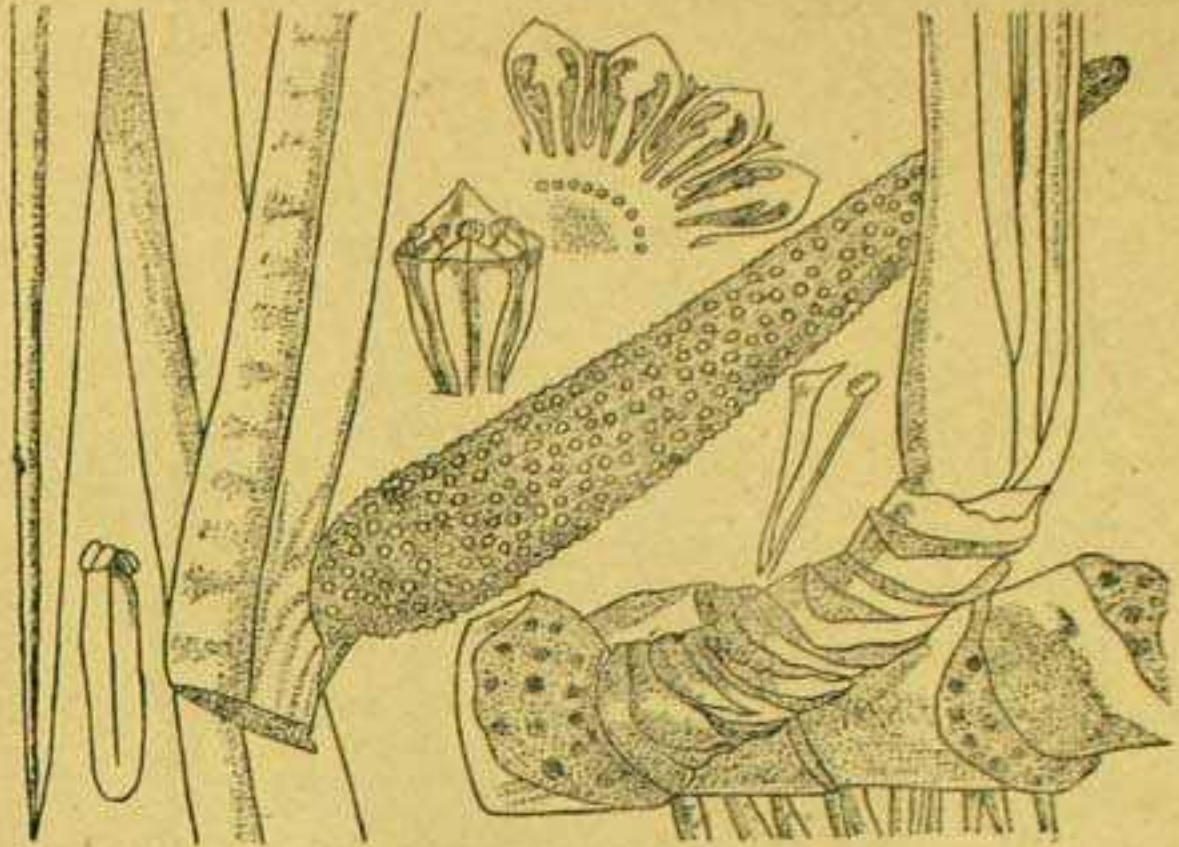


625. *Typha elephantina* Roxb. (হোগলা)

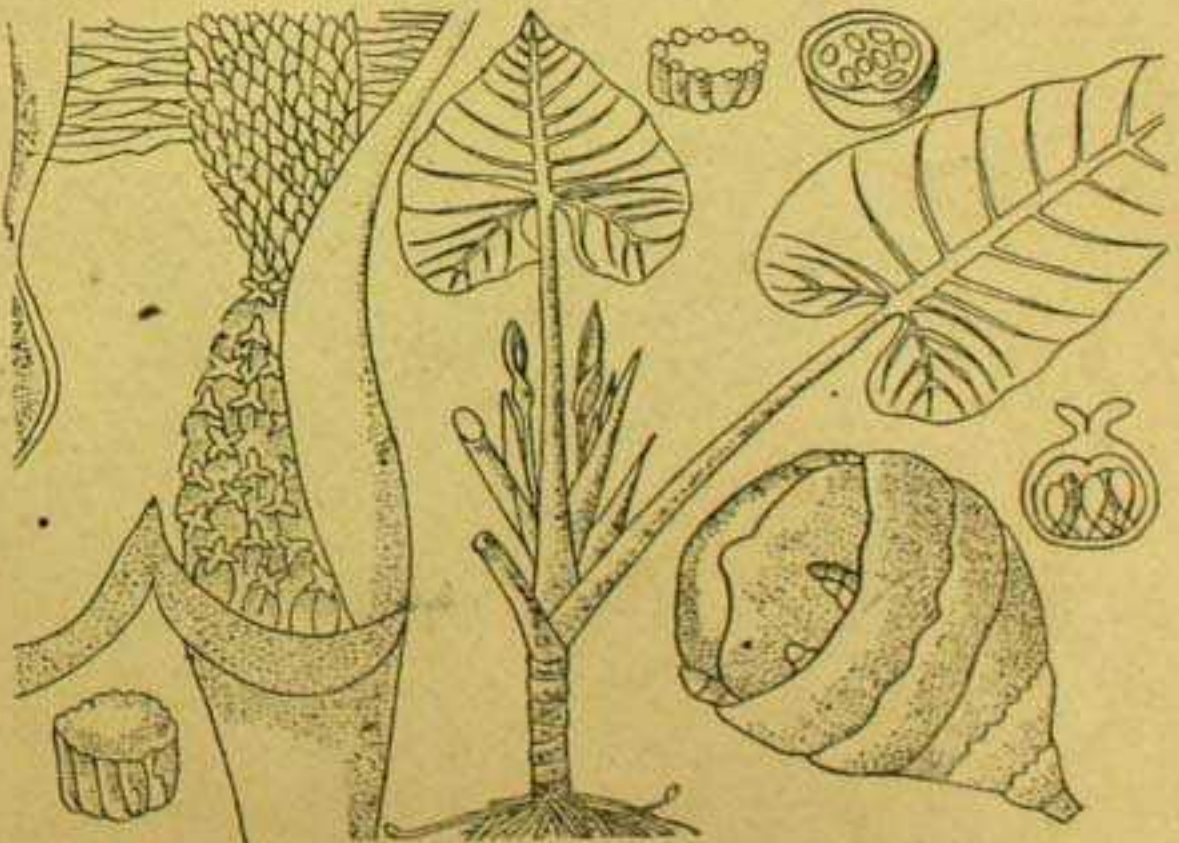


626. *Amorphophalus campanulatus* Bl. (ওল)

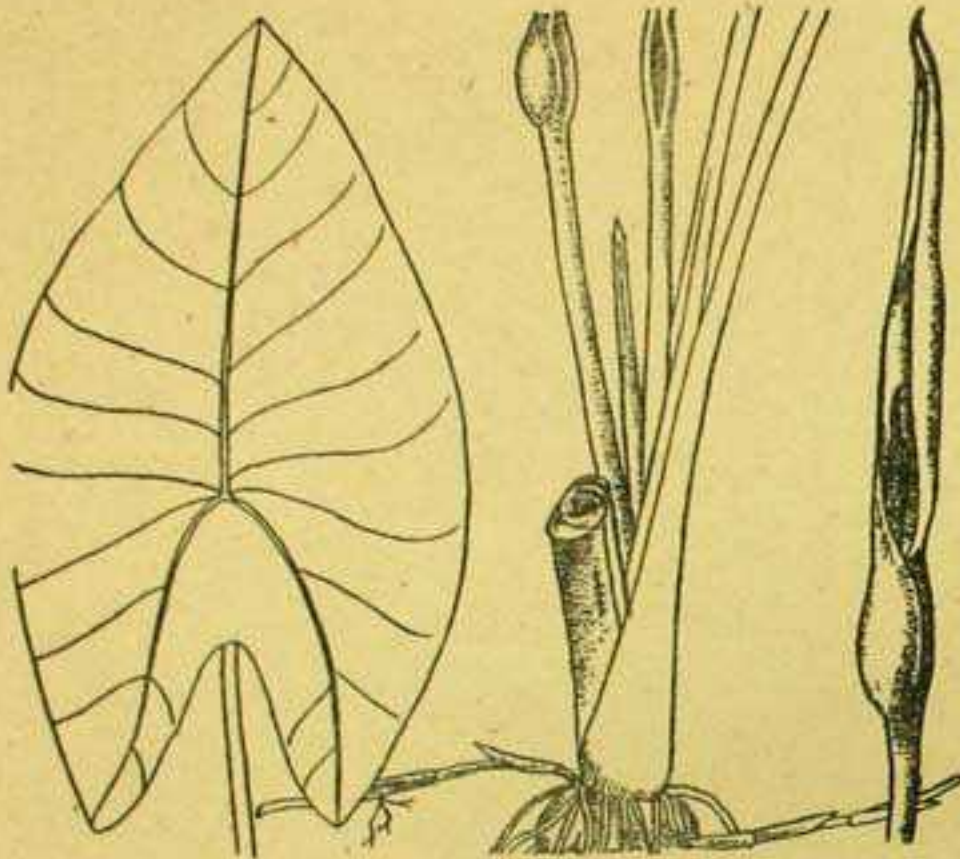
ভারতীয় বনৌষধি



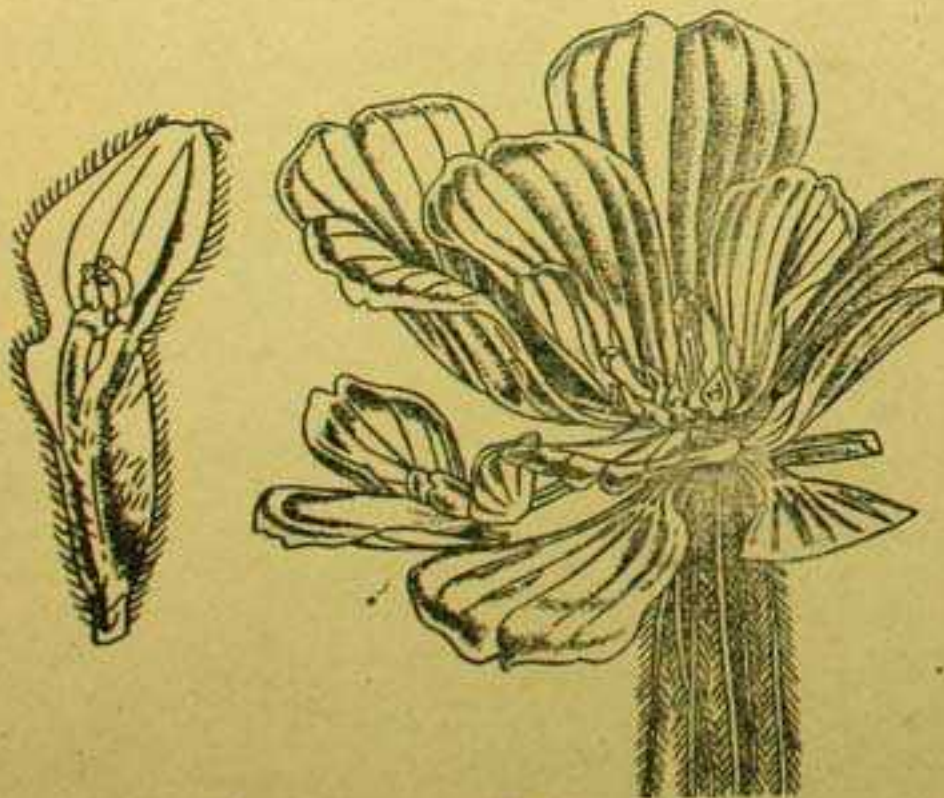
627. *Acorus calamus* Linn. (ঘোড়াবচ বা খেতবচ)



628. *Alocasia indica* Schott. (মানিকচূ)



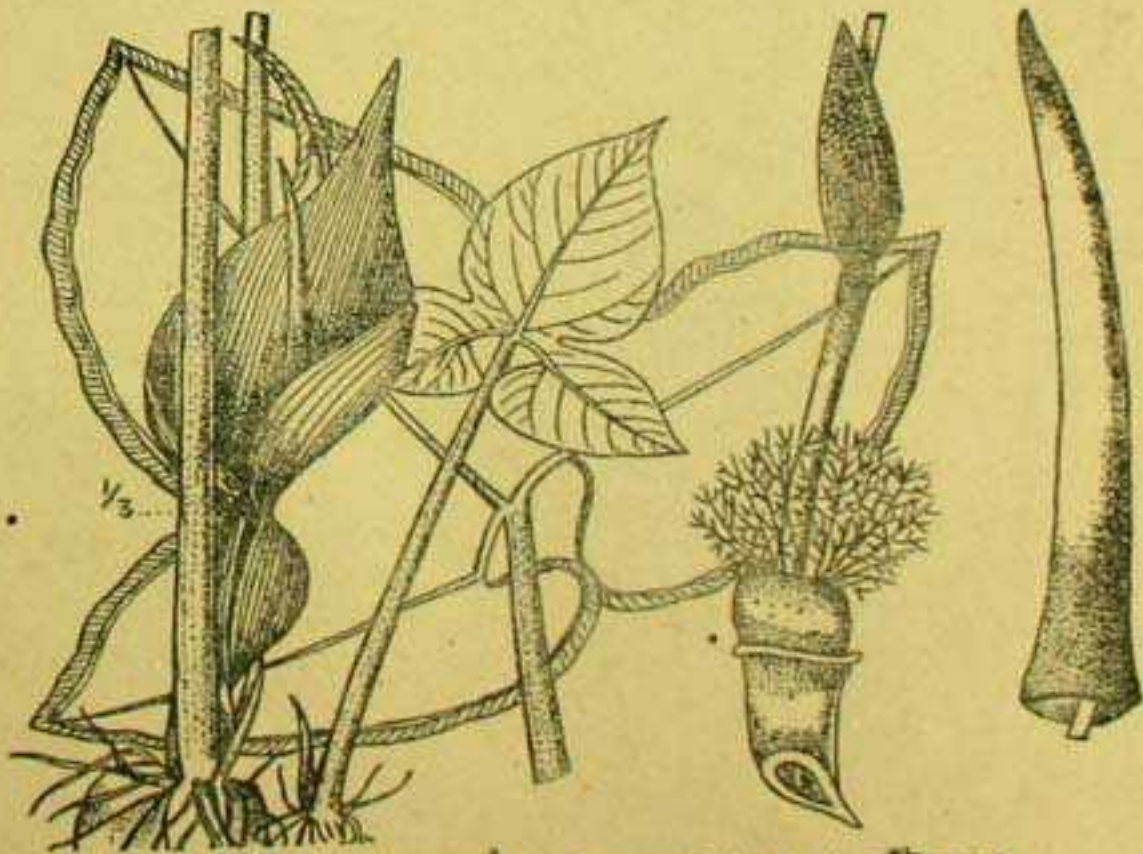
629. *Colocasia antiquorum* Schott. (কচু)



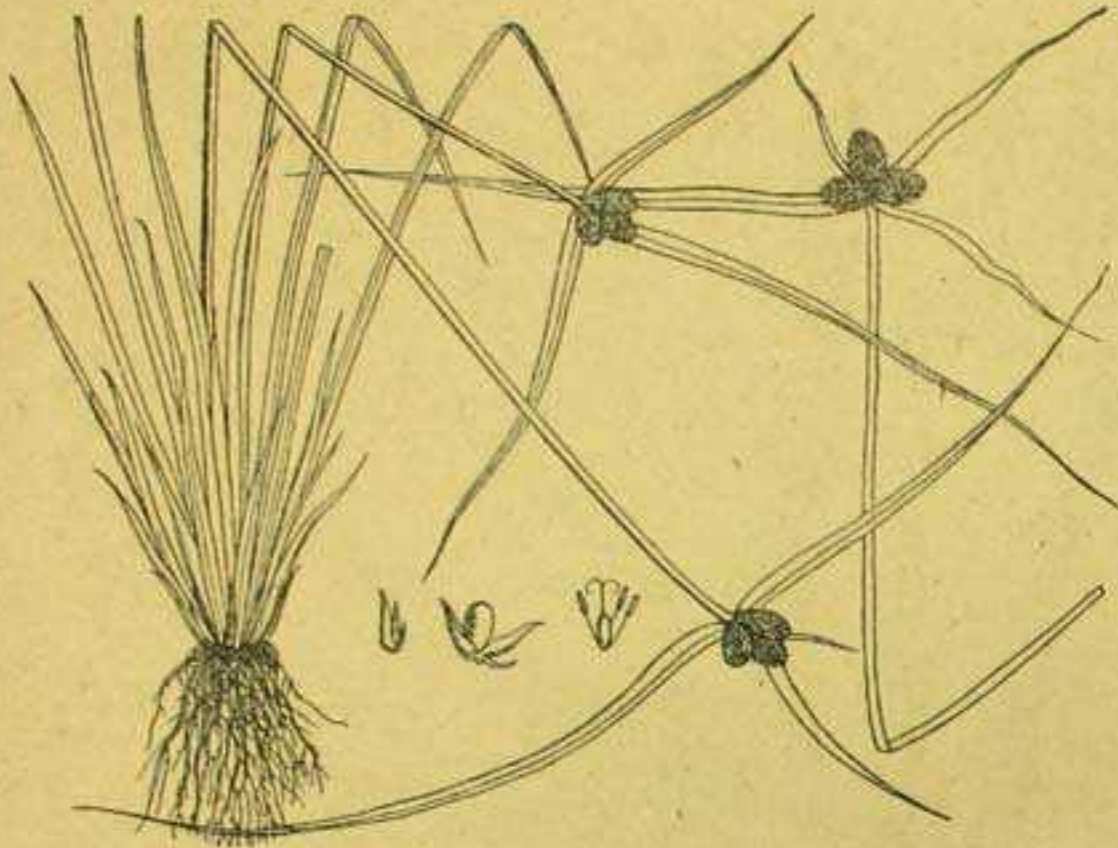
630. *Pistia stratiotes* Linn. (ঢোকাপান)



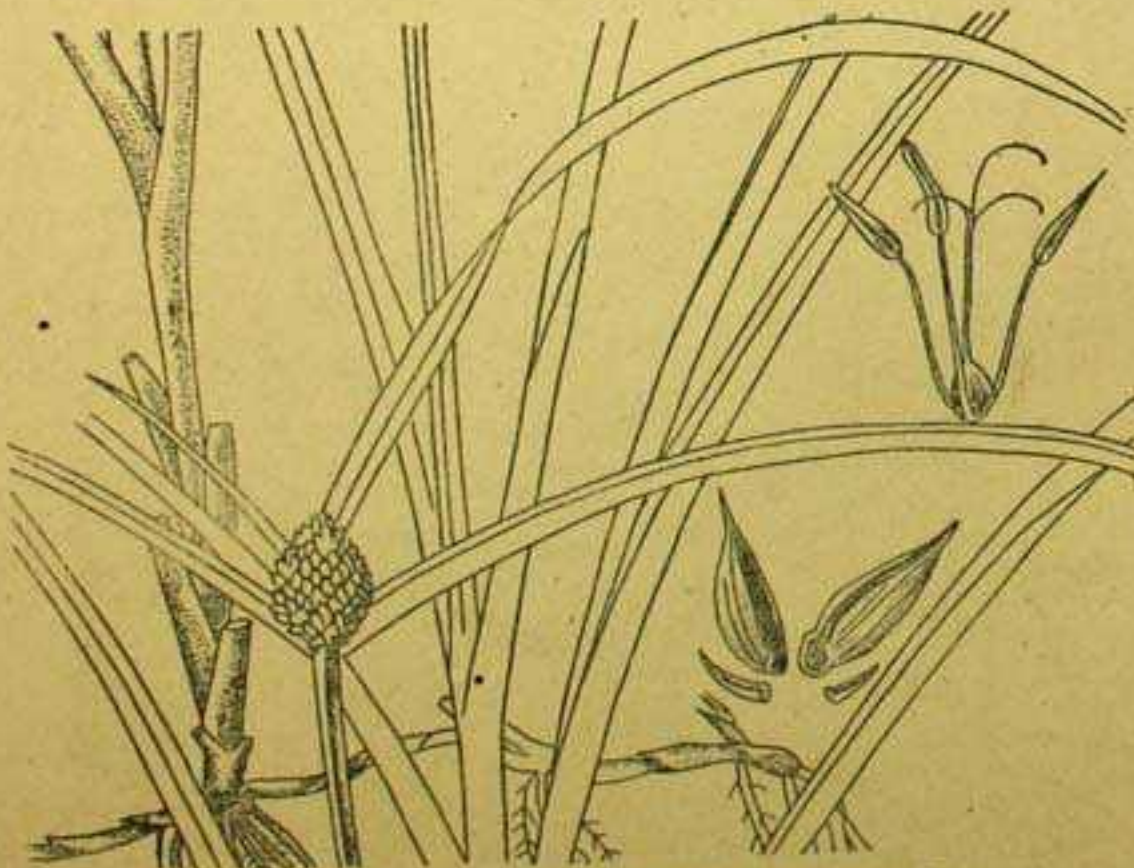
631. *Seindapsus officinalis* Schott. (গজপিপুল)



632. *Typhonium trilobatum* Schott. (ঘেটকচু)



633. *Kyllinga triceps* Rottb. (খৈতগোথুবি)

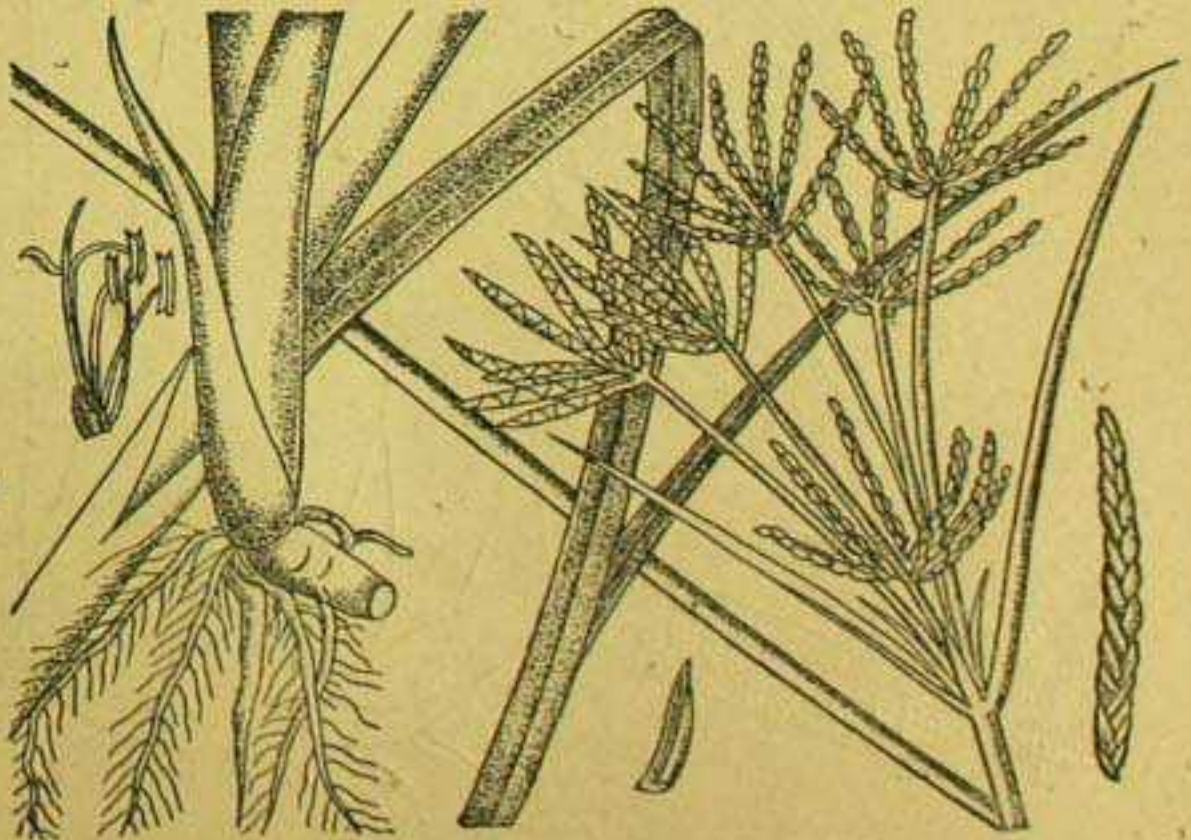


634. *Kyllinga monocephala* Rottb. (গোথুবি)

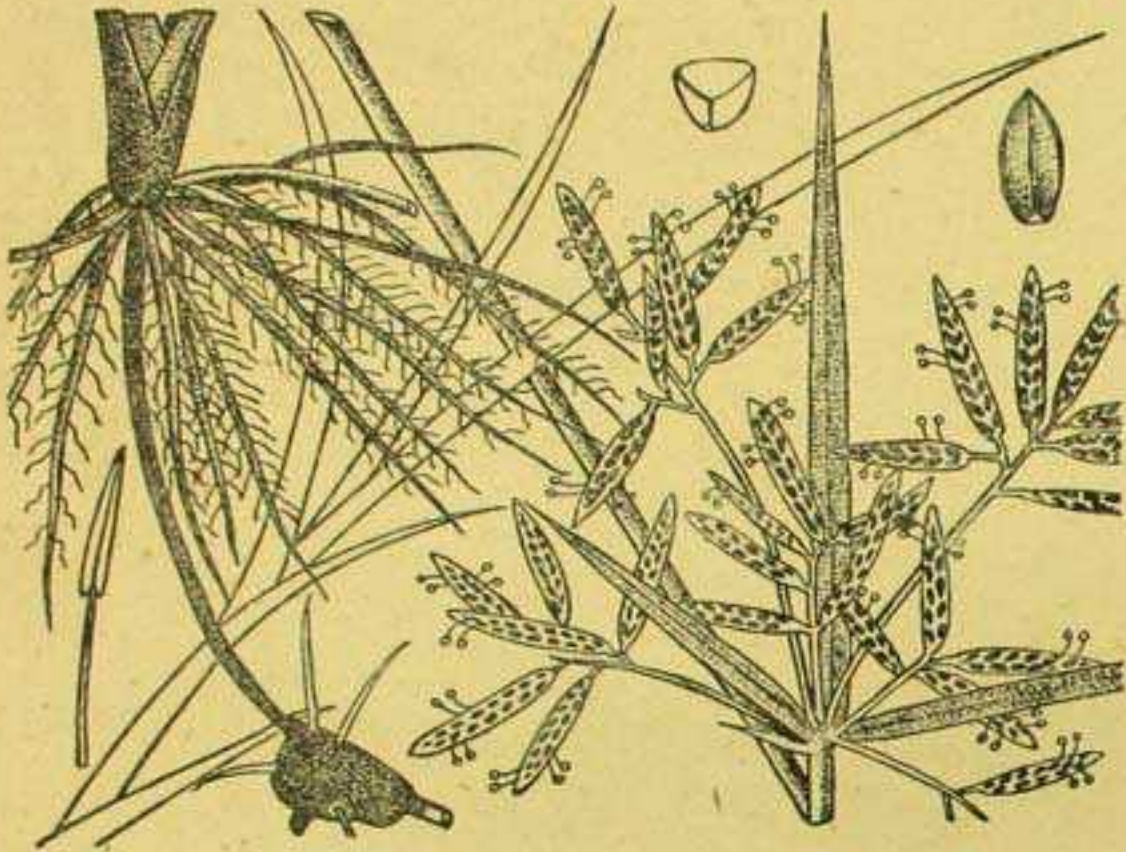
ভারতীয় বন্যোষধি



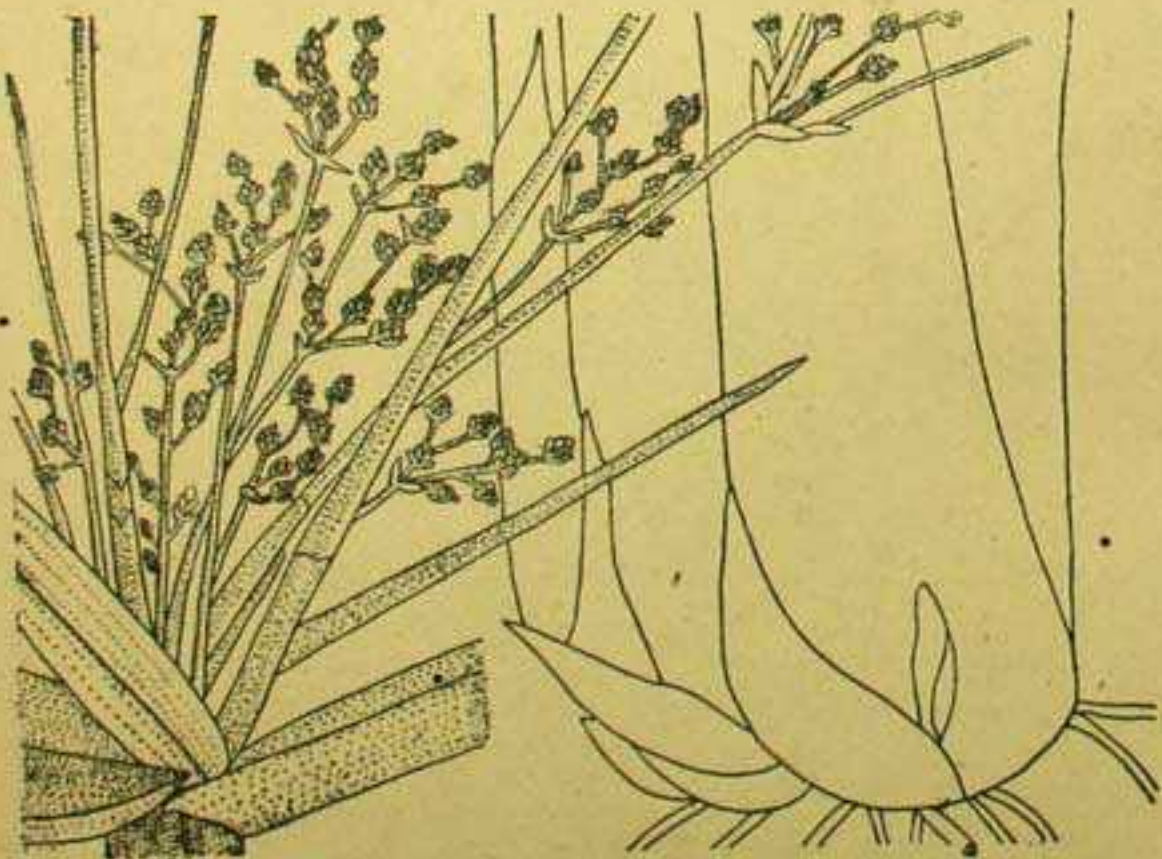
635. *Juncellus inundatus* Clarke. (পাতি)



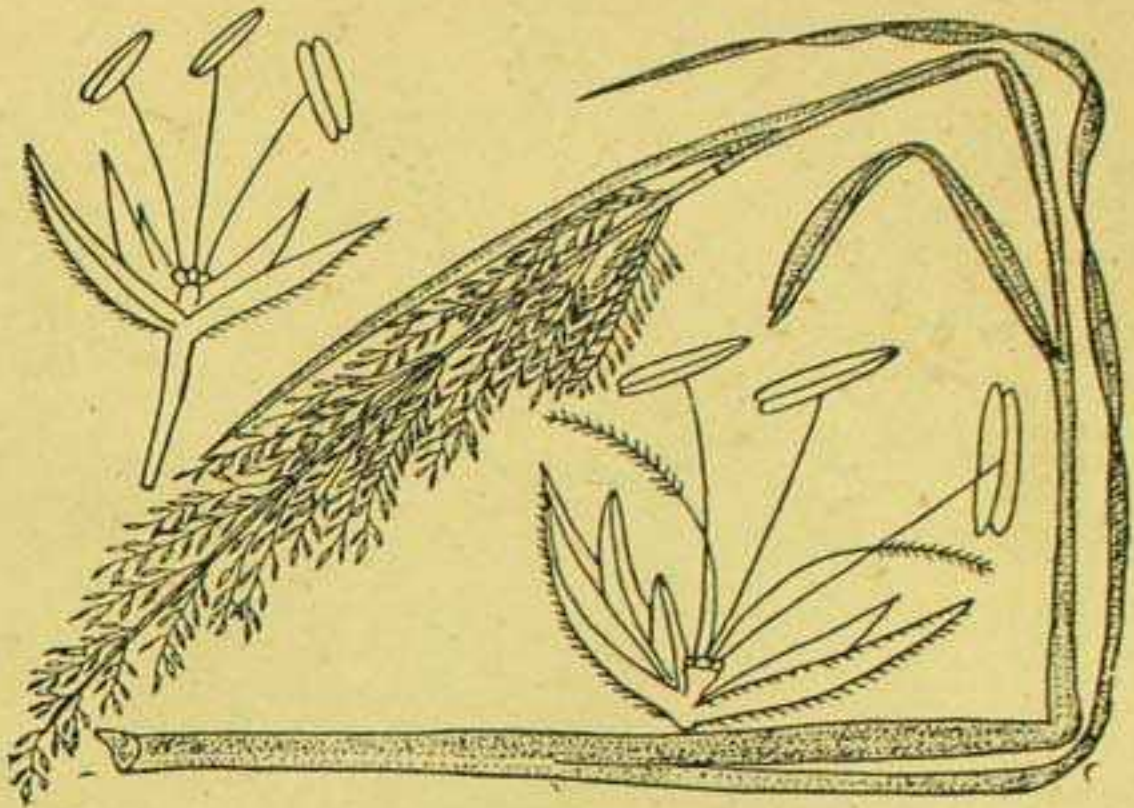
636. *Cyperus scariosus* R. Br. (নাগরমুখা)



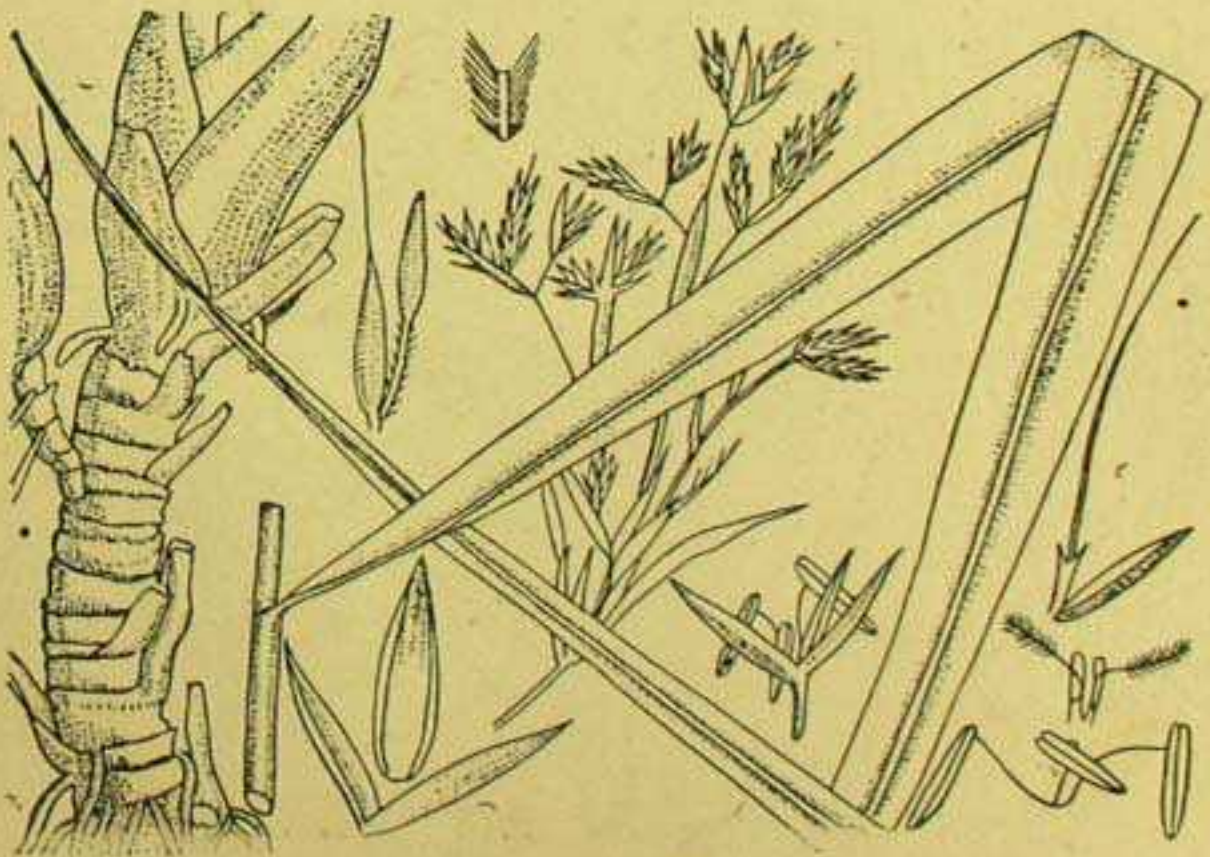
637. *Cyperus rotundus* Linn. (মুখা)



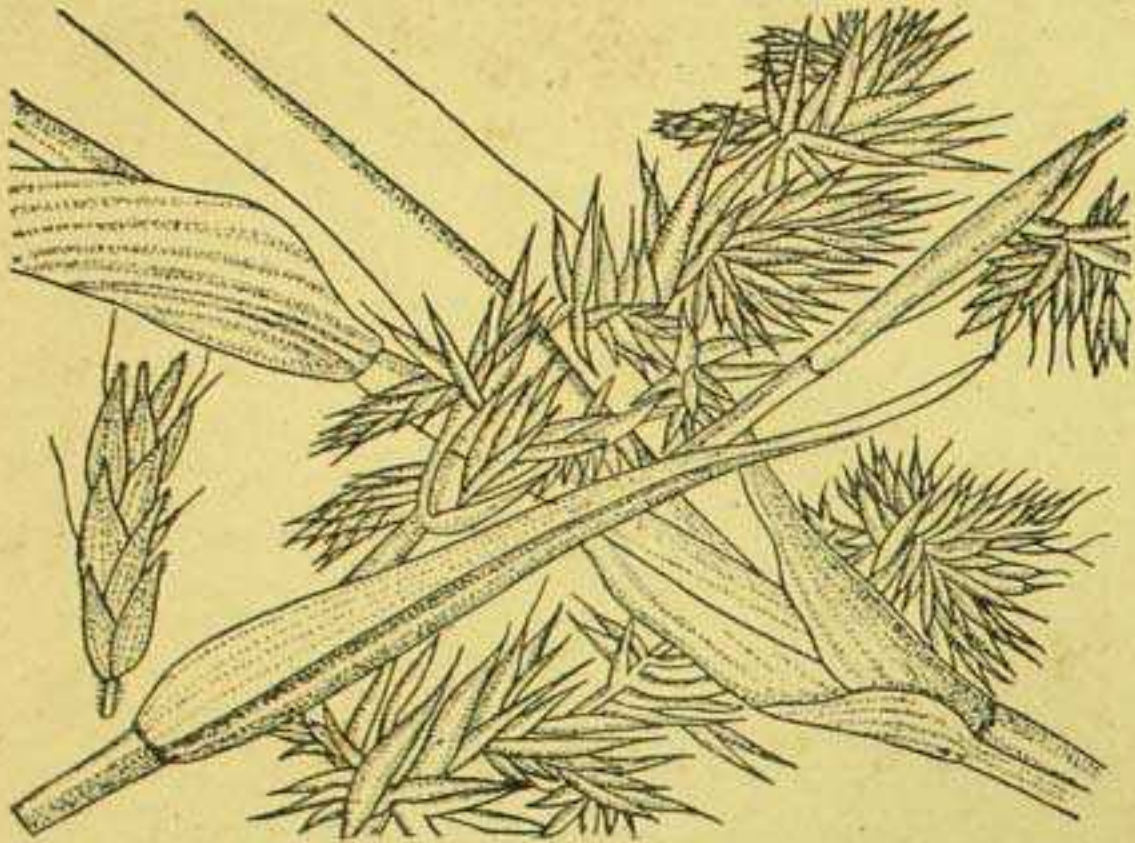
638. *Scirpus grossus* Linn. (কেশর)



639. *Andropogon squarrosus* Linn. (বেনা, থসথস)



640. *Andropogon nardus* Linn. (গন্ধবেনা)

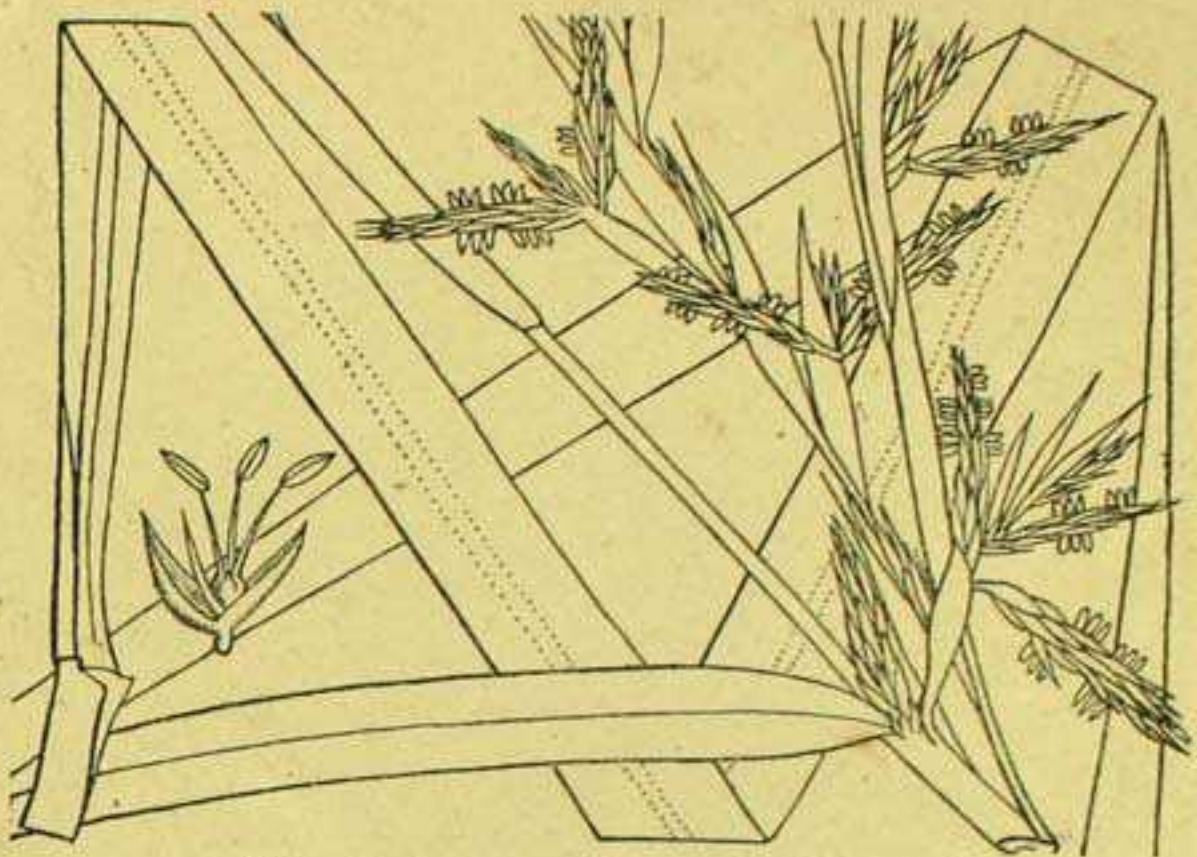


641. *Andropogon schoenanthus* Linn. (অগাধাস)

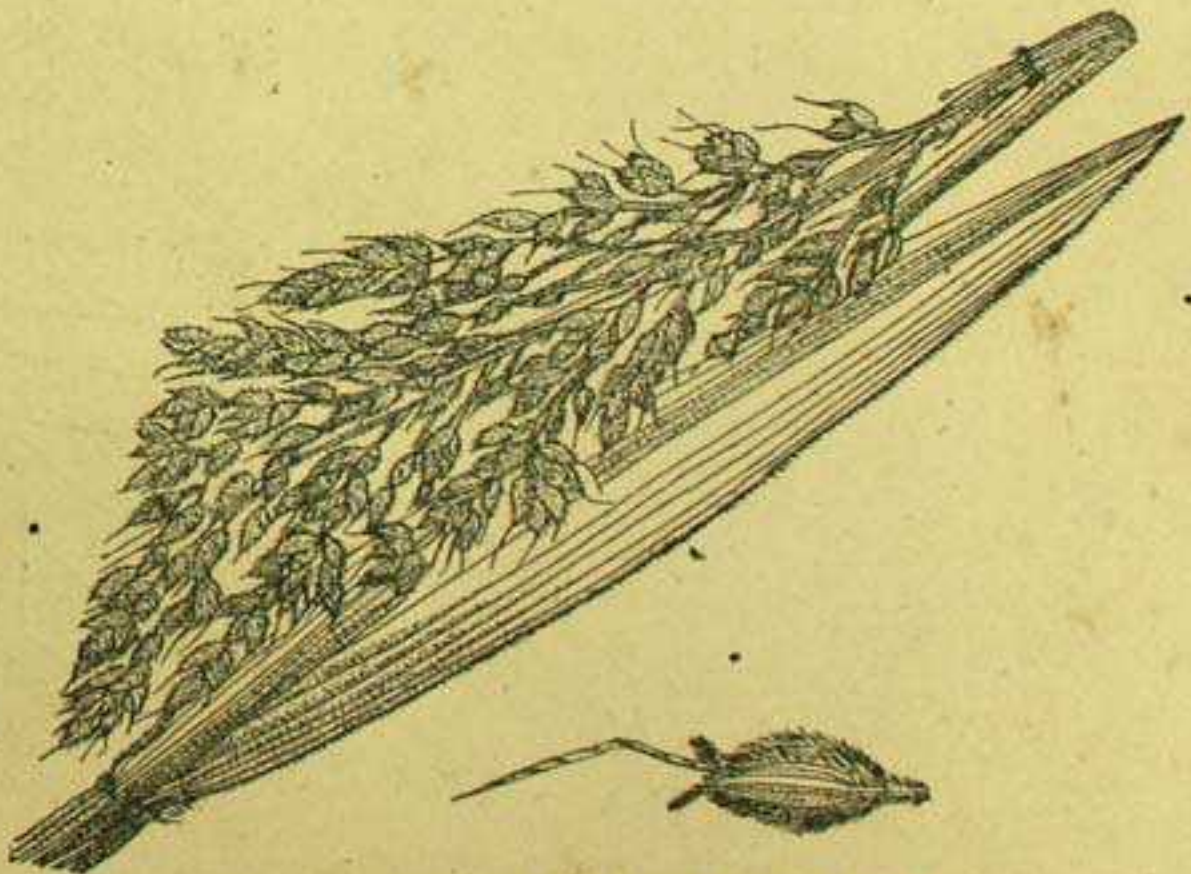


642. *Andropogon Iwarancusa* Jons. (করাবুলা)

|| ভারতীয় বনৌষধি

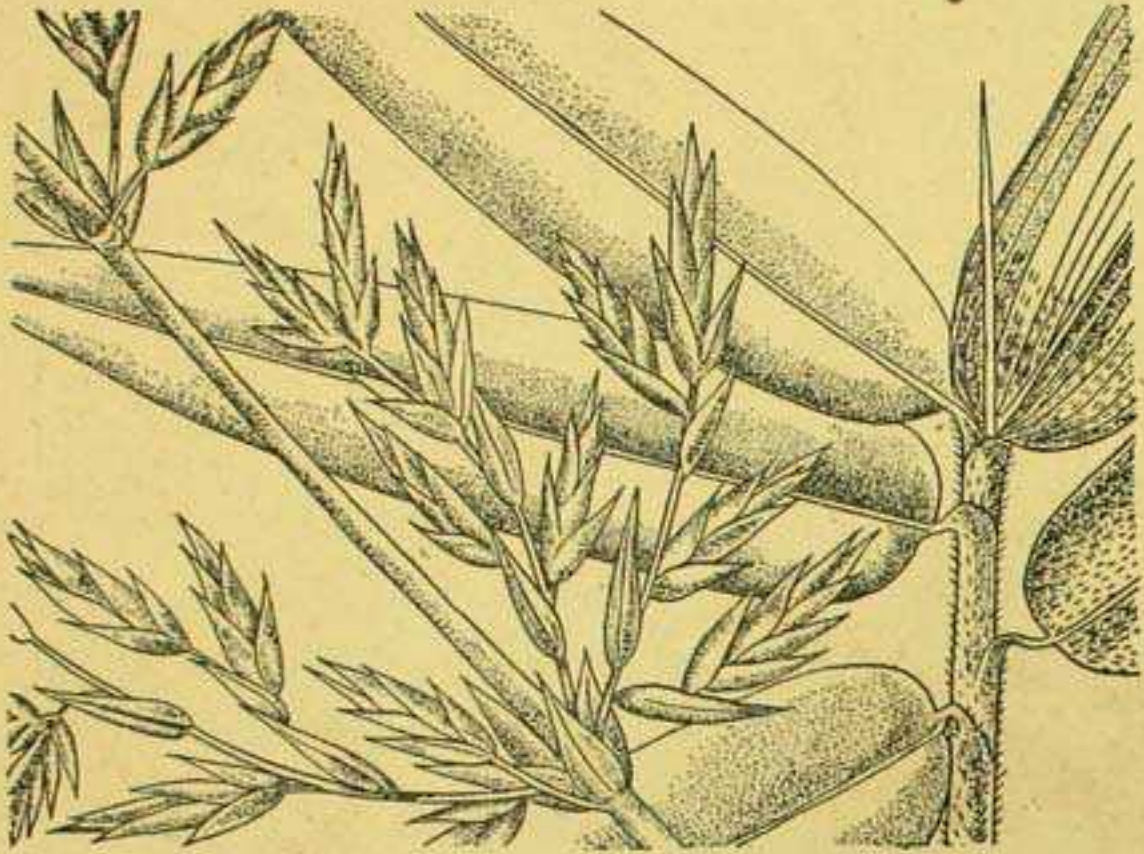


643. *Andropogon citratus* De. (গন্ধতুল)

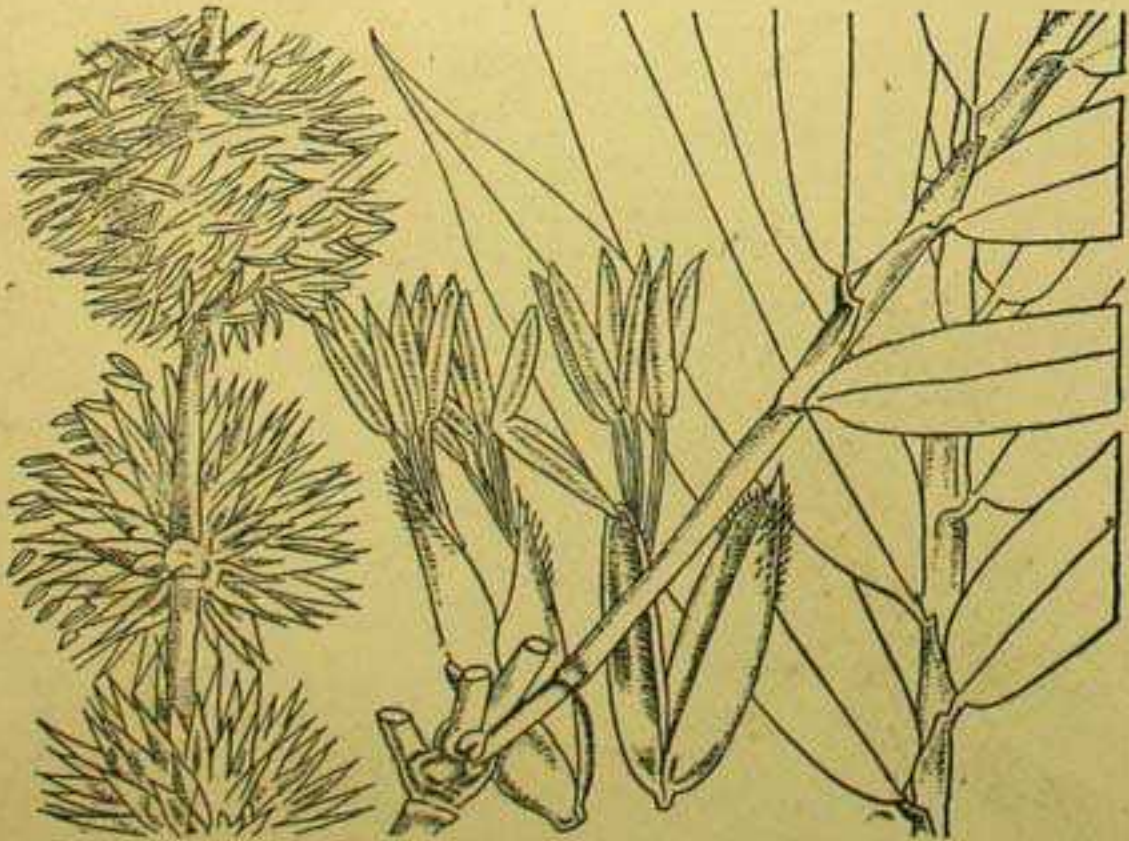


644. *Andropogon sorghum* Brot. (জুয়ারি)

ভারতীয় বনৌষধি

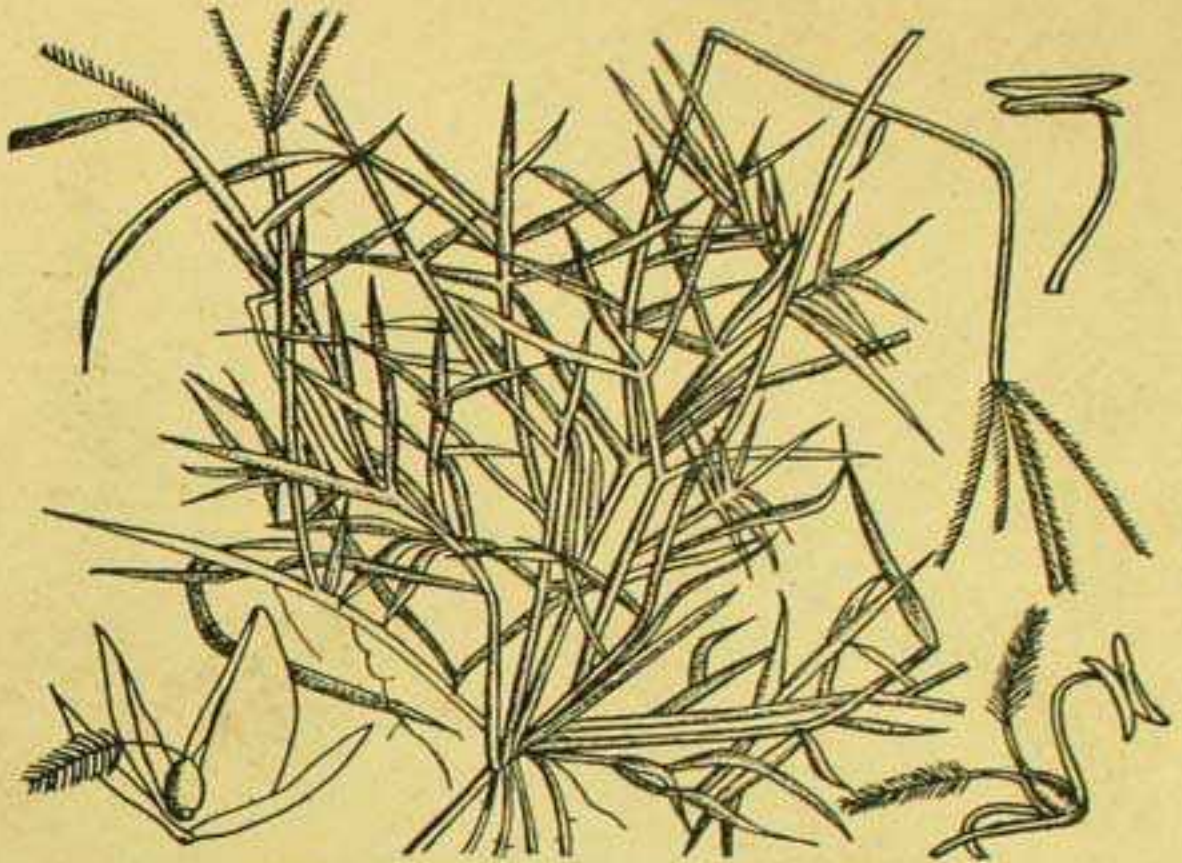


645. *Bambusa arundinacea* Retz. (বঁশ)

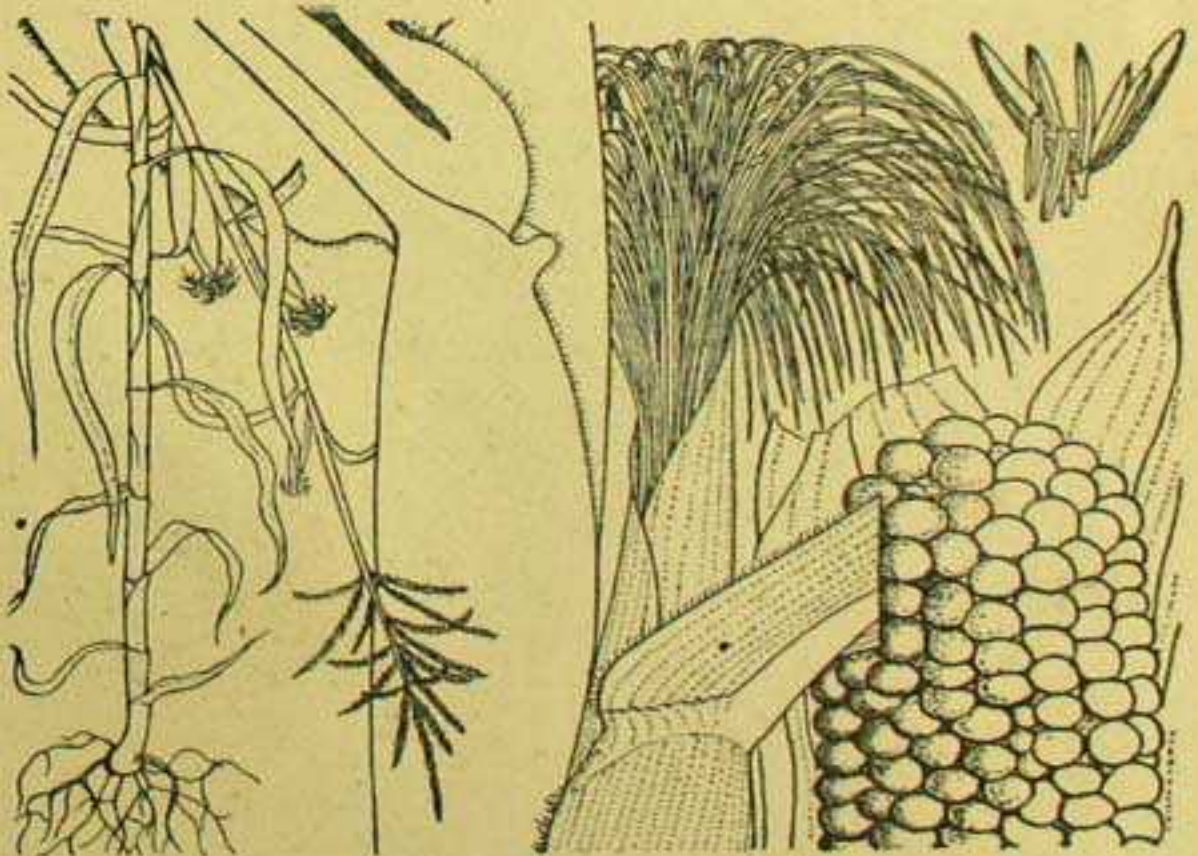


646. *Dendrocalamus strictus* Nees. (কাঁরাইল বঁশ)

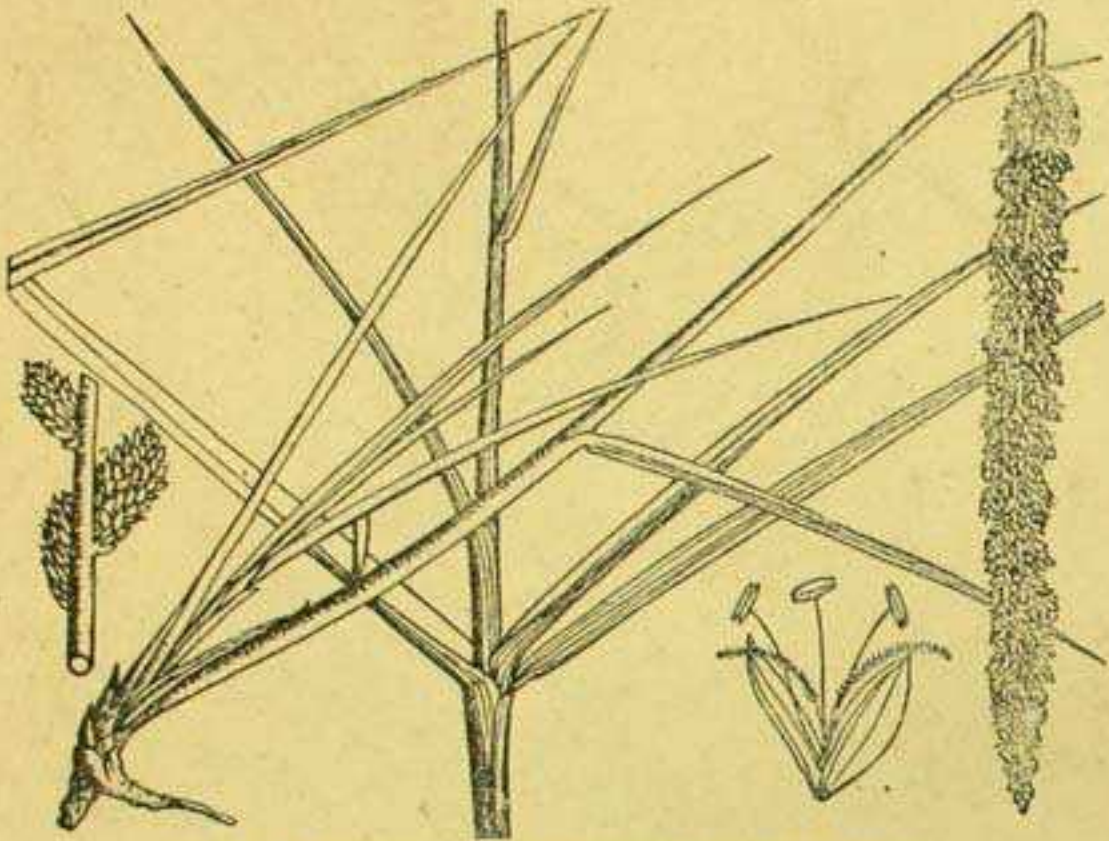
ভারতীয় বনৌষধি



647. *Cynodon dactylon* Pers. (দূর্কা)



648. *Zea mays* Linn. (ভূট্টা)

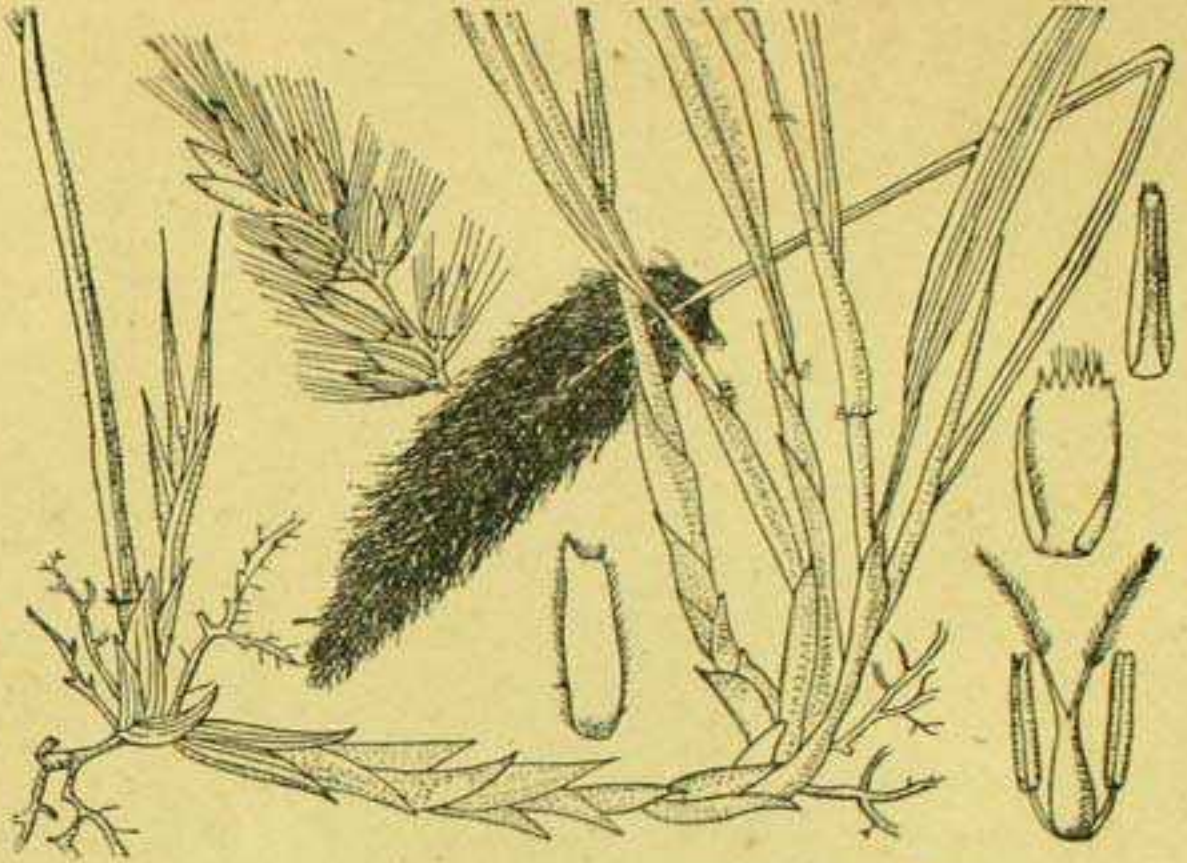


649. *Eragrostis cynosuroides* Beauv. (কুশ)

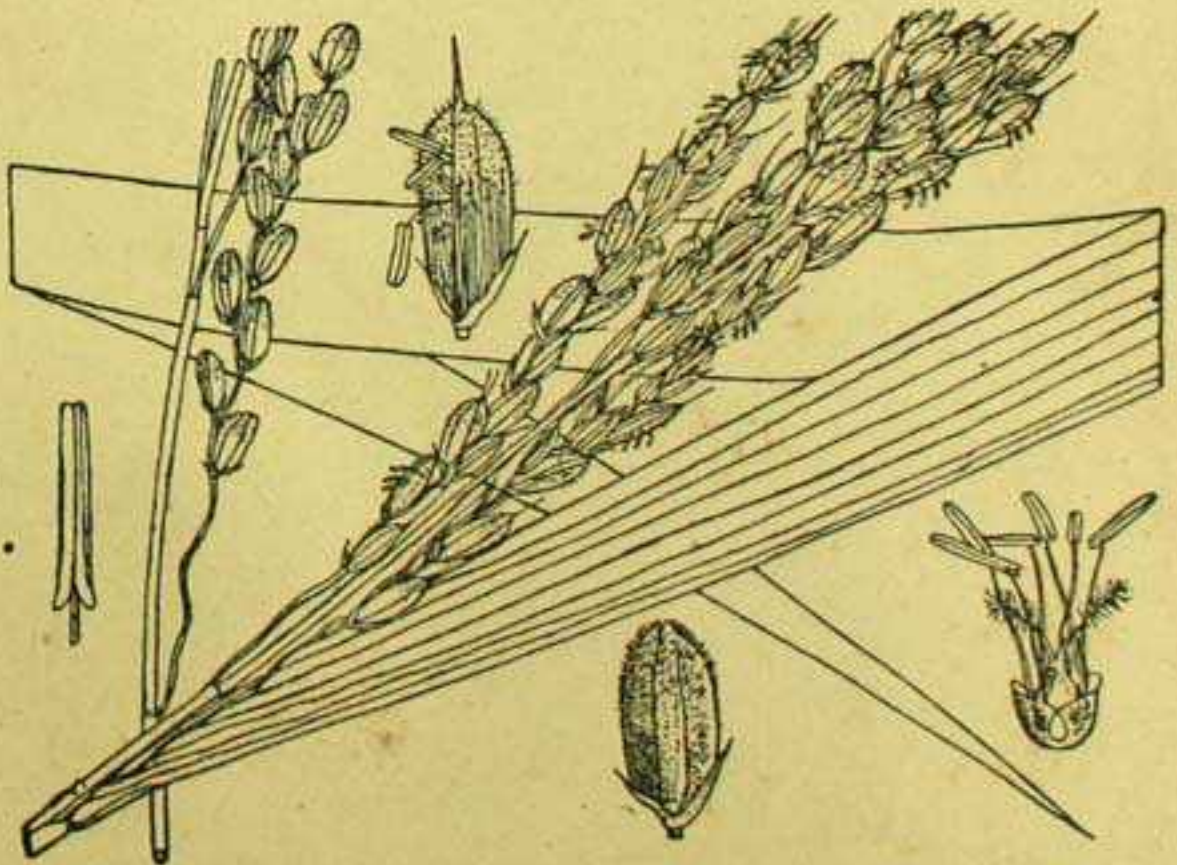


650. *Eleusine coracana* Gaertn. (মণি, মেরুয়া)

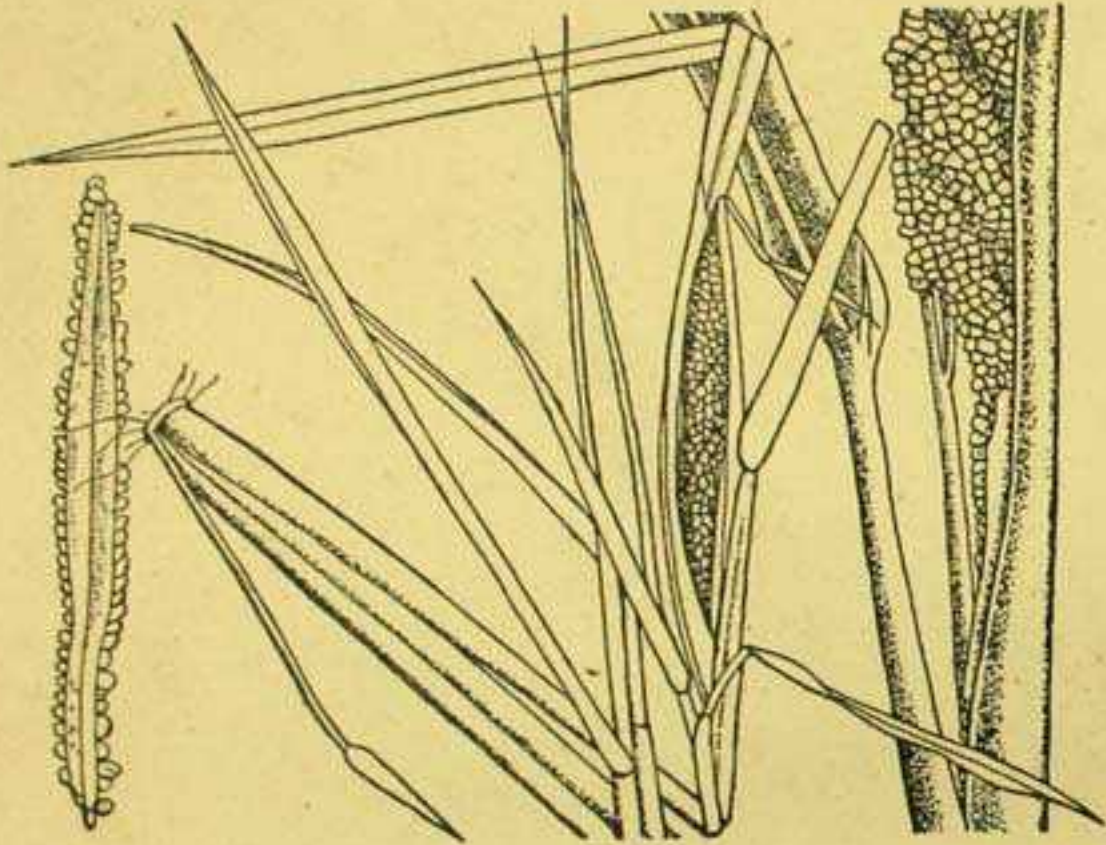
ভারতীয় বন্যোষধি



651. *Imperata arundinacea* Cyrill. (উনু)



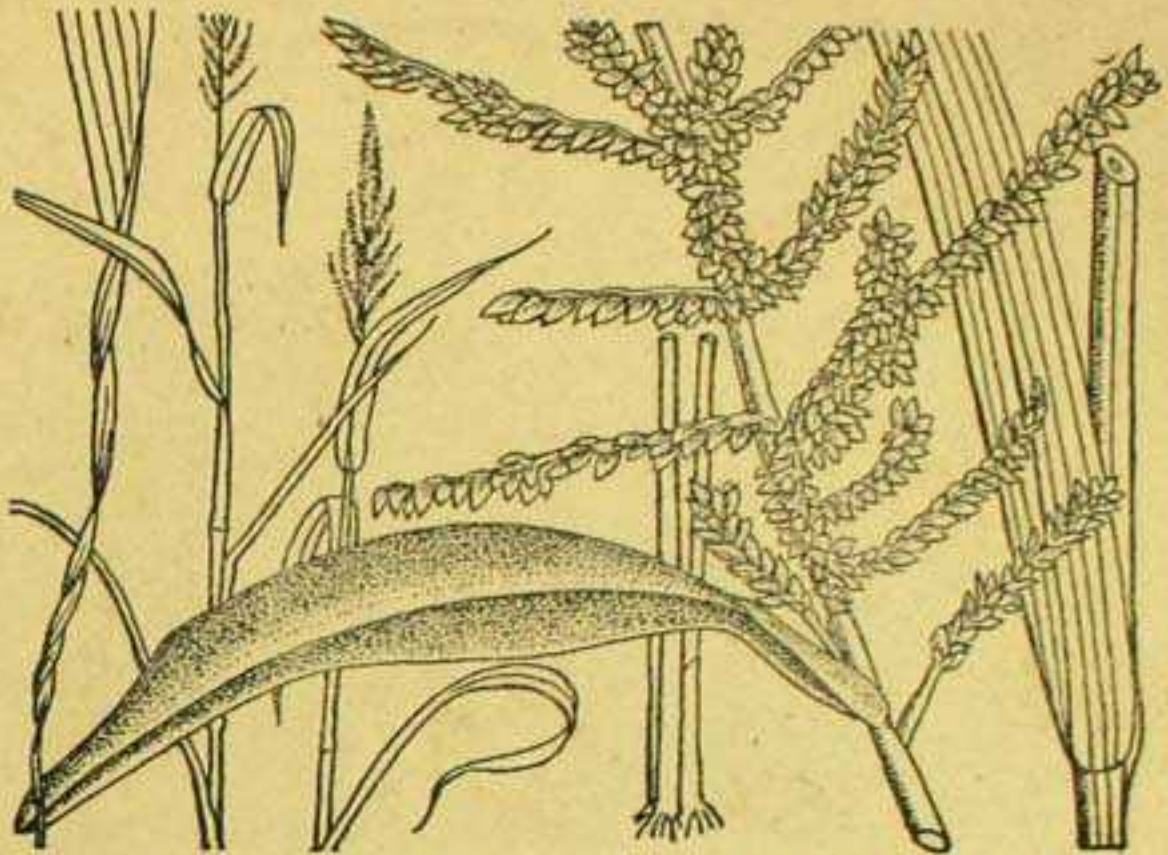
652. *Oryza sativa* Linn. (ধান)



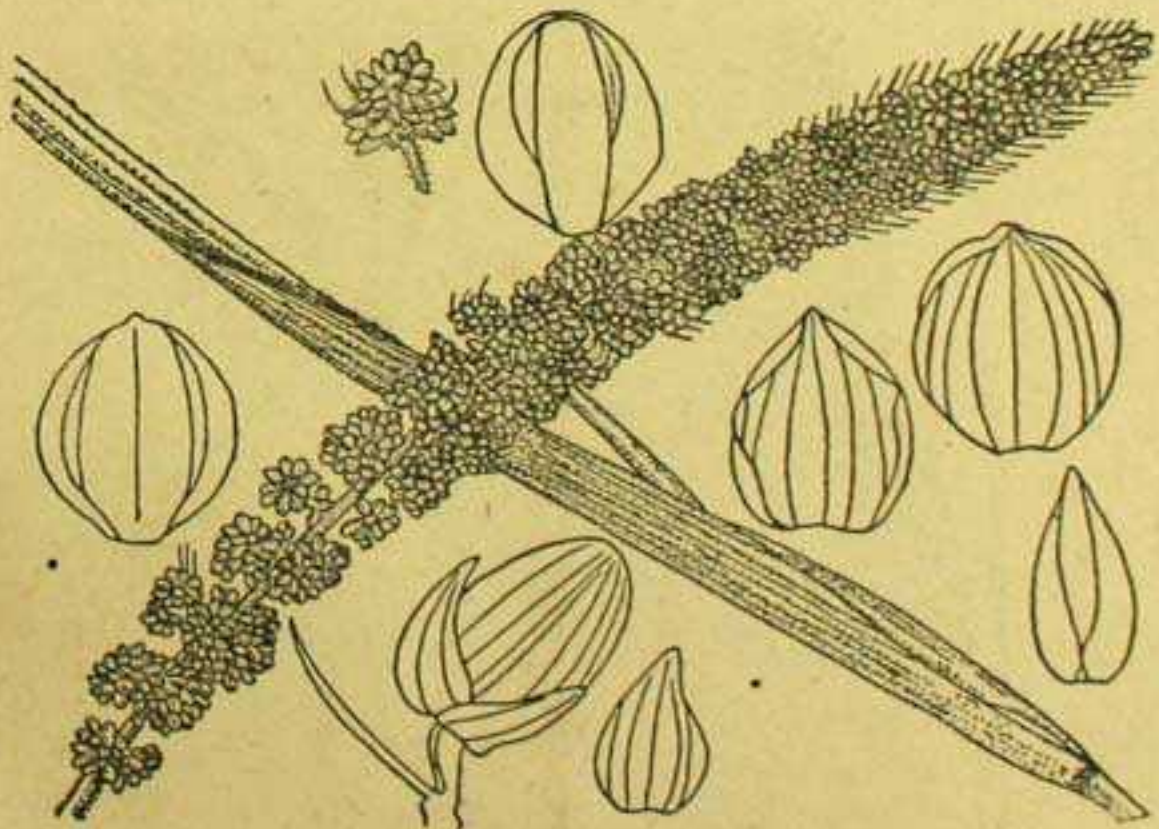
653. *Paspalum serobiculatum* Linn. (কোদো)



654. *Panicum miliaceum* Linn. (চীনা)



655. *Panicum frumentaceum* Roxb. (চাউস)



656. *Setaria italica* Beauv (কচু), The Italian millet.

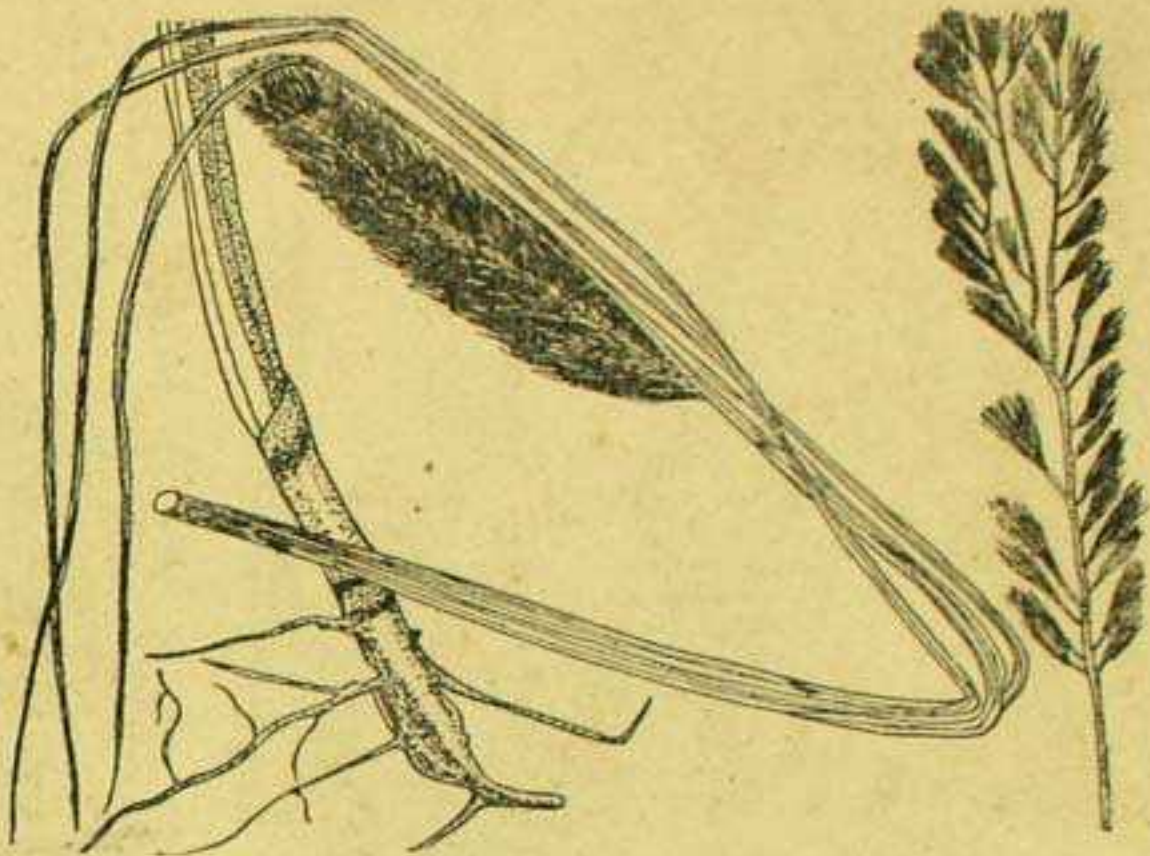


657. *Saccharum officinarum* Linn. (ইক্ষু)

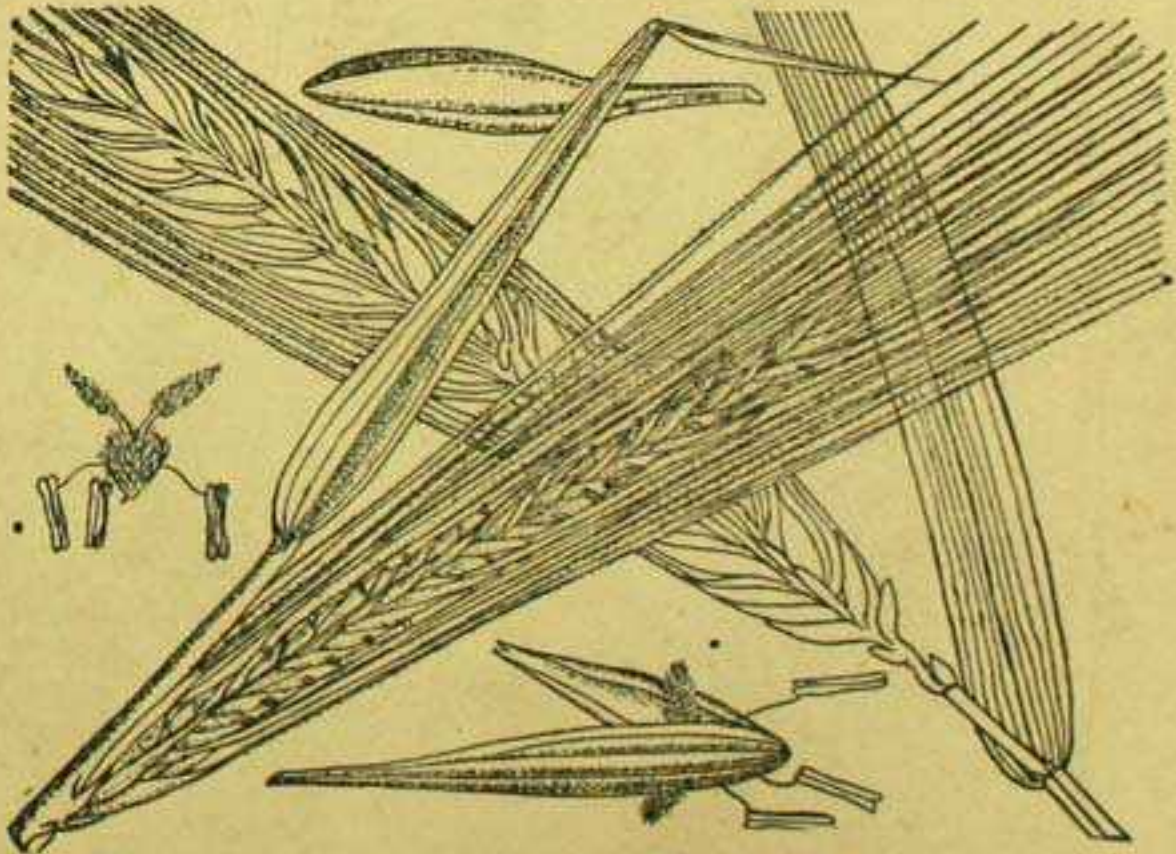


658. *Saccharum Sara* Roxb. (শর)

ভারতীয় বন্যোষধি

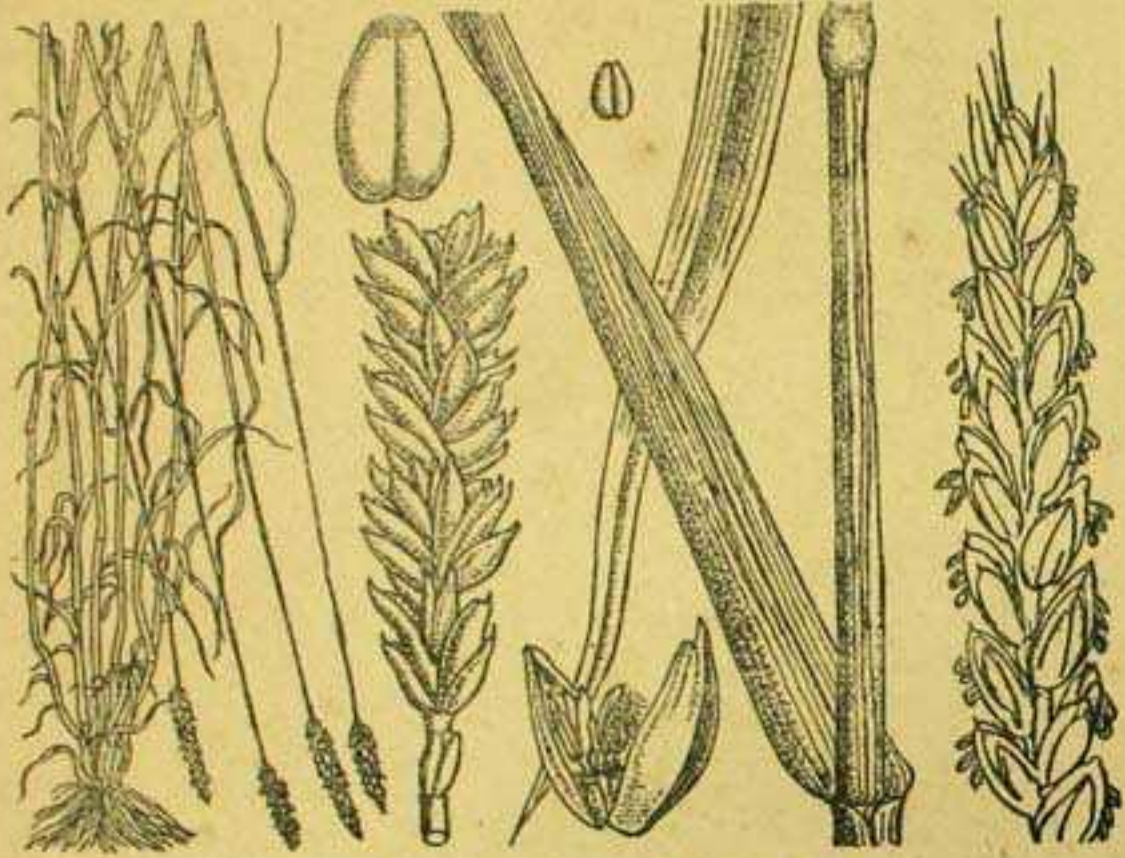


659. *Saccharum spontaneum* Linn. (কেশ)

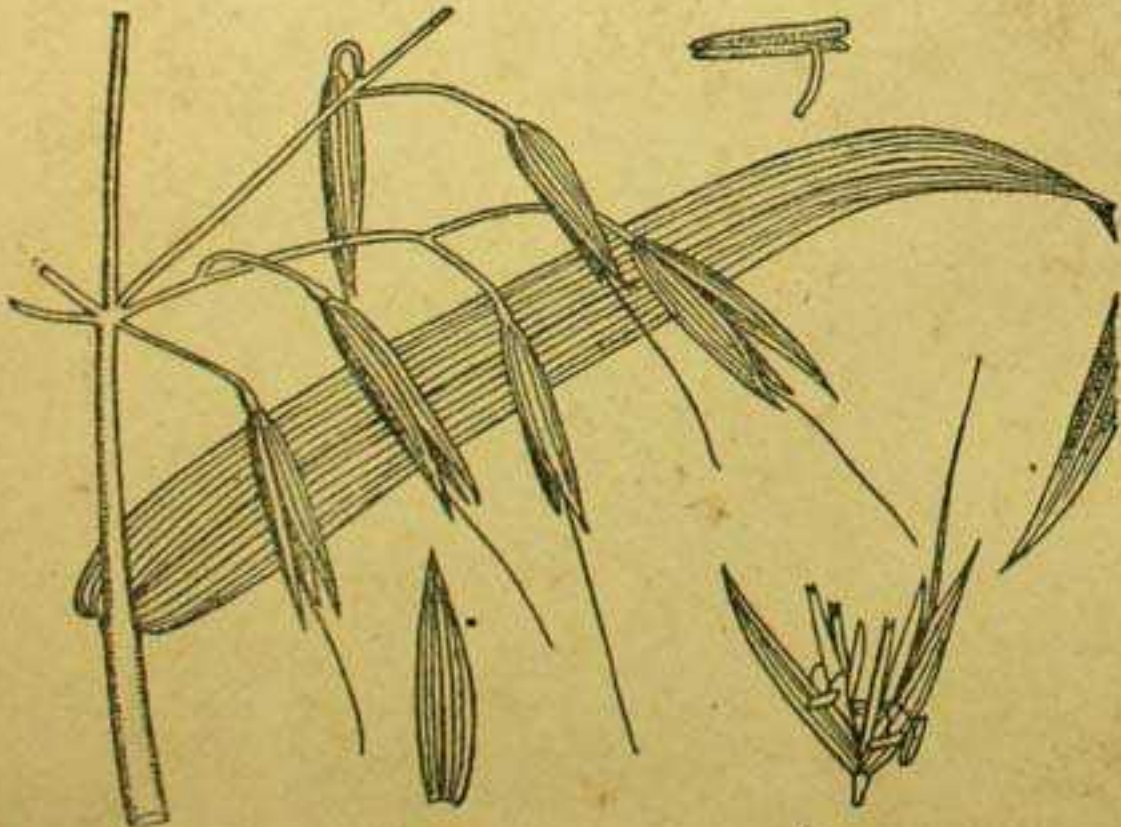


660. *Hordeum vulgare* Linn. (যব)

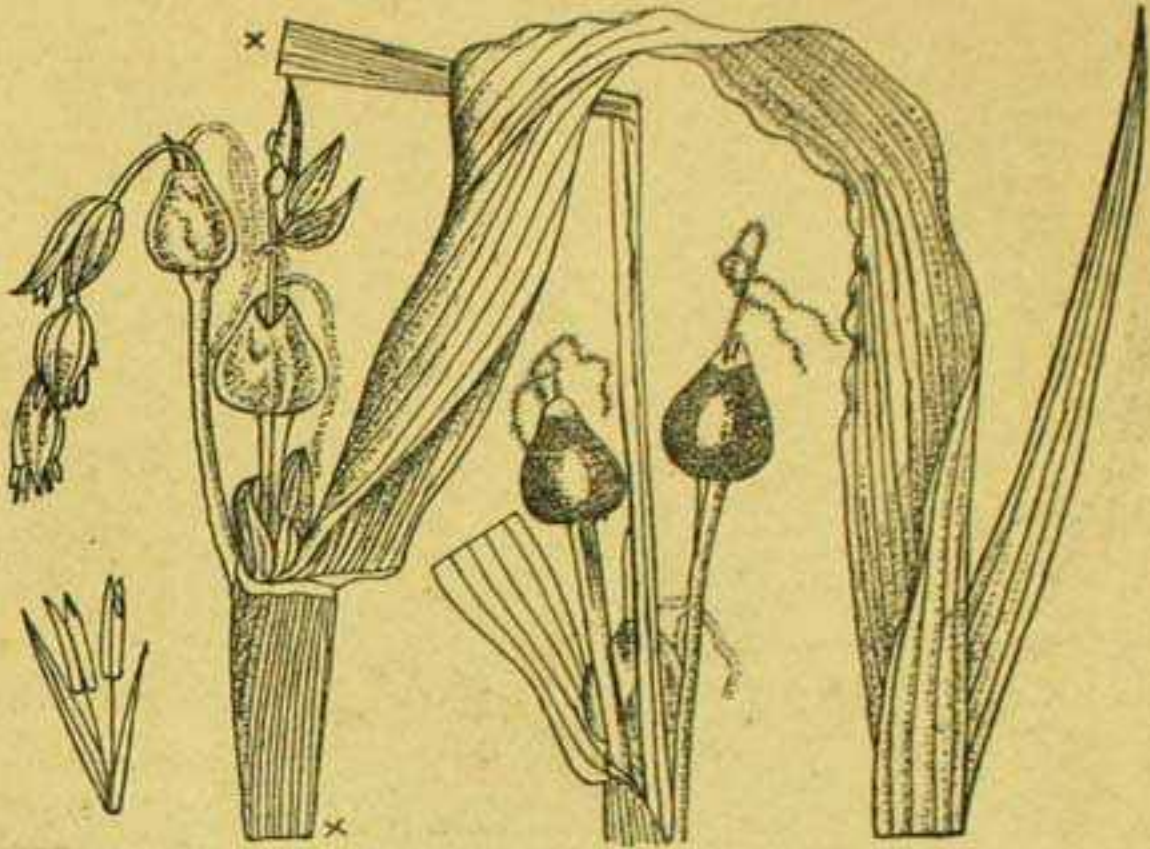
ভারতীয় বন্যোষধি



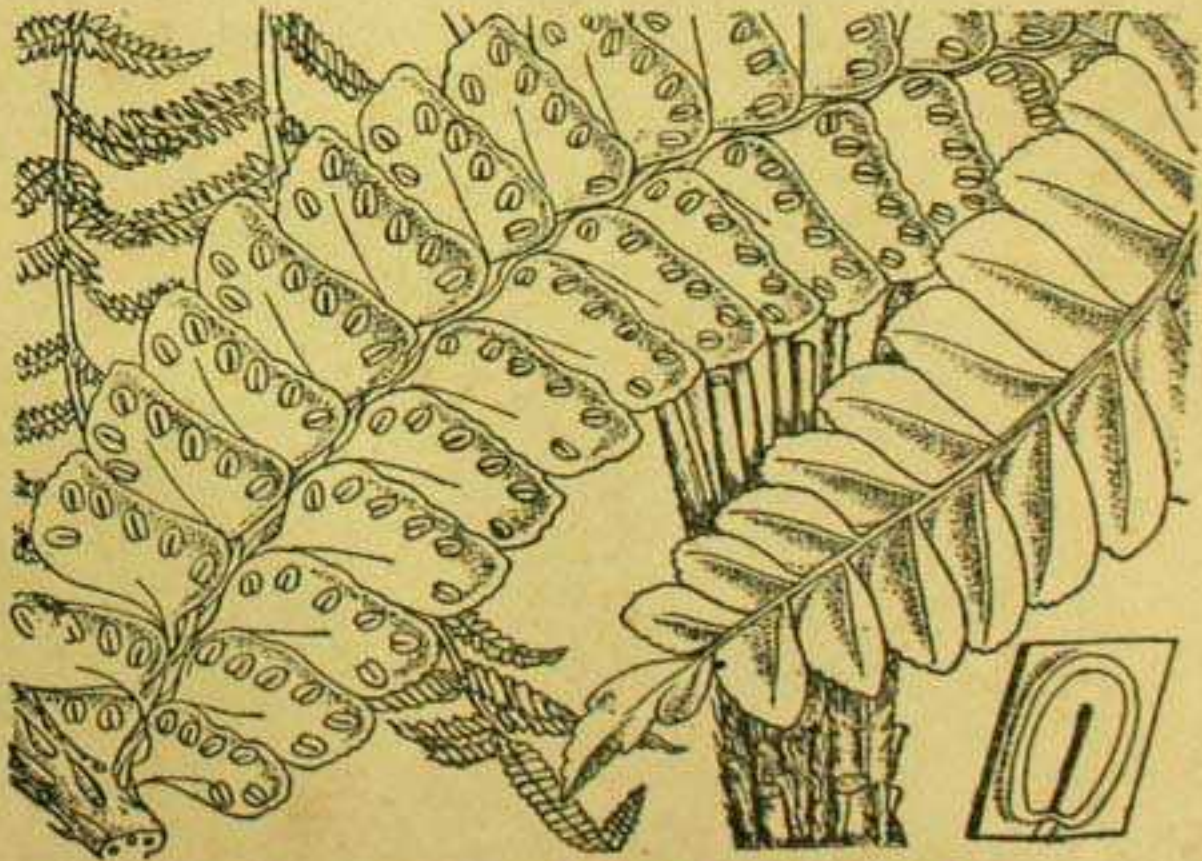
661. *Triticum vulgare* Vill. (গম)



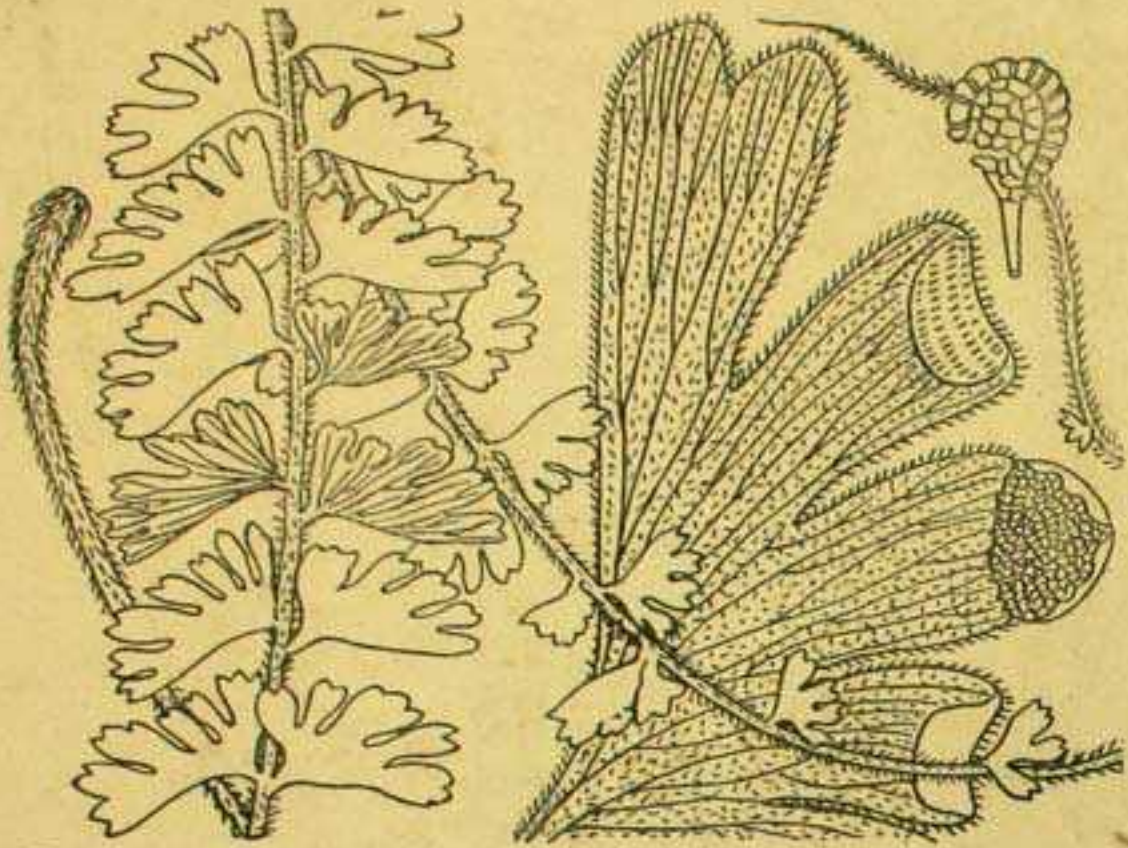
662. *Avena sativa* Linn. (যৱ)



663. *Coix lacryma Jobi* Linn. (গড়গড়ে)



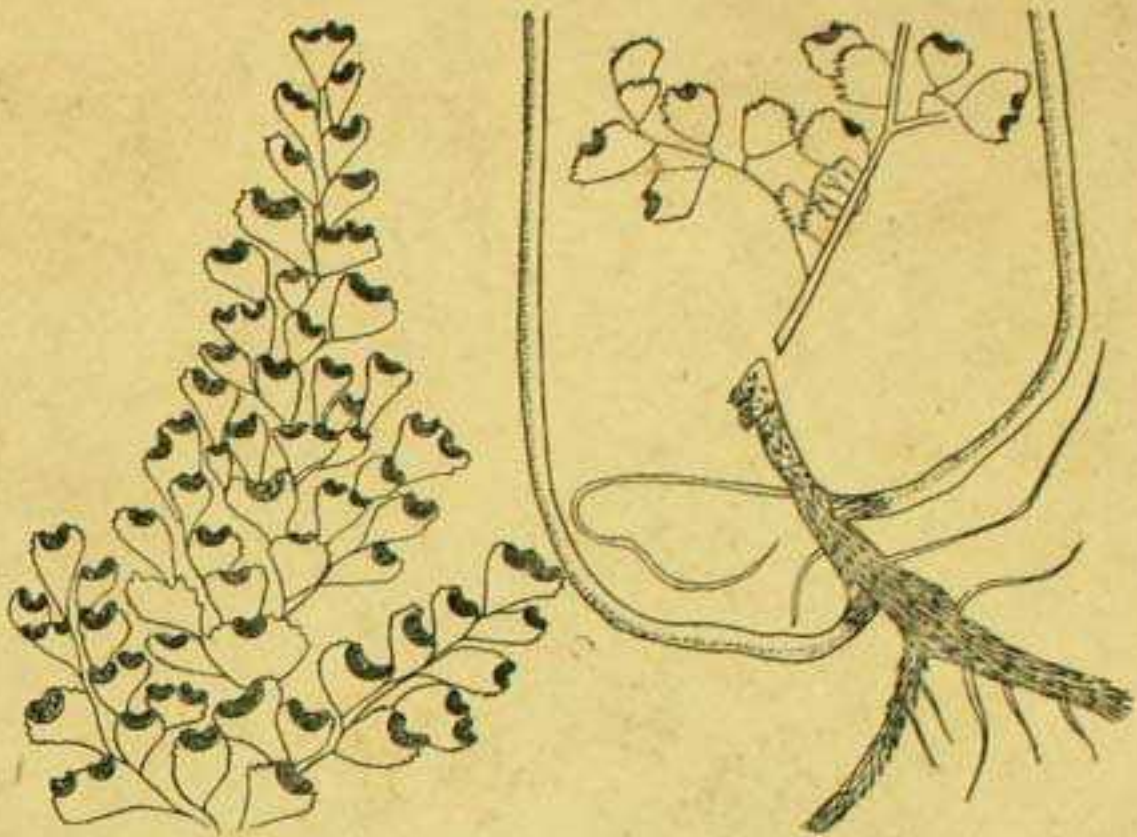
664. *Adiantum lunulatum* Burm. (কালিসাঁট)



665. *Adiantum caudatum* Linn. (ময়ূরশিখা)



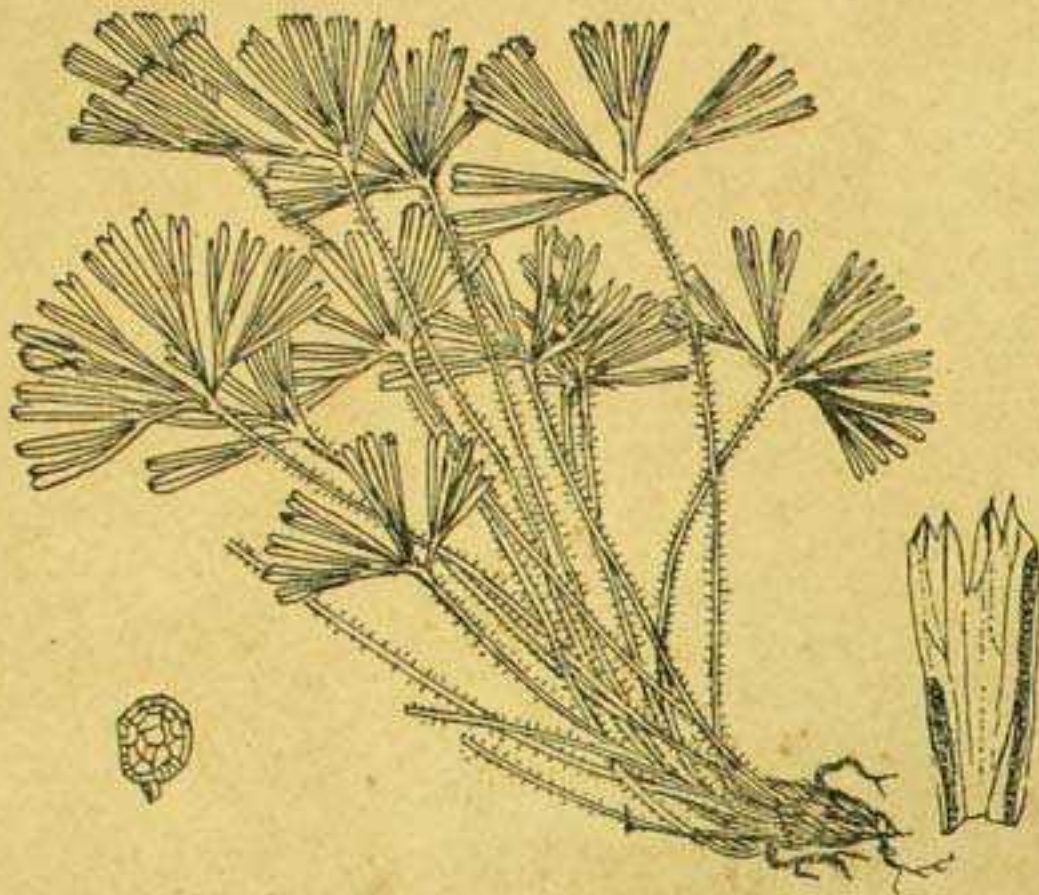
666. *A. capillus-veneris* Linn. (হংসপদা) Eng. Maidens Hair.



667. *Adiantum venustum* Don. (হংসরাজ)



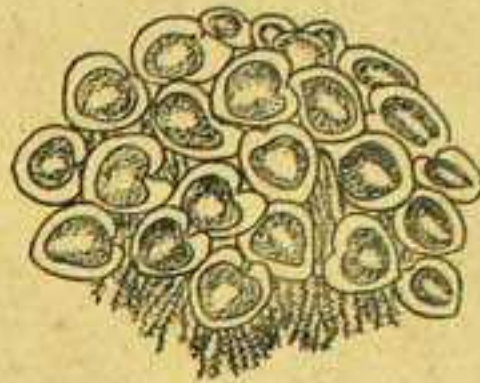
668. *Polypodium quereifolium* Linn. (গুরুর)



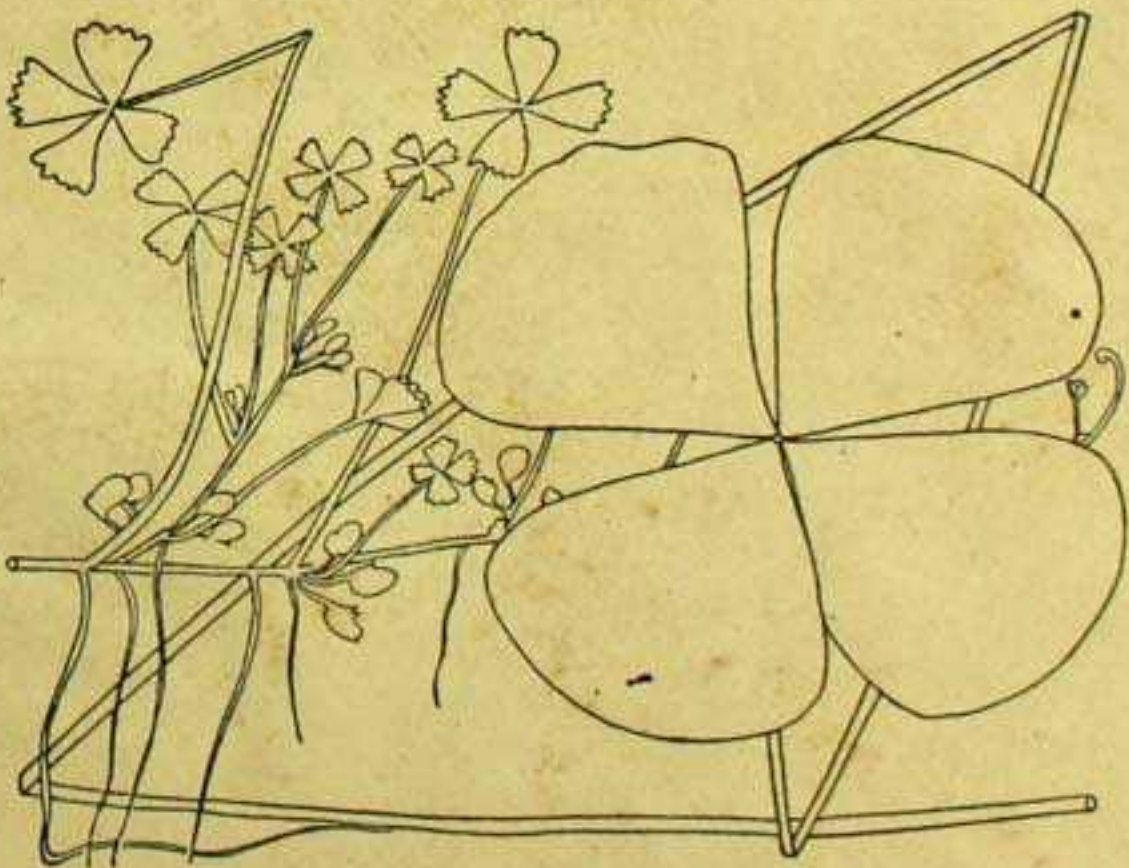
669. *Aetinopteris dichotoma* Forsk. (মম্বুরপত্রী)



670. *Azolla pinnata* Lamk. (পানি)



671. *Salvinia cucullata* Roxb. (হেমলক ফার্ন)



672. *Marsilea quadrifolia* Linn. (চতুর্লব শাক)